শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল

প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে

ভক্ত পণ্ডিত শ্রীমাধবাচার্য্য বিরচিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

৬ নং ভবানী দত্ত লেন, "বঙ্গবাসী-ইলেক্‌ট্রো-মেসিন"-যন্ত্রে

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থা. ব্যক্ত

সন ১৩৩৩ সাল

মূল্য ২৷৷০ আড়াই

বিস্তারি কহিব বিষ্ণু-পুরাণের মতে ॥ ১৮৭ পৃঃ

ভূমিকা।

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল.—শ্রীচৈতন্য-চরণানুচর মাধবাচার্য্যের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। মাধবাচার্য্য সুকবি। তিনি তাঁহার সেই কবিত্বের কোমল তুলিকায় মধুরমধুর শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের কোমল-কান্ত-পদাবলী অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন. তাহা অতি প্রাচীনকাল হইতে পর্য্যন্ত সুধী-সজ্জন-সমাজে সমভাবে সমাদৃত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক কবি দেবকীনন্দন শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে বন্দনা করিয়াছেন.—

"মাধব আচার্য্য বন্দো কবিত্ব শীতল।
যাঁহার চরিত গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥"

মহানুভব বৃন্দাবনদাস একজন অতি প্রাচীন কবি। তিনিও বন্দনা করিয়াছেন—

"তবে ত বন্দনা কৈলুঁ মাধব আচার্য্য।
কৃষ্ণগুণ বর্ণন সদাই যাঁর কার্য্য॥
যে কৃষ্ণমঙ্গল কৈল ভাগবতামৃতে।
যে গীত বিদিত হৈল সকল জগতে।

এই দুইটী বন্দনা হইতে কবি মাধবাচার্য্য এবং তাঁহার কাব্য শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল প্রাচীন কালে কিরূপ পূজা-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার সম্যক্ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এখনও বাঙ্গালার দেশে-দেশে গ্রামে গ্রামে পল্লীতে-পল্লীতে—মৃদঙ্গ মন্দিরা-সহযোগে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত হইয়া থাকে। সে গীতি ত অনেকেই শুনিয়াছেন! শুনিয়া কে-ই বা প্রেমপুলকিত না হইয়াছেন। আর কে-ই বা কবির শতমুখে প্রশংসা না করিয়াছেন!

শ্রীকৃষ্ণলীলার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ—শ্রীমদ্ভাগবত। প্রধানতঃ সেই ভাগবতের দশম স্কন্ধই গ্রন্থকারের প্রধান অবলম্বন। তিনি স্থানে স্থানে ভাগবতের অন্যান্য স্কন্ধ হইতে এবং ভাগবত ব্যতিরিক্ত পুরাণ-ইতিহাস প্রভৃতি হইতেও গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এ কথা তাঁহার গ্রন্থ আদ্যোপান্ত আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। গ্রন্থকারও আপন মুখে এ কথা কোন কোন স্থানে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। যথা—

রাজ রাজ অভিষেক নাহি ভাগবতে।
বিস্তারি কহিব তাহা হরিবংশ-মতে॥ ১৫৪ পৃঃ
পারিজাত হরণ ঈষৎ ভাগবতে।
বিস্তারি কহিব বিষ্ণু-পুরাণের মতে॥ ১৮৭ পৃঃ

এতদ্ব্যতীত গ্রন্থকার-বর্ণিত দানখণ্ড নৌকাখণ্ড প্রভৃতি লীলার কথাও আমরা এস্থলে প্রমাণরূপে উত্থাপন করিতে পারি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে সর্ব্বজ্ঞের মত লিখিয়াছেন—"ইহা (শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল) ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের একটী সরল ও সুন্দর বাঙ্গালানুবাদ।"

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল "সরল ও সুন্দর" সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা যে "ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের বাঙ্গালানুবাদ" নহে, তাহা যিনি ভাগবত পড়িয়া কৃষ্ণমঙ্গলের কিয়দংশও পাঠ করিয়াছেন, তিনি সহজেই বুঝিতে পারিবেন। তিনি আরও বুঝিবেন যে, গ্রন্থকার আপন প্রতিভা ও কল্পনাবলে ভাগবতের বর্ণনাকে আরও কত মধুর করিয়া তুলিয়াছেন।

বৈষ্ণব কবিগণ দীনতার খনি,—তাঁহাদিগের এই দীনতাই তাঁহাদিগের প্রকৃত পরিচয় লাভ হইতে আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। গ্রন্থকারের বিশেষ পরিচয় জানিবার জন্য আমাদিগের মনঃপ্রাণ ব্যাকুল হইলেও আমরা তাঁহার নিজের অথবা অন্য কোন প্রামাণিক প্রাচীন কবির গ্রন্থ হইতে তাহা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তাঁহার নিবাস কোথায়, তাঁহার মাতা-পিতার নাম কি —জীবনের প্রধান কার্য্যাবলীই বা কি, ইত্যাদি কোন কথাই আমরা বিশ্বাস্যরূপে জানিতে পারি নাই। পারিয়াছি কেবল, তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁহার নাম ছিল—মাধবাচার্য্য।

কতিপয় ভ্রান্ত ব্যক্তির অনভিজ্ঞতায় দূষিত, প্রক্ষিপ্তাংশপরিপূর্ণ প্রেমবিলাস নামক গ্রন্থে কৃষ্ণমঙ্গল-রচয়িতার যে প্রকার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারায়, আমরা এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ কৃষ্ণমঙ্গল-রচয়িতা মাধবাচার্য্যকে লইয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্ কোন্ স্থলে কিরূপ গোলযোগ চলিয়া আসিতেছে, তাহা সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্র 'সাহিত্যে' (১০মবর্ষ, ১১শ সংখ্যা)—'বৈষ্ণব-সমাজে দলাদলি' এবং 'প্রেমবিলাসগ্রন্থ' শীর্ষক প্রবন্ধ দুইটী দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। সাধারণের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য আমরা 'বৈষ্ণব সমাজে দলাদলি' প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"এই সকল মাধবের মধ্যে প্রেমরত্ন (রত্নাকর?) রচয়িতা মাধবাচার্য্য ও বিষ্ণুপ্রিয়ার ভ্রাতা মাধবাচার্য্য সমধিক প্রসিদ্ধ। চৈতন্যদেবের শ্বশুর সনাতন মিশ্র মিথিলা হইতে নবদ্বীপে উপনিবিষ্ট হন। এই বিখ্যাত বংশে পণ্ডিত-শিরোমণি জগদীশ তর্কালঙ্কারের জন্ম হয়। এই বংশের মাধব এবং প্রেমরত্নাকর ও কৃষ্ণমঙ্গলের রচয়িতা মাধবের সহ 'ত্যাগী' মাধবের কোন সংস্রব নাই। মাধবাচার্য্য পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গমন করিয়া চৈতন্যের কৃপালাভ করেন। সেখানেই তাঁহার একখানি বৈষ্ণবস্মৃতি রচনা করিবার অভিলাষ হয়। প্রশ্ন হইতে পারে, হরিভক্তিবিলাস

থাকিতে প্রেমরত্নাকর নামক স্মৃতি রচনা করিবার উদ্দেশ্য কি? হরিভক্তি বিলাস প্রকাণ্ড গ্রন্থ, মাধব সংক্ষেপে একখানি স্মৃতির রচনা করেন। এই মাধবাচার্য্যই কৃষ্ণমঙ্গলের রচয়িতা। এ কথা আমরা কেন, বিষ্ণুপ্রিয়ার ভ্রাতা যাদব ও মাধবের বংশধর গোস্বামিগণও স্বীকার করেন। কৃষ্ণমঙ্গলের-রচয়িতা মাধবের বংশীয় গোস্বামিগণ অদ্যাপি ময়মনসিংহ জেলায় বাস করিতেছেন। ময়মনসিংহ, ঢাকা, মালদহ প্রভৃতি জেলায় তাঁহাদের বহুসংখ্যক শিষ্য আছে। শুনিয়াছি, ইহাঁরা বৃন্দাবনধামে চূড়াধারী নামক ব্রজবাসর কুঞ্জ ক্রয় করিয়া, তথায় আপনাদের কুঞ্জ স্থাপন করেন। কোনও কারণে ময়মনসিংহ জেলার কোন অধিকারি-বংশের সহিত তাঁহাদের বিবাদ হয়। অধিকারিগণ মধ্যে কেহ কেহ প্রচার করিয়া দেন যে, "ময়মনসিংহ যশোদলের গোস্বামিগণ চূড়াধারী মাধবের বংশসম্ভূত। তাঁহারা বৈষ্ণব-সমাজের পরিত্যজ্য। মাধবাচার্য্য কৃষ্ণমঙ্গল রচনা করেন নাই। বিষ্ণুপ্রিয়ার ভ্রাতা মাধবাচার্য্যই কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা।" এদিকে বিষ্ণুপ্রিয়ার ভ্রাতা মাধবের বংশধরেরা বলিতেছেন, আমাদের বংশের কেহ কৃষ্ণমঙ্গল রচনা করেন নাই। পাঠক মহোদয়গণ বিবাদের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করুন। ইত্যাদি।

উল্লিখিত উদ্ধৃতাংশের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে, মাধবাচার্য্য 'প্রেমরত্নাকর" নামে একখানি বৈষ্ণব-স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু দীনেশ বাবু বলিতেছেন,—'"মাধবমিশ্রের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল" ব্যতীত 'প্রেমরত্নাকর' নামক আর একখানি (সংস্কৃত) কাব্য আমরা দেখিয়াছি।"

এখন কাঁহার কথা বিশ্বাস করি? দীনেশ বাবু যে দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলকে 'ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের বাঙ্গালানুবাদ' বলিয়া দেখিয়াছেন, সেই দৃষ্টিতেই প্রেমরত্নাকর খানিকে দেখিয়াছেন কি না,—তাহাই বা আমাদিগকে কে বলিয়া দিবে?

আর এক কথা একমাত্র প্রেমবিলাসের উপর নির্ভর করিয়া দীনেশ বাবু শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলকারের নাম—'মাধবমিশ্র' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তো কোন প্রাচীন গ্রন্থে কিংবা গ্রন্থকারের স্বরচিত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে উহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। দৈবকানন্দন ও বৃন্দাবন দাসের বন্দনাতে যে 'মাধবাচার্য্য' নামই আছে, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দৈবকীনন্দনের সংস্কৃত 'বৈষ্ণবাভিধানম্' গ্রন্থেও দেখিতে পাই,—শ্রীমন্নৃসিংহচৈতন্যঃ শ্রীমদাচার্য্যমাধবঃ। গ্রন্থকার স্বয়ং ও বলিতেছেন,—

"মাধব আচার্য্য কহে, শুনিলে দুরিত দহে,
পরম মঙ্গল হরিকথা।"

(শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, ৩৯ পৃষ্ঠা)

এই সমস্ত প্রমাণ-প্রয়োগ দেখিয়া-শুনিয়া প্রক্ষিপ্তাংশ পরিপূর্ণ প্রেমবিলাসের কথায় এবং তাহার অনুগত দীনেশ বাবুর কথায় কতদূর বিশ্বাস স্থাপন করা চলে, তাহা সুধীগণই বিবেচনা করিবেন।

এইবার গ্রন্থ-সম্পাদনের কথা। বলিতে কি, প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির অভাবে আমরা বর্ত্তমান সংস্করণকে ঠিক মনের মত করিয়া তুলিতে পারি নাই। প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট হইতে আমরা শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের একখানি হস্তলিখিত পুঁথি এবং একখানা বটতলার প্রাচীন ছাপা পুস্তক সংগ্রহ করি। আর একখানি প্রাচীন পুঁথিও সংগৃহীত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেখানি অসম্পূর্ণ। অনেক চেষ্টা-যত্নেও আমরা আর অধিক পুঁথি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। অথচ শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গলের মত প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন পুথি সম্পাদনের পক্ষে ইহা পর্য্যাপ্ত নহে। সুতরাং এ সংস্করণে কিছু কিছু ত্রুটী-বিচ্যুতি থাকিবারই কথা। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় আরও অধিক প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিতে পারিলে, আমরা দ্বিতীয় সংস্করণে সে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করিতে পারিব, আশা আছে। ভক্তবৃন্দ, আশীর্ব্বাদ করিবেন, যেন সে সাধ অচিরেই পূর্ণ হয়।

১৩১০ সাল।	বঙ্গবাসী কার্য্যালয়,
ফাল্গুন।	৩৮।২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশকের নিবেদন।

ভক্ত পণ্ডিত শ্রীমাধবাচার্য্য বিরচিত "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল" গ্রন্থের যে নূতন বিশুদ্ধ সংস্করণ আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম, বহুদিন পূর্ব্বে তাহা নিঃশেষ হওয়ায় এবার তাহারই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইতি ২ই ভাদ্র, ১৩৩৩ সাল।

বঙ্গবাসী কার্য্যালয়,
কলিকাতা। } প্রকাশক।

সূচীপত্র।

সূচী পত্র সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল।

মঙ্গলাচরণ।

পাঁচালিচ্ছন্দসা গীতং শ্রিয়া মাধবশর্ম্মণা।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলং নাম কর্ণরন্ধ্রশুভাবহম্॥

গণেশ-বন্দনা।

কুঞ্জর সুন্দর মুখ এ তিন লোচন।
মদগল গণ্ডস্থল চলই সঘন॥
হিমকর-রুচি এক দশন উজ্জ্বল।
স্থূল খর্ব্ব দেহভার বিশাল উদর॥
প্রণমহুঁ গণপতি গৌরীর নন্দন।
পরম বৈষ্ণব দেব বিঘ্নবিনাশন॥
মূষিক বাহন রক্ত চীর পরিধান।
প্রসন্ন বদন দেব করুণানিধান॥
লোহিত চরণ চারু নব দিনকর।
বদন কুঞ্জর মুখ দেখিতে সুন্দর॥
মৌলিমিলিত চারু নব দিনকর।
লম্বিত কুটিল জটা মুকুট উপর॥
তপস্বীর বেশেতে সম্বিত চারিভুজে।
আগু আবাহন যারে করি শুভকাজে॥
সব অবতার শেষ কলি পরবেশ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্র গুপ্ত যতিবেশ॥
প্রেমভকতিরস করেন প্রকাশ।
কহে দ্বিজ মাধব তাহার দাসের দাস॥

সর্ব্বদেব-দেবী-বন্দনা।

অবনী লোটাইয়া শিরসি জোড় হাথ।
প্রথমে বন্দিলুঁ সুখময় জগন্নাথ॥
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার প্রতি অঙ্গে অঙ্গে।
লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দোঁ পারিষদ-সঙ্গে॥
আনন্দে বন্দিলুঁ ব্রহ্মা সৃজন কারণ।
গিরিসুতা-সহিত বন্দিলুঁ ত্রিলোচন॥
হরিষে বন্দিলুঁ রবি উদয়-পর্ব্বতে।
রাশি তারা গ্রহ ছায়া সংজ্ঞার সহিতে॥
ইন্দ্র আদি দিগপাল বন্দোঁ দশ দিগে।
সপ্ত সিন্ধু অষ্টাচল বন্দিলুঁ অধিকে॥
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস আদি যত ঋষি।
সনক সনন্দ আদি বন্দিলুঁ তপস্বী॥
পরম আনন্দে বন্দোঁ গঙ্গা ভাগীরথী।
যাহার প্রসঙ্গমাত্র হয় শুভ গতি॥
তাঁহার মহিমা আমি কি বলিতে জানি।
দ্রবরূপে সাক্ষাতে আপনি চক্রপাণি॥
আছিল সৌদাস ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া।
বৈকুণ্ঠে চলিল গঙ্গাজল বিন্দু পায়্যা।

স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল বন্দিলুঁ তিনস্থান।
বিশেষ তাহার মধ্যে হরি সন্নিধান॥
বৈকুণ্ঠ মথুরা গোকুল দ্বারাবতী।
নীলাচল আদি ক্ষেত্র বন্দিলুঁ ভকতি॥
সুরধুনী-তীরে বিশেষ নবদ্বীপ।
যথায় চৈতন্যচন্দ্র অদ্বৈত-সমীপ॥
যত পুণ্য নদনদী যথা হরিমূর্ত্তি।
সেই সব স্থান বন্দোঁ যথা হরি-কীর্ত্তি॥
জনক জননী আদি যত গুরুজন।
সংক্ষেপে বন্দিলুঁ দেবদ্বিজের চরণ॥
নিজগুরু-চরণ তুলিয়া ধরোঁ শিরে।
যাহার প্রসাদে তরি এ ভব-সাগরে॥
কৃষ্ণ-উপদেশ যেবা দিল এক লব।
তাহার চরণ বন্দোঁ মনের উৎসব॥
কৃষ্ণের ভকত যদি হয়ত যবন।
চরণ ধরিয়া তার করহুঁ স্তবন॥
বৈষ্ণবের পদধূলি পড়ে যেই ঠাঞি।
দণ্ডবৎকায় ক্ষিতি পড়হুঁ লোটাই॥
সতত ভকত যেবা হরিনাম লয়।
বিকাইলে তার পায়ে কারো নাহি দায়॥
পুলকে আকুল যেবা করএ ক্রন্দন।
জন্মে জন্মে হওঁ তার দাসীর নন্দন॥
কৃষ্ণের প্রসঙ্গ শুনি যে জন প্রশংসে।
তাহার পদারবিন্দ বন্দিলুঁ সবংশে॥
কৃষ্ণের ভকত যদি চণ্ডাল জনম।
অভক্ত সন্ন্যাসী কভু নহে তার সম॥
জাতি বুদ্ধি বৈষ্ণবের না করি বিচার।
যে হকু সে হকু কহে নিস্তারে সংসার॥
স্মরণ বন্দন পাদ-সেবন তাঁহন।
সংক্ষেপে কহিল এই ভক্তের লক্ষণ॥
অপর অপার ভবসিন্ধু তরিবারে।
পাঁচালি-প্রবন্ধে বলি কৃষ্ণ-অবতারে॥
ভাগবত সংস্কৃত না বুঝে সর্ব্বজনে।
লোকভাষা-রূপেতে কহিব পরমাণে॥
এ সব বচনে যেবা হয় সন্নিধান।
বিচার করুক চারি বেদের প্রমাণ॥
ছাআলের বোলে ভাই না করিহ হেলা।
ফণধর গরল না ছাড়ে কোন বেলা॥
শুনহ বিষয়ী ভাই পড়িয়াছ ভোলে।
মৃগরূপে আছ কাল বিআধের কোলে॥
ভাঙিয়া যাইতে আর নাহিক উপায়।
বুঝহ আপনচিত্তে কারো নাহি দায়॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-গীত মধুর সঙ্গীত।
নাচাড়ি শিকলি রূপে কহিব বিদিত॥
স্বপনে পাইনু মুঞি কৃষ্ণ উপদেশ।
সেই সে ভরসা আর না জানি বিশেষ॥
জনম রহস্য আদি করিব রচন।
শুনহ ভকত ভাই হয়্যা একমন॥
শুনিতে শ্রবণসুখ দুঃখের বিনাশ।
প্রেম ভকতি হয় বৈকুণ্ঠে নিবাস॥
প্রসঙ্গ করিলে হয় যার যেন প্রীতি।
তবে লোক প্রবর্ত্তকহেতু ফলশ্রুতি॥
মুক্ত মুমুক্ষু বিষয়ী ত্রিবিধ ত্রিবিধে।
হরিগাথা অনুরক্ত সভে অনুরোধে॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

মহারট্টী রাগ

তুমি দেব মহাশয়, নিরঞ্জন নিরকার,
নিরী[illegible] নিশ্চয় নিরাশ্রয়।
অনন্ত অচিন্ত্যরূপ, অখিল ব্রহ্মাণ্ড-ভূপ,
অনাদি সৃজন ইচ্ছাময়॥
পরত্র পবিত্র গুন, পরমায়ু পরিপূর্ণ,
প্রসন্ন পরমানন্দকারী।

মঙ্গলাচরণ।

পরম করুণাময়, প্রেমে শক্তি পরিচয়,
সন্ন বিনোদ অবতার ॥
কৃপা কর নারায়ণ, ... এক সুপ্রসন্ন,
ক্ষেম দোষ করহ ... ।
ব্রহ্মা ইন্দ্র পশুপতি, ন ... যাহার স্তুতি,
কি বলিব হাম মূ...
ব্যাস বাল্মীকি মুনি, পু...তে যত শুনি,
সর্ব্বজ্ঞ সকল শাস্ত্র ...
কণাদ গোতম আদি, স...ন্ন ভিন্ন বাদী,
বস্তুগত একাইতে ...
ত্রৈলোক্য-জননী দেবী, ... দিন সেবি,
কি বলিতে পারে ... মুখে।
আপনি কারণ ভেদ, ক... ভেদাভেদ,
নির্ণয় করিবে আ...
মুক্তি ত মানুষ পশু, ... মত্ত শিশু,
পরাপর বিচার ...
ভবভোগ-অভিলাষে, ব... হ পাশে,
অতিশয় অসা...
কৃতান্ত লুব্ধক পাছে, স... য়া আছে,
পলাইতে আর ... ।
তুআপদ-পদ্মে ভক্তি, ... শক্তি,
না জানি তাহার ... ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে, ... ত্রিভুবনে,
পতিত-পাবন ... ।
তেনি যেন তেন রীতি, ... গুণ কীর্ত্তি,
অবশ্য হইব ...
যাহার প্রসাদে লোক, ... শোক,
ভুঞ্জে প্রেমের ...
দ্বিজ মাধব কয়, ... ভাদয়,
আকল্প অক্ষয় প...

গৌরী রাগ।

আদি অবতার পুরুষ ভগবান্।
তাঁর কথা কহি আমি শুন সাবধান ॥

শ্রীরাগ।

শুন প্রভু জগদীশ, তুআ পদে অহর্নিশ,
রহু মোর বহুত প্রণাম।
নির্ম্মল তোমার যশ, গাইমু অশেষ রস,
ইহা বিনা আর নাহি কাম ॥
প্রভু উর উর হেন, জয় যদুনন্দন,
আসরে করহ অধিষ্ঠান।
যে হয় তোমার দাস, পূরহ তাহার আশ,
শুনিয়া আপন গুণগান ॥ ধ্রু ॥
তুমি প্রভু দেব ভূপ, অনাদি কারণরূপ,
সৃজন পালন ক্ষয়কারী।
ত্রিভুবনে মহাশয়, রসিক করুণাময়,
গোপ-রমণী মনোহারী ॥
মধু মুর আদি করি, বধিলে যে তক অরি,
ধরণী তারিলে বারেবার।
কলিযুগে শ্রীচৈতন্য, প্রেমরসে করিলে ধন্য,
দ্বিজ মাধব কহে সার ॥

পূরবী রাগ।

নিগমকলপতরু, বিগলিত ফল চারু,
শুক-মুখে রহি মহীমাঝে।
অমিঞা যে দ্রবময়, ত্বক বীজ নাহি তায়,
অব্যয় অবিরত রাজে ॥
শুনহে পণ্ডিত লোক, ঘুচিবে সকল শোক,
রসিক ভাবুক যেই জন।
শ্রীভাগবত রস, পিবহ অহর্নিশ,
বনা তাহা নাহিক মোচন ॥

মুক্ত মুমুক্ষু বিষয়ী, লোক হয় ত্রিবিধি,
গোবিন্দ-গুণ-অনুবাদে।
হায় অতি আত্মঘাতী, ভুবনে তিন পাতকী,
সেহ সব সুখ অনুমোদে॥
বেদ পুরাণ সার, শ্রীভাগবত আর,
প্রেম ভকতি পরকাশে।
চৈতন্য-চরণ-ধন, শিরে করি আভরণ,
ভূদেব মাধব ভাষে॥

সিন্ধুড়া রাগ।

উজ্জল কবরী কুসুম ঝুরি শোভা।
বরিহা রঞ্জিত চূড়া জগমন লোভা॥
বন্দহুঁয়ে সুন্দর রাধা কানু।
স্বপত এক শকতি এক তনু॥ ধ্রু॥
পীন পয়োধর গুরুতর ভালা।
উরে সুরূপ শ্রীবৎস বনমালা॥
হেম শরীরে ক্ষৌম বসন বিলাসা।
শ্যামর দেহে লোহিত পীতবাসা॥
গানে দ্বিজ মাধব কি আর ভাবনা।
জনমে জনমে রাধা-কানুর ভজনা॥

সুহই রাগ।

শিব শুক সনক সনাতন সুখে।
সদাই হৃদয়ে ভাবে যাকে॥
সোহি গোপাল বিরিন্দাবনে।
আকুল হইলা রাধা দরশনে॥
মোর মন রহুক সানন্দে।
ঠাকুরাণী রাধার চরণারবিন্দে॥ ধ্রু॥
কমলা রমণীবিলাস দাসী।
সেহ যার পদদ্বন্দ্বে ভেলহুঁ প্রয়াসী॥
কি আর কহিব শুনিব কেমন গুণে।
দ্বিজ মাধব কহে চৈতন্যচরণে॥

শ্যাম রাগ।

যাহার নামে অশেষ পাপ।
দূরেতে পলায় ছাড়িয়া দাপ॥
অজামিল সাক্ষী বিদিত যায়।
তাহার কিঙ্কর ধরিয়া রহায়॥
নন্দনন্দন শরণ মেরা।
কি তার শমন কি তার জরা॥ ধ্রু॥
তপ জপ যজ্ঞ যতেক কর্ম্ম।
করতল-গত সে সব ধর্ম্ম॥
এক হরি-পদ সন্ধান ধ্যান।
চৈতন্য-চরণে মাধব গান॥

বেলোয়ার রাগ।

শ্যামধাম রসধাম গহিরা।
যৈছে গুরু গোবিন্দ হরে তিমিরা।
মৌলি মিলিত কমলনয়ানা।
তরুণী মনোহর মুরলীবয়ানা॥
পীত-বসন পরি নিরবধি লীলা।
গানে দ্বিজ মাধব কানু মোর জীবনা॥

পূরবী রাগ।

অনুযুগ অখিল ভুবন পরিপালক
লীলাতনু পরকাশা।
যো গোপাল বালকেলি কৌতুক
যদুকুলে কংস-বিনাশা॥
বন্দহুঁ নারায়ণ সুখদাতা।
নর অবতারে নরোত্তম বন্দহুঁ
গায়ন ভাগবত গাথা।
ত্বং বেদশাস্ত্র, পরিনিষ্ঠিতআশয়,
শুদ্ধবুদ্ধি কবীন্দ্র।
কৃষ্ণ কলেবর, চর্ম্মাম্বর-ধর,
সুরমুনি-সুত ব্যাস বন্দ॥

মঙ্গলাচরণ।

কর্পূর কুন্দ, ইন্দু সিতচন্দন,
যছু বরণ পদরাজে।
সোহি সরস্বতী দেবী বন্দহঁ
মাধব কহে ধীর সমাজে॥

গৌরী রাগ।

আদি অবতার, পুরুষ আকার,
সহস্র মস্তকধারী।
সহস্র চরণ ধর, সহস্র ভুবনচর,
সর্ব্বদেব অধিকারী॥
তাহার নাভিপদ্মে, ব্রহ্মার উদ্ভব,
সংসার সৃজনকারী।
বন্দোঁ অভিরাম, নবঘনশ্যাম,
শ্রীকৃষ্ণ অবতারী॥
কলিযুগ পাইয়া, গৌরাঙ্গ হইয়া,
কীর্ত্তন ধর্ম্ম প্রচারী।
অংশ-অবতারে, প্রলয় পয়োধিজলে,
মৎস্যরূপে বেদ উদ্ধারী॥
দ্বিতীয় শূকরে, পৃথিবী উদ্ধারে,
রসাতল পুরী হইতে।
তৃতীয়ে নারদ, মুনি মহাশয়,
বৈষ্ণবেরে তত্ত্ব কহিতে॥
চতুর্থে যেহ, নারায়ণ বিগ্রহ,
তপ সিদ্ধি পদ অভিলাষী।
পঞ্চমে কপিল, ধ্যান ধর্ম্ম শীল,
লোকসাক্ষী যোগ-অভিলাষী॥
ষষ্ঠে দত্তাত্রেয়, মুনি মহাশয়,
সপ্তমে যজ্ঞ আকারী।
অষ্টমে পৃথুরাজ, পৃথিবী দোহন,
সৃজন জীব আহারী॥
নবমে দশমে, অবতার দৈ প্রভু,
একাদশে কূর্ম্ম হোই।
ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন সময়,
পৃষ্ঠে মন্দর বহি॥
দ্বাদশে ধন্বন্তরী পুরুষ আকারী,
অমৃত দোহনকারী।
ত্রয়োদশে আপনি, দৈত্যের মোহিনী,
দেবহিতৈষিণী নারী॥
চতুর্দ্দশে নরসিংহ, বেশ অপরূপ,
হিরণ্যকশিপু বিদারী।
পঞ্চদশে শুন, অপরূপ গুণ,
বলিবন্ধনকারী॥
ষোড়শে পরশু-, রাম মহাবীর,
ক্ষত্রিয়কুল-বিনাশী।
সপ্তদশে বেদ- ব্যাস অবতার,
বেদশাখা পরকাশী॥
অষ্টাদশে রঘুনাথ, রাবণ নিপাত,
সমুদ্র-বন্ধনকারী।
রাক্ষসকুল আদি, বধিয়া বিষবাদী,
কৌতুকে সীতা উদ্ধারী॥
ঊনবিংশে বল- ভদ্র অবতার
প্রলম্ব-নিধনকারী।
বিংশে ভগবান্ সভার নিদান,
আপনি হইয়া কংসারি॥
একবিংশে, বুদ্ধরূপধর,
দ্বাবিংশে কল্কী আকারা।
ম্লেচ্ছ পরিবার, করিয়া সংহার,
নিজ স্বরূপ অবতারা।
কেহ অংশরূপ, কেহ কলারূপ,
পূর্ণ গোপিকার পতি।
অবতার শেষ, চৈতন্য প্রকাশ,
মাধব কহে সঙ্গীতি॥

ধানশী রাগ।

গৌরাঙ্গ সুন্দর হরি শচীর নন্দন।
যাহার স্মরণে হয় সংসার-মোচন॥
প্রথমে ডুবিয়া হরি পয়োধির জলে।
উদ্ধার করিল চারি বেদ অবহেলে॥
দ্বিতীয়ে কমঠরূপে বিপুল শরীর।
ধরণী ধরিলা করি চলাচল স্থির॥
তৃতীয়ে শূকররূপ অপূর্ব্ব-দর্শন।
ধরণী বিদারী হিরণ্যাক্ষের নিধন॥
চতুর্থে হিরণ্য মারি নরসিংহরূপে।
পঞ্চমে বামন হয়্যা ছলি বলিভূপে॥
ষষ্ঠে চ শ্রীরামরূপে দশমুখযম।
সপ্তমে পরশুরাম ক্ষত্রি-পরাক্রম॥
অষ্টমেতে হলধর কালিন্দী ভেদিয়া।
নবমেতে বুদ্ধরূপে সংসার তারিয়া॥
দশমে করিলা প্রভু ম্লেচ্ছ-বিনাশ।
একাদশ রূপেতে আপনি শ্রীনিবাস॥
শেষ অবতার কৃষ্ণচৈতন্য শ্রীপাদে।
অনন্ত মুরতি গোসাঞি হয় যুগভেদে॥
যাহার প্রসাদে নৃত্য কীর্ত্তন প্রচার।
কহে দ্বিজ মাধব সেই জগত-নিস্তার॥

অথ গ্রন্থারম্ভ।

পঠমঞ্জরী রাগ।

প্রবল রাজা কংসাসুর, নিবাস মথুরাপুর,
যার ভয়ে কাঁপে দেবগণ।
দুরাসুর পরিবার, করে অতি দুরাচার,
তাহে বধে নাহি হেনজন॥
ভার সহিতে না পারি মহী, পরম যাতনা পাই
ধেনুরূপ ধরিলা তখন।
কান্দিতে কান্দিতে গাই,
আইলা ব্রহ্মার ঠাঁই,
করিতে দুঃখের নিবেদন॥
ক্ষীরোদশায়ী প্রভু ভগবান্।
শুনিয়া ধরণী-দুঃখ. সদয় চতুর্ম্মুখ,
সুরমনি সহিতে পয়াণ॥
ক্ষীরোদ উত্তর তীরে, তরল তরঙ্গ নীরে,
অনন্ত শয়নে মহাশয়।
প্রণতি ভকতি স্তুতি. করজোড়ে প্রজাপতি,
শুন গোসাঞি ভকত সদয়॥
আপনি বহিলে ক্ষিতি, হইয়া কমঠাকৃতি,
কুতূহলে রচিলা সংসার।
এ তিন ভুবনমাঝে, কংস দনুজ রাজে,
অতিশয় করে দুরাচার॥
তুমি সে পুরুষবীর, সহস্রলোচন শির,
সহস্র মুকুট শোভা করে।
সহস্র শ্রবণ বর, সহস্র কুণ্ডল ধর,
সহস্র লোচন মনোহরে॥
প্রচণ্ড সহস্র কর, সহস্র আয়ুধ ধর,
সহস্র কঙ্কণ তথি সাজে।
সহস্র চরণ বর, অখিল ভুবন চর,
সহস্র নূপুর তহি বাজে॥
মহাবল পরাক্রম, নাহিক তাহার সম,
পৃথিবী না সহে গুরুভার।
অমর অসুর মধ্য, নহে সে কাহারো বধ্য,
তুমি সে নিধনকারী তার॥
সৃজন পালন ক্ষয়, যাহার কটাক্ষে হয়,
তাহার কি আছয়ে দুরাপ।
বারেক সদয় হও, নিজ অবতার লও,
তবে ঘুচে মনের সন্তাপ॥
হাসিয়া শারঙ্গপাণি, বলিলা আকাশবাণী,
ওহে ব্রহ্মা না করিহ ভয়।

আপনি মথুরাপুরে, প্রিয়বসুদেব ঘরে,
অবতার করিব নিশ্চয় ॥
যাইব নন্দের বাসে, বিলাস রভস আছে,
যমুনার তীরে বৃন্দাবনে।
নিজ অংশে দেব দেবী, জন্ম সবে মর্ত্ত্যভুবি,
দ্বিজ মাধব সুরচনে ॥

দেবতাদিগের প্রতি ব্রহ্মার আদেশ।

সুহই রাগ।

প্রভুর আদেশ পায়্যা হরষিত মন।
সভা করি পিতামহ বসিলা তখন ॥
বলিতে লাগিলা কিছু মধুর বচন।
ইন্দ্র আদি দেবগণে করি সম্বোধন ॥
আপন কর্ণে যে শুনিলাম দৈববাণী।
কংসনিধনে কৃষ্ণ জন্মিব আপনি ॥
যদুবংশে সভে গিয়া হও অবতার।
স্ববন্ধুবান্ধব লয়্যা মন্ত্রণা আমার ॥
বসুদেব-সুত হৈব দৈবকী-উদরে।
প্রকাশ করিবে শুভ কংস-কারাগারে ॥
মধুপুরী ছাড়ি যাবে নন্দঘোষ-ঘরে।
বৎসকে রাখিবে তথা যমুনার তীরে ॥
কেহ কেহ হও গিয়া রজত-সুন্দর।
পুণ্য পরিপাকে হৈবে কৃষ্ণসহচর ॥
অংশ-অবতার শ্রীঅনন্ত নাগরাজে।
সত্বর জন্মিবে গিয়া হইয়া অগ্রজে ॥
যোগমায়া ভগবতী নিদ্রাস্বরূপিণী।
কুতূহলে হৈব গিয়া নন্দের নন্দিনী ॥
বৃন্দাবনে বিহার করিবে বনমালী।
তাহার বিনোদ হেতু রূপগুণশালী ॥
সুরবধূ হও গিয়া বরজ সুন্দরী।
উর্ব্বশী প্রধান আদি স্বর্গবিদ্যাধরী ॥
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা করিয়া নিশ্চয়।
পৃথিবী আশ্বাসি গেলা আপন নিলয় ॥
বিধির আদেশে দেব হরষিতমন।
সময় উচিত কৈলা পৃথিবী গমন ॥
এক্ষণে দৈবকী-বিভা কহিব বিদিত।
চৈতন্য-চরণে দ্বিজ মাধব-রচিত ॥

বসুদেবের সহিত দৈবকীর বিবাহ।

শূরসেন নামে রাজা বড়ই প্রসিদ্ধ।
যদুবংশে প্রধান পুরুষ মহাবৃদ্ধ ॥
ধনে জনে আছিল মথুরা-অধিকারী।
সেই হৈতে রাজধানী হৈল মধুপুরী ॥
সেইবংশে আছে তারা রাজা দুই ভাই।
উগ্রসেন দেবক পিরীতি একু ঠাঁই ॥
দেবকের কন্যা তেঁহ নামেতে দেবকী।
রূপে গুণে শীলে দেবী সভার অধিকী ॥
কথোদিনে দেখি তার বিভার সময়।
মনে জানি বর পিতা করিল নিশ্চয় ॥
বসুদেব নাম তার জগতে খেআতি।
মহাকুল-প্রসূত আপনি ধর্ম্মমতি ॥
কথোপকথনে হৈল বিভার ঘটন।
হৃষ্টমানে কন্যা দিল পায়্যা শুভক্ষণ ॥
বহু অলঙ্কার দিল নানা রত্ন ধন।
আসন বসন দিল বিচিত্র শয়ন ॥
কথোদিন রহি তথা সভার সম্মতি।
রথ-আরোহণে গৃহে লড়িল দম্পতি ॥
গমন-সময়ে রাজা দুঃখিত দেবক।
ধনে জনে স্নেহে কিছু দিলা পরতেখ ॥
সুবর্ণ চামর দিল চিত্র পাট নেত।
মদমত্ত হস্তী দিল আশি চারি শত ॥

শ্বেত লোহিত জীন পালান সংযুত।
বড় বড় ঘোড়া দিল তেরশ অযুত॥
অষ্ট শত রথ দিল পবনের গতি।
নানা রত্নে ভূষিয়া দিলেন নরপতি॥
দৈবকী সেবন হেতু পরমরূপসী।
রত্নেতে ভূষিয়া দিল দুই শত দাসী॥
ভক্ত সুচতুর বুঝি অনেক সেবক।
কৌতুকে যৌতুক দিল নৃপতি দেবক॥
শঙ্খ মৃদঙ্গ শৃঙ্গ পণব কাহাল।
ঢেমচ মহুরী ঢাক ঢোল করতাল॥
গম্ভীর শবদে বাদ্য বাজে ত অপার।
বেদধ্বনি বিপ্রগণ জয় জয় কার॥
উগ্রসেন-সুত কংস ভগিনী-পিরীতি।
অশ্বপৃষ্ঠে চড়ি বীর চলিল সংহতি॥
কনক শতেক রথ যাহার যোগান।
ভগিনী প্রবোধ করে রহি সন্নিধান॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

কংসের প্রতি দৈববাণী।

পরম আনন্দময়, আনন্দে জয় জয়,
জগজনে করে ধনি ধনি।
কৌতুকেতে চারিভিতে, নৃত্যগীত আনন্দিতে
আকাশে হইল দৈববাণী॥
শুন রে অবুধ কংস, ভোজের অধম বংশ,
কাল-বীজ কৈলে আরোপণ।
উহার অষ্টমগর্ভে, তোমার নিধন হবে,
যাহা লৈয়া করিলা গমন॥
বিপরীত দৈববাণী, আপন শ্রবণে শুনি,
অন্তরে কম্পিত কংসরায়।
প্রাণের সমান ভগ্নী, রূপে গুণে সুরূপিণী,
বধিতে উদ্যম কৈল তায়॥
সহজে অসুর মদ, শুনিয়া আপন বধ,
আরো ভেল বিপদ উদয়।
ধরিয়া চিকুর ভারে, কৃপাণ সারিয়া করে,
কোপ-দৃষ্টি কঠিন-হৃদয়॥
রমণী বিরস মুখী, দেখি বসুদেব দুঃখী,
দাণ্ডাইয়া বলে করজোড়ে।
পরিহরি লজ্জা ভয়, স্তুতি করে সবিনয়,
প্রবোধ করয়ে ক্রুরে মূঢ়ে॥
হে হে মহাশয় কংস, ভোজবংশ অবতংস,
পরম দয়াল তোমা জানি।
বিনি অপরাধে বধি, সাধিবে কেমন সিদ্ধি,
বালিকা ভগিনী অনাথিনী॥
জন্ম মৃত্যু সহচর, সকলি একই বর,
আজি বা বরিষ শত অন্তে।
সুকৃতি দুষ্কৃতি হেতু, ভ্রময়ে সকল জন্তু,
পরদ্রোহে করে নাহি শান্তে॥
এতেক বচনে পাপ, না ছাড়ে মনের দাপ,
অনেক হেতু শুনিয়া হৃদয়।
যে হেতু করসি ভয়, যতেক সন্ততি হয়,
আনি দিব তোমারে নিশ্চয়॥
পাইয়া বোলের সায়, এড়িল কবরী-ভার,
মুখলাজে করিয়া পিরীতি।
যার যেই নিজালয়, আসিয়া মিলিলা তায়,
দ্বিজ মাধব কৃষ্ণগতি॥

দৈবকীর গর্ভধারণ।

বসুদেব আছে এথা আপনার ঘরে।
অধিক নাহিক সুখ দুঃখিত-অন্তরে॥

দৈবকীর উৎসব হইল কথোদিনে।
জানে বা না জানে লোক হরিষ বিহনে ॥
সময় উচিত গর্ভ হইল তাহার।
বিধি-নিয়োজিত এক প্রসবে কুমার ॥
প্রথমে জন্মিল পুত্র নাম কীর্ত্তিমন্ত।
বসু বলে হেন পুত্র বধিবে দুরন্ত ॥
রাখিতে ভরসা নাই কংসের তরাসে।
সত্যের কারণে লৈয়া দিল তার পাশে ॥
এ সব কারণে দুঃখ নাহি তার মনে।
কোনই দুষ্কর নাহি জানে সাধুজনে ॥
সাধুজন কভু নাহি তেজে নিজ ধর্ম্ম।
সকল তেজিতে পারে এবা কোন্ কর্ম্ম ॥
ভাগিনা দেখিয়া কংস ভাবে মনেমন।
সত্য মিথ্যা নাহি জানি খলের কারণ ॥
বিশ্বস্ত-হৃদয় দেখি ভগিনীর পতি।
প্রতিজ্ঞা স্বরূপ দেখি বলিছে পিরীতি ॥
পরিহর মনোদুঃখ শুন মহাশয়।
ইহা হৈতে আমার তিলেক নাহি ভয় ॥
সবে মাত্র আনি দিবে অষ্টম কুমার।
সেই বিনা অন্যে শঙ্কা নাহিক আমার ॥
আমারে না দেহ দোষ দৈবে হেন করে।
সানন্দেতে পুত্র লয়্যা যাহ নিজ ঘরে ॥
এ সব বচনে তার নাহি লয় মন।
সত্য মিথ্যা নাহি বুঝে খলের কারণ ॥
অনুরোধে বসুদেব বিদায় হইয়া।
ঘরেরে আইল নিজ বালক লইয়া ॥
দৈবকীরে কহিল সকল বিবরণ।
জীউ জীউ পুত্র বলি মুখে দিল স্তন ॥
চারু চুম্বন করি মনের হরিষে।
এসব প্রকার বঞ্চে কথোক দিবসে ॥

নারদের কংসালয়ে আগমন।

শ্রীরাগ।

রাম আয়রে সুন্দর নায়ে হয় ॥ ধ্রু ॥
এথা কংস বসিয়াছে আপনার ঘরে।
হেন বেলে আইল নারদ মুনিবরে ॥
ভেদাভেদ বুঝান কথা কথোপকথনে।
দেখিয়া সম্ভ্রমে রাজা উঠিল তখনে ॥
প্রণতি ভকতি করি যোগায় আসন।
করিল শীতল জলে পদ প্রক্ষালন ॥
করযোরে নৃপবর বলিছে বচন।
আজি কেনে এথায় তোমার আগমন ॥
ফুট নাহি কহে নারদ আঁখি ঠারাঠারি।
প্রকট না করে কিছু আপন চাতুরী ॥
তাহা দেখি নৃপতির হইল বিস্ময়।
লোক জন সভাকারে দিলেন বিদায় ॥
কাণাকাণি দুইজনে লাগিল তখনে।
মুনি বলে ক্রোধ কিছু না ভাবিহ মনে ॥
কহিতে হৃদয়ে লাগে পরম বিষাদ।
অতি বিপরীত কথা বড় পরমাদ ॥
আপন শ্রবণে যে শুনিলা দৈববাণী।
সেই সত্য মিথ্যা নহে আমি ভাল জানি ॥
ব্রহ্মার সদনে হেন শুনিল যুগতি।
পৃথিবীর বাক্যে সর্ব্ব দেবের সম্মতি ॥
তোমার নিধন হেতু দেব চক্রপাণি।
দৈবকী অষ্টমগর্ভে জন্মিবে আপনি ॥
হিতৈষী হইয়া আমি কহিলুঁ সদয়।
একে একে করিবে অসুর-কুলক্ষয় ॥
বিশেষ গোকুল পুরে করিব বিহার।
তাহার কারণে সর্ব্ব দেব অবতার ॥
নন্দঘোষ আদি যত ব্রজবেশ-ধারী।
যশোদা রোহিণী আদি যতেক অ

বসুদেব দৈবকী প্রধান দুইজন।
উগ্রসেন আদি করি ভোজের নন্দন॥
যদুবংশে ভোজবংশে হইবে উৎপত্তি।
সঙ্ক্ষেপে কহিনুঁ সব দেবের যুগতি॥
সভাকার বৈরী তুমি কহিনুঁ বিদিত।
বুঝিবে তাহার পর যে হয় উচিত॥
কেননা বধিলে পুত্র বসুর প্রথম।
হরণ পূরণ স্থায় সভার অষ্টম॥
নাটকী ভেজায়ে মুনি যায় হরষিত।
চিন্তায় আকুল কংস অতি বিপরীত॥
কিবা সত্য কিবা মিথ্যা নারদ-বচন।
তোলপাড় করে মনে না বুঝি কারণ॥
পরম যতনে কংস ভাবে মনে মনে।
পূর্ব্বজন্মের কথা পড়িল স্মরণে॥
কালনেমি নামে দৈত্য সর্ব্ব-অধিকারী।
বড় বিসম্বাদে মোরে জিনিল মুরারি॥
তেঁই সেহ বৈরি-ভাবে জন্মিবে এখন।
এই ত স্বরূপ কথা জানিল কারণ॥
সহজে অসুর জাতি বড়ই দুরন্ত।
অধিক জানিল তত্ত্ব সভাকার অন্ত॥
আঁখির নিমিষে পাপ না করি বিলম্ব।
নিজগণ আহরিয়া করে মহাদম্ভ॥
স্বরে ধাইয়া তারা আইল তখন।
তবেত কহিল তারে সর্ব্ব বিবরণ॥
কম্পিত অধর কোপে বলে বারে বার।
শুন শুন যদি হিত চিন্তসিস আমার॥
বসুদেব দৈবকী প্রধান দুইজনে।
কারাগারে রাখ নিয়া করিয়া বন্ধনে॥
বালক আছাড়ি তার মার অবিচারে।
এক হইলে ফল পাইবে প্রচুরে॥
এতেক আদেশ সে রাজার ঠাঞি পায়্যা।
বান্ধিল বসুদেবের কাঁকালে দড়ি দিয়া॥
থরে থরে পদাতিক রহিল বেড়িয়া।
দৈবকীর কোলের শিশু লইল কাড়িয়া॥
কেহ মারে কেহ ধরে কেহ ক্রুদ্ধ হয়্যা।
এবিধি দুইঁারে তবে চলিল লইয়া॥
লইল বসুদেবের কাঁকালে দিয়া দড়ি।
হাথাহাথি ধরাধরি কেহ রড়ারড়ি॥

বসুদেবের বন্ধন।

যদুরাজা বলএ আরে ভাল বলে॥ ধ্রু॥

রাজার ভগিনী হেন মনে বিচারিয়া।
দৈবকীরে লৈয়া যায় দোলায় করিয়া॥
ভাণ্ডারে যাইয়া লুঠিল যত ধন।
ভয়েতে পলাইল যতেক পুরজন॥
আছাড়িয়া মারে শিশু দেখে বিদ্যমানে।
ক্রন্দন করিল দেবী নাহি পরিমাণে॥
অনেক প্রবন্ধে লয়্যা থুইল কারাগারে।
চরণ বন্ধন করি লোহার নিগড়ে॥
শত শত দৈত্য আনি থুইল নিয়োজিত।
তবে করাইল গিয়া নৃপতি বিদিত॥
পুনরপি অধমের হইল দুর্ম্মতি।
দূতগণ ডাক দিয়া বলে শীঘ্রগতি॥
পিতা উগ্রসেনে বন্ধ করহ ত্বরিত।
তবেত আমার হয় মনের পিরীত॥
শুনিয়া কংসের আজ্ঞা সকল অসুরে।
উগ্রসেনে বন্ধ করি রাখে কারাগারে॥
এরূপে সকল রাজ্যে হৈয়া অধিকারী।
পাপ উপভোগ করে সকলে প্রহারী॥
প্রলম্ব মুষ্টিক বক ধেনুক চাণুর।
বাণ ভৌম আদি করি যতেক অসুর॥
যদুবংশে হিংসা করে অতি অবিচার।
মারে ধরে কাটে যথা পায় অনিবার॥

রহিতে না পারি লোক পলায় তরাসে।
পলাইয়া যায় যথা প্রকার বিশেষে ॥
শাল্ব বিদর্ভ কুরু পঞ্চাল কেকয়।
পর দেশে রহে গিয়া হইয়া নির্ভয় ॥
কেহ কেহ রাজার কপট হিতকারী।
রহিল সেবক হয়্যা আপন চাতুরী ॥
ভগিনী রাখিতে মাত্র অধিক যতন।
অসুর সহিত বসুদেবের ভ্রমণ ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ যাহা না যায় খণ্ডন।
একদিন নিজ বাসে করিল গমন ॥
রোহিণী সহিত তথা হইল মিলন।
সন্বিধান কৈল তথা চিন্তি মনে মন ॥
তবে রোহিণীরে ডাকি নিজ সন্নিহিত।
বলিতে লাগিল কিছু করিয়া পিরীত ॥
বুঝিতে না পারি দুষ্ট অসুরের মন।
তোমা সভাকার প্রতি কি করে কখন ॥
তোমা হৈতে যদি হয় সন্তান-রক্ষণ।
সথা নন্দঘোষ-ঘরে করহ গমন ॥
এত সন্বিধানে দেবী সত্বর-গামিনী।
আইল নন্দের বাসে গুপতরূপিণী ॥
অপর তাহার নারী পঞ্চ দশজন।
নিভৃতে রহিল গিয়া যার যথা মন ॥
কালে কালে দেবকী প্রসবে পুত্র ছয়।
সকল বধিল কংস কৃষ্ণ-জন্ম ভয় ॥
এবে বলভদ্র-জন্ম কহিব বিদিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥

বলরামের জন্ম।

ধানশী রাগ।

কৃষ্ণভয়ে পাপ ভাই ভাবিয়া হৃদয়।
বারে বারে বধিল ভগিনীপুত্র ছয় ॥
পুনরপি বিধি নিয়োজিত।
ধরিল সপ্তম গর্ভ জগত-বিদিত ॥
হরষে অনন্ত নাগরাজে।
দৈবকী জঠরবাসী হইল অগ্রজে ॥
যদুবংশে অংশ অবতার।
বসুদেব নন্দন কংসের কারাগার ॥
দিনে দিনে হৈল পরবীণ।
অধিক জ্যোতির্ম্ময় চিহ্ন ॥
মাতুলের ভয়ে নারায়ণ।
ভাই সঙ্গোপন হেতু চিন্তে মনে মন ॥
যোগমায়া কৈল নিয়োজিত।
পৃথিবী চলহ ঝাট আমার সহিত ॥
রোহিণী এড়িয়া নন্দ ঘরে।
দেবকী সপ্তম গর্ভ সঞ্চার তাহারে ॥
তাঁর পুত্র হইবে আপনি চক্রপাণি।
তুমি জন্ম লৈয়া হও যশোদা-নন্দিনী ॥
দুর্গা নারায়ণী আদি আছে যত নামে।
থাকিবে অনেক কাল পুরি সব কামে ॥
কলিযুগে চৈতন্য-প্রকাশ।
দ্বিজমাধব কহে তার দাসের দাস ॥

হরি নারে রে হরি আএ আএ আএ ॥
প্রভুর আদেশ পায়্যা হরষিত মন।
সত্বরে মথুরা মহামায়া করিলা গমন ॥
কারাগারে আসিয়া দিলেন দরশন।
দেখিলা দৈবকী দেবী করিছে শয়ন ॥
উদরে প্রবেশ কৈল অনেক শকতি।
ভকতি প্রণতি করি করজোড়ে স্তুতি ॥
শুন শুন মহাশয় কহিএ তোমারে।
প্রভুর আদেশ হৈল তোমা লইবারে ॥
তোমা লৈয়া যাব আমি রোহিণী-উদরে।
না কর বিলম্ব গোসাঞি লডহ সত্বরে ॥

মহামায়ার বচনে ত হরষিত-মন।
রোহিণী-উদরে গতি করিল তখন॥
এথা লোক ব্যবহারে দৈবকী খায় ব্যথা।
তাহা শুনি সর্ব্বলোক ধায়্যা আইল তথা॥
সপ্তমাসে গর্ভ তার নহিল পাকল।
আচম্বিতে প্রচুর স্রবিল রক্ত জল॥
খসিয়া পড়িল গর্ভ জানে সর্ব্বজন।
কংস বরাবরে বার্ত্তা জানাইল তখন॥
শুনিয়া অসুর পাপ বড়ই সন্তোষ।
ভাল হৈল আপনি মৈল নহিল মোর দোষ॥
শুন শুন আরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥
এখানে রোহিণীগর্ভ কহিব বিদিত।
চৈতন্যচরণে দ্বিজ মাধব রচিত॥

রোহিণী যশোদা স্বভাবে জাতি ভিনি।
রোহিণী যশোদা স্নেহে যেন দুইত বুহিনী॥
নন্দঘোষধনে জনে তিনি সে গৃহিণী।
ভিন্ন ভাব নাহি আর বড় হিতৈষিণী॥
তার গর্ভ হৈল সভে হরষিত মন।
মাসে মাসে দিনে দিনে করন্তি গণন॥
প্রসব-সময় তার জানি সন্নিহিত।
নন্দরাণী যশোদা বড়ই হরষিত॥
নন্দরাণী যশোদা সে সরস বচনে।
মিষ্ট পিষ্টক পায়স পরমান্ন দানে॥
অমৃত সমান সাধ দিল অন্নপান।
গন্ধ চন্দন বস্ত্র অলঙ্কার দান॥
বাটুতি জানাইল গিয়া বস্ত্র অলঙ্কারে।
প্রসবের স্থান কৈল বিচিত্র আকারে॥
জয়ধ্বনি নাচে গায় যতেক গোয়ালী।
রজনী দিবসে স্নেহ কথা তার মেলি॥

শুভদিন হৈল তার সর্ব্ব শুভক্ষণ।
চতুর্দ্দিগে দেখি যেন মঙ্গল কারণ॥
শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথি রাখি যার নাম।
তাহে অবতীর্ণ হৈল প্রভু বলরাম॥
প্রকাশ করিলা রাম পড়ে হুলাহুলি।
দুন্দুভি কুসুম বৃষ্টি হয় কুতূহলী॥
ভূমিতে পড়িয়া ঘর করিলা উজ্জ্বল।
সহজে প্রকাশ যেন চান্দের মণ্ডল॥
নাড়িচ্ছেদ করি তার আঁতুড়ি পাড়িয়া।
মহামহা ধনুকী থাকে সূতিকা বেড়িয়া॥
শুনিয়া কৌতুকে নন্দ উঠিলা সত্বর।
নানা দান করিলেন আনন্দ বিস্তর॥
প্রকারে করিল বসুদেবের সমীহিত।
চৈতন্যচরণে দ্বিজ মাধব-রচিত॥

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব।

কারাগারে বসুদেব চিন্তে মনে মন।
অষ্টম সন্ততি লাগি নহে বিমোচন॥
কথোদিনে উতপতি হইবে তাঁহার।
কি কারণে হইবে তাহার প্রতিকার॥
হেনই সময়ে প্রভু ভকত-সদয়।
প্রবেশ করিলা বসুদেবের হৃদয়॥
প্রভুর পরশে বসুদেব তেজোময়।
পরম দুঃসহ তেজ যেন রবির উদয়॥
দৈবে হেন কালে বসুদেব হরষিত।
পূর্ণানন্দে হৃদে সেই আছিলা বিদিত॥
ধরিল দৈবকী দেবী অনেক শকতি।
ত্রিভুবনে তার সম নাহি পুণ্যবতী॥
সকল দেবতাময়ী মঙ্গলরূপিণী।
তিনজন্মে হৈলা তিনি কৃষ্ণের জননী॥

পূর্ব্বদিগে দেখি যেন রবির উদয়
জগৎ নিস্তারহেতু প্রভু রহল হৃদয় ॥
রিপুগৃহে অধিক প্রকাশ নাহি করে।
আগুনের শিখা যেন কুন্তের ভিতরে ॥
জ্ঞানবন্ত জন মুখে যেন সরস্বতী।
হেনই গুপত ভাবে আছে কৃষ্ণজ্যোতি ॥
যে কিছু প্রকাশ মাত্র ধরে অল্পরূপ।
তাহে আলো করিয়াছে কহিল স্বরূপ ॥
প্রহরী অসুর সব দেখিয়া বিস্মিত।
নৃপতির ঠাঞি গিয়া করিল বিদিত ॥
অপূর্ব্ব রূপিণী গোসাঞি তোমার ভগিনী।
আচম্বিত দেখি কিছু হেতু নাহি জানি ॥
এ বোল শুনিয়া রাজা ত্রাসিত-অন্তরে।
আপন নয়ানে গিয়া দেখিল সত্বরে ॥
গর্ভের লক্ষণ যত দেখিয়া বিদিত।
চৈতন্য-চরণে দ্বিজ মাধব-রচিত ॥

কংসের উদ্বেগ।

পঠমঞ্জরী রাগ।

সহজে সুরূপ কায়, সকল দেবতাময়,
আরে বিশ্ব-আধার নিবাস।
কেবল জ্যোতির্ম্ময়, দীঠি না সঞ্চারে তায়,
অভিনব রবির প্রকাশ ॥
তরুণ হরিণী-আঁখি, সদাই হরিষমুখী,
মৃণাল-ললিত দুই বাহু।
গগনের দ্বিজরায়, ঘনায়্যা ঘনায়্যা চায়,
গিলিতে আইসে যেন রাহু ॥
দেখিয়া ভগিনী-রূপ, কম্পিত অসুর ভূপ,
মনে চিন্তি ছাড়িল নিশ্বাস।
স্বরূপে জানিল হরি, আমার নিধন-কারী
এবার লভিল গর্ভবাস ॥
যে বলিল দৈববাণী, আপন শ্রবণে শুনি,
নারদে বা কহিলা যতেক।
পূরবে আছিল ভিন্ন, এবে হৈল সেই চিহ্ন,
সে সব হইল পরতেখ ॥
এখনে ইহারে মারি, নির্ভয় হইতে পারি,
সবে এক আছে পরমাদ।
এ তিন ভুবন-মাঝে, বাল বৃদ্ধ যত আছে,
বড়ই ঘুষিব অপরাধ ॥
একেত স্ত্রীবধ ভার, ভগিনী দ্বিগুণ আর,
তৃতীয় গর্ভিণী অনুরোধে।
আপন জীবন লাগি, এ তিন বধের ভাগী,
নরকে গমন অবিরোধে ॥
এ বড় বিষম পাপ, জনমে জনমে তাপ,
ভুজাইয়া করাএ অন্নাই।
ইহ পর দুই ঠাঞি, যার যশ কীর্ত্তি নাই,
জীবনে সদাই মৃত্যু তাই ॥
প্রভুর প্রভাব কাজে, পাপ দনুজরাজে,
এত বিচারিল মনেমন।
আপন বিক্রম করি, জনম বিলম্ব ধরি,
রহে বীর না করে হিংসন ॥
এক দুই তিন চারি, দিবস গণনা করি,
অধিক হৃদয়ে বাঢ়ে ভীত।
শুন নর একচিত, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত,
দ্বিজ মাধব-বিরচিত ॥

গর্ভস্তোত্র।

বড়ারী রাগ।

অধিক যতন তারে করিল তখন।
ঘর ছাড়ি নহে যেন বাহিরে গমন ॥
উঠিতে বসিতে কংস খাইতে শুইতে।
নিরন্তর কৃষ্ণময় দেখে ত্রিজগতে ॥

হেনই সময় ব্রহ্মা সুর-মুনি-সঙ্গে।
প্রভু-দরশনে গেলা হরষিত রঙ্গে॥
অন্তরীক্ষ গতি সভে ধরি নানা বেশ।
কারাগারে আসিয়া করিলা পরবেশ॥
সহজে চতুরমুখ বাণী অধিকারী।
বিশেষে বেদের মুখ নিজ চাতুরালী॥
প্রণতি ভকতি করে জুড়ি দুই কর।
প্রেমে গদগদ স্তুতি করয়ে বিস্তর॥
সত্যসকল্প গোসাঞি সত্যসাধন।
সৃজন পালন ক্ষয় তুমি সত্যজন॥
পৃথিবী সলিল তেজ বাতাস আকাশ।
তোমা হইতে পঞ্চভূতের প্রকাশ॥
এই পঞ্চ ভূতের তুমি অন্তর্যামী।
প্রলয় সময় সব তোমায় প্রমাণি॥
সত্য বচন যেবা সম দরশন।
লোক-প্রবর্ত্তন হেতু তুমি সে কারণ॥
সকল প্রকারে সত্য তুমি নিরঞ্জন।
কৃপা কর প্রভু তোমার লইল শরণ॥
ত্রৈলোক্য-ঈশ্বর প্রভু অপার মহিমা।
কৃপার সাগর প্রভু গুণের নাহি সীমা॥
সত্ত্ব রজঃ তমো ভেদে তুমি তিনকায়।
কুতূহলে কর সৃষ্টি পালন প্রলয়॥
এক অনন্ত হৈয়া করসি বিহার।
ভকতরক্ষণ ধর্ম্মস্থিতি-অবতার॥
তোমার বিষম মায়ায় মোহিত সকল।
বিসরে তোমায় পাপ বিষয়ী পাগল॥
যাহার প্রতি তোমার হয় কৃপালেশ।
নির্ম্মল-হৃদয় সেই জানে সবিশেষ॥
জানিয়া শুনিয়া যেবা তোমায় বিমুখ।
কোটি কোটি কল্পে তার কভু নহে সুখ॥
প্রলাপ এড়িয়া যেবা ধরে ভক্তিরস।
ত্রৈলোক্যের নাথ প্রভু তুমি তার বশ॥

তাবত বেড়ায় লোক হইয়া বিকল।
যাবত না পায় প্রভু তোমার পদতল॥
সেই ত শীতল পদে পাইয়া অভয়।
সুস্থ হয়্যা থাকে লোক কারো নাহি দায়॥
পৃথিবীতে হইবে তোমার অবতার।
মৎস্য আদি অবতার যেন বারবার॥
রক্ষ আমা সভা পৃথ্বী স্বর্গ পাতালে।
দুরন্ত অসুর দেখি ডরে প্রাণ হালে॥
যেন ভার হর করি অন্য অবতার।
তেনই প্রকারে ভার হর এই বার॥
কৃপা করো যদুসিংহ করি নমস্কার।
প্রণতিপূর্ব্বক প্রজাপতি পুনর্ব্বার॥
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা দৈবকীর প্রতি।
স্তুতি করে চতুর্ম্মুখে অধিক ভকতি॥
ত্রৈলোক্য-জননী দেবী তুমি পুণ্যবতী।
তোমার মহিমা বলে কাহার শকতি॥
যদুচক্র-ভয়হারী অসুর-বিনাশী।
আপনি পরমেশ্বর যার গর্ভবাসী॥
কোটি কোটি প্রণাম মাগো তোমার চরণে।
ত্রৈলোক্যের নাথ তুমি দেখিবা নয়নে॥
এ বোল বলিয়া ব্রহ্মা পরম হরিষে।
দেবগণ লয়্যা যুক্তি করিলা প্রকাশে॥
এথা লোকাচার গর্ভ হইল সম্পূর্ণ।
দেখিয়া শুনিয়া রিপুদর্প হয় চূর্ণ॥
এখন তখন দেবী হইবেন প্রসব।
এই বোল বোলে সেই পুরবাসী সব॥
প্রভুর প্রকাশ মাত্র হইবে বিদিত।
চৈতন্য-চরণে দ্বিজ মাধব-রচিত॥

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম।

কামোদ রাগ।

সকল শুভহেতু, জন্মিল ষড় ঋতু,
রঙ্গে খীণহি কলঙ্কী।
চিন্তিয়া গুণময়, গোকুলে চন্দ্রোদয়,
রাহু ঘনে রহি লুকি ॥
দুন্দুভি শঙ্খধ্বনি, নাচে তারা উর্দ্ধপাণি,
হরিষে দেবা দেবীগণ।
(আজু) অবনী অবতারী, হইলা শ্রীহরি,
ধরণীর উল্লাসিত মন ॥
ফলে দলে তরু, বিবিধ অতি চারু,
কুসুম বিকসে অধিকে।
আমোদে ভরে মন, গমন সমীরণ,
সুরভি লই দশ দিকে ॥
কোকিল মধুকর, চাতক শিশুবর,
মধুর মঙ্গল গায়।
জলদ জলনিধি, মিলিলা শুভবিধি,
মধুর নাদে বাদ্য বায় ॥
রাজহংস-কুল, কেলি কুতূহল,
গগন মধি রহি ধায় রে।
ধরণী ভার হরি, হইবে অবতারী,
বাত কহে যো সভায় রে ॥
সকলে সত্ত্বগুণী, কুরঙ্গী বিষফণী,
শিখণ্ডী এক বসতি।

* * *

ঈষত ঘনে ঘন, অমিয়া বরিষণ,
কিরণ ধূলি নাশন।
রাজ রাজেশ্বর, বিজয়ী সুরেশ্বর,
করন্তি মহিমার্জ্জন ॥
উঠে ফেরুগণ, বিরবে ঘনে ঘন,
পড়িছে জয় হুলাহুলি।
মাধব কহে রস, মিলিলা শ্রীনিবাস,
ত্রিজগত রহে কুতূহলী ॥

মহারট্টী রাগ।

সর্ব্ব শুভকর কাল পরম শোভন।
প্রসন্ন শুভ রাশি গ্রহ তারাগণ ॥
নদ নদী সরোবর সলিল নির্ম্মল।
প্রসন্ন সকল দিগ প্রসন্ন অনল ॥
জয় জয় যদুবীর করিল প্রকাশ।
কোটি কোটি চন্দ্র যেন উদয় আকাশ ॥
মাসি ভাদ্রপদে রাশি মহেশবাহন।
অসিত অষ্টমী রোহিণী শুভক্ষণ ॥
দ্বিতীয় প্রহর নিশি অতি ঘোরতর।
গম্ভীর নিনাদ ঘন পয়োদ-উদয় ॥
কংস বংশ বীণা বেণী ঝাঝরি মুহুরি।
মৃদঙ্গ পণব কপিনাস সুমাধুরী ॥
শঙ্খ দুন্দুভি বাদ্য পরমহরিষে।
উল্লসিত সুরকুল কুসুম বরিষে ॥
হরল সকল তাপ এ মহীমণ্ডল।
প্রেমে আমোদ করে পুণ্য পরিমল ॥
কলিযুগে চৈতন্য সেই অবতার।
দ্বিজ মাধব কহে কিঙ্কর তাহার ॥

পঠমঞ্জরী রাগ।

অপরূপ শৈশব আকার।
প্রকাশে না রহে অন্ধকার ॥
নিরূপম অসীম মহিমা।
কোটি কোটি চান্দ জিনি লাবণ্য-গরিমা ॥
চারু চতুর্ভুজ শ্রীহরি।
শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্ম-ধারী ॥

গলে শোভে গজমতি হার।
অভিনব যেন জলধর॥
শ্যামরূপে পীতবসন।
অভিনব সতড়িত ঘন॥
শিরে শোভে রতন-মুকুট।
সহস্র কুন্তল উভঝুট॥
তহি শোভে মালতীর মালা।
বাহু সুবলিত শশিকলা॥
পুণ্ডরীক নয়নযুগল।
ভ্রূভঙ্গ তরঙ্গ চঞ্চল॥
শ্রুতিমূলে মকর-কুণ্ডল।
বিকসিত কপোল-মণ্ডল॥
কণ্ঠে কৌস্তুভমণি জ্বলে।
চন্দন তিলক চান্দ ভালে॥
কেয়ুর কঙ্কণ রঞ্জে ভুজে।
কাঞ্চীনিচয় কাটিমাঝে॥
মঞ্জু মঞ্জু পদ-শোহা।
ধ্বজ বজ্র আদি অধো রেহা॥
দ্বিজ মাধব অনুমানে।
ভকত ভাবন হেতু চিনে॥

বসুদেব ও দৈবকীকৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তব এবং শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক তাঁহাদের পূর্ব্ব-জন্ম-বৃত্তান্ত-কথন।

পয়ার।

কোটিচন্দ্র জিনি অতি অনুপম তুণ্ড।
অরুণ অধর স্মিত বিকসিত গণ্ড॥
কুন্দ নিন্দিয়া দন্ত পরম উজ্জ্বল।
আকর্ণ লোচন তার বড়ই প্রসর॥
দীঘল নাসিকা গ্রীবা সিংহসুত রঙ্গ।
ত্রিভুবন জিনিয়া সুন্দর গজস্কন্ধ॥
সুললিত ভুজদণ্ড লম্বিত অঙ্গুলী।
ক্ষীণ তনুভাগমধ্য রুচির ত্রিবলী॥
নাভি গভীর অতি বিশাল নিতম্ব।
চারু জঙ্ঘা জানুউরু বিপুল আরম্ভ॥
চরণ সরসিরুহ মধুকর বোল।
হিমকর জিনি নখ রজনী উজোর॥
হিঙ্গুল বরণ পদতল সুশীতল।
তাহার প্রসাদ লাগি জগৎ বিকল॥
পরিপূর্ণ আনন্দ পরম জ্যোতির্ম্ময়।
কোটি কোটি চান্দ যেন করিল উদয়॥
দেখিয়া অদ্ভুত সুত বসু হরষিত।
অতি প্রফুল্ল গণ্ড পরম বিস্মিত॥
আনন্দ-সাগরে স্নান করি সেই ঠাঞি।
মনে মনে দ্বিজে দিল অযুতেক গাই॥
প্রভু-দরশনে তাপ খণ্ডিল সকল।
নিশ্চয় জানিল পুত্র পরম ঈশ্বর॥
ভকতি প্রণতি করি জুড়ি দুই কর।
সহজে পণ্ডিত স্তুতি করন্তি বিস্তর॥
বিদিত হইলা প্রভু তুমি মোর ঘরে।
প্রধান পুরুষ নিজ প্রকৃতির পরে॥
এইরূপে তুমি নিজ প্রকৃতি-গোচরে।
প্রথমে ত্রিগুণে মায়া সৃজিলে সংসারে॥
প্রবেশ করহ পাছু তাহার ভিতরে।
হেনরূপ দেখি বস্তু নহেত গোচরে॥
অধিকারী যদ্যপি নির্গুণ নৈরাকারে।
তথাপি সে সব রূপ করিয়া বিচারে॥
রজোগুণে কর সৃষ্টি পালন সত্ত্বগুণে।
তমোগুণে অন্তে প্রলয় সংহার আপনে॥
শিষ্টের পালনহেতু দুষ্টের বিনাশ।
জানিল এই সে হেতু করিলা প্রকাশ॥
জনম লভিলে আসি তুমি মোর ঘরে।
এ সব সন্ধান যেন না জানে অসুরে॥

তোমার অগ্রজ হয়াছিল ছয় গো।
এই হেতু তোমারে নাহিক মারা যো॥
তোমারে দেখিলে দ্বারী জানাইব গিয়া।
এখনি ধরিব পাপ খড়্গপাণি হয়া॥
এতেক বলিল বসু বিস্মিতা জননী।
প্রধান পুরুষ পুত্র মনে অনুমানি॥
পুলকে আকুল তনু মজিল তখন।
সম্ভ্রমে করয়ে স্তুতি গদগদ বাণী॥
উৎপত্তি প্রলয়কারণ মহাশয়।
অনন্ত মহিমা প্রভু তুমি সে অব্যয়॥
অভয়-চরণে ভক্তি পাপ বিনাশন।
ভয় নিবারণ তুমি পরম কারণ॥
অলৌকিক রূপ এই সংহার সম্বর।
অনুরূপ ধবত সুখদ মনোহর॥
নিজস্বরূপ হয়্যা সকরুণ বাণী।
বলিতে লাগিলা প্রভু কৃপায় আপনি॥
শুন শুন জননি জন্মের কথা কহি।
পাসরিলে সকল কিছুই মনে নাহি॥
পূর্ব্ব মন্বন্তরে ছিল স্বায়ম্ভুব নাম।
পৃশ্নীনামে ছিলা তুমি জগ অনুপাম॥
সুতপা নামেতে বসু ছিলা প্রজাপতি।
পরম তপস্যা করি আছিলা দম্পতি॥
অতিশান্ত অতিদান্ত স্থিরতরমন।
গলিত বৃক্ষের পত্র করিতা ভক্ষণ।
দ্বাদশসহস্র বরিষ দেবমানে।
বড়ই কঠোর তপ করিলা দুইজনে॥
এই ভক্তি করিতে আর আমা আরাধনে।
শ্রবণ বন্দন ধ্যান পূজন কীর্ত্তনে॥
অপুত্রক দেখিয়া ভকত দুইজনে।
এই রূপ ধরিয়া দিলাম দরশনে॥
প্রসন্ন-হৃদয় হয়্যা বলিনু বচন।
বর মাগ তপোধন যেই লয় মন॥
বড়ই চতুর ছিলা তুমি দুইজন।
মুখ মোক্ষ কামে কিছু না কৈলা যতন॥
আমার সমান পুত্র মাগিলা তখন।
সেই বর দিল আমি হয়বিতমন॥
ত্রিভুবনে কোথায় আছয়ে মোর সম।
বুঝিয়া আপনি কালে লভিল জনম॥
পৃশ্নীগর্ভ নামে পুত্র হইনু তোমার।
আর কিছু বলি বাক্য শুনিবে আমার॥
তার পর হৈল জন্ম বিদিত তোমার।
উপেন্দ্র বলিয়া খ্যাতি আছিল ইহার॥
বামন আকার দেখি বলিত বামন।
তৃতীয় জনমে এই মূরতি এখন॥
সে সব পূরব জন্ম আকার স্মরণ।
সেই রূপ ধরিয়া দিলাম দরশন॥
আর এক উপদেশ দিলেন বাপেরে।
আমা লয়্যা যাহ তুমি নন্দঘোষ-ঘরে॥

*　*　*　।

আপনি খসিব খিল দাঁড়ুক নিগড়ে॥
যশোদা আছেন তথা কন্যা প্রসবিয়া।
তাহা আন গিয়া তুমি বদল করিয়া॥
বলিতে বলিতে এত অনন্ত শকতি।
দেখিতে দেখিতে হৈলা ছাওয়াল মূরতি॥
দ্বিভুজ কুমার হৈল জগতমোহন।
কোলে করি বসুদেব চলিলা তখন॥
যেইজন শুনে ভণে জনম-রহস্য।
কৃষ্ণপদে ভক্তি তার হয়ত অবশ্য॥

বসুদেবের যমুনা-উত্তরণ।

ধানশ্রী রাগ।

যোগমায়ায় পুরজন অচেতনময়।
দ্বারী প্রহরী সব শুয়্যা নিদ্রা যায়॥

পাড়িয়া অশেষ মায়া, ধরিয়া বিবিধ কায়া,
আজি সব করিব বিনাশে।
এ তিন ভুবন মাঝে, তুমি এক মহারাজে
কেবা আসি দনাইব পাশে॥
শুনিয়া মন্ত্রীর বোল, পাতিয়া বিষম রোল,
দৈত্য্য দানবগণ দম্ভে।
সহজে অসুর ভূপ, রোষে কম্পিত রূপ,
রক্ত দৃষ্টি কুটিল আরম্ভে॥
কি করিবে সুরগণ, সমন সভয়মন
যে তোমার ধনুক টঙ্কারে।
তেজিয়া ধনুকশরে, প্রাণ পাইবার তরে
পলাইয়া যায় উভয়ড়ে॥
কেহ বা অতুল ভয়ে, জোড় অঞ্জলি হয়ে
স্তুতি করি প্রাণ দান পায়।
সভার প্রধান হরি, নিভৃতে বসতি করি,
থাকে কারো সনে নাহি দায়॥
যেবা আছে পশুপতি, বনে তার বসতি,
ব্রহ্মা তপ করেন সদায়।
ইন্দ্রের যতেক বল, তাহা জানি নিশ্চল,
তবু উপেক্ষিতে না জুয়ায়॥
যতেক দেবতাকুল, বিষ্ণু তাহার মূল,
তাহার শরীরে এত রূপ।
গো-ব্রাহ্মণ হোম, তপ জপ দম শম,
ধর্ম্ম কর্ম্ম কহিল স্বরূপ॥
এতেক মন্ত্রণা করি, দৃঢ় সম্বিধান ধরি,
সাধু হিংসয়ে খলমতি।
যেই মাত্র আজ্ঞা পায়, মার কাট করি ধায়,
দ্বিজমাধব কৃষ্ণগতি॥

———

দানবগণের ধর্ম্মহিংসা।

ধর্ম্ম লঙ্ঘবারে ত পাতিল একাকার।
নাহি স্বাহা নাহি স্বধা নাহি বষট্‌কার॥
নাহি দান নাহি ব্রত নাহি সত্যবাদ।
নাহি তপ নাহি জপ বড়ই প্রমাদ॥
নাহি সম নাহি দম নাহি ধর্ম্মপথ।
গোব্রাহ্মণ হিংসা করে অবিরত॥
এথা গোপনগরে যশোদানন্দরাণী।
নিদ্রা ভাঙ্গিল পুত্র দেখিল তখনি॥
পুত্র-মুখ দেখি রাণী হরষিতমন।
সত্বরে ডাকিয়া নন্দে করিল বিজ্ঞাপন॥
শুনিয়া ধাইয়া আইল যত পুরজন।
জয় জয় হুলাহুলি পড়িছে সঘন॥
তবে নন্দঘোষ গোপাল-অধিপতি।
পুত্র-মুখ দেখি বড় হরষিতমতি॥
স্নান করি শুচি বস্ত্র করি পরিধান।
বেদ বিধি পুরোহিত করিল আহ্বান॥
মঙ্গল পূর্ব্বক আগু স্বস্তিবাচন।
তাবত করিল দেব পিতৃসমর্চ্চন॥
বিধি অনুসারে নন্দ করি জাতকর্ম্ম।
দেখিয়া শুনিয়া লোক বলে ধন্য ধন্য॥
দান করিতে নন্দ বসিল তখন।
সমুখে আনিয়া দানপাত্র দ্বিজগণ॥
বস্ত্র মাল্য আভরণ করিয়া ভূষিতে।
দুই নিযুত ধেনু দ্বিজে দিল হরষিতে॥
তবে উৎসর্গিয়া দিল সপ্ত তিলাচল।
রজত কাঞ্চন আদি পূরিয়া সকল॥
সঙ্ক্ষেপে কহিল দান লক্ষ হেম করি।
আর যতেক দান কহিতে না পারি॥
সুপ্রীতে ব্রাহ্মণ পড়ে সুমঙ্গল নাদ।
শুভমনা আশিষিল মনে স্তুতিবাদ॥
নিরবধি ভট্ট করয়ে কায়বার।
হরিবে পথিক লোক জয় জয় কার॥
গায়নে সঙ্গীত গায় নৃত্যক নাচয়।
শঙ্খ দুন্দুভি বাদ্য নানাবিধ হয়॥

নাচে বাটে ঝাটি ছড়া মার্জ্জিত মন্দিরে।
সুবর্ণ কলস তথি পতাকা উপরে॥
আলপনা ধূপ দীপ দুআরে দুআরে।
সুন্দর কদলী রুইল চারিধারে॥
মাল্য পল্লবাকার মঙ্গল সমুখে।
নিজ অভরণ লোক পরে নানা সুখে॥
গাবী বৎস বৃষভ হরিদ্রা সুতৈলে।
সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত মাল্য অভরণ গলে॥
কটিতে বেষ্টিত চারু পাটনেত ধড়ি।
গলায় মুকুতা হার কর্ণে স্বর্ণ কড়ি॥
করেতে চালন লড়ি মাথে বান্ধি পাগ।
ঘৃত দধি ভেট লয়্যা লড়ে গোপভাগ॥
খাইয়া নাড়িল যত বৃদ্ধক আবাল।
উদামে চলিয়া বুলে যতেক গোপাল॥
এক পড়ে আর উঠে পথে মহাগোল।
তাহা শুনি গোপিকার চিত্ত উতরোল॥
জনে জনে যুগতি কয়এ হরষিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

গোপীগণের আনন্দ-প্রকাশ।

সিন্ধুড়া রাগ।

হাটে বাটে সব, শুনি একরব,
নৃত্য গীত জয়ধ্বনি।
শঙ্খ মৃদঙ্গ, বীণা বেণী দুন্দুভি,
ঘন ঘন ধ্বনি শুনি॥
আজু যশোদা, পুত্র প্রসবিল,
সুখ পাইল শুনিয়া।
শ্রবণে নয়নে, দ্বন্দ্ব দূরে যাউক,
চল দেখি আসি গিয়া॥
বুড়া বয়সে, নন্দঘোষে,
দেখিল পুত্রের মুখ।
প্রাণ ধন জন, সকল সফল,
খণ্ডিল সকল দুখ॥
নিজ ঘরে যেন, হৈল উপপন্ন,
হেন লয় মোর মনে।
কি আর বিলম্ব, কর সখিগণ,
সফল হইল নয়নে॥
গোপ-কন্যাগণ, হয়্যা একমন,
কৌতুকে আবাল বৃদ্ধা।
দ্বিজমাধব কহে, প্রভুর উৎসব হয়ে,
কাহার মনে নাহি শ্রদ্ধা॥

গোপীগণের নন্দভবনে গমন।

তবেত গোপিকাগণ করে নাস-বেশ।
চারু চিরুণী দিয়া আঁচড়িল কেশ॥
উন্নত কবরী তার বাঁধে বড় সাধে।
সুগন্ধি কুঙ্কুম মালা পড়ে বেড়ি তাদে॥
সীমন্তে ভরিয়া দিল সুরঙ্গ সিন্দুর।
অলকা তিলক ভালে ধরিল প্রচুর॥
কুরঙ্গ চঞ্চল আঁখি রঞ্জিত কাজলে।
বামনাসা অগ্রে লম্বে গজমোতি ফলে॥
কনক করবীমালা বিচিত্র কুণ্ডল।
লম্বিত শ্রবণমূল করে ঝল মল॥
প্রবাল মুকুতা মণি রজত কাঞ্চন।
পীন বিমল হার কস্তুরী ভূষণ॥
হৃদয়ে তুলিয়া দিল বিচিত্র কাঁচলি।
অতিবড় ক্ষীণ কটি বান্ধিল মেখলি॥
কেয়ূর কঙ্কণ করে মৃণাল সুন্দর।
রতন অঙ্গুরী শোভে অঙ্গুলী-উপরে॥
বাছিয়া বাছিয়া পরে পাট নেতসাড়ী।
ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা ছয় বান্ধে কটি বেড়ি॥

চরণে তোড়লমল্ল মুখর মঞ্জীর।
সহজে যৌবন রূপ লাবণ্য শরীর॥
অধিকে হইল তিন জগতমোহিনী।
কটাক্ষে লইতে পারে মুনির পরাণী॥
হরিষে চলিল মত্তকুঞ্জর-গামিনী।
কবরী খসিয়া ফুল পড়য়ে ধরণী॥
নিতম্ব বিলম্ব গতি আভীর যুবতী।
রুষিয়া সৃজনকারী নিন্দি প্রজাপতি॥
কপোলে কুন্তল কর্ণে শ্বেত উতপল।
সঘনে নিশ্বাস বহে গলে ঘর্ম্মজল॥
প্রভুর উৎসবে কেহ দুঃখ নাহি জানে।
নন্দের ভবনে গিয়া মিলিল তখনে॥
দেখিয়া সুন্দর শিশু জুড়াইল আঁখি।
প্রেমসাগরে যেন ডুবিল চন্দ্রমুখী॥
মনের সন্তোষে বড় করি উচ্চ নাদ।
চিরজীব বলিয়া করিল আশীর্ব্বাদ॥
এখানে মঙ্গল ক্রিয়া করিব বিদিত।
চৈতন্যচরণে দ্বিজ মাধব-রচিত॥

নন্দোৎসব।

মঙ্গল গুজরী রাগ।

তৈল হরিদ্রা লৈয়া, কৌতুকে আইল ধায়্যা,
হাস পরিহাসে জনে জন।
অন্যোন্যে দেই গায়, কেহ নাচে বুলে তায়,
কেহ করতালী ঘনে ঘন॥
সকল বল্লবী মেলি, জয় কৃষ্ণ হুলাহুলি,
হরিষে অশেষ বিধি কেলি।
তাহা দেখি গোপগণ, হইল হরিষমন,
আপনা আপনি কুতূহলী॥
ঘৃত নবনীত দধি, আনিয়া মঙ্গল বিধি,
তারে তারে করে ঢালাঢালি।
* * * ।
বাজায়ে বিবিধ বাদি, রাধা চন্দ্রাবলী আদি,
কোকিল জিনিয়া যার গানে।
গায় মনোহর গীত, ব্রজকুল উল্লাসিত,
রোহিণী প্রবোধে লোকজনে॥
নন্দঘোষ মহাবুদ্ধি, পুত্রের মঙ্গল-বিধি,
উৎসব আগত যতজনে।
বুঝিয়া পুজিল মনে, বস্ত্র মাল্য অভরণে,
দ্বিজ মাধব রস গানে॥

করদানার্থ নন্দের মথুরায় গমন এবং বসুদেবের সহিত কথোপকথন।

যে দিন হইল কৃষ্ণের রূপ-পরকাশ।
সেই হৈতে গোকুলে লক্ষ্মীর হৈল বাস॥
ধনে জনে সম্পূর্ণ হরিল রোগ শোক।
সদাই আনন্দময় যত সব লোক॥
এক দুই তিন ক্রমে হৈল চারিদিন।
পাঁচ দিনে পাঁচোটি করিল পরবীণ॥
ছয় দিনে সূতিকা পূজা নিশি জাগরণে।
সপ্ত গেল অষ্ট কড়াই দিল শিশুগণে॥
নবম বাসরেতে করিল নব নর্ত্তা।
প্রতি গ্রামে গ্রামেতে উঠিল শুভ বার্ত্তা॥
হেনকালে আইল কংসের সন্নিধান।
গ্রাম সহিত নন্দ যাইবে দেওয়ান॥
নগরে নগরে নন্দ দিলেক ঘোষণ।
রাজকর লয়্যা কালি করিব গমন॥
প্রভাতে গোআলা সব হয়্যা একজুটি।
আনিল নন্দের ঘরে ঘৃত দুগ্ধ ভেটি॥
গোআলা সকল থুয়্যা গ্রামের রক্ষণ।
কর লয়্যা নন্দঘোষ করিল গমন॥
মথুরা আসিয়া করিল নৃপতিরে দেখা।
দিলেন উচিত কড়ি সমুচিত লেখা॥

বদায় করিয়া নন্দ বাহির হইতে।
হেনকালে দেখা বসুদেবের সহিতে॥
প্রাণ পাইল প্রাণ পাইল বলে দুই জন।
বাহু পসারিয়া প্রেমে দিল আলিঙ্গন॥
বসিতে আনিয়া দিল উত্তম আসন।
অবশেষে বসুদেব জিজ্ঞাসে বচন॥
কহ সখা কুশলে আছেন সর্ব্বজন।
নন্দঘোষ বলে এক হইল নন্দন॥
এই বোল শুনিয়া পাইল বড় সুখ।
অপুত্রক হইয়া দেখিলে পুত্রমুখ॥
তোমার সমান সখা নাহি ভাগ্যবান্।
বৃদ্ধকালে পুত্র হবে কার এত জ্ঞান॥
হেনই সময়ে পুত্র হৈল আচম্বিত।
পুনরপি জন্ম তোমার কহিল বিদিত॥
অনেক দিবসে আজি হৈল দরশন।
এড়িয়া যাইতে ঘরে নাহি লয় মন॥
দেবকী বসুদেব নন্দ হরষিতে।
স্রোতে যেন জল লয়্যা যায় চারিভিতে॥
যাহার প্রসাদে সুখে চরাএ গোধন।
গোকুলে কি আছে সখা যত শিশুগণ॥
জননী-সহিত এক আমার বালক।
তোমার মন্দিরে তার তুমি সে পালক॥
সহজে সম্বন্ধবশে তুমি হও ভাই।
তোমারে বলিবে বাপ তাহে দোষ নাই॥
তাহা সমর্পিল আমি যশোদার ঠাঁই।
যশোদার পুত্র রোহিণীর দায় নাই॥
এ বোল শুনিয়া নন্দ হৈল বড় দুঃখী।
বলিতে লাগিল কিছু হয়্যা অশ্রুমুখী॥
শুন শুন অয়ে সখা তুমি মহাশয়ে।
অন্ধ হইলে কি তাহার প্রাণ রহে॥
কঠিন-হৃদয় সে নাহিক মায়া মো।
বারে বারে বধিল তোমার ছয় পো॥
অবশেষে তব যেবা কন্যাখানি হৈল।
দৈবগতি সেহ আকাশেতে চলি গেল॥
বসু বলে আর সখা কি কর বিচার।
জনম মরণ এই সংসার বেভার॥
দৈব গতিকে বন্ধু জ্ঞান খণ্ডিত।
বিচারে না পায় দুঃখ যে হয় পণ্ডিত॥
শুন শুন অএ সখা বলি হে তোমারে।
ভাল হৈল সখা কর দিলে রাজঘরে॥
আচম্বিত আজি কেন এই মোর মতি।
অনেক উৎপাত হেবে গোকুলে সম্প্রতি॥
তোমারে রহিতে এথা নহেত উচিত।
না কর বিলম্ব সখা চলহ তুরিত॥
এ সব শুনিয়া নন্দ হরষিতমন।
শকটে চড়িয়া ঘরে করিল গমন॥
বসুদেব চরণ ভাবিয়া মনে মনে।
বিপদ-নাশন হরি করিল স্মরণে॥
এখনে পূতনা-বধ করিব বিদিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

পূতনা বধ।

পঠমঞ্জরী রাগ।

চিন্তিত কংস রায়ে, প্রাণে স্থির নহে,
কুমতি অসুরের যুগতি।
পূতনা রাক্ষসীরে, ডাকিয়া আনি তারে,
দিলেন বিষম আরতি॥
স্বরূপে কহি আমি, সত্বরে চল তুমি,
গৃহে গৃহে স্থানে স্থানে।
দিবস দশ জাত, বালক পাহ যত,
সকল মারহ পরাণে॥

ছাড়িল পুতনা, শিশুর যাতনা,
রাক্ষসী বেশ পরিহরি।
পরম সুন্দরী, জিনিয়া সুরনারী
ত্রৈলোক্য মোহিতে পারি॥
নবীন শিশু যথা, বধিয়া যায় তথা,
বিষম বিষস্তন-পানে।
ভ্রমিয়া ঘরে ঘরে, গোকুল নগরে,
মিলিলা নন্দের ভুবনে॥
বান্ধিয়া সুকবরী, মল্লিকা পুষ্পভরি,
সীমন্তে সুরঙ্গ সিন্দুর।
চাঁদ জিনিয় হাস, কটাক্ষ মন্দভাষ,
অলকা তিলক প্রচুর॥
পীন ঘন স্তন, মধ্য অতি ক্ষীণ,
বিপুল নিতম্ব সুসারে।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া স্ত্রীজন্ম পাইয়া,
প্রাণপতি দেখিবারে॥
দেখিয়া মোহিনী, সকল গোপিনী,
বিস্ময় ভাবি মনে মনে।
এল হেনরূপ, দেবতা-স্বরূপ,
কমলা বুঝি অনুমানে॥
বিচিত্র সিংহাসন, শুইয়া নারায়ণ,
কপট বালক মূরুতি।
দেখিল রাক্ষসী, যেন ভস্মরাশি,
ঢাক্যাছে আগুনির জুতি॥
দেখিয়া মায়াকায়, হাসিয়া যদুরায়,
চর্ম্মঘটেতে যেন শশী।
বসিয়া কুতূহলে, গোবিন্দ লয়্যা কোলে,
ঈষৎ কটাক্ষে মন্দ হাসি॥
যশোদা রোহিণী, এই দুই বুহিনী,
দেখিয়া মোহে সেই রূপ।
নিমিষ হরিয়া, আঁখি ভরিয়া,
তারে দেখি, বোল না স্ফুরে মুখে চুপ॥

রাক্ষসী চন্দ্রাননে, দিলেন বিষস্তনে,
রুষিলা দেব দনুজারি।
চাপিয়া বুক টানে, চুম্বক দিল প্রাণে,
সহিতে দুগ্ধ পান করি॥
মরমব্যথা পাই, ডাকিল পরিত্রাহি,
ছাড় ছাড় উচ্চ নাদে।
দু-কর চরণ, আছাড়ি ঘনে ঘন,
নিজ মূর্ত্তি ধরি কাঁদে॥
সেই মহানাদ, শুনিতে পরমাদ,
কম্পিত চৌদ্দ ভুবন।
রাজ্য পাইল ভয়, মানিল প্রলয়,
রাক্ষসী তেজিল জীবন॥
পর্ব্বতসম কায়, পথ কোশ ছয়,
জিনিয়া শরীর তাহার।
বড় বড় ঘর, দ্বার তরুবর,
ভাঙ্গিয়া হইল চুরমার॥
সকল সুরবৈরী, সংহারিতে, হরি,
গোকুলে আদি পুরুষ।
মাধব কহে সার, মুক্তি হইল তার,
পুতনা প্রথম গণ্ডুষ॥

যশোদা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গে রক্ষাবন্ধন।

কৃষ্ণপদ-দরশনে খণ্ডিল অশুভ।
পাইল পাপিনী মুক্তি অতি অপরূপ॥
শত্রু হইয়া আসি দিল বিষস্তন।
রোহিণীর গতি পায় সেই মহাজন॥
কি বলিতে পারি কৃষ্ণের জননী।
ইচ্ছাবশে স্তন যার পিলা চক্রপাণি॥
ধেনুর মহিমা কেবা ত্রিভুবনে জানে।
হরষিতে প্রভু যার করে স্তন পানে॥

হেন কৃপাময় প্রতি যে হয় বিমুখ।
কোটি কোটি কল্পে তার কভু নহে সুখ॥
গোকুল-সমাজে যতেক প্রাণী বৈসে।
ধাইয়া আইল লোক স্ত্রী আর পুরুষে॥
বিকট শরীর গোটা দেখি ভয় করি।
লাঙ্গলের ঈষ যেন দন্ত দুই সারি॥
পর্ব্বতের গুহা যেন নাসাপুট তার।
অরুণ কিরণ যেন দীর্ঘ কেশভার॥
গণ্ডশৈল সম ঘোর বিষ দুই স্তন।
অন্ধকূপ ভীষণ অতি বিরস বদন॥
বিপুল পুলিন দুই নিতম্বের ধাতু।
তুজ উরু জানু পদ যেন বন্ধ সেতু॥
জলহীন হ্রদ যেন পড়্যাছে উদর।
দেখিয়া সকল লোক ত্রাসিত অন্তর॥
বুকের উপরে শিশু খেলায় নির্ভয়।
গোপী সব আসিয়া সম্ভ্রমে কোলে লয়॥
পুত্র পুত্র বলি গোপী মুখে চুম্ব দান।
প্রেম-আনন্দের নীর পূরিল নয়ান॥
যশোদা রোহিণী তথা পাইল চেতন।
পুত্রের রক্ষণ করে লয়্যা গোপগণ॥
গোপুচ্ছ মোহিনী করি নিছনি পিছনি।
গোময় গোমূত্রে স্নান করাল্য তখনি॥
গোধুলি আনিয়া তার লেপে সর্ব্ব অঙ্গে।
গোরোচনা তিলক ভালে মৃগমদ সঙ্গে॥
দ্বাদশ স্থানের রক্ষা বান্ধেন তরাসে।
নাম ধরি প্রতি অঙ্গ কৈল জীবন্যাসে॥
অজ রক্ষা করুন তোমার অঙ্ঘ্রিযুগ।
মণিমান্ জানুযুগ উরুত রাখুক॥
দেব অচ্যুত তোমা রাখিব হরিষে।
হৃদয় কেশব কেশ রাখিবে মহেশে॥
কন্ধরা রাখিতে বিষ্ণু মুখ ত্রিবিক্রম।
রাখিবে তোমার শির ঈশ্বর উত্তম॥

আশু রক্ষা করিব আপনি চক্রপাণি।
পাছু গদাধর রূপ তেঁই সে আপনি॥
দুই পাশে দুই বীর সুন্দর ধনুর্দ্ধর।
রাখিবে তোমায় অজ মধু মুরহর॥
চারিকোণে শঙ্খপাণি শেষ উরুগায়।
উর্দ্ধে উপেন্দ্র মধ্যে বিনতাতনয়॥
সর্ব্বত্র রাখিবে তোমা হলী মহাবীর।
অক্ষয় অব্যয় হৈবে তোমার শরীর॥
রাখিবে ইন্দ্রিয়গণ দেবহৃষীকেশ।
মুখ নারায়ণ প্রাণ রাখিবে বিশেষ॥
চিত্ত শ্বেতদ্বীপপতি মন যোগেশ্বরে।
বুদ্ধি রাখিবে ভাল পৃশ্নী-কুমারে॥
আত্মরক্ষা করিবে আপনি ভগবানে।
বিহারে গোবিন্দ শ্রীমাধব শয়নে॥
গমনে বৈকুণ্ঠনাথ আসনে রমাপতি।
ভোজনে সে অনন্ত রাখিবে মহামতি॥
ডাকিনী যোগিনী যত প্রেত পিচাশে।
যক্ষ রক্ষ দেবতা গন্ধর্ব্ব দুই পাশে॥
গ্রহরিষ্ট রোগ যত ভূতের সহিতে।
সকল যাউক নাশ বিষ্ণুনাম হৈতে॥
এতেক প্রকারে গোপী করিয়া রক্ষণ।
স্তনপান দিয়া শিশু করাইল শয়ন॥
সুমন্ত্রী গোআলাভাগ হৈয়া একজুটী।
কুঠারে রাক্ষসী-দেহ পাড়ে কাটি কাটি॥
স্তূপ স্তূপ করিল যেন পর্ব্বত-আকার।
আগুনি ভেজাইল তার বেড়ি চারি ধার॥
অগোর সৌরভ ধূম উঠিল গগনে।
দেখিয়া চিন্তিত পথে যত গোপগণে॥
কোথা হৈতে আইল ধূম না জানি নিশ্চয়।
আবার গোকুলে কিবা পড়িল প্রলয়॥
সত্বরে ধাইয়া তারা আইল সেইখানে।
যত বিবরণ তারা পুছে গোপগণে॥

ভয় পায়্যা নন্দঘোষ পড়ি গেল ঠায়।
পুত্রের জীবনে বড় জন্মিল বিস্ময় ॥
অচেতনে ধাইয়া আইল নিজালয়।
পুত্র দেখি কোলে নিল প্রেম নির্ভয় ॥
মস্তক আঘ্রাণ মুখে অনেক চুম্বন।
পাইল অনেক সুখ রহিল জীবন ॥
যেই জন শুনে ভণে পূতনার বধ।
কৃষ্ণে মতি হয় তার খণ্ডে সর্ব্বাপদ ॥

শকট ভঞ্জন।

শ্রীরাগ।

স্তনপান করি হরি বাড়ে দিনে দিনে।
এক দুই গেল আঁর হৈল মাস তিনে ॥
জনম লক্ষণ যোগ ইথান কৌতুকে।
জনক জননী পুত্রে কৈল অভিষেকে ॥
শ্রীমধুসূদন হরি দৈবকীনন্দন।
আছয়ে নন্দের ঘরে বিহার-কারণ ॥
নানাবাদ্য বাজে দ্বিজ করে বেদধ্বনি।
নৃত্যগীতে আনন্দিত গোআলা রমণী ॥
বস্ত্র অলঙ্কার গন্ধ নন্দঘোষ আনি।
জাতি গোত্র সভাকারে দিল অন্নপানী ॥
কোলে নিদাইল পুত্র ঘরে শোআইয়া।
বাহির হইল যশোদা ছাআল এড়িয়া ॥
লোকজন প্রবোধিতে হৈল পাসরণ।
নিদ্রা ভাঙ্গি গেল প্রভুর হইল চেতন ॥
দুগ্ধ হেতু কান্দিতে উর্দ্ধে পড়ি গেল দীঠে।
কোপেতে ছুটাইল নাথি ভাঙ্গিল শকটে ॥
প্রবাল-কোমল পদ ঠেকিল শকটে।
বিপরীত হৈয়া ভূমি পড়িল নিকটে ॥
ঘৃত দুগ্ধ ভাণ্ড পড়ি যায় গড়াগড়ি।
শবদ শুনিয়া সভে আইল রড়ারড়ি ॥
দেখিয়া সকল রাণী চিত্তে মনে ভয়।
দ্বিজমাধব কহে শকট-ভঞ্জন ॥

গোপীগণের বিতর্ক।

আছিল ছাআল সব দেখিল নয়নে।
কহিল শকট শিশু ভাঙ্গিল চরণে ॥
শিশুর চরণে কারো মনে নাহি যায়।
দুগ্ধের ছাআল হেন সম্ভবে কোথায় ॥
গুপত মহিমা প্রভু কেহ নাহি জানে।
গ্রহদোষে ভাঙ্গিল বলিল সর্ব্বজনে ॥
কপট বালক প্রভু ত্রৈলোক্যমোহন।
অধিক জননী দেখি দুগ্ধেরে ক্রন্দন ॥
কোলে করি যশোদা করায় স্তন পান।
গ্রহরিষ্ট-ক্ষয় হেতু রক্ষণ বিধান ॥
বেদমন্ত্রে দ্বিজগণ পূরি নিজ গান।
পবিত্র ঔষধি-জলে করাইল স্নান ॥
শুচি হয়্যা নন্দঘোষ করিয়া যতন।
হরিষে অনেক দ্বিজ করাইল ভোজন ॥
তুষ্ট হয়্যা দ্বিজগণ করে আশীর্ব্বাদ।
চিরজীব হৈবে শিশু নহিব প্রমাদ ॥
বাছিয়া বাছিয়া ধেনু সর্ব্ব স্বর্ণময়।
তাহা সভাকারে দিল পুত্র-শুভোদয় ॥
দেখিয়া শুনিয়া সভে গেল নিজ ঘরে।
পুনরপি শকট করি অনেক পরকারে ॥
বান্ধিয়া বান্ধিয়া সব করিল সুসার।
সুবর্ণ রজত ভাণ্ড যেই যথাকার ॥
ঘৃত দধি দুগ্ধ সব করিল পূরণ।
তুলিয়া এড়িল সেই স্থানে গোপগণ ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত্ত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত ॥

তৃণাবর্ত্ত বধ।

আর এক দিন রাণী যশোদা সুন্দরী।
চারু চুম্বন কৈর লইয়া শ্রীহরি ॥
আচম্বিতে শিশু হৈল পর্ব্বতের ভার।
সহিতে না পারি থুইল ভূমির উপর ॥
বিস্ময় হইয়া রাণী করিল বিচার।
এই শিশু কোন মহাজন অবতার ॥
এই মহাপুরুষ আমার পুত্র নহে।
কায়মনোবাক্যে আমি জানিল নিশ্চয়ে ॥
হেনই সময়ে হরি মায়ার নিধান।
মোহিল জননী সব পাসরে গেআন ॥
পুত্র এড়ি থাকিল আপন গৃহকাজে।
কহে দ্বিজ মাধব শুয়্যাছেন যত্নরাজে ॥

ধানশী রাগ।

গোকুল নগরে বড় গম্ভীর নিস্বনে।
চৌদিগ চাপিয়া ধূলা উড়িল গগনে ॥
সম্বর্ত্ত তিমির ঘোর অতি ভয়ঙ্কর।
পুরিল নয়ন নাহি চিনি আত্মপর ॥
কংস-নিয়োজিত বীর অসুর তৃণাবর্ত্তে।
বায়ু-ভূত হইয়া আইল চক্রাবর্ত্তে ॥
মায়ায় অসুর শিশু হরিয়া তখনে।
পরম আনন্দ মনে উঠিল গগনে ॥
পুত্র না দেখিয়া রাণী হৈল অচেতনে।
ভূমিতে পড়িয়া রাণী করয়ে ক্রন্দনে ॥
কোথা উড়াইয়া পুত্র নিলেক বাতাসে।
আরে দারুণ বিধি করিল নৈরাশে ॥
সেইত ক্রন্দন শুনি যত পুরজনে।
অধিক পড়িল রোল শুনিল শ্রবণে ॥
হেনই সময়ে ত কৌতুকে যদুবর।
শিশু-গলা চাপিয়া হইলা বিশম্ভর ॥
সহিতে না পারি ভর অসুর কাঁফর।
নিমর্দ্দ হইয়া পড়ে শিলার উপর ॥
ছাড়িল জীবন পাপ মায়াবী অসুরে।
ভয়ঙ্কর কায় সর্ব্ব-অঙ্গ হৈল চুরে ॥
বুকের উপরে শিশু খেলায় নির্ভর।
কহে দ্বিজ মাধব শুনহ যদুরায় ॥
কান্দিয়া বিকল যত গোপ গোপীগণ।
হেনই সময়ে শিশু দেখিল তখন ॥
পরম বিস্ময় সভে দেখিয়া অসুরে।
সম্ভ্রমে বালক নিয়া দিল যশোদারে ॥
নন্দ আদি গোআলা যশোদা আদি গোপী।
বড় হরষিত পুত্র পায়্যা পুনরপি ॥
বড়ই বিস্মিত ভয়ে চমকিতমন।
আপনা আপনি কথা কহে জনে জন ॥
কভু নাহি দেখি শুনি হেন অদভুত।
রাক্ষসের মুখে পুন বাহুড়িল সুত ॥
পরহিংসা করিলে আপন-পাপে মরে।
সাধুজন সমদরশনে ভয় হরে ॥
পূর্ব্বজন্মে আমি সব কত কৈলুঁ তপ।
কিবা নারায়ণ-সেবা তাহার প্রভাব ॥
দেউল জাঙ্গাল দিলুঁ কত মহাদান।
সেই পুণ্য-প্রভাবে করিল অনুমান ॥
সর্ব্বভূতে স্নেহ কিবা করিল হৃদয়।
তার শুভ ফল এই হেন মনে লয় ॥
আমাসভাকায় আজি বড় ভাগ্যোদয়।
হেন হারাইল নিধি কেবা কোথা পায় ॥
শত্রুমুখে থাকি পুত্র অবিয়ে আইল।
তেঞি পুরী সমেতে সবংশে প্রাণ পাইল ॥
এ সব উৎপাত নন্দ দেখি বারেবার।
সখা বসুদেবের বচন কৈল সার ॥
শুন শুন অয়ে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥

শ্রীকৃষ্ণ-উদরে যশোদার বিশ্বরূপ দর্শন।

সুহই রাগ।

একদিন যশোদা লইয়া যদুপতি।
পুত্রমুখ দেখি রাণী হরষিতমতি॥
কৌতুকে এক দৃষ্টে করে নিরীক্ষণ।
পুত্রের বদনে হাসি চান্দের কিরণ॥
জগত-নিবাস প্রভু এড়িলেন হাঞি।
বড়ই অপূর্ব্ব গোপী দেখিল তথাই॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল অম্বর তেজ জল।
দশ দিগ চন্দ্র সূর্য্য অনিল আনল॥
নানা দ্বীপ সমুদ্র পর্ব্বত নদ নদী।
অনেক কানন জীব চরাচর আদি॥
ছাআলের মুখে দেখে সকল সংসারে।
কম্পিত শরীর মুখে বোল নাহি সরে॥
বড়ই বিস্মিত হয়্যা করিল বিচার।
শিশু নহে এই জন কোন অবতার॥
মায়ার সাগর হরি মোহে জননীরে।
আখির নিমেষে রাণী সকল পাসরে॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের নামকরণ।

তথা বাপ বসুদেব চিন্তে মনে মনে।
পুরোহিত গর্গমুনি কৈল সম্ভাষণে॥
ভূতে তাহারে কথা কহিল সকলে।
নন্দগৃহে দুই পুত্র আছয়ে গোকুলে॥
থাকারে ঝাট তুমি করহ গমন।
গোপতে করিবে শুভ নাম-করণ॥
বোল শুনিয়া মুনি হরষিতমন।
অবিলম্বে ব্রজপুরে করিলা গমন॥
নন্দের ভুবনে গিয়া মিলিলা তখন।
মুনি দেখি নন্দঘোষ প্রফুল্ল বদন॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া করিল জোড় হাথ।
ইষ্টবুদ্ধি করি কৈল অনেক দণ্ডবৎ॥
বসিতে আনিয়া দিল বিচিত্র আসন।
করিল শীতল জলে পাদ প্রক্ষালন॥
যথাশক্তি অতিথির করিল পূজন।
বলিতে লাগিল নন্দ মধুর বচন॥
স্বভাবে সম্পূর্ণ তুমি বিদিত সংসারে।
মুঞি ক্ষুদ্রমতি কিবা বলিব তোমারে॥
দুর্গতি গৃহস্থ-বাসে কল্যাণ-কারণ।
তুমি সব মহাভাগ কর আগমন॥
ইহা বলি আর কিছু নাহি প্রয়োজন।
তোমার চরণে এই করোঁ নিবেদন॥
ব্রহ্ম জাতি সৃষ্টি তুমি চারি বর্ণে গুরু।
যেই কর্ম্ম কর সেই হয়ত সুচারু॥
বসুদেবসুত এক আছে মোর ঘরে।
দ্বিতীয় আমার পুত্র কহিল তোমারে॥
এই দুই বালকের করিবে সংস্কার।
পরহিতকারী তুমি কৃপা-অবতার॥
মুনি বলে ইহাতে আছয়ে আমার মতি।
সবে এক দোষ আছে কর অবগতি॥
সর্ব্বকাল আমি যদুবংশের আচার্য্য।
কিবা বড় কিবা ছোট জানে সর্ব্বরাজ্য॥
বসুদেব হয়েন তোমার প্রাণ-সখা।
যতেক পিরিতি দুঁহে তার নাহি লেখা॥
দৈবকী-অষ্টমগর্ভে কভু নহে নারী।
এই বাক্য পাপ কংস জানে সত্য করি॥
আমি যদি বালকের করিব সংস্কার।
তবে রিপু করি আজি জানিবে দুর্ব্বার॥
সহজে দুরন্ত কংস করিবে প্রমাদ।
কোন্ কল আমার এতেক বিসম্বাদ॥

এবোল শুনিয়া নন্দ বলে পুনর্ব্বার।
বড় যুক্তি দিলে গোসাঞি আমার নিস্তার॥
তার প্রতীকার হেন আছয়ে উপায়।
গুপতে করিব কর্ম্ম কারো নাহি দায়॥
আছুক অন্যের কাজ আপনার গণে।
ব্রজের ভিতর না জানিবে একজনে॥
এবোল শুনিয়া মুনি হরষিতমন।
গুপ্তভাবে অভ্যন্তরে করিলা গমন॥
সিনান করিয়া মুনি হইলা পবিত্র।
স্বস্তিক বাচন আগু রচিল বিচিত্র॥
দেবপিতৃ অর্চ্চনাদি করিল পশ্চাৎ।
পাদ্যাদি যথাবিধি নানা বস্তুজাত॥
বেদমন্ত্রে বেদধ্বনি করিল ব্রাহ্মণ।
বেদের বিধানে নানামত্ত আয়োজন॥
কুশণ্ডিকা আদি বিধি করিলেন যজ্ঞ।
নাম-করণ মুনি করেন সমগ্র॥
রোহিণী-নন্দন সর্ব্ব-সহৃদয় মন।
তেঞি রাম ঞিহারে বলিবে সর্ব্বজন॥
বলভদ্র অতিশয় বলের কারণ।
যদুবংশে অভেদ নাম সঙ্কর্ষণ॥
তিন বর্ণ ঞিহার আছিল তিন কালে।
শ্বেত লোহিত পীত আমি জানি ভালে॥
এবে কৃষ্ণবর্ণ দেখি জগ-অনুপাম।
তেকারণে ঞিহার থুইল কৃষ্ণ নাম॥
কোন জন্মে ছিলা বসুদেবের কুমার।
তেঞি বাসুদেব নাম ঘুষিব সংসার॥
বহুকর্ম্ম বহুনাম বহুগুণ রূপ।
তোমার পুত্রের আছে কহিল স্বরূপ॥
আমি বিনে পৃথিবী না জানে অন্য জন।
কুশলে থাকিবে তুমি ঞিহার কারণ॥
তরিবে অনেক দুর্গ পুত্রের প্রসাদে।
চিরঞ্জীব হৈবে পুত্র নহিবে প্রমাদে॥
পুরুবে আছিল ইনি বড় মহাজন।
দুষ্ট মারি শিষ্টজনের করিত পালন॥
ঞিহারে পিরীতি করিবে যেই জন।
তাহারে লঙ্ঘিতে রিপু নারিবে কখন॥
যেন বিষ্ণুপক্ষে বল না ধরে অসুর।
তেন ঞিহা দরশনে রিষ্ট হএ দূর॥
শুন শুন নন্দ ঘোষ কহিল পরম।
সকল প্রকারে শিশু নারায়ণ সম॥
পরম যতনে ঞিহায় করিবে পালন।
কহিল তোমারে আমি স্নেহের কারণ॥
মুনির বচনে নন্দ বড় হৃষ্টমন।
আপনারে ধন্য হেন মানিল তখন॥
এতেক বলিয়া মুনি গেল নিজ স্থানে।
বাপ বসুদেব বার্ত্তা পাইল তখনে॥
এখনে শৈশব-ক্রীড়া করিব বিদিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা।

বসন্ত রাগ।

দিনে দিনে ভিন্নরূপ দেখি দুই ভাই।
ভূমে জানু করি ভর হরিষে খেলাই॥
মাথায় রতন ঝুরি গলে মণিহার।
চরণে মগরা খাড়ু বলয়া সুসার॥
কনক-কিঙ্কিণী কটি বাজে রুণু ঝুনু।
হামাকুড়ি দিয়া তবে খেলে রামকানু॥
রঙ্গে রঙ্গে গড়াগড়ি দেই ব্রজমাঝে।
পদ্ম-অঙ্গরাগ রুচির তনু সাজে॥
বিশদ বলাই কলঙ্ক যেন চান্দে।
কানু শ্যামল মৃগমদ নীলপদ্মে॥
কিঙ্কিণীর নাদ শুনি অধিক চিউকে।
মৃগ সভয় আঁখি দেখে সব লোকে॥

ঠমকি ঠমকি ধাএ জননীর কোলে।
বাহু পসারিয়া রাণী সোণার পুত বলে॥
চান্দ বয়ানে অমিয়া বোল ফুটে।
মন্দ মন্দ হাসি ঈষদ দন্ত উঠে॥
দেখিয়া জননী হুই হরষিতমতি।
গায়েন মাধব স্তন পীয়ে যদুপতি॥

পয়ার।

তবেত যশোদা রাণী দুই সহোদরে।
সুবাসিত নীরে অঙ্গ পাখালে শরীরে॥
তৈল কুড় দিয়া গোপী করে উদ্বর্ত্তন।
কপট বালক প্রভু জুড়িলা ক্রন্দন॥
কর পদ ঘন ঘন করে আস্ফালন।
উচ্চ মনোহর নাদে সজল নয়ন॥
কোলে করি রাণী যত মুখে দেয় স্তন।
অধিক অধিক কৃষ্ণ করয়ে রোদন॥
ধরিতে না পারে রাণী হইল ফাঁফর।
লইয়া বসিলা গিয়া হিন্দোলা উপর॥
দুলি দুলি পাতিআর হাথ চাপড়ি।
ঘন গীত গায় নিদাইতে বনমালী॥
না কান্দ না কান্দ পুত্র শুন যদুনাথ।
খেলিতে আনিয়া দিব আকাশের চান্দ॥
লোক-ব্যবহারে প্রভু করন্তি বিহার।
দ্বিজ মাধব কহে প্রবন্ধ ইহার॥

শ্রীরাগ।

বোল নাহি শুনে কানু স্তন নাহি খায়।
কেমনে সহিব দুঃখ কাঙ্গালিনী-মায়॥
কান্দিয়া বিকল হৈল নাহি বুজে দীঠি।
নাহি জানি আজি কেন এতেক আখটি॥
আলোল আলোল আলোল আয় আয় আয়।
ক লাগিয়া কান্দে মোর যাদব রায়॥
না কান্দ না কান্দ পুত্র আবাল গোবিন্দ।
প্রাণ কানাঞা পুত্রের আসুক নিন্দ॥
কিবা চাএ কিবা দিব নাহি জানি এক।
গোরস লাড়ু কল আছয়ে অনেক॥
উদরে ব্যথ কিবা না লাগে ভোক।
কিবা জানি দেখিয়াছে দুরাচারি-লোক॥
না কান্দ না কান্দ পুত্র শুনরে কানাই।
হের পসনিঞাছে থাওসিয়া মাঞি॥
সুখে শুয়্যা থাক পাটসাড়ীর আঁচলে।
নিজ্ঝুমে ঘুম যাহ জননীর কোলে॥
বিকল হইলুঁ মুঞি তোমারে লইয়া।
ঘরের পাটি ঝাটি সেও গেল বয়্যা॥
কেনে বা না খাও পাপ জননীর মাথা।
মাধব কহে কৃষ্ণ মনে লাগে ব্যথা॥

পয়ার।

কৃপার সাগর কৃষ্ণ আবাল গোবিন্দ।
জননীর কোলেতে পড়িয়া গেল নিন্দ॥
বিচিত্র পালঙ্ক তথি কথুপার তুলী।
তথির উপরে চারু নেতের মশারি॥
তহি মাঝে শোআইল আবাল গোপাল।
এই সব রূপে প্রভু বঞ্চিলা কথোকাল॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত॥
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

পঠমঞ্জরী রাগ।

কথোদিনে হয়্যা গেল ধাইবার যোগ্য।
ক্ষীর নবনী দধি নানা উপভোগ্য॥
বৎসপুচ্ছ ধরিয়া বিহরে নিরন্তর।
রঙ্গে হাসে গোপ সব নাহি লয় ঘর॥
বলাই কানাই গোকুলে দুই বীর।
খেলায় মজিল চিত্ত ঘরে নহে স্থির॥

না মানে আগুন পানী নাহি পশুভয়।
কাঁটা খোঁচা না মানে পরমানন্দময় ॥
নিবারিতে না পারিয়া যশোদা রোহিণী।
চিন্তায় আকুল ঘরে নাহি কামদানি (?) ॥
বড়ই চঞ্চল চিত্ত করে নানা কেলি।
দেখিয়া মোহন রূপ মোহিত গোআলী ॥
শিশুগণ সঙ্গে রঙ্গে বুলে হাটে মাঠে।
অন্নপানী না খায় মাএর প্রাণ ফাটে ॥
ঘরে ঘরে শিশুরায় করে অপরাধ।
উঠিতে বলিতে আরো ভেজায় বিসম্বাদ ॥
মারিয়া ধরিয়া জিনে দ্বন্দ্ব কোন্দলে।
দ্বিজ মাধব কহে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে ॥

গোপীগৃহে নবনীত চৌর্য্য।

কৌতুকে গোপিনী সব দেখিয়া কানাই।
সমুখে গোহারি করে যশোদার ঠাঁঞি ॥
অবগতি কর হের শুন নন্দরাণী।
বড়ই চঞ্চল হৈল তোমার পো খানি ॥
প্রভাতে উঠিয়া গাবী নহিতে দোহন।
মিলিয়া বাছুরি সব পিআয় তখন ॥
যদি ক্রোধ করি তবে হাসিয়া পলায়।
যাউক বালাই লৈঞা তার নাহি দায় ॥
ঝাউআ (?) ছাআল বড় লখিতে না পারি।
ঘরে প্রবেশিয়া দধি দুগ্ধ করে চুরি ॥
কিছুমাত্র খাএ আর খাওয়ায় মাকড়ে।
সেও যদি না খায় ভাঙ্গিয়া ফেলে ভাঁড়ে ॥
যে দিন আসিয়া ঘরে কিছু নাহি পায়।
ক্রুদ্ধ হৈয়া পো-পানারে তর্জ্জিয়া ত যায় ॥
থাক থাক লাগ পাইলুঁ জানাইলুঁ বার্ত্তা।
আজি ঘর পোড়াইমু কেবা আছে কর্ত্তা ॥
এ সব বচনে বড় ভয় পাই মনে।
প্রমাদ ফলাইলে কি করিবে কোন জনে ॥
দুলাল দামাল কানু না মানে প্রবোধ।
বুঝিয়া আপনি পুত্রে করিহ নিরোধ ॥
কেহ কিছু না বলি তোমার লাজ ভয়।
আর জন হইলে প্রমাদ বড় হয় ॥
তবে আর গোপী বলে হরষিতমতি।
আমি কিছু বলি হের কর অবগতি ॥
শুন শুন আরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥

পটমঞ্জরী রাগ।

ঘরের গোময় ঝাটি, রন্ধন বাড়ন পাটি,
সভে থাকি আপনার কাজে।
না জানি কেমন ছলে, আসিয়া হেনই কালে,
প্রবেশ করই গৃহ-মাঝে ॥
উভভাণ্ড সারি সারি, ঘৃত নবনীত পূরি,
সিকার উপরে রাখি দূরে।
করে যদি নাহি পায়, উপায় সৃজিয়া খায়,
শিশু নহে বড়ই চতুরে ॥
শুন গো যশোদা রাণী, অপরূপ কাহিনী,
শঠ বড় তোমার কুমারে।
তিমির মন্দির ঘন, আনি মণি অভরণ,
পরদীপে গোরস চোরে ॥
ঠাঞি করিয়া দীঠি, আনিয়া উচল পীঠি,
তদুপরি উদূখল সারে।
শিল পাথর তহি, ঠাঞি ঠাঞি লোক চাহি,
বহি বহি উঠয়ে উপরে ॥
যাহা থাকে সেইখানে, সব জানে অনুমানে,
ছিদ্র করে ছিচকার আগে।
সুবলিত ধার গলে, বয়ান মেলিয়া তলে,
উদর পুরয়ে রসভাগে ॥
কেহ না দেখিতে পায়, ডরে পলাইয়া যায়
অ শেষ পড়ে উভধারে।

এসব দেখিয়া চুরি, কান্দে ভাঙ্গে হাড়ি কুড়ি,
বিষ্ঠামূত্রে সেই ঘরে পূরে॥
প্রতি ঘরে ঘরে বুলি, গোরস করিয়া চুরি,
যানাইতে না পারি এখন।
এখন তোমার কাছে, সাধু হেন বসি আছে,
বিচারিয়া করহ দমন॥
মায়ের সমুখে রাণী, লাজ পায়্যা চক্রপাণি,
ভয়ে আঁখি করে ছলছল।
রাণী দেখিয়া পুত্রের মুখ, হৃদয়ে পাইলা দুখ
হাসি মিছা করিল সকল॥
নানাগীত আর দাস, হরি মনে মনে হাস,
গোপিকা চলিল নিজবাসে॥
কলিযুগে শ্রীচৈতন্য, পৃথিবী করিলা ধন্য,
দ্বিজ মাধব রস ভাষে॥

নন্দ-যশোদার পূর্ব্ব-বিবরণ।

শিশুগণ সঙ্গে হরি খেলে হরষিত।
মৃত্তিকা ভক্ষণ কৈল সভার বিদিত॥
বলভদ্র আদি করি যত সহচর।
যশোদার ঠাঞি গিয়া কহিল সত্বর॥
শুনিয়া যশোদা পুত্রে আনে করে ধরি।
আঁখি পাকাইয়া বাক্য বলে ক্রোধ করি॥
আরে কানু কি কারণে মৃত্তিকা খাইলে।
দধি দুগ্ধ থাকিতে মাটিতে মিঠা পাইলে॥
বলিতে লাগিলা কৃষ্ণ সভয়বচন।
মৃত্তিকা খাইল হেন বলে কোন্ জন॥
রাণী বলে তোহর যতেক সঙ্গী ভাই।
আপনি বলাই বলে তোমার জ্যেঠাই॥
এ বোল শুনিয়া হাসি বলে গোবিন্দাই।
মিছা বাত বল আমি মাটি নাহি খাই॥
যদি সত্য হয় তবে বুঝে দেখ মা।
রাণী বলে এই সত্য কর তুমি হা॥
বদন মেলিলা কৃষ্ণ জগত আধার।
তাহার ভিতর রাণী দেখিল সংসার॥
পূর্ব্বে একবার দেখিল যেই রূপ।
তেনই চরাচর আদি দেখে সেই রূপ॥
বিচিত্র দেখিয়া সন্ধ পাইল হৃদয়।
মনে মনে যুক্তি রাণী করিল নিশ্চয়॥
স্বপ্ন দেখিনু মুঞি কিবা দেবমায়া।
সম্মোহ পাইল কিবা আমার এই কায়া॥
উৎপত্তি প্রভাব কিবা পুত্রে অনুমানি।
হেন অদভূত কভু নাহি দেখি শুনি॥
কায় মন বাক্যে ইহা নারিনু লখিতে।
তাহার পদ বন্দোঁ প্রভাব যাহা হৈতে॥
মোর পতিসুত মুঞি নন্দের ঘরিণী।
মোর ধনজন সব মুঞি সতীজনি॥
যায় মায়াবশে মোর এ সব কুমতি।
জন্মে জন্মে সেই জন হৈব মোর গতি॥
পুত্র মহাশয় গোপী জানিলেক তত্ত্ব।
প্রভু সে মায়াবী তার কে জানে মহত্ত্ব॥
আপনি বৈষ্ণবী মায়া নিয়োজে তখন।
পাসরে সকল রাণী নাহিক স্মরণ॥
পুত্র স্নেহ করি তবে কোলেতে করিয়া।
থাকিলা হরিষে পূর্ব্বকাল সম হৈয়া॥
বেদ উপনিষদ যতেক শিক্ষা যোগ।
মহেশ নারদ শুক আদি মহাভাগ॥
নিরন্তর যার গুণ গায় অবিদিত।
হেন প্রভু পুত্র ভাবে গোপিনী সহিত॥
এখন কহিব আমি ইহার কারণ।
শুন রে ভকত লোক হয়্যা একমন॥
দ্রোণ নামে বসু ছিলা সভার প্রধান॥
ধরা নামে ভার্য্যা তার জগ-অনুপাম॥

আজ্ঞাবশ হয়্যা করেন ব্রহ্মার সেবন।
সময় পাইয়া বর মাগে দুইজন॥
পৃথিবীতে জন্ম হৈবে আমা সভাকার।
হরিপদে ভক্তি মোর রহিবে অপার॥
যাহার প্রসাদে লোক তরয়ে দুর্গতি।
সেই বর দিলা তারে দেব প্রজাপতি॥
জন্মিল গোকুলে দ্রোণ নন্দঘোষ হৈয়া।
ধরা সংজ্ঞা বলি যারে যশোদা করিয়া॥
ভকতবৎসল হরি কৃপার সাগর।
বিধিবাক্য সত্য-হেতু আইলা তার ঘর॥
সর্ব্বাধিক স্নেহ প্রেমভক্তি বলি যারে।
পুত্র ছাড়ি সেই ভাব জন্মে আর কারে॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একমন।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচন॥

যশোদার নিকটে বন্ধন-স্বীকার।

মহারাষ্ট্রী রাগ।

এক দিন রাণী, যশোদা জননী,
প্রভাতে কৌতুক-বিধি।
নিজ দাসী যত, গৃহ-কর্ম্মরত,
আপনি মথয়ে দধি॥
ক্ষৌম পরিধান, ঘন পাশ টান,
শ্রমে ঘর্ম্মমুখী কুচ দোলে।
কবরী গলতি, মল্লিকামালতী,
কুণ্ডল চারু বিলোলে॥
নরহরি হরি, অরাম রাম রাম,
গোপী গীত গায় সুখে।
কৃষ্ণ-গুণান্বিত, জগত-বিদিত,
শুনিয়া লোকের মুখে॥
দেখি বনমালী, ছাড় ছাড় বলি,
ধরিল মন্থান দড়ি।
স্তন দিতে সুতে, দুগ্ধ উথলিতে,
রাণী ধায় হরি এড়ি॥
পেট নাহি ভরে, কোপে দন্ত সারে,
কম্পিত বিম্ব অধরে।
ভাণ্ড ভাঙ্গি ননী, খায় চক্রপাণি,
কথো লয়্যা যায় দূরে॥
উদূখলোপরে বসিয়া।
মর্কট ছাআলে, খাআয় ত্রাসে,
পথ পানে চাহি চাহিয়া॥
দুগ্ধ ওলাইয়া, যশোদা আসিয়া,
পুত্রকর্ম্ম দেখি হাসে।
দূরে দেখি হরি, হাথে বাড়ি করি,
রাণী, ধায় মারিবার আশে॥
যাহে যোগিগণে, না পায় ধেআনে,
তারে ধায় ব্রজনারী।
কত কত কর্ম্ম, কৈল কোন্ ধর্ম্ম,
কে তা বলিবারে পারি॥
হরি দেখিয়া হাথের বাড়ি।
ভয়ে উদূখল, এড়িয়া পলায়,
তথারে সাজিল ধাড়ি (?)॥
মুকত কবরী, পুষ্প পড়ে ঝরি,
সঘনে নিশ্বাস বহে।
ঘামে তিতি গেল, সকল কলেবর,
তমু লাগ নাহি পাএ॥
মাএ দুঃখ পায় উতকটে।
কৃপার সাগর, সেই যদুবর,
আপনি আইল নিকটে॥
লাগ পাই রাণী, করে ধরি আনি,
ভয় দেখাইল তারে।
নীলকমল সম, আঁখি অনুপাম,
ডরে কচলাই করে॥

দেখি তরুযুক্ত, স্নেহে নিজসুত,
টুসি যাও নাহি মারে।
বাহু নাড়ি চাড়ি, তোলে পাড়ে বাড়ি,
কেবল উদ্যম সারে॥
রাণী, ফেলিয়া হাথের বাড়ি।
আর হেন কর্ম্ম, নাহি করে যেনে,
বান্ধিতে আনিল দড়ি॥
অনন্ত অনাদি, যাহে প্রতিবাদী,
যাহা অভ্যন্তর হীনে।
বিশ্বের আধার, মহিমা অপার,
পরম নিত্য কারণে॥
পুত্র ভাবে তাহে, বান্ধে যশোদাএ,
উদুখলে কটিতটে।
যত ছিল দড়ি, জুড়ে জুড়ি বেড়ি,
তমু, দু অঙ্গুলি নাহি আটে॥
রঙ্গে, বঙ্কেন মনে মনে কানু।
শত শত পাশে, এক বেড় না আইসে,
কপট বালক তনু॥
সব গোপীগণ, হাসে ঘনে ঘন,
কর মুখে রাণী রয়।
ভরিল বিস্ময়, ক্ষুধিত হৃদয়,
দাম লয়্যা লয়্যা ধায়॥
শ্রমে ঘর্ম্মে গলে, সব কলেবরে,
মুকত কবরীভারে।
ঘন বহে শ্বাস, এ দুঃখ আয়াস,
তমু বান্ধিবারে নারে॥
হরি দেখিয়া মায়ের দুখে।
ভকত-সদয়, সেই কৃপাময়,
বন্ধন লইল সুখে॥
ব্রহ্মা পশুপতি, অপর মূরতি,
লক্ষ্মী, রঙ্গিয়া থাকেন তভু।
গোপীর সম্পদ, যেন অবিরোধ,
কারো নাহি হয় কভু॥
যত যত মুনি, বড় বড় জ্ঞানী,
তার ইথে নাহি দায়।
যেন প্রেমযুক্ত, ভক্ত অনুগত,
জনের প্রমাদ হয়॥
হরি দেখায় সত্য মহিমা।
হয়্যা জগদীশ, ভক্তজন-বশ,
মাধব কহে অসীমা॥

যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন।

যমক ছন্দ।

উদুখলে বান্ধি হরি, থুইল ব্রজসুন্দরী,
থাকিল আপন গৃহকামে।
কুবের-কুমার দুই, মুনিশাপে বৃক্ষ হই,
যমল-অর্জ্জুন যার নামে॥
দেখি তাহা সেইখানে, সব জানে অনুমানে,
মুনির বচন সত্য কাজে।
ধীরে ধীরে যদুরায়, বিহরে মাএর ভয়,
প্রবেশ করিল তার মাঝে॥
এক মূলে দুই গাছে, উদুখলে হইয়াছে,
তেরচ হইয়া লাগে গোড়ে।
দিল এক টান হরি, প্রচণ্ড নিনাদ করি,
যমল অর্জ্জুন ভাঙ্গি পাড়ে॥
মুনির শাপ বিমোচন, তেজোময় দুইজন,
সিদ্ধ পুরুষ বিদ্যমানে।
দণ্ডবৎকায় ক্ষিতি, লোটায়্যা প্রণতি স্তুতি,
প্রভুর চরণ-সন্নিধানে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ যোগেশ্বর, আদি পুরুষবর,
বিশ্বরূপ এক আধার।
স্থূল সূক্ষ্ম সত্ত্ব রজ, পরম-কারণ অজ,
কে বুঝিবে তোমার বিহার॥

তুমি ভগবান্ পতি, হের করোঁ প্রণতি,
পরম কারণ ব্রহ্মময়।
যুগে যুগে অবতার, অংশরূপে কৃপাসার,
এবে তুমি আপনি নিশ্চয়॥
বিশ্ব-মঙ্গলধারী, রিপুকুল-ক্ষয়-কারী,
বসুদেব-সুত যদুপতি।
মঞি তোর ভৃত্যসুত, আজি হঙ পরিচিত,
নারদের প্রসাদে মুকতি॥
কোন্ বা শকতি মোর, চরণ দেখিলুঁ তোর,
জানিলুঁ করুণাময় তুঞি।
আর কিছু নাহি দায়, এই মাগোঁ তুআপায়,
জন্মে জন্মে দাস আমি হই॥
শ্রীঠাকুর পণ্ডিত, ক্ষিতি অতি সুবিদিত,
সেই সে এ সব ভাল জানে।
চৈতন্য-চরণ ধন, শিরে করি আভরণ,
দ্বিজ মাধব রস গানে॥

শ্রীরাগ।

পরিহরি গরল, গরিম গুণ পরিমল,
বিষয়ি প্রলাপ যদুমণি।
নিরমল তুআ নামে, প্রেমধাম-গুণ-কামে,
সতত রহুক মোর বাণী॥
তোহারি চরণে লুঠি, মাগহুঁ জনম কাটি,
দেহ প্রেমরতি মাগোঁ দানে।
শ্রবণে হইলুঁ রত, সাধুমুখে সমুচিত,
মনোহর বিহার-কথনে॥
শির নিরবধি মেরি, জগত নিবাস তোরি,
চরণে করিব পরণামে।
অনন্ত আকার তনু, প্রধান ভকত জনু,
পেখলুঁ নয়ন অভিরামে॥
দ্বিজমাধব কহে, শুন হে করুণাময়ে,
কলি গূঢ় চৈতন্য কানাই।

এসব মঙ্গল কর্ম্মে, থাকেন যেন ধর্ম্মে ধর্ম্মে,
নিজ ভাগ্যে সেহ যেন পাই॥

শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া নন্দের গৃহে গমন।

যমক ছন্দ।

স্তুতি করে দুইজন, হাসি বলে নারায়ণ,
আমি তোমা জানি ভালমতে।
আছিলা গুহ্যক জাতি, মদমত্ত উগ্রমতি,
মুনিশাপ পাইলে দুরিতে॥
ভাগ্যে সাধু দরশন, পায় বিশ্ব অন্ধজন,
দুঃখ-সাগরে হয় পার।
যেন রবি-পরকাশে, ঘোর তিমির নাশে,
আঁখি ভায় দেখয়ে সংসার॥
হইল আমার প্রীতি, নিজ স্থানে কর গতি,
দিল নিজ প্রেমভকতি।
সাধি মনোরথ কাম, পুন পুন পরণাম,
অতি বড় উল্লাসিত মতি॥
কুতুহলে দুই ভাই, বিদায় করিয়া যাই,
শূন্যে ভর করিয়া উত্তরে।
শুনিয়া গাছের ডাক, নন্দ আদি গোপভাগ,
ভয় পায়্যা আইল সত্বরে॥
দেখিল ত দুই গাছে, ভূমিতে পড়িয়া আছে,
বিস্ময় ভাবিল মনেমনে।
পাইল বিষম ত্রাস, ভ্রমি বুলে চারি পাশ,
নাহি কিছু পতন-কারণে॥
কোথা হৈতে বারেবার, আইসে উৎপাত ছার,
মনোদুখে বলে নন্দঘোষ।
দেখিছিল শিশুগণ, কহে সব বিবরণ,
কানাই ভাঙ্গিল কার দোষ॥
ছাআলের বোল শুনি, সত্যকরি নাহি মানি,
অসম্ভব বড়ই কথন।

পূতনা-শকট ভাঙ্গে, তৃণাবর্ত্ত ধরে রঙ্গে.
সন্দেহ করিল কতজন ॥
দেখিয়া দুঃখিত নন্দ, উদূখলে করি বন্ধ,
মেলিয়া তুলিয়া লৈল বুকে।
অনেক চুম্বন মুখে, করিয়া আপন সুখে,
গৃহে লয়্যা আইল কৌতুকে ॥
হরষিত গোপীগণ, গীত করতালী ঘন,
নাচায় কানাই কুতূহলে।
দ্বিজ মাধব কহে, শুনিলে সম্পদ হএ,
কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গলে।

মালশী রাগ

শিরে শিখিপুচ্ছ শ্যাম তনু।
জলদ-মাঝে যেন ইন্দ্রধনু।
গোপাল নাচে গোপিনী সমাজে ॥
মগরা ঝুনু ঝুনু বাজে ॥
পীতধটী কটি শোভে শিকলি।
কণ্ঠে শোভে গজমুকুতার মালি ॥
প্রিয় বোলে গোপী দেই করতালি।
ভালি ভালি নাচে ঠাকুর বনমালী।
গানে মাধব হরি কুতূহলী।
নটবর বেশ যেন দারু-পুতলী ॥

নলকূবরের শাপবিবরণ।

ভকত বচন প্রভু না করি লঙ্ঘন।
যেই বাক্য বলে গোপী করন্তি তখন ॥
বসন পাদুকা ঝারি বাটী পিঁড়ী পানী।
আজ্ঞাবশে আনি তাহা দেই চক্রপাণি ॥
সাক্ষাতে দেখই তিন লোক চিন্তামণি।
ভকতের বশ হয়্যা বিহরে আপনি ॥
কৃপার সাগর প্রভু গুণের নাহি সীমা।
ভক্ত জন বহি আর কে জানে মহিমা ॥
হেন প্রভু ছাড়ি যেবা অন্য ভাবি মরে।
শুষ্ককাষ্ঠ-অধিক পাষাণ বলি তারে ॥
কোটি কোটি কল্পে তার কভু নাহি সুখ।
হীন পশু বিশেষ সেই মহামূর্খ ॥
তার বিবরণ আমি কহিব এখন।
শুন শুন মহাজন হয়্যা একমন ॥
মহেশের অনুচর যক্ষের ঈশ্বর।
তার দুই পুত্র নলকূবর নাম ধর ॥
কৈলাস-উত্তরে নদী অতি মনোনীত।
নির্ম্মল গঙ্গার জল পরম শোভিত ॥
তথায় চলিল দুঁহে সঙ্গে নারীগণ।
বারুণী মদিরা-মত্ত ঘূর্ণিত-লোচন।
কৌতুকে রমণী গীত গায় উচ্চস্বরে।
পুষ্পিত কাননে ক্রীড়া করিল বিস্তরে।
অবশেষে কুতূহলে আসি গঙ্গাজলে।
দৈবে নারদ মুনি আইলা সেইকালে ॥
মুনি দেখি সলজ্জিত হৈলা নারীগণ।
আস্তে ব্যস্তে জলে থাকি উঠিল তখন।
সম্ভ্রমে রমণীগণ পরিল বসন।
না জানি কি হয় শাপ মুনির বচন ॥
প্রমত্ত গুহ্যক দুই বসন রহিত।
দেখিয়া না দেখে সেই ক্রীড়ায় মোহিত।
কৃপালু-হৃদয় মুনি অনুগ্রহ হেতু।
বিচার করিয়া শাপ দিল ধর্ম্মসেতু ॥
রজোগুণে বুদ্ধি নাশ বিষয়-বিলাসে।
যাইতে অশুভমধ্যে প্রভাব অশেষে ॥
পশুর হিংসনে যাইব নাহি দয়ালেশ।
হেন গুণে বদ্ধ হয়্যা জীবনে পায় ক্লেশ ॥
অজর অমর বুদ্ধি জন্মে ইচ্ছা কায়।
কীট বিষ্ট ভস্ম সংখ্যা অন্তে যাহা হয় ॥

অদভূত দ্রোহ কিবা নরকে বেড়ায়ে।
মাতা পিতা অন্নদাতা ক্রীড়ামত্ত মোহে ॥
বলি অগ্নি কুবের ধন তনু হয়।
কবে জন্মে কবে মরে নাহিক নিশ্চয় ॥
এ হেন শরীর জীব আত্মা করি লয়।
সেই মহামূঢ় জন নাহিক বিস্ময় ॥
সকল প্রাণীর বৈরী সেই মূঢ়জন।
অবিরত অন্ধ স্ত্রী-মদের কারণ ॥
দারিদ্র ভঞ্জন তারে পরম উচিত।
আপনি প্রমাণে দেখি সর্ব্বভূতে হিত ॥
নিজ অংশ পায়্যা কণ্ডু করে নিবেদন। (?)
যেন পায় নাহি অন্য জনের কথন ॥
তেনই দরিদ্র শিষ্ট সর্ব্বমদ-হীন।
যেবা ক্লেশ পায় তার তপস্যা বিহীন ॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তনু সদাই পীড়িত।
বিবশ ইন্দ্রিয়গণ হিংসা-বিবর্জ্জিত ॥
সল্লোক সহিত সঙ্গ হএ সর্ব্বদায়।
যার যেবা দুর্ব্বাসনা সেই যায় ক্ষয় ॥
তেন অচিরাতে দীন হয় শুদ্ধমতি।
অবিরত ধরে হরিচরণে ভকতি ॥
যেবা ধন-জন-মদে মত্ত অতিশয়।
তাহা প্রতি উপেক্ষা করিতে না জুআয় ॥
বারুণী-মদিরা-মত্ত এই দুই জন।
স্ত্রী লয়্যা ক্রীড়া করে হয়্যা বিসরণ ॥
খণ্ডাইব আমিত ইহার তমোমদ।
যাহার কারণে নাহি পায় শুভপদ ॥
কুবেরের পুত্র হয়্যা ধরে হেনমতি।
না চিনে আপন পর হৈবে কোন্ গতি ॥
বিবস্ত্র হইয়া ক্রীড়া করে স্ত্রী লইয়া।
না পরে বসন দুষ্ট আমারে দেখিয়া ॥
এ দোষে স্থাবর-যোনি উচিত ইহার।
যেন নাহি করে আর এ পাপ বেভার ॥
আমার প্রসাদে গুহ্যক সহোদর।
বৃক্ষ-যোনি পাইয়া হইবে জাতিস্মর ॥
ব্রজপুরে নন্দালয়ে জন্মিবেক গিয়া।
দেবমানে তথা শত বৎসর রহিয়া ॥
বাসুদেব প্রসাদেতে হইবে মুকতি।
পুনরপি সুরলোকে হইবে বসতি ॥
এত বলি মুনি গেলা নারায়ণ-স্থানে।
এথা দুই বৃক্ষ হৈল যমল অর্জ্জুনে ॥
কৃষ্ণের প্রসাদে তার হৈল শুভোদয়।
কহিল পুরাণ কথা শুনি সুনিশ্চয় ॥
হেনকালে ফল লৈয়া আইল এক জনি।
ঘন ঘন ডাকে ফল কে খাইবে কিনি ॥
তাহা শুনি ধান্য লয়্যা আইলা শ্রীহরি।
ধান্য দিয়া ফল লয়্যা দুই কর ভরি ॥
মধুর সুন্দর ফল দেখিয়া পিরীত।
সর্ব্ব ধান্য রত্নময় ভাণ্ড সুশোভিত ॥
ফল খায়্যা কুতূহলে নন্দের নন্দন।
যমুনার কূলে গিয়া দিল দরশন ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥

শ্রীধানশী রাগ।

বিমল কোমল অতি শীতল পুলিনে।
ধাই ধাই করি যাই ছুঞি জনে জনে ॥
যমুনার তীরে ধূলি খেলাই শ্রীহরি।
ব্রজশিশুগণ-সঙ্গে রঙ্গে কেলি করি ॥
রঙ্গে রঙ্গে ধূলা অঙ্গে লুকিয়া আপনে।
হাসি হাসি ফেলাফেলি করি ক্ষণে ক্ষণে ॥
ক্ষণে পড়ি ক্ষণে গড়ি ক্ষণে বসি রহে।
ক্ষণে ক্ষণে উঠাউঠি পিঠাপিঠি ধায়ে ॥
পরম সুন্দর তনু যিনি নীল গিরি।
দ্বিজমাধব-কহে সময়ে সুসারি ॥

সুহই রাগ।

যমুনার তীরে ফির খেলি শিশু লয়্যা ॥
ওথায় জননী দুঁহে বেড়ান চাহিয়া ॥
ঘন ঘন ডাক দেই তাহা নাহি শুনি।
যশোদার তরে তবে বলিছে রোহিণী ॥
কোথা গেল দুই ভাই বড়ই চঞ্চল।
অন্ন পানী নাহি খায় খেলায় পাগল ॥
শুন গো যশোদা রাণী যাহনা আপনি।
চায়্যা আন দুই ভাই তোমাগত জানি ॥
এই বোল শুনিয়া রাণী ধাইল সত্বর।
হাটে বাটে চায়্যা বুলে রাম-দামোদর ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥

করুণ মারহাট্টী রাগ

সকল গোকুলপুরী, একে একে সুন্দরী,
হাটে বাটে নগরে নগর।
পুছাপুছি লোকমুখে, চাহিয়া বেড়ায় দুঃখে,
রাম কৃষ্ণ দুই সহোদর ॥
যাদবানন্দ রে মুকুন্দ যদুমণি।
তোমা চাহিয়া নন্দরাণী ॥
না দেখি পুত্রের মুখ, হৃদয়ে বাড়িল দুখ,
অধিক পিরীতে আর নয়।
লইয়া সকল খেড়ু, ফের আসি খাও লাড়ু,
কোথায় খেলাও যদুরায় ॥
নিকুঞ্জ বিটপি কুল, কোটর পল্লব মূল,
সরোবর-তীর আদি চাহে ॥
আকাশে অনেক বেলা, ডাকিয়া ভাঙ্গিল গলা,
অঙ্কুশ উজ্জ্বল রাঙ্গি পায়ে ॥
বিষম রবির কর, ঘামে তিতে অম্বর,
যায় আগে ঘাম জল বহে।
ফিরি ফিরি ফিরি তুহি, নীপতলে দুইভাই,
দেখিল মাধব রস গাহে ॥

পঠমঞ্জরী রাগ।

প্রভাতে আইল পুত্র খায়্যা ননী খানি।
এত বেলি হইল না খাও অন্নপানী ॥
কেমনে সহিবে দুঃখ মাএর পরাণী।
স্তন আসি পিও পাছে লাগে ভোকছানি ॥
সোণার পুত্র পুত রে খেলি এড় গোবিন্দাই।
আইস পুত্র বলাই ঘরে রে ত যাই ॥
শুন শুন মাএর বচন।
মায়েরে দুঃখ আর না দিহ এখন ॥
তৈলকুড় দিয়া কালি করাইল নানিকে।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ হয়্যাছ অধিকে ॥
জন্মনক্ষত্র যোগ হয়্যাছে তোমার।
স্নান দান করিয়া ধরিবে অলঙ্কার ॥
বিকালে খেলিহ আসি লয়্যা শিশুগণ।
চল ঘরে ঝাট যাই কমললোচন ॥
তোমার মুখ চাহিয়া আছেন ব্রজপতি।
বাপে পুত্রে ভাত খাইবে বসিয়া সংহতি ॥
যাহ রে ছাওয়াল সব আগু দিয়া ধাই।
অন্ন পানী খাও গিয়া যার যেই ঠাঞি ॥
বলাই শুনিল বোল না শুনে মুরারি।
গানে মাধব পুন প্রবোধে আভীরী ॥

কানাড়ী রাগ।

জলদ বরণ শ্যামতনু।
ধূলায় ধূসর সে হেন কানু ॥
কান্দিয়া মাএর বুক বিদরে।
এড়িয়া খেলি চল যাই ঘরে ॥
হরি হরি সোণার পুত রে,
গায়ে না মাখিহ ধূলা।

তবে সে দিব ক্ষীর লাড়ু কলা॥
খাইয়া মধুরিপু আইল কোলে।
ধূলা ঝাড়ে রাণী নেতের আঁচলে॥
উদর পুরিয়া করাই স্তন পানে।
রাণী চুম্বে ঘন চাঁদ বয়ানে॥
পূর্ণমিক চাঁদ পুত্র কোলে সাজে।
অধিক ধামালী করে বুকের মাঝে॥
কনক নূপুর পদে সাজে।
কটি লাড়া ঝাড়া ঘাঘর বাজে॥
যত দুঃখ রাণী পাইল মনে।
সব পাসরিল কানু-দরশনে॥
হাথ বাড়াইয়া অম্বর পায়।
গানে মাধব তিনে ঘরে যায়॥

গোকুল হইতে শ্রীবৃন্দাবন যাইবার মন্ত্রণা।

তবে ত যশোদা রাণী মঙ্গল বিধানে।
পবিত্র ওষধিজলে করাইল স্নানে॥
সুবেশ করায়্যা কৃষ্ণে বসাইল আসনে।
বস্ত্র আভরণ মাল্য সুগন্ধি চন্দনে॥
সব গোপী লয়্যা কয়ে মঙ্গল আচার।
নৃত্যগীত বাদ্য হুলাহুলী জয়কার॥
হরষিতে নন্দঘোষ জাতি গোত্র লয়্যা।
পুত্র শুভোদয়ে দ্বিজে ধেনুদান দিয়া॥
তবে সভে একঠাঞি বসিল ভোজনে।
আপনি রোহিণী দেবী করে পরিশনে॥
মিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন পিষ্টক পরমান্নে।
উদর ভরিল সভে অমৃতসমানে॥
কনক-ডাবরের জলে করিল আচমনে।
কর্পূর তাম্বুল কিছু করিল ভক্ষণে॥
ভোজন করিয়া সভে হরষিত মন।
বসিলা করিতে যুক্তি উপায় তখন॥
উপানন্দ নামে ছিল এক প্রামাণিক।
সভাকার মাঝ সেই বয়সে অধিক॥
কায়মনোবাক্যে রাম-কৃষ্ণের হিতার্থী।
বলিতে লাগিলা কিছু হয়্যা কূটভাষী॥
গোকুলে বসতি নহে আমা সভাকার।
বড় বড় উৎপাত আইল বারে বার॥
প্রথমে রাক্ষসী আইল কামরূপিণী।
ভাগ্যে শিশু রক্ষা করিলা চক্রপাণি॥
তবে ত শকট খান পড়িল ভাঙ্গিয়া।
দারুণ ঘূর্ণাবর্ত্তে লইল হরিয়া॥
আকাশে তুলিয়া শিশু ফেলিল শিলায়।
সেহবার ভগবান্ রক্ষিল তাহায়॥
পর্ব্বত প্রমাণ আজি ভাঙ্গিল দুই গাছে।
রামকৃষ্ণ আদি শিশু ছিল তার কাছে॥
পুণ্য হেতু সেহবার রাখিল অচ্যুত।
প্রমাদ পড়িব দেখি বড় অদভুত॥
যাবত গোকুলে সভে আছে ধনে প্রাণে।
তাবত গোপাল লয়্যা চল অন্যস্থানে॥
যমুনার তীরে রম্য স্থান বৃন্দাবন।
নিকটে পর্ব্বত গোটা সহস্র কানন॥
নিরুৎপাতে কথোকাল থাকি গিয়া তথা।
ভাল হৈলে পুনর্ব্বার আসিব সভে এথা॥
এ সব মন্ত্রণা দেখে আমার হৃদয়।
কহ দেখি কিবা তোমা সভার মনে লয়॥
ভাল ভাল বলিয়া সভে দিল সায়।
সেই দিন ব্রজ ভাঙ্গি বৃন্দাবনে যায়॥
বৃন্দাবনে বিহার প্রভুর হৈল ইচ্ছা।
কহে দ্বিজ মাধব কে করিবে মিছা॥

গোপদিগের শ্রীবৃন্দাবনে গমন।

সাজিল গোআলা ভাগ, মাথায় বান্ধিয়া পাগ,
কটিতে কাছিয়া বীরধড়ী।
ভুজমাঝে কাছে ছুরি, শ্রবণে প্রবাল ঝুরি,
গলে গুঞ্জহার করে লড়ি॥
গোকুলবাসী বসিতে চলিল বৃন্দাবনে।
তেজিয়া পুরের মায়া, ধন জন পুত্র জায়া,
সগড়ে পূরিয়া সর্ব্বজনে॥
কাষ্ঠ পাদুকা পদে, মোহন মুরলী নাদে,
ঘন ঘন পূরে মনোনীতে।
পালে পালে গোধন, চালায় রাখালগণ,
হৈ হৈ রব চারি ভিতে॥
লইয়া ছত্রিশ জাতি, লড়িলা গোকুলপতি,
শকটে পূরিয়া পুরোহিত।
পদাতি যোগান পাশে, নানা অস্ত্র রণবেশে,
বিশাল বাজনা নৃত্যগীত॥
রঙ্গেতে বল্লবীগণ, অঙ্গে চারু আভরণ,
হরিগুণ অবিরত ভাবে।
যশোদা রোহিণী সতী, একই শকটে গতি,
পুত্রের চরিত্র দেখি হাসে॥
প্রবেশিল কানন, পূরিল যড় ঋতুগণ,
প্রথমে প্রভুর শুভ দৃষ্টি।
দ্বিজ মাধব কহে, দেখি শুনি শুভোদয়ে,
তরুগণ করে ফুল বৃষ্টি॥

পয়ার।

জলে স্থলে বৃন্দাবন অতি সুশোভিত।
দেখিয়া গোআলাগণ পাইল পিরীত॥
টিকর বুঝিয়া ঠাঞি কাটিলেক বন।
আওআস প্রাচীর ঘর বান্ধে জনেজন॥
আওআল প্রবন্ধে ঘর উঠিল চউরি।
দেখিতে সুন্দর বড় বসিল নগরী॥
জীবন জীবিকা করে নাগরিক লোক।
পরম আনন্দময় যেন সুরলোক॥
অর্দ্ধ-চন্দ্রাকার হেন হইল বসত।
হাট ঘাট দেআল ময়দান রাজপথ॥
মনোহর সুন্দর পর্ব্বত গোবর্দ্ধন।
যমুনার তীরে সুখে চরয় গোধন॥
বলাই কানাই সহোদর দুইজন।
দিনে দিনে ভিন্নরূপ ভিতুই করণ॥
বৎস পালন যোগ্য হইল তথায়।
শিশুগণ সঙ্গে রঙ্গে সদাই খেলায়॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল-দ্বিজমাধব-রচিত॥

গৌরী রাগ।

রতন প্রবাল, গজমতি হার,
কণ্ঠে উঠি লুঠি দোলে।
কনক কেয়ুর, ঘাঘর নপুর,
রুচির পীত নিচোলে॥
সঙ্গে শিশুগণ, যশোদা-নন্দন,
তরণি-তনয়া তীরে।
অধরে মাধুরী, বেণু পূরি পূরি,
বৎস রাখি ফিরি বুলে॥
ময়ুর চন্দ্রক, চারু বিরাজিত,
কুটিল চাঁচর কেশে।
কস্তুরী চন্দন, অঙ্গে বিলেপন,
শ্যামতনু ঘন ভাসে॥
রঙ্গে হলধর, সঙ্গে সহচর,
নীল চীর পরিধানে।
চন্দ্রক উজ্জল, জ্যোতি কলেবর,
পূরই বেণু বিষাণে॥
সব সহচর, রূপ মনোহর,
সুন্দর বেশ আকারে।

হরিষে অশেষ, কেলি কলারস,
মাধব কৃষ্ণকিঙ্করে॥

বৎসাসুর ও বকাসুর বধ।

পয়ার।

বিল্ব আমলকী ফল ছিণ্ডি ছিণ্ডি লই।
শিশু সঙ্গে ফেলা কেলি খেলে দুই ভাই॥
চানাকি চানাকি বাণা (?) বান্ধিয়া যাথর।
পায় পায় ঠেলাঠেলি হরিষ অন্তর॥
বৃষের আকার ধরি তেনই গর্জ্জন।
রুষিয়া রুষিয়া মুণ্ডে মুণ্ডে করি রণ॥
যেই যেই মৃগ পাখী করে যেই রব।
সেই ডাক ছাড়িয়া বেড়ায় শিশু সব॥
হেনই সময়ে সেই যমুনার তীরে।
আইল অসুর এক কংস-অনুচরে॥
রামকৃষ্ণ দুই ভাই হিংসিবার কাজে।
বৎসরূপ ধরিয়া সান্তায় পাল মাঝে॥
তাহাত দেখিয়া কৃষ্ণ জানিলা হৃদয়।
অঙ্গুলী তুলিয়া বলদেবেরে দেখায়॥
ধীরে ধীরে তার কাছে গেলেন শ্রীহরি।
বাম হাথ দিয়া দুই পদ চাপি ধরি॥
আকাশে তুলিয়া ঘুরাইল সাত বার।
সেই পাকে প্রাণত্যাগ করে দুরাচার॥
পাক দিয়া ফেলাইল গাছের উপরে।
ভাঙ্গিল কপিত্থ বৃক্ষ তার অঙ্গভরে॥
সাধু সাধু বলিয়া বাখানে শিশুগণে।
দেখিয়া বিস্মিত সভে ভয় পায় মনে॥
তুষ্ট হৈয়া দেবে করে পুষ্প বরিষণ।
আকাশে বাজয়ে শঙ্খ-দুন্দুভি বাজন॥
পারিজাত চন্দন কুসুম বনমালা।
কৃষ্ণের উপরে পড়ে যেন জলধারা॥

এইরূপে নানা লীলা করে যদুরায়।
শিশু সঙ্গে নানা রঙ্গে বাছুর চরায়॥
বিশ্বের আধার প্রভু সর্ব্বলোক গতি।
গোপরূপে বাছুর চরায় যদুপতি॥
প্রভাত সময়ে হরি খায়্যা দধিভাত।
বাছুর চরাতে যান ত্রিদশের নাথ॥
দৈবে এক মহা পাপী পর্ব্বতআকার।
দেখিয়া সকল শিশু হয় চমৎকার॥
বকাসুর নাম তার বকরূপ ধরে।
আসিয়া গোবিন্দ ধরি গিলিল সত্বরে॥
তাহা দেখি শিশুগণ হরিল চেতন।
জীবন বিহনে যেন ইন্দ্রিয়াদি মন॥
জগৎজীবন প্রভু মায়ার নিদান।
অনল সমান হৈল প্রভু ভগবান্॥
বকাসুর তালু-মূল দহিল অন্তরে।
পুড়িয়া মরয়ে বক সহিতে না পারে॥
ব্যস্ত হৈয়া উগারিয়া ফেলিল কৃষ্ণেরে।
দুই চঞ্চু মেলিয়া আইসে পুনর্ব্বারে॥
তাহা দেখি ক্রোধে হরি দুই চঞ্চু ধরি।
বিদারিয়া দুইখান কৈল লীলা করি॥
সাধুজন-গতি কৃষ্ণ খল-নিবারণ।
বকাসুর দৈত্য প্রভু করিলা নিধন॥
বিমানে আকাশে থাকি দেখে দেবগণ।
জয় জয় শব্দ করি উঠে ত্রিভুবন॥
পারিজাত পুষ্প আদি হয় বরিষণ।
শঙ্খ ঘণ্টা দুন্দুভি বাজায়ে ঘনে ঘন॥
বকাসুর বধি হরষিত হৈলা হরি।
আনন্দে মগন শিশু ভয় পরিহরি॥
প্রাণ পাইলে দেহ যেন হয় সচেতন।
সেইরূপ কৃষ্ণ পায়্যা জীল শিশুগণ॥
আলিঙ্গন দিয়া শিশু শ্রীমুখ নেহালে।
চৌদিকে বেড়িয়া তারা জয় জয় বলে

কৃষ্ণ লৈয়া ব্রজপুরে চলিল সত্বরে।
গোপগণে বিবরণ কহিল সকলে॥
বিস্ময় হইল গোপ-গোপীগণ শুনি।
ব্রজপুরে সকলে হইল জানাজানি॥
দুষ্ট দৈত্যগণ আসে কৃষ্ণ মারিবারে।
জ্বলন্ত অনলে যেন পতঙ্গ পুড়ি মরে॥
অসত্য নহেক কভু গর্গের বচন।
যাহা কহিছিল তাহা দেখি সে এখন॥
জন্মিলেন কেহ মহাপুরুষ সাক্ষাৎ।
মহাপুরুষের কভু না হয় উৎপাত॥
নন্দ আদি গোপগণ এই কথা কয়।
নিরবধি তারা সব আনন্দ-হৃদয়॥
কহে দ্বিজ মাধব গোবিন্দ-গুণ গান।
কৃষ্ণ-গুণ সভে শুন হয়ে সাবধান॥ (১)

অথ অঘাসুর-বধ।

একদিন কৈল মনে, ভোজন করিব বনে,
উঠিয়া প্রত্যূষে বিহানে।
বেণু করে কয়ি হরি, শিশুগণ সঙ্গে করি,
বৎস লৈয়া গেল তবে বনে॥
লক্ষ লক্ষ শিশুগণ, লম বয় বিভূষণ,
শিঙ্গা বাঁশী বিষাণ কাড়িয়া।
সহস্রেক নহে ত্রুটী, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি,
চলে শিশু গোধন লইয়া॥
কৃষ্ণ বৎস রাখে যত, ব্রহ্মা বা গণিবে কত,
লিখিতে কে পারে তার অন্ত।
বৎস হৃত ছল ধরি, সকল একত্র করি,
বৎস রাখে করিয়া আনন্দ॥

বিবিধ বালক লীলা, বহুমত শিশু খেলা,
বহুভাতি খেলে শিশুগণ।
প্রবাল কুসুম ফল, বনধাতু নবদল,
করে শিশু অঙ্গের সাজন॥
কেহ শিক্যা করে ছুরি,কেহ ফেলে দূর করি,
পুন দেই হাসিয়া হাসিয়া।
কৃষ্ণ যদি দূরে খেলে, ধেয়ে সব শিশু চলে,
পুন আসে কৃষ্ণ পরশিয়া॥
আমি পরশিনু আগে, তুমি পরশিলে তবে,
এইরূপ আনন্দে বিহরে।
কেহ শিঙ্গা বাঁশী ধরে, পক্ষশব্দ কেহ করে,
কেহ কেহ নানামত করে॥
কেহ দেখি পক্ষছায়া, তার সঙ্গে চলে ধায়্যা,
হংস দেখি হংসের গমন।
বক দেখি বক মত, কেহ রহে ধ্যানে রত,
কেহ ধরে ময়ুর-পেখম॥
বানরের লেজ ধরি, কেহ টানাটানি করি,
বানরে টানিয়া ফেলে গাছে।
বানর আকার ধরে, তেমতি ভ্রুকুটী করে,
লাফে লাফে যায় তার কাছে॥
ভেকের আকার ধরি, যায় নদী জল তরি,
শব্দ যে করয়ে উচ্চ করি।
নিজ প্রতিধ্বনি শুনি, বলে শিশু নানা বাণী,
গালি দেয় ধর মার করি॥
জন্ম কোটি কোটি ধরি, নানা পরবন্ধ করি,
কৃষ্ণ লৈয়া খেলে শিশুগণ।
দেখি ব্রহ্মজ্ঞানী সব, ব্রহ্মাণ্ডের অনুভব,
সাক্ষাতেতে তাহার সদন॥
ভক্তজন প্রেম-সুখ, ইষ্টদেব দেখি রূপ,
সাক্ষাতে দেখয়ে মূর্ত্তিমান্।
মায়ান্বিত নরলোকে, সাক্ষাতে মনুষ্যরূপে,
দেখি করি আনন্দ বিধান॥

---

(১) ১২৬৩ সালের মুদ্রিত পুস্তকের ভণিতা এইরূপ আছে;—
"কহে রঘুপণ্ডিত গোবিন্দ গুণগান।
কৃষ্ণগুণ শুভে শুন হয়্যা সাবধান॥"

লক্ষ কোটি জন্ম ধরি, চিত্ত নিরূপণ করি,
তপযোগ সাধন করিয়া।
যার এক পদরেণু, না লভে যোগেন্দ্র মনু,
খেলে শিশু হেন কৃষ্ণ লৈয়া॥
কি ভাগ্য বর্ণিব তার, হেন কৃষ্ণ সখা যার,
ধন্য ব্রজবাসী গোপগণ।
এইরূপে শিশু মিলি, বিবিধ কৌতুকে খেলি,
দৈত্য আদি করিলা নিধন॥
অঘাসুর নাম তার, মহা দৈত্য ঘোরতর,
কৃষ্ণলীলা দেখিতে না পারে।
সুরগণ সুরপুরে, চমকিত যায় ডরে,
নিরন্তর চিন্তিত অন্তরে॥
কংসের আরতি পায়ে, অঘাসুর আইল ধায়ে,
আজি কৃষ্ণ বধিব সঘনে।
পূতনা ভগিনী মারে, জ্যেষ্ঠ ভাই বকাসুরে,
এই কৃষ্ণে মারিলা আপনে॥
ভাই ভগিনীর ধার, আইলাম শুধিবার,
বৎসশিশু করিব নিধনে।
তর্পণ করিব যদি, সাধিব সকল সিদ্ধি,
ব্রজবাসী মারিব সঘনে॥
পুত্রগত প্রাণ যার, পুত্রদেহ প্রাণ তার,
পুত্র বিনে না রহে জীবন।
বৎস শিশু যত হরি, যদি মারিবারে পারি,
তবেত মারিব গোপগণ॥
এই মনে যুক্তি করি, সর্প-কলেবর ধরি,
যোজনেক হইল বিস্তার।
প্রহরের পথ জুড়ি, রহিলেক মুখ মেলি,
যেন মহাপর্ব্বত আকার॥
বৎস বালকের সঙ্গে, কৃষ্ণেরে গিলিব রঙ্গে,
এই আশা দুষ্টমতি করে।
এক ওষ্ঠ পৃথিবীতে, আর ওষ্ঠ আকাশেতে,
গিরি-গুহা বদন ভিতরে॥

বিকট দশনপাঁতি, পর্ব্বত-শিখর-ভাতি,
উদরভিতর অন্ধকার।
রসনা পথেতে পাড়ি, সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি,
যেন মুখ গহ্বর সঞ্চার॥
দেখি গোপ-শিশুগণে, অপরূপ বৃন্দাবনে,
দৃষ্টান্ত করিয়া কথা কয়।
কহ দেখি মিত্রগণ, গিলিবারে করি মন,
কেবা এই মহাপ্রাণী হয়॥
মুখখান দেখি যেন, রবিজাল রাঙ্গা হেন,
বিকশিয়া রহে ঠোঁটখান।
ভূমিতলে দেখি হেন, ঠোঁট রহে একখান,
হয় নয় কর অনুমান॥
দন্তগুলা দেখি যেন, পর্ব্বতের শৃঙ্গ হেন,
ভিতরে দেখিয়ে অন্ধকার।
খরতর বহে বাত, নাকের নিশ্বাস পাত,
দেখি হেন অন্ত দুরাচার॥
আছে দুষ্ট ওষ্ঠ মিলে, যদি সভাকারে গিলে,
তবু নাহি করিব তরাস।
ইথে ভয় না করিব, এ পথ দিয়া না যাইব,
বক মত হইবেক নাশ॥
এতেক বচন বলি, দিয়া ঘন করতালি,
হাসে কৃষ্ণ-মুখ নিরখিয়া।
নিজ নিজ বৎস লৈয়া, প্রবেশ করিল গিয়া,
কেহ নাহি বুঝে তার মায়া॥
শিশুগণ না জানিয়া, চলিল আনন্দ হৈয়া,
চিন্তে প্রভু এই মনেমন।
বৎস শিশু না মরিবে, দৈত্য সংহার হইবে,
হেন বুঝি করিব এখন॥
অঘাসুর মহাবলী, কৃষ্ণ সংহারিব বলি,
নাহি গেল করিয়া সন্ধান।
কৃষ্ণ তবে প্রবেশিল, উদর ভিতর যাইল,
তবেত চাপিল মুখখান॥

সকলে অভয়দাতা, অখিল ব্রহ্মাণ্ডপিতা,
মনে মনে চিন্তিল শ্রীহরি।
দৈত্যের হরিব প্রাণ, বৎসশিশু-পরিত্রাণ,
দুই কর্ম্মের কোন্ কর্ম্ম করি।
অশেষ করুণাসিন্ধু, অখিল জগতবন্ধু,
দৈত্য-মুখে করিলা প্রবেশ।
রহিয়া মেঘের আড়ে, যত দেবগণ করে,
হাহাকার শবদ-বিশেষ॥
হাসে দুষ্ট দৈত্যগণ, ব্যাকুলিত সাধুজন,
ত্রিভুবনে হৈল হাহাকার।
চিবায়ে করিব চুর, মনে ভাবে অঘাসুর,
মুখখান বুজে দুরাচার॥
বিচারিয়া যদুরায়, বাড়িতে লাগিল কায়,
নিরোধিল দৈত্য-দশদ্বার।
নড়িতে চড়িতে নারে, ছটফট করি মরে,
আঁখি উলটিল সেইবার॥
সকল শরীর ভরি, পবন রোধিল হরি,
ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটিয়া মরিল।
কৃপাদৃষ্টি করি হরি, মরা-বৎস শিশু ধরি,
মুখ-পথে বাহিরে আনিল॥
শ্রীকৃষ্ণের পরশনে, জীব হৈয়া সর্ব্বজনে,
দেখে সেই সর্প-অঙ্গজ্যোতি।
উঠিল আকাশোপরে, দশদিক্ দীপ্ত করে,
পুনর্ব্বার আসি শীঘ্রগতি॥
প্রবেশিল কৃষ্ণ-কায়, বৈরিভাবে মুক্ত তায়,
তিনলোক দেখিল সাক্ষাতে।
আনন্দিত সুরগণ, করে পুষ্প বরিষণ,
স্তুতি ভক্তি কৈল দণ্ডবতে॥
সুরবধূগণ নাচে, বিবিধ বাজনা বাজে,
গন্ধর্ব্ব কিন্নর গীত গায়।
ব্রাহ্মণ মঙ্গল পড়ে, স্তাবকে স্তবন করে,
ত্রিভুবনে আনন্দ-উদয়॥

গীত বাদ্য স্তুতি বাণী, ব্রহ্মলোকে হৈল ধ্বনি,
ব্রহ্মা শুনি আইল সে স্থানে।
আকাশে মঙ্গলে থাকি, প্রভুর মহিমা দেখি,
বিস্ময় জানিয়া মনে মনে॥
দেখি সঙ্গী শিশুগণে, আনন্দিত হৈল মনে,
মুক্ত হৈল সর্প কলেবর।
সুখেতে রহিল বনে, ক্রীড়া করে শিশুগণে,
চিরদিন তাহার ভিতর॥
বাল্যকালে এপ্রকারে, ক্রীড়াকৈলা দামোদরে,
পৌগণ্ডে কহিলা শিশুগণে।
অঘাসুর বধ করি, গো-বালক ত্রাণ করি,
আসে কৃষ্ণ নিজ নিকেতনে॥
এ কোন চরিত্র-কথা, অখিল ব্রহ্মাণ্ড-পিতা,
শিশুবেশে পুরুষ প্রধান।
অঘা হেন দুরাচার, অঙ্গ পরশিয়া তার,
আত্মসাম্য পান বিদ্যমান॥
সিদ্ধ ঋষি মুনিবরে, নাহি পায় ধ্যানে যারে,
শুদ্ধভাবে চিন্তি অনুক্ষণ।
করিয়া সে শত্রু-ভাব, অনাসে করিল লাভ,
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ যে চরণ॥
নৃপতি বিস্ময় শুনি, পরম সন্দেহ গণি,
জিজ্ঞাসিল মুনির চরণে।
কুমার কালের কর্ম্ম কহিল জানিয়া মর্ম্ম,
পৌগণ্ড-কালেতে শিশুগণে॥
এত বড় চমৎকার, কহে মুনি যোগেশ্বর,
বিষ্ণু-মায়া বিনা নাহি আন।
আমি অতি নরাধম, তবু হই ধন্যোত্তম,
হরি-কথামৃত করি পান॥
রাজার বচন শুনি, বাহু পাসরিল মুনি,
আনন্দে পূরিল কলেবর।
ক্ষণে অবধান বলি, চাহিল নয়ন মেলি,
তবে দিল রাজারে উত্তর॥

অঘাসুর-বিনাশন, বৎসশিশু বিমোচন
গোপাল-চরিত্র-গুণ গাথা।
মাধব আচার্য্য কহে, শুনিলে দুরিত দহে,
পরম মঙ্গল হরি-কথা ॥

অথ বনভোজন ও ব্রহ্মমোহন।

সাধু সাধু মহারাজ ধন্য কলেবর।
নির্ম্মল সুমতি তব ভব ভকত শেখর ॥
নিরবধি হরিকথা শুন সাবধানে।
তবু নব প্রেম তুমি কর অনুক্ষণে ॥
শান্ত-জন যেবা হয় চিত্তে ধরে সার।
শতবাণী চিত্তে সদা হরিপদ যার ॥
কৃষ্ণ-কথা নব নব শুনে অনুক্ষণ।
স্ত্রীর কথা শুনে যেন নারীজিত জন ॥
গুহ্য কথা কহি রাজা শুন সাবহিতে।
অপরূপ নাট্য-লীলা কৈল যতমতে ॥
যমুনাপুলিনে তবে লৈয়া শিশুগণে।
হাসি হাসি বলে কৃষ্ণ মধুর বচনে ॥
দেখ দেখ ভাই সব রম্য নদীতীরে।
কোমল বালুকা তট নির্ম্মল সুনীরে ॥
প্রফুল্লকমল-গন্ধ ভ্রমর ঝঙ্কার।
জলচর-কোলাহল শব্দ যে সঞ্চার ॥
মন্দ মন্দ সমীরণে তরঙ্গ সুসার।
হেথা আসি সকলেতে করিব বিহার ॥
বেলা দুই প্রহর ভোজন করি আগে।
পাছে খেলা খেলাইব যেবা মনে লাগে ॥
জল দিয়া আন বৎস চরুক সন্তোষে।
তবে সভে ভোজন করিব নানারসে ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি গোপ-শিশুগণে।
জলপান করাইয়া বৎস দিল বনে ॥
শিক্যা নামাইল সবে ভোজন করিতে।
মধ্যেতে কৃষ্ণ বসিলা শিশু চারিভিতে ॥
চৌদিকে বালকগণ রচিল মণ্ডল।
বিকসিত পদ্মমুখ নয়ন-যুগল ॥
বিবিধ মণ্ডল জাল করিয়া রচন।
সম্মুখে শ্রীমুখ দেখে সর্ব্ব শিশুগণ ॥
চৌদিকে কমলদল মধ্যে কর্ণিকার।
সেইরূপ শোভে ব্রজশিশু পাটোয়ার ॥
ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সভে বসিল সত্বরে।
ভোজন করয়ে শিশু আনন্দে বিহরে ॥
আপন আপন পাক সবাই প্রশংসে।
কেহ কারও পাত্র দেখি করে উপহাসে ॥
কেহ হাসে কেহ কেহ হাসিয়া হাসায়।
কেহ কারও মুখ দেখি অঙ্গুলি চালায় ॥
জঠর পঠরে বেণু শিঙ্গা বেত কাঁখে।
বামকর-কমলে কবল ধরি রাখে ॥
অঙ্গুলির মধ্যে মধ্যে ঝরয়ে ব্যঞ্জন।
মধ্যে নন্দসুত চারিপাশে শিশুগণ ॥
হাস্য পরিহাসে প্রভু বালক হাসান।
আকাশমণ্ডলে থাকি সুরগণ চান ॥
সর্ব্বযজ্ঞভাগী প্রভু করয়ে ভোজন।
বাল্যলীলা করে যজ্ঞপতি নারায়ণ ॥
এইরূপে ভোজন করয়ে শিশুগণে।
তৃণলোভে বৎস সব গেল দূরবনে ॥
ত্রাস পাইল শিশুগণ বৎস না দেখিয়া।
নিবারিয়া রাখে কৃষ্ণ আশ্বাস করিয়া ॥
তোমরা ভোজন নাহি ছাড় মিত্রগণ।
বাছুর আনিয়া আমি দিব ত এখন ॥
এতেক বচন বলি ভকত-বৎসল।
বামহাথে সেইরূপ ধরিল কমল ॥
গিরি গুহা নিকুঞ্জ তিমির ঘোর বনে।
বাছুর খুঁজিয়া হরি বেড়ান আপনে ॥
ব্রহ্মলোক হৈতে ব্রহ্মা দেখি এ সকল ॥
মনেতে সন্দিগ্ধ করি হইল বিকল ॥

বিধির অন্তরে দ্বিধা হইল তখন।
সামান্য জ্ঞানেতে তবে ভাবে মনেমন ॥
বুঝিব কেমন আজি ত্রিদশ-ঈশ্বরে।
চাতুরী করিতে ব্রহ্মা করিল অন্তরে ॥
এদিকে বালক হরি ওদিকে বাছুর।
অন্তরীক্ষে ব্রহ্মা হরি গেল নিজপুর ॥
বাছুর না পায়ে ত্রিভুবন-অধিকারী।
পালটি পুলিনে পুন আইল শ্রীহরি ॥
এথা আসি শিশুগণে না পায় উদ্দেশ।
বনে বনে খুঁজিয়া বেড়ান হৃষীকেশ ॥
হারাইল বাছুর বালক নাহি বনে।
সর্ব্বজ্ঞশেখর হরি জানিলা আপনে ॥
ব্রহ্মা সে সৃজিল মায়া তত্ত্ব জানিবারে।
হেন কর্ম্ম করি যেন লঙ্ঘিতে না পারে ॥
গোপ গোপীগণ চাহে বাড়াতে পিরীতি।
বিশেষ জানিতে চাহে ব্রহ্মা সুরপতি ॥
ক্ষণেক বিচারি মনে এমত প্রকারে।
বৎসশিশু দুই কৈল প্রভু দামোদরে ॥
যে জন লীলাতে করে জগত নির্ম্মাণ।
বাছুর বালকরূপে সেই ভগবান্ ॥
যত শিশু তত বৎস যার যেই বেশ।
যাহার যেমন হস্ত মুখ নাসা কেশ ॥
যার যে বয়স রূপ যার যে আকার।
যাহার যেমন পদ নখ ব্যবহার ॥
যার যেমন শিঙ্গা বেণু বসন ভূষণ।
যার যেই শীল ভাষা শিষ্ট সম্ভাষণ ॥
যাহার যে আকৃতি প্রকৃতি রতি মতি।
যার যেমন গুণ নাম বিহরণ গতি ॥
সর্ব্বভূত-অন্তর্যামী জগতবিলাস।
সর্ব্বরূপ ধরি প্রভু করেন প্রকাশ ॥
বিষ্ণুময় জগতে আছয়ে বেদবাণী।
সেই যেন সাক্ষাৎ করয়ে চক্রপাণি ॥

আপনি বাছুর বেশ ধরি নারায়ণ।
আপনি বালকরূপে করেন পালন ॥
আপনে আপনা হরি করয়ে সৃজন।
আপনি আপনে লৈয়া বিহরে আপন ॥
আপনি আপনা লৈয়া বিহরে তখনে।
ব্রজপুরে নন্দসুত চলিল আপনে ॥
যার যারে বৎসগণ ভিন্ন ভিন্ন করি।
নিজগৃহে লন সেই শিশুরূপ ধরি ॥
সেই শিশু সেই ভাষা সেই মত বেশ।
সেইরূপে প্রবেশ করিলা হৃষীকেশ ॥
বাছুরের শব্দ শুনি হরষিতমনে।
হম্বারব করিয়া ডাকিল ধেনুগণে ॥
প্রেমানন্দে বাড়াইল পূর্ব্ব-প্রেমছলে।
সেই সেই শিশু বৎস কহে কুতুহলে ॥
ধেনুরব শুনি মাতা ধাইল সত্বরে।
দুইহাথে আপন বালক কৈল কোলে ॥
বাহুপাশে বেড়িয়া নির্ভরে দিল কোল।
পুত্র দরশনে চিত্ত হৈল উতরোল ॥
পুত্র-মুখে স্তন দিয়া করাইল পান।
সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম নরসম জ্ঞান ॥
মর্দ্দন মার্জ্জন করাইল শিশুগণ।
দিব্য গন্ধ দিয়া কৈল অঙ্গের লেপন ॥
অলঙ্কারে কৈল শিশু অঙ্গের ভূষণ।
দিব্য অন্নপান দিয়া করায় ভোজন ॥
এই মতে করে মাতা লালন পালন।
দিনে দিনে আনন্দ বাড়ান নারায়ণ ॥
পূর্ব্বমত কৈল কৃষ্ণ পুত্র ভাবাভাব।
পূর্ব্বের চাহিয়া মায়া অধিক প্রভাব ॥
একদিন বলরামে করিয়া সংহতি।
বৎস শিশুগণ লৈয়া গেল যদুপতি ॥
দিন পাঁচ সাত আছে বৎসর পূরিতে।
বেড়ান নিকট বনে বাছুর রাখিতে ॥

বনে বনে বাছুর রাখেন ভগবান্।
ধীরে ধীরে গেলা গোবর্দ্ধন সন্নিধান॥
পর্ব্বত শিখরে তোথা বৃদ্ধ গোপগণ।
ধেনুগণ চরাইতে আনন্দিতমন॥
দৈবে ধেনুগণ তথা দেখে হেনকালে।
আপন বাছুর তথা পর্ব্বতের তলে॥
বৎস-প্রেমে আপনা পাসরে ধেনুগণ।
উর্দ্ধ গ্রীবা উর্দ্ধ পুচ্ছ বন্ধ বিলোচন॥
সভে হাম্বারব করি আকর্ণ পুরিয়া।
দুর্গপথ চলি যায় বিপদ তুলিয়া॥
নিজ নিজ বৎস লৈয়া যত ধেনুগণে।
ক্ষীরপান করাইল আনন্দিত মনে॥
নির্জ্জল পোছন কৈল লালন পালন।
মনঃসুখসাগরে ভাসিল ধেনুগণ॥
ব্রজ-গোপগণ নানা যতন করিয়া।
ধেনু সব রাখিবারে নারে নিবারিয়া॥
ক্রোধ করি কৈল গোপ তর্জ্জন গর্জ্জন।
নানাদুঃখে কৈল দুর্গ পথ বিলঙ্ঘন॥
আজি এত প্রমাদ করিল শিশুগণে।
বৎস লৈয়া হেথা তারা আইল কি কারণে॥
আজিকার গোরস সকল হৈল নাশ।
নিষেধ না মানে কিছু নাহিক তরাস॥
গোপকুলে কলঙ্ক রাখিল শিশুগণে।
আজি শাস্তি সভাকার দিব ভাবে মনে॥
এইরূপে সর্ব্ব গোপ তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া।
নানাদুঃখ পায়্যা আইল পর্ব্বত লঙ্ঘিয়া॥
যেইক্ষণে শিশুমুখ কৈল দরশন।
সেইক্ষণে সর্ব্বক্রোধ হৈল নিবারণ॥
বুকের উপরে তুলি দিল আলিঙ্গন।
নয়নে আনন্দ-নীর পড়ে ততক্ষণ॥
প্রেমরসে জড়বৎ নাহি অবধান।
পাসরিল গোপগণ আত্মপর জ্ঞান॥
বলরাম দেখি প্রেম-সম্পদ উদয়।
মনে মনে চিন্তিতে লাগিলা মহাশয়॥
স্তনের বালকে প্রেম বাড়িতে জুআয়।
এ সর্ব্ব বালকগণ স্তন নাহি খায়॥
তবে কেন এত বড় হৈল অনুরাগ।
বুঝিতে না পারি নারায়ণ অনুভব॥
ব্রজকুলে উথলিল প্রেমের সাগর।
আমার হৃদয়ে প্রেম বাড়ে নিরন্তর॥
কোথা হৈতে আইল মায়া কাহার ঘটনা।
কিবা দেবমায়া কিবা অসুরমন্ত্রণা॥
অভিপ্রায় বুঝি মায়া রচিল ঈশ্বরে।
অন্যের মায়াতে কিবা মোহিবে আমারে॥
সাত পাঁচ ভাবি রাম মুদিল নয়ান।
ধ্যান করি দেখিলেক সর্ব্ব ব্রহ্মজ্ঞান॥
শিশুগণ দেব-অংশে হৈল উপাদান।
ঋষি-অংশে যতেক বাছুর বিদ্যমান॥
এ সকল কেহ দেব-ঋষি-অংশে নয়।
সর্ব্বরূপ ধরি লীলা করে মহাশয়॥
এ বোল শুনিয়া কৃষ্ণ করিল ইঙ্গিতে।
বলরাম সকল বুঝিল ভালমতে॥
এইরূপে যেদিন বৎসর পূর্ণ হৈল।
সেদিন আসিয়া ব্রহ্মা সকল দেখিল॥
বৎস আর শিশুগণ পূর্ব্বেতে হরিয়া।
রাখিয়াছিলেন গিরি গহ্বরে লইয়া॥
তখন আসিয়া ব্রহ্মা বিস্ময় হইল।
পুনরায় সেই সর্ব্ব গোকুলে দেখিল॥
নিজ হৃত বৎস শিশু পর্ব্বত-গহ্বরে।
শয়ন করিয়াছে সেই উঠিতে না পারে॥
যতেক বালক বৎস হইয়া শ্রীহরি।
বিহরে আনন্দে শিশু বৎসরূপ ধরি॥
এ সব দেখিয়া ব্রহ্মা কৈল প্রণিধান।
চিরকাল রহে চিত্ত করি সমাধান॥

কিবা এই সত্য কিবা সেই সত্য হয়।
কিবা সেই মিথ্য কিবা এই মায়া কয়॥
চৌদ্দভুবনের পতি ব্রহ্মা হেন হয়।
তবু কিছু না বুঝিল যোগমায়াময়॥
নিত্য শুদ্ধ জ্ঞানময় বিশুদ্ধ মোহন।
তিমিরে মজিল যেন নীহার দর্শন॥
মহাব্যস্তে অল্পমায়া কে বুঝে এ'স্থলে।
দিবসসময়ে যেন জোনা কীট জ্বলে॥
জ্ঞানচক্ষে ব্রহ্মাতবে দেখেন তখন।
সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম এক এক জন॥
নবঘন শ্যামতনু পীতবাস ধরে।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম শোভে চারি করে॥
কিরীট কুণ্ডল হার বনমালা গলে।
হৃদয়ে কৌস্তুভ মণি সুশোভিত ভালে॥
বলয় কঙ্কণ চারু ভুজে বিরচিত।
সুবর্ণ মঞ্জীর মৃগ চরণে রঞ্জিত॥
কটিতটে পীতবাস কনক-মগলা।
নব জলধর যেন চমকে চপলা॥
আপাদমস্তকে দোলে তুলসীর মালা।
দশনখ বিরাজিত জিনি শশিকলা॥
মকরকুণ্ডল দোলে কর্ণে চমৎকার।
সুবর্ণে জড়িত কণ্ঠে মণিময় হার॥
বিনোদ চন্দ্রিকা চারু মন্দ মধুহাস।
সত্বগুণে যেন বিশ্বপালন প্রকাশ॥
অরূপিত অপাঙ্গ-ভঙ্গিমা নিরীক্ষণ।
রজোগুণে ধরে যেন সৃষ্টিকর্ত্তা জন॥
আত্মা আদি করি তৃণ স্তম্ব যে পর্য্যন্ত।
চরাচর সর্ব্বজীব হয় মূর্ত্তিমন্ত॥
নৃত্যগীত বহুবিধ অনেক প্রকার।
নানাভাবে স্তুতি ভক্তি করে নমস্কার॥
অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি অষ্ট মহানিধি।
মায়া আদি বিভূতি যতেক কর্ম্ম সিদ্ধি॥

সাক্ষাতে রচিত সেই নিজমূর্ত্তি ধরি।
কালকর্ম্ম স্বভাব সকল আদি করি॥
অনন্ত মূরতি ধরি করে উপাসনা।
অনন্ত মুরতি হরি অনন্ত ভাবনা॥
হেন পরিপূর্ণ হরি অনন্ত মূরতি।
বৎস শিশু সকল দেখিল প্রজাপতি॥
হরণ-কারণ মনে আর অতি ভয়।
সকল ইন্দ্রিয়গণ প্রেমে বশ হয়॥
দেখিয়া জন্মিল মোহ বাক্য নাহি সরে।
চিত্রের পুত্তলি প্রায় পড়ি রহে দূরে॥
থাকুক দূরেতে তার জানিবার কাজ।
দেখিতে শকতি নাই পাইল বড় লাজ।
নিঃশব্দে রহিল নিজধাম-দরশনে।
চিত্রের পুতলি যেন মুদিল নয়নে॥
অসঙ্খ্য মহিমা যার প্রকৃতির পর।
বেদ নিরসন মুখে প্রমাণ-গোচর॥
সুখময় সুপ্রকাশ আনন্দ সে ময়।
দেখিয়া মোহিত ব্রহ্মা হৈল অতিশয়॥
মহিমা দেখিয়া ব্রহ্মা হৈল অচেতন।
তবে কৃপা কৈল প্রভু জগত-জীবন॥
বিধি-সম্মোহন দেখি কৃপার সাগর।
সে সব বৈভব প্রভু সম্বরে সত্বর॥
মায়া-আচ্ছাদন-পটে ব্রহ্মায় আচ্ছাদিল।
কেবল মরিয়া যেন বিধি ক্ষি উঠিল॥
নয়ন মেলিল ব্রহ্মা অনেক যতনে।
ফিরিয়া চৌদিকে চাহে ঘূর্ণিত লোচনে॥
সম্মুখে দেখয়ে ব্রহ্মা সেই বৃন্দাবন।
সর্ব্বলোক জীবন তরুণ তরুগণ॥
নানা গুল্ম লতা বৃক্ষ ফল মনোহর।
নানাজাতি পক্ষী নদী খগ মৃগবর॥
বৈরী ভাব ত্যজি তথা নর মৃগ বসে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা শোক যাকে নাহি কৃষ্ণ-রসে॥

নিরখিয়া দেখ ব্রহ্মা সেই বৃন্দাবন।
গোপশিশু নাট্যলীলা কৈল নারায়ণ ॥
অনন্ত পরম ধাম অগাধ সে জ্ঞান।
গোপাল বালক নাট্য কৈলা ভগবান্ ॥
বাছুর বালক চাহে পূর্ব্বের সমান।
বাস করে কেবল বেড়ান বনেবন ॥
সেইরূপ সেই বেশ সেই সব ধর।
সেই প্রভু বনে বনে ফিরে একেশ্বর ॥
অদ্ভুত সে নাট্য লীলা দেখি সুরেশ্বর।
হংস হৈতে ব্রহ্মা তবে নামিল সত্বর ॥
দণ্ডবৎ হৈয়া ব্রহ্মা পড়ে ভূমিতলে।
পদযুগে পরশিল মুকুট-শেখরে ॥
অভিষেক কৈল অষ্ট নয়নের নীরে।
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে সভয় অন্তরে ॥
ভয়ে কম্পবান্ গদগদ স্তুতিবাণী।
নানামত স্তুতি করে সুরশিরোমণি ॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলা যত অদ্ভুত কাহিনী।
মাধব আচার্য্য রচে কৃষ্ণ-তরঙ্গিণী (১) ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ব্রহ্মার আগমন।

পয়ার।

অপরাধ-ভয়ে ব্রহ্মা সকম্প-শরীর।
কৃষ্ণগুণ-বর্ণনেতে মতি করে স্থির ॥
যেরূপে সাক্ষাতে ব্রহ্মা করে অনুমান।
যেন সব ব্রহ্মময় দেখে বিদ্যমান ॥
বেদের গোচর নয় প্রভু ভগবান্।
চপলা উজ্জ্বল পীতবাস পরিধান ॥
নবগুঞ্জ অবতংস সহস্র ভূষণ।
শিখণ্ড-মণ্ডিত চূড়া প্রসন্ন-বদন ॥
আজানুলম্বিত বনমালা বিলোলিত।
বেত্র বেণু বিষাণ করেতে বিরাজিত ॥
কোমল কমলদল চরণযুগল।
নমো নমো নন্দগোপ-সুত নন্দলাল ॥
এই দিব্যরূপে যাতে আনন্দ বিলাস।
ভক্তের কারণে রূপ করহ প্রকাশ ॥
যেইরূপ ভক্ত ভাবে সেইরূপ ধর।
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি বাঞ্ছা পূর্ণ কর ॥
আনন্দ বিগ্রহ চারু শুদ্ধ সত্ত্বময়।
অচিন্ত্য অনন্ত তত্ত্ব কেহ না বুঝয় ॥
আমি ব্রহ্মা হৈয়া কি করিব নিরূপণ।
এ সংসারে কার সাধ্য আছে কোন্ জন ॥
তোমা না জানিলে নহে জীব পরিত্রাণ।
তাহাতে আছয়ে এক উপায় ভগবান্ ॥
জ্ঞান-যোগ যতনে ত্যজিয়া দূর তরে।
কেবল তোমার কথা শ্রুতিযুগে ধরে ॥
কৃপায় অবোধ প্রতি করহ প্রসাদ।
পিতার নিকটে পুত্রের সদা অপরাধ ॥
সে তুমি অসীমকায় অন্ত নাহি রূপে।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার এক লোমকূপে ॥
আজি সে জানিল প্রভু তব যত লীলা।
প্রথমে কিশোরতনু একই আছিলা ॥
সেইজন তোমার চরণ মাত্র পায়।
তিনলোক অবহেলে সেই তরে যায় ॥
তত্ত্বজ্ঞান হেতু সভে করে অতি ক্লেশ।
তাহে পায় দুঃখ মাত্র হয় অবশেষ ॥
ক্ষেত্রধান্য ত্যজি যেন তণ্ডুলের আশে।
রহে যেন বড় বড় পাড়িনার রসে ॥

---

(১) ১২৬৩ সালের মুদ্রিত পুস্তকে এইস্থানে—
"শ্রীগদাধরধীর খ্যাতশিরোমণি।
ভাগবতাচার্য্য রচে প্রেমতরঙ্গিণী ॥"
এইরূপ ভণিতা আছে। এই অংশটুকু প্রেম-তরঙ্গিণী হইতে উদ্ধৃত।

ভক্তি বিনা মুক্তিপদ কিছু নহে আর।
ভক্তি বিনা জ্ঞানযোগ সকলি অসার॥
পূর্ব্বেতে সাধিল যোগ জ্ঞানযোগগণে।
জ্ঞানযোগে সিদ্ধ হৈল ভক্তিযুক্তজনে॥
তবে তারা বিচারিয়া মনে কৈল সার।
ভক্তিযোগ বিনা কভু না হয় নিস্তার॥
তব পদে কৈল সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ।
তোমার চরিত্র-কথা শুনে অনুক্ষণ॥
তাহে তারা ভক্তিযোগে লভিল তোমারে।
উতপন্ন তত্ত্বজ্ঞান দুর্গম সংসারে॥
ভক্তিযোগে লভিল পরম পদ সুখে।
ইহা জানি ভক্তিযোগ করে জ্ঞানিলোকে॥
সগুণ নির্গুণ তুমি নিরাকার ব্রহ্ম।
কে বুঝিতে পারে তব মহিমা অসীম॥
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে কেহ নাহি হেনজনা।
সপ্তদ্বীপ ক্ষিতিরেণু কর‍য়ে গণনা॥
হিমকণা গণিবারে শক্তি আছে যার।
আকাশের তারা যদি পারে গণিবার॥
কোটি অংশের একাংশ মহিমা তোমার।
বলিতে শকতি তবু নাহিক তাহার॥
জানিতে তোমার তত্ত্ব সাধ্য আছে কার।
কিঞ্চিৎ পারয়ে সেই ভক্তি আছে যার॥
কেবল তোমার কৃপা চাহি আমি মনে।
মম মতি রহে যেন তব শ্রীচরণে॥
শুভাশুভ কর্ম্মফল ভুঞ্জে আপনার।
তোমারে জানিতে পারে শক্তি আছে কার॥
কে আমি বরাক এই ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে।
আপন সমান সপ্ত বিতস্তি শরীরে॥
ওহে নাথ মোরে ক্ষম অনাথের নাথ।
বারেক অজ্ঞানে ক্ষম এই অপরাধ॥
তদন্থ হইলে প্রভু বৎস সহচর।
সেহ চতুর্ভুজ এবে দেখি একেশ্বর॥

দ্বিজ শ্রীমাধব কয় ওহে ভক্তগণ।
কৃষ্ণলীলামৃত পান কর সর্ব্বক্ষণ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মার স্তুতি।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

সঘনে কম্পিত অঙ্গ, গদগদ স্বরভঙ্গ,
সভয় নয়নে কর যুড়ি।
কহি নানা কাণ্ড বাদ, ব্রহ্মা নিজ অপরাধ,
ক্ষমা-জন্য চরণেতে পড়ি॥
দেখ দেখ প্রভু মোর, অপরাধ বড় ঘোর,
তোমার উপরে মায়া ধরি।
আমি অতি মন্দবুদ্ধি, আপন বৈভব-সিদ্ধি,
দেখিবারে মনে আশা করি॥
আগুনের শিখা যেন, আগুনেতে হয় লীন,
মম শক্তি বুঝিতে তোমায়।
পরম পুরুষ তুমি, সর্ব্ব মায়াধব জ্ঞানী,
তাতে মায়া করিবারে চায়॥
পঞ্চাশ কোটি যোজন, একটি ব্রহ্মাণ্ড হন,
তাহাতে আমার অধিকার।
তাহার ভিতরে স্থিতি,আমি এক প্রজাপতি,
ইহাতে কি মহিমা আমার॥
এইরূপে কত কত, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যত,
গতায়াত করে লোমকূপে।
আমি অতি অল্পবুদ্ধি, তোমার মায়ার সিদ্ধি,
তাহা আমি জানিব কিরূপে॥
জননীর গর্ভতলে, বালক চরণ তোলে,
মায় কি তাহার দোষ লয়।
তৃণ গুণ আদি করি, অস্তি নাস্তি যত হরি,
গর্ভের বাহিরে কেহ নয়॥
এমত ভরসা করি, তোমার তনয় হরি,
ব্রহ্মা পুত্র প্রসিদ্ধ তোমার।

প্রলয়-জলধি-জলে নাভি-কমলের নালে,
অজ হৈয়া জনম আমার ॥
নরায়ণ-পুত্র জানি, যেন আছে বেদবাণী,
ইহা মিথ্যা নাহি কোনকালে।
নারায়ণ সুরপতি, আমি শিশু অল্পমতি,
ক্ষম দোষ অজ্ঞান ছাওয়ালে ॥
তুমি প্রভু প্রবর্ত্তক সর্ব্বজীব-নিয়োজক,
লোক সাক্ষী তুমি সর্ব্বময়।
এইরূপে নিবেদন, করিলা চতুরানন,
প্রসন্ন হইলা চক্রপাণি।
ব্রহ্মার স্তুতি সুপ্রবন্ধ, প্রেমরসে সুখানন্দ,
ভগবত আচার্য্যের বাণী (১) ॥

ব্রহ্মার-অপহৃত শিশু বৎস আনয়ন।

পয়ার।

বলিতে বলিতে প্রেম বাড়ে অতিশয়।
চারিমুখে করে স্তুতি পরম বিনয় ॥
ত্রৈলোক্যমুকুট-মণি প্রভু গোবিন্দাই।
কায়মনোবাক্যে এই মাগি তব ঠাঞি ॥
যেই যেই যোনি-জন্ম কর্ম্মবশে হয়।
তোমার কিঙ্কর দাস লেশ যেন রয়।
বারেক বৈষ্ণববংশে করিবে জনম।
জনমে জনমে সেবি ও রাঙ্গা চরণ ॥
ধন্য ধন্য গোপনারী ধন্য গোপগণ।
ধন্য ভাগ্যবন্ত নন্দ আদি দেবগণ ॥
যার পুত্র তুমি পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন।
পূর্ণভাবে আপনি খাইলে যার স্তন ॥
ধন্য ধন্য ত্রৈলোক্যপাবন বৃন্দাবন।
হরিষে বিহরে যাহে কমললোচন ॥
তরুলতাগণ মধ্যে যদি হয় জন্ম।
তবে জীব হইয়া না করে কোনকর্ম্ম ॥
যে চরণ-রেণু বেদে করে অন্বেষণ।
অদ্যাপি ভাবিয়া নাহি পায় দরশন ॥
সে হেন দুর্ল্লভ ধনে যার অভিষেক।
ত্রিভুবনে তার ভাগ্য কে জানে কতেক ॥
এতেক বলিয়া যোড়হাথ প্রজাপতি।
প্রভু সম্বোধিয়া বলে বড় হৃষ্টমতি ॥
সংসার বৃক্ষের ফল তুমি নারায়ণ।
কৃপার সাগর যদুকুলের নন্দন ॥
অবোধ এ সব জীব তোমা না জানিয়া।
মিথ্যায় ভ্রমিয়া বুলে সম্মোহ পাইয়া ॥
সুবেশা হইয়া রিপু আইলা পূতনা।
পাইল জননীগতি কে বুঝে করুণা ॥
তোমার সম্বন্ধ যাহে আছে এক লব।
কখন বিষয়ে বদ্ধ নহে সেই সব ॥
কাম ক্রোধ লোভ রিপু গৃহ কারাগারে।
মোহ মদ চমৎকার নিগূঢ় লোকেরে ॥
তোমার সম্বন্ধলেশ হয় যেই দিন।
এতক্ষণে জানিলাম সেই শুভ দিন ॥
প্রবঞ্চনা করে লোক বিড়ম্বনা আশে।
নিষ্পন্ন-রূপেতে তুমি আনন্দবিশেষে ॥
যে জানে জানুক তোমা মোর নাহি কাজ।
এত বিড়ম্বনা কি তিলেক নাহি লাজ ॥
কায়মনোবাক্যে প্রভুর কহিল স্বরূপ।
বুঝিতে না পারি প্রভু তব লীলারূপ ॥
শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর রূপ সকল প্রকাশ।
গো-ব্রাহ্মণহিতকারী অসুরবিনাশ ॥
নিত্য আকল্প তুমি সেই ভগবান্।
হের করি অবনতি কর অবধান ॥
এত বলি প্রদক্ষিণ করি তিন বার।
চরণ বন্দিল প্রেম ভকতি অপার ॥

---

(১) ব্রহ্মার স্তুতিটী প্রেমতরঙ্গিণী হইতে উদ্ধৃত।

কৃষ্ণের আদেশ পায়্যা হরষিত মনে।
শিশু বৎস আনিয়া দিলেন বিদ্যমানে॥
বিদায় হইয়া গেল আপন ভবনে।
এথা বৎস লৈয়া কৃষ্ণ করিলা গমনে॥
যমুনা-পুলিনে গিয়া দেখেন নয়নে।
ঘন ঘন ডাকে সব সেই শিশুগণে॥
একবৎসরের পরে হইল মিলন।
কেহ না মানিল কৃষ্ণ-মায়ার কারণ॥
হেলায় বিলম্ব হেন সভাকার মনে।
ঘন ঘন ডাক ছাড়ে দিয়া হাতসানে॥
ভাল হৈল শীঘ্র তুমি আইলা কানাই।
সবাই বসিয়া আছি তব মুখ চাই॥
বসি বসি কৌতুকে ভুঞ্জিব এক ঠাঞি।
তোমার বিলম্বে ভাত কেহ নাহি খাই॥
এবোল শুনিয়া হরি হাসে মনেমন।
শিশুগণ সঙ্গে রঙ্গে করিল ভোজন॥
হেন প্রভু যেবা নাহি করয়ে ভজন।
আত্মঘাতী সেই মূঢ় জন্ম অকারণ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়ে একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

অথ বন-ভোজনান্তে শ্রীকৃষ্ণের গৃহে গমন।

বিপিন-ভ্রমণ দুঃখে, কানন ভোজন সুখে,
বেলা অবসান হয়ে যায়।
চলহ চলহ বাদে, ঘন শিঙ্গা বেণু নাদে,
কান্ধে কান্ধে শিক্যা লয়ে ধায়॥
শ্রীহরির অগ্রসারি, বৎস শিশু সমভ্যারী,
হরষিত আপন মন্দিরে।
গোক্ষুর ধূলির গতি, গগনে হইল অতি,
সুরগণ জয় জয় করে॥
ময়ূর পাখার চূড়, বনফুল তাহে নিবিড়,
ধাতুতে রঞ্জিত কলেবরে।
কত কোটি জিনি কাম, জলদ লাবণ্য ধাম
সুরঙ্গ অধরে বেণু পূরে॥
হত অজগর রিপু, বৎসরেক আছে বপু,
তাহা দেখি যত সহচরে।
আনন্দেতে উনমত, গাইছে মধুর গীত,
ত হার কি রীতি অনুসারে॥
কেহ বেণু কেহ শিঙ্গ, পূরই ধাইয়া রঙ্গে,
ধাইয়া ধাইয়া ঐ গোঠে।
দ্বিজ শ্রীমাধব গান, গোপিকা বিকল কান,
শয়ন আনন্দে উৎকটে॥

অথ বৃন্দাবনে অঘাসুর বধবার্ত্তা জ্ঞাপন

বৎসরেক অঘাসুর মেরেছে গোপাল।
আজি সে জানিল তার নিধনের কাল॥
ঘরে আসি শিশুগণ হরষিতমন।
বাপ ভাই সবাকারে কহে বিবরণ॥
এক মহা সর্প আজি মারিল মুরারি।
তেঁই সভে প্রাণ পেয়ে আইলাম বাড়ী॥
শিশুর বচন কার মনে নাহি লয়।
কিবা সত্য কিবা মিথ্যা না জানে নিশ্চয়॥
নিজ পুত্র অধিক কৃষ্ণের স্নেহ হয়।
যাহার প্রসাদে সভে সঙ্কটে তরয়॥
সেই পাদপদ্ম যেবা করয় আশ্রয়।
ভব জলনিধি তার বৎসপদ হয়॥
সকল সম্পদ হয় বিপদ বিনাশ।
হরিষে বৈকুণ্ঠপুরে হয় তার বাস॥
এড়িল কুমার কেলি অসুর নাশন।
বিপিনে ভোজন আর ব্রহ্মার মোহন॥
এবে গাভী চরাইবে নন্দের কুমার।
দ্বিজ শ্রীমাধব কহে প্রবন্ধ তাহার॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ।

রজনী প্রভাতে সে শিঙ্গায় দিয়া সান।
চালাইল পাল গোষ্ঠে হরিষে পয়াণ॥
চলেন পরমানন্দে চরাইতে গাবী।
তরণিতনয়া তীরে কুসুম-অটবী॥
মণি আভরণেভে রচিত চারু বেণু।
কটিবেড়া পীতধড়া মনোহর তনু॥
কান্ধেতে ছাঁদন দড়ি কাঁথে শিঙ্গা বেত।
করেতে চালন লড়ি শিরে শোভে নেত॥
সঙ্গে সহচরগণ মধুর গীত গায়।
রঙ্গে ভঙ্গে কানু বেড়ি সুবাদ্য বাজায়॥
সুগন্ধি শীতল জল মলয় সমীর।
মনোহর বিপিনে বিহরে যদুবীর॥
সুদৃশ সুচারু তরু ফল পুষ্প ভরে।
দেখিয়া কৌতুক সবার জন্মিল অন্তরে॥
আনন্দে অপার সভে কপট ব্যাভারে।
অঙ্গুলী তুলিয়া তবে দেখান সবারে॥
দেখ মহাশয় দেখ কর অবধান।
গুপ্তরূপে মুনি সব নিবসে কারণ॥
অমরবন্দিত এই তোমার চরণ।
আপন সম্পদ হেতু করে নিবেদন॥
ফল পুষ্প উপহারে করেন প্রণাম।
হের মধুকর যশ গায় অনুপাম॥
হরিষ হইয়া নৃত্য করে শিখিগণ।
বল্লবী সমান দৃষ্টি করে মৃগীগণ॥
খণ্ডায় আয়াস মন্দ হইয়া অনিল।
জগতমোহন গীত শুনায় কোকিল॥
স্বভাবে সল্লোকগণ হয় শুদ্ধমতি।
আশ্রয় আগত পায়ে করে গতাগতি॥
এতেক বলিয়া কৃষ্ণ করিলা গমন।
ধেনু সঙ্গে নানা স্থানে ভ্রমে নারায়ণ॥
চিন্তিয়া চৈতন্যচন্দ্র-চরণ কমল।
দ্বিজ শ্রীমাধব কহে শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল॥

অথ ধেনুক দৈত্য-বধ।

আপনার প্রতিবিম্ব আপনি দেখিয়া।
কহিছে বলাই সভে চলিয়া চলিয়া॥
দূরে হল মুষল পড়িয়া গড়ি যায়।
হাসিয়া হাসিয়া বলাই বিষাণ বাজায়॥
দেখ ভাই বলাই মাতিল মধুপানে।
কোথা গেল ধেনু বৎস কিছুই না জানে॥
এইসব করি কেলি শ্রমযুক্ত হৈয়া।
বৃক্ষতলে বলরাম রহিল শুইয়া॥
এক রাখালেতে তারে করিলা শিওর।
আপনি চরণ চাপে নন্দের কুঙর॥
জনে জনে শিশু সব হরষিত মনে।
কুসুম-রচিত সব কৈল ধনুর্ব্বাণে॥
তবে তাহা সবা লৈয়া প্রভু গোবিন্দাই।
নবীন পল্লব শয্যা বিছায় তথাই॥
তাহার উপরে যত শিশুগণ সঙ্গে।
শয়ন করিল তবে অতি মনোরঙ্গে॥
শিশুগণ হরষিত মনের কৌতুকে।
কেহ কেহ তাহার চরণ সেবে সুখে॥
কেহ নব পল্লব চামর বীজে গায়।
এইরূপে পারিষদ সর্ব্ব শিশুগণ।
সাক্ষাতে পরম ব্রহ্ম করয়ে সেবন॥
শ্রীদাম সুদাম স্তোককৃষ্ণ নাম লেখা।
এই সব বালক কৃষ্ণের প্রাণসখা॥
কহিতে লাগিল তারা বলভদ্র-আগে।
এক বাক্য বলি দাদা যদি মনে লাগে॥
কতদূরে আছে এক মহা তালবন।
অধিক লুবধ মন না যায় ধারণ॥

ধেনুক গর্দ্দভ এক অসুর-আকার।
রহে পরিবারে সেই রক্ষক তাহার॥
বড় খরতর বীর জগতে বিদিত।
তার ভয়ে কোন প্রাণী নহে সেই ভীত॥
কহিব বৃত্তান্ত শুন দুষ্টনিবারণ।
চল যাই খাই তাল যদি লয় মন॥
শুনিয়া কৌতুক মহা হলধর বীর।
ভক্তের কারণ রাম হইল বাহির॥
প্রবেশিল বনে যেন মত্ত করিবর।
গাছ নাড়া দিয়া তাল পাড়িল বিস্তর॥
নাড়িয়া নাড়িয়া তাল পাড়ে দুরদুর।
দুরদুর শব্দ শুনি ধাইল অসুর॥
কেরে কেরে বলি ক্রোধে আইল ধেনুক।
তর্জ্জন গর্জ্জন দুষ্ট করিল অনেক॥
লেখা জোখা নাই তার অতিবড় বল।
চরণের ভরে ক্ষিতি করে টলমল॥
আসিয়া দেখিল হলধর মহাবীর।
রুষিয়া নিশ্বাস ছাড়ে কম্পিত শরীর॥
উচ্চ নাদ করিয়া সমুখ দুই পায়।
বুকে এক লাথি মারি বেগে পাছু ধায়॥
পুনরপি রণমুখে আইসে গর্জ্জিয়া।
তাহা দেখি বলদেব ফিরিলা হাসিয়া॥
বাম করে ধরিল পাছুর দুই পায়।
উত্ত করি বারকথো ভ্রমাইল তায়॥
আছাড়িয়া ফেলিলা এক তালের উপরে।
ভাঙ্গিয়া পড়িল তাল সেই মহাভরে॥
ঠেকাঠেকি তাল বন পড়ে ভাঙ্গি ভাঙ্গি॥
মইল ধেনুক শিশুগণ দেখি রঙ্গী॥
ধেনুক-নিধন দেখি যত দৈত্যগণ।
রামকৃষ্ণ প্রতি ধায় করিয়া গর্জ্জন॥
কৌতুকেতে দুই ভাই সেই রিপুভাগে।
ঠেঙ্গে ঠেঙ্গে ধরি ফেলেন তালবনের আগে॥
আইল অসুরগণ ভাঙ্গে তালবন।
একাকার হইলা ত দেখিল তখন॥
কাল কাল অসুর শ্যামল তালবন।
আকাশে উদয় যেন সতড়িত ঘন॥
হরিষে দেবতাগণ পুষ্প বরিষণ।
দুন্দুভি শবদে স্তুতি করে একমন॥
কৌতুকে রাখালগণ বাছিয়া বাছিয়া।
গন্ধলোভে খায় তাল উদর ভরিয়া॥
সেই অবধি সে বন হইল নির্ভয়।
গতাগত করে লোক আপন ইচ্ছায়॥
শুনিয়া ত কংসরায় পরম চিন্তিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

রামকেলী।

ধেনুক বধিয়া হলধরে।
তাল খাআইলা সহচরে॥
দিবস দেখিয়া অবসান।
গৃহে চলিলা রাম কান॥
বহুচন্দ, বরিহা কুন্তল ধুলি তনু।
বন্য প্রসূন ঈষৎ মন্দ রেণু॥
রঙ্গে শিশুগণ চালায় গোধন।
ঘন শিঙ্গা দেই জনে জন॥
গোঠ হৈতে আওল কানে।
নৃত্য গীত বরজ মিলনে॥
পুরে আওত নটবরে।
শুনিয়া গোপিনী উত্তরোলে॥
ধাওত হসিত লোচনে।
পিয়ে রূপ বিরহ মোহনে॥
আনন্দে গোবিন্দ নিজ বাসে।
দ্বিজমাধব রস ভাষে॥

কালিয়-দমন।

রামকেলী।

নিশি ভেল অবশেষ, ধরি নটবর-বেশ,
এড়িয়া বলাই সহোদরে।
লয়্যা শিশু পশুগণ, আইলা বিরিন্দা বন,
হরষিতে নন্দের সুন্দরে॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে রঙ্গে, ব্রজশিশুগণ সঙ্গে,
মিলিলা কালিন্দী হ্রদকূলে।
নিদাঘ ভ্রমণে বাল, যতেক ধেনুর পাল,
অতিশয় তৃষ্ণায় বিকলে॥
সমুখে দেখিয়া পানী, পিলেক আসিয়া জানি,
গরলে জিনিল সর্ব্ব গায়।
কণ্ঠ রোধন বাত, রহিত চৈতন্ত হত,
ঘুরি ঘুরি পড়ি গেল ঠায়॥
সে সব অনন্তগতি, জানে যোগি অধিপতি,
কমলনয়ন সকরুণে।
জীয়াইয়া মৃত শিশু, হেলায় যতেক পশু,
কটাক্ষে অমিয়া বরিষণে॥
সম্বিদ পাইয়া ক্ষণে, উঠিয়া রাখালগণে,
অন্যোন্যে মুখ নিরীক্ষণে।
কিছু বিবরণ জানি, অবশেষে অনুমানি,
কানুরে প্রশংসে মনে মনে॥
হেনই সময়ে হরি, দুষ্ট-নিবারণকারী,
অপেয় দেখিয়া সেই বারি।
বিষম বিষের জলে, তৃণ নাহি রহে কূলে,
মীন আদি হীন জলচারী॥
উড়িতে বিহগ সব, পুড়্যা মরে অবিলম্ব,
গরম সমীর সঙ্গ পাই।
ভূতহিত অবতারী, খলজন-দণ্ডধারী,
কালিরে রুষিল গোবিন্দাই॥
এ পাপ নাগের বাস, থাকলে, গোকুল নাশ;
হইল দেখিশ বিদ্যমানে।
আজু নিজ বিহরণে, লোকের করিমু ত্রাণে,
কালিরে পাঠাইব নিজ স্থানে॥
এতেক বলিয়া হরি, বসনে বসন সারি,
নীপ-ডালে দিল এক লাফ।
ঘন ঘন বাহুমূলে, হানি সব্য করতলে,
কালিদহজলে দিলা ঝাঁপ॥
মত্ত দ্বিরদ-কুল, জিনিয়া বিশাল বল,
বেগে চলিলা অবিরত॥
তরঙ্গ লহরী বিষ, কষায় অঞ্জন ভাস,
বেআপে ধনুক একশত॥
কুতূহলে সেই হ্রদে, বিহরে অভয় পদে,
ভুজদণ্ড ঘন আন্দোলনে।
হইল প্রচণ্ড ঘোষ, শুনি কালি মহারোষ,
ধাইল সকল নাগগণে॥
কুমার সুন্দর কানু, শ্যাম সুন্দর তনু,
বিলসিত পীত বসন।
মধুর বিশদ স্মিত, স্ফুরিত কিরণযুত,
অভিনব চন্দ্র বদন॥
দেখিয়া দারুণ কালি, তুণ্ড মেলি ফণাসারি,
কুড়ি কুড়ি মুণ্ড ঘুরায়।
অনেক কামড় খাই, হারিয়া ছাড়িয়া রহি,
যেন রবি রাহুর উদয়॥
অবুধ রাখালগণ, কৃষ্ণ জীবন ধন
দেখি তার এ সব করণ।
শোকে অচেতন হই, কূলে গড়াগড়ি যাই
যেন পতিহীন নারীগণ॥
যত বৎস বৃষ গাই, এক দৃষ্টে ঘন চাই
রহিছে সকল অশ্রুমুখে।
চেতন পাইয়া শিশু, দেখিয়া ব্যাকুল পশু,
ক্রন্দন জুড়িল মনোদুখে॥

দ্বিজ মাধব কহে শুনিতে শরীর দহে,
সেই সব বিধির বিলাপ।
আছুক আনের দায়, তরুগণ স্থির নহে,
জগত হৃদয় অনুতাপ॥

রামকিরি রাগ।

না জানি বাপ ভাই, তোমারি পাছু ধাই,
অহর্নিশি বুলি মনসুখে।
সে হেন সঙ্গ ভঙ্গে, বঞ্চিব কার সঙ্গে,
চাহিমু আর কার মুখে॥
আরে ভাই কানাইরে, মাথায় হাথে রে,
কান্দে রে রাখাল।
কান্দে উচ্চনাদে, কি হইল পরমাদে,
কাহা লয়্যা চরাইব পাল॥
প্রভাতে শিঙ্গার সানে, করাইয়া চেতনে,
কেবা আর লয়্যা যাবে গোঠে।
বিপিনে কাহার মেলে, ভুঞ্জিব কুতূহলে,
কেবা আর রাখিব সঙ্কটে॥
শৈশব কাল ধরি, পদ এক পরিহরি,
নাহি যাও প্রাণের সোসর।
সে তুমি বিষের জলে, দারুণ ফণীর মেলে,
কেমনে আছহ একেশ্বর॥
এই সব বৎস ধেনু, কেমনে ধরিব তনু,
পালক কে তোমার বিহনে।
সে মন্দ বেণুর ধ্বনি, না শুনিব যদুমণি,
কে জীয়ে মাধব গানে॥

হেনই সময়ে ওথা বরজ সমাজে।
ত্রিবিধ উৎপাত হয়্যা গেল সেই কাজে॥
রক্তবৃষ্টি ভূমিকম্প ঘন উল্কাপাত।
অমঙ্গল পক্ষনাদ বহে চণ্ড বাত॥
বাম বাহু নয়ন স্পন্দয় ঘনেঘন।
তাহা দেখি নন্দ আদি যত গোপগণ॥
চিন্তিত হইয়া যুক্তি করে জনে জনে।
এত অমঙ্গল আজি দেখি কি কারণে॥
বল বুদ্ধি অতিশয় অগ্রজ বলাই।
তাহা এড়ি গোঠে আজি গিয়াছে কানাই॥
অবুধ রাখালগণ সংহতি তাহার।
কোন বা প্রমাদ তথা পড়্যাছে দুর্ব্বার॥
এই সত্য অন্য নহে বুঝি অনুমানে।
এমত অমঙ্গল আজি হয় তেকারণে॥
এতেক মন্ত্রণা সভে ভাবিয়া নিশ্চয়।
লভিল আবাল বৃদ্ধ সশঙ্ক হৃদয়॥
কেশ নাহি বান্ধে কেহ না সম্বরে বাস।
উভরড়ে ধায় বন ছাড়িয়া নিশ্বাস॥
বৃন্দাবনে আসিয়া না দেখি এক গো।
শুষ্ক ওষ্ঠ তালুকা পাইল বড় মো॥
ক্ষণেক রহিয়া সভে পাইল চেতন।
একে একে চাহিয়া বেড়ায় সর্ব্বজন॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে চিহ্ন পাইল তথাই।
গোময় গোমূত্র ক্ষুর কোটি কোটি ঠাঁই॥
তৃণ খ্যায়া খ্যায়া গিয়াছে যে পথে।
মাঝে মাঝে কৃষ্ণ পাদপদ্ম দেখি তাতে॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ কমল শুভ রেখ।
আর সব শিশুপদ দেখিল অনেক॥
সেই অনুসারে যত আভীরা আভীরে।
সত্বরে আসিয়া সভে কালিন্দীর তীরে॥
দেখিল ক্রন্দনমুখী শিশু পশুগণ।
নখিল প্রমাদহেতু এই সে কারণ॥
স্বভাবে অধিক স্নেহ ধরয়ে জননী।
প্রথমে ক্রন্দন করে লইয়া রোহিণী॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

করুণ মারহাট্টী।

এ পাপ কালিদহ, সভে জানি দুঃসহ,
প্রাণী না ঘনায়ে তরাসে।
বিষম বিষের জালে, তৃণ নাহি রহে কূলে,
তাহে ঝাঁপ দিল কেমন সাহসে॥
প্রাণের যাদু, চান্দ রে কেন,
হেন করিলা গোপালে।
চাহিমু কাহার মুখ, কেমনে ধরিমু বুক,
চিরে চাও এ পাপ কপালে॥
প্রথমে পূতনা দিয়া, শকট পড়িল সিয়া,
তৃণাবর্ত্তে লইল হরিয়া।
যমল-অর্জ্জুন-ভঙ্গে, বিজয়ী হইলা রঙ্গে,
ঠেকিলা কালির হাতে গিয়া॥
ভালই অপুত্রী হয়্যা, আছিল মন্দির লয়্যা,
নিশ্চিন্ত শরীরে এতকাল।
এবে তুমি শত্রু হয়্যা, পুত্রভাবে জনমিয়া,
হৃদয়ে বিন্ধিয়া বহু শাল॥
হাপুতির পুত হরি, অন্ধজনের প্রাণলড়ি,
অধনের ধন যাদু চান্দ।
কে নিল হরিয়া কহি, যাইমু কাহার ঠাঞি,
মাধব কহে ব্রজ আঁধ॥

কৌরাগ।

ননীর পুতলী তনু রবির কিরণ নাহি সয়।
গরল অনল জলে পাছে না মিলায়॥
উঠ উঠ আরে পুত্র আবাল গোপাল।
কান্দিয়া ব্যাকুল তোমার গোধন রাখাল॥
রাখো না মায়ের বোল না শুন শ্রবণে।
বারেক রূপের চান্দ দেহ দরশনে॥
প্রভাতে আইলা পুত্র হৈল এত বেলি।
স্তন পান কর সিয়া ছাড় জলকেলি॥
নানা বেশ আভরণ ডালীর নেত ধড়ী।
গড়াগড়ি যায় তোমার শিঙ্গা বেত নাড়ি॥
রূপ গুণ বিহরণ সঙরি জননী।
গানে মাধব কান্দে পড়িয়া ধরণী॥

গরড়া রাগ।

কে দিল কুমতি পুত্র সাধিলে শাত্রব।
পাষাণ হৃদয় তার না হইল দ্রব॥
বিষ বাতে হত তৃণ নাহি তৃণ লব।
এ সব আঁখিতে আর না দেখিব যাদব॥
আরে দারুণ কানু মুঞি তোর বাপ।
কেন বা জন্মিয়া মোরে দিলা এত তাপ॥
কারে এড়ি যাও পুরী হইয়া নির্দ্দয়।
সুঙরি সংহতি কর মাধব কয়॥

গান্ধার।

দিনে দিনে করি অনুনয়।
দৃঢ় হয়্যা গেল পরিচয়॥
এখন তখন মনোরথে।
কোন্ বিধি করিল বিতথে॥
হরি হরি অবিরত পড়ি ধরণী।
কান্দে বরজ-রমণী॥
নাহি ফাটে হৃদয় পাষাণ।
নাহি যায় মুগধ পরাণ॥
এ দুখ ভুজিব কত কাল।
চিরি চাও এ পাপ কপাল॥
হা হা অভাগিনী গোপ-নারী
কোন্ দোষে ছাড়িল মুরারি॥
সবে এক রহি গেল দুখ।
পুন না দেখিব চান্দমুখ॥
জন্মে জন্মে কত কৈল পাপ।
কোন্ মহাজন দিল শাপ॥

তথির কারণ এত তাপ।
মাধব রচিল বিলাপ॥

পয়ার।

সকল গোআলা কান্দে হইয়া আকুল।
সেই রোলে হয়্যা গেল বড়ই তুমুল॥
কেহ গড়াগড়ি কেহ রড়ারড়ি ধায়।
সেই বিষজলে কেহ প্রবেশিতে চায়॥
কৃষ্ণের মহিমা সবে জানেন হলধর।
ঈষত হাসিয়া তিঁহ ধাইল সত্বর॥
ঊর্দ্ধবাহু করি বলে নিষেধ উত্তর।
স্থির হও গোপ সব নহিও কাতর॥
বিষজলে প্রবেশ করিবা অকারণ।
এখনি উঠিব প্রভু নন্দের নন্দন॥
আমার বচন শুন রহিয়া ক্ষণেক।
আপন নয়ানে দেখিবা পরতেক॥
স্বরূপে আমার বাক্য যদি হয় মিছা।
তবে পাছু যেই কর আপনার ইচ্ছা।
এ বোল শুনিয়া সভে হইলা স্থকিত।
রহিলা ক্রন্দনমুখী চাহিয়া সেই ভিত॥
জলের ভিতর থাকি নন্দের নন্দন।
শুনিয়া বিলাপ গোপগোপীর ক্রন্দন॥
আপনার প্রিয়স্থান গোকুল নগর।
বন্ধুবান্ধব সব কান্দিয়া বিকল॥
অনাথ দেখিয়া সব সখী সহচরে।
ব্যথিত হইয়া প্রভু নন্দের সুন্দরে॥
মুহূর্ত্তেক ছিলা সবে ভুজঙ্গ-বন্ধনে।
অবহেলে ঠেলিয়া উঠিলা বিদ্যমানে॥
সেই ত ঠেলায় কালি পাসরে আপনা।
চৈতন্ত পাইয়া পুন মারিলেক ফণা॥
সঘন নিশ্বাস এড়ে চাহে এক দিঠি।
বদন ভিতরে যেন জ্বলন্ত দিউটী॥
চঞ্চল যুগল জিহ্বি লিহিছে সঘন।
দেখিয়া গোপাল তারে রুষিলা তখন॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একমন।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচন॥

কামোদ রাগ।

রুষিল বনমালী, পলায় নাগ কালি,
গরুড় সম হরি ধাড়ি (?)।
ভ্রমণে শ্রমযুত, কুণ্ডলী নন্দ-সুত,
কৌতুকে ফণিমুণ্ডে চড়ি॥
রঙ্গে শ্রীরঙ্গ, রুচিরে অঙ্গ ভঙ্গ,
সকল কলা আদিগুরু।
কালিয় বিষধর, শিরসি নটবর,
পরম তাণ্ডব কারু॥
অমর মুনিবর, সিদ্ধ বিদ্যাধর,
দুন্দুভি পবন নিনাদে।
হরিষে ঘন ঘন, কুসুম বরিষণ,
জয় জয় শুভ বাদ্যে॥
রুচির ফণাতর, অরুণ মণিবর,
গোবিন্দ পদ শোভে তহি।
যেন দিনরাজ, সুহৃদ সরসিজ,
পাইয়া গড (?)আলিঙ্গিহি॥
সহস্র শিরে হরি, বিহরে ফিরি ফিরি,
দোলত লম্বিত কন্ধরে।
মাধব বিরচনে, অঙ্গুলি প্রসারণে,
কালি উগারে রুধির গরলে॥

পয়ার।

জগতনিবাস নাচে মাথার উপরে।
আরো ক্ষণে ক্ষণে তাহে চরণ প্রহারে॥
মূর্চ্ছিত হইল কালি ভগ্ন ফণা-তল।
ঝলকে ঝলকে মুখে উগারে গরল॥

দেখিয়া স্বামীর দুঃখ যতেক রমণী।
হৃদয়ে জন্মিল ব্যথা সজলনয়নী॥
অম্বর না সম্বরে অঙ্গের অলঙ্কার।
সত্বরে ধাইল না বান্ধে কেশভার॥
আগুআন করিয়া দুঃখিত শিশুগণ।
লোটায়্যা ধরিল গিয়া কৃষ্ণের চরণ॥
ভক্তিভাবে করিল অনেক দণ্ডবৎ।
বলিতে লাগিল কিছু জুড়ি দুই হাথ॥
খল নিবারণ হেতু তোমার অবতার।
এ পাপ কালির শাস্তি উচিত প্রহার॥
কিবা শত্রু কিবা মিত্র সমদরশন।
কল্যাণ কারণে প্রভু করসি দমন॥
সর্ব্বভূতে হিত গোসাঞি তুমি অবিবাদ।
আছুক বরের কাজ ক্রোধেতে প্রমাদ॥
দণ্ডরূপে করিলে অনেকে অনুগ্রহ।
যাহার প্রসাদে হৈল ত্বরিত নিগ্রহ॥
কোন্ তপ করিয়া আছিল জন্মে জন্মে।
কতবা প্রাণীর হিত কিবা মহাধর্ম্মে॥
জগত-নিবাস তোমা করাইল সন্তোষ।
আজি শুভ দিন কালি হইল নির্দ্দোষ॥
কোন্ বা তপের ফল হইল উহার।
তব পদধূলি পরশন অধিকার॥
যাহা লাগি তপ করে কমলা রমণী।
তেজিয়া সকল কার্য্য সত্য হেন জানি॥
না চাহে স্বর্গের বাস পৃথিবীরাজত্ব।
ব্রহ্মার বৈভব রসাতলের প্রভুত্ব॥
যোগসিদ্ধি নাহি চাহে না চাহে মুকতি।
মাগে এক পদরেণু যে তাহে ভকতি॥
সর্পযোনি হইয়া পাইল হেন ধন।
কালির সম্পদ কোথা পায় কোন্ জন॥
কৃপার সাগর প্রভু তুমি গুণধাম।
তোমার পদারবিন্দে রহুক প্রণাম॥

পরম পুরুষ মহাশয় ভগবান্।
ভূতের নিবাস ভূতস্বরূপ প্রধান॥
জ্ঞান বিজ্ঞানে বিধি ব্রহ্ম স্বরূপ।
অনন্ত শকতি অবিদিত গুণরূপ॥
কাল কাল-নাভ কাল-অবয়ব-সাক্ষী।
বিশ্বরূপ বিশ্বস্রষ্টা হর্ত্তাকর্ত্তা লিখি॥
ত্রিগুণ বিদিত গূঢ় অনন্ত বিভূতি।
স্থূল-সূক্ষ্মময় তুমি অনন্তমূরতি॥
প্রবর্ত্ত নিবর্ত্ত গোসাঞি তুমি সে নিয়ম।
কৃষ্ণ রাম অনিরুদ্ধ তুমি সে প্রদ্যুম্ন।
গুণ প্রকাশ সর্ব্বগুণ-আচ্ছাদন।
গুণবর্ত্তি উপলক্ষ্য গুণ-দরশন॥
আপনার তত্ত্ব তুমি না জান আপনি।
অব্যাহত বিহার সকল গুণ জানি॥
হৃষীকেশ পরাৎপর ব্রহ্ম সনাতন।
সভার অধ্যক্ষ তুমি সভার জীবন॥
জন্ম স্থিতি অন্তকারী কালশক্তিধারী।
অচেষ্টা অদৃষ্ট হৈয়া কৌতুকে বিহারি॥
যতেক শরীর বৈসে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে।
সকল মোহিত তোমার ক্রীড়া-রসভাণ্ডে॥
কেহ শিষ্ট কেহ দুষ্ট হয় নানা যোনি।
সকল তোমার সৃষ্টি হেন আমি জানি॥
শিষ্টজন পালন কারণ অবতারী।
দুষ্ট অপরাধী তারে উচিৎ প্রহারি॥
এক নিবেদন করোঁ শুন মহাশয়।
বারেক পুত্রের দোষ বাপে কেবা লয়।
না জানিয়া তোমায় করিল অপরাধ॥
ক্ষমিয়া সকল দোষ করহ প্রসাদ॥
এড় ঝাট প্রভু নাগ তিআগে পরাণ।
কৃপা কর অভাগীরে কর পতি দান॥
হইলুঁ তোমার দাসী লইলুঁ শরণ।
অজ্ঞানে করিলুঁ দোষ নন্দের নন্দন॥

এত যদি স্তুতি কৈল নাগপত্নীগণ।
দয়ার সাগর প্রভু এড়িলা তখন॥
অনেক শকতি কালি পাইল পরাণ।
কর জুড়ি ধীরে ধীরে বলে বিদ্যমান॥
স্বভাবে গোসাঞি আমি হই খলজাতি।
উপজে দারুণ ক্রোধ জন্মের সংহতি॥
আপনি সৃজিলে তুমি বিষম সংসার।
নানাভাবে নানাভূতে নানারূপাকার॥
তার মধ্যে আমি হই পাপ সর্পজাতি।
স্বভাব ছাড়িতে পারে কাহার শকতি॥
বিলাসে তোমার মায়া বড়ই মোহিনী।
তার সাক্ষী জগদীশ তুমি সে আপনি॥
বিচারে আমার দোষ তিলএক নাই।
আজ্ঞা কর কি করিব এখনে গোসাঞি॥
এবোল শুনিয়া বলে যদুর নন্দন।
সমুদ্রে সত্বরে কালি করহ গমন॥
নিজ পরিকর লৈয়া ছাড়ি দেহ স্থল।
সুখে যেন খায় লোকে যমুনার জল॥
লোকে যেন ঘোষে এই তোমার নিদেশ।
তোমা হৈতে তায় কভু নাহি ভয়লেশ॥
যেবা এই জলে স্নান তর্পণ করিয়া।
থাকে উপবাস করি আমা সঙরিয়া।
সর্ব্বপাপ বিমোচন হইবে তাহার।
পাইবে পরম পদ তরিব সংসার॥
শুন শুন অএ কালি কহিয়ে তোমারে।
সমুদ্র ছাড়িয়া তুমি আইলা যার ডরে॥
আমার পদের চিহ্ন পাইয়া ফণায়।
আর না হিংসিবে সেই গরুড় তোমায়॥
এবোল শুনিয়া কালি হরষিতমন।
গোবিন্দপূজন কৈল লৈয়া নারীগণ॥
সুচারু সলিল গন্ধ মহা উতপলে।
নানা ভক্ষ্য উপচার নানা পরিমলে॥
বাছিয়া বাছিয়া মণি রত্ন অলঙ্কার।
পরার্দ্ধসংখ্যায় মূল্য হয় যার যার॥
ভকতি প্রণতি বহু করিয়া পীরিতি।
সবংশে লড়িল কালি বড়তুষ্টমতি॥
সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপ আপনার স্থান।
পুনরপি নিবাস প্রভুর সংবিধান॥
যেইক্ষণে কালিনাগ করিল পয়াণ।
তখনি যমুনার জল অমৃত সমান॥
হরিষে সকল লোক করে স্নান পান।
কৃষ্ণের প্রসাদে সভে পাইল পরিত্রাণ॥
জলে থাকি কূলে কৃষ্ণ উঠি হরষিত।
শ্যাম সুন্দর দেহ মণিবিভূষিত॥
মৃতকল্প হয়্যাছিল গোপ-গোপীগণ।
দেখিয়া কানাই বেগে আইলা তখন॥
ধায়্যা নন্দ যশোদা দিলেন আলিঙ্গন।
পাইল পরম সুখ রহিল জীবন॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধবরচিত॥

শ্রীরাগ।

সবে ধন রাম কানাই।
হারায়্যা পায়্যাছি তোমা আর কেহ নাই॥
শ্যাম সুন্দর কানু, সজল জলদ তনু,
পুলকিত প্রফুল্ল বদন।
যেন নিশি পরভাতে, উদয় দিবসনাথে,
প্রকাশ পাইল পদ্মবন॥
সকল ব্রজের লোক, হরল যে রোগ-শোক,
পাইয়া পরাণধন হরি।
হরষিত সব জন, ঘন চুম্ব আলিঙ্গন,
উল্লসিত বল্লব-নাগরী॥
কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ বা দাণ্ডায়্যা চায়,
মা-বাপের পরম উল্লাস।

নিরখি হরির আঁখি, ভরিয়া তাহারে দেখি,
পীয়ে রূপ না যায় পিয়াস ॥
কেহ ঘনাইয়া কাছে, যত বিবরণ পুছে,
প্রেমে হৃদয় উতরোল।
নবনব অনুরাগে, বেড়িল গোপিনীভাগে,
ভৃঙ্গে যেন বেড়িল কমল ॥
শিশুগণে ধাই ধাই, সম্বোধিয়া ভাই ভাই,
হাম্বারবে গাভী বৎস ফেরে।
দ্বিজ মাধব কহে, দেবগণ রহি চাহে,
পুরীখণ্ড কালিদহ আরে ॥

কালি-নাগের পূর্ব্ব বিবরণ।

গোপাল নাচে ভালিরে ভালি।
গোপীগণ দেই বেড়ি করতালি ॥ ধূয়া।
গোপ গোপী বৃষ বৎস সভে আনন্দিত।
দুই ভাই কোলাকুলী বড় হরষিত ॥
আসিয়া ব্রাহ্মণ সব নিজ পরিবারে।
করিল মঙ্গল বড় বেদ অনুসারে ॥
বলিতে লাগিল নন্দে তুমি বড় শ্লাঘ্য।
ভুজগগ্রাসিত পুত্র পাইলে বড় ভাগ্য ॥
সমুদ্র ছাড়িয়া কালি আইল যেকারণ।
তার বিবরণ কহি শুন সর্ব্ব জন ॥
পূর্ব্বকালে মাসে মাসে নাগ উপহারে।
বৃক্ষতলে দিত কালি গরুড়ে আহারে ॥
বিষবীর্য্যে মত্ত কালি কদ্রুর তনয়।
গরুড়ে ভাণ্ডিয়া সে আপনি বলি খায় ॥

* * *

শুনিয়া গরুড় কোপে আইল তথায় ॥
বাম পাখা সারিয়া মারিল পাখসাট।
বিকল হইয়া কালি নাহি দেখে বাট ॥
পলাইয়া যাইতে আর নাহি অন্য স্থান।
কালিন্দীর কূলে আসি পাইল পরিত্রাণ ॥
গরুড়অগম্য সেই হ্রদে যেকারণ।
তার বিবরণ আমি কহিব এখন ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ-মাধব-রচিত ॥

একদিন গরুড় যমুনা করে চায়।
মীনরাজ ভ্রমি কুল লৈয়া পরিবার ॥
ক্ষুধাতুর খগরাজ গিলে মৎস্যপতি।
ভ্রমিয়া বেড়ায় শিশুগণ দুঃখমতি ॥
আছিল সৌভরি মুনি তপ করিবারে।
দেখিয়া সদয় মুনি শাপ দিল তারে ॥
এজলে গরুড় যদি চরে আর বার।
জলপরশনে মৃত্যু হইবে তাহার ॥
মুনিশাপ জানে সেই কদ্রুর তনয়।
আসিয়া যমুনাহ্রদে রহিল নির্ভয় ॥
পুনরপি কৃষ্ণ তারে দিল নিজ স্থান।
সংক্ষেপে কহিল কথা পুরাণপ্রমাণ ॥
হেনই সময়ে তথা হৈল সন্ধ্যাকাল।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় শ্রান্ত সকল গোআল ॥
সেই যমুনার কূলে নিজপাল লয়্যা।
নিদ্রায় পীড়িত সভে থাকিল শুইয়া ॥
হেনকালে দাবাগ্নি আইল সেই ঠাঁই।
চৈতন্য পাইয়া সভে ডাকে পরিত্রাই ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ রাম মহাবল।
হের তোর বন্ধুজন পোড়ে দাবানল ॥
তোমাবহি আমি সব নাহি জানি আন।
এবার সঙ্কটে সভার কর পরিত্রাণ ॥
শুনিয়া করুণাবাণী দেব চক্রপাণি।
কৃপায় আননচন্দ্রে পীলেন আপনি ॥

কৃষ্ণের প্রসাদে প্রাণ পাইল সবংশে।
অনুভব জানি স্তুতিবচনে প্রশংসে॥
রজনীপ্রভাতে উদয় দিনকর।
জ্ঞাতি গোত্র লয়্যা ঘরে চলিলা যদুবর
যেই জন শুনে এই কালিয় দমন।
সর্প হৈতে কভু তার নাহিক মরণ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ-মাধব-রচিত॥

প্রলম্বাসুর বধ।

দেখ শ্যাম সুন্দর কান।
চালায়্যা গোধন ধন, সঙ্গে গোপশিশুগণ,
বৃন্দাবনে করিল পয়াণ॥
এই সব প্রকারে কপট নন্দবালা।
রামের সহিত ব্রজে করে নানা খেলা॥
নিদাঘ সময় আসি করিল প্রবেশ॥
বৃন্দাবন গুণ দেখি বসন্ত প্রবেশ॥
পর্ব্বতউপরে বহে নদ-নদী ঝরে।
তরু-লতা স্নিগ্ধ সব পাইয়া শিখরে॥
সরোবর তরঙ্গ বিহরে সমীরণ।
কোমল বালুকা সব উড়ায় সঘন॥
তিলএক নিদাঘ না জানে বনবাসী।
পরম শীতল রবিকর নাহি পশি।
ফলে দলে শোভিত তরুলতাগণ।
নানা পক্ষমৃগনাদ অতি সুশোভন॥
সেই বনে রামকৃষ্ণ করিল পয়াণ।
শিশুরথ লৈয়া রঙ্গে ধেনু আগুয়ান॥
প্রবাল বিচিত্র ধাতু শিখণ্ডভূষণ।
বিচিত্র চলন গতি মুরলীমোহন॥
পরম সানন্দে নাচে গায় জনেজন।
বেণুর বিশাল রব পূরে ঘনে ঘন॥
দেবরূপী করি তারা বাখানে গোপালে।
নটের প্রশংসা যেন হয় নটমেলে॥
সুকুমার দুই ভাই কাকপক্ষধর।
ঠেলাঠেলি মল্লযুদ্ধ করি নিরন্তর॥
শিশু সঙ্গে নানা রঙ্গে খেলে দুই ভাই।
গোপরূপে প্রলম্ব আইল সেই ঠাঁই॥
হরিয়া লইতে রামকৃষ্ণ দুইজনা।
দেখিয়া গোবিন্দ তায়ে পাতিল মন্ত্রণা॥
নিধনউপায় তার চিন্তি মনেমন।
ভাই ভাই বলি তারে কৈলা সম্ভাষণ॥
তবে সব শিশু প্রতি ডাকিল তখন।
এক যুক্তি বলি ভাই শুন সর্ব্বজন॥
এবোল শুনিয়া শিশু আইলা তখন।
কহিবারে লাগিলা খেলার বিবরণ।
দুই ভাই হৈব দুই প্রধান করিয়া।
জনে জনে দিব খেড়ি সমান বুঝিয়া॥
যে যারে ছুঁইব তারে বহাইব ধরিয়া।
জিনিয়া চড়িব কান্ধে বহির হাঁরিয়া॥
এ বোল শুনিয়া সভে হরষিত মন।
রামকৃষ্ণ প্রধান করিলা দুইজন॥
দুই ভাগ হয়্যা শিশু রহিল গিয়া আগে।
প্রলম্ব পড়িয়া গেল কৃষ্ণের বিভাগে॥
হাসিতে খেলিতে সভে ধেনু চরাইয়া।
ভাণ্ডারী বটের তলে মিলিলা আসিয়া॥
জিনিলা বলাই বীরগণের সংহতি।
হারিলা কপট শিশু-পাল যদুপতি॥
আপনি গোবিন্দ কান্ধে করিল শ্রীদামে।
ভদ্র বৃষসেনে প্রলম্ব বলরামে॥
সীমায় আনিয়া সভে এড়ি ওলাইয়া।
পলায় প্রলম্ব শূন্যে বলাই লইয়া॥
শ্যামলবরণ পাপ অসুর অধমে।
হেম আভরণ অঙ্গে ধরে অনুপামে॥

তাহার উপরে শোভে রোহিণীনন্দন।
সতড়িত মেঘে যেন চন্দ্রের কিরণ ॥
তাহা দেখি বলাই পাইল ভয়লেশ।
ক্ষণেক রহিয়া মায়া জানিল বিশেষ ॥
বৈরি জিনিয়া ক্রোধ পাইল হলধরে।
দৃঢ় এক মুষ্টিঘাত মারি তার শিরে ॥
পর্ব্বত উপরে যেন হয় বজ্রাঘাত।
খণ্ড খণ্ড হৈল মুণ্ড ঘন রক্তপাত ॥
ভয়ঙ্কর ডাক ছাড়ি পড়ে মহীতলে।
যেন সুরপতি অস্ত্র এড়িল অচলে ॥
মইল প্রলম্ব বীর দেখে শিশুগণ।
বিস্ময়হৃদয়ে রামে বাখানে তখন ॥
বিপক্ষ লঙ্ঘিয়া বন্ধু লইয়া কুশলে।
জনে জনে আলিঙ্গন দিল কুতূহলে ॥
হরষিতে সুরকুল সুগন্ধি কুসুমে।
হলধর উপরে করিল বরিষণে ॥
সাধু সাধু মহাবীর অসীমবিক্রমে।
ত্রিভুবনে মহাবীর নাহি তোর সমে ॥
বলরাম বাখানিয়া যত শিশুগণ।
প্রশংসা করিয়া সভে করিলা গমন ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ-মাধব রচিত ॥

শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয়বার দাবাগ্নিপান।

শিশুগণ লয়্যা ফেরি করি দামোদর।
তৃণলোভে গেল পাল পর্ব্বতকন্দর ॥
অজা মহিষ বৃষ ধেনু বৎসগণ।
দাবাগ্নি শঙ্কায় ধায়্যা বুলি বনেবন ॥
না দেখিয়া ধেনু তথা ব্রজশিশুগণ।
নড়িলা সত্বরে তারা উদ্দেশকারণ ॥
দেখিয়া খুরের চিহ্ন যাই কথোদূরে।
দশনবিচ্ছিন্ন তৃণ পাইল প্রচুরে ॥
সেই অনুসারে আসিয়া কুঞ্জবন।
দেখিল গোধন সব করিছে ক্রন্দন ॥
নাম ধরি ধায় কৃষ্ণ ডাকি হরষিতে।
শুনিয়া সম্মতি পাল দেই চারিভিতে ॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় শ্রান্ত আকুল গোআল।
আইলা বিরিন্দাবনে লয়্যা নিজ পাল ॥
হেনকালে দাবাগ্নি আইল সেইখানে।
একাকারে পোড়ে বন প্রচণ্ড পবনে ॥
দেখিয়া বড়ই ভয় পাইল গোপগণ।
ডাকিয়া কৃষ্ণেরে সভে হয়্যা একমন ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবীর্য্য অসীমবিক্রম।
পুড়িতে আইসে অগ্নি কর উপশম ॥
তুমি পতি তুমি জ্ঞাতি তোমার পরিবার।
বার এক কৃপাময় কর প্রতিকার ॥
বান্ধবকরুণা শুনি দেব যদুরায়।
আঁখি মুদি থাকহ সভে না করিহ ভয় ॥
কৃষ্ণের বচনে সভে বুজিল নয়ানে।
পীলেন আনল হরি নিজ চন্দ্রাননে ॥
নয়ন মেলিয়া চাহি নাহিক আনল।
কৃষ্ণ প্রশংসিয়া গেলা ভাণ্ডীরবটতল ॥
দ্বিজ মাধব কহে বেলি আসকাল।
শিঙ্গা বাজাইয়া ঘরে চলিলা গোপাল ॥

বর্ষাকাল বর্ণন।

চলি যায় গোপাল আনন্দ করি রঙ্গে।
যত সহচরগণ ধেনু বৎস সঙ্গে ॥
শিশুগণ সঙ্গে করি আইল নিজ পুরী।
দেখিয়া আনন্দ বড় পাইল গোপনারী।

ক্ষণেক বিরহে যার যুগশত গুণে।
ধনজন কিছু তার নাহি লয় মনে॥
মা-বাপের আগে কথা কহে শিশুগণ।
প্রলম্ব মারিয়া অগ্নি পীলা নারায়ণ॥
বড় অদভুত আজু দেখিনু নয়ানে।
লেউটিয়া ঘরে আইলুঁ কানুর কারণে॥
বৃদ্ধ বৃদ্ধ গোপ সব শুনিয়া বচন।
দেবরূপী করিয়া জানিল দুইজন॥
এইরূপে নন্দালয় আছেন হৃষীকেশ।
বঞ্চিলা নিদাব কৃষ্ণ বরিষা প্রবেশ॥
নীল কুঞ্চিত কেশ উদয় আকাশে।
অবেকত ব্রহ্ম যেন সগুণ প্রকাশে॥
অষ্টমাস ক্ষিতিরস লইল দিবাকরে।
সময় পাইয়া যেন দেই একেবারে॥
বায়ুবেগে প্রকম্পিত সতড়িত ঘন।
বরিষে জীবন যেন সকরুণ জন॥
রবিকরে শুথাইয়া ছিল মহীতল।
জল পায়্যা তুষ্ট যেন হৈল কাম্য ফল॥
নিশিমুখে সুবিদিত চন্দ্র তারাজালে।
পাষণ্ডীখণ্ডিত বেদ যেন কলিকালে॥
মেঘধ্বনি শুনিয়া ফুকরে ভেকগণ।
নিগম পাইয়া যেন বাচাল ব্রাহ্মণ॥
ক্ষুদ্রনদীজলে ব্যাপিত উচ্চ পথ।
অপ্রকৃত জনে যেন হইল সম্পদ॥
কৃষির সম্পদ দেখি কৃষকে সন্তোষ।
মুনিগণ সন্তাপ না জানে দৈব দোষ॥
জলস্থল বনবাস সলিল সেচনে।
পরম সন্তোষ যেন হরির সেবনে॥
সর্ব্বনদীসঙ্গম পাইয়া জলনিধি।
পরম চঞ্চল চণ্ড নাদ নিরবধি॥
নব নব তৃণ পথে হয় অবিদিত।
কালবশে বেদ যেন দ্বিজ অনাহিত॥
লোকবন্ধু মেঘ যেন অস্থির চপলা।
গুণবান্ পতি যেন অস্থির অবলা॥
নির্গুণ ইন্দ্রের ধনু সগুণ প্রকাশে।
ব্যক্ত গুণচয় যেন নির্গুণ পুরুষে॥
মেঘের উদয়ে শিখী নাচে ঘনেঘন।
গৃহে উতসব যেন শিষ্ট আগমন॥
জল পায়্যা শুষ্কবৃক্ষ হয় নানা বৃদ্ধি।
তপস্যার আশু যেন মনোরথসিদ্ধি॥
সরোবরসলিলে সারস কুলকেলি।
অনাচার গৃহে যেন গ্রাম্যজন মেলি॥
বারিধারা পতনে ভাঙ্গিল ক্ষেত্রআলি।
পাষণ্ডীর বাদ যেন বেদ হরে কালি॥
বরিষণ করে মেঘ জগতের হিত।
দ্বিজবাক্য ফবে যেন সময় উচিত॥
ফলে পুষ্পে বৃন্দাবন অতি মনোহর।
পাকিল খাজুর জাম দেখিতে সুন্দর।
আনন্দিত নন্দসুত বিহরে তথাই।
তরুতলে রহি রহি গোধন চরাই॥
বরিষণকালে থাকে গুহার ভিতরে।
দধিভাত খায় সভে পাষাণ উপরে॥
ঠায় ঠায় চরি পাল পুরয়ে উদর।
দুগ্ধবতী গাবী সব দেখিতে সুন্দর॥
শিশু সঙ্গে রামকৃষ্ণ লয়্যা নিজ পাল।
বিহানে গোঠেরে যায় আইসে বিকাল॥
এইরূপ বরিষা বঞ্চিলা শ্রীনিবাস।
সুখদ শরত ঋতু করিল প্রকাশ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ-মাধব রচিত॥

শরৎ কাল বর্ণন।

শুভ্র বারিধর,　　অমল অম্বর
　মন্দ গন্ধবহে গতি।
প্রসন্ন সলিল,　　বিকচ কমল,
　তুষ্ট যেন শুদ্ধমতি ॥
আওত শরতঋতু বহুগুণশালী।
সুর হর কেলিকলারস কুতূহলী ॥　ধূয়া
মহীধরে জল　　ঝরে নিরন্তর
　নাহি ঝরে কোন ঠাঁই।
জ্ঞানি জনে যেন　কারে দেই জ্ঞান
　বুঝিয়া কথায় না দেই ॥
জলচরগণ　　জলের শোষণ
　না জানে বিরহসুখে।
দিনে দিনে যেন　আয়ু হয় ক্ষীণ
　না জানে গৃহ মুরুখে ॥
লহু লহু মহী　　পঙ্ক বিমোচই
　আম হবে তরুলতা।
দ্বিজ মাধবে কহে　সুধীর বিগ্রহে
　বিচারে ছাড়ে মমতা ॥

পয়ার।

শরতে শরতে গেল সমুদ্রচাপল্য।
গগনের ঘোর মেঘ দূয়ের আবল্য ॥
জল রাখিবারে আলি বান্ধেত কৃষাণ।
যেন যোগী জ্ঞান বান্ধি রাখিল পরাণ ॥
দিনকরতাপে শশী হরে নিশি সুখে।
যেন যদুচান্দ হরে গোপীজনদুখে ॥
অখণ্ডমণ্ডল বিধু তারাগণযুত।
বিষ্ণুচক্রমধ্যে যেন সাজে নন্দসুত ॥
সুগন্ধি কুসুম-বনে বিহরে সমীর।
রজনী দিবসে লোক জুড়ায় শরীর ॥
গাবী মৃগী পক্ষিণী গোপিনী আদি নারী।
পুষ্পিণী হইল সব বরজনাগরী ॥
পক্কশস্যযুত ক্ষিতি দেখিতে সুন্দর।
ত্রৈলোক্যবিজয়ী যাহে কৃষ্ণ হলধর ॥
গ্রামে গ্রামে ইন্দ্রধ্বজ উঠিল অপার।
বড় হরষিত লোক দেশের আচার ॥
বাণিজ্য করিতে লোক লড়িল বিদেশে।
নৃপতি পয়াণ বনে পরম হরিষে ॥
সন্ন্যাসী তপস্বী গেল ভ্রমিতে অরণ্য।
গৃহস্থ লোক বেচে-কিনে নিজ ধন-ধান্য ॥
সিদ্ধ পুরুষ সব সাধে নিজ কায়।
সর্ব্বলোক সুখ হৈল শরত সময় ॥
সুখদ বৃন্দাবন বৈকুণ্ঠ-অভিন্ন।
বিহরে যাদব তাহে গিয়া দিন দিন ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ-মাধব-রচিত ॥

শ্রীকৃষ্ণের বংশী-ধ্বনি।

শিরে মনোহর চন্দ্রকচূড়।
কর্ণে ভূষণ কর্ণিকাফুল ॥
চির পরিধান কনয়া কান্তি।
হৃদয় ভূষণ বৈজয়ন্তী ॥
গোকুলের চান্দ নন্দের কানু।
মোহন বেশ নটবর তনু ॥
লোল বিলোল ঈষত হাস।
রুচির মুখ চান্দ-পরকাশ ॥
অধরে অমিয়া পূরে মুরুলী।
বিবরে বিবরে লোল অঙ্গুলী ॥
রত্ন আভরণ অঙ্গভূষণ।
মুখর মঞ্জীর চারু নয়ন ॥

সঙ্গে সহচর বিমল গায়।
রঙ্গে রঙ্গে আগু যাদব রায়॥
নিজ পাদাম্বুজ কেলিসদন।
মুনি-মনোহর বিরিন্দাবন॥
ধেনু লয়্যা হরি প্রবেশে তাহে।
দ্বিজ মাধব এহ রস গাহে॥

পয়ার।

বনে বনে বনমালী চরাইয়া ধেনু।
শিশুগণ সঙ্গে রঙ্গে পূরে মন্দ বেণু॥
সুস্বর বংশীর নাদ পূরি ঘনেঘন।
শুনিয়া গোপিকাগণ হরল চেতন॥
অনেক যতনে কিছু স্থির কৈল মন।
আপনা আপনি সভে বলিছে বচন॥
শুন শুন আলো সখি মুঞি অভাগিনী।
দেখিতে না পাই সে নাগর যদুমণি॥
শিশুগণ সঙ্গে হরি বেড়ায় কুঞ্জবনে।
মধুর মুরলীনাদ পূরি ঘনে ঘনে॥
রঙ্গ নয়নে চাহি ঈষত বদনে।
উন্নত লম্বিত নাসা সুন্দর শ্রবণে॥
সে চন্দ্রবদন মুখ দেখিল যে জন।
ধন্য ক্ষিতিজন্ম তার সফল জীবন॥
কোন্ জন্মে কিবা তপ করিছিল ধেনু।
সে চারু অধরসুধা পিয়ে অনুদিনু॥
পৃথিবী জিনিয়া যশ ধরে বৃন্দাবন।
অহর্নিশি ভ্রমে যাহে সে চরণধন॥
পক্ষযোনি হয়্যা ধন্য কুরঙ্গনয়নী।
নিজপতি সঙ্গে থাকে ভেটে যদুমণি॥
দেখিয়া কৃষ্ণের সেই মনোহর বেশ।
মধুর মুরলীধ্বনি শুনিয়া বিশেষ॥
বিমান-গমনে যত অমর নাগরী।
কামে অচেতন হই পড়ে ঢলি ঢলি॥

মুকত-কবরীভার মুক্ত নীবিবন্ধ।
দাণ্ডাইয়া চাহে পতি-প্রেমে হয়্যা অন্ধ॥
আছুক আনের কাজ শ্রবণের সুখে।
গাভী বৎস রহি চাহে তৃণ অশ্রু মুখে॥
পক্ষরূপে মুনি সব নিবসি কাননে।
বৃক্ষতলে বংশীধ্বনি শুনি একমনে॥
হরষিতে নদীগণ শুনি মন্দ বেণু।
আবর্ত্ত-আকার কামবেগে ভগ্নতনু॥
তরঙ্গ তরল করে কমল প্রদান।
আলিঙ্গে চরণযুগ প্যায়্যা সন্বিধান॥
রবিকরে গাবী কৃষ্ণ চরায় যখন।
দেখিয়া জলদ নিজ বান্ধবে তখন॥
অপার কুসুম বৃষ্টি করে সেই বনে।
নিজ তনু অতিপত্র ধরিয়া গগনে॥
ধন্য ধন্য পুলিন রমণী বনচারী।
হরে কামজ্বালা হরিপদ-রেণু ধরি॥
ধন্য গোবর্দ্ধন গিরি হয় মুখ্য দাসে।
দুর্ল্লভ চরণধন দেখে অনায়াসে॥
ভক্তিভাবে ভুবন করয়ে কুতূহলে।
সুচারু সলিল তৃণ নীল উতপলে॥
শিশুগণ সঙ্গে রঙ্গে চরাইয়া ধেনু।
বেড়ায় যাদবানন্দ পূরি মন্দ বেণু॥
কান্ধে ছাঁদন দড়ি করে গোঠলড়ি।
কাঁখে বিষণ বেত্র দিয়ে নেত ধড়ি॥
দেখিয়া কৃষ্ণের বেশ জগ-অনুপম।
পদেক চলিতে শক্তি না ধরে জঙ্গম॥
পল্লব পুলকে অতি আকুল স্থাবর।
প্রেমেতে শিশিরধারা বহে নিরন্তর॥
জন্মে জন্মে সাধ্যাছিল এ পদপল্লব।
তেঞি সুখ ভুঞ্জে তারা হইয়া বল্লভ॥
আমিসব অভাগিনী গোয়ালা রমণী।
কেমনে পাইব সে দুর্ল্লভ যদুমণি॥

এই অনুমানে গোপকুমারিকাগণ।
কৃষ্ণ পাইবারে যুক্তি সৃজিল তখন ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ-মাধব-রচিত ॥

গোপীদিগের কাত্যায়নী ব্রত এবং বস্ত্রহরণ।

আইল হেমন্ত, ঋতু পুণ্যবন্ত,
প্রথম অগ্রাণ মাসে।
আভীরী কুমারীগণ, অনুদিন অনুক্ষণ,
কৃষ্ণপতি অভিলাষে ॥
কাত্যায়নীব্রত, করে সুসজ্জিত,
প্রভাতে কালিন্দী তীরে।
বালুকা রচিত, মূর্ত্তি আনন্দিত,
পূজে নানা উপহারে ॥
নরহরি অহরি, অরাম এ হরি,
মন্ত্রজপে হয়্যা এক মতি।
কাত্যায়নি মহামায়ে, পতি দেহ নন্দপোএ,
দেহ পতি করো পরগতি ॥
পূজা অবসানে, সব গোপীগণে,
নির্জ্জন বুঝিয়া কূলে।
তেজি নিজ বাসে, হাস্য-পরিহাসে,
কেলি করে উলি জলে ॥
এক দিন তহি, নাগর কানাই,
লয়্যা সহচরগণে।
চণ্ডিকা-সেবন, ফলের কারণ,
আইলা হাস্য বদনে ॥
নরহরি অহরি, অরাম এ হরি,
হরিয়া লইল বসন।
আপন রভসে, মন মজিয়াছে,
নাহি দেখে সখীগণ ॥
নীপতরু বরে, উঠিয়া অম্বরে,
চীর বান্ধি ডালে ডালে।
নূপুর ঘাঘর, সব হৃষ্ট কর;
অম্বর সম্বরি তালে ॥
অঙ্গ মারি মারি, হাস পরিহরি,
রহিল বারি নেহারি।
ভাবে মনে মনে, দেখিব এখনে,
কিরূপ করে গোআলী ॥
বড় রঙ্গিয়া নাগর হরি।
সব সহচর, সঙ্গে লুকাইল,
বসন করিয়া চুরি ॥
ক্রীড়া অবসানে, সব সখীগণে,
কূলে চাহে একমুখী।
না দেখি দুকুল, পরম আকুল,
কান্দে হয়্যা মনোদুখী ॥
আপনা আপনি, চিত্তে অনুমানি,
পড়িল বিষম গোল।
খোজ পাঅ এক, নাহি পরতেখ,
গুপত চতুর চোর ॥
দ্বিজ মাধব রস ভাষে।
শীতে ভীত তনু, কাঁপে কন্যাগণ,
হরি মনে মনে হাসে ॥

শ্রীরাগ।

নিত্য নিত্য খেলি এই যমুনার জলে।
চোর ধাউড় নাহি জানি কোন কালে ॥
আজু কেন হেন বিপরীত।
কূলে বসন নাহি আচম্বিত ॥
কোন্ বুদ্ধি করিমু এখন।
কোথা গেলে পাইব বসন ॥
কেমনে উঠিব বিবসনে।
শীতে জলে বা থাকিব কতোক্ষণে ॥

কেবা আর যাইব মন্দিরে।
কোন লাজে ধরিব শরীরে॥
বড় আশে চণ্ডিকা আরাধিল।
পাপ কর্ম্মে ব্রত ভঙ্গ হৈল॥
নিজপতি পাইব গোপিকা।
এইহেতু বা লখি বিভীষিকা॥
দ্বিজ মাধব বিরচনে।
দুখ ভাবি কান্দে কন্যাগণে॥

পয়ার।

ডাকিয়া বলে যশোদা-নন্দন।
উঠি আইস পাইবা বসন॥
হাসি হাসি কৃষ্ণ বলে ঘনেঘন।
না কর বিষাদ হের শুন কন্যাগণ॥
চণ্ডিকা ব্রতের ফল হৈল বিদ্যমান।
পরম সুদৃঢ় কথা কভু নহে আন॥
আজি হৈতে তুমি সব আমার রমণী।
আমি নিজে পতি এই কহিল কাহিনী॥
কেন দুঃখ পাও জলের ভিতর।
আসিয়া আপন বস্ত্র লহত সত্বর॥
একে একে কর আগমন।
নহে বা আসিয়া লহ যেই লয় মন॥
এ বোল শুনিয়া সভে সচকিত হয়্যা।
সম্ভ্রমে আকণ্ঠ জলে নাম্বিল ত গিয়া॥
অন্তরে হরিষ বাহে বড়ই সাধ্বস।
নব পরিচয় অনুভব নহে রস॥
অধিকে সমুখে দেখি নিজ ভাই অগ্রে।
কেমতে লেঙ্গট হয়্যা যাব তার ভগ্রে॥
এতেক চিন্তিয়া সেই সলিলে থাকিয়া।
ধীরে ধীরে বলে কিছু বিনয় করিয়া॥
সে সব রহস্য শুন হয়্যা এক চিত।
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত॥

ভৈরবী রাগ।

হরি পরিহাসে ঘন, লজ্জিত কুমারীগণ,
প্রেমে পুলকে মৃগ আঁখি।
অন্যোন্যে জনে জন, ঘন মুখ নিরীক্ষণ,
হাসি হাসি কহে অধোমুখী॥
হে শ্রীরঙ্গ দেহ বসন ছোড়ি মেরি।
এ তেরি উচিৎ নহে, শুন হে করুণাময়,
শীতে কম্পিত তনু হেরি॥ ধুয়া॥
শ্যামল সুন্দর হরি, যতগণি বাস তেরি,
আজু হামু নিশ্চয় কিঙ্করী।
কর ভুজগত বিধি, হও তুয়া গুণনিধি,
করাহ বসন শিরে ধরি॥
তেজ তেজ ও বিহার, হের করোঁ পরিহার,
রাথহ বারেক মান ধনে।
ধরম করম গতি, জান তুমি মহামতি,
তোমারে কি বুঝাইব আনে॥
যবে নাহি শুন বোল, শুনহে অম্বর-চোর,
আমারে না দিহ কিছু দোষ।
যাইব রাজার ঠাঁই, নিবেদিব গিয়া এই,
ভাল মন্দ না করিহ রোষ॥
না শুনে বচন হরি, না দেয় বসন ছাড়ি,
গোপীও না ছাড়ে রাজবল।
দ্বিজ মাধব কহে, শুন হে যাদব রায়,
অধিক করা এত উতরোল॥

বরাড়ী রাগ।

স্বরূপে কহিল শুন গোআলার ঝি।
ধরিয়া বান্ধিয়া আমি কারে রাখিআছি॥
আপনার সুখে গিয়া করহ গোহারি।
কংসের শকতি আমা কি করিতে পারি॥

গোআলিনি গহের আএ আএ,
কত বড়ই করসি মিছা কাজে।
দেখিব মন্দিরে আজি যাবে কোন লাজে॥ধুয়া
বুঝিলু চাতুরিপণা থাকুক তোমার।
স্বরূপে দাসী যদি হইবে আমার॥
বসন আসিয়া লহ আপনা চাহিয়া।
নহে বা দেখিবি আজি ফেলিমু চিরিয়া॥
নন্দের সুন্দর যত দেখায় তরাস।
শুনিয়া গোপিনীসব বুঝিল নৈরাশ॥
বাম করে যোনি ঢাকি সব্যে পয়োধর।
লাজ ভয় ত্যজিয়া গেলেন নীপতল॥
ডালের বসন কৃষ্ণ কান্ধে পাড়ি পাড়ি।
দেখিয়া অক্ষত যোনি হাসে বনমালী॥
ব্রতী হয়্যা জলে কেন থাকি বিবসনে।
এবড় বিষম পাপ ঘুচিবে কেমনে॥
তবে সে এড়াও দোষ কহিল তোমারে।
কর জুড়ি শিরে যদি প্রণম আমারে॥
হইব ব্রতের ফল কহিল নিশ্চল।
শুন গুণবতি আর নহিও বিফল॥
বুঝিয়া কাজের গতি শিরে জোড় হাথ।
প্রণমে গোপিকা অঙ্গ দেখে যদুনাথ॥
কৌতুকে বঞ্চিয়া কেলি দিলেন বসনে।
দ্বিজ মাধব কহে হাসে শিশুগণে॥

গোপীদিগের গৃহে গমন।

পয়ার।

থানি খানি করি বস্ত্র দেই ফেলাইয়া।
হাথ পাতি গোপীসব লয় ধায়্যা ধায়্যা॥
যার যেই চিনিয়া করিল পরিধান।
শুকাব্রতের ফল হৈল বিদ্যমান॥
যে কাজে করিলা ব্রত হইল সফল।
আমি তোমার নিজ পতি কহিল নিশ্চল॥
বসন হরিয়া হরি কৈল পরিহাস।
তমু নাহি পুরিল গোপীর অভিলাষ॥
মন্দিরে যাইতে কারো নাহি লয় মন।
দেখিয়া সদয় কৃষ্ণ বলিছে তখন।
হইবে বিন্দ্রিন্দাবনে শরত যামিনী।
বঞ্চিব অনঙ্গ-রঙ্গ শুনহ কামিনী॥
এত বলি হৈল তমু নাহি যায় ঘর।
লড় লড় ঝাট কি বলিব পরিকর॥
এড়িয়া যাইতে কারো নহিল সচিত্ত
বনে বনে লড়িলা যাহার নিয়োজিত॥
আসিয়া আপন ঘরে মিলিলা তখন।
গৃহ-সহচরী আগে কহে জনেজন॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ-মাধব-রচিত॥

বরাড়ী রাগ।

সাত পাঁচ সখী মেলি, যমুনায় জল-কেলি,
আছিলু পরম কুতূহলে।
কূলের বসন মোর, নিল যে কালিয়া চোর,
নাজানি গো হরিল কোন্ ছলে॥
প্রাণের সহিগো,
কোনক্ষণে যমুনারে, গেলুঁ
মরণ অধিক লাজে গেলুঁ।
কদম্বের তলে চোর, বসন হরিল মোর,
হাসি হাসি করি পরিহাসে।
লাজভয়ে হেটমুখী, সজল কাজল আঁখি,
নাজানি কি করি তরাসে॥
সাম দান দণ্ড ভেদে, বুঝাইল নানা বিধে,
অসমসাহস বড় চোর।
না মানে নিষেধ কিছু, বীরদাপ করে পিছু,
শুনিয়া হৃদয় উতরোল॥

বুঝিয়া কাজের গতি, তবে কৈল অনুমতি,
সেকারণে পাইলুঁ বসন।
দ্বিজ মাধব কয়, রসিক যাদবরায়,
কে বুঝিবে তাহার করণ॥

গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনার্থ মন্ত্রণা।

পয়ার।

এইসব কথন কহিয়া গোপীগণ।
আপনা আপুনি সভে পাতিআয় মন॥
দেখিয়া গোপাল প্রাণ ধরিতে না পারি।
না দেখি সে বিরহ-আনলে পুড়িমরি॥
ধনজন মন্দির কিছুই নাহি বাসে।
অহর্নিশি মনোরথ বঞ্চি তার পাশে॥
নয়ন ভরিয়া রূপ দেখি নিরন্তর।
অনঙ্গ-বিহার করি নিকুঞ্জ ভিতর॥
এই সব ভাবয়ে আকুল সর্ব্বজন।
তাহার উপায় যুক্তি সৃজিল তখন॥
দধি দুগ্ধ আদি রসে সাজিয়া পসরা॥
সখীগণ মিলি বিকে চলিল মথুরা॥
সেই ছলে বাটে কানু ভেটিব সানন্দে।
তবে আর দিন সভে চলিল আনন্দে॥
সে সব রহস্য শুন হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ-মাধব-রচিত॥

দানখণ্ড।

শ্রীরাগ।

কৃষ্ণের আলাপে গোপী মোহিত হইয়া।
রহিতে না পারে ঘরে মন্দির লইয়া॥
না ভায় গৃহের কর্ম্ম না চাহে আপনা।
মন উচাটিত মতি কানুর ভাবনা॥
শাশুড়ী স্বামীর বোল কেবল মন্ত্রণা।
একঠাঁই হয়্যা সভে করিল মন্ত্রণা॥
ঘৃত ঘোল দধি ছলে সাজিয়া পসরা।
যাইব বিকির ছলে নগর মথুরা॥
যাইতে আসিতে বন্ধু দেখিব সদায়।
না জানিব গুরুজন এই সে উপায়॥
করিব বিবিধ কেলি আপন ইচ্ছায়।
স্থির হৈব প্রাণ কেন মরিব মিছায়॥
গোরস বেচিয়া ধন আনিব বিস্তর।
শাশুড়ী স্বামীর ঠাঁই পাইব আদর॥
ধনলোভে নিরোধ নহিব কোনকালে।
ভেটিব গোপাল বাটে বিহান বিকালে॥
দুখ সুখ নিবেদিব তাহার চরণে।
ভজিবেক বুঝি সেই অনুগত জনে॥
বসন হরণে তার আছে সম্বিধান।
শরতে করিব ক্রীড়া কভু নহে আন॥
স্বভাবে নাগর কানু রতিরসে ভোলা।
আরে যে পাইব নব যুবতির মেলা॥
পূরিবেক মনোরথ অতি সুনিশ্চয়।
এই যুক্তি করি গোপী রজনীসময়॥
শাশুড়ী স্বামীর ঠাঁই বলিল এই বোল।
ঘরে কেন নষ্ট হয় বাসি দধি ঘোল॥
দশ বিশ সখী মেলি যাব মথুরায়।
বেচিয়া আসিব সব গোরস তথায়॥
প্রভাতে উঠিয়া সাজ করিল তাহার।
তা শুনি কৌতুকী বড় নন্দের কুমার॥
দানী হয়্যা পথ জুড়ি রহে আগুআন।
যমুনার ঘাটে নৌকা থুয়্যা বিদ্যমান॥
মহাদানী খেয়ারি আপনি দুই হই।
সহচরগণ থুয়্যা একাকী কানাই॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ-মাধব-রচিত॥

সুহই রাগ।

রজনীপ্রভাতে গোকুলে গোপীগণ।
সুবেশ হইয়া করি দোহন মন্থন॥
ঘৃত ঘোল দধি নবনীত দুগ্ধ ক্ষীরে।
লাখের পসরা শিরে সাজিল বিকিরে॥
চলিলা সুন্দরী রাধা সখীগণ লই।
মথুরা বিকির ছলে ভেটিতে কানাই॥
উন্নত কবরীভার ভরি নানা ফুলে।
সীমন্তে সিন্দূরবিন্দু চান্দ জিনি ভালে॥
নয়নে কাজল নাসা লাম্বে গজমতি।
কর্ণে হীরা ধর কড়ি অপরূপ জুতি॥
গলায় মতির হার লাম্বে কুচতটী।
কেয়ূর কঙ্কণ করে দোসর অঙ্গুটী॥
পরিধান পাটসাড়ী কটিতে কিঙ্কিণী।
চরণে মঞ্জীর মত্তকুঞ্জরগামিনী॥
সুগন্ধি কুসুমমাল ধরিয়া বিশেষে।
কর্পূর তাম্বুল খাই গমন হরিষে॥
যমুনার তীরে কদম্ব তরুতলে।
গানে মাধব দানী দেখিল গোপালে॥

মহারাষ্ট্রী রাগ।

সকল গোআলা মায়্যা, চলিল পসার লয়্যা।
বাটে হয়্যা দণ্ডপাণি, আপনি মহাদানী,
বিচার করেন রহাইয়া॥
গোপীর প্রধান রাধা চলে আগুআন।
ত্রিভুবন রমণী জিনিয়া যার ঠান॥
চন্দ্রাবলী আদি সখী যায় কাছে কাছে।
গোড়াইতে নাহি পারে বড়াই আছে পাছে।
পথমাঝে কদম্বতলে কানাই আছে বসি।
গোপীর ঠাট দেখিয়া ডাকেন ঈষৎ হাসি॥
হেদেলো সুন্দরী রাধে যাহ কোথাকারে।
কিসের পসরা তোমার মাথার উপরে॥

রাই বলে শুন কানু যাই মথুরারে।
ঘৃত ঘোল দধি দুগ্ধ সাজিয়া পসারে॥
কানু বলে যাহ বিকে আপনার সুখে।
কি দেখি গোরস আগু ওলাহ সম্মুখে॥
রাই বলে বিকির বেলা হৈল উচ্চতর।
কেনি বা ওলাব পসার তোমার গোচর॥
কানু বলে নাহি জান আমি মহাদানী।
চিরকাল আমার খাসের ঘাটখানি॥
জানিলে পসার ওলাহ সব জানি।
কোন রসে কতদান করিব টঙ্কণি॥
রাই বলে আই আই এ বড় অদ্ভুত।
কেনি হেন মিছা কথা কহ নন্দসুত॥
চারিভিতে গোপী সব বলে ধীরে ধীরে।
কভু নাহি শুনি দান যমুনার তীরে॥
নিতি নিতি গতাগতি করি বিকি-কিনি।
তুমি পথে মহাদানী কভু নাহি শুনি॥
আজু সৃজিলে দান আপনা আপনি।
কে দিল কুমতি কানু কেন হেন বাণী॥
শুনিলে নৃপতি কংস হইয়ে প্রমাদে।
গান মাধব রাধা কানুর বিবাদে॥

পাহিড়া রাগ।

আজি নহে কালি নহে, জানি বাপপিতামহে
গোকুলনগরে নহে ঘাটী।
ঘৃত নবনীত দধি, বেচি নিয়া নিরবধি,
আজি তুমি কর মিছা হাঠি॥
নিলাজ কানু পথ ছাড় না কর বিরোধে।
বুঝিল তোমায় তিলেক নাহি বোধে॥ ধ্রু॥
পাটে কংস নরবর, অতি বড় খরতর,
তারেও তোমার নাহি ডর।
আমি আগ্রানের রাণী, যদি কহি এই বাণী,
মজিবে নন্দের গাবী ঘর॥

কি তোরে করিব ক্রোধ, যশোদার অনুরোধ,
সহিল সকল কুবচন।
যদি বল আর বার, উচিত পাইবে তার,
মাধবের সরস বচন ॥

শ্রীরাগ।

নিতি নিতি যাহ বিকে মথুরানগরী।
ভালই আপন মুখে মানিলা সুন্দরী ॥
না জানি কেমন পথে যাহ পলাইয়া।
কেমনে জানিবে আমা দানী করিয়া ॥
আজু অবধি যতকাল কর কিনি-বিকি।
উচিত বুঝিয়া দান দেহ চান্দমুখী ॥
তোর রূপ যৌবন বড়ই মোহন।
পলানিয়ে দায় খণ্ডে তথির কারণ॥
পিরিতি পূর্ব্বকে দান করাহ দোপট্টে।
নহেবা হারাবে মান যদি কর হঠে ॥
দধি দুগ্ধে চারিপণ ঘোলে আধা উন।
ক্ষীর নবনী দুগ্ধে সে হএ দ্বিগুণ ॥
সের প্রতি সর্ব্বকাল আছে এই রীতি।
আঁগন মুঠি আর যেবা কোন ধুতি ॥
এবার বরিখের কড়ি লিখ কত হয়।
পড়সি কারণে কিছু খণ্ডাইব তায় ॥
বড়াই পাঠায়্যা কড়ি আনহ সত্বর।
গান মাধব রঙ্গে বঙ্গে যদুবর ॥

সুহই রাগ।

পাটে রাজা কংসাসুর আছে বিদ্যমান।
বুঝিব উচিত বোল উঠ না দেআন ॥
সত্য দানী হও যদি দিব মহাদান।
আরো সভামাঝে আমি পাব অপমান ॥
শুন শুন আরে কানু এ বোল চাতুরী।
পরনারী পথে পায়্যা কর বাটআরি ॥
তরুমূলে নদীকূলে থাক একেশ্বর।
মিছা হঠে মাগ দান কি দিব উত্তর ॥
পারিহর দুরাচার যাই মথুরারে।
দিব কিছু দধি দুগ্ধ খাইবার তরে ॥
আপনার অপযশ আনিলে আপনি।
তুমি যশোদার পো আমি মাতুলানী ॥
দ্বিজ মাধব কহে রসিক মুরারি।
না শুনে বচন কানু প্রকটে চাতুরী ॥

মহারাষ্ট্র রাগ।

ষোলবৎসর বয়সআমার বারবরিষের চাহ দান
কি আর করসি হঠ, একবোলে করিলে নট
সভা হৈলে পাইতে আপমান ॥
হেদেরে নন্দের পো,আপনারে দেখহ সেয়ান
পথ ছাড়ি দেহ কেবা আছে অগেআন ॥
ঘোল সেরে কত রস, সবে বেচি গণ্ডাদশ,
তার দান চাহ দুইপণ।
আছুক লাভের কাজ, মূলে পড়িল বাজ,
খাবে কিছু চাহি চিরন্তন ॥
একে তুমি নহ দানী, আরে বল মন্দবাণী,
বারে বারে সহিল অনেক।
আমি আএানের রাণী,
গোকুলসমাজে জানি,
শিশু দেখি করিল বিবেক ॥
না যাব কংসের ঠাঁই, যশোদার মুখ চাই,
এক পড়িসালে করি ঘর।
দ্বিজ মাধব কয়, রসিক যাদব রায়,
পসার লড়ায়্যা বারেবার ॥

পয়ার।

রাধিকার বচন শুনিয়া বিদ্যমান।
পসার ধরিয়া হরি দিল একটান॥
খসিয়া পড়িল বিড়া দূর গেল ডালি।
কি কর কি কর বলি বুড়ি মারে তালি॥
চতুর গোপের মায়া না দেই ছাড়িয়া।
তা দেখিয়া সব গোপী আইল ধাইয়া॥
হাসিয়া নন্দের পো রসিক শেখর।
ঢাকা দধি একভাণ্ড লইল সত্বর॥
আই আই করে ডাক ছাড়ে সখীগণ।
কভু নাহি দেখি শুনি হেন অকারণ॥
পরধন দেখিয়া ধরিতে নার মন।
অবুধ রাখালজাতি স্বরূপ বচন॥
অক্ষরের লেশ নাহি শরীরের মাঝে।
অহর্নিশ ভ্রমি বুল চপলসমাজে॥
কেমনে জানিবে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার।
মজাল্যে নন্দের যশ থুইলে খাঁখার॥
রাধিকা বলেন কানু কর কোন কাজ।
স্ত্রীর সঙ্গে হাথাহাথি নাহি বাস লাজ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ-মাধব-রচিত॥

শ্রীরাগ।

এড় এড় লম্পট কেবা পারে বলে।
নিকড়িয়া সদাগর পাইনু এতকালে॥
চল চল নিলজ না লোড় দধিভাঁড়ে।
কড়া এক পড়কা পসারে নাহি পড়ে॥
স্ত্রী সঙ্গে হাথাহাথি কর কোন্ কাজে।
আর লোক দেখিলে পাইব বড় লাজে॥
কি মোর ঝকড় হৈল বহি গেল বিকি।
হেন গোঙারের ঠাঁই কভু নাহি ঠেকি॥
আজি বিধি বিরোধে প্রান্তরে পরমাদ।
এবার এড়ায়ে গেলে আর নাহি সাধ॥
দ্বিজ মাধব কহে রসিক মুরারি।
পসার এড়িয়া কানু ধরিল কবরি॥

জাকুড়ি পঠমঞ্জরী রাগ।

গোপীর বচন শুনিয়া যদুরায়।
দেহ লো শৃঙ্গার রাধে আর নাহি দায়॥
তোমার রূপ যৌবন বড়ই মোহন।
ভাঙ্গিয়া কহিল কথা না যায় খণ্ডন॥
চলল সুন্দরী রাই পসার ফেলাই।
করিব মদনকেলি বৃন্দাবনে যাই॥
আঁচলে বান্ধিয়া কুচ চাপে দুই করে।
ঘন ঘন চুম্ব দেই মুখের উপরে॥
কমলে ভ্রমর যেন লাগে জড়াজড়ি।
আই আই করিয়া ডাকেন বড়াইবুড়ী॥
চারিভিতে সখীগণ করে কাণাকাণি।
দেখিতে আসিতে লাজ না ধরে পরাণী॥
রাধাকানুর ধামালী দেখিয়া সব সখী।
নয়নে বসন দিয়া ঘন হাস্য মুখী॥
কেহ কেহ পসার লইয়া দূরে যায়।
রাধিকার কাছে থাকি দেখে যদুরায়॥
দেখিয়া নাগর হরি হরষিত মন।
ধাই ধাই ঠাই ঠাই ধরে জনে জন॥
ঘৃত ঘোল দুগ্ধ পিল ক্ষীর দধি খায়।
ছেনা নুনি লইয়া ফেলিয়া মারে গায়॥
উচ কুচ লুড়ে কার চুম্ব দেই মুখে।
কারো হার বসন কাড়িয়া লেই সুখে॥
রাধিকা বলেন কানু নহিও উতরোল।
ছাড়হ আঁচল হের শুন মোর বোল॥
দিবসে বিদায় দেহ সন্ধে ঘরে যাই।
করিব মদনকেলি রচিল মাধাই॥

পয়ার।

না মানে প্রবোধ কানু বড়ই দুলাল।
জনে জনে ঠেলাঠেলি বিক্রম বিশাল॥
ভাণ্ড ভাঙ্গে কুচ লোড়ে খসায় কবরী।
কারো চুম্ব আলিঙ্গন দেই ধরি ধরি॥
কারো হার ছিড়ে কার খসায় কবরী।
কাহারো কাড়িয়া লয় পাট নেতসাড়ী॥
মাথার পসার ফেলি সব গোআলিনী।
চারিভিতে পলায় কৌতুক চক্রপাণি॥
দুগ্ধ পিয়ে দধি খায় বাছিয়া বাছিয়া।
ঘৃত ঘোল ভাণ্ড ফেলে টানিয়া টানিয়া॥
ক্ষীর নবনীত ছানা ফেলাফেলি মারে।
দুই হাথ দিয়া কারো কারো কুচ ধরে॥
আপনার রঙ্গে হরি কৌতুকে বিহরে।
তা দেখি বড়াই হইল আগুন সোসরে॥
ক্রোধমুখী দন্তসারি আঁখি পাকাইয়া।
গোপালে মারিতে যায় লড়ি হাথে লয়্যা॥
ভাণ্ডুরি কাটায়্যা তার গিয়া পাছু আন।
পরিধান বস্ত্র ধরি দিল ... ক টান॥
তবে নরহরি তার কাড় ... লইল বাড়ি।
তার বস্ত্র আনিয়া গলায় দিল দড়ি॥
টান্যা লয়্যা যায় বুড়ি আপনার সুখে।
তাহা দেখি রাধা আসি মিলিলা সমুখে॥
বলিতে লাগিলা কিছু চান্দ মুখ।
এড় এড় বুড়ি পাছে পায় বড় দুখ॥
আর যত সখী সব আইল রড়ারড়ি।
ভাঙ্গা ঢোল হেন বুড়ি যায় গড়াগড়ি॥
ধুলায় ধূসর বড় বোল নাহি তুণ্ডে।
মাথার চুল ফুর ফুর করে ধুলাভার মুণ্ডে॥
নাহি দিও আর দুখ কাতর বড়াই।
এবার এড়িয়া গেলে আর সাধ নাই॥
চলনা নিকুঞ্জ বনে করিব পিরিতি।
এ বোল শুনিয়া কৃষ্ণ বড় হৃষ্টমতি॥
পুনরপি আলিঙ্গন দেই জনে জনে।
আপনা সারিয়া বুড়ি উঠিল তখনে॥
হাঁ হাঁ করিয়া রড় দিয়াছে বড়াই।
রাধিকা এড়িয়া কানু পলায় রড়াই॥
পলাইয়া যাইতে হাথের পড়ে বাঁশী।
কদম্বের তলে তাহা বড়াই পাইল আসি॥
ডাকিয়া ডাকিয়া বলে আরে কানু কানু।
কি আর পলায়্যা যাহ হের আছে বেণু॥
ছাওয়াল হইয়া কর জাতিনাশের কাজ।
তোমা হৈতে হৈবে নন্দযশোদার লাজ॥
থাক থাক বিকিরে আগু যাও মথুরারে।
দেখিব কি করো পাছে গিয়া তোর ঘরে॥
বুড়ির কথা শুনি হরি হাসি মনে মনে।
ঘনাইয়া যায় আড় হয়্যা বনে বনে॥
রাধা বলে বড়াই না ভাঙ্গিও এখন।
কানাই প্রমাদ বড় থাকে স্থানে স্থান॥
বিকি কিনি করি আগু যাই নিজস্থান।
তবে যে করিহ যেন না শুনে ... য়ান॥
ছাওয়াল ভাগিনার দোষ কত সইতে পারি।
নিতুই আসিব যাব কত করিব বৈরি॥
পিরিতি করিয়া গিয়া বুঝাইব আজি।
জাতিনাশ না করিল এই বড় ভাগি॥
সকল গোপিনী লয়্যা বড়াই বুড়ি লড়ে।
ঘোল ঘোল করিয়া সঘনে ডাক পাড়ে॥
রাই বলে সখী সব দেখিল কি আজি।
যতেক মন্ত্রণা সব সিদ্ধ হইল কাজি॥
চুম্ব আলিঙ্গন মাত্র প্রথম প্রবেশে।
বাড়িব অধিক সুখ দিবসে দিবসে॥
সুরতি সম্পদ মাত্র আছে অবশেষে।
না জানি কখন তাহা দেয় হৃষিকেশে॥

এই কথা কহিয়া গোপী যায় হরষিত।
যমুনার ঘাটে আসি হৈল উপনীত॥
দ্বিজ মাধব রচিলা এই গীত।
খেয়ারি হইয়া কানু আছে অলক্ষিত॥

নৌকা খণ্ড।

মাথায় পসরা চলিলা রাধা
সব সখীগণ সঙ্গে।
যমুনার ঘাটে লম্পট খেয়ারি
থাকে সেই ঘন রঙ্গে॥
নাগর কানাই নৌকা আন ঝাটরে।
বেলি উছর হৈল রে॥ ধ্রু॥
বলে বনমালী শুন লো গোআলি
কেন পাতিয়াছ রোল।
করিব ওপার যাইও বিকিরে
আগে ফুরাই মোর বোল॥
বলে চন্দ্রাবলী শুনহ খেয়ারি
তোমার কিছুনা করিব খণ্ডা।
পার হৈলে তুমি,
পাইবে ধরণ গণ্ডা॥
গোপীর বচন শুনি মনে মন
হাসে দেব বনমালী।
দ্বিজ মাধব কহে শুনিয়া দহে
রাধাকৃষ্ণের ধামালী॥

বরাড়ী রাগ।

আমার সুন্দর না।
যেবা আসি দেয় পা॥
হাসিয়া গণয়ে ষোল পণ।
তোমার নিতম্ব কুচ, অতি গুরুতর উচ,
এ নায়ের ভরা দশ জন॥
হেদেলো গোআলার, মায়্যা বুঝিল,
বড়ই তুমি ঢাঁট।
দান কুরাইয়া, হেদেলো গোয়ালিনি
নাএ চড়সিয়া ঝাট॥
লাখের পসরা তোর, নাএ পার হবে মোর,
ইহাতে পাইব আর কি।
বুঝিয়া উচিত বল, পিছে যেন নহে কল,
এই জীবিকায় আমি জী॥
তুমিত যুবতী মায়্যা, আমিত যুবক নায়্যা,
হাস পরিহাসে গেল দিন।
ও পারে মানুষ ডাকে, খেয়া নিয়া মিছাপাকে
এতক্ষণে হৈত ভরা তিন॥
খীর নুনী দুগ্ধ দই, আগে আন কিছু খাই,
নৌকা বাহিতে হউক বল।
দ্বিজ মাবধ কয়, রসিক যাদবরায়,
মিছা পাকে হারাবে সকল॥

পয়ার।

কানাইর বচন শুনি রাই।
বলিতে লাগিল প্রণত হই॥
শুনহ কানাই আমার বোল।
কোন কাজ লাগি পাতিয়াছ রোল॥
আমার তোমার বাস একি গাঁয়।
কেহ কার নাহি হাথ এড়ায়॥
করিব পিরীতি কে কার ভিন।
হৈব গতাগতি দিনের দিন॥
চাপান নৌকা দিবস যায়।
তোমার এসব উচিত নয়॥
আগে কর পার যাইব বিকাএ।
তবেত মাগিহ যাহা মনে লয়॥
ক্ষীর দধি নুনি দিব খানি খানি।
ইহা খাইয়া তোষহ পরাণি॥

না কর বিলম্ব চাপাই না।
মাথায় পসরা লাগিল পা॥
গোপীর বচনে পাইয়া আশ।
নৌকা চাপাইল শ্রীনিবাস॥
জিউ জিউ করি চড়ে আভীরী।
সুসাজ হইয়া বৈসে সারি॥
রাজ হংসকুল জিনিয়া শোভা।
বিকচ কমল বদন লোভা॥
আপনি বসিলা কাণ্ডারী হই।
তবে গোপিকারে বলিল এই॥
শুনহ গোপিনী মোর ছোট না।
পসরা ওলাইয়া কেরুআল বা॥
গোপী বলে মোরা অবলা জাতি।
কেরুআল ধরিতে না জানি ভাতি॥
কানু বলে তুমি কিছু না জান।
পরের পো খানি ভুলাঞা আন॥
এ বোল শুনিয়া যত আভীরী।
সুসাজ হইয়া কেরুআল ধরি॥
ঢেক সারি হরি নৌকা খেআয়।
দ্বিজ মাধব এ রস গায়॥

পাহাড়িয়া রাগ—এক তালি তাল।

গুঁড়া চাপি চাপি, বৈসে সব গোপী,
পসরা লইয়া কোলে।
কানু সুখে সারি, গায় স্বর জুড়ি,
হিঁঅই হিঁঅই বল্যে॥
বহে নরহরি, নাগর কাণ্ডারি,
রঙ্গে নব বধূ সঙ্গে।
ঝমকি ঝমকি, পড়ে কেরোআল,
যমুনার ও তরঙ্গে॥
রঙ্গে ভঙ্গে ঘন, বাজে ঝন ঝন,
কঙ্কণ কিঙ্কিণী জাল।
রতন নূপুর গজমতি হার,
গলে মল্লিকার মাল॥
বাহ বাহ বলি, ত্বরা দেই হরি,
ঘন ছাড়ে গোড় তালি।
বাম করতলে, ধরিয়া পা-তলে,
দক্ষিণে পূরে মুরলী॥
শ্রমে ঘর্ম্মমুখী, বাহে সব সখী,
আঁচর উড়িছে বায়।
মুকুতা কবরি, হায় সে দুলরি,
মাধব এ রস গায়॥

পাহিড়া রাগ।

না ডুবার ছলা করি।
ডাকিয়া বলিছে হরি॥
মধ্য যমুনায় আইল না।
দেআ মেলিল বিষম বা॥
সুন্দরি আলো রাই।
ঝাটে করিয়া কহ নারে॥ ধ্রু॥
ঢেউ হয়্যা গেল বিপরীত।
ত্রাসে মোর হিয়া চমকিত॥
স্থির করিতে না পারি কাণ্ডার।
খসিয়া পড়ে হাথের কেরুআল॥
গুঁড়া ছাপায়্যা ভরিছে পানী॥
পসরা বা থুইআছ কেনি॥
দধি দুগ্ধ ভাণ্ড ফেলাহ সকল।
আড়া ভার ভরি সেচহ জল॥
হার কঙ্কণ বসনের ভরে।
অধিক নৌকা টলমল করে॥
ধনের লাগি হারাবে জীবন।
খসাঞা ফেল গাএর আভরণ॥
কানাইয়ের বচন শুনিয়া গোপী।
ভয়ে আকুল হয়্যা ধরে চাপি॥

সুখে হরি দেই আলিঙ্গন।
দ্বিজ মাধব বিরচন ॥

ভাট্যারি রাগ।

রঙ্গে নাগর হরি রসের সাগর।
দেখিয়া সশঙ্ক গোপী কোলের ভিতর ॥
যমুনার মাঝে দ্বীপ করিল হাটু পানী।
নাকানি ডুবিয়া তাহে সাঁতারে আপনি ॥
খেনেকে যাদবানন্দ ব্রজবধূ মেলে।
রবিসুতা সলিলে মদন কুতুহলে ॥
পসার ভাসিল গোপী হইল বিবসন।
ঠেকিল চরণে চর জানিল তখন ॥
দাণ্ডাইতে বড় লাজ আঁটু নাহি ভিতে।
বসিয়া বসিয়া গোপী বুলে চারি ভিতে ॥
করে ধরি তবে হরি তোলে জনেজন।
না চাহে বয়ান কেহ মিলিত নয়ন ॥
সব ভাসি গেল তবে শুখাইল পানী।
কি করিব গোপীনাথ একুই না জানি ॥
দ্বিজ মাধব কহে সাধি মনোরথে।
কপটে গোপিকাকুল করে হেট মাথে ॥

সুহই রাগ।

মথুরা যাইতে বিকে চড়িনু তোর নায়।
দহের মাঝেরে আনি ডুবাইলে তায় ॥
ভাগ্যে পাইল চর রহিল জীবন ॥
আরো নানা দুরগতি করসি এখন ॥
কি কৈলে কানাই কেমন তোমার মতি।
যমুনায় বল কর পরের যুবতী ॥
হারাইল সকল অঙ্গের অলঙ্কার।
তারে কোন বুদ্ধি করি কোথা পাব আর ॥
কেমনে হইব পার নৌকা থুইলে কই।
ক্ষুধারে মরিব ডুবি বেলা গেল বই ॥
নিশ্চয় জানিল বধ লাগিল তোমায়।
ঘর গেলে এখন ঠেকিবে এই দায়
দ্বিজ মাধব কয় রসিক মুরারি।
চরণে পড়িয়া স্তুতি করে গোপনারী ॥
কৃপার সাগর সেই নন্দের কুমার।
পুনরপি নৌকা আনি সভা কৈল পার ॥

মালসী রাগ।

গোপীর বচন শুনিয়া হরি।
না-খানি আনিল তপাস করি।
সেঁচিয়া ফেলিল সকল পানী।
নৌকায় বসাইল গোপিনী ॥
আপনি বসিলা কাণ্ডারী হই।
তবেত নাগর যমুনারে কই ॥
গোপীর বস্ত্র অলঙ্কার খানি।
যত হরিয়াছে তোমার পানী ॥
ঝাট চাহিয়া আনিয়া দেহ তা।
হেরহ আপনি চাপিয়াছিলা ॥
কৃষ্ণের বচনে সূর্য্যের সুতা।
সকল আনিয়া দিল ভয়যুতা ॥
যাহার যেই চিনিয়া ধরি।
নৌকায় বসিল সারি সারি ॥
রাধিকা বোলয়ে শুন হে কানাই।
সকল পাইল পসরা কই ॥
কানাই বলেন নট হৈল যেই।
হারাইল তাহা আর পাবা কই ॥
এতেক বলিয়া হাস্যবদনে।
আপন সিদ্ধ কৈল মনেমনে ॥
হরল গোরস পসার সারি সারি।
যার যেই সভে চিনিয়া ধরি ॥

দেখিয়া রঙ্গিণী যতেক আভীরী।
ডাক দিয়া দিয়া বলিছে হরি॥
যমুনার জলে চলে ভাল না।
দেখিয়া গোপিনী কৌতুক গা॥
শুনহ রসিক কৃষ্ণ-চরিত্র।
দ্বিজ মাধব এই বিরচিত॥

বরাড়ী রাগ।

চন্দন কাষ্ঠের না সুন্দর পাতন।
সোণার জলই তাহে সুন্দর গঠন॥
আগে পাছে চরাট মাঝারে রৈ ঘর।
মণিমুকুতার হার লম্বিত চামর॥
যদুনন্দন, সুর-মুনি-বন্দন,
কৌতুকে যমুনায় খেয়ারি।
সুরতি লাগিয়া পার করে গোপনারী॥
আপনি কাণ্ডারী গণই রাই।
জল ফুটি ফুটি সেচে বড়াই॥
আর যত গোপবধূ হয়্যা একজুটী।
সোণার কেরোআল ধরিল দৃঢ় মুঠি॥
আকাশে থাকিয়া হরষিত দেবগণ।
বিমানে চড়িয়া সভার দেখিতে গমন॥
শঙ্খ দুন্দুভি বাদ্য বাজে ঘনে ঘন।
জয় জয় ধ্বনি করি পুষ্পবরিষণ॥
দ্বিজ মাধব কহে পরম রসাল।
মথুরার ঘাটে নৌকা চাপাইল গোপাল॥
পসার লইয়া উঠে সব গোপীগণ।
না খোটা দিয়া রহে নন্দের নন্দন॥

পয়ার।

গোপীর সহিতে গোপালের কেলি।
যে হয় প্রেমের লোক সেই বুঝে ভালি॥
অঙ্গে ভঙ্গে গোপকন্যা উঠে জনে জনে।
আড়আঁখি কানুরে দেখায় আপন গুণে॥
কেরাল এড়িয়া নাএ পসরা মাথায়।
হাসি হাসি মথুরায় চলি চলি যায়॥
হাসিয়া বলেন প্রভু চলি যাহ ঝাটে।
না খানি চাপায়্যাছি মথুরার ঘাটে॥
আমারে আনিহ পুষ্প চন্দন গুবাক।
ঝাটকরি আইস যেন নাহি ছাড়ি ডাক॥
এই সব রূপে গোপী পসরা লইয়া।
হাসিতে খেলিতে যায় কৃষ্ণ কথা কয়্যা॥
রাধিকা বলেন বড়াই তোমার নিমিত্তে।
কেবল ঠেকিয়া ছিলাম গোঁড়ারের হাথে॥
আর সখী বলে কিছু না বলিও রাধা।
ঘরে হৈতে বাহির হৈতে পড়্যাছিল বাধা॥
তেকারণে পথে বিরোধে যদুরাজে।
শুনিলে ঘরের লোক বড় পাবে লাজে॥
আর সখী বলে শুন এহ বোল নহে।
যে দিনে যে ফল তাহা ভুজিলে সে যাএ॥
এই সব কথা কহিয়া গোপীগণ।
মথুরা নগরে আসি দিলা দরশন।
যার সেই ঘরাঘরি দিলেন আসন॥
নাস বেশের সজ্জা কিনে জনেজন।
আমলকী সিন্দুর খএর গুআপান॥
আড়ি মাথে করি সভে করিল পয়ান।
চল চল আলো সখি বেলি অসকাল॥
পথে না কানাই আর কি পাতে জঞ্জাল॥
সাত পাঁচ মনে করি সব গোপীগণ।
যমুনার ঘাটে আসি দিল দরশন॥
কোন সখী চিড়া কলা কেহ গুআপান।
বন্ধুরে লইয়া আগে থায় পাছুআন॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শুন হের রাধা।
কিছু দ্রব্য আন খাই আমার বড় ক্ষুধা॥

এ বোল শুনিয়া রাই ঈষৎ হাসিয়া।
পসার হইতে দ্রব্য দিতেছে খসিঞা॥
ঘৃত দধি দুগ্ধ ননী আর গুআপান।
ভক্ষণ করিলা প্রভু গোপী বিদ্যম
কর্পূর তাম্বুল খাই পরম বিনোদে।
কাণ্ডার ধরই গিয়া পরম সানন্দে॥
হরিষে নাগর গুরু চাপাইল না।
ঘোরতর মেঘ হইল বহে মন্দ বা॥
বাম করে কাণ্ডার দক্ষিণে মুরলী।
মুখে সারি গায় রঙ্গে পাটগোড় তালী।
রাধাচন্দ্রাবলী লয়্যা সকল গোআলী॥
সোণার কেরাল করে বহে এক মেলি।
এইরূপে খেলাইয়া গোপীরে গোপাল।
হেনই সময় তথা হৈল সন্ধ্যাকাল॥
এখানে কহিব আমি ইহার করণ।
দ্বিজ মাধব তাহে সুকবি রচন॥

বসন্ত রাগ।

প্রবল পবন-সঙ্গে, বহু ভয়ঙ্কর রঙ্গে,
কেবল দিবস অবশেষে।
অম্বর মুখরিত, বারি পূরণিত,
তিমির নিকর পরকাশে॥
তরণী-তনয়া-বারি, তরি পথে খেয়ারি হরি,
তাই আরোহণ বর তরণী আভীরী।
বলেন সুন্দরী রাই, শুন প্রভু গোবিন্দাই,
আজ সংশয় দিন ভেল।
যবে এক জীবন, পরিত্রাণ কারণ,
তুঁহু নাথ পরম দয়াল॥
বলে প্রভু গোবিন্দাই, শুন গো সুন্দরী রাই
খেয়াইতে বিষম সঙ্কটে।
যদি তোমা পরিহাসে, আজি এ যাইব বাসে,
রজনী বঞ্চিব এই তটে॥
পুন কহে গোআলিনী, অনুগত এই বাণী,
লোক মুখে হৈব অপযশ।
যে হউ সে হউ পার, হইয়া যাইব ঘর,
মাধব কহে এই রস॥

পয়ার।

রাধার বোল বাসিল গোপালে।
হাসিয়া ভর দিল কেরোআলে॥
খেয়াইল না সুতার সঞ্চারে।
গোকুলের ঘাট বরাবরে॥
নাহিক মেঘ নাহিক বাতাস।
রাধার মুখে ঘন ঘন হাস॥
বড়াই বলেন যশোদার বালা।
ছাওআল হয়্যা জান কত কলা॥
বুড়া হয়্যা আমি দেখিল বিস্তর।
তোমা হেন না দেখি ইতর॥
এই সব হাস পরিহাসে।
গোপীগণ লয়্যা কানু আইসে॥
নিজ ঘাটে চাপাইয়া না।
সব গোপীগণ কূলে তোলে গা॥
রবি অস্ত সন্ধ্যা হইল উদয়।
কানু কহে কপট হৃদয়॥
দান খেয়ারের হয় দুই দায়।
প্রবোধ করিয়া যাহ নিজালয়॥
টাকা কড়ি আমি কিছুই না চাই।
রতি সুখ দিআ যাহগো রাই॥
শুনিয়া গোপিকা কৃষ্ণের বচন।
দিলেন সভে মিলি সুরতি তখন॥
বিদায় করিয়া যাহ নিজ ঘরে।
অধিক রাধা দুঃখিত অন্তরে॥
শুন শুন নর হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ-মাধব-রচিত॥

যজ্ঞপত্নীর নিকট অন্ন ভিক্ষা।

পয়ার।

আর দিন বনে বনে শিশুগণ লয়্যা।
খেড়ায় যাদবানন্দ ধেনু চরাইয়া॥
অতি ঘন তরুগণ ঠেকে পাতে পাতে।
অবিরত ছায়া তাহে নাহি রবি তাতে॥
তাহা দেখি রামকৃষ্ণ বড় হরষিত।
বলিতে লাগিলা কৃষ্ণ সভার বিদিত॥
দেখ দেখ আরে ভাই পূরিয়া নয়ান।
পরসুখ হেতু জন্ম ধরে তরুগণ॥
বাত বরিষণ তাতে হিম সহমান।
নিরবধি করে ফল পত্র পুষ্প দান॥
ধন্য ধন্য বনবাসী ধন্য জীবন।
এতেক বলিয়া কৃষ্ণ করিলা গমন॥
যমুনার কূলে গিয়া বসিলা তখন।
জলপান করাইল যত ধেনুগণ॥
হেনই সময়ে আসি গোপশিশুগণ।
আসিয়া কৃষ্ণের ঠাই কৈল বিজ্ঞাপন॥
ক্ষুধার্ত্ত পরাণ যায় শুনহ কানাই।
কেমন প্রকারে সত্বরে অন্ন খাই॥
এবোল শুনিয়া প্রভু দয়া উপজিল।
মনে মনে চিন্তি তায় উপায় কহিল॥
শুন শুন আরে ভাই কর অবধান।
কথোদূরে আছে এক দেবতার স্থান॥
দেখিবে তথায় দ্বিজগণ মহাভাগ।
স্বর্গকাম্যে করে তারা আঙ্গিরস যাগ॥
তার ঠাই কহ গিয়া আমার কথন।
আমাহুঁহাকার নামে পাইবা ওদন॥
কৃষ্ণের বচনে তথা গেলা শিশুগণ।
প্রণাম করিয়া বলে দেখিয়া ব্রাহ্মণ॥
শুন শুন মহাভাগ করিয়ে প্রণতি।
পরিচয় দিলুঁ গোসাঁই আমরা গোপজাতি॥
রামকৃষ্ণ দুই ভাই ক্ষুধায় আকুল।
ধেনু চরায়ে অই কাননে অদূর॥
অন্ন মাগি পাঠাইলা তোমার সদন।
দেহ ঝাট লয়্যা যাই যদি লয় মন॥
অবুধ অজ্ঞান পাপ সেই দ্বিজগণ।
শুনিয়া না শুনে তারা সে সব বচন॥
তন্ত্র মন্ত্র যজ্ঞদান সেই মহাশয়।
তপ জপ দান ধর্ম্ম যাতে মুক্ত হয়॥
আগম পুরাণে যার নাহি পায় শুদ্ধি।
হেন মহাপ্রভু প্রতি করি অল্পবুদ্ধি॥
নন্দঘোষ পুত্র প্রতি করিল হেলন।
দিব না দিব এক না বলিল বচন॥
চতুর বালক সব বুঝিয়া ইঙ্গিত।
আসিয়া কৃষ্ণেরে কথা করিল বিদিত॥
শুনিয়া শিশুর কথা হাঁসে নারায়ণ।
তবে আর উপদেশ কহিল তখন॥
সতী প্রতিব্রতা বড় তার পত্নীগণ।
সতত হৃদয়ে ভাবে আমার বচন॥
তার ঠাই কহ গিয়া আমার কথন।
প্রচুর করিয়া পাবে অন্ন ব্যঞ্জন॥
শুনিয়া অন্নের কথা লুব্ধ শিশুগণ।
পত্নীশালায় আসি দিল দরশন॥
দেখিল সুন্দরী সব রত্ন আভরণ।
প্রণাম করিয়া কহে কৃষ্ণের কথন॥
ধেআনে যাহার রূপ চিন্তি সর্ব্বক্ষণ।
হেন প্রভু শুনিলেক অদূরে কানন॥
পড়িল শ্রবণ মাত্র হইল ব্যাকুল।
প্রেমে পুলকিত তনু খসিল দুকূল॥
যতনে চেতন পায়্যা উঠিল সম্ভ্রমে।
চতুর্ব্বিধ মিষ্ট অন্ন লয়্যা অনুপামে॥
লেহ্য পেয় চোষ্য চর্ব্ব্য এ চারি প্রকার।
সুবর্ণ-ভাজন ধরি ভরিয়া অপার॥

কৃষ্ণ দেখিবারে বেগে করিল গমন।
সমুদ্র স্বামীরে যেন যায় নদীগণ॥
পতিসুত বাপ ভাই নিজ পরিবার।
রহাইতে নারে কেহ ধরাধরিকার॥
এক নারী ধরিয়া রহাইল নিজপতি।
সেখানে শরীর ছাড়ি পাইল কৃষ্ণগতি॥
লোকমুখে যার কথা শুনিল শ্রবণে।
তার দরশন পাইব আপন নয়ানে॥
এ সব আনন্দে উল্লসিত অতিশয়।
আপনারে পাসরিল কিবা লাজ ভয়॥
আসিয়া নন্দের সুতে দেখিল যে বেশ।
তার বিবরণ আমি কহিব বিশেষ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত্ত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ-মাধব-রচিত॥

মুনি-পত্নীগণের শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন।

শ্যামল শরীরে, শোভে পীতাম্বরে,
শিরে শিখণ্ডধারী।
বিচিত্র ধাতুরাগ, আতি সৌরভ,
প্রবাল মোতিম হারী॥
যমুনা পুলিনে, বিহার কারণে,
ধীরে ধীরে হরি যাই।
সহচর কন্ধর, মিলিত বাম কর,
সব্যে কমল ফিরাই॥
রুচির শ্রুতিতল, লম্বিত উৎপল,
কপোল কুণ্ডল ভারি।
নির্ম্মল নলিন, কোটিসম আনন,
ঈষত হাস মাধুরী॥
অবিদিত গরিম, রূপের অনুপম,
পটু নটবর-বেশধারী।
চঞ্চল মঞ্জীর, রোচন অঞ্জন,
মুকুন্দ মোহনকারী॥
কহই মাধব, অভিনব মনোভব,
বিবিধ রঙ্গবেশধারী।
অসীম করুণামণি, বিদগ্ধশিরোমণি,
প্রেমে তরল বনমালী॥

পয়ার।

এইরূপে নন্দসুত ব্রজশিশু-সঙ্গে।
মৃগপশু অন্বেষণ করি বুলে রঙ্গে॥
পরম মোহন রূপ দেখি নারীগণ।
পাইল পরম সুখ রহিল জীবন॥
শ্রবণে নয়নে দুই খণ্ডিল বিবাদ।
ঘুচিল সন্তাপ মনে বড়ই আহ্লাদ॥
নয়নে প্রবেশ মাত্র দিয়া আলিঙ্গন।
বিসরিল তনয় মন্দির ধন জন॥
দেখিয়া ভকত নারীগণ যদুরায়।
হাসিয়া হাসিয়া বাক্য বলেন কৃপায়॥
ভালই আইলা তুমি সব সতীগণ।
দেখিয়া আমায় সিদ্ধ হৈল প্রয়োজন॥
যত ভক্তি হয় মোর শ্রবণে সেখানে।
তত ভক্তি নহে পরশনে দরশনে॥
এ সব জানিয়া দুঃখ না ভাবিহ মনে।
বিলম্ব না কর ঘরে লড় সর্ব্বজনে॥
পাইবে পরম পদ অন্ত নহে কভু।
তুমি সে আমার দাসী আমি তোমার প্রভু॥
যজ্ঞ সাঙ্গ করিব তোমার নিজ পতি।
স্ত্রীবিনে ধর্ম্ম নাহি গৃহস্থের নীতি॥
মনে নাহি বাসে তার এসব বচন।
বলিতে লাগিল কিছু করিয়া ক্রন্দন॥
শুন শুন ওরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

শ্রীরাগ।

যদি হেন বাণী শুনি, মিথ্যা হয়্যা যায় শ্রুতি,
তুআ মুখপঙ্কজ-বচনে।
যে মেরি ভকত হয়, চরণে শরণ লয়,
হামু তাহা না ছাড়োঁ কখনে॥
নিজসত্য রাখ পহুঁ, না বল না বল এহুঁ,
অবেভার নিঠুর কাহিনী।
ছাড়িল পতির আশ, ধন জন গৃহবাস,
আইল তোহারি নাম শুনি॥
তেজি আজু সুত পতি, কিবা আর শুরু জাতি
তুআ পদে পতন হামারু।
এই মনু মনোরথ, তুআ ভজো অবিরত,
কবহুঁ মুকতি নহে আরু॥
হামু অনাথিনী নারী, করহুঁ কাকুতি তোরি,
না জানোঁ চরণ অনুগতি।
দ্বিজ মাধব কয়, শুন হে করুণাময়,
দেহ বারেক পদরতি॥

পয়ার।

রমণী-বচন যদি হৈল অবশেষ।
বিনয় বচনে কৃষ্ণ বুঝাই বিশেষ॥
শুন গো রমণী দোষ দেহ অকারণ।
ছাড়িল তোমারে হেন বলে কোন জন॥
হিতার্থী হইয়া আমি যত কহি হিত।
সহজে অবলা জাতি বুঝ বিপরীত॥
নিকট হইয়া যার থাকি নিরন্তর।
না রহে তাহার প্রতি অধিক আদর॥
অন্তরে থাকিয়া আমা চিন্তহ হৃদয়।
দেখিবে তখন যত প্রেমের উদয়॥
পরম আনন্দে সভে যাহ নিজ ঘরে।
কহিল পরম সুখ পাইবে আমারে॥

অলঙ্ঘ্য প্রভুর বাক্য না যায় খণ্ডন।
হৃদয়ে গোবিন্দ আর যার আরাধন॥
আসিয়া আপন গৃহে করিল প্রবেশ।
দেখিয়া সে বেশ স্বামী প্রশংসে বিশেষ॥
আপনারে অল্পবুদ্ধি করিল তখন।
অভিমানে অস্ত নাহি সজল নয়ন॥
শৌচ আচমন স্নান হীন স্তিরি জাতি।
তন্ত্র মন্ত্র নাহি জানে ধর্ম্মে অন্ধ
কোন ভাগ্যে নারায়ণে হইল ভকতি॥
ছাড়িল দুস্ত্যজ চিন্তা বাস নিজপতি।
ছিঁড়িল শমনপাশ পাইল পরা গতি॥
আমা সভাকার সম নাহিক অধম।
ধরামাঝে ধরি মোরা বৃথায় জনম॥
জানিল সকল শাস্ত্র বেদ বেদান্ত।
তপ জপ দান ধর্ম্ম হইল নিতান্ত॥
আপনার নিজধর্ম্ম না করি লঙ্ঘন।
ব্রহ্মবিদ্যা নিরবধি করি উপাসন॥
তবু না চিনহুঁ প্রভু নন্দের নন্দন।
গুপত মহিমা তার লোক বিড়ম্বন॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

ধানশীরাগ।

দুর্লভ চরণ ধন প্রেমরস-কুপা।
মিছা তপ জপ মোর লোকবিড়ম্বনা॥
ধিক্ যাউ জীবন গেআন গুণ কাজে।
যো হি বিমুখ হরিচরণ-সরোজে॥
যাহার রমণী রামা অমর-অধিপা।
পাইলেক পদরেণু প্রভুর কিরিপা॥
কুলশীল বহু বিপদ অতিরাই।
দীন অধম ভাবে মাধব গাই

গানে মাধব চৈতন্য-দাস-দাস।
জনমে জনমে প্রেম ধন অভিলাষ॥

— —

পয়ার।

ত্রৈলোক্য ঈশ্বরী পদ্মালয়া যার দাসী।
ঋদ্ধি সিদ্ধি যাহার কটাক্ষ-অভিলাষী॥
তার কোন্ দ্রব্যের অভাব ত্রিভুবনে।
অন্ন মাগি পাঠাইল কৃপার কারণে॥
মুঞি সে অধম তার মায়া-বিমোহিত।
না জানি মহিমা তার কৈলুঁ অবিহিত॥
যদুবংশে কংস হেতু যাহার উদয়।
লোকমুখে শুনি তমু মনে নাহি লয়॥
জগতমোহিনী মায়া করায় বিকল।
তার কিবা দোষ দিব জনম বিফল॥
জানিলুঁ এখন পদে লইমু শরণ।
ক্ষমিব সকল দোষ কমল লোচন॥
কৃপার সাগর সেই নন্দের কুমার।
কতদিনে পাদপদ্ম দেখিব তাঁহার॥
যাইতে ভরসা নাহি কংসের তরাসে।
সদাই ধেআন করি থাকি নিজ বাসে॥
রমণী কারণে দ্বিজগণ পায় পার।
সাধুসঙ্গে হয় নিজ জনের উদ্ধার॥
তবে সেই অন্ন লয়্যা দেব দামোদর।
ভোজন করিল লয়্যা সব সহচর॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ-মাধব-রচিত॥

— —

সুহই রাগ।

মাথায় ময়ুর পুচ্ছ যন উড়ে বায়।
হেম আভরণ আদি শোভে সর্ব্ব গায়॥
গোধুলি ধূসর উজ্জ্বল তনু রাজে।
গোরোচনা তিলক ললাটে ভাল সাজে॥

রঙ্গে গোকুলচাঁদ করয়ে ভোজন।
গোআলা ছাআল রঙ্গে করয়ে ভোজন॥
শ্রীদাম সুদাম সুবল বলরাম।
বসিলা কানাই বেড়ি সভে একু ঠাম॥
ব্রহ্মা আদি দেব যাহা না পায় ধেআনে।
সেই গোপাল ব্রজ ছাআলের সনে॥
কেহ হাসে কেহ নাচে কেহ গায় গীত।
ভোজন করিয়া সভে হৈলা হরষিত॥
হেনই সময়ে বেলি হৈল অবসান।
বনে হৈতে গোপীনাথ মন্দিরে পয়ান॥
হেনকালে সকল গোআলা একুঠাঁই।
করিতে ইন্দ্রের যজ্ঞ পাড়ে ধাআধাই॥
ঘৃত দধি শর্করা আনিছে ভার ভার।
দধি দুগ্ধ অশেষ প্রকারে উপহার॥
মার্জ্জিত রঞ্জিত কেহ করে যজ্ঞস্থান।
কেহ দ্রব্য রচে কেহ করে স্নান দান॥
এই সব রূপ দেখি দেব নারায়ণ।
জিজ্ঞাসিলা দামোদর নন্দবিদ্যমান॥
কোন্ কর্ম্ম আজু বাপা করিবা এথায়।
কাহার উৎসব ইহা কৈলে কিবা হয়॥
দেব দৃষ্টি কর কিবা লোকের কল্পিত।
কহিবে অবশ্য মোরে যে হয় উচিত॥
বলিতে লাগিল নন্দ পুত্রের বচনে।
নানা শস্য হয় বাপু বৃষ্টির কারণে॥
বৃষ্টি করে জলধর ইন্দ্রের নিদেশে।
সেই সুরপতি পূজি যজ্ঞের প্রয়াসে॥
সর্ব্বদ্রব্য অধিকারী হয় দেবরাজ।
তারে কিছু দিয়া আগু করি অন্য কাজ॥
চিরকাল হৈতে ইহা আছে দেশাচার।
যেবা নাহি করে কুশল নাহি তার॥
নন্দ আদি গোআলা কহিল এই বাণী।
শুনিয়া ইন্দ্রেরে করে রোষে চক্রপাণি।

অবুধ গোআলা জাতি নাহিক গেয়ান।
শিশু হয়্যা কহি আমি শুন সাবধান॥
যত কিছু দেখ জীব সব চরাচরে।
কর্ম্ম অনুরূপ কেহ নহে স্বতন্ত্রে॥
কর্ম্ম অনুরূপ জীব পায় দেহ যোগ।
শুভাশুভ কর্ম্ম হেতু সুখ দুখ ভোগ॥
কর্ম্ম পরিহরিলে নহিব ভাল গতি।
অসতী অবলা যেন ভজে অন্য পতি॥
করহ কর্ম্মের পূজা কহিল বিদিত।
ভিন্ন ভিন্ন জাতি বৃত্তি যার নিয়োজিত॥
বিপ্র বেদজীবী ক্ষেত্রি ক্ষিতির পালনে।
বৈশ্যবৃত্তিজীবী শূদ্র দ্বিজের সেবনে॥
বার্ত্তা চারি প্রকারে প্রথমে কৃষি দিয়ে।
বাণিজ্য দ্বিতীয়ে গুরু-সেবন তৃতীয়ে॥
চতুর্থে কহিল ঋণ তদন্তের দান।
তার মধ্যে আমি সব গোবৃত্তি-প্রধান॥
নাহি গ্রাম নাহি ভূম নাহি বাড়ি ঘর।
পর্ব্বত অরণ্যে বসি কারে মোর ডর॥
যার আশীর্ব্বাদে আছি সর্ব্বত্র অভয়।
যথায় নিবসি যেবা জীবন উপায়॥
ব্রাহ্মণ গোধন শৈল এ তিন প্রকার।
সকল সম্ভারে যজ্ঞ আরম্ভ তাহার॥
বিবিধ রন্ধন কর আমার পিরীত।
হিঙ্গু মরিচ সূপ ঘৃত সম্ভারিত॥
সড়সড়ি লাবড়ি রান্ধিবে দুই শাকে।
এলনা ডালনা সব মধুর সুপাকে॥
মনোহরা ছেনা লাড়ু গুলিয়া লাফড়া।
স কর্যা কাঁকরা অনুপান কাঁজি বড়া॥
ঘৃত মধুর দুগ্ধ নবাত চতুর্জ্জাতে।
পরমান্ন পায়স আউট ভাল মতে॥
করিবে গোধূমবৃষ্টি অশেষ প্রকার।
মিঠা মিঠা পিঠা লাড়ু বিচিত্র আকার॥

বিশেষ তাহার মধ্যে নারিকেল পুলি।
আসিখা কাঁকরা লাড়ু সুগোর সাঙলী॥
ভোজন করাহ কুতূহলে দ্বিজগণ।
শ্রমযুত হয়্যা যেই করিবে গমন॥
ধেনু দক্ষিণা দেহ হইয়া সমুখ।
এ সব পরম কার্য্য নহিও বিমুখ॥
চণ্ডাল অবধি লোক যেই যাহা চায়।
তারে তারে সেই ধন দেহ মহাশয়॥
গরুরে গোকুল দেহ হরষিত মনে।
পর্ব্বতেরে বলি দেহ করিয়া যতনে॥
ভোজন করিয়া সভে ধর অলঙ্কার।
শকটে চড়িয়া সব লয়্যা পরিবার॥
গোবিপ্র আদি করি গিরি গোবর্দ্ধন।
প্রদক্ষিণ হয়্যা নমস্কর এক মন॥
এ সব আমার মত কহিল বিদিত।
যদি মন লয় তবে আরম্ভ ত্বরিত॥
এ বোল শুনিয়া বলে সকল গোআল।
হেন উপদেশ নাহি শুনি এত কাল॥
হরষিতে বলে নন্দ আনি বিপ্রভাগ।
এই সজ্জ পত্রে ঝাট কর এই যাগ॥
সিনান করিয়া শুচি হয়্যা দ্বিজগণ।
প্রথমে উচ্চারে শুভ স্বস্তি বাচন॥
দেব পিতৃ অর্চ্চন করিয়া পশ্চাতে।
পাদ্য অর্ঘ্য আদি বিধি নানা জাতে॥
পূর্ব্বে হোম করিয়া দক্ষিণা ধেনুদান।
গোধনে গোকুল দিয়া দ্বিজে অন্ন পান॥
পরম সানন্দে পূজিল ধরাধর।
পাদ্য অর্ঘ্য ধূপ দীপ নৈবেদ্য বিস্তর॥
কুশণ্ডিকা আরম্ভিয়া আহুতি প্রবেশ।
বিধি অনুসারে যজ্ঞ হইল বিশেষ॥
ভোজন করিয়া সুখে ধরি আভরণ।
শকটে চড়িয়া সবে লয়্যা পরিজন॥

নৃত্যগীত আনন্দিত হয়্যা একমেলি।
গিরি প্রদক্ষিণ করি জয় হুলাহুলি॥
হেনই সময়ে কৃষ্ণ ধরি অন্ত কায়।
আপনি পর্ব্বত হয়্যা উপহার খায়॥
শাল্যন্ন ব্যঞ্জন পিষ্টক পরমান্নে।
উদর ভরিল সব নানা রস পানে॥
অঞ্জলি তুলিয়া হেথা নিজ গোপরূপে।
আপনারে আপনি দেখায় সব গোপে॥
দেখ দেখ আরে ভাই পুরিয়া নয়নে।
অনুগ্রহবশে গিরি হৈল মূর্ত্তিমানে॥
এ বোল বলিয়া কৃষ্ণ শিশুগণ সঙ্গে।
আপনারে আপনি প্রণাম করি রঙ্গে॥
উর্দ্ধ বাহু করিয়া সম্ভ্রমে গোপগণ।
বর মাগে হরষিত হয়্যা একমন॥
নিজ স্থান পরিহরি আশ্রয়িল তোমা।
ধনে জনে কুশলে রাখিবে আমা সমা॥
তোমার প্রসাদে এথা বঞ্চিব নির্ভয়।
বৎসরে বৎসরে পূজা প বে এ সময়॥
এত বলি সভে পড়ি দণ্ডবৎ হয়্যা।
নিজ স্থানে গেলা সভে পার্ব্বণ করিয়া॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত্ত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ-মাধব-রচিত॥

ইন্দ্র-যজ্ঞভঙ্গ।

ওথা স্বর্গে ইন্দ্র বসি দেবগণ সঙ্গে।
হেন কালে নারদ আইলা মনোরঙ্গে॥
নারদে দেখিয়া ইন্দ্র সম্ভ্রমে উঠিল।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁর চরণ পূজিল॥
বসিতে আসন দিল রত্নসিংহাসন।
জিজ্ঞাসিল কোথা হৈতে হৈল আগমন॥
মুনি বলে সর্ব্বজ্ঞ আমার গতাগতি।
গোকুলে দেখিলাম আজি বড়াই অনীতি॥
বৎসর অন্তরে গোপ পূজিত তোমায়।
তাহাতে হেলন কৈল কৃষ্ণের কথায়॥
তোমা না পূজিয়া পূজে গিরি গোবর্দ্ধন।
নন্দ আদি ব্রজপুরে যত গোপগণ॥
গোকুলের পূজা তব হইল রহিত।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যে হয় উচিত॥
এতেক বলিয়া মুনি করিল গমন।
শুনিয়া কুপিল অতি সহস্রলোচন॥
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত ঢালি দিল।
তেমতি ক্রোধেতে ইন্দ্র কুপিয়া উঠিল॥
নিজ অহঙ্কারে ইন্দ্র কৃষ্ণে নাহি মানে।
সম্বর্ত্ত আবর্ত্ত মেঘ ডাক দিয়া আনে॥
যার বৃষ্ট্যে সৃষ্টি নষ্ট হয় অবিলম্বে।
বিদ্যমানে বলে তারে করিয়া আরম্ভে॥
অতি বড় মদে মত্ত হৈল গোপগণ।
মনুষ্যের বোলে করে মেঘের হেলন॥
লঙ্ঘিয়া আমার পূজা পূজয়ে পর্ব্বত।
সহজে রাখাল জাতি কি জানে মহত্ব॥
যেন ভব-জলনিধি তরিবার আশে।
ব্রহ্মবিদ্যা এড়ি নর কর্ম্ম অভিলাষে॥
কোথায় মানুষ কানু কিবা জানে শুদ্ধি।
অনাদর করিল আমারে তার বুদ্ধি॥
এখন রাখুক তারে সে নন্দকুমার।
শুন শুন আরে মেঘ বচন আমার॥
সত্বরে বরজে গিয়া কর বরিষণ।
যেন নাহি জীয়ে এক গোআলা গোধন॥
ঊনপঞ্চাশ বায়ু দিলাম সংহতি।
চল চল ঝাট মেঘ আমার আরতি॥
পাছে আমি আসি ঐরাবত-আরোহণে।
এ বোল বলিয়া এড়ি দিল মেঘগণে॥

লড়িল আয়ুধকুল অম্বর পূরিয়া।
পবনের বেগে ধূলা গুঁড়া উড়াইয়া॥
হুড় হুড় দুড় দুড় গর্জ্জন বিশাল।
শুনিতে হৃদয়-কম্প কর্ণে লাগে তাল॥
চতুর্দ্দিগ চাপি হৈল ঘোর অন্ধকার।
অশনি পবন ঘন বিদ্যুৎ-ঝঙ্কার॥
উদয় আসিয়া তারা গোকুল-সমাজে।
পাছে পাছে আইলা আপনি দেবরাজে॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

ধানশী রাগ।

ঐরাবত চড়িয়া, রণ-মুখী হইয়া,
উপনীত গোকুল নগরে।
সাজিয়া মেঘের গড়ে, প্রথমে তোলাইল ঝড়ে,
নিরবধি শিলাবৃষ্টি করে॥
ভাজে বড় বড় ঘর, তরুবর গুরুতর,
উপড়িয়া ফেলায় পবনে।
ঘোর মেঘ চমৎকার, দিনে হৈল অন্ধকার,
ধূলা উড়ি লাগিল গগনে॥
ইন্দ্র গোবিন্দের বাদ, ভক্ষ পরমাদ
প্রলয় দেখে গোআলা গোপিনী।
গাবী বৎস বৃষপাল, হারাইল রাখাল,
ভ্রমিয়া হইল নানাস্থানী।
মেঘ বরিষে মুষলধারে, উচ্চনীচ সম করে,
বিশেষে ইন্দ্রের পায়্যা বল।
ঐরাবত মহামতি, পৃষ্ঠে যার সুরপতি,
সমুদ্রে তুলিয়া দেই জল॥
সকল গোকুল পুরী, আকুল পুরুষ নারী,
জীবনের করিল নৈরাশ।
আজি মজিয়া গেলাঙ, এ ধন জীবনে,
ঘন ঘন ছাড়ন্তি নিশ্বাস॥
কোপে ইন্দ্র চাপ ধরে, বজ্র বরিষণ করে,
যার ডাকে বিদরে পরাণী।
জয় রাম সোঙরে কেহ, চৈতন্ত পাইয়া দেহ,
কেহ ঠায় পড়িল ধরণী॥
কহে ভাল গোপীনাথ, নিশ্চয় গোকুল পাত,
যদি সভে রাখিবে পরাণে।
যথায় জীবন হরি, চল তায় বরাবরি,
রাখিবেন সেই ভগবানে॥

পয়ার।

নিরন্তর বরিষণ করে শিল জল।
উচ্চ নীচ না জানি পূরিল মহীতল॥
অতি বাত অতি বৃষ্টি করিল পীড়ন।
প্রলয় দেখিল সব গোপ-গোপীগণ॥
ঋতু বরিষণে শীত বাড়িল বিশালে।
কম্পিত সকল তনু ডরে প্রাণ হালে॥
বুকের ভিতর শিশু বাহু আচ্ছাদনে।
হেট মাথা করি লোক ধাইছে ক্রন্দনে॥
যথায় জীবন কানু চরায় গোধন।
রমণী পুরুষে তথা করিল গমন॥
পাইয়া বিষম শঙ্কা বিষাদ বদনে।
শরণ পশিল নন্দনন্দন-চরণে॥
তোমা বহি আমি সব নাহি জানি আন।
এবার সঙ্কটে প্রভু কর পরিত্রাণ॥
তোমার বচনে বজ্ঞ ভাঙ্গিল তখন।
সেই কোপে সুরপতি বরিষে এখন॥
এ বোল শুনিয়া কোপে নন্দের নন্দন।
দিলা এক টান হরি ধরি গোবর্দ্ধন॥
মূলের সহিত উপাড়িল গিরিবরে।
হেলে বাম করতলে ধরি ছত্রাকারে॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত্ত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

সুহই রাগ।

ঘন বরিষণ শিল, সলিল মহানিল,
অম্বুদ অসম নিনাদে।
মুরুছিত ঘনে ঘন, গোপগোপী গোধন,
ত্রাসে ভীতে পড়ি নিজ পাদে॥
বিধিকর নির্ভয়, কারি কৃপাময়,
অমররাজ মদহারী।
গিরি গোবর্দ্ধন, করিয়া উৎপাটন,
অভিনব ছত্রকধারী॥
জয় জয় কৃষ্ণ, সৃষ্টি কুল কারণ,
চৌদ্দ ভুবন অধিকারী।
অসীম বিক্রম গুণি, সিংহশিরোমণি,
কৈতবে বরজ বিহারী॥
গিরি ধরি বাম বাহে, হাসি হাসি কৃষ্ণ কহে,
জনক-জননী পরিহরে।
দূরে হরিয়া দুখে, প্রবেশ করহ সুখে
গিরিতল গর্ত্ত উদরে॥
নিজ ধন জন লই, বরজ পসিল তহি
মাধব এ রস গায়।
সপ্ত দিবস হরি, গিরি গোর্দ্ধন ধরি,
রহল পদেক নাহি যায়॥

পয়ার।

কৃষ্ণের বচন শুনি সকল গোআল।
গর্ত্তের ভিতর আগু চালাইল পাল॥
তার পাছে ধনে জনে শকটে পূরিয়া।
জনে জনে প্রবেশিল নগর ঝাড়িয়া॥
অনেক যোজন পথ হয় সেই স্থান।
কৃষ্ণের প্রসাদে সভে পাইল পরিত্রাণ॥
অবুধ গোআলা জাতি তবু নাহি চিনে।
ভয় পায়্যা এক দিঠি চায় কানুপানে॥
দুখের ছাআল কানু গিরি গুরুতর।
পাছে না জাঁতিয়া পরে মাথার উপর॥
দেখিয়া সশঙ্ক লোক বলে যদুরায়।
না পড়িব মহীধর না করিহ ভয়॥
সপ্ত দিবস হরি তেজি অন্ন পানী।
যোগবলে গিরি ধরি আছে যদুমণি॥
বাম করে গিরিবর আছে অবহেলে।
ছত্রক লইয়া যেন শিশু সব খেলে॥
পর্ব্বত উপরে হয় ঝড় বরিষণ।
গর্ত্তের ভিতরে আছে গোআল গোধন।
পাইলা বড়ই লাজ দেব সুরপতি।
নারিলা করিতে কিছু আপন শকতি॥
হইল প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ টুটে অহঙ্কার।
নিবারিল ঝড় বৃষ্টি না রহিল আর॥
সপ্তাহ করিল এত ঝড় বরিষণ।
তমু কিছু নহে এক কৃষ্ণের কারণ॥
প্রভুর সহিত নহে সেবকের বাদ।
না জানিয়া আপনারে করিলুঁ প্রমাদ॥
এ বোল বলিয়া ইন্দ্র সশঙ্কহৃদয়।
লজ্জায় পলায়্যা গেল আপন নিলয়॥
শুন শুন গোপগণ কহিল নিশ্চয়।
নাহি বাত বরিষণ পরিহর ভয়॥
ধন জন ধেনু বৎস লইয়া এখন।
হরিষে আপন স্থানে করহ গমন॥
কৃষ্ণের বচন শুনি সব গোপগণ।
শকটে চড়িয়া স্ত্রী পুত্র ধন জন॥
পরম সানন্দে সভে হইলা বাহির।
ইন্দ্রজয় কৈল কৃষ্ণ কপট আভীর॥
তবে হরি গোবর্দ্ধন থুয়্যা নিজ স্থানে।
নাকে হাথে দাঁড়াইয়া চাহে সর্ব্বজনে॥
নন্দ আদি করিয়া যতেক গোপগণ।
ধাইয়া কৃষ্ণেরে আসি কৈল আলিঙ্গন॥

যশোদা রোহিণী আদি যত গোপীজন।
নিছনি পুছনি করে কল্যাণ কারণ ॥
দূর্ব্বাক্ষত আনিয়া তুলিয়া দিল শিরে।
দধির তিলক দিয়া বেড়িলেক নীরে ॥
চিরজীব চিরজীব সবনে আশংসে।
তাহা দেখি দেবগণ হাসিয়া প্রশংসে ॥
লোক ব্যবহারে ভাই রোহিণী-নন্দন।
মঙ্গল পূর্ব্বক তিঁহ দিল আলিঙ্গন ॥
আকাশে থাকিয়া হরষিত দেবগণ।
জয় জয় নাদে কৈল পুষ্পবরিষণ ॥
শঙ্খ দুন্দুভি বাদ্য বাজে নিরন্তর।
ত্রিভুবন-পূজিত হইল যদুবর ॥
কৃষ্ণের অদ্ভুত কর্ম্ম দেখিয়া নয়ানে।
বিস্মিত গোআলা সব করন্তি ভাবনে ॥
হেন অদভুত নাহি দেখি কোন কালে।
ধরিল পর্ব্বত সাত-বরিষের কালে ॥
অবহেলে উপাড়িয়া করতলে ধরে।
কমল ছিঁড়িয়া যেন তোলে করিবরে ॥
যখন শৈশবে আঁখি নারে মেলিবারে।
স্তনপানে পূতনারে করিল সংহারে ॥
এক মাসের হইয়া চরণের ঘায়।
ভাঙ্গিল শকট খান পড়ি গেল ঠায় ॥
এক বরিষের যবে সভারে বিদিত।
তৃণাবর্ত্ত মারিলেক অতি বিপরীত ॥
নবনী-ভক্ষণে রাণী বান্ধে উদূখলে।
যমল অর্জ্জুন ভাঙ্গি পাড়ে অবহেলে ॥
বাছুর রাখিতে বনে মারে অবাসুরে।
জলপানে বক চিরি নিল যম ঘরে ॥
বৎস মারিল তরু কপিথ সহিত।
ধেনুক নিধনে বন করিলা অভীত ॥
প্রলম্ব নিধন কৈল শৈশব বিহার।
দাবানল ভাঙ্গিয়া রাখিলা সহচর ॥
কালিয়-দমন কালে দেখিল নয়ানে।
যে হেতু যমুনাজল অমৃত সমানে।
শুন শুন নন্দঘোষ কহিল তোমারে
কোন্ হেতু এত শক্তি তোমার কুমারে।
আমা সবাকার বা যতেক অনুরাগ ॥
আছয়ে কানুর প্রতি শুন মহাভাগ।
নিজ পুত্র কলত্র বিয়োগে তনু রহে।
তিল এক তাহার বিয়োগে প্রাণে যায়ে ॥
এই সব বড়ই অদ্ভুত আছে মনে।
কহ যদি জান তুমি ইহার কারণে ॥
নন্দঘোষ বলে কথা কহিব তোমারে।
গর্গমুনি আসি যত কহিল আমারে ॥
তিনবর্ণ এহার আছিল তিন কালে।
শ্বেত লোহিত পীত আমি জানি ভালে ॥
এবে কৃষ্ণবর্ণ দেখি যুগ অনুপাম।
তেকারণে এহার থুইল কৃষ্ণনাম ॥
কোন জন্মে ছিলা বসুদেবের কুমার।
তেঞি বাসুদেব বলি ঘুষিব সংসার ॥
বহু নাম বহু কর্ম্ম বহু গুণ রূপ।
তোমার পুত্রের আছে কহিল স্বরূপ ॥
আমা বহি পৃথিবী না জানে একজনে।
কুশলে থাকিবে তুমি এেহার কারণে ॥
তরিবে অনেক দুর্গ পুত্রের প্রসাদ।
সকল সম্পদ হৈব নহিব প্রমাদ ॥
পূরবে আছিল এিহ বড় মহাজন।
দুষ্ট মারি শিষ্ট জনের করিত পালন ॥
এেহারে পিরিতি বা করিবে যেই জন।
তাহারে লঙ্ঘিতে রিপু নারিবে কখন ॥
বিষ্ণু প্রতি বল যেন না ধরে অসুরে।
তেন হরিদরশনে রিষ্ট যায় দূরে ॥
শুন শুন নন্দঘোষ কহিল পরম।
সকল প্রকারে শিশু নারায়ণ সম ॥

বড়ই যতনে ঞেহ্ন করিহ পালন।
ভাঙ্গিয়া কহিল কথা স্নেহের কারণ॥
সাক্ষাতে আসিয়া গর্গ কহিল আমারে।
তার পরতেথ এই পাই বারে বারে॥
না কর বিস্ময় সভে কহিল এই তত্ত্ব।
সহজ শকতি এই নহে ত মহত্ত্ব॥
এ সব গুপত কথা শুনি গোপগণ।
ধন্য ধন্য করি নন্দে বাখানে তখন॥
দেখিয়া শুনিয়া গোপ কৃষ্ণের করণ।
করিল বিস্তর পূজা অনেক স্তবন॥
ভকতরক্ষণ হরি কৃপা অবতারি।
তেঞি গিরি ধরি রাখে গোকুল নগরী॥
যেই জন শুনে ভণে কৃষ্ণের বিক্রম।
সংসার অচ্ছেদ্য বৃক্ষ তারে তৃণসম॥

অথ গোবিন্দাভিষেক।

পয়ার।

হইল প্রতিজ্ঞাভঙ্গ পায়ে পরাজয়।
আপমা বুঝিয়া ইন্দ্র চিন্তিল হৃদয়॥
প্রভু না চিনিলুঁ আমি মদের কারণ।
মার্জ্জনা মাগিব গিয়া ধরিয়া চরণ॥
ঐরাবতে আরোহিয়া করিল গমন।
হেনকালে সুরভির বিধির বচন॥
ইন্দ্রের সহিত তুমি ক্ষিতিতলে গিয়া।
গোবিন্দ-আখ্যানে কৃষ্ণ অভিষেক দিয়া॥
হরষিতে সুরভি ব্রহ্মার আজ্ঞা পাইয়া।
আইলা প্রভুর স্থানে গোলোক ত্যজিয়া॥
কত দূরে আসি দোহে হৈল দরশন।
পরম আনন্দ হৈল দেখি বৃন্দাবন॥
গোষ্ঠ মধ্যে ফেরে কানু দেখয়ে তথায়।
অধোমুখে দেবরাজ আইল সভায়॥
সর্ব্বাঙ্গ পুলক চক্ষে বহে বারি ধারে।
কম্পিত হৃদয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসরে॥
পড়িল ধরণী লুঠি দণ্ডবৎ কায়।
কনক মুকুট গিয়া লাগে দুই পায়॥
খণ্ডায়ে সুরেন্দ্র মদ ত্যক্ত অভিমানী।
করয়ে অনেক স্তুতি গদগদ বাণী॥
শুদ্ধকান্তি নির্ম্মল নির্গুণ শুদ্ধ কায়।
লোভ মোহ কাম ক্রোধ তার নাহি দায়॥
তবু খল দণ্ড কর ধর্ম্মের কারণ।
করহ মূঢ়েরে দয়া নন্দের নন্দন॥
হের প্রণিপাত করি দৈবকীতনয়।
লইলুঁ শরণ মোরে দেহ হে নির্ভয়॥
বলিতে লাগিল হরি হসিতবদন।
সুরাসুর তোমায় না জানে কোন জন॥
না বুঝিয়া যজ্ঞ আমি ভাঙ্গিল তোমার।
তেঞি সে ভজিলা আসি চরণে আমার॥
তুমি সে না জান আমি বড়ই প্রসন্ন।
নিজলোকে মদগর্ব্ব না রাখি কখন॥
যাহ যাহ দেবরাজ দিলাম অভয়।
আমার বচন এই পালিহ নিশ্চয়॥
আপনার অধিকার পালিহ সকল।
ইন্দ্রপদে মত্ত হৈয়া না হইও বিকল॥
তবেত সুরভী কৃষ্ণে প্রণাম করিয়া।
বলিতে লাগিল নিজ সন্ততি লইয়া॥
শুন নাথ মহাশয় নিবেদি তোমারে।
আমি সব সনাথ হইল অবতারে॥
তুমি আমা সভাকার পরম দেবতে।
তোমা বিনা নাথ কেহ নাহি ত্রিজগতে॥
এক নিবেদন করি করহ শ্রবণ।
যে হেতু ব্রহ্মার আজ্ঞা হেথা আগমন।
স্বরূপে ইন্দ্রের প্রতি হইল পিরীতি।
অভিষেক করি যদি হয় অনুমতি॥

এতেক শুনিয়া হরি হরষিতমন।
তুষ্ট হইয়া সায় তবে দিলেন তখন ॥
কৃষ্ণের সম্মতি পায়ে হরিষ অনেক।
ইন্দ্র লৈয়া সুরভী করিল অভিষেক ॥
আনন্দেতে সুরভী মধুর নিজ ক্ষীরে।
হেম ঘট পূরি ক্ষীর ঢালে হরিশিরে ॥
অমর-রমণী মুনি সঙ্গে আখণ্ডল।
ঐরাবত আনিল আকাশ-গঙ্গাজল ॥
জয় জয় সুনাদ হইল তিনলোকে।
অখিল আনন্দ নন্দসুত অভিষেকে ॥
সুরভী মধুর ক্ষীরে প্রবলা ধরণী।
পুলকে পূর্ণিত হরি অভিষেক গণি ॥
তরু মধুকরে রস বহে নদীগণ।
পর্ব্বতে প্রবেশে দ্বিজ মাধব বচন ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের বরুণালয় হইতে নন্দকে আনয়ন ও গোপগণকে স্বধাম দর্শন।

পয়ার।

গোবিন্দের অভিষেকে পাইয়া পিরীত।
এইমতে সুরপতি সুরভী সহিত ॥
বিদায় হইয়া ইন্দ্র গেল নিজালয়।
শিশুগণ সঙ্গে রঙ্গে বঙ্গে মহাশয় ॥
একাদশী করি নন্দ পূজি নারায়ণ।
যমুনার স্নানে গেল দ্বাদশীর ক্ষণ ॥
নিশিশেষে গোপগণে করিয়া সংহতি।
আসুরি বেলায় জলে প্রবেশে ব্রজপতি ॥
বরুণের অনুচর আছিল তথায়।
অনুচিত কর্ম্ম দেখি ধরি লৈয়া যায় ॥
না দেখিয়া ব্রজপতি গোআলা সকল।
বিষাদ বচনে সভে করে কোলাহল ॥
তাহা শুনি নরহরি জানিল হৃদয়।
অবিলম্বে সেই স্থানে আইল কৃপাময় ॥
প্রবোধ বচনে শান্ত করে গোপগণে।
বরুণ আলয়ে কৃষ্ণ চলিলা আপনে ॥
কৃষ্ণ আগমন দেখি আনন্দিতমন।
উঠিয়া বরুণ বহু করিল স্তবন ॥
আজি আমি ধন্য ধন্য সফল জীবন।
মনোরথ সিদ্ধি করি চরণ বন্দন ॥
তোমার চরণযুগ্ম দেখিনু নয়নে।
এই সুসম্পদ বহু হৈল শুভক্ষণে ॥
নমো ভগবতে ব্রহ্ম নম সত্ত্বগুণে।
নিবেদন করি পদে লৈনু শরণে ॥
অধম অবোধ পাপী মোর অনুচর।
আনিল তোমার পিতা ক্ষম যদুবর ॥
হের লৈয়া যাহ নন্দ ব্রজ অধিকারী।
কৃপার সাগর বৃষ্ণিকুল অবতারি ॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ হরিষ হইয়া।
পিতা লৈয়া সেই পথে উত্তরে আসিয়া ॥
দেখিয়া হরিষ বড় হৈল গোপগণ।
কহিতে লাগিল নন্দ যত বিবরণ ॥
দেখিনু বিচিত্র বড় বরুণের পুরী।
যতেক বৈভব তাহা কহিতে না পারি ॥
অনেক আদরে কৃষ্ণে পূজে জলেশ্বর।
আপনি আনিয়া মোরে দিল বরাবর ॥
শুনিয়া নন্দের কথা আনন্দিতমন।
পরম ঈশ্বর জ্ঞান হইল তখন ॥
অবোধ গোপের বুদ্ধি হৈল এতকালে।
আপনার পরিত্রাণ দাঁড়াইল ভালে ॥
তা সবার দৃঢ়ভক্তি জানি নারায়ণ।
নিজ ব্রজলোক তারে দেখান তখন ॥
সমাধি করিয়া যারে দেখে মুনিগণ।
অনায়াসে গোপ তাঁরে দেখে করি ক্ষণ ॥

ব্রহ্মহ্রদে নিমগ্ন করিয়া জনে জন।
পুনরপি আনিলেক কমললোচন॥
অপরূপ দেখি নন্দ উল্লাসিতমন।
ঐসব রসেতে বঞ্চে যশোদানন্দন॥
কতদিনে হৈল শুভ শারদ-যামিনী।
বঞ্চিব অনঙ্গরস সহিত গোপিনী॥

অথ রাসলীলা বর্ণন।

শারদ উজ্জ্বল শশী বিমল যামিনী।
প্রফুল্ল মল্লিকা ফুল মধুকর-ধ্বনি॥
রসিকনাগর গুরু নন্দের নন্দন।
কৌতুকে অনঙ্গরসে মাতাইল মন॥
চলিল শ্রীবৃন্দাবন নট বনমালী।
মধুকর মধুরধ্বনি কুহরে মুরলি॥
তরুণ তমাল তনু রূপ মনোহর।
পূর্ণিমার চন্দ্র যিনি নয়ন বিশাল॥
নবজলধর রূপ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা।
কোটি কোটি কাম জিনি লাবণ্য গরিমা॥
সে অঙ্গ ভঙ্গিমা ঠাম বেদ অগোচর।
কার শক্তি বর্ণিবারে নারে মহেশ্বর॥
সুন্দর মঞ্জরী পদে গজেন্দ্র চলন।
কহে দ্বিজ মাধব প্রবেশে বৃন্দাবন॥

অথ দ্বাদশ বন বর্ণন।

রমণের ইচ্ছা কানু করিল যখন।
হরিষে তারকা-পতি উদয় তখন॥
বিশদ শীতল নিজ করে মনসুখে।
অরুণ কুঙ্কুম লেপে প্রাচীবধূ-মুখে॥
চিরকাল বিরহে রমণী দরশনে।
পাইল আসিয়া যেন কামী স্বামীজনে॥
রবিকরে আছিল যতেক জীব তাপে।
হরল প্রকাশ তাহা নিজ হিম দাপে॥
কুসুমিত বন শোভা করিছে অধিক।
নিশি দিশি না জানি প্রসন্ন দশদিক॥
প্রবীণ যমুনা নদী তীর্থের প্রধান।
সর্ব্ব দুঃখ বিমোচন যাহে কৈলে স্নান॥
স্মরণে মঙ্গল হয় দরশনে মুক্তি।
পরশন মাত্র হয় প্রেমযুত ভক্তি॥
তার দুই কূলে হয় বন বারখান।
যেন জল তেন স্থল মহিমা সমান॥
বৃন্দাবন মধুবন আর তাল বন।
বহুলা বিপিন দিয়া কুমুদকানন॥
শ্রীবন লৌহবন এই সাত স্থান।
পশ্চিম যমুনা কূলের এইত বিধান॥
তার পূর্ব্বভিতে আছয়ে পঞ্চ বন।
তার নাম কহি এই শুন ভক্তগণ॥
মহাবন ভদ্রবন ভাণ্ডারী গহন।
খদির বনের শেষে কাম্যক কানন॥
এইত দ্বাদশ বন কহয়ে গণনে।
তার মধ্যে বৃন্দাবন জানিহ প্রধানে॥
বৃন্দাবন বলি নাম লিখিল পুরাণে।
তুলসীরে বৃন্দা বলি তথির কারণে॥
তাহার মহিমা বলে কাহার শকতি।
তথা জন্মিবারে ইচ্ছা করে প্রজাপতি॥
বৈকুণ্ঠ অভিন্ন স্থান লক্ষ্মী অবিদিত।
যাহে রাস মহোৎসব গোপীর সহিত॥
কৃষ্ণের প্রধান স্থান কহে চারিবেদ।
যুগে যুগে আছে তাহা কে করে বিচ্ছেদ॥
তাতে ব্রজাঙ্গনা কর্ত্রী কৃষ্ণের প্রেয়সী।
তাহার সমান লক্ষ্মী নহে প্রিয়দাসী॥
প্রভুর প্রধান শক্তিসৃষ্টিস্বরূপিণী।
গুপ্তলীলা নিগূঢ় শ্রীঅঙ্গ বিলাসিনী॥

এ গূঢ় রহস্য নাহি বুঝে লোক সভে।
প্রেমরস ভুঞ্জিলে সে পাই অনুভবে॥
নিগূঢ় রহস্য সেই বিহার দোঁহার।
প্রথমে উদয় সেই স্থান চমৎকার॥
অগুরু সৌরভ যার মধু বহে ধারে।
প্রফুল্ল লতিকা নবপল্লবের ভরে॥
ফুলে ফলে বৃক্ষ ডাল নোওাইছে ভালে।
সপুষ্প মঞ্জরী তাহে বেড়ি লতাজালে॥
রুচির শিশির ধরে পত্র মনোহর।
কারো পাকা কারো কাঁচা ফল বহুতর॥
প্রফুল্ল অশেষ পুষ্পরস আস্বাদনে।
ভ্রময়ে ভ্রমর মধু ঝঙ্কার সঘনে॥
এ হেন শারদঋতু নিশি অনুপাম।
অতুল্য মহিমা সেই বৃন্দাবন ধাম॥
কপোত সারিকা শুক পিক আদি গণে।
সদাই তরুণ বন মোহে দরশনে॥
স্থানে স্থানে মত্ত শিখী নৃত্যে বেআকুল।
মদন মন্দির রাস বিহারের কূল॥
তরণিতনয়া লোল তরঙ্গ লহরী।
অবিরত যাহার কলিকা অপহরি॥
বিচিত্র সরসিরুহ পরাগ ধূসর।
ব্রজবিলাসিনী বাস বিলোলন পর॥
হেনই মারুত বনে সেবি অবিরত।
বড়ই দুর্লভ স্থান কে জানে মহত্ব॥
সেই বৃন্দাবন মাঝে আছে কল্পতরু।
স্থাবর পীবর উচ্চ দেখিতে সুচারু॥
প্রবাল স্বরূপ সব নবীন পল্লব।
মরকতস্বরূপ সুন্দর পত্র সব॥
বজ্র মৌক্তিক সম কুসুম কোরক।
পদ্মরাগ নানা ফল পল্লব পূরক॥
সকল কামদ সর্ব্ব লোকের বিদিত।
যার সেবা ছয় ঋতু করে নিত নিত॥
উপরে সুন্দর হেম শিখরের সারি।
মূল কনক ফুলে রুচির রূপধারী॥
অমৃতের ধার সব ক্ষরে ডালে ডালে।
সদায় তরুণ বৃদ্ধ নহে কোনকালে॥
মণিময় মন্দির সুন্দর তার তলে।
তেজেতে তিমির তথা না রহে সে স্থলে॥
অশেষ কুসুমরেণু-পুষ্প সুরঞ্জিত।
লোভ মোহ আদি ছয় তরঙ্গ-রহিত॥
কুসুমিত নানা বন করিছে অধিক।
নিশি দিশি না জানি প্রসন্ন দশদিক্॥
উচ্চ নীচ রহিত সুন্দর বনস্থলী।
নিরবধি যাহে সুরবিদ্যাধর মেলি॥
ফল ফুলে মনোহর তরুলতাগণ।
বিশেষ তাহার কিছু করিব বচন॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত॥

অথ বৃক্ষ ও পুষ্পাদি বর্ণন।

চারি ধারে সারি সারি দেখিতে সুন্দর।
অশত্থ পাকুড়ি বট অতি গুরুতর॥
তমাল পিয়াল শাল গাম্ভারী গামালী।
অর্জ্জুন খর্জ্জুর তাল বরুণ শীমলী॥
সরল কপিত্থ আর রসাল প্রচুর।
অসন পনস বিল্ব বর্ব্বরী মধুর॥
হরীতকী বহুলা বহেড়া দেবদারু।
শ্বেতরক্ত চন্দন ঔষধিগণ চারু॥
নিম্ব কদম্ব আর লোহিত কাঞ্চন
বকুল শিরীষ শেফালিকা পুষ্পবন॥
ওড টগর ঝিণ্টি মন্দার বাসক।
কুটজ কেতকী বক পারুল অশোক॥

একই চম্পক নাম হয় ভিন্ন ভিন্ন।
কেহ ছোট কেহ বড় গন্ধে পরবীণ ॥
মধ্যে মধ্যে অপূর্ব্ব গুবাক নারিকেল।
আম্র জাম পলাশ সুরম্য বনফল ॥
তেঁতুল ছোলঙ্গ নেবু জম্বীর বহুত।
সাতকরা নারঙ্গ আর কমলা অদ্ভুত ॥
কামরাঙ্গা করঞ্জা নোয়াড়ি আমলকী।
আমড়া চেঙর কামরাল আছে পাকি ॥
বিচিত্র তুলসী দাম মদন মরুয়া।
মনোহর বনমালী আমোদ গুরুয়া ॥
সেবতি মালতী জাতী যূথী মাধবিকা।
লবঙ্গ গুলাল নীল পারুলী অধিকা ॥
কুন্দ ঝাটি করবী চম্পক নাগেশ্বর।
স্থলপদ্ম কৃষ্ণকেলি পুষ্প মনোহর ॥
নদ নদী সরোবর গিরি গোবর্দ্ধন।
অপূর্ব্ব বিধির সৃষ্টি কি তার বর্ণন ॥
সংক্ষেপে কহিলুঁ এই শাস্ত্র অনুসারে।
সমস্ত আপনি ব্যাস কহিতে না পারে ॥
অনন্ত শকতি তৃণ তরুলতাগণ।
নানা পক্ষি মৃগনাদ অতি সুশোভন ॥
সদাই শীতল বহে মন্দ সমীরণ।
বিশেষে শরদ নিশি চন্দ্রের কিরণ ॥
অখণ্ড মণ্ডল তথা কুমুদবান্ধব।
কমলা আনন সম দেখিয়া যাদব ॥
মনোহর বভসে অধিক দিল মন।
মনোহর বংশীর নাদ পূরে ঘনে ঘন ॥
মন্দিরে থাকিয়া শুনে বরজরমণী।
হৃদয় ভেদিয়া কাম না ধরে পরাণী ॥
লাজ ভয় তেজিল তেজিল ধনজন।
লড়িল ধাইয়া যথা সে জীবন ধন ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের বিরহ ॥

বরাড়ী রাগ।

শরদ বিমল নিশি, পূর্ণিমা সুন্দর শশী,
হেরি হেরি গোপী মুখচন্দ্র।
পুষ্প গন্ধ মন্দ বায়, মত্ত ভৃঙ্গ পিক রায়,
লাগিল মদনে মহাধন্ধ ॥
প্রাণের কানুরে বৃন্দাবনে ফিরি ফিরি
স্থির নহে রে।
রাধা রাধা সানে বেণু বাহে রে ॥ ধ্রু ॥
উত্তরী অঞ্চল তলে, ঠেকি রহে ফুলডালে,
তাহে নাহি লয় অবধান।
চলিতে চরণ টলে, পদে পদে ভুমিতলে
গোপী বিনা নাহি ভায় আন ॥
জোড়ে জোড়ে মৃগপাখী, ঠাঁই ঠাঁই ঘন
অধিক বাড়য়ে মনোরথ।
প্রেমবারি ঝরে আঁখি, গোপীর বিলম্ব দেখি
চাহে ঘন নাহি দেখে পথ ॥
চলিতে বৃক্ষ গোচর, কিবা পক্ষি মৃগবর,
ঐ গোপী আইসে হেন জানি।
যাইয়া না দেখে তায়, অধিক সন্তাপ পায়,
মাধব কহিছে রসবাণী ॥

পাহিড়া রাগ।

কনক কলেবর, নব যৌবন ধন,
প্রণমি চাঁদমুখ রাজে।
কুটিল কুন্তল বাণ ভ্রূধনু সন্ধান,
তিলক পূরল ভাল সাজে ॥
গুরুয়া কবরী ভার, জাদ কুসুম হার,
অনুপম অতুল বিকাশে।
বেণী সম্বুল, কুন্তল কান্তিধর,
সিন্দুর তিমির নাশে ॥

সাজল রাই, সুরত রণ কারণ,
চৌদিকে সহচরী চাপে।
বৃন্দাবনে স্বন, কানু বেণু স্বন,
শুনিয়া কুসুম ধনু দাপে॥
নানা অসীবর, মুকুতা কুল ধর,
কুন্তল মোহন পাশে।
শ্রুতিযুগ কুণ্ডল, দিনমণি মণ্ডল,
চিত্রাধর মধুভাষে॥
বিপুল বক্ষ-তট, কুচ কাঞ্চন ঘট,
মদনরাজ জয় বাণ।
কুসুম কস্তূরি, সুচারু কাঁচুলি,
হীরক হার সুঠান॥
বাহু মৃণাল, বিশাল বনমাল,
রসনাকুল কটি বন্ধে।
পট্টনিচোল, পরিধেয় অঞ্চল,
চঞ্চল অবিরত কন্ধে॥
চরণ চলন বর, মঞ্জীর মনোহর,
বাজাই বিজয় বিধানে।
পেখি গিরিধর, হরিষে আঁখি সর,
বরিষয়ে মাধব গানে॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে, গোপীদিগের সন্তাপ।

পয়ার।

গোপীগণ বিলম্ব দেখিয়া বনমালী।
সঘনে পূরয়ে তবে মোহন মুরলী॥
মন্দিরে বসিয়া শুনে বরজরমণী।
হৃদয়ে পশিল কাম পাসরে অমনি॥
কামানলে দগ্ধ তনু সম্বরিতে নারে।
সঘনে বেণুর নাদে প্রজ্বলিত করে॥
লাজ ভয় ত্যজিয়া চলিল গোপীগণ।
ত্বরায় চলিল যথা নন্দের নন্দন॥
শুনিয়া মোহন বেণু হইয়া অজ্ঞান।
কারে কেহ নাহি জানে একই ধেয়ান॥
ঘন ঘন শুনি বেণু অপরূপ ধ্বনি।
ছুটিল মাতঙ্গী যত বরজ রমণী॥
চপলা হইয়া যত ব্রজাঙ্গনাগণ।
পরস্পর হৈল তবে ভেদ সেই মন॥
লজ্জা ভয় পরিহরি যত গোপী
যে যে কর্ম্মে রত ছিল তাজিল তখন॥
কেহ কেহ ত্যজিলেক ধেনুর দোহন।
কেহ গৃহ পরিহরি দুগ্ধ আবর্ত্তন॥
কেহ কেহ ত্যজিলেক রন্ধন ভোজন।
কেহ শয্যা ত্যজি কেহ পতির সেবন॥
কেহ পুত্রে স্তন পান করি পরিহরি।
ভূষণ করয়ে সবে দেখিতে শ্রীহরি॥
এইমত যত ব্রজকুল বধূচয়।
ত্রস্তের সময় কর্ম্ম সকলি ব্যত্যয়॥
কেহ কেহ দেয় এক নয়নে অঞ্জন।
কেহ এক কুচে দেই কুঙ্কুম চন্দন॥
কেহ কেহ দেয় অধ সীমন্তে সিন্দূর।
কেহ ভ্রমে পদে হার করেতে নূপুর॥
হস্তের ভূষণ কেহ পরয়ে চরণে।
হস্তেতে পরয়ে কেহ পদের ভূষণে॥
এইমত ব্রজবধূ হইয়া আকুল।
গান মাধব কেশের খসে পড়ে ফুল॥

অথ গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণ নিকটে আগমন।

পয়ার।

এইরূপে সর্ব্ব গোপী ধাইল তুরিতে।
বাপ ভাই বন্ধু কেহ নারে নিবারিতে॥
কেহ কেহ আছিল মন্দির অভ্যন্তরে।
বাহির হইতে দেখিলেন পতি দ্বারে॥
চাপিয়া ধরিল রামা অনেক যতনে।
পথ না পাইয়া তবে সেই গোপীগণে॥
বিরহ অনলে পুড়ি গেল অমঙ্গল।
ধ্যানেতে পাইল কৃষ্ণ ত্যজি কলেবর
যার তার করি সেবা করয়ে ধেয়ানে।
সেই সেই গতি পায় বেদের বচনে॥
কাম ক্রোধ ভয় স্নেহ এ চারি প্রকার।
ভাবিলে প্রভুরে পায় তরয়ে সংসার॥
যেন তেন মতে মাত্র করুক স্মরণ।
অনায়াসে পায় তবু সে চরণ ধন॥
আর যত গোপিনী আইল বৃন্দাবনে।
দেখিয়া নাগর কানু রহিল জীবনে॥
বেড়িল গৌরাঙ্গী সব যশোদানন্দ ।
বিদ্যুতের মালা যেন মেঘ সন্নিধানে॥
দেখিয়া কামিনীঠাট নন্দের নন্দন।
মনে মনে কৌতুক চিন্তিল ততক্ষণ॥
বুঝিব এখন সব গোপিকার মতি।
মম প্রতি কার কেমন আছয়ে পিরীতি॥
এতেক চিন্তিয়া হরি দেখিয়া গোপিনী।
হাসিয়া হাসিয়া কহে কপটিয়া বাণী॥
তুমি সব কুলবতী এ ভোর যুবতী।
এ ঘোর যামিনী বনে বহু পশু ভীতি॥
কোন বা প্রমাদ ব্রজে কিবা রাজভয়।
আগমন কোন হেতু কহলো নিশ্চয়।
চল চল গোপীগণ যাহত আগারে।
এ নিশি আমার সঙ্গে নহে ব্যবহারে॥
যদি বা বলহ দরশন যে কারণ।
মনোরথ হৈল সিদ্ধি দেখিলে কানন॥
আর বা কেমন কার্য্য আছয়ে সাধন।
কেন গুণবতী এথা করেছ গমন॥
তোমা লাগি সবন্ধু বান্ধব বাপ ভাই।
খুঁজিয়া বিকল হৈয়া ভ্রমে ঠাঞি ঠাঞি॥
দুগ্ধের বালক বৎস ফুকরে মন্দিরে।
তাহার দোহন পান করাহ সত্বরে॥
পতি পরিহরিলে পাতক বড় হয়।
ইহলোক পরলোক তরিবে সেবায়॥
স্বপ্নেহ না করিবে পরপতি আশ।
গান শ্রীমাধব রঙ্গে বঞ্চে পীতবাস॥

অথ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে ঘরে যাইতে পরামর্শ দেন।

পয়ার।

পরম সুন্দরী যদি সর্ব্ব গুণাশ্রয়।
পরস্বামী অভিলাষে ধর্ম্ম নষ্ট হয়॥
দুঃশীল দুর্ভাগা রোগী বৃদ্ধ বা নির্দ্ধন।
তবু সতী জন পতি না ছাড়ে কখন॥
পতি বিনা রমণীর আর নাহি গতি।
কেমনে জানিবে তুমি নাগরিক মতি॥
নিজ পতিসেবা পরিজনের পোষণ।
নারী হয়ে না করিলে বড় অভাজন॥
না করি বিলম্ব সভে লড় নিজ ঘরে।
স্নেহের কারণ ধর্ম্ম বুঝাই তোমারে।
এসব বচন যত কন ব্রজনাথে।
অধোমুখী হয়ে গোপী শুনে হেঁটমাথে॥
অধর নীরস নাসাশ্বাস ঘনে ঘনে।
চরণে ধরণী ভল করয়ে লিখনে॥

নয়নে কজ্জল জল পুরে পয়োধরে।
না স্ফুরে বচন মুখে গদধে অন্তরে॥
অনেক যতনে কাজ বুঝিয়া নৈরাশ।
ধীরে ধীরে কহে কিছু গদগদ ভাষ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

——

যথা রাগ।

শৈশব কাল ধরি, তুয়াপদে অনুসরি,
অবহু অধিক অনুগতি।
গুরু মুনি বন্দন, ভকত জীবন ধন,
দুখিনী উপেক্ষা অনুচিতি॥
ওহে মাধব কাহে নিঠুর কহসি।
সব আশ পরিহরি, তুয়াপদ অনুসরি,
চরণ সেবন অভিলাষী॥ ধ্রু॥
না তেজ না তেজ হরি, ভজহুঁ ভকত নারী,
না তেজ সুদৃঢ় আশাপাশে।
তুয়া আশা করি তেঞি,বহুত অসতী মুঞি,
সুত-পতি কিছুই না বাসে॥
শ্রবণে শুনিতে বৈরি, হরল পরাণ মেরি,
তোঁহারি বংশীর নাদ শুনে।
এ তিন ভুবন ভরি, আছয়ে যতেক নারী,
সতী বোলাইব কোন জনে॥
যত দেখ চরাচর, যতেক শরীরধর,
তুমি সে তাহার এক গতি।
যেই হয় পুণ্যবতী, সে পায় অধিক গতি,
মাধবে রচিল মিনতি॥

——

এতেক বিনয় করি বৈল গোপনারী।
তবুত না ছাড়ে রঙ্গ দেব দনুজারি॥
হাসিয়া হাসিয়া কহে উৎকট বাণী।
মিছায় জঞ্জাল কেন পাড় গোআলিনী॥
আজি সে জানিলুঁ তুমি বড় দুষ্টমতি।
পরপুরুষের লাগি ত্যজ নিজ পতি॥
এ পাপ করিতে মোর নাহিক সাহস।
লোকে ধর্ম্মে জানিলে অধিক অপযশ॥
চল চল গোপবধূ না কর যতন।
তোমা সভা হেন মোর নহে পাপ মন॥
শুনিয়া না শুন পাপ কামের কারণ।
আর জন ভজ গিয়া যথা লয় মন॥
এ বোল শুনিয়া গোপী পাইলেক রোষ।
কহিতে লাগিল কিছু দিয়া তারে দোষ॥
শুন শুন ওরে ভাই হয়ে একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

——

এ তোরি মোহনঠাম, পরিহরি নহে আন,
তৃষিত নয়নযুগ মেরি।
শ্রবণ বিবর স্বরে, পূরল মুরলী বরে,
জিনিয়া চরণবেণু তেরি॥
হে নাগর কহনা কেমনে যাই ঘর।
মন হরি লইলে আপনি নটবর॥
তেজিয়া এ পাদপদ্ম, ভকত হৃদয় সদ্ম,
পাদ এক তাহে নাহি যায়।
গ্রহপতি সুত নামে,পদ না আগুসরে কামে,
কি করিব মিলিয়া নিলয়॥
দারুণ মদনানল, অতি ভেল পরবল,
কতেক পরাণে আর সয়।
বিতর অধরসুধা, যগুাহ সকল দ্বিধা,
আনে আর উপশম নয়॥
নহে তুয়া নাম স্মরি, শরীর আহুতি করি,
হরণ করব আজি তাই।
যেন আন শুভকায়, পদ সুশোভিত হয়,
মাধব রচিলা বড়াই॥

কামোদ।

যে দিন এ পাদপদ্ম, ভকত সুখদ সদ্ম,
নয়ন গোচর ভেল মেরি।
তদবধি ধন জন, কিছুই না লয় মন,
তিলেক বঞ্চিতে গৃহে নারি॥
হৃদয়েতে নারি রাখা, পরাগ ধূসর কামা,
তুলসী সহিত যাকু মাগি।
যেন দরশন আশ, সুর মুনি পিয়াস,
তেনই গোপিকা তৃষ্ণা লাগি
শ্যামের বয়ান বিধু, কটাক্ষ অমিয়া সিন্ধু
কুন্তল কুণ্ডলে গণ্ডশোভা।
সুন্দর অভয় কর, কমলার মনোহর,
দেখিয়া অধিক মনে লোভা॥
আছুক আনের দায় যেরূপে আকুল হয়,
পক্ষ মৃগ আদি বনবাসী।
করহ কিরিপা বেরি, দুরিত নাশন হরি,
দেহ সন্নিধান হও দাসী॥
কৃপাময় অবতরি, ব্রজপুরী ত্রাণ করি,
আমি হেন জানিয়ে নিশ্চয়।
যেন সুরপতি ত্রাণে, কর প্রভু নারায়ণে,
নিবসে যে বৈকুণ্ঠ নিলয়॥
এ সব বিচারে স্বামী, অনুচরী হই আমি,
হর দুখ পূর মনোরথে।
তপত এ কুচভারে, দেহ সরসিজ-করে,
পরশ কবরী ভার মাথে॥
গোপীর করুণ শুনি, রসিক নাগর মণি,
পরম সদয় হাস্যমুখে।
প্রীতিয়াণী জনে জনে, ঘন চুম্ব আলিঙ্গনে,
তুষিল পরমানন্দ সুখে॥
প্রফুল্ল গোপিকাগণ, বেড়িল জীবন ধন,
হাস্য কটাক্ষ নানা রঙ্গে।
মাঝে বিহরে কানু, নটবর বেশ তনু,
যেন চন্দ্র তারাগণ সঙ্গে॥
গোপী কর ধরি ধরি, ফিরি বুলে নরহরি,
দেখাই মোহন বৃন্দাবনে
শুন শুন অরে ভাই, পরম রহস্য এই,
এ দ্বিজ মাধব বিরচনে॥
হেরি নায়র রাধা, খণ্ডিল মনের দ্বিধা,
উল্লাসিত রসিক অপারা।
আনন্দে মজিয়া মন, ধায়্যা চুম্ব আলিঙ্গন,
পুলকে পূরিল আঁখিধারা॥
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ অপরূপ মেলি।
জয় জয় বৃন্দাবন জয় রাস কেলি। ধ্রু॥
নাগরী নাগর, রসে হয়্যা একতর,
নয়ন ভঙ্গিম হাসি ভাসি।
অন্যোন্যে জনে জন, ঘন চুম্ব আলিঙ্গন,
মোহিত সকল বনবাসী॥
মনোহর নিকুঞ্জ গুঞ্জই ভৃঙ্গ পুঞ্জ পুঞ্জ,
প্রবেশ অনঙ্গ রঙ্গ আশে।
চাঁদ কিরণে ছুল, অনিলে আনল,
মাধব এই রস ভাষে॥

শ্রীরাগ।

নিকুঞ্জে গুঞ্জই মত্ত মধুকর।
বিকাশিত কুসুমসৌরভ মনোহর॥
ভেল মনোরথসিদ্ধি শুভগ-নয়ানে।
পেখ অপরূপ সব বিহি নিরমাণে॥
পবনে চলিত সব নব নব দল।
পরিসর শীতল বিমল তরুতল॥
সুচারু অঙ্কুর তৃণ ললিত লতিকা।
বিকচ কলিকা জাতি মালতী যূথিকা॥
সরসি প্রফুল্ল বারি কুমুদ প্রকাশে।
কহত মাধব বিধুবন্ধু দেখি হাসে॥

পয়ার।

এই সব রূপে হরি লৈয়া গোপীগণ।
দেখাই দেখাই সব বুলে বৃন্দাবন॥
তবেত নাগর গুরু সানন্দিতমনে।
আইলা মনের রঙ্গে যমুনাপুলিনে॥
হাস্য কটাক্ষ দৃঢ় মধুর বচনে।
বিবিধ বিহার কৈল না যায় লিখনে॥
প্রকার বিশেষ তাহা রচিব এখানে।
শুন রে ভকত লোক হয়ে একমনে॥
শুন শুন ওরে ভাই হয়ে একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

মালব রাগ।

ও চাঁদ বয়ানে ও চাঁদ বয়নী।
ও পদ্ম নয়নে ও পদ্ম নয়নী॥
রমই মাধাই গোপরমণী।
নিকুঞ্জ শয়নে এ সুখ শয়নী॥ ধুআ॥
অধরে অধরে সঘন চুম্বন।
কুচে নখাঘাত কর পীড়ন॥
জঘনে জঘনে সঘনে মেলি।
গানে মাধব অপার কেলি॥

মায়ুর রাগ।

আচরে চঞ্চরিক রবিকর ধাই।
নয়নে নয়নে মিলি বয়ানে মিলাই॥
দৃঢ়পরিরম্ভণে হৃদয় জুড়াই।
পয়োধরে নখরে সিন্দুর লোটাই॥
অভিনব মদন বৃন্দাবন মাঝে।
বিহরে নাগরগুরু যুবতী সমাজে॥ ধ্রু॥
অধর মাধুরী পানে ভেদল দর্শন।
নীবীবিমোচন করি হরল জঘন॥
শ্রমজল-গলিত সকল অঙ্গরাগে।
মুকুতা কুসুম কবরী ভূমি ভাগে॥
মুখর মঞ্জীর পদে বলয়া রসন।
হার হরল পদে নহে সম্বরণ॥
গোপীর নয়ন ফাঁদ চকোর কানাই।
সিন্দুরের বিন্দু যেহ কাজলে পূরাই॥
বিপরীত সুরতি কুটিল ঘন দিঠে।
লহু লহু হাস ভাষ সুধাসম মিঠে॥
শ্যাম নাগর বর গোয়ালিনী গোরি।
গানে মাধব মোরে রহিছে বিজুরী॥

ধানশী রাগ।

দেখিয়া ভুজেরে উচ কুচ লোড়ে।
লুবধ অধরে অধর রস পূরে॥
রমণ রসাল রসিক কানাই।
শরত রজনী রাসে রঙ্গিণী রাই॥
বুকে বুকে মুখে মুখে আঁখি আঁখি এক।
মাতল মদন মানস পরতেখ॥
শৃঙ্গারে দুই অঙ্গ দোলই সঘন।
বাজে মঞ্জীর-বর কিঙ্কিণী-সঘন॥
মুকত কবরী ভাব মুখ বারিপূর।
বিগলিত অঙ্গ রাগ মলিন সিন্দুর॥
গানে মাধব অপরূপ বেশ।
করয়ে পরমানন্দে রমণ বলাস॥

ধানশী রাগ।

ফুলের কুণ্ডল হার।
ফুলে বান্ধি কেশভার॥
ফুলের ধনু ফুলের শর।
ফুলের মালা কলেবর॥
ফুলে রচিয়া গেণ্ডুয়া।
গোপিনী গোপালে খেলয়॥

আমোদেতে উনমত্ত অলি।
সঘনে ভ্রময়ে বুলি বুলি ॥
ফুলপাড়ি ফলপাড়ি।
ফুল লয়ে কাড়া কাড়ি ॥
ফুলে নিরমাইয়া কুটী।
ফুলশয্যায় লুঠালুঠি ॥
ফুলরণে ফুল বাণে।
ফুল ফেলি মধুপানে ॥
মাতিল মদন বাণে।
দ্বিজ মাধব রস গানে ॥

ধানশী।

বান্ধবান ও বান্ধবানী।
পদ্মনয়ান ও পদ্ম-নয়ানী ॥
বসয়ে কানাই রাধারমণী।
নিকুঞ্জ-সদনে সুখশয়নী ॥
অধরে অধরে ঘন চুম্বন।
কুচে নখাঘাত রুধির পতন ॥
জনে জনে চুম্বন কেলি।
গানে মাধব এই রসশালী ॥

পয়ার।

ত্রৈলোক্য আধার প্রভু নন্দের নন্দন।
কেমনে গোপিনী তার সহিবে রমণ ॥
অন্তরে যাতনা বড় পায় মৃদু অঙ্গী।
অবিরত কাকুর্ব্বাদ দূরগেও ভঙ্গী ॥
প্রাণ রাখ প্রাণ রাখ নন্দের কুমার।
পরিহার কর আর না কর বিহার ॥
বধিবে আপন নারী নহে ব্যবহার।
নাগর সমাজে বড় থাকিবে খাঁখার ॥
কেমত তোমার হিয়া নাহিক বিচার।
সহনে না যায় আর শুন হে গোঙার ॥
এতেক বচন প্রভু না করি শ্রবণ।
কটুবাক্য বলে গোপী পাইয়া বেদন ॥
আর সাধ নাই মোর শুন হে লম্পট।
আজি সে জানিনু তুমি বড়ই কপট ॥
প্রকার বিলাসে তাহা করিব রচন।
যে হয় রসিক তার পুরুক শ্রবণ ॥
শুন শুন ওরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥

ধানশী।

ছাড় ছাড় গোঙার আমার নাহি কাজ।
ভাল ভাল বলিতে থাইলে লোকলাজ ॥
তুমি ময়-মত্তহাথী হাম ফুল খানি।
দ্বিরদ বিহায় কত সহে কমলিনী ॥
কে কহে দয়াল তুমি নিঠুর মুরারি।
এ বুঝি প্রকারে বধ কৈলে গোপনারী ॥
সত্য যদি নেহা রাখ রাখ রাই তনু।
ধীরে ধীরে রমণ করহ অনুদিনু ॥
নখাঘাতে জর্জ্জরিত নব-কুচ-তারা।
নিরবধি দহে প্রাণ বিষবিষ জরা ॥
অধর নীরস নাসা বহে ঘনশ্বাস।
কহনে না যায় পাপ জঘন আওয়াস ॥
কহে মাধব মরি তাহে নাহি দুখ।
দেখিতে না পাব পুন হেন চাঁদমুখ ॥

এতেক বচন যদি গোপিনী কহিল।
শুনিয়া প্রভুর মনে দয়া উপজিল ॥
পরিহর রমণ রসিক যদুবর।
অমিয়া বচনে গোপী তুষিলা সত্বর ॥
নখাঘাত চিহ্ন আদি দেখি অঙ্গে অঙ্গে।
কর পদ্ম বুলাইয়া ঘুচায় বিরঙ্গে ॥

আপনি কৃপালু হরি বান্ধিল কবরী।
তয় সওয়ায় আশ পতিব্রত বরনারী (?)
বসনে বাসনা কেহ দৃঢ় নীবীবন্ধে।
উত্তরী আঁচল তুলিয়া দিল কান্ধে॥
গাঁথিয়া গাঁথিয়া গজমুকুতার হার।
পুনরপি কণ্ঠে দিল করিয়া সুসার॥
এতেক চিন্তিয়া নন্দসুত অনুগতি।
বড়ই প্রগল্ভা হইল সে বরযুবতী॥
হাসিয়া হাসিয়া বলে প্রভু গোবিন্দেরে।
পরিহাস রূপে বলে আহ্লাদ উত্তরে॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

সুহই রাগ।

তুমি সে ধরম অভিলাষী।
মো সব অসতী পাপীয়সী॥
দূরে রহুক পরশনে।
দোষ হয় বড়ই দর্শনে॥
শুন কানাই হে করিলে হেন কাজ।
না পালায় ধুইলে হেন লাজ॥
যবে চরণে পড়ি কাকুতি করিল।
তিল এক সম্মতি নহিল॥
অবহু আপনি শ্রীপতি।
কেলি কর গোপিনী সংহতি॥
মিছা মজিলে পাপকর্ম্মে।
শুনি কি বলিব লোকধর্ম্মে॥
না জানি কখন কিবা হয়।
ভাগ্যে সে এড়াইলে দায়॥
তুয়া ব্যক্ত হৈল চতুরাই।
আর নারী কয় কার ঠাঞি॥
দ্বিজমাধব রস ভাবে।
শুনি হরি মনে মনে হাসে॥

শুনিয়া পরমানন্দে হাসিয়া থাকিল।
আপনার নিন্দা শুনি ক্রোধ না করিল॥
পুনরপি গোপীসব আপনা আপনি।
নিজ মান প্রকট দরপে জগজ্জিনি॥
অতি উল্লাসিত ক্ষিতি না পড়ে চরণ।
হাথ বাড়াইয়া যেন পাইল গগন॥
আজি শুভ রজনী প্রসন্ন ভেল বিধি।
কোটি কোটি জনমের মনোরথ সিদ্ধি॥
নিজ পতি আপনে হইল গুণনিধি।
সুরমুনি ভাবি যার নাহি পায় সুদ্ধি॥
সেইত ত্রৈলোকনাথ করিল রমণ।
এতেক সম্পদ কোথা পায় কোন জন॥
এইসব অহঙ্কার করে জনে জনে।
বিশেষ তাহার কিছু করিব রচনে
শুন শুন ওরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

পাহিড়া।

তিন যোগে নারী, জিনিয়া আহীরী,
রূপে গুণে নাহি-সীমা।
হাম সে গোপিনী, পুণ্যবতী ধনী,
কে জানে কত মহিমা॥
আজি শুভ দিন, ভেল পরবীণ,
শুন শুন সুবদনি।
কমলা-রমণ, প্রেম আলিঙ্গন,
পাইনু হাম গোপিনী॥
যাহে যোগিগণে, ধেআয় ধেআনে,
না পায় চরণধূলি।
প্রাণের দোসর, সেই বন্ধুবর,
স্বামী ভেল কুতুহলী॥
ছাড়িল বিপদ, এ সুখ সম্পদ,
সকল শারঙ্গপাণি।

জীবন যৌবন, দিব্য রূপ গুণ,
জনম সফল মানি ॥
জন্মে জন্মে কত ধর্ম্ম, করিয়াছি কোন্ কর্ম্ম,
কিবা-জপ তপ মহাদানে।
কে জানে কেমন ভাগী, পাইনু হরির লাগি,
মাধব ইহ রস গানে ॥

পয়ার।

ত্রিভুবন জিনিয়া গোপীর অহঙ্কার।
আপন শ্রবণে প্রভু শুনে বারেবার ॥
নিজ নিন্দা যতেক ক্ষমিলা যদুরায়।
ভকত জনের নিন্দা সহনে না যায় ॥
যাহারে সদয় তার হরে অহঙ্কার।
কেমনে হইবে যে দোষের প্রতিকার ॥
আমার কারণে করে এত বড় দাপ।
আমি লুকী হই তবে হবে অনুতাপ ॥
এতেক চিন্তিয়া কৃষ্ণ সভার ভিতরে।
আচম্বিতে রাধিকার ধরি বাম করে ॥
চলিলা পবন গতি হৈয়া অলক্ষিত।
লুকাইয়া রহিল সেই বনের একভিত ॥
দেখিতে দেখিতে আঁখি আড় যদুচান্দ।
বিরহ তিমিরে ব্রজবধূ সব আঁধ ॥
অন্যোন্য সখীগণ মুখ নিরীক্ষণ।
হৃদয়ে পরম কম্প না স্ফুরে বচন ॥
হাহা প্রাণনাথ মোর প্রভু যদুমণি।
কোথায় চলিলা গোপী করি অনাথিনী ॥
হুতাশে নিশ্বাস ছাড়ি পড়িল ধরণী।
হস্তীরে হারাইয়া যেন বিকল হস্তিনী ॥
অনেক যতনে কিছু না পাই সন্ধান।
উচ্চনাদ করি সভে ছাড়িল ক্রন্দন ॥
শুন শুন ওরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ-মাধব-রচিত ॥

সুহই।

অনেক যতনে হরি করাইল বশ।
তখির কারণে হরি হরিলা সন্তোষ ॥
আঁখির নিমিখে ভেল সম্পদ বিতথে।
সে সব হইয়া গেলা বহু মনোরথে ॥
আছিলা এখন হরি হাসিতে খেলিতে।
না জানি কেমন পথে গেলা কোন ভিতে ॥
মুঞি সে গোপের নারী কি জানি চাতুরী।
আমা নিদারুণ দোষে পাসরল হরি ॥
সম্ভাষি না গেলা হরি বিসরিলা নেহা ॥
স্মরিতে সে রূপ গুণ দেহে লাগে দেহা।
কঠিন হৃদয় পাপ মুগধ জীবন।
সে হেন বান্ধব বিনু রহে এতক্ষণ ॥
দ্বিজ মাধব কহে শোকে নাহি অন্ত।
কৃপাকর যদুনাথ নহিও কৃতান্ত ॥

পয়ার।

পতি অনুসারে গোপী বিবিধ বিলাপে।
স্মরিয়া স্মরিয়া শোকে থর থর কাঁপে ॥
আপনা পাসরি তাবে মজিল তাহার।
নিজে নিজে মুখ চাহি ভাব সে বিস্তার ॥
সেই হাস সেই ভাব সেই বিহরণে।
উনমত্তা হৈয়া গোপী ভ্রমে বনে বনে ॥
সর্ব্বভূত অন্তর্যামী নন্দের কুমার।
অন্তরে বাহিরে তবু দেখে শূন্যাকার ॥
কিকারণে কি বলে এক নহে ত নিশ্চিত।
সমুখে কুসুমবন দেখিতে শোভিত ॥
পুছিতে লাগিল তারে বিবিধ প্রকারে।
খর্ব্বমূর্দ্ধ দীর্ঘ দেখি কহে বারে বারে ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥

গৌরী রাগ।

শুন শুন অশ্বত্থ পাকুড় মহাবট।
অশোক চম্পক নাগেশ্বর অকপট॥
দেখিলে যাইতে এথা নন্দের নন্দন।
প্রেমহাস দরশনে হরে মোর মন॥
কহ কহ আরে বন পুছে বিরহিণী।
কেবা জান কানু মোর গোকুলের মণি॥
হের তুলসী হরিচরণ প্রয়াসী।
তুহু সে কল্যাণী ধনি জানি গুণরাশি॥
শুন লো মালতী ফুল তুই কৃষ্ণদাসী।
মধুপ চুম্বনে যার অঙ্গ বিহরসি॥
দেখিলে আমার প্রাণ সেই কুঞ্জবাসী॥
হের লো সুন্দরি যূথী নব যে মল্লিকা।
রজনী মরুয়া করবী মাধবিকা॥
কম পরশনে তুয়া বড়ই পিরিতি।
শারন্তি মাধব তাহা দেখিলে কি রীতি॥
শাল তমাল আর পিয়াল বকুল।
আম্র জাম নিম বিটপী বহুল।
ফল ফুলে সুশোভিত পর হিতকারী।
কহে মাধব বাখানে বিরহিণী নারী॥

শুন শুন ধনি বৃন্দে।
তুমি কি দেখিলে নাথ গোবিন্দে॥
মত্ত মধুকর সঙ্গে।
তুয়া দাম অনুপাম অঙ্গে॥
পুছই গো হাম তুথমতি॥
কহ দেখিলে মধু পিউ যদুপতি॥
মালতী লবঙ্গ যূথী।

* * * *

কেতকী মাধবী কুঞ্জে।
কহ কি দেখিলে মোর গোবিন্দে॥
চম্পক নীপ কদম্বে।
অশোক অশ্বত্থ নিম্বে॥
বকুল তাল তমালে।
কহ দেখিলে নাথ গোপালে॥
আম্র জাম পলাশ তরুকুলে।
পরহিতকর নিজ ফল ফুলে॥
দ্বিজমাধব বিরচনে।
হত গোপীগণ রাখ চরণে॥

এই সব রূপে জিজ্ঞাসিয়া বৃন্দাবনে।
পৃথিবী সম্বোধি কিছু বলিছে বচনে॥
শুন গো ধরণি ধনি পুছহুঁ তোমারে।
কোন তপ কৈলে তুমি কহত আমারে॥
কৃষ্ণপদ পরশনে হরিষ অন্তর।
তৃণরূপে পুলক ধরসি নিরন্তর॥
ত্রিবিক্রমের পদাক্রমে আছিলে যখন।
বরাহ শরীরে তুমি পাইলে আলিঙ্গন॥
তখনে এমত সুখ নাহি জানি ভালে।
যতেক বিহার আসি করিল গোপালে॥
শুন লো ধরণি ধনি কহনা আমারে।
প্রণাম করিয়া হের জিজ্ঞাসি তোমারে॥
প্রিয়াসঙ্গে গমন করিতে এই পথে।
দেখিলে আমার প্রাণনাথ যদুনাথে॥
প্রিয় আলিঙ্গনে কুচ কুঙ্কুম-রঞ্জিত।
সুগন্ধি অধিক গন্ধ পাই মনোনীত॥
গোপীকান্ধে বামভুজ-দিয়া কামরঙ্গে।
দক্ষিণে কমল ধরি ফিরে শ্রীঅঙ্গে॥
আলোল তুলসীমালা আপাদ লম্বিত।
তাহার আমোদে মত্ত মধুপ চুম্বিত॥
দেখিয়া আনন্দময় সব গোপীগণ।
করিলা প্রণাম সেই ভক্ত দরশন॥

আর এক গোপী বলে শুন মোর সখি।
বড় হরষিত এই তরুলতা দেখি॥
প্রভু আলিঙ্গন হেতু অতিশয় রঙ্গে।
যবে হরি নখাঘাত করিল প্রসঙ্গে॥
এই সব প্রলাপে উন্মত্ত সখীগণ।
বিকল হইয়া করে কৃষ্ণ অন্বেষণ॥
চিন্তিত গুণিতে সেই বিহার আকার।
আপনা পাসরি ভাবে মজিগেল তার॥
ভাবিতে ভাবিতে গোপী মজিগেল ভাবে।
সকল প্রভুর লীলা পায় গোপী সবে॥
শুন শুন ওরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

এক ভেল পূতনা বালক একজন।
স্তন পান করি তার বধিল জীবন॥
শকট হইয়া কেহ রহিল উপরে।
শিশুরূপে কান্দি লাথি মারিল তাহারে॥
ভাবিতে গোবিন্দভাবে মজিল গোআলী।
আপনা-পাসরী সভে করে কৃষ্ণকেলি॥
দৈত্য হইয়া কেহ হরি হরি লৈয়া যায়।
গলায় চাপিয়া কেহ মারিলেক তায়॥
কটিতে কিঙ্কিণী কেহ হামাগুড়ি যায়।
নবনী খাইয়া কেহ ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলায়॥
ফুলদামে কেহ কাহা বান্ধি উদুখলে।
যমল অর্জ্জুন কেহ ভাঙ্গি অবহেলে॥
কেহ রাম কেহ কৃষ্ণ কেহ বৎস বাল।
বৎস মারিল কেহ হইয়া গোপাল॥
কেহ অঘাসুর হৈল কেহ তাহে মারি।
খগ মৃগ সঙ্গে কেহ বিপিনবিহারী॥
বক হৈল এক তারে চিরিলেক আনে।
ধেনু নাম ধরি ধরি কেহ বেণু গানে॥
কেহ কালি হৈল কেহ নাচে তার মাথে।
কেহ অগ্নি জ্বালি কেহ দিলেক তাহাতে॥
পর্ব্বত করিয়া কেহ ধরিল অম্বর।
কেহ গতি করে কারো কান্ধে দিয়া কর॥
কেহ বিবসন হৈয়া করে জলকেলি।
বসন হরিল কেহ হৈয়া বনমালী॥
কেহ অন্ন মাগিয়া পাঠায় যজ্ঞস্থানে।
খাইল কৌতুকে বসি লৈয়া শিশু গণে॥
এইরূপে নানা কেলি করে গোপনারী।
দ্বিজ-মাধব কহে প্রেমভিখারি॥

ভাটিয়ারী।

এইরূপ উন্মত্ত হৈয়া গোপীগণ।
বিরহে ব্যাকুলমতি করয়ে ভ্রমণ॥
হেনই সময়ে তারা গিয়া কত দূরে।
প্রভুর পদের চিহ্ন পাইল প্রচুরে॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ শুভ স্বস্তিকের রেখ।
ষট্‌কোণ যব আদি লক্ষণ যতেক॥
তার পাছে পাছে দেখি রমণী পদ্ধতি।
সহজে তাপিনী আরো অতি দুঃখমতি॥
আপনা আপনি সভে করি অনুমান।
দেখ দেখ আলো সখি হের বিদ্যমান॥
কোন পুণ্যবতী সেই নিল নন্দসুতে।
তাহার যে পদচিহ্ন দেখ অদভুতে॥
পতি অংশে তনু দিয়া দেখহ তাহার।
অনুমানে বুঝি পদ তেঞি ধারে ধার॥
নিশ্চয় যে এই ধনি হরি আরাধিল।
তেঞি আমা সভা তেজি তারে লৈয়া গেল॥
ধনি ধনি হের প্রভু চরণের ধূলি।
যার লাগি বিধি শিব পরম ব্যাকুলী॥
অধিক সন্তাপ গোপী পদদরশনে।
একেশ্বর ভুঞ্জে গোপী সত্যাকার ধনে॥

এইরূপে বিলাপ করয়ে গোপীগণ।
বিশেষ তাহার কিছু করিব রচন॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

শ্রীরাগ।

এ ধ্বজ অঙ্কুশ বজ্র যব পরতেখ।
হাম দুখমতি, এই দুরগতি,
দেখিতে ভেল আদেখ॥
হরিপদ চিহ্ন এই, হোর দেখ সই,
দোসর পেখি নাগরী।
শ্রীহরি ধ্বনি, হোর দেখ শুনি,
সেই সে অপ আপরি (?)॥
এই ফুল পাঁতি, রচিয়া শেজতি,
সুরতি বঞ্চিয়া নিশি।
এই সোহাগিনী নাহি পদচিহ্নি,
কান্ধে চড়ে হেন বাসী॥
কামেতে শ্রীহরি, কামিনী কোলে করি,
কবরী বান্ধিল এথা।
অঙ্গুলীর আগ, চিহ্ন ভুমিভাগ,
কে জানে এমন কথা॥
এসব প্রলাপ করি, অনুতাপে গোপনারী,
অনুক্ষণ ভাবে বিরহিণী।
দ্বিজ মাধব কয়, বিহরে যাদবরায়,
সঙ্গতি রাধা সুবদনী॥

পয়ার।

হেন রূপে গোপী চাহিয়া বেড়ায় এথা।
সোহাগিনী হৈয়া এথা পতি, গেল কোথা॥
খিয়া আপন মনে সেবব নাগরী
ত্রিভুবন জিনিয়া সোহাগে আগরী॥
সকল রমণী এড়ি কমলার পতি।
একলা আমার সঙ্গে বঞ্চিলা সুরতি।
বুঝিলুঁ আমার সম নাহি ভাগ্যবতী।
আমি ত নাগরী মুখ্যা বড় পুণ্যবতী॥
যাইতে যাইতে রাধা বলে গোবিন্দেরে।
শুন শুন প্রাণনাথ আমার উত্তরে॥
চলিতে না পারি আমি কহিলুঁ স্বরূপে।
আপনি লইবে আমা পার যেইরূপে॥
হেন সগর্ব্ব বাণী শুনিয়া তাহার।
বলে নন্দসুত কান্ধে চড়হ আমার॥
এ বোল বলিয়া নম্র হৈলা বিদ্যমান।
উঠিতে কান্ধে প্রভু হৈলা অন্তর্দ্ধান॥
না দেখিয়া প্রাণনাথে শিহরে কামিনী।
হতাশ হইয়া ঢলি পড়িল অবনী॥
হা নাথ রমণশূর প্রভু মহাবাহু।
অনাথিনী হায়ে পরিহরি গেলা কহুঁ॥
বিরহঅনলে প্রাণ না রহে শরীরে।
বেরি এক দরশন দেহ দুঃখিনীরে॥
বেরি এক দোষ যেই স্বামী নাহি লয়।
করুণাসাগর দয়া কর মহাশয়॥
শোকাকুলী হৈয়া রাই জুড়ল ক্রন্দন।
বিশেষ তাহার কিছু করিব রচন॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

বরাড়ী।

সহজে অবলা জাতি, আরে হাম দুঃখমাত,
খণ্ড কপালী অভাগী।
সুর মুনি দুর্লভ, পরম চরণ তব,
সহি রহব কাহে লাগি॥

এ হরি এ হরি আর কি দেখিব গোপালে
দারুণ চতুর্ম্মুখ, কত বা লিখিল দুখ,
চিরি চাঙ পাপ যে কপালে ॥
ভালই পুরুষমণি, তেজি ছিল গোপিনী,
আপনা আপনি কৈলুঁ ভালি।
যে জানে প্রেমের রস, সে নহে পরের বশ,
অমিয়া সমান রস কেলি॥
মুঞি বড়ই অবুদ্ধি, কেমনে জানিব শুদ্ধি,
কেবল দৈব বিরোধী।
করতল মিলই, পুনঃপুন গোপই,
অসীম গরিম গুণনিধি ॥
সঙরিতে রূপ গুণ, হিয়া পুড়ে দ্বিগুণ,
না জানি হইবে কোন গতি।
দ্বিজ মাধব কয়, মিলিব সে কৃপাময়,
আপনার দোষে পাও শাস্তি॥

এতেক প্রকারে রাই ক্রন্দন করিয়া।
মূর্চ্ছিত হইলা রাই ভূতলে পড়িয়া॥
হেনই সময়ে সেই সব গোপীগণ।
দূরে থাকি সহচরী দেখিল তখন॥
সম্ভ্রমে ধাইয়া তবে নিকটে আসিয়া।
আপনার ক্রন্দনে আশু চৈতন্য করাইয়া॥
তবে কোলাকুলি কৈল আত্ম আত্মদুখে।
গলিত নয়ানের নোর বোল নাহি মুখে॥
অনেক যতনে সভে স্থির করি মন।
জিজ্ঞাসিতে লাগিলা যতেক বিবরণ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

সুহই।

তেজি সব হাস অভাগিনী।
স্বামী লইয়া গেয়ো সোহাগিনী॥
কি হেতু হইল অপীরিতি।
না বুঝি তোমার কোন রীতি॥
কহ ধনি কাহে দুরগতি।
কোথায় তোমার প্রিয় পতি॥
কিছু না কহিবে মোরে আন।
কহ সতি মান অপমান॥
যো ভেল সো ভেল দিনদোষে।
নাহিক তোমার কিছু রোষে॥
হেরো না দেখ লো পরতেখ।
গৌরব তোমার যতেক॥
কেন সঙ্গ ভঙ্গ আচম্বিত।
দ্বিজমাধব-বিরচিত॥

পয়ার।

আপনার তাপে পড়িয়াছ ত আপনি।
নিজ গুণে বাড়িল শোক হেন কথা শুনি॥
কাটা ঘায়ে দিল যেন জামিরের রস।
তেমত এ বোল শুনি হইল বিরস॥
ভাটীর তরঙ্গে যেন মেলিলেক বা।
তরঙ্গ-আনন্দ ঢেউ স্থির নহে না॥
হেন শোকসময়ে কটাক্ষ কথা শুনি।
বড় উতরোল হিয়া না ধরে পরাণী॥
শুনিয়া ক্রন্দন করি বলিছে তখন।
প্রকার বিশেষে তাহা করিব রচন।
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

শ্রীরাগ।

একে হাম বিরহ আতুরা।
দুখ ভাবে বহুত কাতরা॥
আরে তুমি কুবচন সারা।
কোন সুখে করসি প্রহরা॥

হে সখি কি পুছসি হাম দুখিনী।
কহন না যায় সে সব কাহিনী॥
কোন সুখে কপট চাতুরী।
ভাল ভেল পাইল পেয়ারী॥
অনাথিনী অবুধ হামরা।
কি বল কর্ম্মের লেখা সারা॥
পরহিত করয়ে সুজনে।
দুর্জ্জনেতে পীড়য়ে যতনে॥
এ দ্বিজ মাধব সুরচন।
বিরহিণী হীন সম্ভাষণ॥

অশৌচ পতিত না যায় কেহ কার তরে।
পতি পাইয়া বঞ্চিল এই মনের বিচারে॥
বিরহিণীগণ তবে বলে পুনর্ব্বার।
পতি পাইয়া তোমারে বঞ্চয়ে কোন ছার॥
দৈবে ভুঞ্জায় মোরে এতেক দুর্গতি।
সেই দৈবে জন্মাইল এ সব কুমতি॥
তোমা সভার কোন দোষ কর্ম্ম আপনার।
এবে সে জানিনু কৃষ্ণ না পাইব আর॥
এবোল শুনিয়া গোপী চলিল নিশ্চয়।
আপন বৃত্তান্ত কহে হৈয়া সহৃদয়।
যেকারণে হৈল এই মান অপমান।
কহিল সকল সখি এক নহে আন॥
শুনিয়া দৌরাত্ম্য কথা বড় হৈল ভয়।
কেবল নৈরাশ কাজ জানিল হৃদয়॥
তবে সব সখীগণ হৈয়া একমতি।
মনের হাব্যাসে চাহি বুলে কথোরাতি॥
প্রভু সঙ্গোপন দেখি চন্দ্র লুকাইল।
অতি বড় ঘোরতর অন্ধকার হৈল॥
কিবা বন কিবা জল লখিতে নারিয়া।
নিবর্ত্তিল গোপীগণ নৈরাশ হইয়া॥
যমুনার কূলে সবে থাকিল পড়িয়া
নিজ ঘরে কেহ নাহি গেল বাহুড়িয়া॥

পুনরপি কৃষ্ণের বিহার রূপ গুণ।
স্মরিয়া স্মরিয়া সভে করয়ে ক্রন্দন॥
বিশেষ তাহার কিছু করিব রচন।
শুন রে ভকত লোক হয়্যা একমন॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

এই তব ব্রজপুরী, তুয়া প্রেমে জীউ ধরি,
অধিক সম্পদ পদ ভেলা।
বিশেষে কমলা বাসে, পূরল সভার আশে,
কেবল গোপীরে নিঠুর হৈলা॥
প্রাণনাথ হেরি তোহারি গোপীজনে।
তুয়া অনুসারি নিশি, ভ্রময়ে এ দিশিদিশি,
কাহে না করব অবধানে॥
শরতের চান্দ হেরি, বল কত সহে নারী,
তুহুঁ মেরি প্রাণ হরি নিলা।
সব আশা পরিহরি, তুয়া পদ অনুসরি,
গোপিনীরে বধ করি গেলা॥
বিশারদ বাহন, মহা-অসুর গণ,
ভয় ভাবিয়া বেরি বেরি।
যবহুঁ বিধি করি, পাইল বরজ নারী,
অবহুঁ কি দোষে পরিহরি॥
সুরকুল সাধনে, জগপরিপালনে,
যদুনন্দন অবতারা।
দ্বিজ মাধব কয়, শুন হে করুণাময়,
ভকত বেদন অব হারা॥

মালিনী ছন্দ।

কৃপাময় অবতারি, ব্রজকুল দুঃখহারী,
কতেক অভয়পদ দায়ী।
বিরহে দগধে গোপী, প্রাণ দেহ পুনরপি,
নিজ চন্দ্রানন দেখাই॥

শিরে দেহ শ্রীকরে, পীন পয়োধরে,
দারুণ মদনে প্রাণ দহে।
প্রণত দুরিতহারী, ফণ ফুল নৃত্যকারী,
চরণাম্বুজ দেহ তাহে॥
বিমল কমলানন, মৃদু মন্দ ভাষণ,
বিতর সে অধরমাধুরী।
খসুক সকল তাপ, আর না করিহ দাপ,
পরাণে জীউক বধিকারী॥
জগত জীবন প্রাণ, সুরমুনি বন্দন,
শ্রবণ মঙ্গল তোরি কথা।
এ শুভ অমিয় ধনে, প্রকাশয়ে যেই জনে,
সেই সে জগত প্রাণদাতা॥
হাস ভাষ নিরীক্ষণে, মনোহর বিহরণে,
বৈভব সকল তাহে তোরি।
ভাবিতে সে রূপগুণ, মূর্চ্ছিত গোপিকাগণ,
কৃপা কর জানি একবেরি॥
ব্রজ ছাড়ি যখন, চরাইতে গোধন,
অসীম তৃণাঙ্কুর বনে।
নবীন সুন্দর পায়, কত না বেদনা হয়,
চিন্তায় আকুল মোরি মনে॥
দিবস অবসরে যবে আইস মন্দিরে,
তবে হয় বিরহে চেতনে।
নীল কুন্তলাবৃত, তৃষিত বেণু রঞ্জিত,
দেখাও সে মোহন বয়ানে॥
প্রণত জন মনে, তুয়া পদ ধেআনে,
কমলাবিন্দিত নিজ পদ।
দেখিয়া ত মহাজন, হইয়া সুপ্রসন্নমন,
চরণ দিয়া করহ প্রসাদ॥
পুরিয়া মোহন বেণু, বধিয়া দুখিনীতনু,
বনে তুমি যাইতে রজনী।
না দেখিয়া চান্দ মুখ, হৃদয়ে পরম দুখ,
তিলেক বিরহে যুগ মানি॥
বিরহবিচ্ছেদ কালে, দেখিতে না পাই ভালে,
পাপ চক্ষুনিমিষ কারণে।
মনের সন্তাপে রুষি, বিধির সৃজন দুষি,
সে তুমি যে এরূপ এখনে॥
শুনিয়া সে বেণুধ্বনি, হাম সভ অচেতনী,
তেজিয়া সকল ধন জন।
আইলুঁ তোমার পাশে, চরণসেবন আশে,
ইহাতে হেরিল কোন জন।
এবে সে জানিলুঁ মুঞি, বড়ই নির্দ্দয় তুঞি,
তেজিয়া সকল মায়ামোহে।
প্রকারেতে আনি নারী, বধ কর নরহরি,
এই মাত্র নিবেদিলুঁ তোহে॥
বলিতে বলিতে রাই, দ্বিগুণ ব্যাকুল হই,
ধরণ না যায় মোর মনে।
স্মরিয়া স্মরিয়া হরি, রূপ-গুণ ব্রজনারী,
হুতাশ করয়ে জনে জনে॥
শুন শুন আরে লোক, এ বড় বিষম শোক,
দ্বিজ মাধব বিরচনে।
তরিবে সংসার দুখ, ভুঞ্জিবে পরম সুখ,
বিমুখ নহিও অকারণে॥

সুহই।

সুঙরি তোর কুটিল দিঠি চাঁদ বদনে মন্দ হাসি।
হিয়া ফুটি জীউ ছুটী, রহব কেমন দিঠি,
রাখহ চরণে করি দাসী॥
যদুনন্দন হে বেরি এক দরশন দেহ।
তো হি চরণ ধন, চাহি সুরগণ
কমলার মন কহি নাহি পাই।
পায় লোকে মন গুণে, হাম গোপীগণে,
কোন দোষে পুন বা হারাই।

যত বৃন্দাবনবাসী, হৃদয় কুমুদ শশী,
ত্রিজগ-মঙ্গল গুণনিধি।
জীউ অনাথিনী বধূ, দেহ যে অধর মধু,
দূর যাউ বিরহ বিআধি ॥
কঠিন কুচ মেরি, কোমল চরণ তেরি,
ধরহুঁ রভস লহু লহু।
এবে সে গগনপতি, শিল তৃণে দহে কাঁতি,
গানে মাধব দুখ বহু ॥

—

পয়ার।

এত সব বিলাপ করিয়া গোপী সব।
মনোহর উচ্চস্বরে করয়ে বিলাপ ॥
শুনিতে শুনিতে দয়া জন্মিল হৃদয়।
প্রেমের ঠাকুর প্রভু হইলা সদয় ॥
সে যেন রসিক পীতবসন পিন্ধন।
বনমালাধারী রূপ মদনমোহন ॥
এইরূপে দরশন দিলা আচম্বিত।
দেখিয়া রমণীগণ বড় আনন্দিত ॥
নেউটিল প্রাণ যেন মৃত্যুকলেবরে।
উঠিল সম্ভ্রমে সব সখী একেবারে ॥
পুলকে আকুল তনু সজলনয়ানী।
জয় কৃষ্ণ বলি সভে উঠিলা তখনি ॥
বেঢ়িল যাদবানন্দে উল্লাসিত মনে।
যেন চন্দ্র বেঢ়িয়া উদয় তারাগণে ॥
মেঘের উদয়ে যেন তড়িত আকাশে।
রবিদরশনে যেন কমল প্রকাশে ॥
হারাইল ধন যেন পাইল অবনী।
তেন হরি পাইয়া গোপীর রহিল পরাণী।
করিবরে পাইয়া যেন প্রফুল্ল করিণী।
তেন হরি পাই স্থির হইল গোপিনী ॥
একান্ত ভকত গোপী নাগর নাহি এড়ে।
বিবিধ প্রকারে দৃঢ় ভক্তিযোগে বেড়ে ॥
অনেক যতনে আগে চিন্তিল ধেআনে।
তবু নাহি পায় গোপী শ্রীকৃষ্ণচরণে ॥
তকেত অভেদ ভাব ভাবিল ধেআনে।
তবু নাহি পায় কৃষ্ণ জগৎমোহনে ॥
তবে স্থির হই গোপী সেবক বেভারে।
তখন পাইল গোপী নন্দের কুমারে ॥
যবে প্রকাশিত হৈয়া গেল প্রেম রস।
আপনি আইল প্রভু হৈয়া ভক্তিবশ ॥
শুন রে পণ্ডিতলোক দেখ বিদ্যমান।
প্রেম ভক্তি ছাড়ি কৃষ্ণে নাহি পায় আন ॥
হেন মহাধনে যার আছে অভিলাষ।
জন্মে জন্মে কার্য্য মোর তার দাসের দাস ॥
শুন শুন অরে ভাই হৈয়া একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥

—

বসন্ত রাগ।

কেহ করাম্বুজে ধরিয়া দুভুজে,
কেহ বাহুমূল অংসে।
গোপীরে গোপিনী, ধরয়ে অমনি.
বিরহ যাতনাবশে ॥
বেঢ়ল কামিনী ঠাট পরম আনন্দে।
পাইয়া প্রাণের ধন নাথ যে গোবিন্দে ॥
কেহ কুতুহলী চারু অঞ্জলী,
তাম্বুল চর্ব্বণ লই।
কেহ অতিশয়, তাপিতহৃদয়,
পাদপদ্ম আনি দেই ॥
মানে আকুলি, প্রেম কোলাকুলি,
অধরে দশন সারি।
রহই বিদ্যমানে, ভ্রূকুটী সন্ধানে,
আড় আঁখি সভে করি ॥
কেহ একন্তরে, হৈয়া নৃত্য করে,
চরণপঙ্কজে ধায়।

কেহ আঁখিবাটে, অমিয়া হৃদিতটে,
আলিঙ্গে মাধব গায় ॥

পয়ার।

শ্রীকৃষ্ণ দরশনে আর পরশনে।
ছাড়িল বিরহ তাপ ব্রজবধূগণে ॥
ব্রজ রমণী সমাজে শোভিত ব্রজরাজে।
আদি পুরুষ সে যে শক্তিগণ মাঝে ॥
তবে সেই গোপীনাথ মনোহর রঙ্গে।
যমুনাপুলিনে গেলা প্রিয়াগণ সঙ্গে ॥
প্রসন্ন যমুনা অতি দেখিতে সুন্দর।
কুন্দ মন্দার ফুটিয়াছে বহুতর ॥
নিরবধি মধুপানে মুখর ভ্রমর।
মন্দ মন্দ গন্ধ বায়ু বহে মনোহর ॥
পুনরপি নিধিপতি উজলি অধিক।
তিমির বিনাশ সুপ্রসন্ন দশ দিক্ ॥
তরঙ্গ তরল করে তরণিদুহিতা।
কোমল বালুকা হয় ভুবনমোহিতা ॥
দেখিয়া সে রম্য স্থান বিরহিণীগণ।
পাইল পরম সুখ বাড়িল মদন ॥
নিজ নিজ হৃদয়ের উত্তরি আঁচলে।
কুচের কুঙ্কুম যাহে লাগিয়াছে ভালে ॥
ভূমে পাতি দিল তাহা করিয়া আসন।
বসিলেন প্রাণনাথ কমললোচন ॥
হৃদয়ে আসন যারে যাচে যোগেশ্বর।
হেন প্রভু বসিলেন গোপিনী অম্বর ॥
কৃপার সাগর প্রভু ভকত অধীন।
ত্রৈলোক্য লক্ষ্মীর পদ ধরয়ে প্রবীণ।
ব্রজসীমন্তিনী সঙ্গে অনঙ্গ অলসে।
বসিয়াছেন পরমানন্দ আদিপুরুষে ॥
দেখ দেখ আরে লোক ভকত-মহিমা।
ব্রহ্মা পশুপতি যার নাহি পায় সীমা ॥
সে নিধি থাকিতে লোক মরে মিছা লাগি।
বড়ই দুর্লভ ধন নহে অল্প ভাগি ॥
কত কল্প সেবা করিছিল গোপীগণ।
এমন সম্পদ পায় তথির কারণ ॥
কৃপার সাগর প্রভু ভকতের বশ।
প্রেমরস লাগি করে বিবিধ রভস ॥
তবে ত রমণীগণ প্রভুপাশে বসি।
প্রেমহাস্য-নিরীক্ষণে লাবণ্য প্রকাশি ॥
করপদ্ম ধরি তারে আনিয়া হৃদয়।
ধীরে ধীরে কহে কিছু মান অভিনয় ॥
শুন শুন গুণনিধি জিজ্ঞাসি তোমারে।
সহজে বেভার কিছু কহিবে আমারে ॥
ভজিলে যে ভজে কেহ এহ এক রীতি।
না ভজিলে ভজে কেহ দ্বিতীয় প্রকৃতি ॥
ভজিলে না ভজে কেহ কিবা অভাজনে।
তৃতীয়-প্রকার এই কহি বিদ্যমানে ॥
এ তিন ভুবন মধ্যে ভাল কোন জন।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কিবা কহ কমললোচন ॥
বলিতে লাগিলা কৃষ্ণ বুঝি তার মন।
অন্যোন্য ভজন হয় কি তার কারণ ॥
ধর্ম্ম হেতু নহে সেই কেন হয় বিষয়।
অভাজনে ভজিলে সে জানি কৃপাময় ॥
বড়ই করুণা সেই ধর্ম্ম অতিশয়।
পুত্রের পালন যেন করে বাপ মায় ॥
ভজিলে না ভজে বা না ভজে উভয়।
তার কথা কহি শুন দুই রূপ হয় ॥
যেবা আত্মবান্ কিছু না করে ভাবনা।
কহিল তোমারে নাহি ভজে সেই জনা ॥
কেহ ত অবুধ নহে বুঝে ধর্ম্মাধর্ম্ম।
গুরু দ্রোহি করি সেই করে এই কর্ম্ম ॥
ইহার ভিতরে নাহি গণহ আমারে।
যেন সারোদ্ধার প্রিয়ে বুঝাই তোমারে ॥

কায়মনোবাক্যে যেবা ভজয়ে আমারে।
ভক্ত-অধীশ্বর হেতু বাড়াই তাহারে ॥
যেন অকিঞ্চন জন পাই মহাধন।
পুন হারাইয়া পায় ভক্তির কারণ ॥
তেন তুমি সব ছাড়ি গৃহ ধন জন।
আসিয়া কাননে মোর ভজিলে চরণ ॥
তহু অনুরক্ত হেতু কৈনু অন্তর্দ্ধান।
পুন হারাইয়া পাও ভক্তির কারণ ॥
বড়ই সম্পদ না বুঝিহ অপমান।

* * *

অবিচারি হৈয়া দোষ না দিহ আমারে।
জানিহ পরম তত্ত্ব কহিল তোমারে ॥
তোমা সম প্রিয়া মোর নাহি তিন লোকে।
আত্মসমর্পণ আমি করিল তোমাকে ॥
তোমার সন্তোষ আমি কি বলিতে জানি।
আপনার গুণে তুষ্ট হইবে আপনি ॥
সর্ব্বরূপে আমি যদি অনুরুক্তি করি।
তথাপি তোমার ধার শুধিতে না পারি ॥
আর এক উপদেশ কহি শুন তুমি।
লেশ মাত্র অহঙ্কার সহিতে নারি আমি ॥
আমা ভক্ত প্রতি তুমি বৈলে অহঙ্কার।
তে কারণে দিনু দুঃখ এহ হয় আর ॥
এ বোল শুনিয়া গোপী সজলনয়নে।
বাড়িল অধিক সুখ হইল মিলনে ॥
তবে নারীগণ সঙ্গে দেব দামোদর।
পাতিলেন রাসক্রীড়া অতি মনোহর ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত্ত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ-মাধব-রচিত ॥

সুহই রাগ।

ভ্রমরা গভীর নাদে ঘন বাজে বাদি।
কোকিল কুটিল সে কুকরে উচ্চনাদী ॥
মোহন শ্রীবৃন্দাবনে যমুনার তটে।
পূর্ণিমার যামিনী জানি গেলা রাসহাটে ॥
মদনমোহিত পীতি পত্তন আদান।
উপরে হিমাংশু পতাকা নিরমাণ ॥
এ বর বরজ বধূ মিলিয়া অপারা।
নব নব যৌবনেতে অমিয়া পসরা ॥
চুম্ব আলিঙ্গন দান পথের আগুসার।
সভে এক গ্রহকর সাহরিয়া তার ॥
কাহো কেরি পয়োধর মধুর বদর।
কাহো কেরি দাড়িম্ব কারো ত শ্রীফল ॥
কারো সরসিরুহ চিকুর চামর।
ভ্রুকুটি কোদণ্ড কটাক্ষ আঁখি শর ॥
দশন দাড়িম্ব বীজ অধর প্রবাল।
জঘন কনকাসন সুখদ বিশাল ॥
বিরচিত কুসুম ফুটিল সারি সারি।
অন্তরে অন্তরে তরু শোভয় তোহারি ॥
সব মহিধর বিভব অপরূপ।
ত্রিজগতে দুর্লভ স্থান গান মাধব ॥

গৌরী রাগ।

কোপে আগি রাধা কানাই
মধুর মধুর কেলি।
দুহুঁ সুন্দর বয়ান মনোহর,
অধর পানে ভালে মেলি ॥
কুঞ্জ নদী তীর, কুঞ্জ গৃহোদর,
কুঞ্জ পথ বসাই।
শ্যাম গৌরবর গৌর কলেবর
অঙ্গেতে অঙ্গ মিলাই ॥
হার বনমাল ভেল এক ভাল,
ঘ্রাণে মাতি মল্লগণ।
কঙ্কণ কিঙ্কিণী মন্দ মন্দ ধ্বনি,
মাধব কহে বিমল ॥

দুঃখ বরাড়ী।

দুহুঁ গোপী গোরী অন্তরে কানু কেলি।
দুহুঁ কানু মাঝে গোপী বাহু বাহু মেলি॥
কনক চম্পক মাঝে মরকত মণি।
বিশাল মৃণাল যেন বিরল গাঁথনি॥
অপরূপ রাস রসাল ফুল বনে।
শত শত রমণী রময়ে এক কালে॥
রসে ভুললরে নাগরগুরু কান।
তরুগণ বেড়ি সব আনন্দ গায়ন॥
সুরতরু বেড় বেড়ি মণ্ডলী হয় ফিরি ফিরি
তহু মাঝে কানু নাচে বেণু পূরি পূরি॥
কঙ্কণ কিঙ্কিণী আদি হাথ থল থলি।
গান মাধব চাঁদ কমল এক মেলি॥

সুহই।

মৌলি মঞ্জুল কুঞ্জ ফুল ফুটিল,
কুন্তল শোভি সুধীরে।
সঘন চঞ্চল শিখি নবদল,
অলি জনম মহিরে॥
গোপিনী মণ্ডলী মধ্যে মাধব কেলি,
নৃত্য করিছে সুধীরে।
সঙ্গীতামৃত মুরারির গীত,
রঙ্গী তার রতি বরে॥
কণ্ঠে নব দাম, দোলে অনুপাম,
কনক মাদুলি নয় হারে।
শ্রবণে ঝলমল রত্ন কুণ্ডল,
রুচির গণ্ড বিহার রে॥
চলন চেলনধটী রচিত শুভ কটি,
কঙ্কণ কিঙ্কিণী জাল রে।
চরণে মঞ্জীর বাজয়ে নূপুর,
মাধব বচন রসাল রে॥

পুরবী।

বায়ুবেগে নৃত্যচলে পা।
অধিক মধুর শুনি, গোপিগণের নৃত্যধ্বনি,
অঙ্গে ভঙ্গে চাল যায় পা॥
সঙ্গীত যে রতি রঙ্গে, গোপিনীগণের সঙ্গে,
নানা ভঙ্গে নাচে ত গোপাল।
তার পাইয়া বহু বিধি সুন্দরী রসাল॥
ঝক মক ঝাঁঝর বাজে করতালে।
কিঙ্কিণী কিটি কিটি মন্দিরা রসালে॥
ঝন ঝুন নূপুর বিরব পদে শুনি।
ঝম ঝম ঘাঘর, কটি বেড়ি করে রব,
ঝন ঝন কঙ্কণ ধ্বনি॥
ডগমগ ডম্ফ, মন্দ মন্দ লম্ফ,
পিং পিং বেণু রসালে।
দাপ দূর গেলি, সঘনে গোড় তালি,
এই রস মাধব গানে॥

পুরবী।

নটবর বেশ কেশ, পাশে ভূষণ শেষ,
চঞ্চল চন্দন যুত।
তাহা বেড়ি গুঞ্জা, বহুতর পুঞ্জা,
বেষ্টিত রঙ্গণ চ্যুত॥
নাটুয়া চূড়ামণি, গোপিনী রঙ্গিণী,
বিরাজে রমণী সমাজে।
নটবর মন্দিরে, বৃন্দাবন মাঝারে,
মদন মোহন নাচে॥
তাথা থৈয়া থৈয়া, ঝুমকি শুনিয়া,
যন্ত্র আভরণে গায়ে।
মধুর সঙ্গীত, গোপী কানু রচিত,
মধুমদ মাদল বাজায়ে॥
নাটুয়া জিনিয়া নট, নটিনী জিনিয়া ঠাট,
বিবিধ ছন্দ গতিশালী।

মাধব গানে, অমর বাখানে,
ভালিরে ভালি ভালি ॥

——

বেলোয়াড়।

মুরজ উপাঙ্গ বীণ, উনমত্ত গোপীগণ,
সুরই সকল বিলাসিনী।
অঙ্গ তরঙ্গ, কিঙ্কিণী সঙ্গ,
তার গতি সুরমুনি ॥
তাত্তা দিঙ্গিত, বাজে মধ্যে নাচত,
বরজ গোপিনী রায়।
কর তালি তাল, মধু রস ভাল,
সঙ্গে সঙ্গীত গায় ॥
অঙ্গুল বিলোল, নাচই ভাল,
উড়ে শিখিপিচ্ছ চূড়।
মাধব গানে, সুরগণবাখানে,
গোপিনী সঙ্গে নিগূঢ় ॥

——

কেদার।

মঞ্জুল রঞ্জন চরণ সুচলন
কঙ্কণ কবরী কম্পন রে।
বিশদ মন্দু হাস, মধু মধু ভাষ
রাসবিলাস মোহন রে ॥
কুসুম কানন গোপবধূগণ
বেড়ি বেড়ি গায়ত গোপালে।
তনু মনোহর বিজুরি নিকর
শোহে মেঘমণ্ডলে ॥
ভালে তনু মাঝে কিঙ্কিণী সাজে
অচল কুচ অচলে।
গণ্ড পাণ্ডুর রুচির ফুলভর
সুছান্দ বন্ধ কান্ধে।
মাধব রচিত রসিক মনোনীত
প্রেমদারী অতিবাদে।

সুচন্দন চরণ, মঞ্জীর মোহন,
নাচে নটবর রায়।
কটিতে কিঙ্কিণী, করেতে কঙ্কণী
মলয়া সরস গায়া ॥
বৃন্দা বিপিনে, যশোদা নন্দনে,
মন্দ মনোহর হারা।
গোআলী নাগরী, নিকরে লম্পটরি,
রাসরঙ্গে নাগোরা ॥
সকল কামিনী, হাস্য যে বদনী,
পূরে বেণু করতালী।
মাধব রচন, চুম্বন আলিঙ্গন,
গোপিনীর বনমালী ॥

——

বরাড়ী।

শরদ সুখদ নিশি বাত পরিচ্ছদ।
মধুর মধুর ধ্বনি গায় ষটপদ ॥
বলয়া নূপুর নাদ করয়ে অধিক।
শশধর আলোকে উজ্জ্বল দশদিক ॥
নাচয়ে বল্লবী সব অতি উল্লাসিত।
নিয়ড়ে বৃন্দাবনে গোপিকা সহিত ॥
অবিরত মিলিত বয়ানে স্বেদ বন্দু।
যেন সুধা শোভিত শরত শুভ ইন্দু ॥
মৃগরাজ জিনি মাঝ ভঙ্গী মনোহর।
যুগপয়োধর-ভরে গলিত আচর ॥
বিগলিত কবরী জড়িত ফুল দামে।
গানে মাধব রস অতি অনুপামে ॥

——

শ্রীরাগ।

এক এক গোপনারী, লইয়া ত শ্রীহরি,
কৌতুকেতে রচিয়া মণ্ডলী।
কনয়া নীলমণি, হার সম গাথনী,
তছু মাঝে বাজয়ে মুরলী।

শ্রীরঙ্গ প্রেম নিধি আভীরীনাগর।
রসে ভুললরে রসিক আগোর ॥
বাহু বাহু বেড়ি, বেড়ি ফিরি ফিরি,
স্নেহ আননে কৈল পানে।
মেঘস'ন বিজুর, কঞ্চি চঞ্চল চির,
ঘন ঘন রাই চুম্ব দানে ॥
গানে ম ধব, বড়ই অসম্ভব,
অম্বর পরশে কথনে।
বিমানে বিবুধগণ, সদাই সাদরে মন,
দরশনে পরম আদরে ॥

তথা রাগ

বচন চাতুরী, মঞ্জীর মাধুরী,
মন্দ গুরু নানা রতিরে।
ঝন ঝন ঝন কট কট ভাল,
ছোড়ই গোড় তাল,
গাইব মধুরস গীতিরে ॥
বৃন্দাবনে বেণু বায় নাচে সব গোপিনী।
নানাথুং নাথুং বিক্ ধিক্ ধিন কেট
কি মধুর বাদন ধ্বনি ॥
কাঁসি কপিনাস, রসবতী বিলাস,
অঙ্গে ভঙ্গে চলি রহি চায়।
টং টং টং বাজয়ে সুললিত,
মাধব এহি রস গায় ॥
ঘন ঘন অঙ্গ ভঙ্গে নাচে নন্দবালা।
মেঘ চক্র বেড়ি যেন বিদ্যুতের মালা ॥
রাসে ভুললরে রসিক বৃন্দাবনে।
শত শত রমণী রমএ এক কালে ॥
উচ্চস্বরে গায় গীত বরজ নাগরী।
মাতঙ্গ বেড়িয়া যেন গুঞ্জরে ভ্রমরী ॥
শুন শুন ওরে লোক হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥

শত শত বধূগণ করি এক মেলি।
ছল ছল নয়নেতে হাসে খল খলি ॥
করেতে কঙ্কণ কিঙ্কিণী পদে রঙ্গে।
ফিরি ফিরি গোপী নাচি দেখে শ্যাম অঙ্গে ॥
চৌদিকে গোপিনী মদনকানু মাঝে।
ঝুনু ঝুনু ঝুনু ঝুনু মঞ্জীর বিরাজে ॥
নানা যন্ত্র বাজে গোপী গায় উচ্চস্বরে।
ফুলদাম গলে দোলে স্বেদবিন্দু ঝরে ॥
মৃগমণি জিনি মাঝ ভঙ্গী মনোহর।
কৃষ্ণকরে ধরি গোপী দেয় কুচভার ॥
মুকুতা কবরী ভার বিনোদিনী সঙ্গে।
শ্যাম অঙ্গে ভুজ দিয়া রহয়ে ত্রিভঙ্গে ॥
রমণী ধরিয়া সুখে গায় মনোহারী।
জিনিল জিনিল বলে হারিল মুরারি ॥
ঘোর গভীর নাদ বহে ঘনে ঘন।
যোগমায়া বিয়াপিত সকল ভুবন ॥
ব্রহ্মরাত্রি চৌদ্দ মন্বন্তর শেষ কহে।
দ্বিজ মাধব কহে প্রসাদ যদুরায়ে ॥

পয়ার।

ভ্রমরা গভীর নাদে বাজন বাজে।
কোকিল কুটিল তাহে ডাকে মাঝে মাঝে ॥
রসাল কোকিল বালা অতি অনুপাম।
তার মাঝে রায়বারি করে পাঁচবাণ ॥
শত শত সুন্দরী রাধিকার সঙ্গে।
ফুলধনু ফুলশর ফুলগেড়ু রঙ্গে ॥
ফুলশর ধনু যেন ধরয়েত রঙ্গে।
জিনিং রাধার গণ কানু দিল ভঙ্গে ॥
কার কার কুচ-পাশে কার বাজে কেশে।
হা'রল রাধারগণ শ্যাম কানু হাসে ॥
রত্নকণ্ঠী সুমধ্যমা সকল যোষিত।
দেখিয়া পরমানন্দ পাইল পীরিত ॥

পরিশ্রান্ত হয়্যা রহু অঙ্গে ভুজ দিয়া।
মুকুতা কবরী ভারে আছে দাণ্ডাইয়া॥
কেহ চন্দনের বাহু আঘ্রাণের ছলে।
রঙ্গে রঙ্গে ঘন চুম্ব দেয় তো কপোলে॥
সখীগণ্ডে গণ্ড দিয়া নন্দের নন্দন।
স্নেহবশে মুখে দিলা তাম্বুলচর্ব্বণ॥
কোন সখী নৃত্য গীতে শ্রমযুত হইয়া।
মুকুতা কবরী ভারে আছে দাণ্ডাইয়া॥
কপোলে কুণ্ডল দোলে কর্ণে উতপল।
সর্ব্বাঙ্গ পূরিলা গলে নিজ ঘর্ম্মজল॥
এইরূপে গোপাঙ্গনা লয়্যা বনমালী।
মোহিয়া আপন সঙ্গে করে নানা কেলি॥
হেন শিশু খেলা করে লইয়া নিজ ছায়া।
তেনই আপন রঙ্গে রঙ্গী যদুরায়া॥
শত শত গোপনারী সবে এক কাণ।
তুষিলা পরমানন্দে হৈয়া তত জন॥
আয়াসযুত হৈল যত গোপের রমণী।
কবরী খসিল ফুল পড়িল অবনী॥
অবিরত ক্ষিতি নিপতিত তনুলতা।
নিজহার অম্বর বহিতে অশকতা॥
দেখিয়া এ সব কেলি অমর-নাগরী।
কামে অচেতন হৈয়া পড়ে ঢরি-ঢরি॥
পরমমোহিত চন্দ্র দেখিয়া নয়নে।
বিস্ময়হৃদয় হৈয়া রহিয়া গগনে॥
তবে হরি শ্রমযুত দেখি নারীগণ।
পদ্মহস্ত দিয়া কৈলা মুখ যে মার্জ্জন।
কর পরশনে গোপী পাইলা পীরিতি।
হাস ভাস নিরীক্ষণে কৰি অবগতি॥
শ্রম বিমোচন হেতু নন্দের কুমারে।
নড়িলা অবলা সঙ্গে যমুনা-বিহারে॥
কুঙ্কুম রঞ্জিত বস্ত্র গন্ধে দশ দিক্।
মত্ত মধুকরগণ গুঞ্জরে অধিক॥
সবে এক মুরারি অনেক গোপনারী।
এক মেলি হৈয়া ধায় নানা রঙ্গ করি॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

সুহই।

মনোভব রভসে আয়াস যুত হই।
মুক্তকেশ বসনে রমণীগণ লই॥
শীতল রাধার অঙ্গে ঝাঁপি ধাই ধাই।
করীর মিলনে যেন করিণী অবগাই॥
শেষ রমণীবাসে অবসর পাই।
তরণিতনয়া তীরে বিহরে মাধাই॥
ঈষৎ বিশদ যে হসিত চাঁদমুখী।
নব নব তরুণী কুরঙ্গ লোল আঁখি॥
চৌদিকে ব্যাপিত জল সেচই একবেরি।
কৌতুকে ডুব দেয় হৃদ মিলে হরি॥
কুতূহলে সেঁচয়ে রসিক যদুরায়।
বিমুখী সকল গোপী পাইল পরাজয়।
সাঁতারি সাঁতারি যে পালায় চারি ধারে।
গায়েন মাধব কানু যমুনা বিহরে॥

মায়ুর।

ক্ষণে মুখ চুম্বনে, ক্ষণে কুচ মর্দ্দনে,
ক্ষণে হরি অন্তরে দাঁড়াই।
ক্ষণে বাহু তরঙ্গ, লহরী করিয়া রঙ্গ,
অন্তরেতে গোপী অবগাই॥
রবির তনয়াজলে, খেলায় যে কুতূহলে,
নাগর নন্দ কুমারা।
শত শত কামিনী, বরজ রমণী,
কাননে ভুলিল ভ্রমরা॥
রসিকা তরুণীগণ, গায় অনুক্ষণ,
চৌদিকে পঞ্চম রাগে।

চৌদিকে অঞ্জলী, পুরি নীর চালা চালী,
সাগর রঙ্গে বিভাগে ॥
কেহ পাখালে কেশ, কেহ কর গুরুদেশ,
বিবিধ গন্ধ পরিমাণে।
কেহ কুচ আঁচলে, মঞ্জে কলেবরে,
মাধব রস ব্যাখানে ॥

পয়ার।

এই সব রূপে জলবিহার করিয়া।
উঠিলা গোবিন্দ সুরবন্দিত হইয়া ॥
যমুনার তীরে উপবন মনোহর।
মন্দ সমীরণ চারু গুঞ্জরে ভ্রমর ॥
সকল যুবতী সঙ্গে নন্দের নন্দন।
হরষিত মনে তবে করিলা গমন ॥
এইরূপে সেই শুভ শরত রজনী।
বঞ্চিল অনঙ্গরঙ্গে ভুঞ্জিল আপনি ॥
মুহূর্ত্তেক রাত্রি যবে আছে অবশেষ।
হেনকালে বলিতে লাগিল হৃষীকেশ ॥
শুন শুন গুণবতী বরজরমণী।
যাবৎ প্রভাত নাহি হয়ত রজনী ॥
তাবৎ সত্বরে ঘরে যাহ হরষিত ॥
না ভাবিহ মন দুখ আমার পীরিত ॥
পূরিল এ মনোরথ নাহি অবশেষ।
আর নিশি রভস করিব সে রস ॥
আপনার বাসে যেন আছে গোপগণ।
হেন করি জানে গোপী কৃষ্ণের মোহন ॥
অপার আনন্দে আছে সেই গোপীগণ।
গোআলা সহিত করে নাহি পরশন ॥
ধন জন বাস করি কিছু নাহি মনে।
সদায় ধিআয় সেই শ্রীমধুসূদনে ॥
শুন শুন ওরে ভাই করিয়ে রচন।
পরদার করিলা কৃষ্ণ না করিহ মন ॥
প্রভু যাহা করে তাহা কে করিতে পারি।
হেন কুবিচার পাছে জান সত্য করি ॥
পরম নির্লেপ প্রভু সেই মহাশয়।
নিজে গুণরহিত পরম শুদ্ধময় ॥
স্বতন্ত্র পরমানন্দ বিহরে ইচ্ছায়।
অন্যজন করিলে নিস্তার নাহি পায় ॥
যেন রুদ্র বিষপান করে হরষিত।
আরে পরশনে মরে দেখহ বিদিত ॥
ঈশ্বরের আজ্ঞা করিহ পালন।
কথায় কথায় বুঝ শাস্ত্র-আচরণ ॥
যাহার মায়ায় মোহিত সকল ভুবন।
আপনি বিহরে সেই কে বুঝে কারণ ॥
কত কত বুদ্ধি হেতু শাস্ত্র আচরণে।
ভক্তগণ ইচ্ছা প্রভু না করে লঙ্ঘনে ॥
ত্রৈলোক্য অধিপ হই ভকতের বশ।
প্রেমরসে অতিশয় বিবিধ রভস ॥
কৃষ্ণ অপরাধে লোক তরিবারে পারে।
ভক্ত অপরাধ করে নাহিক নিস্তারে ॥
তবে হরি নিজালয় করিলা গমন।
রজনীপ্রভাতে রবি উদয় তখন ॥
যেই লোক ভণে শুনে এই রাসোৎসব।
হরিপদে অচলা ভকতি হয় সব ॥
সর্ব্বমনোরথ সিদ্ধি হয় অচিরাতে।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া তার কভু নহে পাতে ॥
শুন শুন অরে ভাই হইয়া একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥
একবার শুন ভাই হরির চরিত।
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদে আমি গাই এই গীত ॥

অজাগররূপী বিদ্যাধর উদ্ধার।

সরস্বতী-নদীতীরে সে রম্য কানন।
মহেশ পার্ব্বতী তথা আছেন দুইজন॥
সেই নদীজলে স্নান করিয়া হরিষে।
নানা উপহারে পূজা করন্তি বিশেষে॥
পাদ্য আদি যথাবিধি নানা উপহারে।
ষড়ঙ্গে পূজিল আগে দেব লম্বোদরে॥
তবেত অম্বিকাপূজা করিল বিধানে।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য-প্রদানে॥
মিষ্ট অন্ন পানে সভে ভোজন করাইয়া।
কিছু কিছু জল মাত্র আপনি ভক্ষিয়া॥
ব্রত অন্ন উপবাস গোসাঞি করিয়া।
সেই নদীতীরে সভে থাকিল শুইয়া॥
হেনকালে এক সর্প আইল তথায়।
ক্ষুধায় আকুল অতি অজাগর কায়॥
নন্দ সুনন্দ উপনন্দ আদি নামে।
আছয়ে গোআলা সব অল্পনিদ্রাশ্রমে॥
তার মধ্যে নন্দঘোষ পায়্যা সন্নিধানে।
গিলিতে আইল তাহে হরষিত মনে॥
সম্বিত পাইয়া নন্দ ডাকিল কৃষ্ণেরে।
সর্প আসি হের বাপ গিলিল আমারে॥
তোমা বহি আমি আর নাহি জানি আন।
এবার সঙ্কটে মোর কর পরিত্রাণ॥
যেন কলিকাল-ব্যাল গ্রাসিত মানুষে।
কায়মনবাক্যে ভজে সে মহাপুরুষে॥
সেই রূপে করুণা করয়ে ব্রজপতি।
কি করিব ভয় কৃষ্ণ আপনি সংহতি॥
ক্রন্দন শুনিয়া চিয়াইল গোপভাগে।
সম্ভ্রান্ত উঠিয়া আশু দেখিলেন নাগে॥
অগ্নি জ্বালি তার গায়ে দেয় ফেলাইয়া।
তবু সে দারুণ সর্প না যায় ছাড়িয়া॥

বাপের দুর্গতি দেখি কৃষ্ণ কোপে জ্বলে।
এক লাথি তুলিয়া মারিল ফণাতলে॥
কৃষ্ণ পদাঘাতে এড়ে অজাগর কায়।
পরম সুন্দর বিদ্যাধর দেহ পায়॥
দিব্যবস্ত্র গন্ধ মাল্য শোভে হেম মালা।
অভিনব মনোভব হরে নানা কলা॥
দেখিয়া প্রণত তাহে নন্দের নন্দন।
সদয় হইয়া কিছু জিজ্ঞাসে কারণ॥
কে তুমি কোথায় ছিলা কেন হেন রূপ।
নিজ বিবরণ কিছু কহিবে স্বরূপ॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য কহে সবিনয়।
শুন শুন মহাশয় করি পরিচয়॥
সুদর্শন নামে মুঞি ছিলুঁ বিদ্যাধর।
রূপে গুণে যৌবনে বড়ই আগল॥
কুতূহলে দিগে দিগে বিমান ভ্রমণে।
ঋষি অঙ্গিরার সনে হৈল দরশনে॥
বিরূপ দেখিয়া তারে কৈলুঁ উপহাস।
কোপে মুনি শাপ দিল শুভের প্রকাশ॥
রূপের কারণে তোর এত অহঙ্কার।
সর্পযোনি পাবে পাপ বিকৃত-আকার॥
করুণহৃদয় মুনি করিল নিয়ম।
কৃষ্ণের পরশে তোর শাপবিমোচন॥
শাপরূপে করিলেন পরমানুগ্রহ।
তেঞি সে দেখিলুঁ মুঞি দুর্ল্লভ বিগ্রহ॥
শাপবিমোচন তোমার পদপরশনে।
কহিলুঁ সকল কথা লইলুঁ শরণে॥
কৃপার সাগর গোসাঞি এ মোর সাধন।
তুয়া পদ ছাড়ি যেন আর নহে মন॥
আপনার দাস করি রাখিবে গোসাঞি।
এই সে কামনা মোর আর দায় নাই॥
বলিতে বলিতে প্রেমে হইল আকুল।
গদ গদ বাক্যে স্তুতি করন্তি বহুল॥

শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

কৌরাগ।

যাহার নাম গাই, আপনা তরাই,
অখিল অচির শ্রুতি কারু।
সে তেরি চরণে, সরসিজ-পরশনে,
পাই পরম সুচারু॥
দয়ালা গোসাঞি, নাথ গোপালা,
দেব শিরোমণি চাঁদা।
বিবিধ কলুষরাশি. রাশি তিমির নাশি,
সুখসিন্ধু যশোনন্দা॥
সকল কলাগুরু, ভকত কল্পতরু,
নিজপ্রেমে মহিমা অপার।
ত্রিভুবন-জীবন, অধম পরম ধন,
মাধব কহে বিহার॥

কল্যাণ রাগ।

ত্রিভঙ্গ ললিত শ্যাম পীতবাস-ধারী।
ও রূপ হেরি কিএ জীয়ে বর নারী॥
দেখ দেখ রসময় কান।
মোর মনে না পড়য়ে আন॥
গলায় কদম্বমালা বিনোদ চলনা।
অধরে মুরলী পূরে অঙ্গুলিলোলনা॥

শঙ্খচূড়-বধ।

এই সব নিবেদিয়ে কৃষ্ণের চরণে।
প্রদক্ষিণ প্রণাম করিয়া একমনে॥
গগনে প্রয়াণ কৈল করিয়া বিচার।
হেনরূপে নন্দঘোষ বিমোচন পায়॥
দেখিয়া শুনিয়া অতি অদ্ভুত করণ।
বড়ই বিস্মিতমন হৈল গোপগণ॥
রজনী-প্রভাতে ধর্ম্ম কর্ম্ম সমাপিয়া।
পুনরপি নিজালয়ে মিলিলা আসিয়া॥
আর একদিন হরি বলভদ্র সঙ্গে।
নিশিমুখে গোপীগণ লয়্যা কামরঙ্গে॥
বৃন্দাবনে আসিয়া পরম কুতূহলে।
মধ্যে রহি বিহরে বল্লবী শতমেলে॥
রুচির অধর অভরণ বিলেপন।
পরম সুন্দর বেশ ধায় দুই জন॥
হরিষে তাহার যশ গায় গোপীগণে।
শুনিয়া পীরিতি অতিশয় পাইল মনে?॥
রজনী তারকপতি কুসুমকাননে।
দেখিয়া প্রশংসে কানু প্রফুল্ল নয়নে॥
রঙ্গে রঙ্গে পূরি বেণু দুই সহোদর।
শ্রবণ মঙ্গল ত্রিভুবন মনোহর॥
একেবারে সপ্তস্বরে করিল মূর্চ্ছিত।
মোহিত গোপিকাগণ শুনি সেই গীত॥
আপনারে পাসরিল কি বলিব আর।
খসিল দুকূল তার কুসুমবিকার॥
সেইরূপে দুই ভাই প্রমত্ত আকার।
আপনার মনোনীত করিছে বিহার॥
হেনকালে তথায় কুবের-অনুচর।
চোররূপে আইল শঙ্খচূড় নাম ধর॥
দেখিতে দেখিতে খল অলক্ষিত হয়্যা।
পূর্ব্বদিগে পলায় বল্লবী সব লয়্যা॥
চেতনা পাইয়া গোপী শুনিয়া প্রমাদ।
রামকৃষ্ণ বলিয়া করিল উচ্চনাদ॥
বনে যেন হরিষে চরিতে ছিল গাই।
আচম্বিতে পড়ি গেল শার্দ্দূলের ঠাঁই॥
নিজ নারী অপহরি যায় বিদ্যমানে।
জন্মিল বড়ই দুঃখ না সহে পরাণে॥

দুই গাছ শাল হাথে দুই সহোদর।
মত্তমত্ত বেগে যেন ধাইল কুঞ্জর॥
ভয় নাহি ভয় নাহি বলে উচ্চস্বরে।
আশ্বাস বচন দেই গোপিকার তরে॥
শৃগালের প্রতি যেন ধায় মৃগমণি।
জম্বুক-শাবকে যেন ধায় মহাফণী॥
অদূর আগত দেখি দুই খলমণি।
পলায় গুহ্যক বীর ছাড়িয়া গোপিনী॥
বিষম শমন বাড়ি দেখিয়া নিকটে।
যেন প্রাণ শঙ্কায় বৈরীর প্রাণ ফাটে॥
তেমনই তরাস তবে জন্মিল অন্তরে।
নারীগণ লৈয়া যথা রহে হলধরে॥
খেদারিয়া যায় একা নন্দের নন্দন।
কাছাকাছি হয়্যা গেল চরণে চরণ॥
শিরের উপর তার জ্বলে এক মণি।
হরিয়া আনিব তাহা এই অনুমানি॥
দুই কর দিয়া তাহা ধরি রমানাথে।
বজ্রসম মুষ্ট্যাঘাত মারে তার মাথে॥
সেই মুষ্টিঘাত খাইয়া শঙ্খচূড়ে।
পড়িল ধরণীতলে প্রাণ গেল দূরে॥
বিষম পাষাণে কঠিন আঘাত পাইয়া।
যেন ঝুনা নারিকেল পড়ে চূর্ণ হয়্যা॥
সেই মাত্র মুণ্ড গোটা হয় খান খান।
সহস্র ধারায় ক্ষিতি করে রক্ত পান॥
তবে হরি মহাশয় হরষিতমন।
মিলিলা আসিয়া বেগে প্রসন্নবদন॥
ভগ্ন কুণ্ডে থাকিলে বিচিত্র কমল।
সুরধুনীজলে যেন হইল সফল॥
তেমনই অসুরশির হৈতে মণিবর।
কৃষ্ণহাথে গিয়া শোভা করিল বিস্তর॥
স্নেহের কারণে প্রভু সেই মহারত্ন।
বলদেবের গলে দিলা করিয়া প্রযত্ন॥
দেখিয়া রমণীগণ পাইল হরিষ।
হাসিয়া লোচনপদ্ম করিল বরিষ॥
এইসব রূপে হরি শঙ্খচূড় বধি।
পরম সানন্দমনে আইল গুণনিধি॥
যেই যেই দিন প্রভু বল্লবী এড়িয়া।
বৃন্দাবনে যায় পাল সহচর লয়্যা॥
না দেখিয়া প্রাণনাথ যেন ভাবে মনে।
তার বিবরণ আমি কহিব এখানে॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

গোপীগণের পরস্পর কথাবার্ত্তা।

পঠমঞ্জরী রাগ।

শ্যাম সুন্দর কানু, নটবর বেশ তনু,
রজনী করিয়া অবশেষ।
সকল বরজ নিজ, সহোদর সহচর,
সঙ্গে বিবিধ রঙ্গ বেশ॥
লইয়া গোধনগণ, শিঙ্গাবেণু পূরি ঘন,
আনন্দ-সাগরে নন্দ বালা।
অভিনব মদন, মোহন রূপ যৌবন,
বিপিনে প্রয়াসকারী ভেলা॥
হরি বিরহে আকুল গোপী ঘরে।
সহি সহি সম লীলা, বিবিধ যাহার লীলা,
গুণ গাই সোঙরি বাসরে॥
রাই বলে সই হরি, বাম বাহুমূলে করি'
বাম কপোল তিল ভঙ্গে।
শ্যাম সুন্দর ভুরু, অঙ্গুলি বিবর ধরু,
বংশী বোলায় যবে রঙ্গে॥
তবে সিদ্ধ বনিতাপতি, সঙ্গে বিমান গতি,
শুনিয়া মাধুরী সুবিস্মিতা।

কামে তনু অচেতন, নীবীবন্ধ বিমোচন,
কানু অভাগিনী সে বঞ্চিতা ॥
চন্দ্রাবলী বলে শুন, আর অপরূপ গুণ,
যবে সে মোহন বেশ কাল।
হাস বিশদ হরি, হৃদয় বিদ্যুৎ শিরি,
মধুর মুরলী দেই সান ॥
তা শুনি অবশ তনু, যত মৃগপক্ষ ধেনু,
দরশনে আইসে উর্দ্ধ কর্ণে।
পালে পাল ঠাঁই ঠাঁই, নিভৃত হইয়া রই,
যেন চিত্রে লিখন নানাবর্ণে ॥
শশিকলা বলে সই, ইহার অধিক কই,
যবে হরি শিশু পরিবারে।
বর্হি ধাতু দল, অভিন্ন মদন মল,
বেণুরবে ধেনুরে হাঁকারে ॥
তা শুনিয়া গোপীগণ, বাঞ্ছিত চরণ ধন,
হামুসম সেহ সোহাগিনী।
অখিল মিলিত ধূলি, দেখি হয় ব্যাকুলী,
প্রেমে কম্পিত ভগ্ন পাণি ॥
লীলা বলে শুন সই, ইহার অধিক কই,
যবে বনচর গোবিন্দাই।
অরুণবরণ হই, গিরিতটে গীত গাই,
নাম ধরি ধরি ডাক দেই ॥
তাহা শুনি লতাকুল, অবিরত ফল ফুল,
তরুপতি সহিত আনন্দে।
দ্বিজ মাধব কহে, মধু প্রেমে ধারা বহে,
আপনারে বান্ধে গোবিন্দে ॥

— —

পয়ার।

সানন্দা আনন্দ। বলে শুন হের সই।
আমি যেই দেখিয়াছি তার কথা কই ॥
যবে কৃষ্ণ রুচির তিলক ভালে করি।
হৃদয় আনন্দে নানা বনমালাধারী ॥
দিব্য তুলসী মাল্য আমোদে অধিক।
মধুলোভে ভ্রমর বেষ্টিত দশ দিক্ ॥
মনোহর ধ্বনি তবে শুনিয়া সাদরে।
হরিষে আপন বাঁশী বোলায় সুস্বরে ॥
তবে তাহা শুনিয়া আনন্দে পক্ষগণ।
স্বস্থান ছাড়িয়া না যায় অন্য স্থান ॥
হংস সারস আদি বিবিধ প্রকার।
নিকটে আসিয়া পদ সেবয়ে তাঁহার ॥
একচিত্ত হইয়া পরম সাবধানে।
মৌন করিয়া সুখে মিলিতনয়নে ॥
লীলাবতী বলে শুন বরজরমণী।
এই ত মহিমা আমি অদভুত শুনি ॥
যবে প্রভু অংশে বিরহিত বর রামা।
শ্রবণভূষণ তাই লম্বে অনুপামা ॥
এইরূপে রূপ ধরি বলভদ্র সঙ্গে।
পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া নিজ রঙ্গে ॥
হরষিত হইয়া আপনি কৃপাধাম।
করিঞা বংশীর মন্দ পূরি অনুপাম ॥
মহাজন দেখিয়া সশঙ্ক হইয়া।
রূপ-গুণসম হেন সুহৃদ হইয়া ॥
পরম আনন্দ মনে অধীর হইয়া।
মন্দ গরজনে বেণু সমান করিয়া ॥
অতঃপর করে ধরে নিজ কলেবর।
অপার কুসুমবৃষ্টি করে নিরন্তর ॥
শুচি বলে শুনগো যশোদ নন্দরাণি।
গোপী সব জানে তোমার পো খানি ॥
নিজশিক্ষাবলে যদি পূরে বংশী বরে।
শুনিয়া মোহিত হয় ব্রহ্মা ইন্দ্র হরে ॥
তবু নিরূপণ কেহ করিতে না পারিয়া।
স্তুতি করে মুনিগণ প্রণত হইয়া ॥
প্রেমবতী বলে হের শুনহ বচন।
ধেনু লয়্যা সন্ধ্যাকালে আইসে যখন ॥

ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পদ রঞ্জিত চরণে।
খণ্ডায় পৃথিবী তাপ পুরুষ রতনে॥
মন্দমন্দবেণু পুরে বিচিত্র চলনে।
হাসি হাসি পরিহাস নয়নের কোণে॥
কামভাবে আমাসভা করে অচেতন।
জড় হয়্যা রহি চাহি যেন তরুগণ॥
নাজানি মুকত নিজ কবরী অম্বরে।
আছুক আনের কাজ ভয় নাহি ঘরে॥
বিলাসিনী বলে কথা শুন অদ্ভুত।
লীলা গতি করি যদি চান নন্দসুত॥
মণিমালাধারী দিব্য তুলসী-ভূষিত।
সহচর-কান্ধে হাথ দিয়া মনোনীত॥
ধেনুগণে গণি ফিরি যায় বেণু মুখে।
কৃষ্ণসহ নারীগণ বঞ্চিত সে সুখে॥
পাছু পাছু আগুসরে কৃপার সাগর।
আমা সভা সমান বিলাস নিজাগার॥
স্বর্ণপ্রভা বলে হেন শুন পুণ্যবতী।
গোকুলবৎসল গিরি ধরে যদুপতি॥
অমরবন্দিত হয়্যা দিল ত আসনে।
গোধন লইয়া ব্রজে বিজয়ী কথনে॥
সহচরগণ গায় বিমল কিরিতি।
আপনি বংশীর নাদে ভণে শুভ গীতি॥
শ্রমযুক্ত শরীরে চঞ্চল বনদামে।
গোরেণু রঞ্জিত তহি লাম্বে অনুপামে॥
সে মোহন ঠাম যে দেখিল এক লব।
যেবা আঁখি ধরে তার পরম উৎসব॥
লহু লহু বিঘ্নাত ঘূর্ণিত লোচনে।
সুহৃদ আনন্দ বনমালা-বিভূষণে॥
বদন পাণ্ডুর মুখ মৃদু গণ্ড স্থল।
কনক-কুণ্ডল তহি বিহরে চপল॥
সে সব বিহার গতি জন-মনোহর।
ঈষৎ ঈষৎ হাস পরম সুন্দর॥

ব্রজপশু দিল তাপ হয়্যা দরশনে।
যেন চন্দ্র উদিত দিবস অবসানে॥

—

এতরূপ-গুণ ধরে তোমার নন্দন।
শুন শুন পুণ্যবতি কহি গো বচন॥
হরিপ্রিয়া বলে রাণি কহি সুনিশ্চয়।
কুন্দদাম ধরি যবে তোমার তনয়॥
শিশুগণ সঙ্গে রঙ্গে যমুনার তীরে।
প্রণত সুখদরূপে করয়ে বিহারে॥
মন্দ মন্দ সমীরণ বহে অনুকূল।
মলয় পঙ্কজ লেপে পরাণে আকুল॥
হরষিত গোপীগণ দেখি নিজ পতি।
নৃত্যগীত পুষ্পবৃষ্টি করে নানা স্তুতি॥
এই সব রূপে তারা যত গোপীগণ।
কৃষ্ণকথা কহি দিল করিয়া হরণ॥
ভকত জনের মাত্র এই সে জীবন।
কৃষ্ণকথা বহি তার নাহি আর ধন॥
কেমন প্রকারে নিশি তরিব এখন।
তার প্রতিকার কিছু চিন্তে মনেমন॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

—

অরিষ্টাসুর বধ।

পীন-গুরু দেহে, তুঙ্গ শৃঙ্গ শোহে,
সচল যেন মহীধর।
সানুসম ঝুটা, বিশাল কন্ধগোটা,
ভরমে পড়য়ে জলধর॥
চরণ খুর খর, অবনী জর জর,
টলই ঘন গুরু ভারে।
সদাই মদক্রুদ্ধ, পুচ্ছ সারি উর্দ্ধ,
বিশালে উপাড়ে কেদারে॥

কংস অসুর, বৃষরূপধর,
প্রবল অসুর অরিষ্টে।
বিষময় পাশে, বান্ধিয়া অনায়াসে,
আসিয়া মিলিল ব্রজগোষ্ঠে॥
বড়ই ক্রোধে চাহে, মলমূত্র তেজি ধাএ,
ঊর্দ্ধ লোহিতলোচনে।
যাহার হম্বারবে, নারীর গর্ভ স্রবে,
গাবীর গর্ভ নিপাতনে॥
দেখিয়া শিশুগণ, ত্রাসযুত মন,
পলায় সব রড়ারড়।
গোকুলে তার কাছে, না রহে একবৎসে,
দূরে গেল পালধাড়ি॥
গোপ গোপীগণ, কৃষ্ণ জীবন-ধন,
ভাবিয়া ভয় বিমোচন।
নন্দনন্দন, চরণ-সরসিজ,
শরণ লএ একমন॥
দেখিয়া শ্রীনিবাস, ভকতজন ত্রাস
আশ্বাস দিয়া স্নেহবাণী।
না কর ভয়লেশ, বধি দুষ্ট বেশ,
মাধব কহে তত্ত্ব জানি॥

পয়ার।

আশ্বাস জন্মায়্যা কৃষ্ণ আপনার গণে।
রিপুরে ডাকিয়া বলে করিয়া গর্জ্জনে॥
সলভর প্রতি যেন ধায় কাল সাপ।
শফরি দেখিয়া যেন গরুড়ের দাপ॥
অরে অরে দুষ্টমতি অরিষ্ট অসুর।
কি করিতে পারে তোর রাজা কংসাসুর॥
খল-দণ্ডকারী আমি আছি বিদ্যমান।
না যাবে বাছড়ি পুন তেজিবে পরাণ॥
কালসর্প ঘাঁটাইলি আপনা আপনি।
না যান বারতা বেটা জানিবা এখনি॥
এবোল বলিয়া কৃষ্ণ মারে মালসাট।
লঙ্কার দুয়ারে যেন লাগিল কপাট॥
সহচরকান্ধে রাম করতল দিয়া।
নিজরঙ্গে রহে প্রভু রিপু বিড়ম্বিয়া॥
চালাক পাইয়া সেই অরিষ্ট অসুর।
অধিক বিক্রম করে রহিয়া অদূর॥
চাটি চাটি মাটী করে বড় বড় খাল।
ক্ষিতি বলে এতদিনে গেলাম পাতাল॥
গগনে তুলিয়া লয় ঘন বাউলায়।
বাল আস্ফালনে যেন কম্পিত তথায়।
এইরূপে নিজমদে অচেতন হয়্যা।
ভ্রূকুটী আরম্ভে রক্ত আঁখি পাকাইয়া॥
অধোমুখী হয়্যা ঘন গর্জ্জন করিয়া।
ধাইয়া কৃষ্ণেরে গেল বিষাণ সারিয়া॥
যেন ইন্দ্রকরযুত আইসে অশনি।
দেখিয়া কৌতুক বড় দেব চক্রপাণি॥
অবহেলে দুইশৃঙ্গ ধরি দুই করে।
পাক অষ্টাদশ দিয়া পাড়িল সত্বরে॥
যেন সাধারণ গজে ভিড়িল গজেন্দ্র।
তেনই অরিষ্ট দুষ্টে পাড়িলা উপেন্দ্র॥
ক্ষণেক রহিয়া দুষ্ট উঠি নিজ বলে।
সর্ব্বাঙ্গ পূরিয়া ধারা বহে ঘর্ম্মজলে॥
গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া শ্বাস এড়ে ঘনে ঘন।
প্রলয় কালের যেন প্রচণ্ড পবন॥
দুরন্ত দারুণ বেশ পাসরে আপনা॥
পুনরপি আসিয়া কৃষ্ণেরে দিল হানা॥
অদূর আগত তাহা দেখি যদুবরে।
পূর্ব্বরূপ দুই শৃঙ্গ ধরি দুই করে॥
দুই পায় কলেবর চাপিয়া অসুরে।
মোচড়া দিলেন যেন তিমির অম্বরে॥
সেই শৃঙ্গ উপাড়িয়া নিজ গদা করি।
আপনার সুখে নাকে মুখে মারে বাড়ি॥

মর্ম্মব্যথা পায়্যা পাপ ধড়ফড় করে।
ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠেতো প্রচুরে॥
নাদ মূত্র তেজিয়া আছাড়ে চারি ঠ্যাঙ্গ।
আঁখি মেলি প্রাণ দিল যেন কোলা ব্যাঙ্গ॥
দেখিয়া আনন্দ বড় যত সুরগণ।
জয় জয় নাদে করে পুষ্পবরিষণ॥
অরিষ্ট বধিয়া রিষ্ট খণ্ডাল্য তুরিত।
বলভদ্র লয়্যা গোঠে গেল হরষিত॥
অসুর-বিজয়ী কৃষ্ণ অমর-বন্দিত।
দেখিয়া গোআলা সব পরমানন্দিত॥
প্রশংসা করয়ে তাঁরে যতেক গোআল।
বাহুড়িয় আইলা ঘরে সেই সব পাল॥
অরিষ্ট বধিয়া গোঠ রাখিলা গোপাল।
যেই শুনে ভণে তার সম্পদ বিশাল॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একমন।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচন॥

গুর্জ্জরী রাগ।

অরিষ্ট বধিল গোঠে হরি।
বার্ত্তা শুনিয়া চিন্তিত কংস অরি॥
হেনই সময়ে তথা আসি।
কথা কহিছে নারদ দেব ঋষি॥
হে নৃপবর রামকৃষ্ণ দুই সহোদরে।
বসুদেবসুত আছে নন্দঘোষের ঘরে॥
রাম জনমিল দৈবকী-উদরে।
মায়া আনি থুইল রোহিণী-উদরে॥
যশোদা-তনয়া গুপ্তবেশে।
কৃষ্ণ বদলে আনি দিল বসুদেবে॥
রিপুবেশে সেই দুই বীর।
দেব-অবতার কপট আভীর॥
শৈশব রভসে মহাবল।
একে একে দৈত্য বিনাশে সকল॥
কহিল তোমারে তত্ত্ব বাণী।
বিবরিতে চতুর আপনি॥
দ্বিজ মাধব রস গায়।
মুনি কুতূহলে নাটকি ভেজায়॥

পয়ার।

শুনিয়া নারদমুখে তত্ত্বনিরূপণ।
কোপেতে কম্পিত রাজা সব ইন্দ্রিয়গণ॥
পরম দুরন্ত কংস ভোজ-অধিকারী।
বিষম শাণিত খাণ্ডা লয় হাথে করি॥
রড় দিয়া গেল বসুদেবের মন্দিরে।
খাণ্ডা উছাইল ভগ্নী পতি কাটিবারে।
আসিয়া নারদ মুনি করিল নিরোধ।
বুঝাইল তারে এক উত্তর প্রবোধ॥
ইহার বিনাশ না করহ অকারণ।
সেই দুই বীর তারে করহ যতন॥
শুনিয়া মুনির বাক্য স্থির কৈল মন।
বিচার প্রমাণে না কৈল হিংসন॥
পুনরপি আনিয়া রাখিল কারাগারে।
লোহার নিগড়ে বান্ধে অশেষ প্রকারে॥
বিদায় করিয়া মুনি গেলা নিজালয়।
মন্ত্রণা করিল কংস হেনই সময়॥
কেশী নামে মহাবীর আনি ডাক দিয়া।
বলিতে লাগিল তারে পান ফুল দিয়া॥
শুন শুন কেশী তুমি পরম হিতাশী।
বিপক্ষবিজয়ী শূর হৃদে গুণ বাসি॥
অভাবে অধিক তুমি ধর বল বুদ্ধি।
তোমা হইতে হইবে আমার কার্য্য-সিদ্ধি।
গোকুলনগরে নন্দব্রজপতি ঘরে।
রামকৃষ্ণ নামে আছে দুই সহোদরে॥
সেইত আমার শত্রু করিল বিদিত।
মার গিয়া ঝাট তাহা কৈল নিয়োজিত॥

এত বলি কেশীরে বিদায় কৈল দিল।
প্রণাম করিয়া কেশী ঘরে প্রবেশিল॥
কেশী যদি মরে তবে নাহিক উপায়।
তার প্রতিকার আমি চিন্তিব এথায়॥
পাত্র মিত্র সবাকারে আনিল ডাকিয়া।
কহিল নারদ বাণী সকরুণ হয়্যা॥
মন্ত্রণাপূর্ব্বক আজ্ঞা করে জনে জনে।
তার বিবরণ আমি কহিব এখানে॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

—

পঠমঞ্জরী রাগ।

শুন শুন বীরভাগ, বৈরী না ছাড়ে নাগ,
শুনিল নারদমুনি-মুখে।
রামকৃষ্ণ দুই ভাই, দৈবকীতনয় হই,
নিবাস নন্দের ঘরে সুখে॥
পূতনা প্রথম করি, যত চর বেরি বেরি,
পাঠাও সকল মারে সেই।
তুমি সব দৈত্যরাজ, তথা যাবে কোনকাজ,
প্রকারেতে এথাই আনাই॥
বল টুটে দিনে দিন, রিপু হয় পরবীণ,
মন্ত্রণা করিল কংসরায়।
হইয়া সশঙ্কমন, অনিয়া আমাত্যগণ
ঠাঁই ঠাঁই পাচিল সভায়॥
দ্বিজগণ সব বিজ্ঞ, আরম্ভে ধনুকযজ্ঞ,
শুভক্ষণ চতুর্দ্দশী তিথে।
বিবিধ বিধানে মেধ্য, পশুগণ দিয়া বধ্য,
তুষিবে মহেশ ভূতনাথে॥
সেই অপূর্ব্ব দরশনে, আসিব গোআলগণে,
শুন শুন মহামাহুত।
কুবলয়াপীড় লয়্যা, থাকিবে দুআরী হয়্যা,
বধিবে পাইয়া নন্দসুত॥
যদিবা এড়ায়্যা তথা, আসিয়া মিলিব এথা,
মল্লসমরে রঙ্গ ভূমি।
শুন শাল্ব তোশাল্ব, চাণূর মুষ্টিক মল্ল,
আছাড়ে মারিবে তারে তুমি॥
আপনি দেখিব রণ, লয়্যা পাত্রমিত্রগণ,
তার উচ্চ বান্ধ মহামঞ্চ।
দ্বিজ মাধব কহে, পৌর নাগরিক আছে,
তারেহো রহিত কর সঞ্চ॥

—

ধনুর্যজ্ঞ আরম্ভ।

এতেক আদেশ যদি কৈল নরপতি।
শুনিয়া রুষিল দৈত্যগণ উগ্রমতি॥
ডাকিয়া ডাকিয়া বলে করিয়া বিক্রম।
কোন কার্য্য লাগিয়া এতেক পরিশ্রম॥
সচরাচর যত এ তিন ভুবনে।
আজ্ঞা কর তাহা ধরি আনিব এখানে॥
বলিতে বলিতে মদে পাসরে আপনা।
ঘন ঘন মালসাট মারে কোন জনা॥
কেহ ভয়ঙ্কর নাদে হাথে কামড়ায়।
কেহ বীরদাপ কারে থাণ্ডা ঝাঁকড়ায়॥
কেহ ওষ্ঠ দন্ত সারি গোঁপে দেই তোলা।
কেহ বলে প্রকটে বিকট ঘন রোলা॥
কেহ রড়ারড়ি পাড়ে কেহ দেই লাফ।
গুরুভারে স্থির নহে ক্ষিতি লাগে কাঁপ॥
কেহ ডেঙ্গাইতে চাহে সাগর পাথার।
কেহ উপাড়িতে চাহে সুমেরু মন্দার॥
কেহ বলে চন্দ্র সূর্য্য ধরিয়া আনিব।
কেহ বলে পৃথিবী পাতালে আমি নিব॥
দেখিয়া বীরের দর্প বলে নরপতি।
স্থির হও দৈত্যগণ নহিও উগ্রমতি

তোমা সভাকার আমি কি জানিব আজি।
কাহার প্রসাদে আমি রাজ্যভোগ ভুজি॥
প্রত্যাসন্ন হয়্যা গেল নিবন্ধ সময়।
বিষম কালের গতি বিলম্ব না সয়॥
সহিতে না পারি রাজা মনের সন্তাপ।
আপনি ডাকিয়া যেন আনে কালসাপ॥
তেন কংস আপন অন্তক নন্দসুতে।
আনিতে মন্ত্রণা কৈল বড় অদ্ভুতে॥
তবেত্ত শত্রুর প্রতি করিল আহ্বান।
আনাইলা সত্বরে তিহ যদুর প্রধান॥
বহুমানে নরপতি দিলেন আসন।
কর যুগ ধরি বলি বিনয় বচন॥
শুন মহামতি আমা কেহ নাহি বংশে।
তোমা বহি আর কেহ নাহি ভোজবংশে॥
তেঞি তোমা আশ্রয়িয়া আছি মহাশয়।
যেন বিষ্ণু আশ্রয়িয়া ইন্দ্র করে জয়॥
তোমা হৈতে কার্য্যসিদ্ধি হৈবেক আমার।
করিব আরতি এক তোমারে দিল ভার॥
এই মহারথে সুখে কর আরোহণ।
যাইবে সত্বরে নন্দব্রজের ভুবন॥
রামকৃষ্ণ নামে বসুদেবের কুমার।
আছয়ে তথায় মৃত্যুস্বরূপ আমার॥
ধনুর্ম্ময় যজ্ঞছলে আনিবে তাহারে।
সকল গোআলা সঙ্গে গব্য উপহারে॥
এথা আমি বিনাশ করিব অনায়াসে।
অকণ্টক মহীতল ভুঁজো কত দিশে॥
তবেত বধিব বসুদেব আদি করি।
যতেক তাহার বন্ধু জন মোর বেরি॥
বাপ উগ্রসেন দেবক তার ভাই।
রাজ্য অভিলাষী দুহে কাট একঠাঁই॥
অকণ্টক অবনী করিব বাহুবলে।
আপনি সে এক দণ্ডী হইমু সকলে॥

আর ক্ষুদ্র নৃপ যত আছে লক্ষ লক্ষ।
ভালমতে জানি সব আমার সপক্ষ॥
যেবা আছে মহারাজা নামে জরাসন্ধ।
শ্বশুর জামাতা তার সহিতে সম্বন্ধ॥
দ্বিবিদ সম্বর বাণ হয় প্রাণসখা।
নরকরাজার স্নেহ নাহি লেখাজোখা॥
শাল্ব ভৌম আদি যত রাজা মহাবল।
সকল প্রকারে সে আমার করতল॥
কহিল তোমারে এই সব মর্ম্মকথা।
না কর বিলম্ব আর আনি দেহ হেথা॥
রামচন্দ্র অবতারে রিপু দশানন।
যেন তার চর ছিল ভাই বিভীষণ॥
হেনই অক্রূর ক্রূর কংস-অনুচর।
কায়মনোবাক্যে রামকৃষ্ণ-হিতপর॥
এবোল শুনিয়া সুখ পাইল গরিষ্ঠ।
হৃদয়ে জানিল ঝাট খণ্ডিল অরিষ্ট॥
বলিতে লাগিল নরপতি অনুকরি।
সে সব বচনে কিছু আপন চাতুরী॥
শুন দৈত্য-অধিপতি করোঁ নিবেদন।
বুঝিল সকল কার্য্য শুনিল বচন॥
আমি ত যতনে কার্য্য করিব সাধন।
সিদ্ধি বা অসিদ্ধি তাহা দৈবের কারণ॥
আপন সাধন নহে সব দৈবগতি।
লোকে অন্য ভাবে দৈবে করে অন্যগতি॥
সম্পদে বিপদে একমতি মহাজন।
বিচার প্রমাণে তারে না দেই দূষণ॥
সকল বিধান এই কহিল তোমারে।
করিব আদেশ নিজ বুদ্ধি অনুসারে॥
এত বলি অক্রূর চড়িয়া শুভরথে।
বিদায় করিয়া গৃহে গেলা আথে ব্যাথে॥
এথা কেশী লড়িল কংসের অনুচর।
যথা রামকৃষ্ণ আছে গোকুল নগর॥

হইয়া ত মায়াকার পরশের বেগে।
সত্বরগমনে গেলা গোকুল-বিভাগে॥
ভয়ঙ্কর নাদে কাঁপে দেবতাসকল।
ক্ষুর বিক্ষেপণে মহী করে টলমল॥
বিকট কঠোর মুখ বিশাল লোচন।
উচ্চ দীঘল গলা দেখিতে ভীষণ॥
নীল শরীর গোটা ঘনশ্বাস এড়ে।
মহা মেঘ উড়াইয়া আনে যেন ঝড়ে॥
তাহা দেখি ব্রজপুরের যত শিশুগণ।
পাইল বিষম ত্রাস না যায় কথন॥
রড়ারড়ি ধায় কেহ পড়ি গেল ঠায়।
কেহ ঘুরি ঘুরি বুলে পথ নাহি পায়॥
ব্যাঘ্র সমুখে যেন পড়ে ধেনুর পাল।
মৃগের সমুখে যেন সান্ধাইল হাল॥
এইরূপে সর্ব্ব লোকে ত্রাস জন্মাইয়া।
ঘন রব করি কৃষ্ণে বেড়ায় চাহিয়া॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া প্রভু নিজ পরিজন।
ধাইয়া সভার আগে আইলা তখন॥
আয় আয় বলি তারে রঙ্গে দিল ডাক।
যেন শিশু কৌতুক দেখিয়া ডরে কাক॥
মৃগেন্দ্র বিক্রম কেশী কাঁপিল তরাসে।
মুখ মেলি ধায় যেন গিলিছে আকাশে॥
সত্বরে আসিয়া কৃষ্ণে দেখিল সম্মুখে।
আগু দুই খুরে চাটি ছুটিলেক সুখে॥
ভাওরি কাটাইয়া কৃষ্ণ সারেন সেই ঘা।
কোপে করযুগে তার ধরি দুই পা॥
ভ্রমায়্যা ভ্রমায়্যা তাহা ফেলে অল্প রায়।
ধনুক শতেক অন্ত ফেলাইল বায়॥
ঘনয়ে গরুড় যেন পেলে পূর্ণী নাগে।
চেতন পাইয়া পুন ধায় ক্রোধবেগে॥
বড়ক্রোধে ভয়ঙ্কর মুখ মেলি ধায়।
ধরি বাম করে হরি ভ্রমাইল তায়॥

ঘোরতর মেঘ-মাঝে সুবলিত পাণি।
পর্ব্বত-কন্দরে যেন সাম্ভাইল ফণী॥
ভুজদণ্ড ঘাতে তার সর্ব্ব দণ্ড ভাঙ্গে।
স্ফটিকার স্তম্ভ যেন তপ্ত লৌহ লাগে॥
অসম হইয়া কর বাড়ে অভ্যন্তরে।
যেন অবহেলে রোগ বাড়ে জলন্ধরে॥
পূরিল অসুর সন্ধি রহিল বপন।
ফাঁফর হইয়া ঘোড়া আছাড়ে চরণ॥
ঘর্ম্ম বারি পূরিল সকল কলেবর।
আখি উলটিয়া প্রাণ দিলেক সত্বর॥
আইল অসুরবিজয়ী যদুবীর।
গলায় থাকিয়া হস্ত করিল বাহির॥
বিদীর্ণ শরীর গোটা পড়িয়াছে মাটী।
পাকিয়া কর্কটি ফল যেন যায় ফাটি॥
প্রণত হইয়া যত বন্ধু দেবগণ।
পুষ্প বরিষণ-বিধি করন্তি সঘন॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

শ্রীরাগ।

স্তুতি করে মুনিবর, সাধু জন হিত পর,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ অতুল শরীর।
যোগেশদুর্ল্লভ পতি, বাসুদেব মহামতি,
সংসার আধার যদুবীর॥
সর্ব্বভূত-অন্তর্যামী, তুমি একরূপ স্বামী,
গূঢ় মহাশয় সর্ব্বসাক্ষী।
নিজ শক্তি গুণ ভেদে, চরাচর নানা বিধি,
সৃষ্টিস্থিতি অন্তকারী লখি॥
দেখিয়া কেশীর বধ, দেব ঋষি নারদ
কৌতুকে আসিয়া নির্জ্জনে।
কংসের কতেক অস্ত্র, বিপ্র কুলক্ষয় তন্ত্র,
অতি ছলে করে বিজ্ঞাপনে॥

তুমি যে করুণানিধি, দুষ্টজন বধবিধি,
শিষ্টের রক্ষণ অবতারী।
দেখিল বিদিত কেশী, হেলায় বধিলে আসি,
যার ভয়ে কাঁপে সুরপুরী॥
পরশু দিবস হরি, দেখিব নয়নে ভরি,
মল্ল সমরে রঙ্গভূমি।
কুবলয় চানুর, প্রভৃতি কংসাসুর,
সকল বধিবে আর তুমি॥
শঙ্খ লবণাসুর, লবণ অস্ত্রাসুর,
মারিয়া পারিজাত কারণে।
দেবরাজা পরাজয়, করিবে যে মহাশয়,
রুক্মিণী আনিবে বীর্য্যপণে॥
নৃগ নামে বিমোচন, করি যেন নারায়ণ,
আনিবে অনেক পরিবারে।
জাম্ববতী কন্যা পায়্যা, স্যমন্তক মণি লয়্যা,
গুরুপুত্র করিবে উদ্ধারে॥
আর বা যতেক বাদী, বধিবে পৌগণ্ড আদি,
সব আমি দেখিব নয়নে।
সেই নিরমল যশ, ঘুষিব অশেষ রস,
কবিকুল ভুবনে ভুবনে॥
অনেক জন্মের ভাগি, পায় সো এ পদলাগি,
করো নতি লইল শরণ।
আনন্দ-সাগরে কেলি, কর প্রভু বনমালী,
দ্বিজ মাধব-বিরচন॥

ব্যোমাসুর বধ।

এতেক বলিয়া মুনি করিয়া প্রণাম।
বিদায় করিয়া গেল আপনার ধাম॥
তবে হরি শিশু সঙ্গে পশুগণ লয়্যা।
কৌতুকে বিন্দিাবনে বুলে বিহরিয়া॥
পর্ব্বত উপরে গিয়া সব খেড়ি লই।
চোর চোর বলি খেড়ি পাতিলা তথাই॥
হেনকালে ময়পুত্র ব্যোম মহাশয়।
গোপরূপে চোর হয়্যা গেল সেই ঠাঁই।
মেষরূপ শিশু সব হরিয়া হরিয়া।
পর্ব্বত-গহ্বরে নিকট এড়িল ভরিয়া॥
প্রবীণ পাষাণে গুহা দ্বার আচ্ছাদিয়া।
আছয়ে খেলাড়ুরূপে অলক্ষিত হয়্যা॥
শিশু চারি পাঁচ মাত্র আছে অবশেষ।
হেনকালে তার মায়া জানি হৃষীকেশ॥
চাপিয়া ধরিল রিপু পরম অভয়।
যেন সিংহ আসিয়া বাঘের লাগ পায়॥
চিন্তিত হইয়া ব্যোম ধরে নিজরূপ।
সুমেরু আকার তনু অতি অদ্ভুত॥
ঠেলাঠেলি ফেলাফেলি না যায় এড়ান।
মল্ল-বিশারদ হরি সমরে সেআন॥
ধরণী পাড়িয়া তারে ধরি দুই করে।
মুখ চাপি ঘাড় মোড়া দিয়া পশুমারে॥
সেই পাকে মরে পাপ দেখে দেবগণ।
পরম আনন্দে করি পুষ্পবরিষণ॥
তবে হরি খসাইল দ্বারের পাথর।
অবিলম্বে ছাড়ান করিল সহচর॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

মহারাটি রাগ।

আপনার মনোনীতে, হইয়া কংসের দুতে,
রজনী বঞ্চিয়া নিজ বাসে।
করিয়া ত স্নান দান, গোবিন্দ-চরণ-ধ্যান,
প্রয়াণ-তরণী পরবেশে॥

মথুরা ছাড়িয়া অক্রূর নন্দঘরে।
চড়িয়া বিচিত্র রথে, ভাবিতে ভাবিতে পথে,
মজিলা আনন্দ সাগরে॥ ধুয়া॥

পুলকিত কলেবর, প্রেমে আঁখি জলধর,
সহিত কম্পিত ঘনেঘন।
যতেক ইন্দ্রিয়গণ, সকল বিষয় হীন,
এক হরি পদযুগে মন॥
না জানি কতেক জন্ম, করিলুঁ কি শুভকর্ম্ম,
তপ জপ দান আহরণে।
নহে মুঞি নন্দসুত, দেখিনু যে অদ্ভুত,
যেন শূদ্র বেদ-উচ্চারণে॥
আজি অমঙ্গল নাশ, নিশ্চয় পূরিল আশ,
দ্বিজ মাধব এহ গায়।
কাল নদী স্রোতে যেন, লয়্যা যায় তৃণ হেন,
ঠেকে বা কে পড়িয়া এড়ায়॥

অক্রূরের ব্রজে আগমন।

মনে মনে অক্রূর বাঢ়িল দৃঢ় আশ।
জনম সফল আজু দেখিব শ্রীনিবাস॥
আপনি যখন কংস পাঠায় আমায়।
তখনি জানিল মনে বড় শুভোদয়॥
তাহার সমান মোর নাহি আর বন্ধু।
যার চর হইয়া লঙ্ঘিব ভব সিন্ধু॥
যে পদ অর্চ্চিত বিধি শিব আদি দেবে।
যে পদের রেণু লাগি লক্ষ্মী আদি সেবে॥
যোগিগণ ধেয়ায়েন যে পাদপঙ্কজ।
নয়ন ভরিয়া তাহা দেখিব সহজ॥
যে পদ ভাবিয়া মুনিগণ নাহি পায়।
শিশু পশু সঙ্গে সেই বনে বনে ধায়॥
যার নখচন্দ্র চারু কিরণ ভাবিয়া।
অম্বরিষ আদি গেল সংসার তরিয়া॥
যবে রাম কানাই দেখিব একু ঠাঁই।
তবে রথ ছাড়ি ক্ষিতি পড়িব লোটাই॥
গোপী কুচ কুঙ্কুম রঞ্জিত অতিশয়।
পরম দুল্লভ ধন বিদিত কৃপায়॥
অখণ্ড নাসিকা স্মের অরুণ নয়ন।
কুণ্ডল আকৃত তার দেখিব বদন॥
এই শুভ লক্ষণ দেখিয়া মৃগপাল।
রথ প্রদক্ষিণ করি যায় বারবার॥
নিশ্চয় জানিলুঁ আর নহিব বঞ্চিত।
হরব নয়ন পাপ পুরুষ সঞ্চিত॥
চরণে পড়িব আমি তুলিব যদুনাথে।
তপত মস্তকে বুলাইব পদ্মহাথে॥
যে করে ত্রিপাদ ভূমি দান দিয়া বলি।
ত্রিজগতে ইন্দ্রপদ পায় কুতূহলী॥
কাল-ব্যাল হরে যায় পশিলে শরণ।
হেলায় তাহারে সেই অভয় চরণ॥
রাস রভসে গোপী সুরতি আয়াসে।
সুগন্ধি পথিক গন্ধি যে করে বিনাশে॥
সে ভুজপঙ্কজে মোরে করিব প্রসাদ।
কংসদূত করি মনে নহিব বিবাদ॥
সর্ব্বভূত অন্তর্য্যামী সেই ভগবান্।
সাক্ষিরূপে জনে যার যেনরূপ জ্ঞান॥
হাসিয়া করিব যবে কৃপাবলোকে।
আনন্দে মজিয়া তবে এড়াইব শোকে॥
দেখিয়া সুহৃদ জ্ঞাতি অনন্যশরণ।
বাহু প্রসারিয়া তবে দিব আলিঙ্গন॥
বারির পবিত্র তনু সব তীর্থ ময়।
কর্ম্ম-দড়িবন্ধন খণ্ডিব সুনিশ্চয়॥
কৃতাঞ্জলিপুট আমা দেখিয়া প্রণতে।
আলিঙ্গন দিবেন পরম হরষিতে॥
ধরিয়া অঞ্জলিযুগ করিয়া আদর।
আনন্দে আমায় কয়্যা খব [illegible]

অতিথি যেভাবে আশু করিব পূজন।
জিজ্ঞাসিব কংসগত বন্ধু- ববরণ॥
এতেক চিন্তিয়া পথে গান্দিনী-নন্দন।
রথবেগে ব্রজপুরে মিলিলা তখন॥
সূর্য্য অস্তগত যবে সন্ধ্যার উদয়।
হরিপদচিহ্ন দেখি হেনই সময়॥
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ কমল শুভ রেখ।
ক্ষিতি আভরণ আদি দেখি পরতেখ॥
দরশন মাত্র হৈল পরম সম্ভ্রম।
নয়ন আনন্দ বারি উল্লাসিত মন॥
আস্তে ব্যস্তে রথ এড়ি উলিল তখন।
উলটি পালটি তাহে লোটাই সঘন॥
অধিক উৎকণ্ঠা তার জন্মিল অন্তরে।
হরিল উঠিল লোম নিজ কলেবরে॥
ধেনুর দোহন স্থানে দুই সহোদর।
আছয়ে কিশোর বেশে নীল পীতাম্বর॥
শরৎ সরসিরুহ লোহিত লোচন।
পীন মহাভুজযুগ অসীম কিরণ॥
অতি মনোহর বেশ বালক বিক্রম।
আসে পাশে বেষ্টিত শিশু পশুগণ॥
হাসিয়া ব্রজের মধ্যে করিছে গমন।
উদার চরিত্র বনমালা বিভূষণ॥
কস্তুরী চন্দন গন্ধে লিপ্ত কলেবর।
সুছাঁদ সুন্দর নাসা মুকুট উপর॥
আদি পুরুষ বর বালক কলেবর।
আপন শোভায় ক্ষিতি করিছে উজ্জ্বল॥
এইরূপে তথায় দেখিল রাম কানু।
হরিল বিহ্বল হইল অক্রূরের তনু॥
রথ এড়ি সম্ভ্রমে উলিলা ক্ষিতিতলে।
দণ্ড পরণাম উঠিলেন পদমূলে॥
নিজ নাম ধরিয়া করিতে নমস্কার।
হইল পরম কম্প উৎকণ্ঠা অপার॥

হরষিতে চক্রপাণি দেখিয়া প্রসন্ন।
করে ধরি তুলিয়া লইলা সুপ্রসন্ন॥
তবে কুতূহলে হরি দিয়া আলিঙ্গন॥
করে ধরি গৃহে লয়্যা করিল গমন॥
বৈস বৈস বলি শীঘ্র দিলেন আসন।
করিল শীতল জলে পাদ প্রক্ষালন॥
পাদ প্রক্ষালন কৈল সুবাসিত বারি।
মধুপর্ক আনিয়া অতিথিপূজা করি॥
মিষ্ট অন্ন পানে শেষে করাইল ভোজন।
কর্পূর তাম্বূল মাল্য সুগন্ধি চন্দন॥
এতেক প্রকারে রাম সর্ব্ব ধর্ম্ম জানে।
ভক্তি অতিরেক কার করাইল শয়নে॥
তবে নন্দঘোষ গোকুল অধিপতি।
অক্রূর দেখিয়া বড় আনন্দিত মতি॥
কহ কহ অক্রূর শুনি তোমা হইতে।
কংস জীতে তুমি সব আছ কেন রীতে॥
আপন জীবন লাগি যে পাপ আমায়।
অকারণে বধিল ভগিনীপুত্র ছয়॥
সে রাজার প্রজা হৈয়া বৈসে যেই জন।
তাহার কুশল আমি পুছি অকারণ।
শুনিয়া অক্রূর এই বাক্য অনুপম।
আনন্দিত হয়্যা এড়াইল পথশ্রম॥
যেই যেই মনোরথ করয়াছিল পথে।
সকল হইল সিদ্ধ দেখি যদুনাথে॥
এতেক বলিয়া নন্দ করিল গমন।
পালঙ্কে শয়ন সুখে অতি হৃষ্টমন॥
সময় বুঝিয়া তবে রাম-জনার্দ্দন।
দুই ভাই গৃহমধ্যে করিল গমন॥
বৈকালি ভোজন করি আসিয়া নিকটে।
মা বাপের বিবরণ পুছিলা দোপাটে॥
শুন শুন অরে ভাই আইলে ভাল হৈল।
তোমায় দেখিয়া আজি বড় প্রীত পাই।

কহ কহ কুশলে কি আছেন জ্ঞাতি বন্ধু।
কি মিছা পুছহি-কংস জীতে পাপ সিন্ধু॥
আমি জন্মিয়া দুঃখ দিল সভাকার।
ছয় সন্তান দয়া নাহি তায়॥
কি কারণে তোমার হইল আগমন।
কহ কহ প্রিয়তম স্বরূপ বচন॥
শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে বেভার বচন।
বিনয়পূর্ব্বকে কিছু বলিছে তখন॥
নারদ কংসেরে কথা কহিল যে রীতে।
যেন মতে গেল বাসুদেবেরে বধিতে॥
মন্ত্রণা করিল যত লয়্যা নিজগণ।
হেন বা ডাকিয়া তারা বলিল বচন॥
দূতরূপে আগমন হৈল যেকারণে।
কহিল প্রত্যক্ষ এই সব বিবরণে॥
অসুরাগমন শুনি হৃষ্ট দুই ভাই।
সত্বরে নন্দের দেশে মিলি গেল ধাই॥
হাসিয়া হাসিয়া তারে কহিলা কথন।
রাজার আদেশ হৈল দূতের গমন॥
গোকুলের সম্পদ হইল অবশেষ।
কালি মধুপুরী কৃষ্ণ করিব প্রবেশ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত॥

বসন্ত রাগ।

সহজে গোআলা নাহি জানে গুণ দোষ।
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা পাইল সন্তোষ॥
আদর্শিল গোপগণে করিয়া নিশ্চয়।
প্রভাতে উঠিয়া কালি যাব মথুরায়॥
হরষিত নন্দঘোষ ব্রজ-অধিকারী।
দেখিব উৎসব কালি যাব মধুপুরী॥
কঙ্কট-আটৌপ সব করিয়া সাজন।
দুআরে দুআরে এক করিয়া বচন।
বলদ বাহন যত বাহিয়া বাহিয়া।
এড়ুক লাঙ্গল দড়া কাছিয়া কাছিয়া॥
ঘৃত দধি নবনী আদি গোরস যতেক।
বিবিধ উত্তম দ্রব্য সব পরতেখ॥
ভাণ্ড ভরি ভরি এড় পূরিয়া সকল।
যেবা গৌণ করে সে পাইবে তার ফল॥
রাজদূত অক্রূর আইল কালি সাঁজে।
রজনী ছাড়িয়া তিল না করে বেআজে॥
ভেটিব নৃপতি সজ্জ যোগাইব কাজে।
কহন্তি মাধব কুতূহলী যদুরাজে॥

শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন শ্রবণে গোপীগণের উক্তি।

পয়ার।

ব্রজপতি আদেশ পাইয়া গারোদ্ধার।
লড়িল সত্বর গতি গ্রামের কোটাল॥
আওআরি আওআরি বোলে দিয়া ঘন ঢেঁড়ি।
ঘরে ঘরে বলি যায় না হইবে ডেড়ি॥
শুন শুন অরে লোক জানাইল কাজে।
রাজদূত অক্রূর আইল কালি সাঁজে॥
রজনী ছাড়িয়া দূত না করে বেআজে।
ঘৃত দধি নবনী থাকিব নানা সাজে॥
যেবা গৌণ করে ইথে কহি বার বার।
ঘর লুড়ি নাক ফুঁড়ি ছাড়াই নগর।
এইরূপে ঘোষণা পড়িল যেই ক্ষণে।
শুনিল গোপিনী সব আপনার কাণে॥
পাইয়া বিষম ত্রাস এড়ে গৃহকাজ।
আচম্বিতে মুণ্ডে যেন পড়ি গেল বাজ॥
কেহ বা আসিয়া যেন বুকে মারে শাল।
বড় ডাল মাথে যেন চাপি পড়ে চাল।
হানিতে আইসে যেন শরিব দুআরে।

পিছলে আছাড়ে হেন বাজিল পাথরে।
সমুদ্রে যাইতে যেন পড়িল ডাঙ্গায়।
প্রান্তরে যাইতে যেন উড়াইল বায়॥
অরণ্যে যাইতে যেন পায় দাবানল।
পরিণাম শূল যেন অন্তরে প্রবল॥
তেনই সম্ভ্রমে ব্যথা পাইল অন্তরে।
কেশ নাহি বান্ধে কেহ বাস না সম্বরে॥
ঘরে ঘরে মৃতকল্পে গোআলা গোপিনী।
দেখি সহচরী সব আঁখি ঢালে পানী॥
অনেক যতনে কেহ স্থির করি মন।
গুটি গুটি এক জুটি হয়্যা গোপীগণ॥
অন্যোন্যে গোপী সব সজলনয়ন।
উচ্চনাদ করি সভে জুড়িল ক্রন্দন॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত॥

সুহই রাগ।

অলক্ষিতে অক্রূর আইল যবে এথা।
ঐছনে হৃদয়ে পাইল বড় ব্যথা॥
জনে জনে কাণাকাণি শুনি নানা ঘৃণা।
প্রভাতে চলিব কৃষ্ণ পড়িল ঘোষণা॥
মুঞি বড় আকুলী হইলুঁরে আওল কংসদূতে।
লৈ যাব মথুরাপুরী মোর প্রাণনাথে॥ ধূয়া
যদুকুলে তিলক বল্লবী কুলে আঁখি।
জীব না রহে একতিল নাহি দেখি॥
মথুরা নাগরী রসে মিলিব গুণনিধি।
বিধি বিড়ম্বিল মোরে জীবন অবধি॥
যার লাগি পরিহরি পতিপুত্র গেহা।
তাহার বিরহে কি ধরিব আর দেহা॥
দ্বিজ মাধব কহে যুগতি শুন রাই।
সত্বার করিয়া চল পাছু গোড়াই॥

পয়ার।

কেহ বলে তখনি প্রমাদ মুঞি জানোঁ।
বিপরীত স্বপ্ন মুঞি দেখিলু নয়নোঁ॥
কেহ বলে আলো সই হেন মনে লয়।
শূন্য কুম্ভ দেখিলুঁ আজি প্রভাতসময়॥
আর কেহ বলে মোর এই সে কারণ।
পাপ ডাহিন আঁখি কাঁপে ঘনে ঘন॥
আর কেহ বলে আজু পাইব যেই দুখ।
তেঞি পাপ শরীরে না পাও কোন সুখ॥
কহিতে কহিতে প্রেমে উথলে সাগর।
কান্দিয়া বিধির নিন্দা করন্তি বিস্তর॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

ধানশী রাগ।

কলঙ্ক মিলাই দেহে, অসমনিগূঢ় নেহে,
রাস বিলাস আদিভোগে।
বুঝিল করণ তেরি, কেবল বালক কেলি,
ক্ষণভঙ্গ বিহিত বিয়োগে॥
বিধাতা, তুহুঁ বড় নিরি মোহ।
তিল এক দয়া নাহি তোহ॥ ধ্রু॥
বাড়াই পরম সুখ, দেখাই মুকুন্দ-মুখ,
স্মের বয়নে তাপ হারী।
অবহুঁ বিদরে-বুক, পূরসি পরম সুখ,
কহসি নয়ান আড় করি॥
অক্রুর ক্রূর হই, তুহুসে হরসি অই,
নিজ বিরচিত মঝু আঁখি।
দ্বিজ মাধব গানে, তুআ জগ নিরমাণে,
যো মধুরিপু পদ-পেখি॥
মোর প্রাণ ধন গোপীনাথ॥ ধূয়া॥
রাই বলে মিছা দোষ দেহ বিধাতারে।
মনে দৃঢ় ভাব নাহি নন্দের কুমারে॥

যাহার বংশীর নাদে বিকল হইয়া।
পতিসুত মন্দির সকল তেআগিয়া॥
দাসীরূপে শরণ পসিল যার পায়।
তবু সুখ নাহি চায় কঠিন হৃদয়॥
সময়ের বন্ধু সেই কমললোচন।
এবে আমা সভায় দেখিয়া পুরাতন॥
নবীন নাগরী রসে পাতিলেক মন।
হরিল পুরুব নেহা করিল হেলন॥
চন্দ্রাবলী বলে সই কি কর বিচার।
প্রভু কি দুষিব পাপ কর্ম্ম আপনার॥
শুভরাত্রি প্রভাত হইল মধুপুরী।
সুখদ ফলদ ভোগ করিব নাগরী॥
অনায়াসে নিজপুরে পাইয়া শ্রীধর।
হরষিত হয়্যা বড় করিব আদর॥
পিবেক নয়নভঙ্গে বয়ন তাহারি।
অপাঙ্গ মিলিত স্মিত গলিত মাধুরী॥
সহজে অবোধ কানু আরে নবরঙ্গ।
রজনী দিবসে নিত্য রমণীর সঙ্গ॥
তাহা সভার মৃদুমন্দহাস ভাষণ।
নাগরী নিগড়ে বান্ধি রাখিবেক মন॥
তেকারণে আমা সভা নহিব স্মরণ।
বাহুড়িয়া না আসিবে পুরুষরতন॥
বিষ্ণি ভোজ অন্ধক বংশের বড় পুণ্য।
দেখিবেক জ্ঞাতিভাবে অমরের ধন্য॥
ভেটিব পথিক লোক যাইতে যাদব।
তাহা সভাকার আজি নয়ন উৎসব॥
গোপীর সম্পদ আজি ভুজিবেক আনে।
আরে পামর তনু কেন আছ প্রাণে॥
এতেক বলিতে আর যতেক যুবতী।
মনোদুখে গালি পাড়ে অক্রূরের প্রতি॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

সুহই রাগ।

জীউকে অধিক পিউ যশোদানন্দন।
দুখিনীশরণ মঝু সেই সবে ধন॥
তিলেক না দেখিলে যাহে যুগ শত হয়।
তাহা মধুপুরী পাপ হরি লৈয়া যায়॥
শুন শুন আলো সখি সেহ লোক মূঢ়।
এছার ক্রূরের নাম যে বলে অক্রূর॥
সহজে অসুর চর হয় নিকরুণ।
অধিকত পথিমতি দ্বিগুণ দারুণ॥
মরিয়া যাউক পাপ দূর যাউ দুখ।
রহু নিজপুরী স্বামী দেখি চাঁদ মুখ॥
পরবুদ্ধিবশ ভেল আবাল গোপাল।
অধিক দুরিতকারী অবুধ গোআল॥
আজু পাপ দৈবে মোর রহে অনুকূল।
কহে মাধব এই বিপদের মূল॥

পয়ার।

রাজার আজ্ঞায় প্রজাগণের সম্মতি।
খণ্ডন করিব তাহা কাহার শকতি॥
যেবা গোপ সব আছে চতুর ভাজন।
কেহ কিছু নাহি বলে বুঝিয়া করণ॥
আপনি উদ্‌যোগী যদি গমনের কাজে।
ইথে কোন মূঢ় তারে কি বলিব লাজে।
তেঞি দুখিনীরে কেহ নহিব সহায়।
কাহার স্তবন আর করিব মিছায়॥
যদি কোন বিঘ্ন পড়ে এই রাত্রিমাঝে।
তবে অবিরোধে সখি সিদ্ধি হয় কাজে॥
আচম্বিতে মরি যায় পাপ কংসদূত।
শত্রুবুদ্ধি করি তবে রহে নন্দসুত।
নিরবধি হয় কিবা ঝড় বরিষণ।
উল্কাপাত আদি কিবা ঘোর দরশন॥

সারথি ঘোড়ায় সনে পোড়ে যদি রথ।
তবে সুনিষ্পন্ন হৈয়া যায় মনোরথ॥
নহে বা দুখিনী সব পড়ি পড়ি মরি।
আপন ইচ্ছায় কেন না যায় শ্রীহরি॥
আর কোন কোন সখী বলে হরি হরি।
হেন ভাগ্য হয় যেন কত তপ করি॥
নিশ্চয় জানিল আর নাহিক সহায়।
যে করে সে করে বিধি নিজ ভরসায়॥
ধরিয়া রহাইব গিয়া আপনার পতি।
কাড়িয়া লইতে পারে কাহার শকতি॥
এইসব রূপে যুক্তি করে জনে জন।
বিশেষ তাহার কিছু করিব রচন॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

সুহই রাগ।

যাউ জীউ রহু পিউ বিকল বিষাদ।
পরাণ প্রয়াণে আর কি করিবে লাজ॥
কি করে কুলের গুরুজন পরিজন।
দৈবে বিপদ পতি করল গমন॥
হয় অতি দোষ দায় ছাড়ব হামারি।
মনোরথ সিদ্ধি পাছু গোড়াব মুরারি॥
যাহার মধুর হাস ভাষ আলিঙ্গনে।
রাস রভসে মিলি গোঙাইল ক্ষণে॥
সোপহুঁ বিহনে বিরহ ঘোর তমে।
কেমনে বঞ্চিব গোপী বিরহ বিষমে॥
যো দিন অবসানে গো-রেণু রঞ্জিত।
সোঙরি মুরলী রবে হরিল এচিত॥
সে বিধি বিঘটনে কাষ্ঠ জীবন হামারা।
কহে মাধব কাহে রহব জিআরা॥

পয়ার।

মোর প্রাণধন যদুপতি জীবনধন যদুপতি।
বদন ভরিয়া লইমু তুআ নাম স্বপনেহ
নহে বিরতি॥
বিমান গামিনী সব বিরহে পীড়িত।
লোকভয় তেজিল তেজিল গুরুভীত॥
মুকত কবরীভার মুকত বসন।
পুলকে আকুল অঙ্গ সজল নয়ন॥
অনুপাম রূপ গুণ সঙরি সঙরি।
গোবিন্দ মাধব দামোদর নাম ধরি॥
উচ্চস্বরে ক্রন্দন করয়ে জনে জন।
তার বিবরণ কিছু কহিব এখন॥

আহিরী রাগ।

যাবত জীবন রঙ্গে, বঞ্চিব তোমার সঙ্গে,
নেহা কৈল এই অভিলাষে।
দূর সে দুরআশে, পহিল যৌবন-রসে,
অবহুঁ ছিঁড়িয়া মোহ-পাশে॥ ধ্রু॥
প্রাণনাস স্বরূপে কি যাবে মধুপুরী।
হাটে বাটে এক ধ্বনি, লোক মুখে ঘন শুনি,
গোপিকার নেহা পাসরি॥
সোহি যমুনার জলে, বসন-হরণ-কালে,
সব সখী আপে সত্য ভেলা।
সোহি সুকৃত যবে সব পাসরিলে তবে.
গোপিনী শতেক পুরী গেলা॥
গোপীর করুণা শুনি, প্রেমঞআখি যদুমণি,
না কহে বদন হেঁটমুখী।
দেখিয়া পতির মন, বুঝিয়া কাজের গৌণ,
মাধব কহে দুহু দুখী॥

শ্রীরাগ।

একে শাশুড়ীর তাপে তাপিনী।
তোমা লাগি জানহ আপনি॥
আরে তুমি পরিহর কেনি।
কত সহে পাপ পরাণী॥
যাদব, হামারে ছোড়ি না যাবে।
মোরে সংহতি করি লবে॥
মন জদি গেল তুআ ভাবে॥ ধ্রু॥
দঢ় যাইবে মধুপুরী।
তথা পাইবে বর নাগরী॥
বঞ্চিবে মধুর যামিনী।
হামু রিপুকুলে একাকিনী।
তুমি হইবে পরবাসী।
হামু অবশ্য হৈমু দাসী॥
করিমু চরণ সেবা।
অনুগত পরিহরে কেবা॥
দঢ় তুমি যাবে এড়িয়া।
হামু যাব পাছে গোড়ায়্যা॥
ধরিমু যোগিনী-বেশ।
কহে মাধব যামু সেই দেশ॥

শ্রীরাগ।

জাতি মহত্ব কুলশীল, সকল তোমারে দিল,
কানু মোর সরবশ ধন।
কি করিবে গুরুজন, ঘরেরে না লয় মন,
কি কারণে এছার জীবন॥
গোকুল নগরে, সই গো না রহিব,
ধরিব যোগিনী-বেশে।
কানুর চরিত্র যত, তাহা গাইমু অবিরত,
ভ্রমিয়া বেড়াইব দেশে॥
কি করিব কোথা যাব, কোথা গেলে কানু পাব,
তিলেক রহিতে নারি ঘরে।
কানুর চরণ ধন, নাম রূপ গুণ গান,
জীবন জীবিকা হউ মোরে॥
যত কিছু করি কাম, সকলি তাহার নাম,
পরিণামে না জানি কি হয়।
এবে সে জানিলুঁ সার, কানু বিনে নাহি আর,
ভক্তিহীন পূর্ণানন্দে গায়॥ (১)

পয়ার।

এইরূপে কাকুর্ব্বাদ করে জনেজন।
লোড়ায়্যা লোড়ায়্যা ভুমি করয়ে ক্রন্দন॥
হেনই সময়ে নিশি হৈল অবসান।
রবির প্রকাশ দেখি উড়িল পরাণ॥
হরিষে অক্রুর স্নান সন্ধ্যা সমাপিয়া।
সত্বরে বিচিত্র রথ যোগাইল নিয়া॥
তার পাছে নন্দঘোষ আদি যত গোপে।
ঘৃত দধি দুগ্ধ লয়্যা শকটে আরোপে॥
আসিয়া মিলিল সভে হয়্যা একযূথ।
ঘন ঘন ডাকে ঝাট চল নন্দসুত॥
জননীর স্থানে গেলা বিদায় কারণ।
তাহা শুনি নন্দরাণী জুড়িল ক্রন্দন॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

শ্রীকৃষ্ণে বিদায় প্রার্থনা।

সাত পাঁচ নাহি মোর সবে মাত্র তুমি।
অধনের ধন পুত্র অনাথের স্বামী॥
সে তুমি আমারে এড়ি যাবে মথুরাতে।
পুন না দেখিব আমার রাম দামোদরে॥

(১) এই পদটির ভণিতা পূর্ণানন্দ কেন? কোন কবি ই। একজন গায়ক।

কান্দে কান্দে নন্দরাণী ক্ষিতি লোটাইয়া।
কোথাকারে যাবে পুত্র আমারে ছাড়িয়া॥
প্রাণের পরাণ তুমি শুন রে কানাই।
তোমারে ছাড়িয়া মোর সংসারে কেহ নাই॥
আঁচলের সোণা তুমি আঁখির পুতলি।
গলায় বান্ধিয়া আমি রহিমু আঁখি মেলি॥
প্রভাতে উঠিয়া পুত্র লয়্যা ধেনু-ধন।
গোঠেরে বিজয় কর লয়্যা শিশুগণ॥
যত বেলি ঘরে আইস তুমি গুণনিধি।
পথ পানে চাহি আমি থাকি তদবধি॥
তিল এক না দেখিলে জীবনসংশয়।
সে তুমি আমারে ছাড়ি যাবে মথুরায়॥
ধরিতে না পারি হিয়া বিদরে মেনে বুকে।
কহে মাধব প্রাণ যাব এই শোকে॥

পয়ার।

প্রভুর মায়ার কথা না যায় কথন।
ভুবনমোহন মায়া পাতিলা তখন॥
জননী বন্দিয়া যাত্রা কৈল গদাধর।
আওয়াসের বাহির হৈল পরিহরি ঘর॥
পাছু পাছু ধায় গোপী হইয়া আকুলি।
মেঘের সহিত যেন ধাইছে বিজুলী॥
করিবর-সঙ্গ যেন না ছাড়ে করিণী।
সর্পের নাগলি যেন না ছাড়ে সাপিনী॥
রথ আরোহণ প্রভু করিলা যখন।
তখনি জানিল মনে নিশ্চয় গমন॥
হতাশ হইয়া গোপী চাহে মুখপানে।
আসিবে না আসিবে এক না জানি বিধানে॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

আহিরী রাগ।

তেজি নিজপতি, এ বৃত্তি জগপতি,
একই তোমা ভজিল।
অশনি জিনিয়া, কাষ্ঠ তোমার হিয়া,
তবু দয়া তিলেক নৈল॥
হরি হরি প্রাণনাথ হে এড়িয়া যাইবে নিশ্চয়
হামু বঞ্চিব কেমন উপায়॥
থাকি নিজ পুর, কৈতে এত দূর,
মোরে না যাহ বোলাই।
যাইবে পরবাসে, হইবে পর আশে,
কি যাব পাছু গোড়াই॥
যে নারী ক্ষণ আধ, না দেখিলে পরমাদ,
গুণিতে গোকুলরায়।
সে তুমি অক্রূর, বচনে নিঠুর,
হইলা তেজি আমায়॥
এই নিবেদনে, তোমার চরণে,
স্মরিহ পূরব নেহে।
স্নানকালে কালি, দিহ জলাঞ্জলি,
অনাথ মাধবে কহে॥

পয়ার।

তরুণ রামার মুখে করুণ কাহিনী।
দেখিতে শুনিতে তুন দুখিত চক্রপাণি॥
সাক্ষাতে না বলি কিছু লজ্জার কারণ।
দূত দিয়া কহিয়া হেন পাঠাইলা বচন॥
শুন শুন প্রাণপ্রিয়া নহিও উতরোল।
সম্প্রতি আসিব আমি জানিহ নিশ্চল॥
এতেক আশ্বাস দিয়া গোপিকার প্রতি।
মথুরাবিজয় কৈল অক্রূর সংহতি॥

রথ লৈয়া অক্রুরের যমুনাতীরে গমন।

বামে অক্রূর, রাম ডাহিনে সে রে,
মাঝে সাজে মুরারি।
কাচ রতনে, যেন গাথনে,
নীলমণি সম সারি॥
সখি হে মথুরা, চলিল যদু চান্দা,
* * *
সো কতি মোরে, আখি পূরল রে,
ব্রজপুরী ভেল আন্ধা॥
চলিতে ছুটি রথ, রাজ পথেরে,
পেখি মুরুছে পথিক।
পালক বিহনে, ধেনু বৃষ বৎস রে,
রহি রহি চাহে চৌদিক॥
শকট আটোপে, গোপকুল ধায় রে,
পাছু পাছু ধায় তাহার।
আপন সম্পদ, হেলে বাহুড়ায় রে,
দ্বিজমাধব কহে সার॥

পয়ার।

যত বেলি দেখিল রথের উচ্চ চূড়া।
যত বেলি আছিল গগনে চক্রধূলা॥
তত বেলি স্বামিসঙ্গে পাঠাইয়া চিত।
আছিল গোপিকা সব কেবল স্থকিত॥
যবে অতি দূরগতি আখি অগোচরে।
হুতাশে নিশ্বাস ছাড়ি পড়িল নির্ভরে॥
আমার প্রাণ ফাটে যে বুক ফাটে।
কানাই দেখিলা কত বাটে॥ ধ্রু
তারাগণ এড়ি যেন চলে নিশাকর।
পদ্মবন এড়ি যেন উড়িল ভ্রমর॥
করিণী এড়িয়া যেন লড়ে করিবর।
উড়িল বিহঙ্গ যেন তেজি সরোবর॥
বিবেকী গৃহস্থ যেন লড়ে দূরদেশে।
দেহ ছাড়ি চলে যেন পরাণ পুরুষে॥
তথন বল্লবীকুল হইল নিস্তব্ধ।
শুষ্ক আঁখি জল নাহি ক্রন্দনের শব্দ॥
যতেক ইন্দ্রিয়গণ হইল অচল।
পটের পুথলী যেন রহিল সকল॥
নাহি লড়ে নাহি চড়ে নাহি স্ফুরে বাত।
একদিঠি চাহে যথা যায় প্রাণনাথ॥
ক্ষণেক রহিয়া বাহ্য হইল শরীরে।
উঠিয়া গোপিকাসব চাহে চারি ধারে॥
দেখিয়া পথিক লোক পরম সাদরে।
পুনঃপুনঃ পুছি তাহা বিরহ কাতরে॥

বিভাস রাগ।

চলিতে ছুটী রাম, কিবা বাটে যাই।
ধাই ধাই যাই যদি অবহু লাগ পাই॥
বুক বিদরে প্রাণ ফাটে।
কানাই দেখিলে কত বাটে॥ ধ্রু
দারুণ কংসের চর, কালি আইলা মোর ঘর
কাল হয়্যা পাপ অক্রূরে।
দেখিতে দেখিতে রথে, তুলিয়া প্রাণের নাথে,
আজি লয়্যা যায় মধুপুরে॥
মেরি পামর তনু, রহিল সে বন্ধু বিনু,
করিতে সন্তাপ উপভোগ।
দ্বিজ মাধব কহে, অনুক্ষণ তনু দহে,
বিরহ বিষম গুরু রোগ॥

আহীরী রাগ।

যদুপতি পদ ছায়, বিজয়ী মদন রায়,
তৃণসম করি নাহি গুণি।
পাপ কপালদোষে, দৈবে দরপ মো সে,
আবহুঁ বা করে না জানি॥

শুন সখি হে আজু, হামু অনাথিনী গোপনারী,
এরূপ যৌবন ভার, পুড়ি কর চার খার,
মধুরিপু গেও মধুপুরী ॥
আমুক ওানের তাপ, নিজ গুরুজন দাপ,
কত না সহিব অনুদিনু।
পহিল বিয়োগে সই, রহল কঠিন হই,
আর কি যাইব পাপ তনু ॥
যে কালে শুনিল বেণু, যে আঁখি দেখিল কানু,
আনন্দ-সাগরে অবগাই।
সো হেন স্বামী বধে, মিলিব কেমন ভাবে,
গানে মাধব দুখ এই ॥

— —

অক্রূরের রামকৃষ্ণ-রূপ দর্শন।

এথা হরি বলরাম অক্রূর সংহতি।
কালিন্দীর তীরে গেলা অতি শীঘ্রগতি ॥
রথ হৈতে উলিলা শীতল তরুতলে।
পরশ করিয়া কিছু পীলা কুতূহলে ॥
পুনরপি আরোহণ করি যান বরে।
বিশ্রাম করিলা গিয়া সেই তরুতলে ॥
তথনে অক্রূর তাঁরে লয়্যা সন্নিধান।
সেই জলে নাম্বি গেল' করিবারে স্নান।
ডুব দিয়া জপ করে জলের ভিতরে।
থাই দেখিল হলধর মুরহরে ॥
রম বিস্মিত হয়্যা চিন্তি মনেমন।
রথের উপর বসি আছেন সেই দুইজন
জলের ভিতরে তাহা দেখি কি কারণ।
ব্যস্তে ব্যস্তে মাথা তুলি দেখিল তখন ॥
ইরূপে বসিয়াছেন দুই সহোদর।
দৃষ্টি মিথ্যা হেন জানিল অন্তর॥
রপি জলের ভিতরে দিল ডুব।
ইত সকল সেই দেখিল স্বরূপ ॥

নাগরাজ বলভদ্র নিজরূপ ধরি।
কুণ্ডল আকার শিরে জলে ফণা সারি ॥
নীল বসন স্মিত বিশদ কলেবর।
বহুত শিখর যেন হিমগিরিবর ॥
ভুজগ অম্বর সিদ্ধি লক্ষিত কন্ধর।
পরম ভকতি স্তুতি করি নিরন্তর ॥
তার কোলে ঘনশ্যাম দেব নারায়ণ।
চতুর্ব্বাহুধর প্রভু কমল-লোচন ॥
পীত বাস সুশোভন প্রফুল্ল বদন।
রুচির বিশদ স্মিত চারু নীরিক্ষণ ॥
সুভ্রূ সুবর্ণ নাসা লম্বিত শ্রবণ।
প্রফুল্ল কপোলযুগ অধর অরুণ ॥
কম্বুকণ্ঠে লম্বিত চারু ত্রিবলী সুন্দর।

* * *

মহা কটিতট গুরু নিতম্ব সুসার ॥
সুবলিত করযুগ রকত আকার ॥
চারু জঙ্ঘা জানুযুগ জগতমোহন।
শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম আয়ুধ শোভন ॥
ঈষৎ উন্নত শুক্র অরুণ নখর।
কোমল অঙ্গুলি নখ পঙ্কজ সুন্দর ॥
মহামণি কিরীট কুণ্ডল শোভে হার।
কটিমধ্যে ব্রহ্ম সূত্রে বিচিত্র আকার ॥
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বনমালা বিভূষণ।
সহজে রুচির তনু অধিক মোহন ॥
ইন্দ্র আদি সুরলোক ব্রহ্মা মহেশ্বর।
মরীচি অঙ্গিরা আদি যত মুনিবর ॥
নারদ প্রহ্লাদ আদি যত ভাগবত।
করজোড়ে স্তুতি করে হইয়া ভকত ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী তুষ্টি পুষ্টি মাতৃগণ।
সুবিদ্যা অবিদ্যা শক্তি করয়ে সেবন ॥
এতেক প্রকারে কৃষ্ণে দেখিয়া সত্বরে।
অধিক ভকতি তাঁর জন্মিল অন্তরে ॥

হরিষে উঠিল গায়ের লোমাবলী।
নয়নযুগলে জল পড়ে গলি গলি॥
প্রণাম করিয়া স্তুতি করে জোড়পাণি।
হৃদয়ে পরম কম্প গদ গদ বাণী॥
তুআ পদ বন্দোঁ প্রভু লোটাইয়া ভূমি।
অখিলের হেতু যেই তার হেতু তুমি॥
দেবনারায়ণ আদি পুরুষ অচ্যুত।
যার নাভিপদ্মে ব্রহ্মা হৈল সমুদ্ভূত।
মহাজন হুতাশন সমীর গগন।
যতেক কারণ আদি সৃষ্টির কারণ।
যতেক ইন্দ্রিয়গণ যতেক দেবতা।
সকল তোমার অঙ্গ তুমি সে রক্ষিতা।
তুমি আত্মা প্রকাশ সে সব যতময়।
না জানে তোমার তত্ত্ব কহিল নিশ্চয়।
জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ আছে নানা পথ
যেন তেন মতে মাত্র ভজে অবিরত॥
তাঁহা তাঁহা পূজিলে তোমার পূজা হয়
অবুঝিয়া লোকমাত্র ভিন্ন ভাবে লয়॥
সেই ভাব করি পায় তোমার চরণ।
যেন তেন মতে মাত্র ভজিলে তরণ॥
আব্রহ্ম স্থাবর জীব যতেক প্রকার।
তোমার অবিদ্যাগুণে বন্ধন সভার॥
নির্গুণ নির্লেপ অন্তর্যামী সর্ব্বসাক্ষী।
অনন্ত আকার তনু কে তোমায় লেখি।
আনন বদন তোমার ধরণী চরণ।
রবি আঁখি নভ নাভি কুমুদ শ্রবণ॥
শর সুমেরু সুরেন্দ্র নিকচয় (?)।
সমুদ্র উদর বায়ু প্রাণ বল হয়॥
মহীধর অস্থি নখ জানিল বিশেষ।
মষ উর্দ্ধিশ (?) ছুই রজনী দিবস॥
প্রজাপতি মহী বীর্য্য রবি কান্তি জল।
যতেক সংসার জীব তোমার সকল॥
যত কিছু দেখি জীব সচর আচরে।
সকল মিলয়ে এই তোমার শরীরে॥
জলের ভিতরে যেন মীনের প্রকার।
উডুম্বর ফলে যেন মশক নিবাস॥
ভিন্ন ভিন্ন রূপে যত করসি বিহার।
সেই যশ গাই লোক তরয়ে সংসার॥
নমো মীনরূপ হয়গ্রীব আকার।
নমো মধুকৈটভারি কূর্ম্ম-অবতার॥
নমো গুরু পরাক্রম গোবর্দ্ধনধারী।
নমো রামচন্দ্র দশস্কন্ধ অন্তকারী॥
নমো নরসিংহরূপে ভক্ত-পরিত্রাণ।
সংসার-বিখ্যাত যার পুরাণে বাখান॥
নমো ভৃগুপতি বরক্ষত্র-দর্পহারী।
নমো আদি বরাহ ধরণী-উদ্ধারী॥
নমো ভগবান্ প্রভু দেব সঙ্কর্ষণ।
নমো প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ আনন্দন॥
নমো নমো বৌদ্ধরূপে অসুরমোহন।
নমস্তে কল্কিরূপে ম্লেচ্ছ-নিষূদন॥
যুগে যুগে অবতার অনন্ত মুরুতি।
কে জানিতে পারে তোমা অনন্ত শকতি॥
তুআ মায়া হেতু লোক মোহিত সকল।
অহঙ্কার মদে মত্ত হয় ত পাগল॥
কারণ ছাড়িয়া অকারণে মনোরথে।
অবিরত ভ্রমিয়া বেড়ায় কর্ম্ম পথে॥
অতি বিপর্য্যয় মতি আমা সভাকার।
মিছা সুখী মিছা দুখী আহার বিহার॥
এতেক প্রকারে স্তুতি নহে অবশেষ।
নাচাড়ি সিকলি ছন্দে কহিব বিশেষ॥

——

ধানশী রাগ।

দেহ গেহ রমণী তনয় ধন জন।
মিছাই সকল যেন নিশির স্বপন॥
মূঢ় মানব হাম তুহুঁ সত ভাণ।
ভরময়ে অবিরত পরম অগেআন॥
গোবিন্দ হে তুআ চরণে শরণ।
এ তিন ভুবনে আর নাহিক তরণ॥ ধ্রু॥
পরিহরি তোহি মোহিত মোহপাশে।
সদত বিকল এক বিষয় বিনাশে॥
তৃণাদি আব্রহ্ম বারি দেখিয়া সমুখে।
মরুৎ মরিচিকা যেন ধায়ত মুরুখে।
সেই আত্মদুর্ল্লভ চরণে ভেট পায়।
কেবল নাথ তোমার কৃপায়॥
গানে মাধব দুঃখ অবসানে।
অই পরমানন্দ রহুক সেস্থানে॥

পয়ার।

এইরূপে রামকৃষ্ণ অক্রূরে দেখাই।
আচম্বিতে অন্তর্দ্ধান করিলা তথাই॥
নট যেন সম্বরে সুন্দর নাট্য কলা।
তেন জলমধ্যে নাহি দৈবকীর বালা॥
বুঝিয়া অক্রূর স্নান সন্ধ্যা সমাপিলা।
সত্বরে প্রভুর পাশে মিলিল আসিয়া॥
হাসিয়া জিজ্ঞাসে তারে নন্দের নন্দন।
কহ সত্য কেন তোমা দেখি অন্যমন॥
ভূমি বা আকাশ কিবা জলমধ্যে পশি।
কোন বা বিচিত্র দেখিলা হেন বাসি॥
কহিল অক্রূর তবে হয়্যা সবিনয়।
অখিল-আধার প্রভু তুমি মহাশয়॥
ভূমি বা আকাশ কিবা যতেক অদ্ভুত।
তোমা বহি আর কোথা আছে নন্দসুত॥
তোমার চরণ নাহি দেখে যেইজন।
সেই সে তোমার সিদ্ধি না জানে কখন॥
এখানে দেখিলুঁ মুঞি কারণ কলেবর।
এখন আমার কিছু নহে অগোচর॥
এ সব মনের কথা লয়্যা যদু নাথে।
মথুরা নিকটে গিয়া উত্তরিলা রথে॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

ধানশী রাগ।

তৃতীয় প্রহর বেলি যখন আকাশে।
হেন কালে আসিয়া মিলিলা শ্রীনিবাসে॥
পরম আনন্দ বড় রথ-আরোহণে।
বলদেব অক্রূর সংহতি দুইজনে॥
মধুপুরী প্রবেশ করিলা বনমালী।
জয় জয় মঙ্গল পড়িছে হুলাহুলী॥
বার তিথি নক্ষত্র যোগ করণ।
সর্ব্বশুভ সঞ্চার হইল সুশোভন॥
দশদিগ মাঙ্গলিক নক্ষত্র প্রকাশ।
করয়ে মিত্রের হিত শত্রুর বিনাশ॥
নন্দ আদি গোআলা আসিয়া বিদ্যমানে।
বিলম্বে রহিয়াছে গ্রামের উপবনে॥
দ্বিজ মাধব কহে সভে একযোগ।
দেখিয়া নাগরী লোক হরে রোগ শোক।

পয়ার।

তবে ত অক্রূর প্রতি শ্রীমধুসূদন।
বলিতে লাগিলা কিছু মধুর বচন॥
এই রথে চড়ি তুমি যাহ নিজঘরে।
পদ বিহরণে আমি ভ্রমিব নগরে॥
এবোল শুনিয়া অতি প্রণত অক্রূর।
তোমা এড়ি কেমনে যাইব নিজপুর॥

তুমি বা তেজিবা আমা সেহ অনুচিত।
কৃপার সাগর যদুকুলের পূজিত ॥
আসিবে মন্দিরে মোর সহ সহচরে।
করিবে পবিত্র মোর সব পরিকরে ॥
পড়িব মন্দিরে মোর তুআ পদধূলি।
যাহার পরশে দেব পিতৃ কুতূহলী ॥
যে পাদপ্রসাদে তরে সগর-বংশজন।
যার পাদোদক শিরে ধরেন পঞ্চানন ॥
দেব জগন্নাথ আদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
কে জানে মহিমা মুঞি করহুঁ বন্দন ॥
ত্রৈলোক্যের নাথ তুমি অনাথশরণ।
দুষ্ট-নিবারণ শিষ্ট জনের পালন ॥
শুনিয়া এতেক বাক্য সেবক বৎসল।
কহিলা তাহারে কথা করিয়া নিশ্চল ॥
যদুবংশ-রিপু যত করিয়া নির্জ্জিত।
যাইব তোমার গৃহে অগ্রজ সহিত ॥
প্রভুর অলঙ্ঘ্য বাক্য না যায় খণ্ডন।
আপনার নিজালয়ে করিল গমন ॥
রামকৃষ্ণ এড়ি মুনি হইয়া অদূর।
ছাড়িয়া আপন স্থান গেল রাজপুর ॥
নৃপতি ভেটিয়া বার্ত্তা কহিল সত্বরে।
বিধান করিল তার থাকুক নগরে ॥
কালি করাইব মল্লযুদ্ধের প্রকার।
আজিকার মত তুমি যাহ নিজাগার ॥
এইরূপে অক্রূর আইল নিজ ঘরে।
রাম কৃষ্ণ দুইভাই ভ্রমেন নগরে ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥

শ্রীকৃষ্ণের নগর দর্শন।

বিচিত্র পুরীখান, বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ,
ফটিকে রচিত দুআরা।
হাটক গুরুতর, দুআর শিখর,
তোরণ চারু আকারা ॥
তাম্র পিত্তল, রচিত ভাণ্ডার,
কনক রত্নে পূরিত।
প্রবল পরদল, অলঙ্ঘ্য দুর্গস্থল,
গড়খাই চারিভিত ॥
কৃষ্ণ হলধর, এ দুই সহোদর,
ব্রজশিশুগণ সঙ্গে।
আপন মনোনীতে, বিজয়ী রাজপথে,
পুরী দরশন রঙ্গে ॥
উদ্যান উপবন, অধিক সুশোভন,
কনকময় রাজপথ।
সকল শিল্পকারী, মন্দির সমসারি
সুন্দর নগর সতত ॥
প্রবাল মরকত, মুকুতা মণি যত,
প্রাসাদ বড় উচ্চ বেদী ॥
রত্ননির্ম্মিত, গবাক্ষ চারিভিত,
ময়ূর পতাকা আদি ॥
হাটে বাটে ঘন, কুসুম বরিষণ,
সদধি লাজ অঙ্কুর।
সকল রম্ভাফল, গুবাক নারিকেল,
পতাকা রঞ্জিত চূড় ॥
মার্জ্জিত গৃহদ্বারে, সারি শোভাকরে,
বারিপূর্ণ স্বর্ণঘটে।
গন্ধ চন্দন, পল্লব ভূষণ,
ধূপদীপ নিকটে ॥
আওত নন্দসুত, শুনিয়া অদভুত,
নয়ান সফল কারণে।

হর্ম্ম্য আরোহণে, আইলা নারীগণে,
পরম নির্ভীক মনে ॥
দেখিয়া চাঁদ মুখ, ধরিতে নারে বুক,
মুরুছা ঘনে ঘনে পায়।
মাধব কহে সার, হইয়া অনিবার,
আবাল বৃদ্ধ সব ধায় ॥

পয়ার।

গোকুল ছাড়িয়া নন্দসুত কৃষ্ণরাম।
আইলা মথুরা পুরী অভিনব কাম ॥
হাটে বাটে এক ধ্বনি হৈল এই রোল।
শুনি কুলবধূ সব চিত্ত উতরোল ॥
সম্ভ্রমে লড়িলা সভে ধাইয়া সত্বর।
না বান্ধে কবরী নাহি সম্বরে অম্বর ॥
কেহ পাসরিয়া পরে কর্ণে এক কড়ি।
কেহ পদযুগে নূপুর এক পরি ॥
কেহ একনেত্রে মাত্র দিলেক অঞ্জন।
কেহ এক কুচে লেপে কুঙ্কুম চন্দন ॥
কেহ তৈলাভ্যঙ্গ তনু না কৈল মার্জ্জন।
শয্যা ছাড়িয়া কেহ করিল গমন ॥
কেহ কেহ এড়ি যায় প্রথম ভোজন।
কেহ কেহ যায় তেজী পতির শয়ন ॥
কেহ স্তনপানের শিশু ফেলায়্যা ধরণী।
মাতিয়া গোবিন্দ রসে লড়িল তরুণী ॥
কুঞ্জর গমনে মধুহাস চন্দ্রাননে।
কমলারমণ সেই কমল নয়নে ॥
তাহা সভার নয়নে জন্মায়্যা মহোৎসব।
মনোহর বিহারে বেড়ায় যদুবর ॥
যার কথা শুনি ব্যথা ধরয়াছিল হিয়া।
অনায়াসে পাইল সেই বল্লবীর পিয়া ॥
নয়ন প্রবেশে মাত্র দিল আলিঙ্গন।
হরিল বিরহ তাপ ধন্য নারীগণ ॥
না ধরে হৃদয়ে প্রেম গলিত আঁখিধার।
হরিষে উঠিল লোমাবলী কলেবর ॥
প্রসাদ শিখরবাসী রসিক নাগরী।
পুষ্পবৃষ্টি করে দুই সহোদরোপরি ॥
ঘনঘন হুলাহুলী দেই জনে জন।
নৃত্যগীত আনন্দিত যত নারীগণ।
আসিয়া ব্রাহ্মণ সব করিলা কল্যাণ।
দধি যব অক্ষত লইয়া দুর্ব্বাধান ॥
নানা রঙ্গ নানা কেলি অনেক প্রকার।
আপনি বিহরে তাহে পূর্ণ অবতার ॥
হরষিতে অন্যোন্যে কথো পকথনে।
বিবিধ বিহার হৈল হরষিত মনে ॥
কত মহাতপ করিছিল গোপনারী।
তে কারণে হেন রূপ পীয়ে আঁখি ভরি ॥
এ সব কৌতুকে দুই ভাই রাজপুরে।
হাসিতে খেলিতে সুখে যাই কথোদূরে ॥
যাইতে রজক রঙ্গকর একজন।
দেখিয়া আপনি কৃষ্ণ মাগিলা বসন ॥
শুন হে রজক আজ্ঞা করিল তোমারে।
উত্তম বসন দেহ আমা সভাকারে ॥
আমার সেবনে সুখ পাইবা অপার।
পরম সুদৃঢ় কথা না কর বিচার ॥
এ বোল শুনিয়া রোখে রজক মুখর।
রাজদর্প ধরি বলে বিরূপ উত্তর।
তুমি সব সদত পর্ব্বত বনচর।
তুমি পরিবারে চাহ এ সব অম্বর ॥
কেমন সাহসে রাজদ্রব্যে কর ইচ্ছা।
অবুধ গোআলা জাতি কভু নহে মিছা ॥
শুন হে নন্দের সুত বুঝাই তোমায়।
এ সব কুবোল আর না বল এথায় ॥
যদি প্রাণে জীবে নাম না করিহ আর।
বন্ধন যাতন ফল উচিত ইহার ॥

দয়ার কারণে আমি ক্ষমিল অপরাধ।
অন্য জন হইলে হইত পরমাদ॥
এতেক নিন্দিত বাক্য শুনিয়া তাহার।
কুপিত দৈবকীসুত হৈল আগুসার॥
হেলে বাম ভুজাগ্রে মারিলা এক ঘায়।
কন্ধ ছিড়ি মুণ্ডগোটা পড়ি গেল ঠায়॥
দেখিয়া স্বামীর বধ যত অনুচর।
বসন ফেলিয়া ভয়ে পলায় সত্বর॥
হরষিতে অম্বর আনিয়া যদুমণি।
বাছিয়া দুখানি তার পরিলা আপনি॥
আর দুইখানি দিল ভাই বলাইরে।
আর শেষ প্রসাদে সকল গোআলারে॥
বাছিয়া বাছিয়া তারা ভাল ভাল পরে।
আর অবশেষ যত ভূমিতলে ফেলে॥
হেন কালে তন্ত্রবায় ভক্ত একজন।
আনিয়া সুন্দর বেশ করায়ে তখন॥
বিচিত্র বসন চারু মণি আভরণ।
অঙ্গে অঙ্গে সমুচিত করিলা ভূষণ॥
সকল লক্ষণে পরিপূর্ণ দুই ভাই।
শ্বেতকৃষ্ণ করি শিশু যুগরূপ হই॥
সুপ্রীত হইয়া প্রভু তন্ত্রবায় প্রতি।
দিলেন অনেক বর বিভূতি সুমতি॥
তবেত সুদাম নামে মালাকার ঘরে।
অইলা বিনোদ করি কৃষ্ণ হলধরে॥
দেখিয়া অদূরে প্রভু ভক্ত মালাকার।
প্রণাম করিয়া পদে পড়িল ইহার॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া শীঘ্র যোগাই আসন।
করিল শীতল জলে পাদ প্রক্ষালন॥
পাদ্য আদি গন্ধ পুষ্প কর্পূর তাম্বূলে।
করিল বিস্তর পূজা বড় কুতূহলে॥
বলিতে লাগিল কিছু জুড়ি দুই কর।
আজু সুপ্রসন্ন মোরে হৈল যদুবর॥
জনম সফল মোর সফল নয়ন।
আজু সে হইল মোর কুলের তরণ॥
দেব পিতৃ হরষিত তোমা আগমনে।
পরম সন্তুষ্ট মোরে হৈলা নারায়ণে॥
সংসার কারণ গোসাঞি তুমি দুইজন।
অবতার কর ক্ষিতি রক্ষার কারণ॥
জগত সুহৃদ সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি।
ভকত-শরণ প্রভু তুমি সর্ব্বসৃষ্টি॥
মুঞি তোর নিজ ভৃত্য করো নিবেদন।
আজ্ঞা কর কি করিব কমললোচন॥
সেই ধন সেই মান সেই মহাভোগ।
সেই অনুগ্রহ যেই করহ নিয়োগ॥
এত স্তুতি করি মালী সুগন্ধি কুসুমে।
পুনরপি গাঁথি মালা দিল অনুপামে॥
তুষ্ট হয়্যা দুই ভাই বলি মনে মনে।
বর মাগ মালাকার যেহ লয় মনে॥
সারগ্রাহী সুদামা মাগি এই বর।
তুয়া পদে ভক্তি যেন থাকে নিরন্তর॥
তুআ ভক্ত জনে স্নেহ সর্ব্বভূতে দয়া।
এই মাত্র সার গোসাঞি আর মিছা মায়া॥
এই তিন বর তারে দিয়া যদুরায়।
আর উপাধিক কিছু আপন কৃপায়॥
বংশবৃদ্ধি ধন লক্ষ্মী বল পরমাঞি।
কীর্ত্তি শান্তি এই পঞ্চ দিলেন জাঠাই॥
তবে সেই স্থান ছাড়ি চলিলা হরিষে।
তবে বিবরণ কিছু কহিব বিশেষে॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

কুব্জা-প্রসঙ্গ।

কৌতুকে ভ্রমিতে রাজপথে।
দেখিল কুবুজী পেটী মাথে॥
রাজগন্ধ চন্দন জোগানী।
তাহে পুছে কৃষ্ণ পরিহাস বাণী॥
সুন্দরি, কহনা কে তুমি কিবা নাম।
কার অঙ্গ-লেপন অনুপাম॥
এ গন্ধ আমোদে মনোহরে।
যদি, দেহ পরি দুই সহোদরে॥
অচিরাতে পাইবা শুভফলে।
কহিল তোমারে করিয়া নিশ্চলে॥
প্রভুর বচনে আশ পায়্যা।
বলে নারী প্রণত হইয়া॥
আজু হামু নিশ্চয় কিঙ্করী।
ক্ষিতি বিদিত ত্রিবঙ্কা নামধরী॥
দৈবদোষে কংস অনুগতা।
অঙ্গলেপনে নিয়োজিতা॥
এ গন্ধ অন্যের যোগ্য নয়।
পাত্র তুমি মাধব কয়॥

— —

পয়ার।

এইরূপে যৌবন কটাক্ষ আলাপে।
মোহিয়া কুজীর গন্ধ আনি অঙ্গলেপে॥
শ্যাম শ্বেত দেহে পীত অঙ্গরাগ পাই।
বাহু বক্ষ ললাটে লেপিল দুই ভাই॥
যেন মরকতগিরি রজত-সুচল।
কাঞ্চন-ভূষণে হয় অধিক উজ্জ্বল॥
প্রসন্ন বদন গোসাঞি হয়েন কুবুজীরে।
ইষ্ট ফল দিতে মন করিলেন থিরে॥
পদযুগ চাপিয়া ধরিল দুই পায়।
চিবুক ধরিয়া টানি তুলি উর্দ্ধবায়॥
কটি উরু গ্রীবায় আছিল তিন বঙ্ক।
পরম সুন্দরী হৈলা ত্যজি পাপ অঙ্গ॥
গুরু শ্রোণি পয়োধর চারু চন্দ্রাননী।
সর্ব্বগুণে পরিপূর্ণ ত্রৈলোক্য মোহিনী॥
মদনে পীড়িত হয়্যা ধরিল উত্তরী।
বলিতে লাগিল লজ্জা ভয় পরিহরি॥
লড় মোর মন্দিরে গোসাঞি হরষিতে।
ছাড়িতে না পারি তোম হরিয়াছ চিতে।
কৃপার সাগর প্রভু করহ প্রসাদ।
মনে মনে ভাবি হরি এ বড় প্রমাদ॥
বিদ্যমানে দেখ গোপগণ জ্যেষ্ঠ ভাই।
মুখ পানে চাহিতে অধিক লাজ পাই॥
হাসি প্রবোধেন তারে পরিহাসছলে।
শুন শুন গুণবতী নহিয় উতরোলে॥
আমি সব পরবাসী অদার দুইজন।
শকত প্রকারে তুমি করিবে পালন॥
অবশ্য তোমার গৃহে যাইব সুন্দরী।
নিজকার্য্যসাধনে বিলম্ব কিছু করি॥
এতেক মধুর বাক্যে কুবুজী তুষিয়া।
লড়িলা বণিকপথে শরীর ভূষিয়া॥
দেখিয়া শুনিয়া যত নাগরীক লোক।
পরম সন্তোষ পাইল হরে দুঃখশোক॥
নানা উপহার মাল্য সুগন্ধিচন্দন।
ভেট লই লই পথে ধায় জনেজন॥
ভাগ্য পরিপাকে হরি পূজে বিদ্যমানে।
দেখিয়া নাগরি লোক ফুটে কামবাণে॥
মুকুত বসন কেশ পাসরে আপনা।
চিত্রের পুত্তলী যেন রহে অচেতনা॥
তবে নরহরি যায় ধনুর্যজ্ঞ স্থানে।
তার বিবরণ আমি কহিব এখনে॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত॥

শ্রীরামকৃষ্ণের যজ্ঞস্থলে গমন।

সানন্দিত নন্দসুত, দেখি পুরী অদভুত,
লোকমুখে পুছে ঘনে ঘনে।
কহনা স্বরূপ ভাই, ধনুর্যজ্ঞ কোন ঠাঞি,
সত্বরে করিব দরশনে॥
শুনি লোক বিদ্যমানে, দেখায় সে যজ্ঞস্থানে,
প্রবেশ করিলা বনমালী।
দেখি নিজ সন্নিধানে, ইন্দ্রের কোদণ্ডখানে,
ধরিবারে যায় মহাবলী॥
শ্রীযদুনন্দন, ত্রিভুবন বন্দন,
ভকত প্রেমরসভোরি।
কংস বধের ছলে, বিহার অবনীতলে,
গোকুল ছাড়িয়া মধুপুরী॥
অচল ধনুকখান, অপরূপ নিরমাণ,
জগতে যতেক বীর আছে।
আছুক পরশ কাজ, দরশনে পায় লাজ,
ত্রাসে না যায় তার কাছে॥
মহাসুর পরিবার, আছয়ে রক্ষক তার,
যাইতে বিশেষ যত্নরায়।
হেলায় ঠেলিয়া ফেলে, যতেক অসুর বলে,
কোদণ্ড তুলিয়া নিল বাধে॥
গুণ দিয়া সেই থানে, টানিয়া আনিতে কাণে,
মাঝে ভাঙ্গি হৈল দুইখণ্ড।
যেন মত্ত করিবর, লীলায় জড়ায়্যা কর,
ভাঙ্গিয়া ফেলিল ইক্ষুদণ্ড॥
প্রচণ্ড শবদগতি, পূরিল অম্বর ক্ষিতি,
শুনিয়া চমকে কংস রায়॥
রুষিল রক্ষকপতি, সত্বর তুরঙ্গ গতি,
ধাইল মাধব রস গায়॥

পয়ার।

অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অনেক মহাসুর।
অধিক বিক্রম করি আসিয়া অদূর॥
সেই ভগ্ন চাপ দুইখান দুঁহে লই।
ঠায় ঠায় মারি যায় যাহা যথা পাই॥
যত সৈন্য পাঠাইয়া দিল কংস রায়।
কাটিয়া মারিল সব কেহ নাহি রয়॥
তবে সেই স্থান ছাড়ি লড়িলা সত্বরে।
পুনরপি নগরে আইলা যদুবরে॥
দেখিয়া শুনিয়া লোক বলবীর্য্যরূপ।
অমর উত্তম করি জানিল স্বরূপ॥
হেনই সময়ে রবি গেল অস্তাচল।
নিবর্ত্ত হইলা রাম হলী মহাবল॥
আজি নিশি না যাইব কংস বধিবারে।
প্রভাতে যাইব লোক দেখিব সত্বরে॥
আপনি আসিয়া বা শরণাগত হয়।
মা-বাপ ছাড়িয়া বা আনিয়া দেই ভয়॥
সকল প্রকারে আজি বিলম্ব জুআয়।
এতেক মন্ত্রণা কৃষ্ণ ভাবিয়া হৃদয়॥
মিলিয়া গোআলা সব শকটের স্থানে।
শীতল উদকে কৈল পাদ প্রক্ষালনে॥
ক্ষীর ও জল কিছু করিলা ভোজন।
বিচিত্র শয্যায় শেষে করিলা শয়ন॥
প্রভুরে দেখিতে আইল যত নারীগণ।
নয়ন ভরিয়া রূপ পীয়ে ঘনেঘন॥
মথুরার লোকেরা যত বলিল গোপনারী।
সেই সব সত্য হৈল পাইল মুরারি॥
এথা কংস নৃপবর আপন নিলয়।
শুনিয়া ধনুকভঙ্গ সৈন্যকুল ক্ষয়॥
পাইয়া বিষম ত্রাস চিত্তে মনে মন।
ক্রীড়ারসে এত বুদ্ধ [illegible] করণ॥

সমর বিক্রমে তার কে হৈব সমুখে।
যুঝিলে সবংশে আমা বধিবেক সুখে॥
বুকের ভিতরে যেন সন্ধাইল শাল।
চিন্তায় পরাণ উড়ে প্রত্যাসন্ন কাল॥
চিন্তায় আকুল কংস নিদ্রা নাহি আঁখে।
জাগিতে জাগিতে ঘন ঘন স্বপ্ন দেখে॥
বিদিত আপন মুণ্ড নহে দরশন।
এক চন্দ্র দুই করি দেখিয়ে গগন॥
স্থাবর জঙ্গম জন্তু শরীরের ছায়া।
নিরবধি চিত্রময় দেখে দৈবমায়া॥
শ্রবণে অঙ্গুলি দিলে হয় মহাধ্বনি।
নিকট মরণ হেতু তাহা নাহি শুনি॥
চারি ভিতে তরু সব দেখে স্বর্ণময়।
পদ চিহ্ন নাহি দেখে যথা যথা যায়॥
জাগরণকালে এইরূপ দরশনে।
স্বপনে পিচাশ ভূত সেই আলিঙ্গনে॥
খর-আরোহণে গতি বিষের ভোজন।
ওড় মালা ধর‍্যা বুলে হয়্যা বিবসন॥
তৈলাভ্যঙ্গ আদি যত দেখে অমঙ্গল।
গলায় লাগিল যেন শমন-শিকল॥
মরণ-চিন্তায় পাপ পরম বিকল।
তরাসে জাগিয়া নিশি পোহায় সকল॥
আসিয়া বাসরপতি করিলা উদয়।
না ছাড়ে বিক্রম মুখে তমু দুরাশয়॥
বীরভাগ আনিয়া আপন বিদ্যমানে।
পান ফুল দিয়া তারে কৈল সন্নিধানে॥
রঙ্গস্থানে শীঘ্র সভে যাহ নিজ সাজে।
বধিয়া বিপক্ষ যশ রাখ ক্ষিতিমাঝে॥
লোকজন আসিয়া বসুক নিজ স্থানে।
দেখয়ে সমর যেন হরিষ বিধানে॥
আপনি প্রয়াণ আমি করিব এখন।
কহিল সকল এই শুন সর্ব্বজন॥

পাইয়া রাজার আজ্ঞা যত মল্লগণ।
সাজন করিতে ঘরে লড়িল তখন॥
ঢাক ঢোল ডগর তবল কাহাল।
বিবিধ শবদে বাদ্য বাজয়ে বিশাল॥
শুনিয়া ধাইল লোক হরষিত মতি।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নানাজাতি॥
মাল্য কুসুম ধ্বজ পাতাকা তোরণ।
বিভূষিত মঞ্চসব করিল গঠন॥
যার যেই যোগ্য সব বসিল তথাই।
সানন্দিত নরনারী আবাল বৃদ্ধাই॥
রাজমঞ্চ-নিকটে আপন নৃপভাগ।
বসিল আসন করি যার যেই লাগ॥
পাত্রমিত্র বন্ধুবর্গ নিজ পরিজনে।
শমনসদনে যাত্রা করিল আপনে॥
আগু বাড়াইতে যেন যায় পুরজন।
অধিক বিচিত্র বড় দেখিল নয়ন॥
বিচিত্র প্রধান মঞ্চে করিল সঞ্চার।
রত্নের খট্টায় যেন শোভিত অঙ্গার॥
মণ্ডল আকারে বেড় রহে নিজগণ।
মধ্য সিংহাসনে পাপ বিরসবদন॥
প্রণাম করিয়া মাথা নোঙায়ে দ্বারিতে।
আজ্ঞা কর কি করিব যে হয় উচিতে॥
চাণূর মুষ্টিক মল্ল যুদ্ধেতে কুশল।
শুনিয়া সমর বাদ্য ধরে দুনু বল॥
তবে নরপতি দূতে আদেশে তখন।
অবিলম্বে আন গিয়া যত গোপগণ॥
রাজার বচনে দূত গেল ধাআ ধাই।
রহিলা গোবিন্দ বলভদ্র দুই ভাই॥
ঘৃত দধি দুগ্ধ যত বিবিধ প্রকারে।
নৃপতি ভেটিল নন্দ নানা উপহারে॥
লোক বাক্যে আগমন কৈল নিবেদন॥
আজ্ঞা পাই একমঞ্চে করি আরোহণ।

এ সব প্রকারে কংস প্রভুর বিলম্বে।
মল্লক্রীড়া করাএ বসিয়া নিজদন্তে॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

পটমঞ্জরী রাগ।

শুনি মল্ল বাদ্যধ্বনি, দুই ভাই অনুমানি,
বিলম্বে কেমন আর ফল।
ভাঙ্গিয়া ইন্দ্রের চাপ, দেখাইল বীর-দাপ,
রজনী করিল অবসর॥
তমু রিপু খরতর, না চিনে আপন পর,
না দিল ছাড়িয়া বাপ মায়।
জিনিল ধরম লোকে, এড়াইল নিজ দোখে,
পাপ মাতুলবধ-ভয়॥
সাজল চক্রপাণি, মল্লমুকুট-মণি,
সংহতি বীর হলধর।
কোটিকুঞ্জর গতি, জিনিয়া লাবণ্য অতি,
রঙ্গভূমি আইল নটবর॥
কটিতে ধটিয়া সাটি, চটকি প্রবন্ধ করি,
চলিতে চপল ক্ষুদ্র ঘাঁটি।
কনকমঞ্জীর পদে, ঘন রুনু-ঝুনু নাদে,
গলায় রতন হার কাঁটি॥
অঙ্গদ বলয়া করে, নানা অভরণ ধরে,
লম্বিত বিচিত্র পাটথোপ।
কুটিল কুন্তল উড়ে, ময়ূর পাখের চূড়ে,
নেত ফালি মুণ্ডের আটোপ॥
প্রচুর চন্দন অঙ্গে, কস্তুরী কুঙ্কুম সঙ্গে,
হৃদয়ে ত দাম অনুপামে।
দেখিয়া সে বেশঠানে, * রমণী মদন-বাণে,
মুরুছি পড়য়ে অবিরামে॥

আগু যায় হলধর, তার পাছে যদুবর,
বিপক্ষ-বিজয়ী যার বাণা।
দ্বিজ মাধব কয়, যদুকুলে শুভোদয়,
প্রথম দুয়ারে দিল হানা॥

কুবলয়াপীড় আদি বধ।

দ্বারে প্রবেশিতে মাত্র দেখিল কুঞ্জর।
পথ জুড়ি রহিয়াছে বড় ভয়ঙ্কর॥
বিক্রমে বলেন কৃষ্ণ মাহুতের তরে।
আরে বেটা হাথী ঘুচা যাইব সত্বরে॥
নহে বা দেখিবি আজি কহোঁ বারেবার।
হাথীর সংহতি তোরে লব যমঘর॥
এ বোল শুনিয়া ক্রোধ পাইল মাহুতে।
কুপিল কুঞ্জর হাঁকাইল নন্দসুতে॥
কালের সমান সেই কুবলয় হাথী।
শুণ্ড বাড়াইয়া কৃষ্ণে ধরে পাতাপাতি॥
চতুর গোবিন্দ পাকে এড়াইল মুণ্ডে।
বজ্রসম মুষ্টিঘাত মারি তার শুণ্ডে॥
কৌতুকে লুকাই তার কোলের ভিতরে।
হরি না দেখিয়া হাথী বুলে চারিধারে॥
তবে নরহরি তার বাহির হইয়া।
টানি লয়্যা যায় হাথী লেঙ্গুড়ে ধরিয়া॥
পঞ্চবিংশতি ধনু স্থানান্তর হয়।
যেন সর্প লয়্যা যায় বিনতা-তনয়॥
ডাঁহিনে কুবিয়া যবে যায় করিবর।
বামাবতি ফিরে তবে দেব দামোদর॥
যদি বা আইসে বাম পাশে লেউটিয়া।
দক্ষিণ আবর্ত্তে হরি যায়েন ফিরিয়া॥
এইরূপে কুবলয়ে ভ্রমায়্যা প্রচুর।
যেন শিশু কেলি করে লই। বাছুর॥

তবে তার সমুখে আইলা যদুবর।
এক চাপড় মারিয়া উঠিয়া দিল রড় ॥
পায় পায় ধায় করি পরাণ শকত।
তবু নাহি পায় হরি অবহেল গতি ॥
যথা যথা নোটী বেগে উঠে গোপীকান্ত।
তথা তথা কোপে করি প্রবেশায় দন্ত ॥
এই রূপে বিহার করিয়া যদুবর।
ভাণ্ডি ভাণ্ডি কুবলয়ে যায় নিরন্তর ॥
একে নিজপরাজয়ে কুপিত কুঞ্জর।
অধিক মাহুত তারে বলে ধর ধর ॥
ধাইল পবন বেগে আপনা পাসরি।
দেখিয়া অদূরে তাঁহা রহিল মুরারি ॥
করে করী ধরিয়া পাড়িল ভূমিতলে।
যেন সিংহ বিপক্ষে লঙ্ঘিল অবহেলে ॥
বুকে পা দিয়া তার উপাড়ি দুই দন্ত।
সেই দন্তে হাথীর মাহুতে কৈল অন্ত ॥
মৃত কুবলয় পিঠ এড়িয়া তখন।
দুই দন্ত কান্ধে পাড়ি চলে দুইজন ॥
দন্তের শোণিত বিন্দু অঙ্গের ভূষণ।
শ্বেত নীল পদ্মে যেন রকতচন্দন ॥
শ্যাম জলদ কণিকা মুখ মনোহর।
যেন সুধাশোভিত সুন্দর হিমকর ॥
জনকথো প্রিয় ব্রজ সহচর সঙ্গে।
মহামল্ল দুই ভাই প্রবেশিল রঙ্গে ॥
অতুল অখিলরূপ গুণের মাধাই।
নানা রূপে নানালোকে দেখিল তথাই ॥
মল্লসব দেখে হরি কুলিশ আকার।
গ্রাম্য লোক দেখে যেন বর লোকসার ॥
স্ত্রীগণ দেখিল মূরতি মনোভব।
গোপগণ দেখে নিজকুলের বান্ধব ॥
রঙ্গভূমি রামসঙ্গে দেব দামোদর।
একই শরীরে দশ বিশ রূপধর ॥
দুষ্ট ভূমি-ভোজ দেখে নিজ দণ্ডধারী।
পুত্র ভাবে বসুদেব দৈবকী সুন্দরী ॥
শমন স্বরূপ দেখে কংস নরপতি।
মূর্খ সব দেখিলেক বিরাট মূরতি ॥
যোগিগণ দেখিল কেবল তত্ত্বরূপ।
যদুবংশ দেখে নিজ দেবতা স্বরূপ ॥
কহতি মাধব কৃপা নিধি বনমালী।
অপার পরমানন্দ ভক্ত ইচ্ছা পা[illegible] ॥

— —

পয়ার।

কুবলয় নিসূদন রাম দামোদর।
শুনিয়া সম্ভ্রম কংস পাইল অন্তর ॥
বিচিত্র বসন বেশ জগ মনোহর।
যেন রঙ্গভূমি শোভিয়াছে নটবর ॥
দেখিয়া ত্রিবিধ লোক সেই গুণনিধি।
বেড়িল ইন্দ্রিয়গণ না পায় অবধি ॥
নয়ান ভরিয়া রূপ ঘন ঘন পীএ।
বাসনায় অবিরত যেন তনু লিহে ॥
নাসিকা পূরিয়া যেন লই তার ঘ্রাণ।
করযুগে কোল দেই যেন হেন জ্ঞান ॥
এইরূপে বিনয় করে জনে জন।
বিশেষে তাহার কিছু করিব রচন ॥
আবাল যুবক বৃদ্ধ আছে যত জন।
রূপ গুণ প্রশংসা করিছে জনে জন ॥
নররূপ ধরিয়া সাক্ষাতে নারায়ণ।
বসুদেব গৃহে অবতারী দুইজন ॥
গুপ্তভাবে নন্দালয়ে এতেক দিবস।
নানা উপভোগ আর করিল রভস ॥
পূতনা নিধন এই করিল শৈশবে।
তৃণাবর্ত্ত আদি করি মারিল যাদবে ॥
লোক মুখে যত যত শুনি অদভুত।
সে সব ক্রিড়ার লীলা দেখিল স্বরূপ

এ চন্দ্র বদন দেখি ব্রজনারীগণ।
হরল সকল পাপ তরিল শমন ॥
ধন্য ধন্য যদুবংশ কি কহিব কথা।
হেন মহাপুরুষ উৎপন্ন হৈল যথা ॥
যশ কীর্ত্তি বিভূতি মহিমা মোক্ষপদে।
থাকিল অশোচ্য হয়্যা ঞিহার প্রসাদে ॥
এই কথা কহিয়া আছয়ে জনে জন।
বিবিধ শবদে বাদ্য বাজয়ে সঘন ॥
হেনই সময়ে রাম কৃষ্ণ সম্বোধিয়া।
প্রধান চাণূর বীর বলিছে ডাকিয়া ॥
অয়ে নন্দসুত হের রোহিণী-কুমার।
সাবধান হয়্যা বাক্য শুনহ আমার ॥
তুমি দুহে মহাবীর্য্য সমর কুশল।
লোক মুখে নৃপবর শুনিয়া নিশ্চল ॥
দেখিবার কাজে হেথা কর্য্যাছে আহ্বান।
করিবে সমর আজি রাজার বিধান ॥
প্রজা হয়্যা রাজার প্রীতি করে এক মনে।
বিপক্ষ লঙ্ঘিয়া সুখে থাকে ধনে প্রাণে ॥
বনে বনে নিতি নিতি গোপ শিশু সঙ্গে।
মল্ল যুদ্ধ করি পাল রাখি বহু রঙ্গে ॥
এ বোল শুনিয়া কৃষ্ণ হরষিত মন।
সময় উচিত কিছু বলিছে বচন ॥
হই প্রজা জন আমি বসি বনালয়।
করিব রাজার প্রীতি বড় ভাগ্যোদয় ॥
তবে এক বোল মাত্র আছে তার মাঝে।
হয় নয় বলিবেক এ বীর সমাজে ॥
আমি শিশু তুমি যুবা নহেত বিহিত।

* * * *

কৃষ্ণের বচন যদি হৈল অবসান।
পুনরপি বলে বীর চাণূর প্রধান ॥
তুমি হও মহাবল নহত কিশোর।
গুপত মহিমা নিজ রূপ গুণ চোর ॥
সহস্র কুঞ্জর বল ধরে কুবলয়।
তাহার নিধনকারী কোন্ জনে হয় ॥
মিছা বিড়ম্বন এড়ি শীঘ্র দেহ যুদ্ধ।
তুমি সে আমার যোগ্য নহেত বিরুদ্ধ ॥
তোমা আমা এক জুটী বলাই মুষ্টিক।
এবোল শুনিয়া রণে পশিলা রসিক ॥
ধরিল চাণূরে কানু অসীম বিক্রমে।
মুষ্টিরে রোহিণী ধরে করাল আক্রমে ॥
বিবিধ প্রকারে তথা করি মল্ল রণ।
বিশেষে তাহার কিছু করিব রচন ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥

ধানশী রাগ।

করে ধরি হরি পদে পদে ভিড়ি।
বলে বলে ঠেলাঠেলি জড়াজড়ি ॥
বুকে বুকে মুষ্টি মুষ্টি জানু জানু সারি।
মুণ্ডে মুণ্ডে ঘন ঘন প্রহারণ করি ॥
রঙ্গ ভূমে মল্লযুদ্ধ ভেল অনুপামে।
চাণূর মুরহর মুষ্টিক রামে ॥
বিভ্রম বিশ্রাম পরিরম্ভ দম্ভে।
অপসর্প সমসর্প মন পদলম্ভে ॥
উত্থান স্থাপন চালন নাশে।
অন্যোন্যে রণ করি জয় অভিলাষে ॥
কিশোর কুমার তনু কানু আর রামে।
মহাবীর্য্য ভয়ঙ্কর অসুর সংগ্রামে ॥
দেখি অবিহিত কর্ম্ম বলে নারীগণ।
মাধব বিরচন সুখদ শ্রবণ ॥

পয়ার।

এক নারী বলে সখি শুনলো বচন।
কভু নাহি দেখি শুনি হেন অকারণ॥
কোথায় বজ্রের সার সম দুই বীর।
কোথায় কিশোর দুই বালক শরীর॥
এ সব সভায় রণ দেখে যেই জন।
তাহার অপার পাপ না যায় খণ্ডন॥
উচিত না বলিলে বড়ই ধর্ম্ম দোষ।
বলিলে অশেষ রাজা করিবেক রোষ॥
যে হয় পণ্ডিত ইথে না করে প্রবেশ।
না জানিলে না শুনিলে নাহি দোষ লেশ॥
আরএক নারী বলে মোর মনে লয়।
ধর্ম্মবিপর্য্যায় হয় এ পাপ সভায়॥
কোন কালে এখানে আসিতে না জুয়ায়।
উভয় প্রকারে পাপ খণ্ডন না যায়॥
আর সখি বলে হের শুন গো সুন্দরি।
চাণূরে বেড়িয়া কানু বুলে ফিরি ফিরি॥
রণশ্রমে ঘামিয়াছে বদনমণ্ডল।
জলবিন্দু বিন্দু যেন ধরয়ে কমল॥
আর সখী বলে হের দেখ না সাহস।
মুষ্টিক সহিত রাম করেন রভস॥
হসিত বদন খানি তাম্র লোচন।
দেখিয়া জুড়ায় আঁখি দুঃখ বিমোচন॥
ধন্য ধন্য পুণ্যবতী গোকুল নাগরী।
যথায় উৎপন্ন আপনি শ্রীহরি॥
কত মহাতপ করিছিল ব্রজনারী।
তেকারণে হেন রূপ পীয়ে আঁখি ভরি॥
ধেনুর দোহন দধি মন্থনের কালে।
মার্জ্জন লেপন আদি গৃহ কর্ম্মবেলে॥
অহর্নিশি থাকে ত[illegible] হরির কথনে।
প্রেমবশে মগ্ন হয়্যা [illegible] মনে॥
আসিতে যাইতে দেখি বিহান বিকালে।
শিশুগণ সঙ্গে বৃন্দাবনে লয়্যা পালে॥
শুনিয়া বংশীর নাদ পুণ্যবতী সব।
ধাই ধাই মিলিয়া ভেটিল নিত্যনব॥
সে সব ভাগ্যের সীমা দেই কোন জন।
হরিপদ ছাড়ি আর নাহিক ভাবন॥
অধিক একথা শুনি জনক জননী।
পুত্র স্নেহে বেআকুল বিদরে পরাণী॥
দেখিতে ছাআল কানু নাহি ধরে বল।
বাহিরে কোমল যেন বদরীর ফল॥
ততক্ষণে ছিলা প্রভু কৌতুক সংগ্রামে।
ভক্ত দুঃখ দেখিয়া লজ্যিয়া পরাক্রমে॥
আসে পাশে বুলে কানু ফিরে পাশে পাশে
মারিল একই ঠেলা করি উপহাসে॥
বাজিল চাণূরে বজ্রসম সেই ঘা।
পাবে পাবে ভাঙ্গি যেন পড়ে সর্ব্ব গা॥
মূর্চ্ছিত হইয়া বীর পড়ে ভূমিতলে।
পুনরপি সারিয়া উঠিল নিজ বলে॥
দুই করে মুটকি সারিয়া ক্রোধ মুখে।
সাঁচান পাখীর প্রায় ধাইল সমুখে॥
প্রাণ শক্তি তুলি মারে গোবিন্দের বুকে।
তিলেক না লড়ে প্রভু নাহি পায় দুখে॥
করীর শরীরে যেন মাল্যের পতন।
তেনই জানিলা প্রভু শ্রীমধুসূদন॥
হেন কালে মল্লেরে ধরিয়া দুইকরে।
উভ করি বার কত ভ্রমাইল তারে॥
অবহেলে আছাড়িয়া ফেলিলা ধরণী।
পড়িল চাণূর দুষ্ট তেজিল পরাণী॥
বসন ভূষণ যত হইল বিসাজ।
ইন্দ্র-ধ্বজ ভাঙ্গি যেন পড়ে রঙ্গমাঝ॥
ভাইর মরণ দেখি কুপিল মুষ্টিক।
ক্রোধে অন্ধ নাহি চিনে দিক্ বিদিক্॥

বলাইর শরীরে মারে এক মুটকি।
সেই কালে ধরে হলী পরম কৌতুকী ॥
মহীপৃষ্ঠে তুলী দুষ্টে মারিল আছাড়ে।
যেন গুরুতর তরু পড়ে মহাঝড়ে ॥
মর্ম্মব্যথা পায়্যা বীর ধড় ফড় করে।
অবিরত বদনে শোণিত বহে ধারে ॥
ক্ষণেক রহিয়া পাপ তেজিল জীবন।
নাকে হাথ দাঁড়াইয়া চাহে সর্ব্বজন ॥
তাহার পশ্চাৎ বীর আইল তোষল।
বড়ই প্রসিদ্ধ সেই সমরে কুশল ॥
তাহে কংস নিসূদন দেখি সন্নিধানে।
দুই পায়ে ধরিয়া করিল দুই খানে ॥
দেখিয়া বিষম শিশু আর যত বীর।
কম্পিত শরীর কেহ রণে নহে স্থির ॥
পলায় শৃগাল হেন প্রাণে বড় ভয়।
বিবেক করিয়া প্রভু লাগি নাহি লয় ॥
সংগ্রাম করিতে আর বীর নাহি পাই।
আপনা আপনি ক্রীড়া করে দুই ভাই ॥
কুঞ্জর জিনিয়া গতি অতি মনোহর।
বাজন নূপুর পদে বাজেত সুন্দর ॥
যেই যেই বসিয়াছে সে রঙ্গ সভায়।
দেখিয়া অদ্ভুত শিশু নয়ন জুড়ায় ॥
কিবা বৃদ্ধ কিবা যুবা কিবা কুলবধূ।
হাসিয়া হাসিয়া ঘন বলে সাধু সাধু ॥
প্রসন্ন ব্রাহ্মণ সব আগুআন প্রশংসে।
সবে সুখ নাহি পায় পাপ রিপু কংসে ॥
বুকের ভিতর যেন সান্ভাইল শাল।
চিন্তায় পরাণ উড়ে প্রত্যাসন্ন কাল ॥
বধিতে আনিলুঁ বৈরি হইল বাধক।
দৈবে আপন দণ্ডে আপনি সাধক ॥
এবে কংস নৃপতি করিল যেই রীত।
তার বিবরণ শুন হয়্যা একচিত ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥

শ্রীরাগ।

চাণুর মুষ্টিক মল্ল, কূলসল্ল তোষল্ল,
পড়িল প্রধান পঞ্চ বীরে।
যেবা ছিল অবশেষ, পলায় মুকত কেশ
রণে আর কেহ নহে স্থিরে ॥
বিষম শিশুর দাপে, প্রাণভয়ে তনু কাঁপে
মনে মনে করে অনুমান।
যত যত বাদ্য হয়ে, আপনি নিষেধে তাহে,
ঘন ঘন দিয়া হাথসান ॥
দেখিয়া বিষম পাক, কোপে কংস ছাড়ে ডাক
কঁহি রে আগুআয় সব বীরে।
এই যুদ্ধে দুইবাল, না বুঝি বেভার ভাল,
ঝাট কর পুরের বাহিরে ॥
বসুদেব নন্দ ঘোষ, বাপ উগ্র সেনের দোষ,
কত না সহিব বারে বারে।
আগু হয়্যা পরবশ, তা রাখিলে অপযশ,
তিন জন কাট একেবারে ॥
ভালই না জানি শুদ্ধি, কপট বালক বুদ্ধি,
পরিত্রাণে দৈব কারণ।
না জানি সময় পায়্যা, আছিল বিপক্ষ হয়্যা,
কোন্ বুদ্ধি করিব এখন ॥
কুমন্ত্রী গোআলা ভাগ, না ছাড়ে কাহার লাগ,
জনে জনে করিয়া প্রহার।
যত বৎস ধেনুপাল, বেড়ি আন তৎকাল,
লুড়িয়া পুড়িয়া ঘর দ্বার ॥
এতেক বচনে পাপ, মুখে মাত্র করে দাপ,
আগু নাহি সরে কোন জন।
দ্বিজ মাধব কয়, কুপিলা যাদব রায়,
যনাইল কংসের মরণ ॥

কংস-বধ।

শুনিয়া কংসের এত বচন আরম্ভ
কোপে নরহরি অঙ্গ না করে বিলম্ব ॥
মঞ্চের উপরে উঠে দিয়া একলাফ।
দেখিয়া নিকটে রিপু বড় লাগে কাঁপ।
দুই করে ধরে কংস বাহুর থাওয়ায়।
কারো কিছু নাই বলে উঠিয়া দাণ্ডায় ॥
যত যদুসিংহ যায় ধরিবার আশে।
ভাণ্ডরি কাটায়্যা কংস বুলে চারি পাশে ॥
কৃষ্ণের সন্ধান দেখি লাগিল তরাস।
সাচান উঠিয়া যেন বেড়ায় আকাশ ॥
পরম দুঃসহ বীর নন্দের নন্দন।
ধাইয়া ধরিল চুলে না যায় খণ্ডন ॥
যেন খগ নৃপতি দেখিয়া কাল সর্পে।
অবহেলে আসিয়া লঙ্ঘিল নিজ দর্পে ॥
তেন মত করতলে শোভে উভ ঝুটে।
ঘন আস্ফালনে লোড়ে মাথার মুকুটে ॥
তবে সেই মঞ্চে থাকিয়া যদুরাজ।
রিপু অঙ্গ চাপিয়া পড়িল রঙ্গ মাঝ ॥
অখিলের ভয় যদি করি অনুমান
অবিলম্বে ঠায় কংস তেজিল পরাণ ॥
মৃত তনুগোটা কান্ধ লয়্যা যায় টানি
যেন মৃগ মারিয়া না ছাড়ে মৃগমণি ॥
অসম সাহস প্রভু নন্দের কুমার।
দেখিয়া সকল লোক করে হাহাকার ॥
অনেক সন্তাপ কংস দিল ধরণীরে।
তেজি কংস বধিলা ঠাকুর যদুবীরে ॥
সাক্ষাতে আনিয়া তারে কৈলা সমর্পণ।
ঘুচিল সন্তাপ ক্ষিতি দুঃখের শোধন ॥
অহর্নিশি কংস বায় ভয়ের কারণ।
এক ভাবে ভাব্যা ছিল কৃষ্ণের চরণ ॥
পান ভোজন বিধি শয়ন আহারে।
দেখিলেক চক্রায়ুধ ও-রূপ আকারে ॥
কৃপার সাগর প্রভু অনাথ শরণ।
সেই নিজ রূপ তারে দিলেন তখন ॥
বিচার করিয়া লোক দেখে নিজ মনে।
এমন দয়াল ঠাকুর নাহি ত্রিভুবনে ॥
তেজিয়া সকল কর্ম্ম ভজ নারায়ণ।
পাইবে অনন্ত সুখ দুঃখ বিমোচন ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥

পয়ার।

দেখিয়া কংসের বধ ভাই অষ্ট জন।
বড় বড় বীর আদি যাহার গণন ॥
শোকে অচেতন তনু পরম জ্বলিত।
ক্রোধে সমীরণ বড় অতি বিপরীত ॥
পশিল সংগ্রামে আসি সত্বর গমনে।
ভাইর সন্তাপ পরিশোধন কারণে ॥
তাবত রোহিণী সুত একে একে করি।
পরিগ্রহ প্রহারণে অষ্টজন মারি ॥
লীলায় কেশরী যেন হাসে হীনপশু।
তেন দৈত্য সংহার সমরে ক্রীড়া শিশু ॥
আকাশে ত্রিদশদেব হরষিত মনে।
দুন্দুভি শবদে করি পুষ্প বরিষণে ॥
নাচে বিদ্যাধরী গান করয়ে গন্ধর্ব্বে।
স্তুতি বাদে প্রশংসে ব্রহ্মা আদি দেবে ॥
বিশেষে তাহার কিছু করিব রচন।
যে হয় রসিক তার পুরুক শ্রবণ ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত্ত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজমাধব-রচিত ॥

সুহই রাগ।

জয় নারায়ণ, জয় কেলি পরায়ণ,
কপট গোপ-বেশ-ধারী।
ব্রজ বৃন্দাবনে, শৈশব খেলনে,
পূতনা আদি বধকারী॥
ধেনু চরাবই, বেণু বাজাবই,
বল্লবীরাসবিহারী।
মধুপুরী বিজয়, নিধন কংস রায়,
মারি ধরণীতল তারি॥
দেব সনাতন, নিত্য নিরঞ্জন,
ভকত কৃপা অবতারী।
সুর-কুল-বন্দন, যদু-কুল-নন্দন,
রিপু-কুল-রঞ্জন কারী॥
নিরুপম গুণরূপ, অখিল ভুবন ভূপ,
শ্রুতি মঙ্গল সুখদাতা।
শ্রুতি পথগম্য, গরিমাগুণ অনুপম,
জগত জনক তহু আতা॥
কহতি মাধব, করুণা নিধি যাদব,
পরম দুষ্ট দণ্ডধারী।
শিষ্ট জন পালন, দুষ্ট নিবারণ,
ইষ্ট জন সাধন কারী॥

কৌরাগ।

পড়িল অসুর কংস, উল্লাসিত যদুবংশ,
পরম আনন্দ সুরপুরী।
শুনিয়া মহিষীগণ, পরম আকুল মন,
আচম্বিতে যেন নিধি চুরি॥
কপালে মারিয়া ঘা, ঘন করে হা হা,
নয়ন সলিলে তিতে গা।
মুক্তকেশ বসন, পবন বেগে আগমন,
ভূমি তলে নাহি পড়ে পা॥
পরিহরি লোক লাজ, আসি রঙ্গ ভূমি মাঝ,
বীর শয্যায় দেখে পতি।
বাহু প্রসারিয়া ঘন, দিয়া চুম্ব আলিঙ্গন,
বিলাপ করয়ে একমতি॥
হা নাথ প্রিয়তম, রূপেগুণে অনুপম,
দীনশরণ ধর্ম্মনীত।
আপনা মারিয়া নারি, তনয় জীবন ধারী,
কোথায় চলিলা আচম্বিত॥
রজনী দিবসময়, মঙ্গল উৎসব হয়,
দুঃখ শোক একই না জানি।
এ হেন মথুরাপুর, কারে এড়ি যাহ দূর,
প্রাণের অধিক রাজধানী॥
আজি হৈতে অনাথিনী, হাম সব অভাগিনী,
স্বরূপে কহিল প্রাণবন্ধু।
আপন কুবুদ্ধে স্বামি, সকল মজাইলে তুমি,
ভেকে কি লঙ্ঘিতে পারে সিন্ধু॥
বিনি অপরাধে যেই, প্রাণে মাত্র হিংসে সেই
কখন না পায় শুভলেশ।
সর্ব্বভূত সৃজন, পালন কারী নারায়ণ
তাঁহারে করিলা তুমি দ্বেষ।
তখন হইতে প্রভু, জানি ভালে নহে কভু
সিংহ শৃগালে ভেল বাদ।
তোমার ক্রোধের ভয়, না বলিলুঁ সে সময়
এখনে এতেক পরমাদ॥
কংস রায় আদি করি, অষ্টভাইর নারী
করুণা করয়ে সেই সব।
যেই শুনে ভণে ইহা, ক্ষণমাত্র মন দিয়া
সেই ধন্য রচিল মাধব॥

বসুদেব-দেবকী উদ্ধার।

কৃপার সাগর শ্রীনিবাস।
রিপু রমণীরে কিছু করিলা আশ্বাস ॥
বেদ বিধি আছে যেন সমুচিত ধর্ম্ম।
তারে আদেশিল প্রভু ক্ষত্রিকুল কর্ম্ম ॥
জনক জননী দুঁহে আনায়্যা তখন।
অবিলম্বে করিলা দুঁহার বন্ধন মোচন ॥
হরষিত হয়্যা সহোদর দুই ভাই।
চরণ বন্দন কৈল ধরণী লোটাই ॥
বসুদেব দৈবকী সশঙ্ক দুইজন।
পুত্র বুদ্ধি করিয়া না দিল আলিঙ্গন ॥
দেখিয়া বিক্রম বল আপন নয়নে।
চিনিল পরমানন্দে জন্মিল গেআনে ॥
প্রভুর মায়ার কথা না যায় কথন।
ভুবন মোহন মায়া পাতিলা তখন ॥
করজোড়ে পরম সাদরে দুই ভাই।
বিনয় প্রণত হয়্যা বসি সেই ঠাঁই ॥
শুন শুন জননী জনক মহাশয়।
নিজ নিবেদন কিছু করি এ সময় ॥
শৈশব কৈশোর পৌগণ্ড তিন কালে।
লালিতে পালিতে পুত্র না পাইলে ভালে ॥
দৈব বিরোধী হৈল তোমার অভিলাষ।
হতভাগ্য আমি সব বঞ্চি পরবাস।
মা বাপের ঘরে পুত্র যত দুঃখ পায়।
সহজে সে সব ধার শোধন না যায় ॥
হেন গুরুজন সেবা তনুধন গত।
ভকত হইয়া সেবা না করে সদত ॥
সেই পাপ শরীরে পুণ্যের নাহি অংশ।
মৃত শরীর হয়্যা খায় নিজ মাংস ॥
শেষে দেখিয়া যেবা বৃদ্ধ বাপ মায়।
পতিব্রতা রমণীর বালক তনয় ॥
গুরুবিপ্র না ভজে সে আপন সাধনে।
জীবন দশায় মৃত্যু সেই পাপ জনে ॥
কংসের কারণে দুঁহে আমি পুণ্যহীন।
বৃথায় কেবল গোঙাইল এতদিন ॥
প্রসন্ন হইয়া মোরে ক্ষম অপরাধ।
কৃপার সাগর দুঁহে করিবে প্রসাদ ॥
মায়ায় নরশরীর গোবিন্দ হলধর।
তার মুখে শুনি এত মোহন উত্তর ॥
বসুদেব দৈবকী পড়িয়া গেল ভোলে।
মায়ায় মোহিত হয়্যা পুত্র কৈল কোলে ॥
মাতিয়া গোবিন্দরসে দিলা আলিঙ্গন।
প্রেমধারা বহে তনু করিল সেচন ॥
স্নেহ ভাবে হৈল দুঁহে কণ্ঠ বিরোধন।
চিত্ত উত্তরোল মুখে না স্ফুরে বচন ॥
এইরূপে যাদব মোহিয়া বাপ মায়।
বন্ধন দশার বেশ তুরিতে ঘুচায় ॥
চিরদিনে নখ দাড়ি হয়্যাছিল বন।
নাপিত আনিয়া তাহা করিলা বপন ॥
সুগন্ধি নারায়ণ তৈল পিঠালি আওলা।
মর্দ্দন করিয়া অঙ্গের দূর কৈল মলা ॥
সুবর্ণ কলসী পূরি সুবাসিত জলে।
সর্ব্বৌষধি সহিত মস্তকে তুলি ঢালে ॥
দিব্য বসন চারুমণি অভরণ।
ঘুচিল বার্দ্ধক দুহে কামিনী মোহন ॥
দিব্য অন্ন পান দিয়া করাইল ভোজন।
বিচিত্র পালঙ্ক শেজে করাইল শয়ন ॥
নৃত্য গীত বাজনা রঞ্জিত পুর মাঝে।
জনক জননী দোঁহা লয়্যা যদুরাজে ॥
হরিষে আপন গৃহে করিলা প্রবেশ।
শুধিলা পুত্রের কাজ নাহি অবশেষ ॥
পাটশূন্য নৃপতি দেখিয়া যদুরায়।
আপনি নহিব রাজা ভাবিল হৃদয় ॥

উগ্রসেন মাতামহে করিব নৃপতি।
এই সব যুক্তি মনে কৈলা যদুপতি ॥
তবে সম্বোধিয়া উগ্রসেন মাতামহে।
যাদব গোষ্ঠীর মাঝে নিজ কথা কহে ॥
যজাতি রাজার হেন আছয়ে বচন।
যদুবংশে না বসিব নৃপ সিংহাসন ॥
তেঞি আমা সভারে উচিত নহে কার্য্য।
তোমার অধিক কেবা জানে রাজকার্য্য ॥
পুরুষে আছিলা অধিকারী ক্ষিতিখণ্ডে।
এখনে নৃপতি হয়্যা ধর নিজ দণ্ডে ॥
কহিল সুদৃঢ় কথা না করিহ মিছা।
বিশেষে তোমারে প্রজাগণের বড় ইচ্ছা ॥
আমি হেন দৌহিত্র তোমার আছি অনুকূল।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জানিহ করতল ॥
তুমি রাজা হয়্যা কর প্রজার পালন।
মুনির বচন আমি না করি লঙ্ঘন ॥
এতেক বলিয়া প্রভু সেবক-বৎসল।
রাজ্য অভিষেক দিলা অখিল মণ্ডল ॥
যতেক সন্তাপ লোকে দিল কংসাসুর।
হাস পরিহাসে সব করাইল দূর ॥
যদু ভোজ অন্ধক বংশের বন্ধু জ্ঞাতি।
নানা মনস্তাপ পাইয়াছিল নানা ভাঁতি ॥
আশ্বাস মমত্ব দিয়া আনি সভাকায়।
ধনে জনে বাড়াইয়া থুইল মথুরায় ॥
রামকৃষ্ণ বাহুবলে মথুরার লোক।
পরম আনন্দ মনে যেন সুরলোক ॥
সে চাঁদ বদন হাস্য সুধারস পানে।
বুড়াবুড়ী লোক হৈল যুবক সমানে ॥
কি আর কহিব কথা এই অনুমান।
বুঝিলাম বৈকুণ্ঠ সমান সুখস্থান ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥

সুহই রাগ।

কংস বধি প্রভু খণ্ডাইল ক্ষিতিভার।
বসুদেব দৈবকীর করিল উদ্ধার ॥
উগ্রসেনে রাজ্য দিয়া পরম হরিষে।
নন্দের নিকটে আসি মিলিলেন শেষে ॥
বলিতে লাগিলা কিছু সুপ্রিয় বচন।
প্রেম আনন্দে রঙ্গে দিয়া আলিঙ্গন ॥
তুমি স্নেহ জনক যশোদা স্নেহ মা।
যতেক করিলা দয়া কি কহিব তা ॥
জনম অবধি পুষিলা এত দিন।
কোটি জন্মে শোধিতে নারিব সেই ঋণ ॥
দুঃখ না ভাবিহ মনে লয়্যা গোপগণ।
পরম আনন্দে ঘরে করহ গমন ॥
এই সব জ্ঞাতি বন্ধু সুপ্রীত করিয়া।
তবে সে দেখিব তোমাসভা তথা গিয়া ॥
এসব মোহন বাক্যে তুষি নন্দঘোষে।
বস্ত্র অলঙ্কারে পূজা করিলা বিশেষে ॥
এড়িয়া যাইতে পুত্রে নাহি লয় মন।
অবশেষে কোল দিয়া জুড়িল ক্রন্দন।
শুন শুন অএ পুত্র তুমি সর্ব্বধন।
তোমা ছাড়ি কোনরূপে ধরিব জীবন ॥
কহিল কেমন কথা করাইলে অস্থিরে।
থাকিব তোমার কাছে না যাইব ঘরে ॥
কোন সুখে ঘরে যাব দেখিব গিয়া কাহে।
কি বলিয়া প্রবোধ করিব তোমার মায়ে ॥
এ বোল শুনিয়া কৃষ্ণ বড় স্নেহমতি।
ভকতি প্রণতি করি করজোড়ে স্তুতি ॥
পুনরপি আলিঙ্গন দিয়া ঘনেঘন।
আপন মায়ায় শেষে করাইল মোহন ॥
জনে জনে গোপগণে কৈল নিয়োজিত।
ধরি লয়্যা যাহ বাপ আমার পিরিত ॥

প্রভুর বচন কভু না যায় খণ্ডন।
নন্দ লয়্যা গোকুলে চলিল গোপগণ ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥

——

বরাড়ী রাগ।

ঘর নাহি লয় গোপী অন্ন নাহি খায়।
নিদ্রা নাহি অহর্নিশ পথপানে চায় ॥
দেখিয়া গোকুল পতি পুছে জনে জন।
কহ কি আইসে প্রভু কমললোচন ॥
বার্ত্তা কহ অয়ে নন্দ কানাই বলাই কতদূর।
আর কতক্ষণে আসিব প্রবেশিব পুর ॥
আবাল বৃদ্ধয় গিয়াছিলা গোপগণ।
একএকে ঘরে সভে করিল গমন ॥
তমু চাঁদমুখের নহিল দরশন।
কি আর সন্তাপ মোর না রহে জীবন ॥
দূত পাঠাইয়া লয়্যা গেল কংসরায়।
মিথ্যা না বলিহ কোন হেতু আছে তায় ॥
নহে বা রসিক সেই নাগর মুরারি।
মধুপুরী রহিল পাইয়া বর নারী ॥
যশোদা বলেন নন্দ তুমি নিদারুণ।
পশ্চাৎ এড়িয়া পুত্র আইলা কি কারণ ॥
দ্বিজ মাধব কহে বোল নাহি নন্দে।
বাপ বাপ বলিয়া মাথায় হাথে কান্দে ॥

——

পয়ার।

তবে গোপগণ মুখে শুনিল বচন।
কংস নিধন কৈল কমললোচন।
আপনার নয়ানে দেখিল বিদ্যমান।
যতেক কৌতুকে তার নাহি পরিমাণ ॥
প্রথমে মথুরাপুরী করিলা প্রবেশ।
দেখিতে সকল লোক ধাইল বিশেষ ॥
নগর ভ্রমণ রঙ্গে বলাই সহিত।
রজক বধিয়া বস্ত্র পরিলা তুরিত ॥
তন্তুবায় আসিয়া করিল নানাবেশ।
সুদাম আনিয়া মাল্য দিল অবশেষ ॥
কুবুজীর গন্ধপরি করিলা প্রসাদ।
ধনুক ভাঙ্গিল তথা বড়ই বিবাদ ॥
রজনী বঞ্চিল নিয়া যত নিজগণ।
প্রভাতে করিল যুক্তি ভাই দুইজন ॥
রাজদ্বারে গিয়া তবে দিলা দরশন।
কুবলয় হস্তী মারি রক্ত বিভূষণ।
রঙ্গ ভূমি প্রবেশিয়া মল্ল যুদ্ধে মন।
চাণূর মুষ্টিক আদি মারে পঞ্চজন ॥
অবশেষে মঞ্চ হৈতে পাড়ে কংসরায়।
ধরিয়া চুলের মুষ্টি বধিলেন ঠায় ॥
কঙ্ক কঙ্কণ আদি তার অষ্ট ভাই।
আসিয়া রমণীগণ কান্দিল তথাই ॥
বসুদেব দৈবকী দেখিয়া বাপ মায়।
বড়ই আনন্দ করি ছাড়াইল তায় ॥
উগ্রসেনে রাজ্য দিয়া হরষিত মন।
ঘোষের নিকটে আসি মিলিব তখন ॥
তুমি সে জনক মোর যশোদা সে মা।
যতেক পালন কৈলে কি কহিব তা ॥
না কর বিশ্বাস, ঘরে লয়্য গোপগণ।
পরম সানন্দে সভে করহ গমন ॥
দিন কথো রহি আমি যাইব তথায়।
দেখিব জননী আদি কহিল নিশ্চয় ॥
এতেক বলিয়া নন্দে গেল কোল দিয়া।
পাঠাইলা এথা কারে আনন্দিত হয়্যা ॥
আপনি থাকিল নিজ বাপ মায়ের পাশে।
এ বোল শুনিয়া সভে হইল হুতাশে ॥
জনে জনে কান্দিয়া বিকল গোপীগণ।
বিশেষে তাহার কিছু করিব রচন ॥

শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

সিন্ধুড়া রাগ।

রজনী দিবস ঘোর চৌদিকে অন্ধকার।
এ ঘর বাহির সকল অন্ধকার॥
কহ কহ মাই কাঁহা গেলে পাব পিউ।
তাঁহার বিরহে মোর নাহি রহে জীউ॥
দূরে ওদন নীর না রুচে বয়ানে।
গানে মাধব নিদ্রা নাহিক নয়ানে॥

পূরবী রাগ।

যমুনা নিরমল, সলিল মনোহর,
তীর পুলিনে শুন খেলা।
বিরিন্দা বিপিন, নীপ আদি মোহন,
বিহগ মৃদু দূর গেলা॥
অবহু যাদব বিনে, গোকুলে হীনশোহা,

* * *

নাহি ছাদন বান্ধন, দোহন মন্থন,
বেণু বিষাণ মনোমোহা॥
গোপ গোপীগণ, ঘরে ঘরে রোদন,
গোধন গোঠে নাহি যায়।
গানে মাধব, পূরিল সাধব,
সোহি জীবন যদুরায়॥

রোহিণী আনিতে দূত প্রেরণ।

তবে বসুদেব এথা আপন নিলয়।
রোহিণী আনিতে যুক্তি করিল হৃদয়॥
বিচিত্র পালকী সঙ্গে দাস দাসীগণ।
প্রধান করিয়া দিল কুলের ব্রাহ্মণ॥
ব্রজপুরে আসি সভে করিল প্রবেশ।
নন্দ ঘোষ স্থানে কথা কহিল বিশেষ॥
তবে ত আতিথ্য ঘরে করিল সাদরে।
গৌরব করায়্যা রহাইল সভাকারে॥
রজনী প্রভাতে ধর্ম্ম কর্ম্ম সমর্পিয়া।
লড় লড় ঠাকুরাণী বলিছে ডাকিয়া॥
তবেত হরিষে যাত্রা করিল রোহিণী।
যশোদার মুখ চায়্যা করিল মেলানি॥
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে চক্ষে পড়ে পানী।
কান্দিতে কান্দিতে কথা কহে নন্দরাণী॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

সুহই রাগ।

একে হরি বিহনে আকুল নন্দরাণী।
আরে ছাড়ি যায় ঘরের গৃহিণী॥
শূন্য হৈল মন্দির নাহিক দোসর।
কি দেখি ধরিব প্রাণ নয়ন অঝোর॥
চলিলা রোহিণী দেবী আপনার পুরী।
বিলাপ করিয়া কান্দে যশোদা সুন্দরী॥
এক ঠাঁই দুই বহিনী ছিলাম এত দিন।
ইহাতে বিধাতা কেন কৈল ভিন্ন ভিন॥
পুত্র লয়্যা পুণ্যবতী বঞ্চিবেক সুখে।
মুঞি অভাগিনী সে পুড়িব মনোদুখে॥
গলায় কাটারি দেও কিবা খাও বিষে।
জলে ভর করো কিবা অনলে প্রবেশে॥
তবে সে সন্তাপ দুখ খণ্ডে অভাগীরে।
নহে কি যাইব আর এ পাপ মন্দিরে॥
রাণীর ক্রন্দন শুনি যত গোপগণে।
অধিক পড়িল রোল না শুনি শ্রবণে॥
দ্বিজ মাধব কহে ব্যথিত রোহিণী।
ঘন উলটিয়া চাহে চক্ষে পড়ে পানী॥

পয়ার।

পুনরপি রোহিণী আইল নিজ পুরে।
পতিরে প্রণাম করি গেল নিজ ঘরে॥
দৈবকী সহিত তথা হৈল দরশন।
আপনার পুরে বঞ্চে সানন্দিত মন॥
হরষিতে বসুদেব আপন মন্দিরে।
পুরোহিত গর্গ মুনি আনিল সত্বরে॥
বিবিধ প্রকারে পুত্র রাম দামোদরে।
শুভ উপনয়ন করিল কুলাচারে॥
বেদ অনুসারে ধর্ম্ম কর্ম্ম সমাপিয়া।
পাদ্য আদি যথা বিধি ব্রাহ্মণ অর্চ্চিয়া॥
কনক বসন মালা রত্ন আভরণে।
ধেনু দক্ষিণা আদি দিলেন ব্রাহ্মণে॥
কৃষ্ণ জন্ম সময় পূরুবে কারাগারে।
মানসিক ভাবে দান কর‍্যাছিল যারে॥
সুন্দর দেখিয়া আনি অযুতেক গাই।
পরতেখে দ্বিজেরে দিলেন সেই ঠাঁই॥
তবে ব্রহ্মচারী হয়্যা গেলা রাম হরি।
গুরু শান্তিপন ঘরে অবন্তী নগরী॥
অতি শান্ত অতি দান্ত গুরু ভক্তি পর।
দেখিয়া সন্তুষ্ট মুনি দুই সহোদর॥
নির্ম্মল হৃদয় বিচক্ষণ শান্তিপন।
দেব বুদ্ধি করি বিদ্যা কহে শুদ্ধ মন॥
আগে বেদ উচ্চারণ করিলা প্রসঙ্গে।
বারেক শ্রবণে দুঁহে ধরি রহু রঙ্গে॥
সবহুঁ সাধন বেদ ধর্ম্ম রাজনীতি।
ন্যায় দর্শন ছয় মীমাংসা প্রভৃতি॥
একে বারে সর্ব্ব শাস্ত্রে করিলেন দৃষ্টি।
চৌষট্টি দিবসে বিদ্যা পড়িল চৌষট্টি॥
জানিল সকল শাস্ত্র বেদমন্ত্র শিক্ষা।
আপনি সর্ব্বজ্ঞ বড় কি তার প্রতীক্ষা।
সর্ব্ববিদ্যা সম্পূর্ণ সর্ব্ব অন্তর্যামী।
লোক ব্যবহার কৃষ্ণ সর্ব্ব পথগামী॥
গুরু বিদ্যমানে তবে বলি দুইভাই।
কি দক্ষিণা দিব আজ্ঞা করহ গোসাঞি॥
হরষিত মুনিবর ব্রাহ্মণী সহিত।
করিল সুদৃঢ় যুক্তি বিচার উচিত॥
নররূপ ধরি এই দুই সহোদর।
জানিল ইঁহার নাহি সাধ্যের দুষ্কর॥
নিশ্চয় করিল দান না লইব আর।
মাগিব আপন পুত্র মইল কুমার॥
কেবল শৈশবে পুত্র মইল আমার।
তাহা আনি দিবে এই দক্ষিণা আমার॥
গুরুর বচনে দুঁহে করি অঙ্গীকার।
রথে চড়ি লড়িলা দুঁহে রূপ অবতার॥
সমুদ্রের কূলে চেষ্টা আর অতিবেগে।
উঠিল সমুদ্র ভেট লয়্যা তাঁর আগে॥
প্রণত শরীর সিন্ধু দেখিয়া গোপাল।
গুরু সন্নিধানে তারে কহিলা তৎকাল॥
তোমার তরঙ্গে মোর গুরুর নন্দন।
ডুবিয়া মর‍্যাছে তাহা আনিবে এখন॥
সশঙ্ক হৃদয় সিন্ধু বলে জোড়হাথে।
নিবেদন করি গোসাঞি শুন যদুনাথে॥
পঞ্চজন্য নামে দৈত্য শঙ্খরূপ-ধর।
আছয়ে দুরন্ত এই জলের ভিতর॥
সেই হরিয়াছে তোমার গুরুর কুমার।
মোর দোষ নাহি গোসাঞি এই সারোদ্ধার॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ প্রবেশিল জলে।
অবিলম্বে অসুর মারিলা অবহেলে॥
উদর চিরিয়া শিশু না দেখি উদরে।
শঙ্খ লয়্যা উঠে রথে করুণা সাগরে॥
সংযমনী নামে আছে শমনের পুরী।
সত্বরে ত গিয়া তথা শঙ্খ ধ্বনি করি॥

নয়া শঙ্খের ধ্বনি আসিয়া কৃতান্ত।
প্রণতি ভকতি স্তুতি করিল নিতান্ত ॥
লীলা অবতার তুমি ভূক্তের বিনাশ।
কোন সন্বিধান গোসাঞি করিবে প্রকাশ ॥
বলিতে লাগিলা কিছু শুন ধর্ম্মরাজ।
সাধিব তোমার ঠাঞি আছে এক কাজ।
মুনি পুত্র মারি তুমি আনিয়াছ এথা।
নিজ ধর্ম্ম লাগিয়া সে উচিত ব্যবস্থা ॥
আমার আজ্ঞায় আন নাহি কোন দোষ।
শীঘ্রগতি আন গুরু করাইব সন্তোষ ॥
প্রভুর বচন কভু না যায় খণ্ডন।
আপন ইচ্ছায় কর্ম্ম যে করে যখন ॥
কোথায় গরল হয় অমৃত সমান।
অমিঞা গরল হয় যথা যোগ্য স্থান ॥
তবে ধর্ম্মরাজ আনি দিল দ্বিজ-সুত।
রথ আরোহণে দুঁহে লড়িল তুরিত ॥
প্রসন্ন বদন সেই ত্রৈলোক্যের নাথ।
গুরুর আনিয়া পুত্র দিল হাথে হাথ ॥
পুনরপি বলেন কৃষ্ণ গুণের নিধান।
আর কি করিব গোসাঞি কর সন্বিধান॥
পরম হরিষে গুরু করি পরিহার।
তুমি মহাশয় দুঁহে শিষ্য আমার ॥
তাহাতে মাগিতে আর নাহি অবশেষ।
আছুক তোমার স্বস্তি চল নিজ দেশ ॥
গুরু সন্বিধানে রথে করিয়া বিজয়।
শঙ্খধ্বনি করিয়া চলিলা নিজালয় ॥
পবন গমনে তবে আইলা মথুরায়।
দেখিয়া পুরীর লোক আনন্দিত হয় ॥
পুনরপি পায় যেন হারাইল ধন।
উলসিত বাপ মা হরষিত মন ॥
চুম্বনালিঙ্গন দিয়া আনি দুই পো।
হরষিত বাপ মা চক্ষে পড়ে লো ॥

সত্বরে আসিয়া প্রভু করি শঙ্খধ্বনি।
হরষিত জ্ঞাতি বন্ধু ধায় তাহা শুনি ॥
তবে গোপিকার প্রেম স্মরিয়া যাদব।
দূত করি ব্রজপুরে পাঠায় উদ্ধব ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত !
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত ॥

শ্রীরাগ।

করে কর ধরি হরি করয়ে মিনতি।
প্রাণের দোসর সখা উদ্ধবের প্রতি ॥
উদ্ধব যাবে গোকুল পুরী রহি ঘরে ঘর।
ভেটিবে সকল প্রিয়সখী সহচর ॥
স্নেহ মাতা যশোদা জনক নন্দ ঘোষ।
পরম সন্তোষে দুঁহা করাবে সন্তোষ ॥
আমার সংবাদ করিবে পরম ঔষধি।
হরিব কাতরে গোপী বিরহ বেআধি ॥
সব পরিহরি গোপী আমা কৈল সার।
অবহুঁ বিয়োগে প্রাণ ধরে কিবা আর ॥
যে মবু কারণে তেজে লোক ধর্ম্মাচার।
হামু তার শরণ মাধব কহে সার ॥

উদ্ধবের ব্রজে গমন।

পয়ার।

বারে বারে বলে হরি করুণা সাগর।
না কর বিলম্ব সখা লড়হ সত্বর ॥
আমাগত বিহার আপন প্রাণ পণ ॥
জীয়ে বা না জীয়ে তনু সব গোপীগণ ॥
জানিবে যতনে তাহা করিয়া ভাবন।
ধরয়ে হিয়াড়া সুখে সংবাদ কারণ ॥
আপনি দিবস কথো রহিয়া তথায়।
প্রবোধ সংবাদ করি আসিবে এথায় ॥

ভকত উদ্ধব আজ্ঞা পায়্যা মনোনীতে।
চড়িল সংবাদ লয়্যা চড়ি দিব্যরথে ॥
সূর্য্য অস্তগত যবে রজনী সময়।
পুরে প্রবেশিল গিয়া হেনই সময় ॥
ধাই ধাই পাল যত যায় ঘরে ঘর।
তাহার ধূলায় অঙ্গ হইল ধূসর ॥
সহজে সুন্দর বড় গোকুল নগরী।
স্থানে স্থানে নানা রূপ অতি মনোহারী ॥
কোথাহ বৃষভ যুদ্ধে মত্ত মহারব।
কোথাহ বৃষভ পালে ধায় ধেনুসব ॥
কোথাহ বংশীর নাদ করে শিশুগণ।
কোথাহ দোহন শব্দ শুনি ঘনেঘন ॥
রামকৃষ্ণ গুণ গাথা স্মঙরি স্মঙরি।
ঘরে ঘরে গীত গায় সুবেশ আভীরী ॥
গোঠ মাঝে শিশুগণ শোভে সুশোভিত।
ঘরে ঘরে ধূপদীপ সন্ধ্যা নিয়োজিত ॥
অওয়াস নিকট মনোহর উপবনে।
সরোবরে শতপত্র নানা পক্ষগণে ॥
এই সব দরশনে কৌতুকে হৃষ্টমতি।
মিলিলা উদ্ধব নন্দ গৃহে মন্দ গতি ॥
দুর্লভ কৃষ্ণের সখা দেখি ব্রজপতি।
প্রেমে আলিঙ্গন দিলা অন্তরে ভকতি ॥
দুর্লভ অতিথি পায়্যা হৃষ্ট ব্রজপতি।
কৃষ্ণবুদ্ধ্যে কৈল পূজা যেন আছে নীতি ॥
ভোজন করায়্যা শ্রম খাণ্ডাই শয়নে।
জজ্ঞাসে বচন তবে পাদ সম্বাহনে ॥
কহ মহাশয় সখা বসুদেব এবে।
কুশলে নিবসে গৃহে স্বপুত্র বান্ধবে ॥
যদুবংশের ভাগ্যে সেই রিপু কংসাসুর।
মইল আপন পাপে ভয় গেল দূর ॥
জনক জননী গোপ গোপিকা গোধন।
স্মঙরি কি কানু এবে গিরি গোবর্দ্ধন ॥
দাবাগ্নি প্রভৃতি মৃত্যু হইতে আমি সব।
নিজগণ করি যত রাখিল যাদব ॥
এসব চরিত যার হসিত ভাষিত।
ভাবিতে ভাবিতে ঘন ব্যাকুল হয় চিত ॥
সেইত কানন গিরি যত কেলি স্থানে।
দেখিতে শুনিতে ঘন ঘন উড়ে প্রাণে ॥
কেবল দেবের কার্য্য সাধন কারণ।
এথায় আছিলা সুরমণি দুইজন ॥
গর্গমুনি আসি যত কহিল বচন।
দেখিয়া আইল তাহা আপন নয়ন ॥
কংস আদি দৈত্য হিংসি মথুরা নগরে।
পূতনা প্রভৃতি বধ যত নিজপুরে ॥
কহিতে কহিতে নন্দ এতেক বচন।
প্রেমধারা বহে আঁখি তনু অচেতন ॥
তবে স্নেহ যশোদা জননী দুঃখমতি।
বিনায়্যা বিনায়্যা কান্দে আকুতি প্রকৃতি ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥

বড়াড়ী রাগ।

আছিল আবাল হরি কোলের ভিতর।
চারু চুম্বনে স্তন দিল নিরন্তর ॥
অঙ্গনা প্রাঙ্গণা ঘর পূরিয়া সদায়।
করিল যতেক কেলি পোড়ে বাপ মায় ॥
দেখিয়া কৃষ্ণের দূত বলে নন্দরাণী।
আর কি আসিব পুত্র স্মঙরি জননী ॥
দধি দুগ্ধ নবনীত খায়্যা ক্ষীর লাড়ু।
ধরিয়া বিচিত্র বেশ লয়্যা সব খেড়ু ॥
শিঙ্গা বেণু পূরিয়াত রাখে বৎস ধেনু।
প্রাণ হরি সেহ দূরে পুরে থুয়্যা তনু ॥
যমুনা পুলিনে নীপতলে তরুমূলে।
গোপশিশু সঙ্গে অহনিশ কুতূহলে ॥

আছুক আনের কাজ সেই মৃগপাখী।
তাহার বিরহে এবে কেবা তনুরাখি ॥
গানে মাধব শুন যশোদা সুন্দরী।
ভক্তিভাবে থাক পুত্রভাব পরিহরি ॥

পয়ার।

দৈবকী নন্দন সেই গুপত গোপাল।
বায়স বাসায় পিক থাকে কত কাল ॥
নন্দ যশোদার কৃষ্ণে দেখি অনুরাগ।
বলিতে লাগিল সে উদ্ধব মহাভাগ ॥
শুন শুন মা ব্রজপতি মহামতি।
তোমা দুঁহার সম শ্লাঘ্য কেবা নরজাতি ॥
অখিল ভুবন গুরু প্রভু নারায়ণ।
অহর্নিশ তার প্রতি তোমার ভাবন ॥
যার পাদপদ্ম নর মরণ সময়।
তিলেক চিন্তিলে মনে হয় ব্রহ্মময় ॥
সে হেন কারণ নর তনু সনাতন।
একমনে ভাবিয়াছ কি আর কথন ॥
আসিবার বেলা যে বলিলা আমারে।
যাইব পশ্চাৎ আমি গোকুল নগরে ॥
সে সব বাক্যের ভেদ ভাঙ্গিল এখন।
পাঠাইয়া দিলা আমা কমললোচন ॥
বিফল বিষাদ এড় স্থির কর মতি।
কহি সাবধানে হের কর অবগতি।
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥

করুণ রাগ।

শুন নন্দ সাবধানে. কহি আমি তত্ত্বজ্ঞানে,
জীব মাত্রে নিবসে গোসাঞি।
দারু মধ্যে বহ্নি যেন, মন্থনে বিদিত তেন,
ভক্তিভাবে দরশন পাই ॥
নাহি তার আপুপর, নাহি তার একন্তর,
নাহি মদ মান মৃত্যু জন্ম।
নাহি মাতা নাহি পিতা, নাহি পুত্র বনিতা
নাহি লোক শুভাশুভ কর্ম্ম ॥
তেজ শোক ব্রজপতি, যশোদা বিমল মতি,
ভকত বিদূরে হরি নয়।
সর্ব্ব ভূতে অন্তর্যামী, এক নারায়ণ স্বামী,
ভাবি দেখ আপন হৃদয় ॥
তমু সেই কৃপাসেতু, শিষ্টজন ক্রীড়া হেতু,
দুষ্টজন অনিষ্ট কারণে।
সত্ত্ব রজ তম এই, গুণভেদে তিন হই,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় নিদানে ॥
নহে সে তোমার সুত, অখিল আত্মজভূত
জনক জননী নিজরূপ।
স্বয়ং পরম বিভু. এক নিরঞ্জন প্রভু,
জানি তব মায়া ভাণ্ডকূপ ॥
যতেক সচরাচর, স্থূল সূক্ষ্ম কলেবর,
ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান।
যুগে যুগে নিরন্তর, ভাবি লোক আত্মপর,
সেই সত্য মিথ্যা ভাব আন ॥
কহিতে এ সব কথা, রজনী প্রভাত তথা,
শয্যা ছাড়িয়া গোপীগণে।
দীপ জ্বালি ঘরে ঘরে, বাস্তুপূজা অনুসারে,
প্রবেশিলা দধির মন্থনে।
দণ্ডপাশ টানে ঘন, বাজে ভুজ কঙ্কণ,
চলিছে নিতম্ব কুম্ভোরা।

আলোল কুন্তল হার, জলে মণি অলঙ্কার,
বদনে কুঙ্কুম রাগ সারা॥
গায় কৃষ্ণগুণ গীত, দধি শব্দে সুমিশ্রিত,
উঠে ধ্বনি গগন-মণ্ডলে।
দ্বিজ মাধব ভাষে, যেই দিগে পরকাশে
সেই দিগে খণ্ডে অমঙ্গলে॥

উদ্ধব-সহ গোপীগণের কথোপকথন।

পয়ার।

প্রসন্ন সকল দিগ রবির কিরণ।
মন্থন এড়িয়া বাহির হৈল গোপীগণ॥
নন্দঘোষ দুআরে রথ দেখি আচম্বিত।
কেবল কঙ্কণময় মণি বিভূষিত॥
যে হরিয়া নিল গোপী প্রাণের বাধক।
সেই বা অক্রূর আইল কংসের সাধক॥
পুন বাহুড়িল আর কেমন কারণে।
বুঝিল কারণ আমা সভার নিধনে॥
প্রকারে করায়্যা নিজ স্বামীর সংহার।
এবে মাংস পিণ্ড ভার নিব গোপিকার॥
এতেক বলিয়া সভে আছে বিদ্যমান।
হেন কালে উদ্ধব করিল স্নান দান॥
সত্বরে আসিতে আছে গোপিকার পাশে।
কৃষ্ণের ভূষণ বেশ ধরিয়া বিশেষে।
কৃষ্ণের বেশ দেখি ব্রজ সীমন্তিনী।
পরম বিস্মিত হয়্যা মনে অনুমানি॥
কোথা হৈতে আইল এই পুরুষ রতন।
কেবা পাঠাইল ইহা কেমন কারণ॥
অদূরে আসিয়া দূত মিলিল যখন।
গোবিন্দ সন্দেশ হেন জানিল কখন।
সুস্মিত লম্বিত শুভ দিঠি মিঠি ভাষে।
করিল গৌরব আগু প্রিয় হরিদাসে॥
বলিতে লাগিল কিছু সঙ্গোপন স্থানে।
কৃষ্ণ উদ্দেশিয়া কিছু নিজ অভিমানে।
কৃষ্ণ পারিষদ তুমি জানিল বিশেষ।
গোকুলে আইলে কিবা তাহার নিদেশ॥
নন্দঘোষ যশোদার করিতে পিরিতি।
ইহা বহি কার্য্য আর না দেখি সম্প্রতি॥
বন্ধুজন স্নেহ বন্ধু তেজে কোন জন।
আছুক আনের কাজ নারে মুনিগণ॥
মা বাপ অধিক বন্ধু কেবা কোথা আছে।
আজন্ম সেবিলে ধার শোধ না যায় বিশেষে॥
অন্য জন স্নেহ যত কার্য্য নিবন্ধন।
কুসুম সহিত যেন মধুপ মিলন।
আপনার প্রিয় জনে সভার যতন।
অকারণে কারসনে নহে কোন জন॥
গণিকার আগে যেন পুরুষ নিধন।
অবল দেখিয়া রাজা ছাড়ে প্রজাগণ।
বেদার্থ বুঝিলে শিষ্য না মানে আচার্য্য।
যাজক দক্ষিণা পাইলে সে গৃহে কি কার্য্য॥
নিষ্কাম পাদপে নাহি পড়ে পক্ষিগণ।
ভিক্ষা পাইলে অতিথের গৃহে কি যতন॥
মৃগকুল থাকে কোথা পায়্যা দগ্ধবন।
জার পতি ভুজি রামা এড়ি স্বরমণ॥
এসব বচন গোপী দূত সন্নিধানে।
লোকাচার হরিল শরার অগেআনে॥
কেবল গোবিন্দ গত কায় মন বাক্যে
সঘন করুণা করি গুণগাথা লক্ষ্যে॥
দৈবে আইল তথা এক মধুকর।
চরণ নিকটে তাহে দেখিয়া মুখর॥
সেইছলে রাধিকার অধিক দুখমতি।
বিরহ সন্তাপ কোপে কহে দূত প্রতি॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

শ্রীরাগ।

তুহুঁসে সতিনী কুচ বিলোলিত মাল।
কুঙ্কুম পরাগ যুত মুখে বিশাল॥
কবহুঁ মাধব সেই মানিনী প্রসাদে।
আসি। যাদব তুয়া দূত অনুবাদে॥
চল চল মধুকর শঠ সহচর।
রহুক চাতুরী পদ পরশ না কর॥
শুনহে মধুপ কানু বড়ই বিগুণ।
তিলএকে তুহুঁ সব ছাড়সি প্রসূন॥
ভজহুঁ চরণ তার স্ত্রী অবুধিনী।
লাভ লেশ নহা আর এসব গোপিনী॥
কি গাওসি ষট্‌পদ আ যদুনাথ।
চিরদিন তনু মেরি ভেল আন বাত॥
কপট রুচির হাস অপাঙ্গ লোকনে।
কমলা রমণী সম নাহি ত্রিভুবনে॥
সেবই চরণ রজ কমলা যাহার।
সানে মাধব হামু গোপী কোন ছার॥

পয়ার।

গুঞ্জিতে গুঞ্জিতে ভৃঙ্গ গেল পাদ মূলে।
তখনে অধিক বামা কটু বাক্য বলে॥
সহজে বাচাল আসি নাহি বাস লাজ।
এড় পদ করো মাথে কর কোন কাজ॥
চাটুকার পটু তুমি জানিলাম ভালে।
তোমার কি দোষ যে শিখাইল গোপালে॥
আমার অগোচর নহে তাঁর কোনরীত।
কহিতে দারুণ কর্ম্ম মনে লাগে ভীত॥
লোক ধর্ম্ম তেজিয়া ভজিল আমি সব।
তমু তার দয়া না হইল একলব॥
আছুক এসব কথা শুন অন্য গত।
সংসার বিখ্যাত তাঁর পুরাতন ব্রত॥

রাম অবতারে তিহ ধরিয়া ধনুক।
বালি রাজা বধিলা কেবল অনর্থক॥
কামাতুর হয়্যা সীতা রমণীর পাকে।
সূর্পণখা রাক্ষসীর কাটিল কাণ নাকে॥
দান দিয়া যত ছলিল বলি মহাশয়।
নিলেন পাতাল পুরী দুরন্ত হৃদয়॥
সে হেন স্নেহের আর নাহি দেখি ফল।
ধনজন হরে আর করয়ে পাগল॥
বেকত এসব সর্ব্ব জানে পাপ মন।
তবু পাসরিতে নারি তাহার করণ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

বরাড়ী রাগ।

হরিহরি রাম রাম মুঞি না জানোঁ কি করিমু
লোকধর্ম্ম মজাইয়া, ভজিল দারুণ পিয়া,
তবু কথা নহে পাসরণ॥ ধুয়া॥

তাহার লীলামৃত, কোনহ ঔষধি গত,
তেজি বন্ধু বান্ধব দিলা মতি।
লোভ মোহ বিবর্জ্জিত, পক্ষ হে চারিভিত,
ধায় পরমহংস গতি॥
যতনে বান্ধিতে নিত, বান্ধিবারে চাও চিত
ধরিয়া নৈরাশ দৃঢ় পাশে।
সেহ মূঢ় স্বতন্তর, অহর্নিশ নিরন্তর,
ধায় পুরুব অভিলাষে॥
ধরতে এ পাপ দেহা, এড়ান না যায় নেহা,
শমন সে নহে অনুকূল॥
দ্বিজ মাধব কহে, রসিক যাদব রায়,
অখিল নাটক একমূল॥

গোপীদিগের কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা ও ভ্রমর দূত।

পয়ার।

উড়িয়া ভ্রমর দূর পড়িয়া ক্ষণেক।
পুনরপি আসিয়া পসিল পরতেখ॥
কটু বাক্য এড়ি রামা বলে মিঠি মিঠি।
প্রেমে আনন্দিত তনু ধারাগলে দিঠি॥
শুন শুন প্রিয় সখা কহোঁ সারোদ্ধার।
বাহুড়িয়া কোন হেতু আইলে পুনর্ব্বার॥
পাঠাইয়া দিল তোরে দুর্ল্লভ যদুপতি।
সভারে দুর্ল্লভ তুমি অতি শুদ্ধমতি॥
যে বা মনোরথ আছে করহ প্রকাশ।
আমা সভা নিতে কিবা আছে অভিলাষ॥
আছিলাম বড় আশে এবে গেল দূর।
নিরবধি কমলা নিবসে যার উর॥
তার পাশে গোপী আর যাব কোন কাজে।
নিজস্থান ত্যাগ আর সর্ব্বলোক লাজে॥
ছাড়িয়া এসব কথা কহ অন্য বাত।
কেমনে মথুরাপুরী বঞ্চে গোপীনাথ॥
কংসবধ করি হরি ব্রহ্মচারী হয়্যা।
পরিবারে গিয়াছিল জ্যৈষ্ঠ ভাই লয়্যা॥
তথাহৈতে পুন কি আইল নিজ পুর।
কহিয়া এসব কথা তাপ কর দূর॥
তাহা শুনিবার আমা বড় হৈল ইচ্ছা।
অনুগ্রহ বশে কিছু না কহিও মিছা॥
শুন শুন ওরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

সুহই রাগ।

কহ সহচর হেন পুছি তোর ঠাঁই।
যে ভাবে আভীরী গণ সঙ্গে গোবিন্দাই॥
রজনী দিবসে যত বঞ্চিলেক রঙ্গ।
সে সব কথার কিছু করয়ে প্রসঙ্গ॥
উদ্ধব কহনা অবহু কানু রহে মধুপুরী।
জনক মন্দিরে ব্রজপুরে পাসুরি॥
শৈশবে বাড়াই নেহা যৌবনে টুটাই।
কে জানে কৈছন এত নির্দ্দয় মাধাই॥
নাহি ছাড়ে হিয়া মোর তনু প্রেমে অন্ধ।
কার শিরে দিব হাথ অগুরু সুগন্ধ॥
শুনহে উদ্ধব তের সেই ব্রজপুর।
সে গোপী গোআলা সেই সুরতি বাছুর॥
সে সব বিহারী স্থান সেই রাত্রিদিন।
কিছুই না ভায় এক কানাই বিহীন॥
স্মঙরিতে গুণ তনু দহে অনুক্ষণ।
কহন না যায় দুঃখে যত পোড়ে মন॥
হামুসম অভাগিনী নাহি তিন লোকে।
দ্বিজ মাধব কহে অন্ত নাহি শোকে॥

বসন্ত রাগ।

শুনিয়া বল্লবী মুখে দুখের কাহিনী।
প্রিয় সহচরে মনে বলে ধনি ধনি॥
ভকতি প্রণতি শির হয়্যা পুটাঞ্জলি।
সজল নয়নে স্তুতি করি কুতূহলী॥
শুন শুন গুণবতী আভীর দুহিতা।
তুমি সব ধন্য লোকে পরম পূজিতা॥
তপ জপ দান ধর্ম্ম ধ্যান যত বিধি।
স্বধাস্বাহা বষট্-কার নিয়ম ত্রিবিধি॥
অশেষ প্রকারে এক হরি গুণ সাধি।
লীলায় পাইয়া ছলে দুর্ল্লভ গুণনিধি॥

ধন্য ধন্য জীবন যৌবন ধন দেহা।
কৃষ্ণ লাগি তেয়াগিলা পতি পুত্র গেহা ॥
হইল বিচ্ছেদ খেদ বড় ভাগ্যোদয়।
যে হেতু অধিক প্রেম বাঢ়ে অতিশয় ॥
ক্রোধ অনুগ্রহে মোর খণ্ডাইলে দুখ।
দেখিলুঁ একান্ত আজি প্রেম তনু সুখ ॥
গোবিন্দ সংবাদে গোপী সান্ত্বায় উদ্ধব।
শ্রীভাগবত কথা রচিল মাধব ॥

গোপীগণের খেদ।

শুন শুন জননী সব না ভাবিহ ব্যথা।
আমারে ত পাঠাইল কহিবারে কথা ॥
গুণ কার্য্য সাধনে নাহিক অন্য জন।
সংক্ষেপে কহিল কথা আত্মনিবেদন ॥
সারোদ্ধার করি যত বলিল গোপালে।
তোমা তাঁহা বিচ্ছেদ নাহিক কোন কালে ॥
যেন চরাচর জীবে বৈসে মহাভূত।
মহী জল হুতাশন অম্বর সংযুত ॥
যেন প্রাণ মন বুদ্ধি শরীরে আশ্রয়।
নির্গুণ নির্লেপ স্বামী নিবসে হৃদয় ॥
আপনারে আপনি আপন মায়া বলে।
সৃজি পুষি নাশি কার্য্য কারণের স্থলে ॥
স্বপ্ন ভেদ ভিন্ন ভাব ইন্দ্রিয় কারণ।
মনের কারণ সেহ হয় দরশন ॥
আগম নিগম বেদ সব যোগ ত্যাগ।
তপ জপ আদি যোগ ইথে পাই লাগ ॥
সমুদ্র অবধি যেন নদীর প্রভাব।
তেন আমা ভাবনাএ সর্ব্ব ধর্ম্ম লাভ ॥
ইহাতে পরম জ্ঞান বলে যোগী সব।
এই ভাবে থাক না পাইবে দুঃখ লব ॥
প্রিয়সী গোপিনী দাসী মগ্নভক্তি রসে।
আত্মভাব জ্ঞান তিলেক নাহি বাসে ॥
কোন কাজে মহাশয় কর বিড়ম্বন।
না সহে হৃদয়ে বিষ তোমার বচন ॥
বুঝিয়া কাজের গতি সুবুদ্ধি উদ্ধব।
পুনরপি বলি আর যে বৈল যাদব ॥
দয়া করি তোমা সব থুইল নিজপুর।
স্নেহ বাড়াইবার তরে আইলাম এতদূর ॥
নিকটে আপন নারী ধরে যেই ভাব।
দূরে ত থাকিলে তার কোটী গুণ লাভ ॥
স্মরণে ধেআনে মন মজাই সদায়।
অচিরাতে পাবে আমা কহিল নিশ্চয়।
বিশেষ যে সব নিশি গোঙাইলা রাসে।
বাড়িল অধিক তাহে রতি অভিলাষে ॥
কহিল সকল কথা করিয়া নিশ্চল।
মিছাই প্রাণের প্রিয়া নহিও বিকল ॥
দূত মুখে শুনি এই প্রভুর বচন।
জন্মিল প্রতায় কিছু স্থির কৈল মন ॥
আপনার দেহ যদি পড়িল স্মরণ।
কহিবারে তখন লাগিল জনে জন ॥
কেহ বলে কংসাসুর আছিল গরিষ্ঠ।
যাদব বংশের বড় করিল অনিষ্ট ॥
সমূলে গোআলা তাহা মারিয়া এখন।
কুশলে আছেন তথা লয়্যা বন্ধুজন ॥
আর কেহ বলে হের শুন অনুচর।
প্রিয়সি নাগরী সঙ্গে প্রিয় যদুবর ॥
মোহন লাবণ্য হাস কটাক্ষ বন্দিত।
আমা সভাকার হেন রহে আনন্দিত ॥
এবোল শুনিয়া বলে আর কোন জনে।
সহজে সুরতি স্বরূপ নন্দের নন্দনে ॥
মধুপুরী পাইল আর নাগরিক গণে।
নহিবে মিলন কেন তাহা [illegible]

আর সখী বলে সখি চিন্তায় বিকল।
সে পুরীনাগরী সভামাঝে সুনিশ্চল ॥
নিজ দশ বিশ কথা কথনের কালে।
আনি সব গ্রাম্য বধূ স্মঙরি গোপালে ॥
আর কেহ বলে হা বার্ত্তা কর দূর।
যখন যশোদানন্দ ছিল ব্রজপুর ॥
নিরবধি কলানিধি বসে যার উরু।
হামু কি তাহার সম কোন গুণ ধারু ॥
মোহন বিরিন্দা বনে অভাগিনী সঙ্গে।
করিল যতেক ক্রীড়া রাস কেলি রঙ্গে ॥
তাহা কি স্মরণ কানু করয়ে এখন।
কহ কহ প্রিয় সখী স্বরূপ বচন ॥
আর কেহ বলে আমা সভার কারণে।
এড়িয়া লড়িল ঘোর বিরহ দাহনে ॥
পুন বা সদয় হয়্যা রাখিব জীবন।
আসিব প্রাণের নাথ জানি সুবিধান ॥
আর কেহ বলে মিছা ছাড় অভিলাষ।
আর কি আসিব ঠাকুর শ্রীনিবাস ॥
যখন রহিতে স্থান না ছিল তথায়।
তখন আসিয়া কাল বঞ্চিল এথায় ॥
জাতি গোত্র লইয়া সুখে বঞ্চিবেক রঙ্গে।
আর কেন আসিবেক বনচরী সঙ্গে ॥
এ কথা শুনিয়া বলে আর কোন ধনি।
ভক্তি অনুসারে কিছু বলি তত্ত্ব বাণী ॥
কিবা বনচারী তারে কিবা রাজকন্যা।
সকল সমান হয় নাহি হীন মান্যা ॥
সহজে সম্পূর্ণ গোসাঞি লক্ষ্মীর বিলাস।
অন্যজন উপকারে নাহি অভিলাষ ॥
কি করিতে পারে তারে কাহার শকতি।
যারে কৃপা হয় তারে ভাবে প্রেমবতী ॥
সে প্রভু দুর্ল্লভ প্রতি উচিত নৈরাশ্য।
আশায় পরম দুখ কাষে নাহি ভাষা ॥
সে ভাগ্য বঞ্চিত আমি সব পাপ মতি।
লুব্ধ অবুধ মন ধায় তাহা প্রতি ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা এক চিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত ॥

কেদারাগ।

যার নামে বেআকুল সুর মুনিগণ।
যাহার চরণ লক্ষ্মী না ছাড়ে কখন ॥
কেমনে তাহার ভাব তেজে গোপীগণ।
বিশেষে পাইয়া রতি চুম্ব আলিঙ্গন ॥
এ উদ্ধব হে, আমি কহিল নিশ্চয়।
প্রাণ থাকিতে কানুগুণবিসরিল নয় ॥ ধুয়া ॥
শুন হরিদাস হের করোঁ নিবেদন।
তোমার বচনে বা তুষিয়া রাখি মন ॥
হে উদ্ধব না হে হেন হৈল কি কারণ।
পূরুবে সুখদ সেই বৈরি এখন ॥ ধ্রু ॥
মোহন যমুনা তীরে নীর পুলিন।
প্রভুর বিহার স্থান ছিল অনুদিন ॥
বিশেষে প্রেমের শীতল তরুতল।
দরশন মাত্র চিত্ত করয়ে বিকল ॥
এ উদ্ধব না হে বিধি কিবা লিখিল কপালে।
বিরহিণীর মরণ হইব কতকালে ॥ ধ্রু ॥
পরম সুন্দর মন্দার গোবর্দ্ধন।
যাহে রাম কানু রাখিলে ধেনুগণ ॥
মনোহর রভস মন্দির বৃন্দাবন।
দরশন মাত্র সদাই পোড়ে মন ॥
এ উদ্ধব না হে, ব্রজে আর নারিব বঞ্চিতে।
কহ উপদেশ আর যাব কোন ভিতে ॥ ধ্রু ॥
হাম্ব হাম্বা করিয়া সুরভি বৎসপাল।
যাইতে আসিতে ঘন বিহান বিকাল।
শিশুগণ ভণিত মধুর বেণু নাদে।
দেখিতে শুনিতে বড় করয়ে প্রমাদে ॥

এ উদ্ধব নাহে, কি হইল করণ ॥
এসব প্রকারে স্থির হয় কোন জন ॥ ধ্রু ॥

বিচিত্র শিঙ্গা বেণু বেত্র লগুড়।
পাঁচন ছাঁদন পাশ ময়ূরের চূড় ॥
পীত বসন আদি বেশ ভূষণ।
পরতেখে নন্দ গৃহে পড়িছে দর্শন ॥
এ উদ্ধব হে, সে কানু অধিক নির্দ্দয়।
রজনী দিবসে ঘন বিদরে হৃদয় ॥ ধ্রু ॥

কহিতে কহিতে রসে হইল আকুল।
না বান্ধে কবরী ভার না সম্বরে দুকূল ॥
ভূমিতলে সঘন লুটায়্যা জনে জন।
নাম ধরি ধরি প্রেমে যুড়িল ক্রন্দন ॥
রমাপতি ব্রজবন্ধু।
উদ্ধব গোকুলপুরী মজে শোক সিন্ধু ॥ ধ্রু ॥

সুললিত গমন উদার মন্দ হাসি।
দিন অবসানে মধুর মন্দ ভাষি ॥
কৌতুকে হরিয়া তুমি নিলে ধন প্রাণে।
কেমন প্রকারে দিন তরিব এখনে ॥
এ উদ্ধব নাহে দ্বিজ মাধব রস গায়।
ভকত জনেরে তুমি বড়ই সদয় ॥ ধূয়া ॥

যথা রাগ।

দূতবাণী পুনরপি, স্থির মতি হৈল গোপী,
হৃদয়ে জানিয়া নারায়ণ।
সুখদ উদ্ধব প্রতি, জনে জনে হৃষ্টমতি,
কৈল তাঁরে বহুত সম্মান ॥
মাস কথো রহি তথা, কয়্যা কৃষ্ণগুণ কথা,
রসিক প্রভুর অনুচর।
যতেক ব্রজের লোক, হয়ে পরিতাপ শোক,
আনন্দে মজিয়া নিরন্তর ॥
যতেক দিবস রহি, আনন্দে বঞ্চিব তহি,
ক্ষণকাল গোঙাইল কাল।
স্মরিত কানন গিরি, দ্রুম লতা পরিহরি,
নিরবধি স্মঙরি গোপাল ॥
সান্ত্বাইয়া গোপীগণে, দেখি কায়-বাক্য-মনে,
হরিপদে পরম আবেশ।
হৃদয় সন্তোষ হৈল, প্রণতি করিয়া কৈল,
তা সভার প্রশংসা বিশেষ ॥
দেহ মধ্যে গোপী সব, ধরিল যে ফল ভাব,
গোবিন্দ চরণ দৃঢ় ভাবে।
যেন মুক্ত যোগিগণ, নিরবধি ভিক্ষাসন,
তেজিয়া আজন্ম জন্ম লাভে ॥
কোথায় যে বনচারী, রতি ভাব অনুসারি,
কোথা কৃষ্ণ কোথা অনুরাগে।
বুঝিল কেবল এক, ভক্তিরসে পরতেখ,
হর রামা সেই মহাভাগে ॥
যেন মহৌষধি পান, করে দিয়া আঘ্রাণ,
তবু হয় ব্যাধির বিনাশ।
তেন রাস রসে হরি, ভজিয়া আভীরী নারী,
প্রেমরস করিয়া প্রকাশ।
হৃদয়ে কমলাপতি, নিবসে একান্ত রতি,
না পাইল এ হেন প্রসাদ।
না পাইল নাক-নারী, পদ্মগন্ধ কান্তি ধারী,
অন্যের দুর্ল্লভ অবিবাদ ॥
আছিল কমল ভাগ্য, কমল করিল গ্রাহ্য,
মহিমা বলিব কোন জন।
দ্বিজ মাধব কয়, উদ্ধব আনন্দময়,
প্রণতি করয়ে ঘনে ঘন ॥

সিন্ধুরা রাগ।

এ ধনি চরণ ধূলি ভূষণ বৃন্দাবনে গুল্মলতা
তহিমাঝে মেরি, কীটরূপ বেরি,
জন্ম করুক বিধাতা ॥
বন্দহু নন্দ ব্রজবধূগণ পাদপদ্ম অনুক্ষণ।
যার মুখোদিত হরিগুণগীত ভুবনত্রিন পাবন
ধর্ম্ম ভয় লাজ, আর নাহি কাজ,
তেজি আপন ইচ্ছায়।
ভজিল মুকুন্দ, পাদপদ্ম দ্বন্দ্ব,
যজ্ঞ বেদে নাহি পায় ॥
পদ্ম পদ্মযোনি, যোগেশ আপনি,
পূজিল যে পাদমূল।
রাস রসে তায়, আলিঙ্গি হৃদয়,
ছাড়ল এ তাপ কুল ॥
রচিল মাধব, গোকুলে উদ্ধব,
ভুঞ্জিল মনের সাধে।
গোপবধূজন, মানিল জীবন,
পাইয়া পিউ সংবাদে ॥

পঞ্চম রাগ

চলিতে উদ্ধব আনন্দ আদি সব
গোপিকা সজল নয়ন।
গোরস উপহারে পরম সাদরে
করই নিজ নিবেদন ॥
উদ্ধব কহি তোমারে নিশ্চয়।
জনি মনোমত পরম ভকত
গোবিন্দ চরণ আশ্রয় ॥ ধ্রু ॥
সেবি এছু বাণী রহু চক্রপাণি
বিবিধ নাম সঞ্চার।
প্রণাম আদি কাম তাঁহারে প্রণাম
সবহু মেদি এই কাম ॥
মঙ্গল আচরিতে বিমল জ্ঞানরীতে
রতি রহু কানু পায় ॥
শুনি ব্রজপতি বদনে প্রেম রতি
পুলকিত শ্রীহরি দাসে।
পরম সানন্দে রহিল ব্রজনন্দে
মাধব রচিল রভসে ॥

শ্রীকৃষ্ণের কুব্জাগৃহে গমন।

পয়ার।

তবে সেই দূত বর গোপ গোপী স্থানে।
বিদায় করিতে পাইল বহুত সম্মানে ॥
রথ আরোহণ কালে কহে গোপীগণ।
কহিও প্রভুর পায় সংবাদ বচন ॥
আসিয়া কৃষ্ণের পায়ে কৈল দণ্ডবৎ।
ভকতি প্রণতি করি জুড়ি দুই হাথ ॥
গোপ গোপিকার যত প্রেম অনুরাগ।
একে একে কহিল উদ্ধব মহাভাগ ॥
বসুদেব বলভদ্র রাজা উগ্রসেনে।
তা সভারে যার যোগ্য কহিলা কথনে ॥
ঘৃত দধি নবনীত আনিল যতেক।
কিছু কিছু সভাকারে দিলা পরতেখ ॥
গোকুলের কুশলে গোবিন্দ আনন্দিত।
তবে মথুরারে কিছু করিব বিদিত ॥
সর্ব্ব শেখর প্রভু নন্দের নন্দন।
কামার্থ কুব্জিকা গৃহে করিল গমন ॥
বিচিত্র মন্দির খান বড় উপস্কার।
অনন্ত কনক গাথা ভবন সুসার ॥
লম্বিত মুকুতা দাম চামর তোরণ।
রত্নের কলস ধ্বজ পতাকা পূরণ ॥
দিব্য সিংহাসনে শয্যা শোভে মধ্যভাগে।
সমুখে পাদুকা ঝারি বাটী পিড়া লাগে ॥

গন্ধপুষ্প ধূপ দীপে আমোদিত ঘর।
প্রবেশ করিল তাহে প্রিয় যদুবর ॥
দেখিয়া সম্ভ্রমে বামা উঠিল সত্বরে।
সখীগণ সঙ্গে রঙ্গে লড়িল সত্বরে ॥
ভকতি প্রণতি আশু যোগাই আসনে।
পাদ প্রক্ষলন আদি করিল পূজনে ॥
সহচর উদ্ধব পরম শুদ্ধমতি।
অধিক পিরিতি তারে কৈল অনুগতি ॥
আসন এড়িয়া তিঁহ বসিলা দুআরে।
কৃপায় যাদব গেলা শয্যার উপরে ॥
আনন্দে সেবন্তি অঙ্গাভরণ দুকূলে।
গন্ধ চন্দন মালা কর্পূর তাম্বুলে ॥
বঙ্ক নয়নে ধনি ঈষত হসিতা।
ভেটিলা যাদবানন্দে সঙ্গ সমঙ্গিতা ॥
তাহা দেখি অবিলম্বে রসিক নাগর।
আইস আইস বলি রঙ্গে ধরিলেন কর ॥
শয্যায় তুলিয়া দিলা প্রেম আলিঙ্গন।
বিবিধ প্রকারে রতি না যায় কথন ॥
শুন শুন অরে লোক দেখ বিদ্যমান।
সবে কুবুজী কৈল অঙ্গে লেপন দান ॥
সেই পুণ্য লেশে পায় এতেক সম্পদ।
অন্য কার্য্য এড়ি ভাই ভজহ যাদব ॥
তবে কৃষ্ণপাদমূলে মত্ত সে অবলা।
কুচউরু নয়নে হইল কাম জ্বালা ॥
লক্ষ্মীর দুর্ল্লভ পদ পায়্যা অনায়াসে।
বলিতে লাগিল এই বাক্য অবশেষে ॥
শুন শুন প্রাণনাথ কমললোচন।
ছাড়িতে না পারি আর তোমার চরণ ॥
দিনকথো মোর সঙ্গে ভুঞ্জিবা রমণ।
আর কিছু নাহি দায় এই নিবেদন ॥
এবোল শুনিয়া প্রভু কৈল সন্বিধান।
বরিব তোমারে প্রীত কভু নহে আন ॥
এইরূপে কথোদিন বঞ্চি সেইখানে।
পূরি মনোরথ তার বাড়াই সম্মানে ॥
উদ্ধবের সঙ্গে প্রভু আইলা নিজঘর।
ত্রৈলোক্য-বন্দিত প্রভু করুণা সাগর ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত ॥

যমক ছন্দ।

তবে হরি নিজ রঙ্গে, উদ্ধব সখার সঙ্গে
অক্রূর ভুবনে কৈল গতি।
দেখি বন্ধু আনন্দিত, হরিষ গান্ধারী সুত
অন্যোন্যে কোলাকুলি নতি
আসনে বসায়্যা হরি, পাদ প্রক্ষালন করি,
পূজিল বিবিধ উপহারে।
কথোপকথনে শেষে, ভোজন করাইল রসে,
করিয়া আতিথ্য ব্যবহারে ॥
স্তুতি করি অক্রূর, নয়নে গলয়ে লোর,
হৃদয়েত পরম সন্তোষ।
বধিয়া দুরন্ত কংস, উদ্ধারিলে যদুবংশ,
তুমি দুঁহে প্রধান পুরুষ ॥
জগতের হেতু স্বামী, জগতে পুরুষ তুমি,
আপনা আপনি কর কেলি।
সৃজন পালন ক্ষয়, সত্ব রজো তমো ময়,
মায়ায় বিবিধ রস মানি ॥
আইলা মোর আশ্রম, ধন্য মোর কুলক্রম,
কৃপায় তোমার আগমন।
কে হেন বঞ্চিত আছে, তোমা বিনে আন কাছে
ত্রিভুবনে ইষ্ট সাধন ॥
কেবল ভাগ্য উদয়ে, তুআ পদে মতি হয়ে,
যোগীর দুর্ল্লভ সুপ্রকাশে।
করহ কিরিপা বেরি, স্ত্রীপুত্র আদি মেরি,
খণ্ডায়্যা আপন মায়া পাশে ॥

এতেক বচনে হরি, ভক্তের সম্মান করি,
বলিতে লাগিলা ব্যবহার।
শুন হে পিতৃব্য আর্য্য, তুমি সে বান্ধব বর্য্য,
আমি শিশু পোষ্য তোমার॥
যেই হয় বিচক্ষণ, নিজত্রাণের কারণ,
সেই দেব তীর্থের সাধন।
দৃষ্টিমাত্র শিষ্টজন, করে পাপ বিমোচন,
চির দিনে সাধু দরশন॥
সে তুমি সুহৃদ ধর্ম্ম, হয় কত প্রিয়কর্ম্ম,
যাইবা হস্তিনাপুর স্থানে।
জানি সে পাণ্ডবগণ, জান এই বিবরণ,
দ্বিজ মাধব বিরচনে॥

জরাসন্ধের মথুরা আক্রমণ।

এতেক বলিয়া প্রভু উদ্ধবের সঙ্গে।
আইলা আপন ঘরে করি নানা রঙ্গে॥
এথায় হস্তিনাপুর আসিয়া অক্রূর।
দেখিল পাণ্ডবগণে হরিষ প্রচুর॥
একে একে বৃত্তান্ত লইয়া চরাচর।
আসিয়া কৃষ্ণের ঠাঞি কহিল সত্বর॥
তবে অস্তিকাস্তি নামে কংসের রমণী।
আসিয়া বাপের ঠাঞি কহে অভাগিনী॥
কান্দিয়া কহিল পতি মরণের কথা।
শুনিয়া ত জরাসন্ধ পাইল বড় ব্যথা॥
জন্মিল বড়ই ক্রোধ পাসরে আপনা।
তেইস অক্ষৌহিণী ঠাট সাজিলেক সেনা।
অকণ্টক মহীতল করিবার আশে।
আসিয়া মথুরাপুরী বেড়ি চারি পাশে॥
তাহাত দেখিয়া কৃষ্ণ সচিন্তিত মন।
এই রিপুচক্র ভুবি ভারের কারণ॥
এবার বধিব নাহি এই জরাসন্ধ।
পুনর্ব্বার আইসে যেন করিয়া প্রবন্ধ॥
যদি বারে বারে সৈন্য করাইল ক্ষয়।
তবেত বধিব ইহা ভাবিল হৃদয়॥
এতেক বচন প্রভু করিয়া নি য়।
দৈবগতি আচম্বিতে হেনই সময়॥
দুইখান রথ আইল আকাশ হইতে।
রবিকর সম নানা অস্ত্রের সহিতে॥
দেখিয়া ত ভাইরে বলিলা দামোদর।
রথ দেখ মহাশয় বীর হলধর॥
হের দিব্য অস্ত্র রথ আইল তোমারে।
আরোহণ কর সুখে শত্রু জিনিবারে॥
দুষ্টের বিনাশ শিষ্ট জনের পালন।
আমা দুঁহাকার জন্ম এই সে কারণ।
এতেক মন্ত্রণা দুঁহে করি সারোদ্ধার।
নানা টোপর অস্ত্র ধরিলা সত্বর॥
রথ আরোহণে হৈলা পুরের বাহির।
সংহতি করিয়া লইলা জনকথো বীর।
সত্বরে আসিয়া কৃষ্ণ করি শঙ্খধ্বনি।
শুনিয়া বিপক্ষ সভার কাঁপিল পরাণী॥
তবে সেই জরাসন্ধ বলে ডাক দিয়া।
নিজ অহঙ্কারে রামকৃষ্ণে হাঁকারিয়া॥
শুনহে কানাই তুমি দুগ্ধের ছাওআল।
তোমা আমি যুদ্ধ নাহি সাজে কোন কাল॥
তবেত তোমার সনে করি আমি রণ।
যদি না পলায়্যা যাহ তবে পাতি মন॥
ইহাত শুনিয়া তবে বলিলা গোপাল।
যে হয় সমরে শূর না পাড়ে পচাল॥
তোমার বচন বা সহিব কোন জন।
মরণ সময় কেন করহ জল্পন॥
এবোল শুনিয়া বলে জরার নন্দন।
কপটে বেড়িল রামকৃষ্ণ দুইজন॥

প্রচণ্ড পবন গতি বহু হুতাশন।
যেন মেঘগণ তাহে কৈল আচ্ছাদন॥
নিরন্তর করে সুখে বাণ বরিষণ।
অচ্ছিদ্র হইয়া রহে গোবিন্দের গণ॥
কৃষ্ণের গরুড় ধ্বজ রাম তালধ্বজ।
দুই রথে দুই বীর আছয়ে সহজ॥
তাহাত দেখিয়া যত পুরনারীগণ।
পাইল পরম ব্যথা হর্ম্ম্য আরোহণ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

পঠমঞ্জরী রাগ।

দেখিয়া আপনগণ, ভয় বিস্মিত মন,
বোধ পাইল যদুবরে।
করিয়া ত বীর দাপ, সারিয়া শারঙ্গচাপ,
টঙ্কার দিলা ভয়ঙ্করে॥
দৃঢ় মুকুত বাণ, দৃঢ় পুরি সন্ধান,
জুড়ি জুড়ি বাণ অপার।
জ্বলন্ত অঙ্গার হেন, বর যয়ে ঘনে ঘন,
অতি বড় হৈল মহামার॥
নাথ জনার্দ্দিন, রিপুকুল মর্দ্দন,
ভকত প্রেমরস ভোরি।
ত্রিভুবন সৃজন, পালন কারি নারায়ণ,
কৌতুকে সমর বিহারী॥
পড়িল কুঞ্জর কুল, ভিন্নমুণ্ড গণ্ডস্থল,
তুরঙ্গগণ হতশির।
ছিন্নস্কন্ধ ভুজ উরু, নানা আভরণ চারু,
লক্ষ লক্ষ পড়ে মহাবীর
শূন্য বাহু কন্ধরজ, চক্র সারথি সাজ,
অবিরত রথের পতন।
ঝাড়িয়া পড়িল ঠাট, চলিতে নাহিক বাট,
রক্তের রহে নদীগণ॥
ধনুক তরঙ্গ রূপ, মুণ্ডগণ কচ্ছপ,
হস্তপদ মীন রূপধর।
করি কর অহি হেন, কেশ সেহালিকা যেন,
স্কন্ধ আদি মকর কুম্ভীর॥
সবস্ত্র লতাগণ, নানা মণি আভরণ,
গুসিক পাষাণ সমতার।
দ্বিজ মাধব কয়, রসিক যাদব রায়,
মৃগ সদনে পায় আর॥

পয়ার।

যেবা ছিল অবশেষ পলাইয়া যায়।
তাহা বধ করি হলী মুষলের ঘায়॥
হতঅস্ত্র হয়্যা আছে রাজা জরাসন্ধ।
তাহা বধিবারে রাম করি অনুবন্ধ॥
যেন সিংহে সিংহে লাগিল জড়াজড়ি।
সন্ধান পাইয়া তার উপাড়য়ে দাড়ি॥
হেন কালে কৃষ্ণ আসি কৈলা নিবারণ।
স্থির হও মহাশয় না বধ জীবন॥
ইহা হৈতে হইবেক অনেক প্রয়োজন।
এ বোল শুনিয়া রাম এড়িলা তখন॥
লজ্জিত হইয়া পাপ যায় অধোমুখী।
দেবগণপুষ্প বৃষ্টি বরিষে মহাসুখী॥
তবে দুহে নিজালয় করিলা গমন।
শঙ্খ দুন্দুভি বাদ্য বাজে ঘনে ঘন॥
ব্রাহ্মণে উচ্চারে বেদ আপন ইচ্ছায়।
হরষিতে নরনারী করে জয় জয়॥
মুনিগণ আসি স্তুতি করে নিরন্তর।
সঘনে কুসুম বৃষ্টি নগরে নগর॥
এই সব বিনোদে আইলা নিজঘর
তবে সেই জরাসন্ধ আইল পুনর্ব্বার॥
পুন রপি অক্ষৌহিণী করিয়া সংহতি।
আসিয়া মথুরাপুরী বেড়ে পাতাপাতি॥

এই রূপে সাজি আইল সপ্তদশ বার।
পরাভব পাইয়া আইসে বারে বার ॥
অক্ষুন্ন যাদব সৈন্য আছে নিজ বলে
বড় বড় উৎপাত লঙ্ঘে অবহেলে ॥
তবে ত রসিক নারদ মুনিবর।
কাল জবনের স্থানে আসিয়া সত্বর ॥
যাদব বংশের কথা বলিল বিশেষে।
তাহা শুনি জবন রাজা পাইল বড় রোষে ॥
তিন কোটী ম্লেচ্ছ সাজিয়া একদল।
আসিয়া মথুরা পুরী বেড়িল সকল ॥
তাহা ত শুনিয়া কৃষ্ণ ভাইর সংহতি।
সময় উচিত বুঝি করিল যুগতি ॥
শুন শুন মহাশয় কহিয়ে তোমারে।
যদুবংশের চিন্তা অভয় প্রকারে ॥
জবন আসিয়া আজি বেড়িবেক পুর।
না জানি মগধ রাজা আইসে কতদুর ॥
কালি বা পরশ্ব আসিব একদিন।
কেমনে রহিব নিঞা জ্ঞাতি বন্ধুজন ॥
জবন সংহতি যুদ্ধ করিব দুই ভাই।
বন্ধু বান্ধব নিঞা থুইয়া তথাই ॥
না জানি মগধ রাজা কি করে কখন।

* * * *

যদিবা আপন রাজ্যে রহি নিঞা দার।
তবে লোক ধর্ম্মে কেমনে হব পার ॥
দুর্গম বুঝিয়া স্থল কর এক ঠাঁই।
বন্ধু বান্ধব নিঞা থুইয়া তথাই ॥
নিশ্চিন্ত হইয়া তবে করিব সমর।
মারিব জবন রাজা কিবা হয় পর ॥
এতেক মন্ত্রণা হরি করিয়া নিশ্চল।
সমুদ্রের স্থানে গিয়া মাগি লইল স্থল ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত ॥

কামোদ রাগ।

উদক ঊর্দ্ধ ভূমি, উচ্চ সমান ভূমি,
দ্বাদশ প্রহর পরিসর।
কনকময় ঘর, দ্বার শিখর,
পরশ যেন পায় অম্বর ॥
সমুদ্রের মাঝে পুরী, করিলা যে শ্রীহরি,
তিন লোকের অনুপাম।
সুরাসুর কুল, অলক্ষ দুর্গ স্থল,
বিখ্যাত দ্বারকা থুইল নাম ॥
রম্য সরোবর, পথ মনোহর,
উদ্যান উপবন চারু।
কুবেরের আদি যত, প্রহিত পারিষদ,
অষ্ট নিধি অতি ধারু ॥
স্ফটিক মরকত, আনন্দময়োচিত,
রত্নময় সম পুর।
রজত মরকত, স্তম্ভ অবিরত,
বসিল সকল প্রচুর ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আদি, বসিল নানাজাতি,
ছত্রিশ জাতির বিধানে।
রহিত জরা মৃত, আনন্দ অবিরত,
দ্বিজ মাধব রসগানে ॥

মুচুকুন্দকর্ত্তৃক কালজবন বধ।

পয়ার।

নিজ বাহুবলে কৃষ্ণ জ্ঞাতি গোত্র বন্ধু।
আনিল দ্বারকা পুরী পার করি সিন্ধু ॥
যুদ্ধ সৈন্য লইয়া রহিল মথুরায়।
বড় হরষিত মতি আনন্দ হৃদয় ॥
গড়ের দ্বারে গিয়া দিলা দরশন।
চতুর্ভুজ বেশ বনমালা বিভূষণ ॥

নাহি রথ নাহি অস্ত্র নাহিক সংহতি।
একলা ভ্রমণ মাত্র যায় পদাতি ॥
দেখিয়া জবন তাহা ভাবে মনে মন।
এই বসুদেব সুত নহে অন্য জন ॥
নারদের মুখে মাত্র শুনিল বচন।
সেই বেশ অভরণ দেখিল এখন ॥
ধাইল পবনগতি হয়্যা এক মতি।
তাহা দেখি রড় দিলা দেব যদুপতি ॥
পিঠাপিঠি ধায় পাপ চরণে চরণ।
তবু নাহি লাগে পায় কৃষ্ণের মোহন ॥
এইরূপে রিপু চক্র আনি কথোদূরে।
প্রবেশ করিলা গিরি গুহার ভিতরে ॥
তবে দুষ্ট পুন তারে বলে ডাক দিয়া।
যদুবংশে জন্ম কেন যাসি পলাইয়া ॥
এ বোল বলিয়া সেহ সান্তায় গুহায়।
মুচুকুন্দ সেইখানে শুয়্যা নিদ্রা যায় ॥
তাহা দেখি ক্রোধমুখে করিছে গর্জ্জন।
পলাইয়া আসি এথা কর্যাছ শয়ন ॥
এ বোল বলিয়া দুষ্ট মারে এক লাথি।
বজ্রসম নিদ্রা তার ভাঙ্গে পাতাপাতি ॥
উঠিয়া মুচুকুন্দ তারে কৈল দৃষ্টিপাত।
ততক্ষণে জবন হইল ভস্মসাৎ ॥
তবে কৃষ্ণ আসি তারে দিল দরশন।
চতুর্ভুজ রূপ নানা বেশ বিভূষণ ॥
তবে মুচুকুন্দ তারে জিজ্ঞাসিল কথা।
কে তুমি কোথায় ছিলে কেন আইলে এথা ॥
কণ্টক আবৃত গিরি অন্ধকারময়।
অনায়াসে ভ্রমি বুল নিজ ভরসায় ॥
পরম সুন্দর তনু ক্ষিতি অপরূপ।
জানিল নিশ্চয় তুমি দেবতা স্বরূপ ॥
নিজ পরিচয় দেও তোমার সদনে।
মুচুকুন্দ নাম মোর মান্ধাতা নন্দনে ॥
বহু জাগরণ করি আপন ইচ্ছায়।
নির্জ্জনে শুইয়া ছিলাম কে আসি চিয়ায় ॥
মোর দরশনে সে হইল ভস্মময়।
ক্ষণেক বেআজে এখন দেখিল তোমায় ॥
কহিল তোমারে এই সব বিবরণ।
করিবে কিরূপ মোরে যদি লয় মন ॥
এই বাক্য শুনিয়া বলেন নারায়ণ।
আপনার কথা কিছু না যায় কথন ॥
নামরূপ কর্ম্মের কহিতে নারি অন্ত।
জানিহ নিশ্চয় রূপে আমি সে অনন্ত ॥
বিশেষে কহিব তত্ত্ব তোমায় যতনে।
বসুদেব-সুত আমি সৃষ্টির কারণে ॥
বাসুদেব বলি তেঞি বলে সর্ব্বজন।
কংস আদি দৈত্য যত করিয়া নিধন ॥
সেই তোমা দরশনে হৈল ভস্মময়।
জবনাধিপতি সেই কহিল নিশ্চয় ॥
তেকারণে তোমারে করিল অনুগ্রহ।
তেঞি তারে আনি এথা করিল নিগ্রহ ॥
পূরুবে আমারে তুমি সেবিলা বিস্তর।
এখনে মাগিয়া তুমি লহ সেই বর ॥
আমার প্রসন্ন শক্য নহে কোন জন।
বোল শুনি মুচুকুন্দ হরষিত মন ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥

মহারাষ্ট্র রাগ।

শুনিয়া প্রভুর বোল, প্রেমে হয়্যা উতরোল,
নিশ্চয় জানিয়া নিজ নাথে।
পরম আনন্দমন, ক্ষিতি লুঠি ঘনে ঘন,
প্রভুর চরণে দণ্ডপাতে ॥
শুনহে পরমেশ্বর, বঞ্চিত হইয়া নর,
তব মায়া মোহের কারণে।

তেজিঞি তোমার পাদপদ্ম, তৃষিত হইয়া বদ্ধ,
পাপ গৃহে করহ গমনে॥
স্তুতি করে মুচুকুন্দ, প্রেম সলিলে অন্ধ,
করজোড়ে গদগদ বাণী।
শুন শুন যদুবর, মুঞি মত্ত নিরন্তর,
কৃপা করহ দেব জানি॥
দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম, পাইয়া বিবিধ ধর্ম্ম,
তব পদে সেবন বিমুখ।
পড়ি গৃহ অন্ধকূপে, মুঞি মত্ত পশুরূপে,
অবিরত ভুঞ্জি নানা সুখ॥
এই মতে এতকালে, গোঙাইল নিষ্ফলে,
গজবাজি রথ আরোহণে।
মূত্র ঘট সমদেহ, নৃপ অভিমান মোহ,
না পাইলুঁ তোমা হেন ধনে॥
অপ্রমত্ত রূপে স্বামি, প্রমত্তজনের তুমি,
কালরূপে সংহার নিমিষে।
যেন ক্ষুধাতুর অহি, অদূরে মূষিক পাই,
ধাই গিলে পরম হরিষে॥
যেবা করে অবিরত, তপজপ দানব্রত,
তার নাহি কুশলের লেশ।
কর্ম্মরূপে দেহযোগে, যার যেই নিজ ভোগে,
অবশেষে পায় মাত্র ক্লেশ॥
এই নিবেদিলুঁ তোরে, যদি দয়া কর মোরে.
খণ্ডাহ হরিষ অভিলাষ।
করহ কিরিপা বেরি, স্ত্রীপুত্র আদি মেরি,
ছিড়হ আপন মহাপাশ॥
কেবা হেন মূঢ় আছে, তোমা বিনু আন ইচ্ছে,
অখিল দয়ালু তুআ পায়।
দ্বিজ মাধব কয়, শুন হে করুণাময়,
ইথে কিছু আছে মোর দায়॥

পয়ার।

এত স্তুতি কৈল যদি সে বনজ ঋষি।
তবে কৃষ্ণ বলিতে লাগিলা হাসি হাসি॥
তুমি রাজা সার্ব্বভৌম বড়ই চতুর।
আপনি তোমায় বর যাচাই প্রচুর॥
তবে তুমি মহামতি নহিলে মোহিত।
দিল নিজ প্রেমভক্তি চল হরষিত॥
ক্ষত্র ধর্ম্মে কৈল যত জীবের হিংসন।
সে সব সমস্ত পাপ খণ্ডিল এখন॥
আমার আজ্ঞায় এবে তপ গিয়া কর।
আর জন্মে পাবে আমা হয়্যা দ্বিজবর॥
বর পায়্যা হরষিতে প্রদক্ষিণ হয়্যা।
লড়িল মুচুকুন্দ গিরিগহ্বর তেজিয়া॥
দেখিল মনুষ্য পশু অতি বড় খর্ব্ব।
যুগ অনুরূপ খর্ব্ব হইয়াছে সর্ব্ব॥
তখনে জানিল সেই হৈল কলিকাল।
পাইয়া পরম ত্রাস চিন্তিল গোপাল॥
তবেত উত্তর দিগে করিল প্রয়াণ।
বদরিকাশ্রমে কৈল নারায়ণ স্থান॥
পরম সুন্দর মন্দার গোবর্দ্ধন।
তথাই থাকিল হরি করি আরাধন॥
এথা কৃষ্ণ পুনরপি আসি মথুরায়।
সেই তিন কোটী ম্লেচ্ছ বধিল হেলায়॥
আছিল প্রচুর যত তা সভার ধন।
দ্বারকা লইয়া গেলা কমললোচন॥
আপনার যত লোক কৈল নিয়োজিত।
বদলে পুরিয়া তাহা লয়্যা যায় নিত॥
হেনকালে পথমধ্যে রিপু জরাসন্ধ।
পূর্ব্ব অনুসারে সভে করিয়া প্রবন্ধ॥
পাছে পাছে দিল খেদা বীর বড় বড়।
তাহা দেখি যদুবর উঠি দেই রড়॥

হাসিয়া মগধেশ্বর বলে ডাক দিয়া।
যদুবংশে জন্মি কেন যাসি পলাইয়া ॥
প্রসন নামেতে আছে এক মহাচল।
সর্ব্বকাল বৃষ্টি তাহে হয় নিরন্তর ॥
হরিষে উঠিলা তাহে দুই সহোদর।
তাহা দেখি রিপু অতি হরিষ অন্তর ॥
বেড়িল পর্ব্বত গোটা আপনার ঠাটে।
আগুনি আনিয়া ভেজাইল শুষ্ক কাঠে ॥
প্রচণ্ড পবন অগ্নি উঠে ভয়ঙ্কর
ঠাস ঠুস করি খসি পড়িছে পাথর ॥
মৃগপক্ষ কোলাহল করে চারিভিত।
উড়িয়া পুড়িয়া পক্ষ মরে আচম্বিত ॥
তাহা দেখি রাম কৃষ্ণ বৈরি অগোচরে।
লাফ দিয়া পড়িলেন ভূমের উপরে ॥
এগার যোজন উচ্চ সেই ত অচল।
তবু ব্যথা না পাইল চরণ কমল ॥
বৈরি বঞ্চিয়া নিজ ধন জন লয়্যা।
আইলা দ্বারকা পুরী সিন্ধু পার হয়্যা ॥
এথা রাজা জরাসন্ধ কিছুই না জানে।
পর্ব্বত উপরে কৃষ্ণ আছে হেন জ্ঞানে ॥
মিছাই আনন্দ করি গেল নিজ স্থানে।
মাধব কহে কথা পুরাণ প্রমাণে ॥
এবে বলরামের বিভা কহিব বিদিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥

শ্রীরাগ।

অনর্থনামে একরাজ্য, তাহে নাজান আচার্য্য
তপ জপ হোম পরায়ণ।
সন্ধ্যাবন্দনাদি, দানধর্ম্ম নিরবধি,
ভক্তিভাবে পূজে দ্বিজগণ ॥
প্রজার পালনে রত, দেব ঋষি মুনি ভক্ত,
নিজ ধর্ম্মে পালে বসুমতী।
রাজার মহিমা যত, দশদিগ পুর্ণিত,
উপমা দিবার নাহি ক্ষিতি ॥
শুন লোক পূর্ব্ব কথন।
গলায় লাঙ্গল দিয়া, যেরূপে করিলা বিহা,
কহি শুন সে সব বচন ॥
সেই নৃপতির কন্যা, রূপবতী ক্ষিতি ধন্যা,
উপমা দিবারে নাহি স্থান।
স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবনে, সম নাহি রূপে গুণে,
সরস্বতী লক্ষ্মীর সমান ॥
উভে কন্যা সাত তাল, যুগরূপে শোভে ভাল,
পতিব্রতা নৃপতির সুতা।
বাড়ে কন্যা দিনে দিনে, নৃপতি ভাবে মনে,
ব্রহ্মা তাঁর ইষ্টদেবতা ॥
কারে কন্যা বিভা দিব, ব্রহ্মার ইঙ্গিত লিব,
এতেক চিন্তিয়া নরপতি।
সেই কন্যা সঙ্গে করি, ছাড়িয়া রৈবতগিরি,
গেলা রাজা যথা প্রজাপতি ॥
ব্রহ্মা বলে শুন রাজা, সাধিবে কেমন কাজা,
সন্ধ্যা করিয়া আসি আমি।
কহে দ্বিজ পূর্ণানন্দ, (১) গোপাল পদারবিন্দ,
নৃপতি এইখানে থাক তুমি ॥

বলরামের বিবাহ।

ব্রহ্মার মুহূর্ত্তে ষাটি সহস্র বৎসর।
ততকাল বসিয়া আছেন নৃপবর ॥
ব্রহ্মা বলেন নৃপতি কহ নিজ কাজ।
কি কারণে আইলা তুমি আমার সমাজ ॥
রাজা বলে কন্যা বিভা দিব আমি কারে।
তার সম্বিধান গোসাঞি করিবে আমারে ॥

---

(১) ইনি জনৈক শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গায়ক।

ব্রহ্মা বলে শুন রাজা আমার বচন।
ভারাবতরণে জন্মিবেন নারায়ণ ॥
তার জ্যেষ্ঠ বলরামে কন্যা দেহ বিভা।
ঘরে আইল নৃপবর এ কথা শুনিয়া ॥
হরষিত নৃপবর ব্রহ্মার বিধানে।
বলরামে কন্যা দিব কর শুভক্ষণে ॥
দূত পাঠাইয়া দিল দ্বারকা নগরে।
শুনিয়া সাজিয়া গেলা রাম দামোদরে ॥
শুভক্ষণ পাই কন্যা প্রদান করিল।
সভাকার মনে সুখ অধিক বাড়িল ॥
উভে সাততাল কন্যা অতি বড় খাট।
কান্ধে হাথ দিয়া রাম তাহা কৈল ছোট ॥
ভুবনমোহন রূপ বিজুলি প্রকাশ।
তাহা দেখি বলরাম মনে মনে হাস ॥
কন্যা সম্প্রদান রাজা করিল বিধানে।
সর্ব্ব সৈন্যে গেলা রাম আপনার স্থানে ॥
এবে আমি রচিব রুক্মিণী-স্বয়ম্বর।
মন অভিলাষে তাহা শুন সর্ব্বনর ॥
রাজরাজ অভিষেক নাহি ভাগবতে।
বিস্তারি কহিব তাহা হরিবংশ মতে ॥
তবে সে কহিব কথা হরণ প্রকার।
বড়ই রহস্যপূর্ণ প্রেমের বিকার ॥

রুক্মিণীর স্বয়ম্বর।

আছয়ে ভীষ্মক রাজা বিদর্ভনগরী।
রুক্মিণী তনয়া তার পরম সুন্দরী ॥
পঞ্চ সহোদর তার রুক্মী রুক্মিকেশ।
রুক্মীরথ রুক্মবাহু রুক্মমালী শেষ ॥
সভারে কনিষ্ঠ তিহ দুর্ল্লভ ভগিনী।
বিশেষ আপন গুণে সভার পরাণী ॥
বলবীর্য্যে নন্দ সুত বড়ই প্রবীণ
লোক মুখে এই কথা শুনে অনুদিন ॥
নজ পতি ভাবে তারে করিয়াছে মনে।
এথায় সে সব যুক্তি জ্ঞাতি বন্ধুসনে ॥
সবে তাহা নাহি মানে রুক্মী পাপমনা।
সহজে স্বতন্ত্র ভিন্ন সৃজিল মন্ত্রণা ॥
দমঘোষ নামে রাজা আছে চেদিপুর।
তার পুত্র শিশুপাল হয় মহাশূর ॥
সেইসে উচিত বর করিল নিশ্চয়।
আমার ভগিনী-যোগ্য আর কেহ নয়
এতেক বচন তার শুনি পুরজন।
ভয়ের কারণে কেহ না করে খণ্ডন ॥
পুত্রের অধীনে রাজা বার্দ্ধক্য সময়।
অন্তরে সন্তাপ মুখে বলে হয় হয় ॥
তবে ত রোষিত হয়্যা রুক্মী পাপাশয়।
বিভাঅনুবন্ধ কৈল জানিয়া হৃদয় ॥
গণক আনিয়া দিন করিল নিশ্চয়।
স্বয়ম্বর ঘর কৈল বিচিত্র আলয় ॥
অশেষ প্রকারে দ্রব্য করি আহরণ।
দূত পাঠাইয়া দিল নৃপতি সদন ॥
শুনিয়া নৃপতি সব স্বয়ম্বর কথা।
বিদর্ভ নগরে আসি মিলে সভে তথা ॥
ভ্রমিতে আসিয়াছিল কৃষ্ণ অনুচর।
আসিয়া কৃষ্ণের ঠাঁই কহিল সত্বর ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥

ধানশী রাগ।

সভামধ্যে বসিয়াছেন ত্রৈলোক্যের নাথ।
হেন কালে দূত আসি করে জোড় হাথ ॥
কটক সঙ্কুল বাটে বিষম সঙ্কট।
তেঞি আগমন ব্যাজ কি আর কপট ॥
শুন শুন মহাশয় দেব যদুবর।
দেখিল বিচিত্র বড় বিদর্ভ নগর ॥

তৃতীয় বাসরে রাজার কন্যা স্বয়ম্বর।
রুক্মীর আদেশে আইসে সর্ব্ব নৃপবর॥
সুবেশ সুন্দর নিন্দি মদন আকার।
দেখিতে জুড়ায় আঁখি লিখিতে অপার॥
নানা বিধ এক জুটি করিয়া সাজন।
চতুরঙ্গ দলবল বিশাল বাজন॥
অশ্ব কুঞ্জর আদি চলে পালে পাল।
ঘণ্টার টঙ্কার ঘাঘর উরমাল॥
যূথেযূথে দিব্যরথ ধ্বজ উচ্চতর।
নানা রত্ন বিভূষিত লম্বিত চামর॥
চোঙ্গে চোঙ্গে পদাতিক লড়ে ঘড়ে ঘড়।
রুণু ঝুনু কিঙ্কিণী ঘাঘর উভরড়॥
বিক্রমে কেশরী সম ধরে নানা কাছ।
খাণ্ডা ফরকায় কেহ বায়ুর উল্লাচ॥
চলিল সামন্ত হাথে মহিষাল ঢাল।
চুম্বুকি চামর পথে শোভে নেতফাল॥
নানামত পাইক ধায় সন্ধানে সন্ধান।
কামান কোদণ্ড বাণ টোন চোখ বাণ॥
লাখে লাখে রাহুত হাথী ঘোড়ার উপর।
নানাস্ত্র কাছিল অঙ্গে সানা টোপর॥
ফৌজে ফৌজে ধ্বজ বাণাধরে ভিন্ন ভিন্ন।
গাহুল বম্বল ছাতা পতাকা প্রবীণ॥
বড়ই তুমুল কিছু না শুনি শ্রবণে।
গানে মাধব ধূলী পুরিল গগনে॥

পয়ার।

সকল পৃথিবী পালে মিলিয়াছে সভা।
নাজানি কেমন মতে হয় সেই বিভা॥
দেখিতে বড়ই সাধ লাগে আমা সভা।
যদি আজ্ঞা কর গোপাত্রি সাজিয়া যাইব॥
নিরুৎসব হয়্যা কেন একান্তে রহিব।
মিলিয়া সমাজে রঙ্গ বসিয়া দেখিব॥
চর মুখে মহাশয় শুনি এত বাত।
হৃদয়ে লাগিল যেন গুরু শল্য ঘাত॥
কৃপায় গোবিন্দ মন পাতিল গমনে।
অগ্রজ সহিত পুরি থুয়্যা উগ্রসেনে॥
তবে সকরুণ হয়্যা বলে পিতামহে।
তোমার বিচ্ছেদ তিল মাত্র নাহি সহে॥
এতেক শুনিয়া প্রভু হসিত বদন।
লড়িল বিদর্ভপুরে পবন গমন॥
রবি অস্তাচল গত সন্ধ্যার উদয়।
রাজ সভা প্রবেশিল হেনই সময়॥
সভজে অসুর জাতি পরম রৌরব।
শত্রুবুদ্ধি করি কৃষ্ণে না কৈল গৌরব॥
সিংহাসনে বসিয়াছে আপনার সুখে।
লোক ব্যবহারে প্রভু পাইল বড় দুখে॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

ধানশী রাগ।

শ্রীযদুনন্দন, রিপুঅরি বন্ধন,
রোষে রজগুণধারী।
অরিকুল ভীষণ, সুখদ নিজাসন,
অচির বিচিন্তন-কারী॥
রঙ্গে চলহ বসুদেবনন্দন পরপুর লঙ্ঘন শালী
পক্ষ কুলে নিরুপম, কম্পিত ত্রিভুবন,
জানে প্রভু বনমালী॥ ধুয়া॥
বিহগ অধিপতি, বিহরতি বেগগতি,
অতিথর সমর বিহার।
ক্ষুধা নিরন্তর, অম্বিক মহীধর,
তরুগৃহ ভঙ্গ অপার॥
চেদি অধীশ্বর, আদি সভাগর,
মুরহর বিপ্রক্তিপম।

ভয়ে নাহি ভেল ত্রাণ, সহিত বয়াসন,
ক্ষিতি নিপতিত অবসন্ন ॥
গানে মাধব, বৈরি-পরাভব,
আয়ত বাহন বীরে।
নানা অভরণ, বিভূষণ মোহন,
পীবর দিব্য শরীরে ॥

পয়ার।

তরুণ তপন দ্যুতি অরুণ সোদর।
পাখ নখ বিধূত বিশদ বিষধর ॥
উড়িয়া পড়িয়া বীর সভাবিদ্যমানে।
অধোমুখী রিপুচক্র ভাবে মনে মনে।
এইত আসিতে আজি দিল এত লাজ।
না জানি এখন কৃষ্ণ করে কোন কাজ ॥
প্রভুরে নোঙায়্যা মাথা করে জোড় হাথ।
দাস-মুখী হরষিতে বলে গোপীনাথ ॥
ভালই আইলে তুমি শুন পক্ষবর।
অবিলম্বে চল কৃতকৌষিকের ঘর ॥
স্বয়ম্বর দেখিব রহিয়া সেই খানে।
এতেক বলিয়া প্রভু করিলা গমনে ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা ভক্ত দুই রাজা।
পাদ্য অর্ঘ্য লয়্যা ধায়্যা কৈল তার পূজা ॥
পরম সানন্দ মনে করাইল প্রবেশ।
বিচিত্র প্রাসাদে পীঠ যোগাই বিশেষ ॥
সুবাসিত জলে পাখা লল দুই পা।
কেহ কেহ করে শ্বেত চামরের বা ॥
কেহ পরাইতে আছে অমূল্য বসন।
মাল্য অঙ্গলেপে কেহ অগুরু চন্দন ॥
চতুর্ব্বিধ অন্ন পানী দিল সাতরসে।
অনেক যতনে পান মনের হরষে ॥
ভোজনের শেষে করাইল আচমন।
মুখ বাস দিয়া শেষে করাইল শয়ন ॥
পরম সানন্দে আসি বঞ্চি ভ্রাতৃবাসে।
যেন ত্রিলোচন সুখে বঞ্চেন কৈলাসে ॥
গরুড় প্রধান করি যত পরিবার।
প্রভুর সমান পূজা করিল সভার ॥
তবে দুই সহোদর করি অনুমানে।
কৃপায় গোলকনাথ আইলা মোরস্থানে ॥
এ হেন প্রভুরে আমি দিব কোন্ বৃত্তি।
আপন সহিত রাজ্য করিব অতিথি ॥
এতেক চিন্তিয়া প্রভু পাশেত আসিয়া।
বলিতে লাগিল প্রেমে সকরুণ হয়্যা ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥

পুরবী রাগ।

আজু হামু জনম ধরল, আজু হামু জনম ধর:
সফল তনু হরল দুখ গুরুআ।
আজু সুপিরিত, ভেল যতেক পিত,
দশদিগে লোক যশ ভরুআ ॥
গোপাল তোরি চরণ সুর দুলুহা।
কমলা ভবন, তিন লোক পাবন,
কিরিপা মেরি ঘরে সুগুহা ॥ ধুয়া ॥
পরমানন্দ পরম, পদ দায়ক,
ভকত কাম অবতারিয়া।
কহতি মাধব, কৃপাময় যাদব,
হামু তেরি প্রেম ভিখারিয়া ॥

পয়ার।

শুন শুন মহাপ্রভু দেব যদুপতি।
এক নিবেদন করোঁ কর অবগতি ॥
চামর ব্যজন ছত্রধ্বজ সিংহাসন।
সেবন বাহন আদি ভাণ্ডারের ধন ॥

আমা হুঁতা সহিত সকল রাজ্যখণ্ড।
আপনার হেন জানি ধর নিজদণ্ড॥
আমি যে করিব তাহে কেবা প্রতিবন্ধ।
আছুক আনের কাজ নারে জরাসন্ধ॥
পূর্ব্বে হেন মন্ত্রণা করিল বীর গণে।
স্বয়ম্বরে গোবিন্দ না আসিব অভিমানে॥
আমি সব থাকিব নৃপতি সিংহাসনে।
নীচ আসনে কৃষ্ণ থাকিব কেমনে॥
এতেক শুনিয়া সেই বিদর্ভ ঈশ্বর।
আমা সহ যুক্তি করি বান্ধিল এক ঘর॥
ইহাতে রহিয়া কৃষ্ণ করিব বিশ্রাম।
খণ্ডিবেক অপরাধ নহিব সংগ্রাম॥
কহিলুঁ তাহার কথা তোমার চরণে।
পরিণামে সেই ফল ধরিল এখনে॥
দেবের দেবেন্দ্র তুমি বিদিত সংসারে।
নরেন্দ্র হইলে প্রভু তুমি লোকাচারে॥
সভামধ্যে নহে যেন সাজন সঙ্কট।
খণ্ডুক সকল লাজ কি আর কপট॥
আপনা আপনি আজি কর অধিবাস।
কালি সিংহাসনে বসি করিহ প্রকাশ॥
হেনকালে আকাশে হইল এক ধ্বনি।
নরের আসনে না বসিহ যদুমণি॥
দিব্য সিংহাসন ইন্দ্র পাঠাইব এখন।
ছত্র চামর আদি মণি আভরণ॥
নিজ রাজ্য দিয়া তুমি করহ পিরিত।
শুন কৃতকৌষিক এই সে উচিত॥
সকল নৃপতি মেলি কর অভিষেক।
হইব তাহাতে লোকের পরতেথ॥
এই মহা মহোৎসবে না আসিব যেই।
নিশ্চয় কৃষ্ণের বধ্য হইবেক সেই॥
এতেক বলিতে চিত্রাঙ্গদ নামে দূত
সিংহাসন লইয়া আইল প্রস্তুত॥

নানারত্ন বিভূষিত নানা মণিময়।
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত উচ্চ অতিশয়॥
দুকূল বেষ্টিত ছত্র চামর সহিত।
মণি আভরণচয় ফুলের গ্রহিত॥
তাহা দেখি উল্লাসিত ভ্রাতৃদুইজন।
নৃত্য গীত বাদ্য করে পুষ্পবরিষণ॥
ভক্ত অভিলাষ প্রভু না করে খণ্ডন।
শুভগন্ধ অধিবাস করিল তখন॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

পঠমঞ্জরী রাগ।

রহি যদুবীর কিঙ্কর মন্দির,
বড় উল্লাসিত মনে।
দুষ্ট সব রিপু-জাল, হৃদয়ে বিন্ধিল শাল,
যুক্তি করয়ে জনে জনে॥
প্রথমে প্রবন্ধ, কহে জরাসন্ধ,
শাস্ত্র জ্ঞান মন্ত্রীর প্রধান।
যেন সুররাজে, আপন সমাজে,
বসি করে অনুমান॥
শুন নৃপগণ, আমার বচন,
কি বুদ্ধি করিব এখন।
নন্দের সুন্দর, আইল স্বয়ম্বর,
না বুঝি ভাল কারণ॥
একা যদুপতি, বালক মুরতি,
গোমস্থ দোহন কালে।
পদ বিহরণে, করিল যেমনে,
তাহা জানে ভালে ভালে॥
অধিক এখন, গরুড় বাহন,
অপর বীর সহায়।
বুদ্ধি অনুমানে, কন্যার হরণে,
সাজিয়া আইল এথায়॥

হুহাঁর মহারণ, সহিব কোন জন,
সভে ভঙ্গ দিব ভয়ে।
যদি সুর রায়, আপনি সহায়,
তবু ধ্রুব পরাজয়ে॥
পূর্ব্বকালে যেই, বরাহরূপ হই,
রাসাতলগত মহী।
হেলে দন্ত দিয়া, তোলে উপাড়িয়া,
হিরণ্যাক্ষ অন্তক এহি॥
বামন বটুরূপে, পাতালে বলি ভূপে,
বান্ধিল সেই সত্য পাশে।
নৃসিংহ রূপ ধরি, বহুত ভয়ঙ্করী,
হিরণ্যকশিপু বিনাশে॥
পরশুরাম পুন, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন,
দাশরথী দশ মুখী।
বিষ্ণু মূর্ত্তি স্বামী, বলি কালনেমী,
এবে কৃষ্ণ-তনু সুখী॥
বৃন্দাবনচারী, গোপ বেশধারী
খেলিয়া বালক বেশে।
বধি বিসম্বাদী, চানুর প্রলম্বাদি,
কংসাদি হিংসিল শেষে॥
দেবদেব বর, গোকুল ঈশ্বর,
অনন্ত অনাদি অগাই।
সংসার কারণ, সত্য সনাতন,
পূর্ণানন্দ জলশায়ী॥
অজয় অভয়, সেই মহাশয়,
দৈত্য কুলান্তককারী।
দৈবকী জঠরে, স্থান কুতুহলে,
মধুপুরে অবতারী॥
গরুড় বাহন, বিদিত করণ,
কি বহু ভণিব আর।
তমু তাঁর স্থিত, এথা অনুচিত,
সংবককে বিচার

পয়ার।

তাহার পশ্চাৎ বলে শোণিত নৃপতি।
এক বাক্য বলিতে আমার আছে মতি॥
আছুক পূর্ব্বের কাজ কি দেখলে আজি।
পাকসাটে গরুর কাঁপাইল রাজ্যি॥
তাহাতে চড়িয়া বাণ জুড়িব যখন।
কাহার শকতি আছে সহে এই রণ॥
জরাসন্ধ রাজা এত কহে অনাগত।
বুঝিয়া দঢ়াও সভে করিবে কেমত॥
এ কথা শুনিয়া তবে বলে দন্তবক্র।
আমি ইথে দেখি হেন শুন রাজচক্র॥
জরাসন্ধ সুনীতি কহিল এই বাণী।
নিজ নিন্দা লাগিয়া যুঝিব মিথ্যা কেনি॥
দেব দৈত্য মিলনে অবশ্য হয় কলি।
এবা আশে রণে নাহি-আইসে বনমালী॥
যথা রণ করে তথা যায় একেশ্বর।
এথা রঙ্গ দরশনে বহু পরিকর॥
দেবের দেবতা কৃষ্ণ বড়ই প্রসন্ন।
বিশেষ অভয় পাব জানিয়া প্রপন্ন॥
তাঁর সনে বিরোধে কার্য্য নহিব কুশল।
প্রীতিপূর্ব্বক থাকি এই সে নিশ্চল॥
পাদ্য অর্ঘ্য লয়্যা সভে চল যাই তথা।
অবিলম্বে আনিয়া অতিথি করিব এথা॥
এ বোল শুনিয়া শাম্ব উঠিল কুপিয়া।
বক্র নয়নে তবে বলিছে ডাকিয়া॥
ধিক-ধিক-বৃথা তনু ধর তুমি সব।
নিজ নিন্দা লাগি কর অন্যের প্রস্তাব॥
মহাকুল প্রসূত আপনি মহাবল।
তবু অস্ত্র ছাড়ি ভয়ে হইলা বিকল॥
মজাইল ক্ষত্রধর্ম্ম আপনা আপনি।
কাপুরুষবদনে নিঃসরে কাকুবাণী॥

আমি কি জানিব সেই দেব যদুমণি।
অনাদি অনন্ত বিভু সভে জানি শুনি॥
দৈবকী নন্দন ছলে পৃথিবী প্রকাশ।
ভারাবতরণে আমা সভার বিনাশ॥
পূতনা নিধন আদি যত বা চরিত।
তিল এক নহে সেই আমার অবিদিত॥
তমু তার সহিত করিয়া মহারণ।
দাবাগ্নি পুড়িয়া যায় বৈকুণ্ঠ বদন॥
যার যেন যত থাকে কভু নহে মিছা।
এই পরতত্ত্ব কে করিব আনে ইচ্ছা॥
এতেক জানিয়া আর না করিহ ভীত।
ধর পরাক্রম কেন করিব পিরিত॥
দুঃখিত ভীষ্মক রাজা এ সব বচনে।
কিছু নাহি বলে দুই পুত্রের কারণে॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

রামকিরি রাগ।

সভারে নির্ভয় রুক্মী নৃপতি সম্পদে।
অধিক যৌবন বলে ধরে বীর মদে॥
কুল শীল মতে বলে সুর অভিমানী।
করিল কৃষ্ণেরে দ্বেষ না দিব ভগিনী॥
দুঃখিত ভীষ্মক রাজা ভাবে মনে মনে।
পুত্র হারাইল আমি কন্যার কারণে॥
শৃগাল নৃপতি রণে বীর পুরবাসী।
নিমিষে করিল ভস্ম যেন তুলা রাশি
ইন্দ্র নিন্দিয়া বৃন্দাবনে গুরু গিরি।
বাম করে তুলিয়া গোবিন্দ নাম ধরি॥
জলকেলি দহিল দারুণ কালিনাগে।
হেলায় নাশিল কেশি আদি বীর ভাগে॥
গোমন্থ দাহনে জিনিল বহু সৈন্যে।
তমু গুরুপুত্র আনি বধি পঞ্চজন্যে॥
এ সব চরিত্র যার বিদিত সংসারে।
তার সনে বাদ করি কে পারে নিস্তারে॥
আপন কুমতি পুত্র মজাইল আপনা।
গানে মাধব রাজা বড়ই বিমনা॥

পয়ার।

যে হকু সে হকু পুত্র মা বাপের প্রাণ।
তমু পরিত্যাগ হেতু করি অনুমান॥
দন্তবক্র নৃপের বচনে কৈল ভর।
পূজিয়া আপন ঘরে প্রভু যদুবর॥
প্রণত দেখিয়া প্রভু না করিব রোষ।
কৃপার সাগর সেই খণ্ডিবেক দোষ॥
নহিব পুত্রের বধ হইব সদয়।
করিব উৎসব সুখ হইয়া নির্ভয়॥
এতেক ভাবিতে হৈল রজনী প্রভাত।
উদয় করিয়া উঠে দিনকর নাথ॥
রহিয়া স্তাবক সব বাহির দুআরে।
প্রবোধ করিয়া যশ গায় উচ্চস্বরে॥
তবেত কৌষিক রাজা ছাড়িয়া শয়ন।
দন্ত ধাবন করি পরিয়া বসন॥
রাজ সভা মধ্যে আসি হৈল উপনীত।
কহিতে মনের কথা সভার বিদিত॥
হেনই সময়ে তথা কৌষিক আদেশে।
পত্র মাথে করি দূত আসিয়া প্রবেশে॥
অবিলম্বে পত্র দিয়া লোটাইল মাথা।
পঠন পূর্ব্বক ব্যক্ত হৈল সর্ব্ব কথা॥
প্রথমে প্রশস্তি বহু লিখিল সুসার।
পশ্চাৎ কুশল স্তুতি কার্য্য বিচার॥
গরুড় সহিত কৃষ্ণ আইলা নিজাগারে।
আমার অগ্রজ কৃষ্ণ হৈল বৈনতারে॥
ভাগ্যে তুমি এথা আসি হইলে অতিথ।
কোন বৃত্তি দিয়া তোমা করাব পিরিত॥

রত্ন সিংহাসন দেও লহ মহাশয়।
অভিষেক করোঁ কালি যদি আগু হয়॥
হেনকালে আকাশে হইল দৈববাণী।
নরের আসনে না বসিহ যদুমণি॥
দিব্য সিংহাসনে ইন্দ্র পাঠাব এখন।
ছত্র চামর আদি নানা অভরণ॥
নিজ রাজ্য দিয়া তুমি করহ পিরিত।
শুন কৃতকৌষিক এই সে উচিত॥
সকল ভূপতি মেলি কর অভিষেক।
হইব মঙ্গল ইথে লোকের অনেক॥
এই মহা মহোৎসবে না আসিব যেই।
নিশ্চয় কৃষ্ণের বধ্য হইবেক সেই॥
এতেক বলিতে চিত্রাঙ্গদ নামে দূত।
সিংহাসন লইয়া আইলা প্রস্তুত॥
নানা রত্ন বিভূষণ সর্ব্বরত্ন ময়।
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত উচ্চ অতিশয়॥
সুরপতির বিধান না যায় খণ্ডন।
তেকারণে তোমা সভা কৈল নিবেদন॥
কালি অধিবাস হৈব আজি অভিষেক।
বৈকুণ্ঠ অধিক সুখ ক্ষিতি পরতেখ॥
মিলিয়া সত্বরে সভে আইস অবিলম্ব।
পাইবে অভয় মিছা না করিহ দম্ভ॥
পত্রের উত্তরে তারা চিন্তিল হৃদয়।
পুনরপি হৈব বাণী যদি সত্য হয়॥
তবে ঊর্দ্ধ থাকি সেই দূত চিত্রাঙ্গদ।
ডাকিয়া বলিল দৈত্যগণ তেজ মদ॥
আপনি অমরপতি কৈল সম্বিধান।
প্রভুসনে বৈরিভাবে নাহি পরিত্রাণ॥
প্রণত বৎসল রাম অনাথ শরণ।
প্রীতিপূর্ব্বকে থাক হইয়া মিলন॥
নরের দেবতা নৃপ নৃপের অমর।
আমি সুরপতি তিঁহ আমার ঈশ্বর॥
নরের উৎসবে দেবের নাহি দায়।
তথাপি জানাইব তাহা দেখিব এথায়॥
তুমি সব গিয়া কৃতকৌষিক সহিত।
অভিষেক কর গিয়া নারদ পুরোহিত॥
জরাসন্ধ দন্তবক্র শোণিত প্রবল।
এই চারিজন থাকি রাখ রঙ্গস্থল॥
এ বোল শুনিয়া শাপ ভয়ের কারণ।
ভীষ্মক প্রধান করি লড়ে জনে জন॥
এথা নরপতি কৃতকৌষিকীর পুরে।
দিব্য ধ্বজ সকল পতাকা উড়ে দূরে॥
পুষ্প তোরণ ফল রম্ভাযুত পূগ।
দ্বারে দ্বারে আরোপিত কুম্ভ যুগ যুগ॥
অতিশয় মনোহর অভিষেক স্থান।
নানা রত্নময় বেদী বিবিধ নির্ম্মাণ॥
নৃত্য গীত হুলাহুলী বাদ্য জয়কার।
উল্লাসিত সর্ব্বলোকে রাজ পরিবার॥
আকাশে দেবতাগণ গন্ধর্ব্ব অপ্সরে।
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বাদ্য পুরে॥
অতি উচ্চতর নাদ কম্পিত ভুবন।
শুনিয়া বিস্মিত পথে সেই রাজগণ॥
সত্বর গমনে সভে মিলিল তথায়।
পাদ্য অর্ঘ্যে কৌষিক পূজিল সভায়॥
তবেত একত্র হয়্যা সকল ভূপালে।
শুভক্ষণে অভিষেক করেন গোপালে॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

শ্রীরাগ।

রঙ্গে ঐরাবত গতি, অমর সুরপতি,
নিজ পরিবারের সংহতি।
গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ, জয় জয় সর্ব্বজন,
আপনি দুন্দুভি বাজে অতি॥

রাজ রাজেশ্বর হৈল দৈবকীনন্দন।
শুভ অভিষেক কৃতকৌষিক ভূষণ॥
কুম্ভরূপে অষ্টবিধি, ঘন সম নিরবধি,
আপনি ধরয়ে শুভ বিধি।
অষ্ট লোকপাল তহি, নিজ দিগে দিগে রহি,
করপুটে করে সিদ্ধি সিদ্ধি॥
ক্ষিতি নরপতিগণ, গন্ধপুষ্প চন্দন,
অমূল্য রতন কাঞ্চন।
সিতপীত মনোরম, কস্তুরি কুঙ্কুম চন্দন,
হরিষে বরিষে পরিপূর্ণ॥
সুরমুনি কিঙ্কর, গন্ধর্ব্ব অপ্সর,
স্তুতি করে মনের পিরিত।
নারদ পুরোহিত, প্রেম রঙ্গে উল্লাসিত,
দ্বিজ মাধব বিরচিত॥
বাস বিভূষণে, মাল্য বিলেপনে,
সাজাই নাথ মুরারি।
রাজ্য সমর্পিয়া, কৃতকৌষিকিয়া,
হইলা প্রেম ভিখারি॥
বিচিত্র সিংহাসনে, বসিয়া নারায়ণে,
দণ্ডছত্র শিরে ধরি।
বীর ভাগে সব, মহামহোৎসব,
বেড়িয়া রহে সারি সারি॥
বামে সমারূঢ়, বাহন গরুড়,
সুন্দর নর আকৃতি।
দক্ষিণে রসিক, কৃতকৌষিক,
সাত্যকি আদি জ্ঞাতি॥
চামর ব্যজন, করে রাজগণ,
সেবন করয়ে অদূরে।
ভূপতি সমাজে, শোভে যদুরাজে,
যেন ইন্দ্র সুরপুরে॥
দেবদেব মণি, প্রভু চক্রপাণি,
কৌতুকে নর বিহারী।
মাধব বিরচন, পূর্ণ সনাতন,
ভক্ত কৃপা অবতারী॥

পয়ার।

তবেত্ত কৌষিক রাজা করিয়া প্রণতি।
বলিতে লাগিল প্রভু গোবিন্দের প্রতি॥
শুন শুন মহাপ্রভু দেবচূড়ামণি।
এক নিবেদন করোঁ পড়িয়া ধরণী।
অবুধ এ নৃপগণ মনুষ্য গেআনে।
যত অপরাধ কৈল তোমার চরণে॥
ক্ষেমিব সকল দোষ আমার পিরিতি।
কৃপার সাগর তুমি অগতির গতি॥
এবোল শুনিয়া হাসি বলেন ভগবান্।
শুন নৃপ চক্র হের কহি বিদ্যমান॥
সামান্য জনেরে আমার নাহি জন্মে ক্রোধ।
বিশেষ ক্ষত্রিয় জাতি দাম্ভিক দুর্ব্বোধ॥
তেঞি তোমা সভাকারে না করিব ক্রোষ।
তোমার সমাজে আসি আমার এ দোষ॥
আপনার সুখে গিয়া কর স্বয়ম্বর।
কন্যার বিঘ্ন করে যে পাতকী সেই নর॥
এতেক উত্তর দিলা কমললোচন।
কৌষিকের মুখ চাহি বলিল বচন॥
হেনকালে তথায় ভীষ্মক নরপতি।
প্রণাম করিয়া কহেঁ সলজ্জিত মতি॥
শুন প্রভু মহাশয় করোঁ নিবেদন।
বালক উন্মত্ত মোর মতি দুষ্ট মন॥
সেই সে ভগিনী বিভা না দেই তোমারে।
তিল এক মোর দোষ নাহি স্বয়ম্বরে।
আপনি জানিয়া প্রভু ক্ষম অপরাধ।
কৃপার সাগর প্রভু করিবে প্রসাদ॥
এ বোল শুনিয়া কৃষ্ণ বলেন পুনর্ব্বার।
কহিল সকল রাজা বুড় অব্যভার॥

বালক হইয়া যেবা রাজচক্রজালে।
আর বা কেমন কার্য্য করে যুবা কালে॥
দিগে দিগে হস্তী ঘোড়া কটক প্রয়াণে।
কিছুই না জানে রাজা বড় অগেআনে॥
সকল রাজার পূজা কৈল সমুচিত।
আমার গমনে হৈল তোমার অবিহিত॥
আমার বচনে রাজা কর অবগতি।
সেই পাত্রে কন্যা দেহ যে হয় উচিতি॥
সভয় ভীষ্মক রাজা শুনি এই বোল।
স্তুতি করে অতিশয় প্রেমে উতরোল॥
দেব লোকে নর লোকে তুমি একপতি।
অজ্ঞানে বিজ্ঞানে চক্ষু দেহ মহামতি॥
নাদেও বিবাহ মোর নাহি কোন দোষ।
পরিত্রাণ কর গোসাঞি না করিহ রোষ॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু কহে মনোনীত।
শুন নৃপবর তুমি বড় অনুচিত।
আপনার কন্যা দিতে যারে মন লয়।
তাহা বিধি করিতে আমার কোন দায়॥
সবে এক বোল আমি জানি সুনিশ্চয়।
রুক্মিণী সুন্দরী কভু নর রূপা নয়॥
পূর্ব্বে মেরুকুটে নর দেবতা মিলিয়া।
প্রতি অংশে অংশে এক রমণী সৃজিয়া॥
তবে হেন কৈল তারে শুন গো ঈশ্বরী।
পতিসঙ্গে রঙ্গে জন্ম লভ মর্ত্ত্য পুরী॥
ভীষ্মক রাজার ঘরে জনম লভিহ।
লোক ব্যবহারে বর মাধবে রচিহ॥
কহিল ভাঙ্গিয়া লক্ষ্মী জন্মিল আপনি।
সহস্র জনেরে বিভা দেহ তমু জানি॥
স্বয়ম্বর কর তাই বড়ই দূষণ।
গরুড় আসিয়া বিঘ্ন কৈল তেকারণ॥
আমিহ দেখিতে আইলাম শুনি এই কথা।
না বলিহ অপরাধ না ভাবিহ ব্যথা॥
আতিথ্য করিয়া আমা কৃতকৌষিক ত।
আপনা সহিত রাজ্য দিলেন বিহিত॥
এ সকল ফলে তার যতেক পুরুষ।
ভবিষ্যৎ পাপ আদি যতেক কলুষ॥
স্বর্গেতে করিব বাস পরম হরিষে।
আপনি পাইব আরো যেবা আগে পাশে॥
আর যতেক রাজা এই অভিষেকে।
পরম আনন্দে সেই যাইব স্বর্গ লোকে॥
এতেক বলিয়া প্রভু সভা বিদামান।
গরুড় বাহনে গেলা রথ সন্নিধান॥
হেনই সময়ে তথা সকল ভূপালে।
ভিন্ন এক আর মূর্ত্তি দেখিল গোপালে॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা এক চিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত॥

ভীষ্মকের বিনয়।

ধানশী রাগ।

সহস্র শিরের সাধি. সহস্র কিরীটি ধরী,
লোহিত সহস্রেক আঁখি।
মাধাই নিতা সঙ্গন কায়।
আদি স্বায়ম্ভুব মূর্ত্তি অপরূপ দেখাই বীর-
সভায়॥ ধ্রু॥
প্রচণ্ড সহস্র করে, সহস্র আয়ুধ ধরে,
সহস্র পদ পঙ্কজে।
তহি সহস্র নূপুর বাজে॥
দিব্য বাস আভরণে সুগন্ধি লেপনে,
দিব্য মাল্য বিভূষণে।
দিব্য মোহন মাধব গানে॥

পয়ার।

এইরূপ ভীষ্মক দেখিয়া নারায়ণে।
অনেক স্তবন করি পূজে নানা ধনে॥

তবে গরুড়ের প্রতি হয়্যা সবিনয়।
বিস্তর স্তবন করে মনের ইচ্ছায়॥
যবে প্রভু রথে চড়ি করিলা প্রয়াণ।

* * * *

নৃপতি সমাজে বলে জুড়ি দুই কর।
এখনে আমার আর নাহি স্বয়ম্বর॥
ক্ষেম অপরাধ মোর সব নৃপবর।
এতেক বলিয়া পূজা কৈলা সভাকার॥

* * * *

চলিল নৃপতি সব যেই যথাকার॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

রুক্মিণী দূত বাক্য।

পয়ার।

তবে পুনরপি রুক্মী স্বতন্ত্র হইয়া।
উদ্যোগ করিল দিতে ভগিনীর বিয়া॥
শিশুপাল বর এক করিল নিশ্চয়।
সেই সব নৃপচক্র আনি সভাকায়॥
শুনিয়া রুক্মিণী দেবী সেই সব কথা।
বজ্রাঘাত সম মনে পাইল বড় ব্যথা॥
ক্ষণেক রহিয়া দেবী ভাবিল অন্তর।
গুপ্তভাব আনিলেন কুলের দ্বিজবর॥
প্রণাম করিয়া তাঁর ধরিলা চরণ।
বলিতে লাগিল শেষে করিয়া রোদন॥
শুন শুন দ্বিজবর কহিয়ে তোমারে।
এবার সঙ্কটে রক্ষা করিবে আমারে॥
দ্বারকায় শীঘ্র তুমি করহ গমন।
কহিবে প্রভুর পায় আমার বচন॥
কি কহিব তাহা সব তোমায় বিদিত।
পাপ ভাই রুক্মীর মন্ত্রণা যেই রীত॥
এতেক বচনে দ্বিজ ব্যথিত হইয়া।
পবনের গতি জিনি চলিল ধাইয়া॥
দ্বারকায় আসিয়া অতিথি ব্যবহারে।
দ্বারী মুখে জানাইয়া গেল অভ্যন্তরে॥
রত্ন সিংহাসনে ছিলা ত্রৈলোক্য ঈশ্বর।
দেখিয়া ব্রাহ্মণ প্রভু উঠিলা সত্বর॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী মধুপর্কদানে।
অতিথি বেভারে পূজা করিলা বিধানে॥
ভোজন করায়্যা পা জাঁতিয়া শয়ান।
তবে ধীরে ধীরে প্রভু জিজ্ঞাসে বচন॥
কোন দেশে বৈস দ্বিজ কি তোমার নাম।
কে পাঠায়্যা দিল এথা আইলা কিবা কাম॥
কৃষ্ণের বচন যদি হৈল অবশেষ।
কহিল রুক্মিণীর কথা বরিয়া বিশেষ।
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত॥

পাহিড়া রাগ।

তোঁহারে স্মরণে তনু, প্রাণী তাপ নাহি জানু,
দরশনে সব ধন পাই।
শুন এই গুণরূপ, মন মেরি বীর ভূপ,
হরিয়া লইল তোহে ধাই॥
যদু নাথ হে রুক্মিণী তুআ পায়।
অবিরত প্রণিপাতে, করপুটে করি মাথে,
ক্ষিতিতলে লোটাইয়া কায়॥
যেবা কুলবতী কন্যা, হয় বিধিমতে ধন্যা
কেবা তোমা না বরে মুরারি।
রূপে গুণে যৌবনে, কুলে শীলে বিদ্যাধনে,
অনুমান হৃদয়ে বিচারি॥
কিবা হরণ দানে, দেব দ্বিজ গুরুমানে,
থাকি আরাধিয়া পদ তেরা।

যবে গদাগ্রজ পাণি, গ্রহণ করিবে জানি,
আন নহিব পতি মেয়া ॥
তুমি দেব শ্রীধর, অখিল ভুবনেশ্বর,
ভকত সদয় কৃপা ধারা।
দ্বিজ মাধব ভাষে, আন দাসী নিজ পাশে,
প্রসন্ন বিহরি অবতারা ॥

মুঞি অনাথিনী নারী করোঁ নিবেদন।
পদ ছায়া দেহ আসি যদি লয় মন ॥
কালি যেন বিবাহ আসিবে হেন দিন।
গুপ্ত ভাবে কত সৈন্য লইয়া প্রবীণ ॥
শিশুপাল জরাসন্ধ শাল্ব দন্তবক্র।
শোণিত পৌগণ্ড আদি জিনি রাজচক্র ॥
হরিয়া লইবে আমা রাক্ষস বিভায়।
সভে বীর্য্যাপন্ন ইথে গণিবে ইহায় ॥
যদিবা বলিবে হেন প্রভু গদাধরে।
তুমিত থাকিবা অন্তঃপুরের ভিতরে ॥
বাহিরে বেড়িয়া থাকিব যত বীর ভাগে।
কোন মতে আমি গিয়া পাব তাঁর লাগে ॥
তার উপদেশ আমি কহি সারোদ্ধার।
আমা সভাকার হেন আছে কুলাচার ॥
অধিবাস দিনে করি চণ্ডিকা পূজন।
বাহির উদ্যানে সেই চণ্ডিকা ভবন ॥
সখীগণ সঙ্গে আমি যাইব তথায়।
রথে তুমি লইবে আমা হেনই সময় ॥
যদি বা সদয় মোরে নহিব শ্রীবাস।
তবু তোমা প্রতি আমি নহিব নৈরাশ ॥
করিয়া কঠোর তপ তেজিমু জীবন।
যতদূর প্রসন্ন হয় কৃষ্ণের চরণ ॥
যার পদ রেণু আশ্রয় করে মহাজন।
আমার কি দায় বিফল পঞ্চানন ॥
হেন প্রভু ছাড়ি বাপ করে অন্য বর।
বিফল যৌবন তার বিফল সকল ॥
শুন শুন জগন্নাথ কমললোচন।
কহিলু তোমার পায় রুক্মিণী বচন ॥
বুঝিয়া আপন মনে যে হয় উচিত।
না কর বিলম্ব তাহা করহ ত্বরিত ॥
রুক্মিণী সংবাদ পায়্যা দেব গদাধর।
হাসি হাসি বলে কৃষ্ণ ধরি দ্বিজকর ॥
অবগতি কর দ্বিজ কহি বিদ্যমান।
জানিহ রুক্মিণী গৃহে আমার পয়াণ ॥
তাহার চিন্তায় মোর নাহি নিদ্রালেশ।
যতেক বৃত্তান্ত এই কহিল বিশেষ ॥
করিয়া সংগ্রাম জিনিয়া রিপুবল।
আনিব রুক্মিণী রত্ন অতি সুনিশ্চল ॥
এতেক বলিয়া প্রভু সভার গোচর।
বিবাহ নক্ষত্র যোগ জানিল অন্তর ॥
দারুকে আনিয়া বৈল রথ সাজি আন।
অবিলম্বে সেই আনি যোড়াইল যান ॥
সব্য সুগ্রীব মেঘ পুষ্কর নামক।
এ চারি রঙ্গ যার সুচারু বাহক ॥
কর জোড়ে দারুক দাণ্ডায়্যা বিদ্যমান।
ভবন ছাড়িয়া হৈল প্রভুর পয়াণ ॥
সারথী সহিত রথ অপূর্ব্ব সাজনে।
দ্বিজ সঙ্গে রঙ্গে রথে কৈল আরোহণে ॥
দ্বারকা ছাড়িয়া প্রভু বিদর্ভ নগরে।
আইলা একই রাত্রি হরিষ অন্তরে ॥
এথায় ভীষ্মক রাজা পুরোহিত লয়্যা।
নিজ কুলাচার করে আনন্দিত হয়্যা ॥
বিবিধ প্রকারে হৈল পুরের নির্ম্মাণ।
সজ্জ পত্র আহরিল যার যেই স্থান ॥
মিলিয়া রমণীগণ হরিষ অপার।
রুক্মিণী লইয়া করে মঙ্গল আচার ॥

বাম করে সূত্র বান্ধি গোপ্যানন্দ স্থান।
নৃত্য গীত হুলাহুলী দ্বিজে বেদ গান॥
বস্ত্র অলঙ্কারে বেশ করিল বিশেষ।
অধিবাস হৈল চণ্ডী পূজা অবশেষ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

নাট রাগ।

ঘন ঘন বাজে বাদি, ঢাক ঢোল পড়া আদি,
দগড় সানাই কাহাল।
দুন্দুভি শঙ্খ ভেরি, মৃদঙ্গ মুহুরি,
ডবল বিশাল বিশাল॥
চমক চৌদিকে, পৌর নাগরিকে,
রুক্মিণী শুভ স্বয়ম্বরে।
গৃহে গৃহে গীত, সদত আনন্দিত,
হইল বিদর্ভ নগরে॥
রঙ্গে রঙ্গে জনে জনে, অঙ্গে অঙ্গে অভরণে,
কনক মণি বিরচিত।
বিচিত্র বধূ কুল, ধরিয়া দুকুল,
চন্দন মাল্য বিভূষিত॥
যতেক নাগরী, বান্ধিয়া কবরী,
ধরি সিন্দুর কজ্জল।
বিচিত্র পত্রাবলী, তিলক ভাল মেলি,
অধিক বদন উজ্জ্বল॥
রাজ পথ ভরি, রুইল সারি সারি,
রম্ভা গুবাক প্রচুর।
মাধব বিরচনে, এ ধ্বজ তোরণে,
পতাকা উড়ে বহুদূর॥

পয়ার।

ওথা দমঘোষ তবে আপনার পুরে।
পুত্রের মঙ্গল করে অনেক প্রকারে॥
গজ বাজি রথ আদি অপূর্ব্ব সাজনে।
লড়িল বিদর্ভ পুরে বিবিধ বিধানে॥
তার পাছে পাছে আর যত রাজচক্র।
জরাসন্ধ শোণিত পৌগণ্ড দণ্ডবক্র॥
বাণ ভৌম শাল্ব শিশুপালের সপক্ষ।
কৃষ্ণের বিরোধ হেতু লড়ে লক্ষ লক্ষ॥
আসিয়া মিলিল সেই ভীষ্মক ভবনে।
তবে সভাকারে রাজা করিল পূজনে॥
চরমুখে বলভদ্র শুনে এই বাক্য।
হৃদয়ে ভাবিল বড় হইল অশক্য॥
কন্যা হরি অবশ্য লইব গদাধরে।
বিপক্ষ অসুর সঙ্গে হইব সমরে॥
তেঞি না জুআয় রহিতে মোরে হেথা।
নিজ সৈন্য লয়্যা ঝাট চলি যাই তথা॥
এতেক মন্ত্রণা করি সর্ব্ব সৈন্য লয়্যা।
সত্বরে ভাইর পাশে মিলিলা আসিয়া॥
এথা দেবী রুক্মিণী দুখিত অতিশয়।
কৃষ্ণের বিলম্ব দেখি ভাবিল হৃদয়॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

শ্রীরাগ।

পথ পেখি পেখি আঁখি ঝরে নিরন্তর।
সময় উচিত তমু না আইল যদুবর॥
গতি অশকতি দ্বিজ রহিল কোন পথে।
দুখিনী সম্বাদ না পাইল প্রাণনাথে॥
হরি হরি বিধি মোরে ভেল কি অসুখী।
কিবা প্রতিকূল গৌরী হইলা বিমুখী।

মুঞি খণ্ড কপালিনী অভাগিনী নারী।
কোন বা দারুণ দোষে রুষিল মুরারি॥
বুঝিল নাগর নিরপেক্ষ গুণনিধি।
লাজে বা লুকায় দ্বিজ কার্য্যের অসিদ্ধি॥
কালি প্রভাতে বিভা অদ্য অধিবাস।
কি বুদ্ধি করিমু সখি জীবনে নৈরাশ॥
গানে মাধব শোক তেজ সুবদনী।
নিশ্চয় গোবিন্দ পতি মিলিব আপনি॥

——

পয়ার

এতেক ভাবিয়া দেবী ক্রন্দন করিতে।
বাম উরু নয়ন স্পন্দন আচম্বিতে॥
হেনই সময়ে সেই দূত দ্বিজবর।
আসিয়া মিলিল অন্তঃপুরের ভিতর॥
প্রফুল্ল বদন সুস্থ মতি তাঁরে দেখি।
কার্য্যসিদ্ধ লক্ষণ জানিল চন্দ্রমুখী॥
দান যোগ্য দ্রব্য তাঁরে না দেখি সংসারে।
সম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁরে কৈলা নমস্কারে॥
তবে দূত সঙ্গোপনে করিল কথন।
খণ্ডিল মনের দুখ হসিত বদন॥
তবেত ভীষ্মক রামকৃষ্ণ বার্ত্তা পায়্যা।
সত্বরে আনিল দুহা আগুবাড়াইয়া॥
করিল বিবিধ পূজা অনেক প্রকারে।
পাদ্য আদি আসন বসন অলঙ্কারে॥
সৈন্য সেনাপতি আর যত পরিবারে।
কৃষ্ণের সমান পূজা করি স াকারে॥
বসিবারে স্থান দিল অতি মনোনীত।
তাহা দেখি পুরনারীগণ হরষিত॥
অন্যোন্যে কথা কহে হইয়া ব্যথিত।
এ রাজকন্যার হয় এই সে উচিত॥
কৃষ্ণের সদৃশ নারী সে রাজকুমারী।
ইহার সদৃশ বরে এই সে মুরারি॥

যদি আমা সভাকার থাকে পুণ্য ভাগ্য।
তবে তাঁহে ইহার হইবে শুভ যোগ্য॥
হেনকালে আনন্দিত নৃপতির সুতা।
চণ্ডিকা পূজিতে সজ্জা কইল অদ্ভুতা॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা এক চিত।
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

——

গুঞ্জরী রাগ

প্রিয় সহচরী সঙ্গে করি অবলম্ব।
পদ বিহরণে গতি চলিতনিতম্ব॥
কনক ঝঙ্কার কাঞ্চি মঞ্জীর সিঞ্জিত।
বর বরাটিকা গতি পরম রঞ্জিত॥
চলিল রুক্মিণী দেবী ভাবি যদুমণি।
সেবিতে কুলের দেবী গিরির নন্দিনী॥
মঙ্গল সূতিকা পাণি মূলেতে শোভিত।
নাসায় লম্বিত গজ মুকুতা মিলিত॥
চলিত চকিত আঁখি সন্ধান চাতুরী।
হেলায় করিল সব বীর মন চুরি॥
পূজা উপহারে দ্বিজবর বধূকুল।
চামর ব্যজন সখী নিজ সমতুল॥
চৌদিগে বেষ্টিত গরিষ্ঠ ভট্টগণ।
সকাণ্ড কোদণ্ড ধর বিপক্ষবারণ॥
নৃত্যগীত কোলাহল বিশাল বাজন॥
কুঞ্জর তুরঙ্গ আদি রিপুর সাজন॥
মিলিলা নৃপতি সুতা অম্বিকা ভবনে।
গানে মাধব প্রভু বাহির ভবনে॥

——

পয়ার।

এইরূপে রাজ কন্যা পদ বিহরণে।
আসিয়া মিলিলা সেই অম্বিকা ভবনে॥
হস্তপদ পাখালিয়া কৈলা আচমন।
গৃহে প্রবেশিয়া করি চণ্ডী দরশন॥

প্রণাম করিয়া তবে মাগিলেন বর।
স্বামী করি দেহ মোরে দেব গদাধর॥
তবে পূজা কৈল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী বচনে।
গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য প্রদানে॥
পূজা শেষে ব্রাহ্মণীরে করিলা প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ করিল সে সিদ্ধি মনস্কাম॥
তবে দেবালয় ছাড়ি হইলা বাহির।
কায় মন বচনে চিন্তিয়া যদুবীর॥
সহজে সুন্দররূপ অতি অদভুতা।
অধিক বিভার বেশ অলঙ্কার যুতা॥
উন্নত যৌবন গুরু নিতম্ব কবরী।
চন্দ্রবদন মন্দ হসিত সুন্দরী॥
কুরঙ্গ নয়না রাজহংসী বিহরণে।
মোহিল কটাক্ষ মাত্র সব বীরগণে॥
দেখিয়া মোহন ঠাম বাড়িল মদন।
হস্তী ঘোড়া রথে থাকি পড়ে জনেজন॥
হাসি বাম বাহু কড়িঅঙ্গুলির আগে।
লীলায় কুন্তল তুলিল নেত্র ভাগে॥
চকিত চাহিয়া প্রভু কৃষ্ণের চরণে।
প্রেমে আপন রূপ কৈল সমর্পণে॥
রথ আরোহণ মাত্র করিল সুন্দরী।
হেন কালে অবিলম্বে আসিয়া শ্রীহরি॥
করে ধরি রমণী তুলিলা নিজ রথে।
লাজ ভয়ে নৃপচক্র কৈল হেঠ মাথে॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

শিশুপালকে প্রবোধ-প্রদান।

পয়ার।

জরাসন্ধ আদি করি যত নৃপগণ।
নিজ পরাভব দেখি ভাবে মনে মন॥
ধিক্ ধিক্ বৃথা আমা সভার জীবন।
গোআলা হরিয়া লয়্যা যায় যশধন॥
এতেক বলিয়া বীর-ভাগ অভিমানে।
হস্তী ঘোড়া রথে চড়ি সাজে জনে জনে॥
অদূরে আসিয়া সভে করে বীরদাপ।
পাছু পাছু ধাইয়া লইল করে চাপ॥
তাহা দেখি রুষিল যাদব যুদ্ধপতি।
উঠিল ধনুক পাতি রহে হৃষ্টমতি॥
কুপিল বিপক্ষগণ না করে বিচার।
উচ্চস্বরে ঘন ঘন ডাকে মার মার॥
কেহ বা ঘোড়ার পীঠে কেহ গজস্কন্ধে।
রথের উপরে কেহ চড়িয়া প্রবন্ধে॥
অবিরত শরবৃষ্টি অতি ভয়ঙ্কর।
ইন্দ্র যেন বজ্র এড়ে পর্ব্বত উপর॥
দেখিয়া স্বামীর সৈন্য সভে আচ্ছাদিত।
লজ্জিত রুক্মিণী দেবী ভয়ে চমকিত॥
চন্দ্রানন পানে দেবী চাহে ঘনে ঘন।
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু বলিছে বচন॥
না করিহ ভয় কিছু দেখিবে এখন।

* * * *

হেন কালে বলভদ্র আদি যত বীর।
বৈরীর বিক্রম দেখি কম্পিত শরীর॥
নানা অস্ত্র কেলি মারে ঘোড়া হাথী রথে।
সোআর সহিত কাটি পাড়ে রাজ পথে॥
বড়ই বিষম অস্ত্র কাল অধিষ্ঠান।
অঙ্গে অঙ্গে কাটিয়া করিল খান খান॥
কিরীট কুণ্ডল আদি ভূষণ সুসার।
কোটী কোটী নরমুণ্ড পড়ে অপাকার॥

গদা অস্ত্র ধনু তাড় বলয়া সাজনে।
ভূমি রাশি রাশি পড়ে নূপুর বাজনে॥
অশ্ব কুঞ্জর শির পড়ে লক্ষ লক্ষ।
গৃধিনী শকুনী শিবার হৈল ভক্ষ॥
ঝাড়িয়া পড়িল রথ হয় লাখে লাখ।
শেষে আছে জরাসন্ধ আদি নৃপভাগ॥
পলাইয়া যায় তারা ভূমি দিয়া রড়।
আসিয়া মিলিল শিশুপাল বরাবর॥
বিরস বদন সেই দমঘোষ সুত।
দেখিয়া তাহারে সভে বুঝায় বহুত॥
শুন হে পুরুষ বর আমার বচন।
তেজিয়া বিষাদ সব স্থির কর মন॥
ক্ষত্রি হয়্যা যুদ্ধ করি এই মাত্র কাজ।
কভু হারি কভু জিনি ইথে নাহি লাজ॥
পূর্ব্বে কৃষ্ণ সঙ্গে আমি যুঝিল বিস্তর।
সপ্তবার হারিয়া জিনিল একবার॥
পুনরপি আজি আরো হারিল তাহারে।
আমি সব যেন বীর বিদিত সংসারে॥
দেবের অধীন হয় জয় পরাজয়।
তিল মাত্র নাহি লাজ কহিল নিশ্চয়॥
এতেক প্রবোধ বাক্য কহিয়া তখন।
শিশুপাল লয়্যা ঘরে করিল গমন॥
এথা রুক্মী দুরন্ত পরম ক্রোধী হয়্যা।
পিঠাপিঠী ধায় নিজ অক্ষৌহিণী লয়্যা॥
প্রতিজ্ঞা করিল বীর সভা বিদ্যমান।
কবচে আচ্ছাদিত অঙ্গ পুরিয়া কামান॥
বিনে কৃষ্ণ লজ্যিয়া না লইয়া ভগিনী।
না আসি কৌণ্ডিন্য দেশে নিশ্চয় এ বাণী॥
এতেক বলিয়া রথে চড়িয়া সত্বর।
সারথি হাঁকারে ভাই ঝাট ধরধর॥
গোবিন্দ সহিত রণে পশি ক্রোধ মনে।
টুটাইব বীর দাপ বাণের সন্ধানে॥
না জানে প্রভুর তত্ত্ব দৈব বিপাক।
নিকটে আসিয়া থাকি বলে থাক থাক॥
বাহুদর্প করিয়া ধনুকে দিল টান।
সন্ধান পূরিয়া দৃঢ় বরিষয়ে বাণ॥
পুনরপি বাহুদর্প করিয়া বিক্রম।
ক্ষণেকে রহিয়া যারে যদুর অধম॥
কোথাকারে যাসি মোর ভগিনী হরিয়া।
কাকে যেন ঘৃত লয়্যা যায় পলাইয়া॥
দুষ্ট মুকুটমণি যেন বিশারদ।
আজ সে এড়ান নাহি খণ্ডাইব মদ
যাবৎ আমার বাণে না হয় চেতন।
তাবৎ ভগিনী মোর কর বিমোচন॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু হসিত বদন।
ছয় বাণ মারি তবে করিয়া হেলন॥
কবচ কাটিয়া তার পশি গেল অঙ্গে।
আর অষ্ট বাণে চারি ঘোড়াবিন্ধি রঙ্গে॥
রথের সারথি বিন্ধে আর চারি বাণে।
আর তিন বাণে রথ পতাকা সন্ধানে॥
কুপিল নৃপতিসুত নিল আর চাপ।
পঞ্চবাণ মারে কৃষ্ণে করি বীর দাপ॥
পাঁচ বাণ সহি কৃষ্ণ করে শরবৃষ্টি।
কাঁটিল রুক্মীর ধনু শূন্য হৈল মুষ্টি॥
তবেত কোদণ্ড খান হইল প্রচণ্ড।
অবিলম্বে তাহা হরি কৈল খণ্ড খণ্ড॥
দুখিত ভীষ্মক সুত নিরায়ুধ করে।
আছিল পরিঘ খান লইল সত্বরে॥
কৌতুকেতে শেল অস্ত্রে কাটেন জগদীশ।
তবে পাপমতি অস্ত্র লইল পট্টিশ॥
সেই অস্ত্র অবিলম্বে কাটেন বনমালী।
তবে শূল গোটা তুলি লয় মহাবলী॥
বড়ই বিষম অস্ত্র যমের দোসর।
অবহেলে তাহা কাটি পাড়ে গদাধর॥

তবে খড়্গ চক্র শক্তি তোলে নানাবিধি।
যত যত অস্ত্র এড়ে কাটে গুণনিধি॥
রুষিল ত রুক্মী রাজা সর্ব্ব অঙ্গ কাঁপে।
রথে হৈতে খড়্গপাণি তোলে এক লাফে॥
ধাইল কৃষ্ণের প্রতি হইল বিকল।
উড়িল পতঙ্গ যেন পড়িতে অনল॥
মদুর আগত তাহা দেখিয়া শ্রীহরি।
শরজালে কাটি খড়্গ তিন খান করি॥
ক্রোধেতে তুলিল অসি মারিবার আশে।
আছিল রুক্মিণী দেবী বসি বাম পাশে॥
ভাইর মরণ হেতু সজল নয়ানী।
পড়িয়া চরণ যুগে কহিছে কাহিনী॥
তুমি যোগীশ্বর প্রভু তুমি যুগপতি।
না মারিহ ভাই মোর করহুঁ কাকুতি॥
দেখিয়া রমণী ত্রাস বীরশিরোমণি।
কপোলে উঠিল স্নেহ রাখিল পরাণী॥
গলায় কাপড় দিয়া আনি তাহে ধরি।
শির দাড়ি মুড়াইয়া উপহাস করি॥
যত সৈন্যগণ তার আছিল সংহতি।
যাদব নায়র তাহা মারি পাতা পাতি॥
কনক কলিকা সঙ্গে যেন করি কুল।
তেনই প্রকারে সব করিল নির্ম্মূল॥
রুক্মীর অপমান দেখি হাসে সর্ব্বজন।
বলভদ্র আসি কৈল বন্ধ বিমোচন॥
অনুযোগ করি কিছু ভাই গদাধরে।
ভাল না করিলা ভাই হেন ব্যবহারে।
শির দাড়ি মুণ্ডনে বন্ধুরে কৈলে বধ।
থাকিল কলঙ্ক নাহি সাধিল সম্পদ॥
শুন শুন নৃপ সব বুঝাই তোমারে।
এ কার্য্যে নাহিক দোষ আমা সভাকারে॥
যেই যেমন কর্ম্ম করে পায় তার ফল।
বিধির নির্ব্বন্ধ এই কহিল নিশ্চল॥

রামের প্রবোধ বাক্য হৃদয়ে প্রমাণি।
খণ্ডিল মনের দুঃখ ভীষ্মক নন্দিনী॥
হইল প্রতিজ্ঞাভঙ্গ পাইল অপমান।
তেঞি রুক্মী লেউটিয়া না গেল নিজ স্থান॥
ভোজকট গ্রামে রাজ্য করিল বসত।
এথা কৃষ্ণ পুরে আইলা সাধি মনোরথ
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

নট রাগ।

রুক্মিণী হরি হরি, আনিলা নিজ পুরী,
এই হইল এক রোল।
যুবক বৃদ্ধ বালে, নর নারী কুতুহলে,
দেখিতে ধায় উতরোল॥
ধনি ধনি ধনি, ভীষ্মক নন্দিনী,
হরিষে বলে জনে জন।
যেনই রুক্মিণী, তেনই যদুমণি,
সদৃশ বিধির ঘটন॥
পূর্ব্ব অনুগতি, এ দুই দম্পতি,
জনম লিখিত অনুমানি।
তেঞি প্রাণবর, আসিয়া গদাধর,
আনিল এই সব জানি॥
এ তিন ভুবনে, রূপ যৌবনে,
দুলহ এহেন মিলনে।
না দেখি লোচনে, নাহি শুনি কাণে,
যেন লক্ষ্মী নারায়ণে॥
কেমনে নৃপগণ, ধরিব জীবন,
না পায়্যা এরূপ যৌবনে।
আজি দিন ভাল, এরূপে কৈল আলো,
দ্বিজ মাধব রস ভণে॥

রুক্মিণীর বিবাহ।

পয়ার।

এখনে কহিব রুক্মিণী কৃষ্ণের বিহা।
তার বিবরণ লোক শুন মন দিয়া॥
বসুদেব দেবকীর হরিষ প্রবীণ।
গণক আনিয়া লগ্ন কৈল শুভদিন॥
নিজ পক্ষ যত রাজা আছিল তথায়।
দূত পাঠাইয়া তবে আনি সভাকায়॥
সমাহারে সবলোক অহর্নিশ ধায়।
পুরের নির্ম্মাণ কৈল কথন না যায়॥
সহজে সুন্দর বড় দ্বারকা নগরী।
রত্নের মন্দির ঘর শোভে সারি সারি॥
উচ্চ ধ্বজ পতাকা চঞ্চল নিরন্তর।
তোরণে ঘণ্টার ধ্বনি পরশে অম্বর॥
রাজপথে গৃহপথ ক্ষেত্রপথ ভরি।
সকল রম্ভাপূগ শোভে সারি সারি॥
মাল্য পল্লব পটবসন চামর।
মুকুতার ঝিলিমিলি লম্বে মনোহর॥
দ্বারে দ্বারে ধূপদীপ পরম আমোদ।
ঘন ঘন পুষ্পবৃষ্টি বড়ই বিনোদ॥
নৃত্যগীত বাদ্যের নাহিক পরিমাণ।
জয়শব্দে হুলাহুলী ঘন বেদ গান॥
আবাল যুবক বৃদ্ধ নরনারীগণ।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নানাজন॥
তবেত ভীষ্মক রাজা পুরোহিত সঙ্গে।
রমণী সহিত আইলা অতিশয় রঙ্গে॥
বস্ত্র আভরণ মাল্য পরম শোভিত।
আইল ভীষ্মক রাজা যেন সমুচিত॥
কেহ আইসে কেহ যায় কেহ আছে বসি।
সদত তাম্বুল খাই হাস্য পরিহাসি॥
নন্দ-যশোদা আদি গোপ-গোপীগণ।
গোকুলে থাকিয়া সভে করিল গমন॥
প্রথম গোপিকা লয়্যা কর্ম্ম অনুবন্ধ।
যদ্যাপি যাহারে লোক বলে গোপ্যানন্দ॥
মায়া মঙ্গল করি ভিন্ন কন্যা বরে।
তৈল হরিদ্রা দিয়া ডোর বান্ধি করে॥
জাতি গোত্র সভাকার পরম উল্লাস।
শুভক্ষণ পাইয়া করিল অধিবাস॥
প্রভাতে উঠিয়া তবে দুইত বিহাই।
নান্দীমুখ আদি কর্ম্ম করিলা তথাই॥
হরষিতে নারীগণ করে নিদ্রা-চায়।
আগি পড়া মঙ্গলিন কুলব্যবহার॥
কদলী পুষ্করি মাঝে শিলার উপর।
নৃত্যগীতে অভিষেক কৈল কন্যাবর॥
সহজে সুন্দর দোহে জিনি রতিকাম।
অধিকে ব্রিভার বেশ অতি অনুপাম॥
তবেত রুক্মিণী দেবী পূজিলেন গৌরী।
নগর ভ্রমণ পাছে তোলাইল ছিরি॥
সময় বুঝিয়া এথা রঙ্গে দ্বিজগণ।
প্রথমে উচ্চারে শুভ স্বস্তিক বচন॥
সুবেশ করায়্যা কৃষ্ণে বস্ত্র অলঙ্কারে।
পুষ্পের টোপর দেই শিরের উপরে॥
বিচিত্র পালঙ্কী প্রভু করি আরোহণ।
চারিভিতে মোশাল ধরিল বীরগণ॥
ঘণ্টার টঙ্কার নাদে দামার দুড়ুদুড়ি।
ঢাকঢোল অপার দগর গুড়্গুড়ি॥
দড়মসা কাসর ডিণ্ডিম কাহাল।
ডমরু কদণ্ড প্রচণ্ড বিশাল॥
মুরুজ মুরলী সানি সপ্তস্বরধ্বনি।
থমক চমক আদি অদ্ভুত শুনি॥
মনোহর কপিনাশ দোসরি মুহুরি।
সপ্তস্বরী আউলানি মধুর কেদারি॥
ডিম্বিকি বিজয়ী রাম্গণ্ডী বহুতর
সরমণ্ডলাদি যত যন্ত্র মনোহর॥

সঙ্গীতের মিলনে মন্দিরা করতাল।
হাথী ঘোড়া চলনে ঘণ্টা উরুমাল ॥
পদাতি চলনে ঘন বাজয়ে নূপুর।
হইল একই ধ্বনি গেল বহুদূর ॥
লাখে লাখে শিলাই পড়িছে টুস ঠাস।
গহল গম্বল ছাতা নাহি দিশ পাশ ॥
কুলই সারথা আগু লড়ে শত শত।
শ্বেত পীত লোহিত পতাকা অবিরত ॥
চামরিয়া বাণায় সুন্দর হেমকালী।
রত্নের কলস তাহে উড়ে নেতফালী ॥
ঘোড়ার উপরে চড়ে যত যত ভট্ট।
আগু পাছু যায় তারা নিকটে নিকট ॥
বীরভাগ সব লড়ে হয়্যা ঘড়ে ঘড়।
রাহুলাড়ি ধনুকী লড়ে অতি বড় বড় ॥
বস্ত্র আভরণময় ধরে নানা বাণা।
টোপরিয়া ভাগ লড়ে উড়ে টসকানা ॥
লড়িল বৈরাত ভাগ পরম সুবেশে।
অনেক ব্রাহ্মণ শূদ্র যায় অবশেষে ॥
কেহ হাথী কেহ ঘোড়া কেহ বা দোলায়।
পালঙ্কী সোয়ার কেহ রথে চড়ি যায় ॥
কেহ নরকন্ধে কেহ পায় পায় ধায়।
কেহ খর উড়ে কেহ বৃষচড়ি যায় ॥
আগে আগে যায় রঙ্গে ভাই হলধর।
দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে নিরন্তর ॥
নগর ভ্রমণ রঙ্গে নাগরিক ভাগ।
বাকড়া গুবাক লাগি লইলেক লাগ ॥
কৌতুকে বলদেব সর্ব্বগুণ জান।
দিলেন বাকড়াগুআ শুনিয়া বাখান ॥
এই সব কুতূহলে কমলারমণ।
ছায়া মণ্ডপের তলে দিলা দরশন ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত ॥

পঠমঞ্জরী রাগ।

বিচিত্র ছাওলাখান, অপরূপ নির্ম্মাণ,
উচ্চ সমান পরিসর।
স্ফটিকের স্তম্ভ আগে, প্রবাল মুকুতা লাগে,
রত্নপাতি তথির উপর ॥
মহামরকতময়, রূপ কাষ্ঠ শোভে তায়,
রজত সাঁড়ক মাঝে মাঝে।
মাণিকে তাবই কুল, হীরার দিনারি ফুল,
হস্তিদন্ত মুঠি মাঝে সাজে ॥
প্রভু প্রবেশিলা ছায়া মণ্ডপে।
মঙ্গল আসন মাঝে, বসিলা যাদব রাজে,
উপরে বিচিত্র চন্দ্রাতপে ॥
বেলন পাটের সূত, সুবর্ণ ছিটুনি যুত,
চামরি ময়ূরের পাখে।
আসনের ধারে ধারে, লম্বিত মুকুতা হারে,
শ্বেত চামর লাখে লাখে ॥
পরম শীতল তল, শুদ্ধ শৌচ মধ্যস্থল,
রচিত সুন্দর বর বেদী।
অপর বিবাহমঞ্চ, অন্তরে অনেক সঞ্চ,
রহিতে পণ্ডিত ভট্ট আদি ॥
আইলা ভীষ্মকরাজ, আপন বরণ কাজ,
আগুআন করি পুরোহিত।
স্বস্তি বাচন আদি, করিয়া যতেক বিধি,
পুত্রদোষে পরম লজ্জিত ॥
পাদ্য পাদে অর্ঘ্য মাথে আচমন দিল হাথে,
গলে দিল পারিজাত মালা।
যজ্ঞ পবিত্র সঙ্গে, বস্ত্র অলঙ্কার রঙ্গে,
তুলিয়া দিলেন রত্নথালা ॥
হাসিয়া হাসিয়া তবে, বলিল টৌনিয়া সবে,
বিলম্বে কেমন আর ফল।
শুনহে বিদর্ভেশ্বর, এ নহে তোমার ঘর,
যেবা মিছা ভেজাবে কন্দল ॥

রাখিয়া আপন মান, ঝাঁট গিয়া কন্যা আন,
ছামনি হইব শুভক্ষণে।
দ্বিজ মাধব ভাষে, রসিক মজুক রসে,
শুনি এত প্রবোধ বচন ॥

পয়ার।

তবে রাজমহিষীগণ আইহ সহ লয়্যা।
বরণ বরিতে আইল সুবেশ হইয়া ॥
পীতবাস পরিধান মাথায় মুড়িআলা।
রত্নের প্রদীপ করে শিরে রত্ন ডালা ॥
নৃত্যগীত হুলাহুলি ফিরি সাতবার।
দূর্ব্বাক্ষত শিরে দিয়া বেড়ি জলাধার ॥
দধি নারিকেল জল ঢালিয়া সমুখে।
শীল রাজরাণী মধু হইয়া বিমুখে ॥
ললাটে তিলক আঁখি আগেত কাজল।
দেখিয়া মোহন রূপ ভুবন উজ্জ্বল ॥
হস্ত লয়্যা ফেলে বরণ বরিছে নন্দবালা।
মোহিত রমণীগণ খায় মন কলা ॥
নিশ্বাস ছাড়িয়া বলে যতেক যুবতী।
কত তপ করিলে পাইব হেন পতি ॥
যে হউ সে হউ আর নহিব নৈরাশ।
প্রাণপণে অহর্নিশি করিব পিয়াস ॥
রূপের নাগর সেই রসিক যদুরায়।
গোপিকার হেন জানি হয় বা সদয় ॥
ঘনাইয়া নারী সব বলে মনেমন।
আজি হৈতে করিব শঙ্কর আরাধন ॥
বৃদ্ধা সব বলে যদি লেউটে যৌবন।
তবে আশ ধরি নহে কি কাজ এখন ॥
খোড় কুড় কুবুজী বিষাদ নিরবধি।
দূরে দূরে থাকিয়া বিস্তর নিন্দি বিধি ॥
বরণ ফুরায়্যা এথা রমণী গেল ঘরে।
মঞ্চপরে আরোহণ করি যদুবরে ॥
সুবেশ করিয়া তবে নৃপতির সুতা।
রত্ন খাটে বসাইল শিরে রত্নযুক্তা।
অন্তস্পট করাইল ফিরায়্যা বন্ধুজন।
পরম সানন্দে লয়্যা করিল গমন ॥
নৃত্যগীত বন্দনা যোগান আগুআন।
আগে পাছে সখীগণ চামর ঢুলান ॥
এইরূপে রুক্মিণী ছাওলা উপনীত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত ॥

গুজ্জরী রাগ।

মঞ্চের উপরে আছেন প্রভু যদুমণি।
অন্তস্পটের বাহিরে নৃপতি-নন্দিনী ॥
করপুটে প্রদক্ষিণ করি সাত বার।
সমুখে আসিয়া প্রেমে কৈল নমস্কার
নৃত্যগীত হুলাহুলী জয় জয় ধ্বনি।
রুক্মিণী সহিত প্রভু করয়ে ছাওনি ॥
আপন গলার মাল্য দিয়া প্রভুর গলে।
প্রভুর গলার মাল্য লয় কুতুহলে ॥
অন্যোন্যে প্রচুর কুসুম বৃষ্টি করি।
করে কর বিবাহ ছামনি লাড়া ধরি ॥
আকাশে থাকিয়া হরষিত দেবকুল।
নিরবধি বরিষে সুগন্ধি নানা ফুল ॥
উল্লাসেতে সর্ব্বদেব করে জয় জয়।
একত্র দেখিল যেন দুই চন্দ্রোদয় ॥
সাতবার ছামনি করিয়া দুইজনে।
ছায়া মণ্ডপের তলে বসাই তখনে।
কন্যা উৎসর্গিতে বৈসে ভীষ্মক নৃপতি।
দ্বিজ মাধব কহে কৃষ্ণপদ গতি ॥

পয়ার।

স্বস্তিবাচন কৈল দ্বিজগণ মেলি।
ঘরে থাকি আইহগণ দেয় হুলাহুলী ॥

পুটাঞ্জলি হইয়া আশু নিয়মবিধানে।
বসিতে আসন দিল বিদর্ভ প্রধানে॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী মধুপর্ক দিয়া।
কন্যা বর করযুগে ঘটে আরোপিয়া॥
যব তিল তুলসী পত্র করে ত লইয়া।
মহাবাক্য অনুসারে কন্যা উৎসর্গিয়া॥
আসন বসন আদি যত হয় দান।
একে একে সকল দিলেন বিদ্যমান॥
তবে মুখচন্দ্রিকা ধ্রুবের দর্শন।
নিবড়িল বিবাহ কর্ম্ম কন্যা সম্প্রদান॥
বেদ ধর্ম্ম সমাপিয়া প্রবেশি মন্দিরে।
মিষ্ট নারিকেল জল পীলেন যদুবীরে॥
তবে পুন কর্পূর কিছু করিলা ভক্ষণ।
তবে ক্ষীর ভোজনে বসিলা সুখাসন॥
রত্নের বিচিত্র মালা মাণিক তলাতি।
তহি ঘৃত নবনী লেবু নানা জাতি॥
ডাবর শীতল ঝারি শোভে চারি পাশে।
ভীষ্মক রাজার নারী অন্ন পরিবেশে॥
আগে শালি অন্ন দিল ব্যঞ্জন মধুর।
তাহে ক্ষীর শর্করা মরিচ প্রচুর॥
গণ্ডূষ করিয়া প্রভু করে পঞ্চগ্রাসী।
সম্মুখে বান্ধব সব হাস পরিহাসি॥
একে একে ছয় রস কবিলা ভোজন।
শাক শুকুতা আদি পঞ্চাশ ব্যঞ্জন॥
অন্নের অবশেষে দুগ্ধ আর পিঠা।
অনেক প্রকারে সেই অতিশয় মিঠা॥
সদধি সন্দেশ আর চাঁপার কদলী।
কিছু কিছু খাইলা ঠাকুর বনমালী॥
ভোজনের অবশেষে কৈলা আচমন।
কর্পূর বাসিতপূগ করিলা ভক্ষণ॥
পুষ্পশয্যা রচিলা রতন দিব্যবাসে।
তার বিবরণ কিছু কহিব বিশেষে॥

শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ-মাধব-রচিত॥

কল্যাণ রাগ।

পহিল মিলন হেতু সভয় নয়ানী।
লহু লহু মন্দ মন্দ হসিত বয়ানী॥
চললি রুক্মিণী দেবী ভাবি যদুমণি।
ভেটিবারে স্বামীবর মন্দ-গামিনী॥
সহচরী করে ধরি চললি বেহারা।
মন্দ মঞ্জীর নাদ মদন উজ্জারা॥
শিরে আধ আঁচল লম্বিত মুখ ভাগে।
অভিনব ইন্দ্র ধনু চাঁদে ভয় লাগে॥
গানে মাধব বিজয়ী যদুরাজে।
মিলিলা নৃপতি-সুতা মন্দিরের মাঝে॥

রুক্মিণীর ফুলশয্যা।

পয়ার।

রত্নের মন্দির খান অতি উচ্চতর।
আছুক অন্যের কাজ মুনিমনোহর॥
ইন্দ্র নীলমণি স্তম্ভ শোভে সারি সারি।
প্রবালে রচিত গোড়া বড় দীপ্তকারী॥
চন্দ্রকান্ত মণি পাথরের চারি বাড়।
জিনিয়া সূতার রেখ অতি সুনিয়াড়॥
মাণিকের লাল ফুল করে ঝলমল।
গবাক্ষের বাড়ে চন্দ্র অতি সুশীতল॥
ময়ূরের পাখা তাহে বড়ই গভীর।
পারিজাত পুষ্প গন্ধে মধুপ অস্থির॥
গজমুকুতার ঝারা লাম্বে অতিঘন।
শ্বেত চামর ঘন দোলায় পবন॥
মণিময় প্রদীপ নিন্দিত দিনশোভা।
অগোর সৌরভ ধুম মুনি মনোলোভা॥

উপরে বিচিত্র চাল না যায় কথন।
নানা চিত্র নিরমাণ জুড়ায় নয়ন॥
দিব্য চন্দ্রাতপ তাপে শোভে মধ্যভাগে।
তথির শীতল তলে রত্ন গুচ্ছ লাগে॥
খট্টার উপরে শোভে সুখদ সুশেজ।
আশে পাশে বালিশ শোভিত অশেষ॥
সুগন্ধি কমল ফুল রচিত প্রচুর।
চারিভিতে ঝারিবাটী সাপড়া অদূর॥
রমণী দেখিয়া প্রভু হরষিত মনে।
করে ধরি শয্যায় তুলিল ততক্ষণে॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ-মাধব-রচিত॥

——

পূরবী রাগ।

হেরি হেরি ঘন, জগদনুপম,
হাসি হাসি হাসি রসিক হেরে।
নিচোলে লোচন, আধ আধ ছদন,
বঙ্কমুখী ধনিরে হেরে॥
নাগর দেখে, নাথ যদুবর,
রঙ্গে নব নববধু সঙ্গে।
চুম্বনালিঙ্গনে, দান ঘন ঘনে,
রমণী নাথ অনঙ্গে॥
জিনি জঘনত, কুম্ভসময়ুত,
পীন পয়োধর ভারারে।
তহি বিলিলক, রচিত পল্লব,
টুটীগজমতি হারা রে॥
নিতম্ব আঁচল, হঠে টুটাঅল,
কবরী কুসুম অদুরে।
নয়নে নয়নে, একভেল মিলনে,
ললাটে সিন্দুর পুরে রে॥
জঘনে জঘন, চারু বিহ
জানু জানু পরিপাটী রে।
শ্রমজল বিন্দু, পূরই মুখ ই
মাধব আনন্দে লুঠি যায় রে॥

——

পয়ার।

এই রূপে বনমালী মনে বহু রঙ্গে।
বঞ্চিল বিবাহ নিশি রাজকন্যা সঙ্গে॥
প্রভাতে স্তাবক স্তুতি করে উচ্চস্বরে।
তাহা শুনি শয্যা থাকি উঠি যদুবরে॥
তবে নারীগণ রঙ্গে হইয়া বিকল।
আসিয়া করন্তি সভে বিবাহ মঙ্গল॥
আশে পাশে খট্টায় বসিয়া হাস্যমুখে।
রুক্মিণীসহিত পাশা খেলেন হরিষে॥
গায়নে সঙ্গীত গায় নাটুয়া নাচয়।
শঙ্খ দুন্দুভি আদি বহু বাদ্য হয়॥
তবেত একত্র স্নান করি কন্যা বরে।
পিঠ পিঠালি করি অনেক প্রকারে॥
মাল্য চন্দন পুষ্পে করি বিভূষিত।
যৌতুক আনিয়া সভে দিল মনোনীত॥
তবে গুরুজনে প্রণাম করিয়া দম্পতি।
ঘর এড়ি বাহিরে আইলা যদুপতি॥
উঠল টুঙ্গিতে বার দিলা মহাভাগ।
বীরভাগ জোগান ধরিয়া রহে আগ॥
কোনো দিগে নৃত্য দেখি সিংহাসনে বসি।
কোনো দিগে চাহ বাড়ি দেখি মনে হসি॥
কোনো ভিতে শুনি বাদ্য পদ্য পদ্য বন্দে।
কোনো ভিতে নরলোক দেখি নানা ছন্দে।
কোনো ভিতে পাশার ক্রীড়ায় সাবধান।
অবশেষে সভাকারে প্রসাদ প্রদান॥
অনেক প্রকার অন্ন করি ছয় রসে।
জ্ঞাতি গোত্র সভা লয়্যা ভোজন হরিষে॥

ভীষ্মক পাঠায় দেশে করি পুরস্কার।
গন্ধ চন্দন মাল্য বস্ত্র অলঙ্কার ॥
বন্ধু বান্ধব যত লয়্যা মনোনীত।
কহিল এসব কথা যে হয় উচিত ॥
এইরূপে পরম আনন্দে নারায়ণ।
আছয়ে পরম সুখে কমলারমণ ॥
প্রথমে জন্মিল পুত্র প্রদ্যুম্ন নাম।
রুদ্রশাপে ভস্ম হয়্যা ছিল সেই কাম ॥
পুনরপি শরীর ধরিতে মহাশয়।
কৃষ্ণবীর্য্য সমুদ্ভব রুক্মিণী তনয় ॥
রূপে গুণে কামরূপী আসি সূতিঘরে।
হরিয়া নিলেক দশ দিনের ভিতরে ॥
হেলা করি ফেলি গেলা সমুদ্রের মাঝে।
কৃষ্ণবীর্য্য হেতু তাহা গিলে মৎস্যরাজে ॥
পুত্র না দেখিয়া এথা রুক্মিণী সুন্দরী।
ঘন ঘন ডাকে পুত্র কে করিল চুরি ॥
এবোল শুনিয়া বাহির হৈল সর্ব্ব লোক।
হাহাকার কান্দে লোক পায়্যা বড় শোক ॥
হতাশ হইয়া ঘন বুকে মারে ঘা।
পুত্র পুত্র বলি শোকে আছাড়য়ে গা ॥
এইরূপে ক্রন্দন সকল পুরজন।
তথায় বালক লয়্যা শুনহ বচন ॥
জাল বাহিতে ধীবর আইল হেন কালে।
আচম্বিতে মৎস্য গোটা ঠেকি গেল জালে ॥
অতি বড় মৎস্য গোটা দেখিতে সুন্দর।
সম্বরের প্রজা হয় সেই ত ধীবর ॥
আনিয়া দিলেক ভেট সম্বর গোচরে।
মৎস্য দেখি হৃষ্ট হয়্যা দিল রসুই ঘরে ॥
বঁটী লয়্যা ভৃত্য সব কুটি বরাবরে।
দেখিল সুন্দর শিশু মৎস্যের উদরে ॥
পতির জনম হেতু রতি মহামতি।
পৃথিবীতে জন্ম হইয়াছে সেই রতি ॥
দৈব যোগ আছে সেই সম্বরের ঠাঁই।
রন্ধনের কাজে নিয়োজিয়া আছে তাই ॥
তার কাছে শিশু আনি দিলেক সম্বর।
দেখিয়া বিস্মিত দেবী চিন্তিত অন্তর ॥
হেন অদ্ভুত নাই দেখি কোন কালে।
মৎস্যের উদরে কেন মানুষ ছাআলে ॥
দৈবে নারদ মুনি আসি গেলা তথা।
কহিলা ভাঙ্গিয়া মুনি তারে সর্ব্ব কথা।
এইত তোমার পতি কামদেব নাম।
কৃষ্ণের তনয় হয়্যা রূপে অনুপাম ॥
রুক্মিণী দেবীর গর্ভে লভিলা জনম।
সম্বর বধিব হেন আছয়ে নিয়ম ॥
নিজ শত্রু জানি সেই মায়াবী অসুরে।
হরিয়া নিলেক দশ দিনের ভিতরে ॥
আনিয়া ফেলিল সেই সমুদ্রের মাঝে।
কৃষ্ণবীর্য্য হেতু তাহা গিলে মৎস্যরাজে ॥
তোমার ভাগ্যের বশে জালে ঠেকে মাছ।
আনিয়া দিলেক ভেট সম্বরের কাছ ॥
কহিল তোমারে এই তত্ত্ব নিরূপণ।
পাইলে আপন পতি করহ পালন ॥
এতেক বলিয়া মুনি করিলা গমন।
পুনরপি একত্র হইলা দুইজন ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত ॥

পঠমঞ্জরী রাগ।

নারদ মুখাগ্রত, শুনিয়া প্রভুর তত্ত্ব,
বড় উল্লাসিত মায়াবতী।
গুপ্তভাবে নিতি নিতি, পুরজন অবিদিতি,
পালন করয়ে স্নেহবতী ॥
ধাইয়া পীয়ায় স্তন, নিজ পাশে অনুক্ষণ,
যতনে শরীরে তৈল কুড়।

কেয়ূর কঙ্কণ হার, ঘাঘর নূপুর তাড়,
ভাল শোভে কনক নূপুর।
দিনে দিনে অদ্ভুত, বাড়য়ে রুক্মিণী সুত,
শ্যাম সুন্দর কলেবর।
কেবল বাপের সম, রূপে গুণে অনুপম,
ভুবনে রমণী মনোহর॥
জিনিয়া পূর্ণিমার চাঁদ, বদন মণ্ডল ছাঁদ,
সদত স্মের ফুল্ল গণ্ড।
অমল কমল দল, নয়ন বিশাল বল,
প্রচণ্ড জানু ভুজ দণ্ড॥
প্রথম যৌবন কালে, নানা ভোগ পরিমলে,
করয়ে পরম হরষিত।
হাস্য কটাক্ষ মিঠি, বচন অমিয়া দিঠি,
অবিরত বাড়ায়ে পিরীত॥
এ সব প্রকারে রতি দেখিয়া চঞ্চল অতি,
বলে কাম করিয়া মিনতি।
শুন শুন আগো ধনি, তুমি মোর জননী,
তবে কেন দেখি অন্য রীতি॥
যৌবনে দেহসি কোল, কটাক্ষিয়া বল বোল,
বড় অনুচিত এই কর্ম্ম।
করহ কামিনী ভাব, ইথে মোর নাহি লাভ,
দোঁহার মজিব লোক ধর্ম্ম॥
শুনিয়া প্রভুর বাণী, হাস্য বদনী ধনি,
লজ্জায় করিল হেঁট মাথা।
পাছেত বুঝাই কাজ, দূরে পরিহরি লাজ,
কহিতে লাগিল সর্ব্ব কথা॥
চৈতন্য চন্দ্র ধন, শিরে করি আভরণ,
দ্বিজ মাধবে কহে সার।
শুন শুন অরে ভাই, পরম আনন্দ হই,
যদি ভবে পাইবে নিস্তার।

সম্বরাসুর বধ।

পয়ার।

শুন শুন মহাশয় না কর বিস্ময়।
আমিত তোমার নারী দিল পরিচয়॥
তোমার নাম কাম দেব মোর নাম রতি।
কৃষ্ণের নন্দন তুমি জন্ম দ্বারাবতী।
সম্বর হরিয়া তোমা ফেলিল সাগরে॥
পাইল ধীবর এক সেই মৎস্য বরে॥
জানিয়া দিলেক মৎস্য সম্বরেরে ভেট।
তবে সে পাইল তোমা চিরি তার পেট॥
কহিল সকল কথা না কর বিস্ময়।
বৈরি মারিতে তুমি চলহ নিশ্চয়॥
বড়ই দুঃখিতা মাতা তোমারে হারাই।
সদাই হামলায় যেন মৃতবৎসা গাই॥
এতেক বলিয়া সর্ব্ব মায়া বিলাসিনী।
মহামায়া মন্ত্র তারে কহিল তখনি॥
বিদ্যা পাই মনোভব হরষিত মতি।
বিক্রমে ডাকিয়া বলেন বিপক্ষের প্রতি॥
আরে আরে সম্বরা অসুর অধম।
নিশ্চয় জানিস তুই আমি তোর যম॥
সাগরে ফেলিয়া তুঞি আইলি আমারে।
তমু লাগি নাহি ছাড়োঁ আছি তোর ঘরে॥
যেন মহাগারুড়ী আপন মহাদর্পে।
কোপের কারণে লাথি মারি কালসর্পে॥
তেনই রিপুরে লাথি মারি বরাবরে।
রুষিল বিপক্ষ সেই না করে বিচারে॥
করে গদা সারিয়া দিলেক এক রড়।
তারা হেন দুই চক্ষু দেখি ভয়ঙ্কর॥
প্রদ্যুম্ন বিদ্যমানে আসিয়া সত্বরে।
গদা হাতে ডাক ছাড়ে অতি ঘোরতরে॥

সম্বরে দেখিয়া গদা কৃষ্ণের কুমার।
নিজগদা ফেলি তাহা করিল সংহার ॥
তবে অহঙ্কার করি সম্বরের প্রতি।
আর গদা ফেলি মারি কাম মহামতি ॥
সেই গদা মারি রিপু শূন্যে উপনীত।
পাতিলেক দৈব মায়া অতি বিপরীত ?
প্রদ্যুম্ন উপরে করে শিলা বরিষণ।
ঠাস ঠুস বাজে গায় বড়ই ভীষণ ॥
গন্ধর্ব্ব গুহ্যক নাগ পিশাচের মায়া।
অসুর উরগ যক্ষ রাক্ষসের কায়া ॥
এ তিন ভুবনে মায়া আছে যত যত।
একে একে সেই মায়া পাতে শত শত ॥
তাহা দেখি রুষিল প্রদ্যুম্ন মহাবল।
পাতিয়া বৈষ্ণবী মায়া সংহারে সকল ॥
রথ আরোহণে কাম খাণ্ডা লয়্যা করে।
আকাশে উঠিয়া কাম কাটিলা সম্বরে ॥
ছিঁড়িয়া পড়িল মুণ্ড পৃথিবী মণ্ডলে।
ঝল মল করে রত্ন কিরীট কুণ্ডলে ॥
রঙ্গে রঙ্গে সুর স্তুতি করন্তি অতুল।
দুন্দুভি শবদে ঘন বরিষয়ে ফুল ॥
স্তিরির সহিত সেই কৃষ্ণের কুমারে।
তখনি চলিলা দোঁহে দ্বারকা নগরে ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত ॥

পাহিড়া রাগ।

শ্যাম কলেবর, পীত বসন ধর,
সুন্দর আজানু বাহু।
ভাঙরি লোচন, চরাচর মোহন,
মুখে হাসি লহু লহু ॥
রঙ্গে রতি কাম, ক্ষিতি অনুপাম,
প্রবেশে দ্বারকা পুরী।
যেন জলধর, ভেজিয়া অম্বর,
সংহতি করিয়া বিজুরী ॥
চারু পুরী মাঝে, নারীগণ সাজে,
হাস পরিহাস মুখী।
দেখি কৃষ্ণরূপ, ভয়ে চুপ-চুপ,
রহে ভয়ে লুকি লুকি ॥
ক্ষণেক রহিয়া, আড়ে আড়ে চাহিয়া,
জানিল গোবিন্দ নহে।
ধাই উচ্চ হাসে, আসি বধূ পাশে,
বড় বিস্ময় হই রহে ॥
রুক্মিণী সুন্দরী, পুত্র মনে করি
হইলা বড়ই সুখিনী।
স্নেহে স্তন ভারে, দুগ্ধ পড়ে ধারে,
দ্বিজ মাধবের বাণী ॥

পয়ার।

সজল নয়নে দেবী ভাবে মনে মন।
কোন মহাশয় এই পুরুষ রতন ॥
কোন্ পুণ্যবতী ইহা ধরিল উদরে।
কাহার ঔরষে জন্ম কিবা নাম ধরে ॥
এহেন সুন্দরী কন্যা পাইল কোথায়।
কার অনুচর কিবা আইল এথায় ॥
এইরূপ মোর এক আছিল কুমার।
সূতি ঘরে হরি নিল কোন দুরাচার ॥
যদি কোন স্থানে সেই জীয়া থাকে দড়।
তবে এত দিনে সে হয়্যাছে এত বড় ॥
কৃষ্ণের সোসর দেহ এই মহাশয়।
সেই সব রূপ দেখি সেইত অবয় ॥
সেই হাস সেই ভাব সেই বিহরণ।
না জানিবা হয় সেই আমার নন্দন ॥
বিশেষে ইহারে মোর স্নেহ উঠে বড়।
নিশ্চয় জানিল আমার এই পুত্র দড় ॥

আচম্বিতে পাইল কিবা হারাইল ধন।
তেঞি বাম আঁখি মোর নাচে ঘনে ঘন।
এই সব অনুমান করিয়া রুক্মিণী।
হেনকালে সেইখানে আইলা চক্রপাণি॥
বসুদেব দৈবকী সংহতি পাছু পাছু।
দেখিয়া চিনিল পুত্র না বলিল কিছু॥
দৈবে নারদ মুনি মিলিলেন তথা।
সভা বিদ্যমানে কহিল সর্ব্ব কথা॥
হরষিত পিতৃমাতৃ শুনি অদভুত।
বাহুড়ি মন্দিরে পুন আইল নিজসুত॥
শুনিয়া ধাইল তথা যত নাগরিক।
জনে জনে আলিঙ্গন সঘনে চুম্বিত॥
এইরূপে আনন্দ হইল ঘরে ঘরে।
হেনই আনন্দ প্রভু দ্বারকা নগরে॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত্ত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

মণিহরণ-প্রসঙ্গ।

পয়ার।

এখনে কহিব আমি সত্যভামার বিয়া।
তার বিবরণ লোক শুন মন দিয়া॥
সত্রাজিত নামে রাজা আছে মহামতি।
কায়মনোবাক্যে করে সূর্য্যের ভকতি॥
তুষ্ট হয়্যা সূর্য্য তারে দিল এক মণি।
স্যমন্তক নাম তারে সর্ব্ব লোকে জানি॥
অষ্টভার স্বর্ণ প্রসবে এক দিবসে।
জরামৃত্যু রোগ শোক অরিষ্ট বিনাশে॥
হরষিতে কণ্ঠে তাহা ধরে নৃপবরে।
মণির প্রতাপে হৈল সূর্য্যের সোসরে॥
কৌতুকেতে এক দিন ভ্রমে দ্বারকায়।
দেখিলেক সর্ব্ব লোক যেন সূর্য্যোদয়॥
পাশার ক্রীড়ায় ছিলা নন্দের নন্দন।
হেনকালে দূত গিয়া করে বিজ্ঞাপন॥
শুন প্রভু নারায়ণ শঙ্খ চক্র ধর।
তোমা দেখিবারে আইল সূর্য্য দিবাকর॥
বড়ই প্রচণ্ড তেজ সহনে না যায়।
শুনিয়া এসব কথা বলেন কৃপায়॥
শুন শুন আরে লোক নহে দিবাকর।
সত্রাজিত নরপতি স্যমন্তক ধর॥
তবে সেই নৃপবর গেল নিজঘর।
হরষিত হয়্যা তবে দেব দামোদর॥
উগ্রসেন নৃপতিরে তাহা দেখাবারে।
মাগিয়া পাঠাল্য মণি দেহ গদাধরে॥
প্রেমের দুর্ল্লভধন প্রভুরে না দিল।
পরম যতনে মণি মন্দিরে রাখিল॥
তার ভাই প্রসেন পরিয়া সেই মণি।
ঘোড়ায় চড়িয়া একা হয়্যা পথগামী॥
মৃগ মারিবার আশে প্রবেশিল বনে।
প্রসেনে মারিয়া সিংহ নিল মণিধনে॥
সেই স্যমন্তক মণি প্রভাব কারণে।
সিংহে মারিয়া মণি নিল জাম্বুবানে॥
গর্ত্তের ভিতরে ঢুকে ভল্লুক প্রধানে।
শিশুরে খেলিতে নিয়া দিল মণি ধনে॥
এথা সত্রাজিত নাহি দেখে সহোদর।
বিষাদ ভবিয়া এথা কান্দে নৃপবর॥
কান্দিয়া কান্দিয়া হেন কৈল অনুমান।
প্রসেন মারিয়া মণি নিলা নারায়ণ॥
সর্ব্বলোকে কাণাকাণি ফুটি গেল বাক্য।
তাহা শুনি বলেন কৃষ্ণ বড়ই অশক্য॥
মিথ্যা অপযশ মোর ঘুষিব সংসারে।
কোন মতে হয় বা ইহার প্রতিকারে॥
এতেক বলিয়া কৃষ্ণ প্রবেশিল বনে।
সংহতি করিয়া নিলা গ্রাম্য কথোজনে

দেখিলা প্রসেনে সিংহ মারিল যেখানে।
যেন বা পর্ব্বতে সিংহে মারে জাম্বুবানে॥
গর্ত্তের ভিতরে গিয়া ঢুকে যেই মতে।
দেখাইল চিহ্ন সর্ব্ব লোকের বিদিতে॥
তবে হরি সেইখানে থুয়্যা সভাকারে।
মণি অন্বেষণে গেলা গর্ত্তের ভিতরে॥
অন্ধকার ময় সেই ভল্লুকের থাল।
আর কথোদূরে দেখি ভল্লুক ছাআল॥
স্যমন্তক মণি লয়্যা খেলে হরষিতে।
কাড়িয়া আনিতে তাহা গেলেন তুরিতে॥
ছাআলের নিকট রক্ষক ছিল ধাই।
বিপক্ষ দেখিয়া ভয়ে ডাকে পরিত্রাই॥
তা শুনিয়া জাম্বুবান ক্রোধে উগ্রমতি।
ধাইয়া আইল তথা অতি বেগ গতি॥
মনুষ্য আকার দেখিল নন্দের নন্দনে।
না জানি মহিমা যুদ্ধ দেই তার সনে॥
সম দরশন দুঁহে বীরের প্রধান।
অস্ত্রে অস্ত্রে প্রহার হইল আগুআন॥
যুঝিতে যুঝিতে সর্ব্ব অস্ত্রক্ষয় হৈল।
পাথরে পাথরে তবে মহারণ কৈল॥
পাথর ভাঙ্গিয়া যদি হৈল চূর্ণময়।
বড় বড় বৃক্ষ তবে উপাড়িয়া লয়॥
যদি বৃক্ষ ক্ষয় হৈল তবু শান্তি নাই।
করে করে মারামারি কেহ নহে জয়ী॥
মাংসের নিমিত্তে কাক ভূমে যেন পড়ি।
সাচানে সাচানে যেন লাগে জড়াজড়ি॥
এইরূপ আটাশ দিবস অহর্নিশি।
মুঠকা মুঠকি দুঁহে জয় অভিলাষী॥
ভল্লুকের মুষ্টি কৃষ্ণ অঙ্গে নাহি বাজে।
কৃষ্ণ মুষ্টি জাম্বুবানের বজ্র হেন সাজে॥
মর্দ্দিত হইল সব অঙ্গের বন্ধন।
টুটিল বিক্রম সর্ব্বাঙ্গ রক্ত বিলোচন॥
নিরন্তর ঘর্ম্ম বারি বহে কলেবরে।
বিস্মিত হইল বীর জানিয়া ঈশ্বরে॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

তুমি কৃষ্ণ তুমি বিষ্ণু, তুমি সে পরম জিষ্ণু,
সৃষ্টি স্থিতি সৃজন পালক।
সৃষ্টি মধ্যে সত্য যেই, তুহি সে অনাদি সেই,
অখিলের একই পারক॥
কালের কাল রূপ, আত্মার আত্মা রূপ
তুমি রামচন্দ্র মহাশয়ে।
যাহার সরস আঁখি, ঈষত কটাক্ষ পেখি,
সমুদ্র কাঁপিল প্রাণভয়ে॥
স্তুতি করে জাম্বুবান, প্রভুপদ সন্নিধান,
ক্ষিতি লুঠি করিয়া প্রণতি।
জানিল নিশ্চয় আমি, সর্ব্বভূতে প্রাণ তুমি
বলবীর্য্যে অনন্ত শকতি॥
সে তুমি কৌতুক হেতু, লীলায় বান্ধিলে সিন্ধু
লঙ্কাপুরী করিলে দাহন।
নানা অস্ত্র প্রহরণে, বধিলা রাক্ষসগণে,
ত্রিভুবনে থুইলা ঘোষণ॥
এতেক প্রকারে স্তুতি, করিয়া ভল্লুকপতি,
সব পরিবার লয়্যা সঙ্গে।
দেখি বীর প্রপন্ন, প্রভু হৈলা সুপ্রসন্ন,
পদ্ম হস্ত বুলাইলা অঙ্গে॥
হাসিয়া ত চক্রপাণি, মেঘ গম্ভীর ধ্বনি,
বলিবারে লাগিলা কৃপায়।
শুন শুন জাম্বুবান, আমি এই বিদ্যমান,
যে কারণে আইলাম এথায়॥
সত্রাজিত নরপতি, করিয়া সূর্য্যের স্তুতি,
পাইলেক স্যমন্তক মণি।

সে মণি না দেখি ঘরে, মিথ্যাবাদ দেই মোরে
লোকে ঘোষে অপযশ বাণী ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা, অন্তরে পাইয়া ব্যথা,
লজ্জিত হইল বড় মনে।
জাম্বুবতী কন্যা আনি, তাহার সংহ.ত মণি,
হাথে হাথে কৈল সমর্পণে ॥
প্রণতি ভকতি স্তুতি, করিয়া ভল্লুক পতি,
দণ্ডবৎ হয়্যা ঘনে ঘনে।
চৈতন্য চরণ ধন, শিরে করি অভরণ,
দ্বিজ মাধব বিরচনে ॥

পয়ার।

এথা গর্ত্ত বাহিরে আছিল যত লোক।
প্রভুর বিলম্ব দেখি পাইল বড় শোক ॥
বারদিন বিলম্ব করিয়া সেইখানে।
তবু ত না আইল কৃষ্ণ গুণের নিধানে ॥
বিস্তর ক্রন্দন করি হইল নিরাশ।
কেবল শরীর লয়্যা আইল নিজ বাস ॥
তাহা শুনি দৈবকী ছাড়িয়া নিজ ঘর।
হাহাকার করিয়া উঠিয়া দিল রড় ॥
পুত্র পুত্র বলি ঘন বুকে মারে ঘা।
নয়নে সলিল ধারা তিতে সর্ব্ব গা ॥
কান্দিতে লাগিলা দেবী অতি উচ্চস্বরে।
তা শুনিয়া অধিক বিকল বন্ধু বরে ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত ॥

করুণ রাগ।

প্রসেনে মারিয়া সিংহে, মণিহার নিল রঙ্গে,
বিদিত হইল সর্ব্ব লোকে।
পাপ সত্রাজিত পোএ, মিথ্যাবাদ দিয়া মোএ,
মজাইল এত বড় শোকে ॥

আমার প্রাণ যাদবানন্দেরে,
কোথা গেলে পাব দরশনে। ধ্রু ॥
মুঞি স্বরূপে নাজানোঁ, প্রমাদ হইবে হেন,
তবে কেন পাঠাইব বনে ॥
ভালই দেখাইলে চিন, অপযশ হৈল হীন,
বাহুড়ি না আইলে কেন ঘরে।
দারুণ ভল্লুক খালে, প্রবেশিয়া রসাতলে,
অনাথ করিয়া মা বাপেরে ॥
হেলে বীর চাণূর প্রভৃতি কংসাসুর,
দেখিয়াছি সে সব বিক্রমে।
এত বড় বীর হয়্যা, ভল্লুকের খালে গিয়া,
ফিরে না আইল অভাগীর করমে ॥
না আইলা দ্বারকা পুর, হইল মঙ্গল দূর,
বন্ধুজন জীবন নৈরাশ।
দ্বিজ মাধব কয়, শুন গো দৈবকী মায়,
আসিব বিজয়ী শ্রীনিবাস ॥

পয়ার।

বসুদেব আদি যত কান্দে ভূমি পড়ি।
জ্ঞাতি বন্ধুজন কান্দে দিয়া গড়াগড়ি ॥
মন্দির ভিতরে কান্দে রুক্মিণী সুন্দরী।
বিলাপে নাহিক অন্ত মুকুত কবরী ॥
দাস দাসীগণ কান্দে মাথায় দিয়া হাথ।
আর সেই না দেখিব ঠাকুর যদুনাথ ॥
নাগরিকগণ কান্দে নগরে নগরে।
কৃষাণ রাখাল কান্দে আঁতরে প্রান্তরে ॥
সত্রাজিত নৃপতিরে সভে দেই শাপ।
সেই মহাপাতকী সভারে দিল তাপ ॥
হেনই সময় তখন যত বৃদ্ধগণ।
আপনা আপনি যুক্তি করে জনে জন ॥
সভে মিলি চণ্ডী পূজা করে একস্থান।
তবে অবিরোধে সে আসিব নারায়ণ ॥

হেন যুক্তি করিয়া নি য় সর্ব্বজনে।
চণ্ডীপূজা আরম্ভ করিল শুভক্ষণে ॥
পাদ্য অর্ঘ্য ধূপ দীপ নৈবেদ্য প্রদানে।
পূজিল চণ্ডিকাদেবী বিবিধ বিধানে ॥
প্রসন্ন হইয়া দেবী কৈলা বরদান।
এথা নিজ পুরে কৃষ্ণ করিল প্রয়াণ ॥
জাম্বুবতী সহিত গলায় মণিবর।
আচম্বিতে উপনীত পুরীর ভিতর ॥
দেখিয়া পুরীর লোক জয় জয় কার।
জনক জননীর প্রেম হইল অপার ॥
মইল মনুষ্য যেন পাই পুনর্ব্বার।
সেইরূপ আনন্দ হইল সভাকার ॥
তবে হরি সভা করি আনি সত্রাজিত।
কহিল মনের কথা সকল পিরিত ॥
বিদ্যমানে স্যমন্তক আনি দিল হাথে।
মণি পাই লাজে রাজা কৈল হেঁঠ মাথে ॥
আপনারে অনুতাপ করিল বিস্তর।
স্যমন্তক লয়্যা শীঘ্র গেল নিজঘর ॥
মনে মনে চিন্তে মুঞি কৈল কোন কর্ম্ম।
কেমন প্রকারে বা তরিব লোক ধর্ম্ম ॥
বড়ই প্রবল বীর দৈবকীনন্দন।
না জানি আসিয়া মোরে কি করে কখন ॥
কোনরূপে হয় এই দোষের মার্জ্জন।
কেমনে প্রসন্ন মোরে হয়েন নারায়ণ।
কেমনে বা পরলোকে নহে অনুতাপ।
কেমনে বা এড়াইব লোকের অভিশাপ ॥
কন্যার সহিত মণি দেঙ সুনিশ্চয়।
বুঝিল তরণ হেতু এই ত উপায় ॥
পাইব অভয়দান ঘুষিব ভুবন।
আনরূপে কৃপা তার নহিব কখন ॥
এই যুক্তি সুদৃঢ় ভাবিয়া নৃপবরে।
মণির সহিত কন্যা পরম সাদরে ॥
আপনি যাচাই কৃষ্ণে কৈল সমর্পণ।
সত্যভামা পায়্যা হরি হরষিত মন ॥
বিধি অনুসারে বিভা করিল তাহারে।
স্যমন্তক না লইব বলি তার তরে ॥
শুন নৃপবর তুমি সূর্য্যভক্ত জন।
থাকুক তোমার ঠাঞি মণি মহাধন।
জানিহ আমার ইথে নাহি দুঃখ লব।
দৈবে কালের ভাগ পাইব আমি সব ॥
বড়ই চতুর বীর রসিক মুরারি।
এক মণি লাগিয়া পাইল দুই নারী ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥

কামোদ রাগ।

স্মরিল পাণ্ডবগণ, শুনি যদুনন্দন,
বলাই সহিত লোকাচারে।
কুন্তী ভীষ্ম দ্রোণ, বীর শুনি জগজ্জন,
দেখিবারে লড়িলা সত্বরে ॥
দেখিয়া ত জনে জন, সম সকাতর মন,
কৈল দুঁহে করুণা প্রচুর।
হেনই সময় তথা, শতধন্বার স্থানে কথা,
কহে কৃতবর্ম্মা অক্রূর ॥
সত্রাজিত নরপতি, পূরুবে আমার প্রতি,
কন্যাদিতে বৈল আগুআন।
এখন অবজ্ঞা করি কার কুমন্ত্রণা ধরি
কৃষ্ণেরে করিল কন্যাদান ॥
কহিল তোমার ঠাঞি, বড় অপমান পাই,
ধরণ না যায় আর মন।
হউক সভার হিত, কর তাঁর সমুচিত,
মণি আন করিয়া নিধন ॥
করি এই যুগতি, শতধন্বা পাপমতি,
রাজগৃহে আসিয়া সত্বর।

নিদ্রায় বধিয়া ভূপে, মলিন হয়্যা চুপে চুপে,
নিজগৃহ পাইল পামর॥
দেখিয়া রমণীগণ, শোকে অচেতন মন,
কান্দয়ে সঘনে উচ্চ রায়।
আইলা কৃষ্ণের রামা, কন্যা তার সত্যভামা,
দেখিয়া সন্তাপ বড় পায়॥
বাপ বাপ বলি ঘন করি বহু ক্রন্দন,
ক্রোধে কম্পিত অতিশয়।
তৈল দ্রোণ অভ্যন্তরে, থুয়্যা মৃত কলেবরে,
চলিলা যথায় যদুরায়॥
আসিয়া হস্তিনাপুরে, লাজ ভয় তেজি দূরে,
কহিল সকল বিবরণ।
শ্বশুর মরণ শুনি, দুঃখিত যাদবমণি,
বিলাপ করিয়া চন্দ্রানন॥
রমণী অগ্রজসনে, আসিয়া আপন স্থানে,
বুক্তি কৈলা আপনা আপনি।
শতধন্বা দুরাশয়, সত্বরে করিয়া ক্ষয়,
হরিয়া আনিব তার মণি॥
শুনিয়া এ সব কথা, পাইয়া পরম ব্যথা,
শতধন্বা মনে স্থির নহে।
কৃতবর্ম্মা স্থানে গিয়া, কহিল প্রণত হয়্যা,
তুমি মোরে হইবে সদয়ে।
কৃতবর্ম্মা বলে ভাই, আমার শকতি নাই,
ঈশ্বরেরে করিতে হেলন।
দেখনা ভাবিয়া মনে, শ্রীরাম কৃষ্ণের সনে,
বিবাদে কুশল কোনজন॥
কংস বিপক্ষ ছিল, সবংশে মরিয়া গেল,
জরাসন্ধ সত্বর সমরে।
বিরথী হইয়া সেই, লজ্জায় পল্যায়্যা যাই,
আর কেবা কি করিতে পারে॥
তবে দুষ্টমতি সেই, তার আশ নাহি পাই,
সত্বরে অক্রুর সন্নিধানে।
কহিল তাহারে খল, তুমি হবে অনুবল,
তবে মুক্তি পাও পরিত্রাণে॥
অক্রূর বলিল শুন, কৃষ্ণের যতেক গুণ
এ তিন ভুবনে সুবিদিত।
ক্রীড়া রসে সৃষ্টি স্থিতি, প্রলয় যাহার রীতি,
কিবা তার চিন্তিব অহিত॥
সপ্ত বরিষের হয়্যা, গোবর্দ্ধন উপাড়িয়া,
হেলায় ধরিল বাম বাহে।
যেমত বালক সব, বরিষাতে উৎসব,
ছত্র ক লইয়া খেলায়ে।
সেই কৃষ্ণ ভগবান, অনন্ত কর্ম্মের স্থান,
অচিন্ত্য অখিল আদিরূপ।
সর্ব্বভূত অন্তর্যামী, তার পদ বন্দি আমি,
অক্ষয় অব্যয় ব্রহ্মরূপ॥
শুনিয়া অক্রূর বাণী, শতধন্বা মনে গুণি,
স্যমন্তক এড়ি তার ঠাঞি।
অশ্ব আরোহণ করি, পবনের বেগ ধরি,
পলাইয়া যায় ত্রাস পাই॥
শুন শুন অরে ভাই, বড়ই কৌতুক এই,
শ্রবণ মঙ্গল সুখদাই।
দ্বিজমাধব ভাষে, পদরতি অভিলাষে,
আর কিছুই দায় নাই॥

অক্রূরের মণিপ্রদান।

পয়ার।

পলাইল শতধন্বা বলে সর্ব্বজন।
তাহা শুনি রামকৃষ্ণ হরষিত মন॥
করিয়া গরুড়-ধ্বজ রথ আরোহণ।
পাছু পাছু দিল দেখা পবন গমন॥
দেখিয়া পশ্চাৎ কৃষ্ণ কম্পিত বিপক্ষ।
মনে মনে ভাবে সেই বড়ই অশক্য॥

মিথিলার উপরে চালায়্যা দিল ঘোড়া।
ধাইতে ধাইতে ঘোড়া হয়্যা গেল খোঁড়া॥
অশ্ব পরিহরি ত্রাসে ধায়্যা যায় রড়ে।
তবু বসুদেব সুত লাগি নাহি ছাড়ে॥
আপনি এড়িয়া রথ ধায় পদগতি।
বড়ই সক্রোধে তাহা ধরি পাতাপাতি॥
চক্রে কাটিয়া মুণ্ড চাহিলা বসন।
না পাইলা মণিধন কমললোচন॥
হাসিয়া ভাইর ঠাঞি সকল কহিলা।
বৃথায় মারিল রিপু মণি না পাইলা॥
তবে বলভদ্র তাঁরে কহে হেন বাণী।
না জানি কাহার ঠাঞি থুইয়াছে মণি॥
পুরে গিয়া কর সেই মণি অন্বেষণ।
আমি কিছু বিলম্বে করিব আগমন॥
দেখিব জনক রাজা বড় প্রিয়জন।
এত বলি বলরাম করিলা গমন॥
তাহা দেখি নৃপবর উঠিল তুরিত।
কৃতমতি হয়্যা পূজা করিল উচিত॥
প্রণত বৎসল রাম গুণের নিধান।
হরিষে দিবস কথো রহি সেই স্থান॥
গদাযুদ্ধ শিখাইয়া বীর দুর্য্যোধনে।
এথা দ্বারকায় আসি কমললোচনে॥
সত্যভামা প্রিয়ারে কহিল বিবরণ।
শতধন্বা বধিয়া না পাইল মণি ধন॥
তবে শ্বশুরের কর্ম্ম করি সমুচিত।
জ্ঞাতিগোত্র সভা লয়্যা পরম পিরিত॥
হেনই সময়ে অক্রূর কৃতবর্ম্মা।
আপনা আপনি মনে গুণি নিজকর্ম্ম॥
আমি সভে যুক্তি দিয়া সত্রাজিতে বধি।
এখনে রাখিয়া আছি মণি মহানিধি॥
না জানি এ দোষে কৃষ্ণ করে কোন কাজ।
যদি বা না বলে কিছু তবু লোকে লাজ॥
এই শঙ্কা ভাবিয়া সত্বরে দুইজন।
দ্বারকা তেজিয়া দুহে করিল গমন॥
অক্রূর থাকিতে দেশ আছিল বিশিষ্ট।
তিঁহ গেলে লোকের হইল নানা রিষ্ট॥
মড়ক দুর্ভিক্ষ তাপ দৈবের ভৌতিক।
ত্রিবিধ উৎপাত লোকে হইল অধিক॥
কেহ বলে কিবা লয় সভাকার মতে।
আপনি ঈশ্বর যথা তথায় উৎপাতে॥
বৃদ্ধ বৃদ্ধ লোক সব কহে নিরন্তর।
অক্রূর-বিহনে দেশে দুঃখ বহুতর॥
পূর্ব্বে বারাণসী পুরী হৈল অনাবৃষ্টি।
পরম চিন্তিত রাজা দেখি সেই রিষ্টি॥
সকল নামেতে ছিল জনক তাহার।
গান্ধিক তনয় করি ঘুষিল আপনার॥
তবে বারাণসীতে বৃষ্টি হইল তথায়।
তার পুত্র অক্রূর পরম মহাশয়॥
সেই যদি আইসে তবে পাই পরিত্রাণ।
নহে বা কাহার আর রহিব ধন প্রাণ॥
লোক মুখে বনমালী এ কথা শুনিয়া।
আনাইল অক্রূর দেশে দূত পাঠাইয়া॥
অতিথি বেভারে পূজা করি আগুয়ান।
বলিতে লাগিল তবে বিনয় বিধান॥
শুন শুন মহামহিম কহ সত্য জানি।
তোমার ঠাঞি শতধন্বা থুইয়াছে মণি॥
সত্রাজিত নৃপতির হয় সেই ধন।
অপুত্রক নৃপবর জানে সর্ব্বজন॥
তাঁর কন্যা সত্যভামা রমণী আমার।
তবে যদি তার নাহি জন্মিল কুমার॥
বিচারে মণির দায় ভজিল আমায়।
তবু না লইব মণি থুইব তোমায়॥
সবে একবোল মাত্র আছে তার মাঝে।
আমার পিরিতি হেতু করিবে একাজে।

শতধন্বা মারি আমি আনিয়াছি মণি।
এই জ্ঞানে বলরাম আছেন মনে গুণি॥
তাহার পিরিতি হেতু আনি বন্ধুবর।
দেখাইয়া লয়্যা যাও সভার গোচর॥
ঘুচাইবে অপযশ তুমি বন্ধুজন।
একথা শুনিয়া মুনি চলিলা তখন॥
বস্ত্র আচ্ছাদন করি আনি স্যমন্তক।
ঘুচাইল বস্ত্র মাত্র করে ঝকমক॥
যেন জ্বলন্ত পাবক। ধ্রু।
সূর্য্যের সমান তেজ ধরে মহাধন।
কৃষ্ণের কোমল করে দিলেন তখন॥
হসিত বদন প্রভু পায়্যা মণিবর।
দেখাইল জ্ঞাতি গোত্র সভার ভিতর॥
আপনার অপযশ করিয়া মার্জ্জন।
পুনরপি অক্রূরেরে কৈল সমর্পণ॥
যেই লোক শুনে ভণে মণির হরণ।
যেবা পুণ্যবতী ধনি করয়ে শ্রবণ॥
কোন কালে তাহার নহিব অপযশ।
পরম সানন্দ মনে পায় শান্তিরস॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত॥

বসন্ত রাগ।

কৃপার সাগর হরি ভক্তজন বশ।
আনিয়া অক্রূর ঘুচাইল অপযশ॥
তবে বসুদেব সনে লড়িলা সাজিয়া।
দুর্য্যোধন প্রভৃতি আপন সৈন্য লৈয়া॥
আইলা যাদবানন্দ ইন্দ্রপ্রস্থ পুরে।
দেখিয়া পাণ্ডবগণ হরিষ প্রচুরে॥
দেখিয়া অখিলনাথ সেই বীর ভাগে।
একে একে উঠি আলিঙ্গন দিলা আগে॥
হইল নিষ্পাপ তনু প্রভু আলিঙ্গনে।
পাইল অনন্ত সুখ পদ দরশনে॥
ধর্ম্ম সেতু গোপীনাথ পরম সম্ভ্রমে।
যুধিষ্ঠির ভীম আদি বন্দিয়া প্রথমে॥
অর্জ্জুনেরে কোল দিলা তার পাছুআন।
নকুল সহদেবের প্রতি করিলা কল্যাণ॥
আসনে বসিয়া কৈল পাদ প্রক্ষালন।
ধীরে ধীরে দ্রৌপদী তবে কৈলা আগমন॥
নবীন যৌবন হেতু লজ্জিত বদনে।
ঈষৎ চাহিয়া নতি করিল চরণে॥
তবে সাত্যকিরে সভে হৈলা নমস্কার।
অতিথি বেভারে পূজা বিবিধ প্রকার॥
দ্বিজ মাধব কহে ব্যাসের বচন।
যে হয় সুহৃৎ শুনিব অনুক্ষণ॥

পয়ার।

তবে দেব গদাধর পরম সাদরে।
পিসির চরণে গিয়া হৈলা নমস্কারে॥
সজল নয়নে পিসি চাহে ভাইপোএ।
তবে হরি জিজ্ঞাসা করিল মায়ামোএ॥
স্মঙরি স্মঙরি দুখ কহে ঘনে ঘনে।
কান্দিতে কান্দিতে কুন্তী বন্ধু দরশনে॥
পূরবে যখন তুমি স্মরণ করিয়া।
অক্রূর ভাইরে এথা দিলা পাঠাইয়া॥
তখনি জানিলুঁ মুঞি সকল কৌশল।
হইলুঁ সনাথ তনু জীবন সফল॥
জগতের নাথ তুমি সভাকার হিত।
তবু যে স্মরণ করে তারে তেন রীত॥
তার পাছে আসিয়া বলেন যুধিষ্ঠির।
শুন শুন মহাপ্রভু দেব যদুবীর॥
না জানি কেমন পুণ্য কৈল আমিসব।
যাহার চরণ ধন যোগীর দুর্লভ॥

সে তোমার দরশন পায়্যা নিজ ঘরে।
কি আর ক'হব কথা প্রলাপের তরে॥
এই রূপে নৃপতির সম্মানিত হয়্যা।
বাড়াই সভার সুখ বরিষেক রৈয়্যা॥
একদিন অর্জ্জুন বানর-ধ্বজরথে।
আরোহণ করিয়া গাণ্ডীব ধনু হাথে॥
দুই গোটা কাছিল অক্ষয় শর তূণ।
কৃষ্ণের সহিত লড়ে বেড়াইতে বন॥
কবচে আচ্ছাদি অঙ্গ প্রবেশিল বনে।
সন্ধান পূরিয়া শর মারে পশু গণে॥
ব্যাঘ্র মহিষ কস্তূরি হরিণ শশক।
শরভ গবয় গণ্ডার সুসক ভল্লুক॥
মৃগ মারি শ্রমে তৃষ্ণা পাইল বীরবরে।
জলপান করিবারে গেল যমুনারে॥
দুঁহে আসি জল পান করি কুতূহলে।
আচম্বিতে এক কন্যা দেখিল সলিলে॥
পরম সুন্দরী কন্যা রুচিরবয়ানী।
অতি অদভুত ধনী কুরঙ্গ নয়ানী॥
নিরবধি তীরে তীরে করয়ে ভ্রমণ।
তাহা দেখি বনমালী হসিত বদন॥
হাসিয়া কহিল কথা অর্জ্জুনের তরে।
জলমধ্যে কন্যা কেন জানিবে উত্তরে॥
কৃষ্ণের বচনে বীর ঘনাই নিকটে।
কন্যার সহিত কথা কহিছে দোপটে॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

সিন্ধুড়া রাগ।

কে তুমি সুন্দরি, কাহার কুমারী,
আইস কোন দেশ হৈতে।
কিবা অন্বেষণে, ভ্রম অনুদিনে,
পতি ইচ্ছা হেন দেখি চিতে॥
চাঁদমুখি কহ নিজ বিবরণ।
জিজ্ঞাসি তোমারে শুনহ বচন॥
শুনি বীরবাণী, কহে সেই ধনী,
কি আর কহিব মিছা।
সূর্য্যের নন্দিনী, আমিত পদ্মিনী
কৃষ্ণ-পতি করি ইচ্ছা॥
কালিন্দী নাম বিদিতা।
কায় মনো বাক্যে, হরি অনুগতা॥ ধ্রু
ছাড়ি নরহরি, আন নাহি ধরি,
এ তিন ভুবন মাঝে।
দেহত প্রসাদ, কর আশীর্ব্বাদ,
পতি হউ যদুরাজে॥
যমুনার জলে আমি বসি।
পরিচয় দিল, কৃষ্ণ অভিলাষী॥ ধ্রু
যাবত থাকিব, দেখিব নিশ্চিন্ত
তাবত থাকিব এথা।
শুন মহাশয়, দিল পরিচয়,
কহিল সকল কথা॥
বীরবর শুনিয়া আইলা আনন্দিতা।
দ্বিজ মাধব কহে পরম পিরিতা॥

পয়ার।

শুনিয়া কালিন্দী মুখে এতেক বচন।
আসিয়া প্রভুর ঠাঞি কহিলা তখন॥
হরষিতে গোপীনাথ গিয়া সন্নিধান।
করে ধরি রথে তুলি নিল বিদ্যমান॥
অবিলম্বে শ্রীনাথ যুধিষ্ঠির স্থানে।
আজ্ঞা দিলা তাঁরে পুরী করিতে নির্ম্মাণে॥
প্রভু সন্নিধান পায়্যা সেই নৃপবর।
বিশ্বকর্ম্মা আনি পুরী করি মনোহর॥
সেই পুরী থাকিয়া রসিক যদুবর।
কালিন্দী সহিত ক্রীড়া করি নিরন্তর॥

অর্জ্জুনের সারথি হইয়া কুতূহলে।
তুষ্ট হয়্যা হুতাশন অর্জ্জুনেরে বলে॥
সমর বিজয়ী ধনু দিল তাঁর করে।
ইহার প্রসাদে বীর বিজয়ী সংসারে॥
দুই গোটা টোন দিল অক্ষয় বাণ।
অ দ্য কবজ দিল অঙ্গ পরিত্রাণ॥
রথখান দিল তারে পবনের গতি।
শ্বেত বাহন হয় রণের পিরিতি॥
ময় নামে দানব আছিল সেই বনে।
দাহন সময় তাহে কৈল বিমোচনে॥
তথির কারণে তিহ বড় উল্লাসিত।
সভাখান করি দিল অতি বিপরীত॥
তাহে দুর্য্যোধনের জন্মিল মিথ্যা ভাণ।
জলে স্থল স্থলে জল জ্ঞান দরশন॥
এতেক সম্পদ্ তার বাড়াই গোপাল।
নিজ অভিলাষে প্রভু বঞ্চি কথোকাল॥
তবে যুধিষ্ঠির স্থানে করিয়া বিদায়।
আনন্দে কালিন্দী লয়্যা আইলা নিজালয়॥
জনক জননী বিধি কৈলা তাহে বিয়া।
জ্ঞাতি বান্ধব পায়্যা আনন্দিত হয়্যা॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা এক চিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

লগ্নজিতা, লক্ষ্মণা এবং ভদ্রার বিবাহ।

পয়ার।

এখনে কহিব আমি মিত্রবিন্দা বিহা।
তার বিবরণ লোক শুন মনদিয়া॥
রাজাচী নামেতে বসুদেবের ভগিনী।
মিত্রবিন্দা নামে তার আছে কন্যা খানি॥
স্বয়ম্বর তার তবে কৈল আচম্বিত।
গোবিন্দেরে দিব বিভা এই মনোনীত॥
বিন্দ অনুবিন্দ তার পুত্র দুইজন।
দুর্য্যোধন অনুগত বড় দুষ্টমন॥
মন্ত্রণা করিল কৃষ্ণে না দিব ভগিনী।
তবে তাহা সত্বর শুনিলা যদুমণি॥
আনিয়া সভার মাঝে বীর দাপ করি।
বিপক্ষ জিনিয়া প্রভু নিলেন সুন্দরী॥
আপনার পুরী আনি তাহা কৈল্য বিহা।
আর কিছু বলি এবে শুন মন দিয়া॥
আছয়ে কোশল দেশে রাজা লগ্নজিত।
অতিশয় ধার্ম্মিক সে জগতে বিদিত॥
তার কন্যা লগ্নজিতা ধরে সাধ্বী নাম।
রূপেগুণে শীলে দেবী ক্ষিতি অনুপাম॥
কৌতুকে জনক তার কৈল এক পণ।
সাত গোটাবৃষ মোর বান্ধে যেইজন॥
সেই সে করিবে বিভা আমার কুমারী।
মহা মহা বীর যায় আইসে হারি হারি॥
দুরন্ত বলদ সেই নিজ মদে অন্ধ।
আছুক পরশ কাজ না সহে বীর গন্ধ॥
ভয়ঙ্কর কলেবর খরতর শৃঙ্গ।
যাহার গর্জ্জনে লোক পড়ে মহাভঙ্গ॥
পৃথিবীমণ্ডলে কেহ নারে লঙ্ঘিবারে।
তেঞি বিভা নাহি হয় আছয়ে মন্দিরে॥
চলিলা আপনে কৃষ্ণ কোশল নগরে।
দেখিয়া যাদবানন্দে সেই নৃপবরে॥
পরম ঈশ্বর জানি অতি প্রেম ভরে।
করিল অনেক পূজা পরম সাদরে॥
দেখি অভিমত বর সে বর কামিনী।
মনে মনে অভিলাষ করিল তখনি॥
যদি পূর্ব্ব জন্মে মুঞি ইহার চরণে।
থাকোঁ আরাধনা করি কায়বাক্যমনে॥
তবে অবিলম্বে স্বামী হইবে নিশ্চয়।
হেন কালে বলে রাজা করিয়া বিনয়॥

শুন শুন নারায়ণ জগতের পতি।
এক নিবেদন করোঁ যদি দেহ মতি॥
নিজ মহিমাতে তুমি পূর্ণ সর্ব্বক্ষণ।
মুঞি ক্ষুদ্র কি বলিব কমললোচন॥
যার পদরেণু শিরে ধরে পদ্মাবতী।
ব্রহ্মা মহেশ্বর লোকপালের সংহতি॥
যুগে যুগে অবতার তুমি কৃপাধান।
প্রপন্ন বিনোদ রায় করি অবতার
তুমি ভগবান্ প্রভু জানি সুনিশ্চিত।
করাইব পরিতোষ দিয়া কোন বিত্ত॥
তবে তারে গোবিন্দ বলিলা হেন বাণী।
হাসিয়া গর্জ্জন নাদে বলি সিংহধ্বনি॥
শুন শুন নরপতি আমি হীন জন।
আমারে আনিতে যুক্তি নহে ত রাজন॥
বাহু বলে করি বিভা এই সে উচিত।
তবু কন্যা চাহি ভিক্ষা দেখিয়া সুহৃৎ॥
এ বোল শুনিয়া রাজা বলে জোড়হাথে।
সর্ব্ব গুণে পরিপূর্ণ তুমি লক্ষ্মীনাথে॥
তোমারে অধিক বীর কেবা আছে আর।
বীর বিখ্যাত মধ্যে প্রতিজ্ঞা আমার॥
এই সপ্ত বৃষ যেই বান্ধে একেবারে।
তারে কন্যা বিভা দিব প্রতিজ্ঞা আমারে॥
ইহা শুনি বড় বড় রাজার কুমারে।
বিক্রম করিয়া এথা আইল বারে বারে॥
শৃঙ্গাঘাতে ক্ষত হয়্যা প্রাণ অবশেষে।
লজ্জা পাইয়া পুন গেল নিজ নিজ দেশে॥
যদি ইহা সভার বিগ্রহ কর মন।
তবে কন্যা দিব বিভা সুদৃঢ় বচন॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

সুহই রাগ।

শুনিয়া নৃপতি বাণী, অবিলম্বে চক্রপাণি,
বসন সারিয়া তনু মাঝে।
একেক সুন্দর কায়, কৌতুকেতে সাত হয়,
ধায়্যা গেল যেন মৃগরাজে॥
দেবদেব বর, গোকুল নাগর,
সমর সুবিজয় দায়ী।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, কারী মহলয়,
ত্রিভুবন বিজয়ী মাই॥
বন্ধন ঘটিত শিশু, লয়্যা যেন পশু,
খেলায় আপন নিলয়।
দেখি কোশল নৃপতি, ভয় বিস্ময় মতি,
হরিষ পাইল অতিশয়॥
আনিয়া আপন সুতা, রত্ন অলঙ্কার যুতা,
আনিয়া দিলেন তৎকালে।
দ্বিজ মাধব কয়, বড়ই উৎসব হয়,
নৃত্য গীত বাজন বিশালে॥

পয়ার।

পাইয়া কন্যার বর সুন্দর গোপাল।
রাজপত্নীগণ যেন বড়ই রসাল॥
কিবা শিশু কিবা যুবা কিবা বৃদ্ধজন।
বস্ত্র আভরণে তনু করিয়া ভূষণ॥
স্বর্গে দুন্দুভি বাদ্য বাজে নিরন্তর।
দ্বিজ মুখে বেদ পাঠ অতি মনোহর॥
হেনকালে নৃপবর আসিয়া কৌতুকে।
কন্যা বিদ্যমানে আনি দিলেন যৌতুকে॥
দশ সহস্র ধেনু দিল দুগ্ধবতী।
দশ সহস্র দাসী দিল যতেক যুবতী॥
ময়মত্ত হাথী দিল অযুত হাজার।
তার দশ গুণ রথ বায়ুগতি যার॥

রথের দশ গুণ দিল অশ্ব সুসার।
তবে দশগুণ দ্রব্য দিল ভারে ভার॥
কি ক'হব তাহা আর কে করে লিখন।
আর বা যতেক ধন রজত কাঞ্চন॥
লইয়া সকল ঠাট লড়িলা মহামতি।
চড়িয়া বিচিত্র রথে হরষিতে গতি॥
শুনিয়া এ সব কথা দুষ্ট নৃপগণ।
ধাইয়া আসিল বাটে রহিল তখন॥
পূরবে বৃষের ঠাঁই হারিয়াছে যেই।
কন্যার বিরোধে লাগ লইলেক সেই॥
ধনুক পাতিয়া তারা বিন্ধে অবিরত।
ফুটিয়া ফুটিয়া ফৌজে পাড়িছে রকত॥
আছিল প্রভুর সখা বীর ত অর্জ্জুন।
বিপক্ষ দেখিয়া ক্রোধ জন্মিল দারুণ॥
গাণ্ডীব কোদণ্ড করে বীর জয়া হয়্যা।
লড়িলা দ্বারকাপুরী গোবিন্দ লইয়া॥
গাণ্ডীব কোদণ্ড করে সাজিলেক ধাড়ি।
যেন ক্ষুদ্র মৃগে সিংহ লইল খেদাড়ি॥
এইরূপে বীরভাগ অর্জ্জুনের বাণে।
উভ রড়ে পলাইয়া যায় নানাস্থানে॥
তবে সেই বীরবর বিজয়ী হইয়া।
লড়িলা দ্বারকাপুরী গোবিন্দ লইয়া॥
আপনি ঘোড়ার বাগ ধরিয়াছে হরিষে।
নৃত্য গীত বাজনায় আনন্দ বিশেষে॥
বধূ সঙ্গে নানা রঙ্গে প্রবেশি নিলয়।
দেখিয়া পুরের লোক বলে জয় জয়॥
তবে আর বিবাহ করিব নরহরি।
তার বিবরণ লোক শুন কর্ণ ভরি॥
শ্রুতিকৃতি নামে বসুদেবের ভগিনী।
ভদ্রা নামে আছে তার কন্যা একখানি॥
কেকই করিয়া তার বিশেষ খেয়াতি।
অর্ণদল আদি তার ভাই শিষ্টমতি॥
আনিয়া গোপালে তারা আপন নিলয়।
করিল ভগিনী দান আপন ইচ্ছায়॥
পরম কৌতুকে তবে দেব দামোদর।
রথ আরোহণে গেলা আপনার ঘর॥
তবে আর বিবাহ যে করিল গোপালে।
সেই কথা শুন লোক পরম রসালে॥
মদ্র দেশের রাজা বড়ই প্রচণ্ড।
লক্ষ্মণা কুমারী তার জানে ক্ষিতিখণ্ড॥
সকল লক্ষণ যুক্ত মদনমোহিনী।
বিবাহ সময় তারে জানিল পদ্মিনী॥
সকল ভূপাল মেলি কৈল স্বয়ম্বর।
শুনিয়া কৌতুকে তথা গেলা গদাধর॥
গরুড়ে চড়িয়া মাত্র একক আপনি।
হরিয়া নিলেন সেই নৃপতি নন্দিনী॥
আপন মন্দিরে আনি কৈল তারে বিভা।
একে একে অষ্ট বিভা হৈল তারে দিয়া॥
আর ষোল সহস্র আনিল বর-নারী।
যেন মতে নরক বধিলা দনুজারি॥
সে সব রহস্য আমি কহিব এখন।
যে হয় রসিক রসে মজাইব মন॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত॥

পঠমঞ্জরী রাগ।

তিন লোক মাঝে, শোভে ভৌম রাজে,
অতি খরতর বীর।
আছুক আনের কাজ, কম্পিত দেবরাজ,
যার ভয়ে নহে স্থির॥
ছত্র কুণ্ডল, লইল স্বর্গস্থল,
খেদাড়ি কৈল তাহে দূর।
পায়্যা অপমান, আসি প্রভুস্থান,
করুণা করিল প্রচুর॥

শুনিয়া শচীনাথ, বদনে কাকুর্ব্বাদ,
চলিলা প্রভু চক্রপাণি।
বিনতানন্দন, করিয়া আরোহণ,
সংহতি করিয়া রমণী॥
প্রাগ্‌জ্যোতিষ সম, পুরনাম গ্রাম,
বেষ্টিত বিবিধ প্রাকারে।
পর্ব্বত শত শয়, শিল জলাগ্নিময়,
গড় উচ্চ চারি ধারে॥
বড়ই দুর্গস্থল, প্রবল পরদল,
লঙ্ঘিতে নারে কেহ তাহে।
দেখিয়া মুরহর, প্রবন্ধ সবতার,
উপায় সৃজিল হেলাএ॥
প্রথমে দেখি গড়, পাষাণ বড় বড়,
গদায় করিল তিল তিল।
শারঙ্গে জুড়ি শর, কাটিল সমস্ত গড়,
চক্রে কাটি জলাগ্নি নিল॥
পশ্চাৎ খুরু পাশে, লঙ্ঘিল অনায়াসে,
বিষম অসির প্রহারে।
শঙ্খ-ধ্বনিগণ, মোহিত রিপুগণ,
হরিষে ভেল আগুসারে॥
রঙ্গে দেখি পুর, প্রাচীর বহু দূর,
ভাঙ্গিল তাহা গদা ঘায়।
প্রলয় বজ্রাঘাত, সমান সিংহনাদ,
শুনিল অসুর দুরাশয়॥
আছিল জলমাঝে, শুনিয়া দৈত্যরাজে,
জাকি উঠিল সত্বরে।
মাধব কহে জল, ছাড়িয়া উঠে কূল,
বিকট পঞ্চ মুখ ধরে॥

নরকাসুর বধ-বৃত্তান্ত।

পয়ার।

জলে হইতে উঠে বীর কুঞ্জে অবিলম্বে।
বিষম ত্রিশূল গোটা করে লয়্যা দম্ভে॥
প্রলয় কালের যেন সূর্য্য অগ্নিধর।
পঞ্চাষান মুখ মেলে অতি ভয়ঙ্কর॥
উভরড়ে ধায়্যা আইসে গরুড়ের প্রতি।
ত্রিভুবন গিলিতে আইসে হেন রীতি॥
যে ভক্ষ্য হয়্যা ধায় ভক্ষ্যকের প্রতি।
মারিবারে হেন সেহ ধায় উগ্রমতি॥
আসিয়া অদূরে রিপু আপনার সুখে।
শূল এড়ি ডাকিল নিকট পঞ্চমুখে॥
বড়ই প্রচণ্ড নাদ পূরিল ব্রহ্মাণ্ড।
তাহা দেখি যদুনাথ জোড়ে দুই কাণ্ড॥
কাটিল ত্রিশূল গোটা হইল তিন খান।
আর পঞ্চমুখে তার মারি পঞ্চবাণ॥
শূল বৃথা গেল আর খায় পঞ্চশর।
কোপে গদা ফেলি মারে কৃষ্ণের উপর॥
বাজিতে আইসে গদা দেখি হেন কালে।
তবে নিজ গদা তারে এড়িল গোপালে॥
খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল অবিলম্বে।
তবু দুষ্ট অসুর না ছাড়ে নিজ দম্ভে॥
দশ হস্ত সারিয়া আইসে ধরিবারে।
তবে নিজ চক্র হরি এড়িল তাহারে॥
লীলায় কাটিয়া আইসে পঞ্চ গোটা শির।
জলমধ্যে পড়ে সেই পর্ব্বত শরীর॥
দেখিয়া বাপের বধ তার সাত পো।
পাইল দারুণ রোষ না করিল যো॥
শোধিতে বাপের ধার পাণি গেল রণে।
পীঠ নামে চোদার করিয়া প্রধানে॥

প্রথমে লড়িল তার সভাকার জ্যেষ্ঠ।
তাহার পশ্চাত লড়ে তাহার কনিষ্ঠ॥
তাহার পশ্চাত ভাই লড়িল শ্রবণ।
তবে বিভাবসু বীর করিল গমন॥
তাহার পশ্চাত বসু যায় যুঝিবারে।
তবে নাভজান যায় বিক্রম অপারে॥
অবশেষে বরুণ দারুণ দুইজন।
এই সাতজন বীর প্রবেশিল রণ॥
ধরিয়া বিবিধ অস্ত্র অঙ্গ পরিত্রাণ।
ভৌম নরপতির পাইয়া সন্বিধান॥
আসিয়া সংগ্রাম স্থলে করে বীরদাপ।
কেহ বাণ ধরে কেহ এড়ে দৃঢ় চাপ॥
কেহ কেহ খাণ্ডা লইয়া দেই হানা।
সন্ধান পূরিয়া গদা মারে কোন জনা॥
কেহ শূল ছাড়ে কেহ ছাড়ে শক্তিরিষ্টি।
এইরূপে কৃষ্ণেরে করয়ে বাণ বৃষ্টি॥
অবহেলে প্রভু তাহা আপন আয়ুধে।
তিল তিল করি কাটি পাড়ে নানা বিধে॥
যম দরশনে তাহা পাঠাই একে একে।
চোঙ্গদার সহিত সভায় নিমেষেকে॥
কারো উরু শির কাটে কারো পদ বাহে।
যাহা যথা পায় তাহা হানে সেই ঠাঁএ॥
ঝাড়িয়া পড়িল ঠাট করিয়া বিজয়।
রুষিল নরক রাজ ভূমের তনয়॥
সমুদ্র সম্ভব হাতী অতিশয় মত্ত।
যোগান করিয়া তাহা নিল শত শত॥
নিজ সৈন্য সহিত হইল আগুসার।
ছত্র চামর আদি বাজনা অপার॥
রণভূমি আসিয়া দেখিল উগ্রমতি।
গরুড় উপরে কৃষ্ণ রমণী সংহতি॥
সূর্য্যের উপরে যেন সতড়িত ঘন।
এইরূপে শোভিয়াছে লক্ষ্মীনারায়ণ॥

রিপু দরশনে আর না করি বিচারে।
দেখিয়া শতঘ্নী অস্ত্র এড়িল তাহারে॥
তাহা দেখি সেইকালে যত বীর ভাগ।
চারি ধারে আসি তারা লইলেক লাগ॥
অবিরত অস্ত্র বৃষ্টি করে একেবারে।
হাসিয়া দৈবকীসুত ধনু নৈলা করে॥
চোক চোক শর এড়ে পুরিয়া সন্ধানে।
একে একে অস্ত্র কাটে তিন তিন বাণে॥
নিরায়ুধ করিয়া ভৌমের যত ঠাট।
অবশেষে কৌতুকে জুড়িল মহাকাট॥
সুন্দর শাণিত শিলিমুখ শর এড়ি।
কারো উরু কারো কন্ধ পাড়ে ছিঁড়িছিঁড়ি॥
কারো হস্ত কারো পদ কারো বক্ষঃস্থল।
কাটিয়া কাটিয়া রিপু পাড়িল সকল॥
হস্তী ঘোড়া কাটিয়া পাড়িল পালে পাল।
নরগণ পড়িল রাহুত ভালে ভাল॥
পদাতি পড়িল তাহা কে করে গণন।
সবে মাত্র অবশেষে আছে কুম্ভিগণ॥
উড়িয়া গরুড় তাহা নখ তুণ্ড ঘায়।
মূর্চ্ছা গত করিয়া ত খেদাড়িল তায়॥
পলাইয়া যায় তারা হইয়া অস্থির।
সবে একেশ্বর আছে ভৌম মহাবীর॥
গরুড়েরে ফেলিয়া মারিল শক্তি গোটা।
তবু পক্ষরাজ নাহি লড়ে এক ফোটা॥
করীর শরীরে যেন মালা কৈল প্রতি।
তবে শূল নৈল ভৌম গোপালের প্রতি॥
হস্তীর উপরে আছে সেই দন্তমতি।
তুলিয়া লইল শূল দেখে যদুপতি॥
ক্ষুরধার চক্র গোটা ছিল নিজ হাতে।
আস্তে আস্তে কাটিয়া পাড়িল তার মাথে।
কিরীট কুণ্ডল মুখে করে ঝলমল।
পড়িল পৃথিবীতলে বড়ই উজ্জল॥

আকাশে থাকিয়া দেখে সুর মুনিগণ।
হাহাকার নাদ তারা করে ঘনে ঘন॥
স্তুতি বাক্যপুরঃসর রহে সুখ ভার।
সুগন্ধি কুসুম মাল্য বরিষে অপার॥
শুন শুন ওরে ভাই হয়ে এক চিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

পঠমঞ্জরী রাগ।

নরক নিধন দেখি, ধরণী বিরসমুখী,
আসিয়া কৃষ্ণের সন্নিধানে।
ইন্দ্রের কুণ্ডল ছত্র, যাহা হরিছিল পুত্র,
তাহা আনি দিল সেই থানে॥
মণির সহিত হার, কুণ্ডল যুগল আর,
আর তাহে বৈজয়ন্তী মালা।
পাইয়া এসব ধন, হসিত বদন ঘন,
পরম আনন্দ নন্দবালা॥
প্রণত হইয়া ক্ষিতি, করজোড়ে করে স্তুতি,
তুমি হরি গুণের ঈশ্বর।
পরমাত্মা প্রেমপর, ভক্ত ইচ্ছা কলেবর,
শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্মধর॥
নমস্তে পঙ্কজ নাভ, তোমার হে একভাব,
নমস্তে পঙ্কজ মালাধর।
নমস্তে পঙ্কজনেত্র, রঙ্গে বসুদেব-পুত্র,
নমস্তে পঙ্কজ ভুজবর॥
তুমি সে পুরুষবর, তিন লোকে স্থিরতর,
একই পরম অনুপম।
নমস্তে পঙ্কজ পদ, কর মোরে পরসাদ,
নমস্তে পঙ্কজ শুভানন॥
তুমি ভগবান অজ, পরম কারণ কাজ,
অনন্ত শকতি সনাতন।
তুমি আদি পঞ্চভূত, জগত ইন্দ্রিয় কৃত,
তোমার তোমার রহ ভ্রম॥

আছিল দারুণ পো, মনে না চিনিল তো,
সম্প্রতি পাইল কারণ।
তাহার তনয় এক, হের দেখ পরতেখ,
তব পদে লইল শরণ॥
কৃপায় সদয় হয়্যা, পাদপদ্ম শিরে দিয়া,
প্রসাদ করহ মহাশয়।
তোমার অভয় পায়্যা, থাকিব সেবক হয়্যা,
দ্বিজ মাধব রস গায়॥

পয়ার।

ধরণীর এত স্তুতি শুনি যদুরায়ে।
করিল অভয় দান নরক-তনয়ে॥
তবে তার অন্তঃপুরে করিয়া পয়ান।
দেখিল বিচিত্র অতি পুরীর নির্ম্মাণ॥
নানা রত্ন নির্ম্মিত সর্ব্ব সুখ ধাম।
দেখিল বৈভব যত ক্ষিতি অনুপাম॥
প্রবিষ্ট হইয়া তাহে চাহে চারিভিত।
ষোল সহস্র রাজকন্যা দেখে পরিমিত॥
কাড়িয়া কাড়িয়া ভৌম আনিয়াছে বলে।
বিভা নাহি করে থুইয়াছে এক স্থলে॥
দেখিয়া গোপাল তাহা পাইল পিরিত।
কন্যাগণ দেখিতেছে হৈয়া উল্লাসিত॥
এই পতি হউক বিধির সুঘটনে।
একেক হৃদয় ভাবি বলে জনে জনে॥
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া জনে জনে।
তবে গোপিকার পতি উল্লাসিত মনে॥
দোলায় করিয়া পাঠাইলা দ্বারাবতী।
আর নানা ধন দিলা তাহার সংহতি॥
সুবর্ণ রজত আদি ভাণ্ডারের ধন।
অনেক দিব্য রথ সুর অশ্বগণ॥
ঐরাবত কুল যত কুঞ্জর চৌদন্তী।
বায়ু সম গমন পাণ্ডুর দিব্য কান্তি॥

বাছিয়া চৌষট্টী ঘোড়া পাঠাইল তার।
আপনি ইন্দ্রের পুরী কৈল আগুসার॥
শুন শুন ওরে ভাই হয়্যা এক চিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

পারিজাত হরণ।

পয়ার।

পারিজাত হরণ ঈষৎ ভাগবতে।
বিস্তারি কহিব বিষ্ণু পুরাণের মতে॥
নরক বধিয়া কৃষ্ণ হরষিত মতি।
গরুড়ে চড়িয়া সত্যভামার সংহতি॥
স্বর্গদ্বারে আসিয়া করিল শঙ্খধ্বনি।
সম্ভ্রমে রক্ষকগণ ধায় তাহা শুনি॥
পাদ্য অর্ঘ্য বিধি পূজা করিল বিস্তর।
তবে যদুনাথ গেলা অদিতি গোচর॥
প্রণাম করিয়া তাঁরে কহিল তখন।
মারিল নরক রাজা করি বহুরণ॥
আনিল কুণ্ডলযুগ হের অলঙ্কার।
লও আপনার ধন কর অঙ্গীকার॥
কুণ্ডল পাইয়া দেবী জননী অদিতি।
পরম সানন্দে করে গোবিন্দের স্তুতি॥
শুনহে পুণ্ডরীকাক্ষ পরম অভয়।
তব পদে নমস্কার বহুক নিশ্চয়॥
তুমি আত্মা সনাতন সর্ব্বভূতকর্ত্তা।
সর্ব্বভূত অন্তর্য্যামী তুমি সর্ব্বহর্ত্তা॥
ত্রিগুণ বাঞ্ছিত সুখ দুঃখ বিবর্জ্জিত।
জন্মমৃত্যু জরা ব্যাধি নহে সন্নিহিত॥
সুখ আদি বিহীন অক্ষয় কলেবর।
তুমি দিবা সন্ধ্যা রাত্রি নিমিখ প্রখর॥
তুমি জল তুমি স্থল তুমি হুতাশন।
তুমি সমীরণ গোসাঞি তুমি সে গগন॥
তুমি স্থূল তুমি সূক্ষ্ম তুমি ভূত আদি।
তুমি মন তুমি বুদ্ধি তুমি অবিবাদী॥
বিধির বিধাতা তুমি সৃষ্টি-স্থিতি-কারী।
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি ত্রিপুরারি॥
যেবা ভিন্ন ভিন্ন আর দেব দৈত্যগণ।
যক্ষ রক্ষ পন্নগ চারণ সিদ্ধজন॥
গন্ধর্ব্ব অপ্সর মৃগ পশু সরীসৃপ।
পতঙ্গ পিচাশ গুহ্য লতা তুমি আপ॥
কেহ স্থূল কেহ সূক্ষ্ম হয় নানা রূপ।
তোমার বৈভব সব জানিল স্বরূপ॥
মোর মুক্তি হেন বুদ্ধি ধরে যেইজন।
সেই মূঢ়জন তব মায়া বিমোহন॥
আত্মরূপী তোমায় এড়িয়া মিছামোহে।
বস্তু জ্ঞান করি মরে সংসারের মোহে॥
করহ প্রসন্ন মোরে অখিল মোহন।
অজ্ঞান ঘুচায়্যা জ্ঞান দেহ সুপ্রসন্ন॥
অদিতির স্তবে বশ হয়্যা যদুমণি।
বলিতে লাগিলা কিছু ব্যবহার বাণী॥
তুমি মহাদেবী আমা সভার জননী।
তুষ্ট হয়্যা বরদান করহ আপনি॥
তবে তারে এই বর দিলা সর্ব্বস্বামী।
সুরাসুর উপরে বিজয়ী হৈবে তুমি॥
তবে সত্যভামা দেবী হয়্যা আগুসর।
অদিতি মাতারে তবে কৈল নমস্কার॥
তুষ্ট হয়্যা অদিতি করিলা আশীর্ব্বাদ।
শুন বধূখানি আমি করিল প্রসাদ॥
যুগে যুগে আইঅত গোঙাইবে সর্ব্বদায়।
থাকিব যৌবন জরা নহিব তোমায়॥
সর্ব্বমনোরথ সিদ্ধি হইব নিশ্চিত।
তবে ইন্দ্র আসিয়া সে গোবিন্দ সহিত॥
করিল অনেক পূজা অনেক সম্মান।
তবে হরষিত প্রভু আছে সেই স্থান॥

নন্দন প্রধান যত বনের প্রধান।
একে একে দেখিয়া বেড়ান সেইস্থান ॥
তথাই দেখিলা পারিজাত তরুবর।
বড়ই সুন্দর পুষ্প মঞ্জরী বিস্তর ॥
পরম শীতল তরু অতি মনোহর।
তাম্রের আকার নব পল্লব সুন্দর ॥
অমৃত মথনে তরু জন্মিল যেমন।
সেইরূপ আছে বৃক্ষ নহে পুরাতন ॥
দেখিয়া দুর্লভ পুষ্প প্রভু গোবিন্দেরে।
বলে সত্যভামা পূর্ব্ব বাক্য অনুসারে ॥
"সকল রমণী মধ্যে তুমি মুখ্যতমা।
শুন শুন সুবদনি প্রিয় সত্যভামা ॥
নহে জাম্ববতী নহে রুক্মিণী সুন্দরী।"
হেন বাক্য মোরে বলিয়াছ দৃঢ় করি ॥
যদি সেই নিজ বাক্য করিবে পালন।
তবে আমি যেই বলি শুনহ বচন ॥
এই তরু উপাড়িয়া ফেলিবে যতনে।
রুইয়া এড়িব মোর গৃহ উপবনে ॥
পরিব মঞ্জরী পুষ্প ভরিয়া কবরী।
বঞ্চিব সতিনী মাঝে হইয়া আগরী ॥
এই মনোরথ সিদ্ধ করহ তুরিত।
এ বাক্য শুনিয়া কৃষ্ণ বড় হরষিত ॥
উপাড়িয়া পারিজাত তুলিল গরুড়ে।
আছিল রক্ষক সব ডাকিল প্রচুরে ॥
শুনহ গোপাল কথা কহিল তোমারে।
ইন্দ্রের বনিতা শচী বিদিত সংসারে ॥
তার প্রিয় কেলি পুষ্প লয়্যা যাহ হর‍্যা।
বড়ই প্রমাদ হৈব না যাবে সারিয়া ॥
অমৃত মথনে তরু পায়্যা দেবগণ।
শচীর বিলাস হেতু দিলা ততক্ষণ ॥
তাহা লয়্যা যাহ তুমি বড় অনুচিত।
শুনিয়া ধাইব শক্রগণের সহিত ॥
ত্রিভুবনে ইহা কেহ নাহি পারে নিতে।
গৌরবে এড়িয়া যাহ বলিল তোমাতে ॥
রক্ষক বচনে সত্যভামা পাইল কোপে।
কৃষ্ণ বাহু দর্প করে দিল তারে ছোপে ॥
আরে বেটা পারিজাত শচীর কি দায়।
অমর অধিক শক্র সেই কেবা হয় ॥
অমৃত মথনে তরু জন্মিয়াছে যবে।
সর্ব্বদেব থাকিতে শচীরে কেন তবে ॥
যেন সুধা যেন চন্দ্র যেন পদ্মাবতী।
সামান্য সভার ধন তেন পুষ্পপতি ॥
আপনা চিনিয়া ঝাট আন গিয়া তারে।
নিয়া যাকু পারিজাত পাঠায়্যা ভাতারে ॥
যদি স্বামী হয় বশ সে ভাতার সুহ।
যেবা আর বলি হের তাহা গিয়া কহ ॥
অবিলম্বে আসিয়া করুক নিবারণ।
বিদ্যমানে হরি নিয়া যাই তার ধন ॥
যত বড় সুরপতি তাহা আমি জানি।
যেবা পুষ্প পারিজাত ত্রিভুবনে গণি ॥
নর হয়্যা সুরধন হরি লয়্যা যাই।
যার শক্তি থাকে আসি রহাইব সেই ॥
সত্যভামার বচনে রক্ষকগণ ধায়।
তুরিতে আসিয়া তারা শচীরে জানায় ॥
কোপে ইন্দ্র বনিতা আসিয়া পতি পানে।
তথায় অমর কায় পাঠাইল রণে ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা এক চিত।
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥

বরাড়ী রাগ।

শুনিয়া শচীর বোল, কোপে ইন্দ্র উতরোল,
অখিল অমরপরিবারে।
হইয়া একই চাপ, অতি বড় বীর দাপ,
সুরপতি ভেল আগুসারে ॥

আপনি অমর রায়, ঐরাবত চড়ি ধায়,
বজ্র করে লয়্যা অবিচারে।
পরিঘ ধনুকশর, গদা-শূল অসিবর,
পরতেথ যত বীরবীরে॥
ইন্দ্র গোবিন্দে রণ, পারিজাত নিবন্ধন,
ত্রিভুবনে লাগিল চমক।
বিষয় বিসম মদে, বিসরি অভয় পদে,
প্রভুসনে যুঝয়ে সেবক॥
দেখিয়া শচীর পতি, রণে ঐরাবতে গতি,
শঙ্খ পূরিলা গভীর নাদে।
কোটি কোটি চোখাশর, জুড়ি জুড়ি যদুবর,
দশ দিগ গগন আচ্ছাদে।
পশ্চাৎ দেবতাগণ, নিজ অস্ত্রে দিলা মন,
ঘন ঘন করে বরিষণ।
লীলায় সকল তায়, কাটিলা ত যদুরায়,
নিজ মন্ত্রে করিয়া মোচন॥
দেখিয়া বরুণপাশ, গরুড়ে হইল হাস,
তুণ্ডাঘাতে কৈল খণ্ড খণ্ড।
কৌতুকেত বনমালী, গদার বিষম বাড়ী,
ভাঙ্গিয়া ফেলিল যমদণ্ড॥
কুবেরের অস্ত্র হরি, চক্রে তিনখান করি,
আর শর রহিল অপারা।
দিগে দিগে সুরগণ, পলায় আকুল মন,
মাধব রচিল বিহারা॥

পয়ার।

পুনরপি শারঙ্গে সঘন বাণ জুড়ি।
যেনরূপ গগনে সিমলি তুলা উড়ি॥
মধ্যে মধ্যে বিদ্যাধর গন্ধর্ব্ব গগনে।
জনে জনে বিনাশিলা সেই প্রহরণে॥
হরিবে গরুড় তুণ্ডে নাক পাখ খায়।
দেব মানব পাড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়॥
অবশেষে ইন্দ্র গোবিন্দ দুই বীরে।
বাজিল দারুণ যুদ্ধ লোক ভয়ঙ্করে॥
অবিরত করে দুঁহে বাণ বরিষণ।
যেন জলধরধারা পড়ে অনুক্ষণ॥
তাহা দেখি বাহনে বাহনে লাগে রণ।
ঐরাবত গরুড় বিষম প্রহরণ॥
ইন্দ্রের সহিত যুঝে যতেক অমর।
খগরাজ সঙ্গে কৃষ্ণ সবে একেশ্বর॥
তবু তার অস্ত্র প্রভু কাটিল সকল।
তবে শক্র বজ্র লয় হইয়া বিকল॥
গোপাল লইল চক্র বিক্রমে বিশাল।
দেখিয়া ত্রৈলোক্য জন করে হাহাকার॥
কোপে ইন্দ্র বজ্র এড়ে ধরে মুরহর।
না এড়িলা চক্র প্রভু কৃপার সাগর॥
ক্রুদ্ধ হয়্যা গরুড় পড়িলা ঐরাবতে।
অস্ত্র বাহনহীন হৈলা শচীনাথে॥
লজ্জার কারণে ইন্দ্র পলায় সত্বরে।
তাহা দেখি সত্যভামা বলে উচ্চস্বরে॥
ত্রৈলক্য ঈশ্বর হয়্যা যাহ পলাইয়া।
বড় অনুচিত এই যুঝ না রহিয়া॥
পারিজাত পুষ্প বিলাসিনী শচী দেবী।
নিরবধি থাকিবে তোমার পদ সেবি॥
হেন পুষ্প প্রতি কেন হইলা নৈরাশ।
কোন লাজে গিয়া দাঁড়াইবা প্রিয়পাশ॥
কেন বা তোমার শচী করিবে আদর।
অমরসমাজে নিন্দা থাকিল বিস্তর॥
লহ আসি পারিজাত নিজ বাহু বলে।
এড়াবে কেমনে তাপ দেবতা সকলে॥
আজি হয়্যাছিলাম তোমার গৃহগতা।
তবু শচী না করিল সম্মানের কথা॥
তোমার বাহু দর্পে শচী করিল হেলন।
থুইতে নারিল মনে কহিল এখন॥

বিখ্যাত তাহার দ্রব্য হরি লই যাই।
ভয়ে পলাইল্যা এই আনিল বড়াই॥
এ বোল শুনিয়া ইন্দ্র ঘুচায় পলায়ন।
পরম সঙ্কোচ মনে আইলা সেইস্থান॥
পরিহরি অহঙ্কার ভৃত্যভাব করি।
পরম প্রণত হই স্তুতি অনুসারি॥
বৃথা পরিহাস মোরে কর ঠাকুরাণী।
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা চক্রপাণি॥
তাহার সংগ্রামে আমি পাইল পরাজয়।
ইথে কোন লাজ মোর দেখনা হৃদয়॥
অখিল ভুবন স্বামী প্রভু গদাধর।
অজয় অভয়-পদ অক্ষয় অমর॥
আপন ইচ্ছায় কর মনুষ্য বেভার।
ত্রৈলোক্য জিনিতে শক্তি আছে বা কাহার॥
তাঁরে হারিলাম ইথে নাহি টুটে দাপ।
সবে সবিনয় হৈল এই মনস্তাপ॥
এ বোল শুনিয়া কৃষ্ণ হসিত বদন।
শচী পতি সম্বোধিয়া বলিলা বচন॥
শুন শুন দেবরাজ তুমি ইন্দ্রবর।
আমি নরপতি তেঞি নহিত সোসর॥
যত অপরাধ কৈল তোমা বিদ্যমান।
ক্ষেমিবে সকল তাহা এই মাগি দান॥
পারিজাত পুষ্প লয়্যা যাই আনন্দিত।
উপাড়িল তাহা সত্যভামার পিরিত॥
যে বজ্র এড়িলা তুমি আমা মারিবারে।
হেন বজ্র লয়্যা যাহ দিলাম তোমারে॥
ইহায় করিবে তুমি বৈরী নিবারণ।
না বুঝিয়া আমায় এড়িলা অকারণ॥
প্রভুর বচনে লাজ পায়্যা সুরেশ্বর।
বলিতে লাগিল তবে বিনয় বিস্তর॥
তুমি নর আমি ইন্দ্র যে বলিল বচন।
অতিশয় মোরে আরো কৈলে বিড়ম্বন॥

তুমি ভগবান হেন জানি ভালমতে।
সুক্ষ্মরূপে নাহি বুঝি হেন লয় চিতে॥
যে হয় সে হয় গোসাঞি বিচারে বিফল।
প্রবৃত্তি কারণে তুমি এই সুনিশ্চল॥
জগত সন্তাপহারী দৈবকীনন্দন।
রূপে গুণে অনুপাম শ্রীমধুসূদন॥
সুখে পারিজাত লয়্যা যাহ দ্বারকায়।
না করিবে ক্রোধ মোরে তুমি কৃপাময়॥
এত বলি ইন্দ্র সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব সহিত।
করিল প্রভুর পূজা মনের পিরিত॥
হরষিতে নরহরি লয়্যা তরুবর।
চড়িল আপন পুরে গরুড় উপর॥
দ্বারকা আসিয়া রঙ্গে করি শঙ্খধ্বনি।
আনন্দিতে পুর লোক ধায় তাহা শুনি॥
প্রিয় সত্যভামার মন্দির উপবনে।
রুইয়া এড়িলা পারিজাত মহাধনে॥
স্বর্গের ভ্রমরগণ আইল তার সঙ্গে।
আমোদে উন্মত্ত হয়্যা সেহ বুলে রঙ্গে॥
সিদ্ধ পুরুষ সব যাগর চরণে।
অবিরত পড়ি ভক্তি মানে অনুক্ষণে॥
তাহা সনে পুষ্প হেতু যুঝে দেবগণ।
বড়ই তামস তার করিয়া দর্শন॥
যেই শুনে ভজে এই গোবিন্দ বিজয়।
বিবাদ লঙ্ঘিয়া সেই আইসে নিজালয়॥
তবে প্রভু গোবিন্দাই আনন্দিত মন।
সেই কুলবধূ সব বিভার কারণ॥
প্রকার বিশেষে তাহা করিব বিদিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত॥

গুঞ্জরী রাগ।

একো ঘরে একো জনে, থুইয়া ত কৃষ্ণ
দ্বারকানগরে নিজ পুরে।

একদিন এক ক্ষণ, অধিবাস ভিন্ন ভিন্ন,
নৃত্যগীত আনন্দ প্রচুরে॥
ষোল সহস্র বরনারী, বিভাকরে একা হরি,
ষোড়শ সহস্র তনু ধরি।

* * *

নানা মণি অভরণ, বরবধূ বিভূষণ,
দিব্যবস্ত্র মাল্য চন্দন।
সকল রাজার কন্যা, প্রধানে রুক্মিণী ধন্যা,
অতিশয় তাহার করণ॥
বসুদেব দৈবকী, বলদেব কৌতুকী,
না জানি যাইব কোন গৃহে।
চাহিয়া ত চাঁদ মুখ, দেখিতে না রহে দুখ,
স্মরণ না রহে নিজ দেহে॥
তথাগত কুলাচার, পুরোহিত অনুসার,
স্নান দান করিয়া হরিষে।
সুখ-সিন্ধু বনমালী, বঞ্চিলা বিবাহ কেলি,
দ্বিজ মাধব রস ভাষে॥

পয়ার।

এইরূপে দামোদর সভাকার সঙ্গে।
গৃহস্থ আচার বধূ বঞ্চে নানা রঙ্গে॥
সভাকার পাশে আছে এক নারায়ণ।
ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরে নিবসে জনে জন॥
যার গৃহে আছে স্বামী সভে হেন জানি।
সভার সমান ভাব করেন চক্রপাণি॥
যেন দশ গৃহী আর করে নিজ কর্ম্ম।
সেইরূপে গোপীনাথ বঞ্চে নিজ ধর্ম্ম॥
পাইয়া লক্ষ্মীর পতি ভাগ্যবতী সব।
যার পাদপদ্ম ব্রহ্মা না জানে এক লব॥
সাক্ষাতে তাহার সেবা করে অবিরত।
রাখিতে আপন পাশে দাসী শত শত॥
বাহিরে থাকিয়া হরি আইসে যবে ঘরে।
তখনে আসন লয়্যা যোগাই আদরে॥
আসনে বসায়্যা তাঁর পাখালেন পা।
তাম্বুল-চন্দন-মাল্য দিয়া করেন বা॥
যথাকালে করাই অভ্যঙ্গ উদ্বর্ত্তন।
স্নান ভোজন লয়্যা পদ-সংবাহন॥
কে না নিরীক্ষণ বেশ করে নারী যত।
কথোপকথনে প্রভু ক্রীড়া অবিরত॥
রজনী অনঙ্গরঙ্গ হাস পরিহাসে।
কহিব কতেক আর যতেক বিলাসে
যেই জন শুনে এই কৃষ্ণের বিহার।
পরম সম্পূর্ণ রস বাড়য় তাহার॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত॥

শ্রীকৃষ্ণ—রুক্মিণী সংবাদ।

বড়ারী রাগ।

এক দিন হরি, দ্বারকা নগরী,
আছয়ে আপন পুরে।
রত্ন-মন্দির, সুন্দর প্রাচীর,
চূড়া উড়ে বহু দূরে॥
চারু চন্দ্রাতপ, লম্বে পাট থোপ,
মণিময় মুকুতার ফলে।
চাঁদের কিরণ, অতি সুশোভন,
আগত গবাক্ষ জালে॥
পারিজাত বন, অতি অনুপম,
বহে মন্দ সমীরণে।
অতি মনোহর মধুকর করে গানে॥ ধ্রু।
মণিফল দাম, দোলে অনুপাম,
দীপ জ্বলে মণিময়।
অগৌর আমোদ, ধূপের বিনোদ,
তার রন্ধ্রে বাহিরায়॥

বিচিত্র পালঙ্ক, করে ঝকমক,
সেই প্রসাদের মাঝে।
শুভ-শয্যা পরে, বালিশ বিস্তরে,
তনু তথিপর সাজে॥
সুখে চাঁদমুখ শয়ন করি তায়।
দাসীগণ সেবে ঘন চামর বাএ॥ ধ্রু॥
বসি বাম পাশে, হাস্য পরিহাসে,
আছিলা রুক্মিণী দেবী।
সখী করে আনি, চামর বিঅনী,
রঙ্গে পতিবর সেবি॥
রত্ন-কুণ্ডল-ধর, বিচিত্র সোণার,
বাজন কঙ্কণ করে।
হাব ভাব যুত, কুচ অদ্ভুত,
চলে আবৃত উদরে॥
দেখিয়া যাদবানন্দ প্রাণের দুর্ল্লভ নারী।
হাসিয়া সঘন তবে পরিহাস করি॥
শুন সুবদনি, নৃপতি-নন্দিনি,
তুমি নারী অনুপমা।
তেজি শিশুপাল, আদি ভূপজাল,
কি হেতু বরিলে আমা॥
লোকপালসম, বৈভব উত্তম,
মহাকুল মহাশূরে।
রূপে গুণে শীলে, প্রবীণ অখিলে,
ভক্ত মাগো আনি পুরে॥
বাপ ভাইর বাণী, ফেলিয়া আপনি,
আইলে আপন ইচ্ছা।
বরিলে যতনে, আমা একমনে,
যৌবন করিলে মিছা॥
তার কহি শুন, আমার যত গুণ,
কেবল রাজার ভীতি।
সমুদ্র শরণ, নাহি নৃপাসন,
বলবানে দ্বেষ মতি॥

কর্ম্ম অলৌকিক, ধর্ম্ম নাহি ধিক,
অর্থসুখ সর্ব্বদায়।
তেজি আকিঞ্চন, হয় প্রিজজন,
ধনী না ভজে আমায়॥
হেন বর তুমি বরিলে কাহার যুকতি।
বড়ই সন্তাপ পাইবে না চিন্তিলে মতি॥ ধ্রু।
যারে বল ধন, হয় শমে সম,
তাহে হৈল বিভা মৈত্রী।
উত্তমে অধমে, নাহি ঘটে কামে,
কহিল রাজন পুত্রি॥
নাহি জানি তুমি, আমা কৈলে স্বামী,
সকল গুণে বিহীন।
বুঝিয়া এখন, ভজ অন্য জন,
সদৃশ ক্ষত্র প্রবীণ॥
না কর বিলম্ব যাও ত যৌবনকালে।
এহ পর দুই তবে সে পাইবা ভালে॥ ধ্রু।
জরাসন্ধ শাল্ব, রুক্মিণী শিশুপাল,
আমার পরম বৈরী।
তার দর্প চূর, করিতে এথায়,
আনিল তোমায় হরি॥
স্ত্রী-পুত্র-ধনে, আমা নাহি মানে,
আম উদাসীন জন।
নিজ লাভে ঘন, হই পরিপূর্ণ,
আর কি করিব কোন॥
এতেক বলিয়া রহিলা রসিক রায়।
শুনিয়া রুক্মিণী বড় চিন্তা মনে পায়॥ ধ্রু।
হৈল বড় ভয়, প্রাণ স্থির নয়,
আঁখি বহি পড়ে পানী।
কভু যদুনাথ, মোহরে একান্ত,
নাহি বলে হেন বাণী॥
পদ-নখে ক্ষিতি, লিখে একমতি,
অশ্রু পুরে পয়োধরে।

হয়্যা অধোমুখী, আছে মনোদুখী,
বদনে বোল না স্ফুরে॥
খসিয়া পড়িল হাতের চামর মহী।
নিজ কলেবর বলয়া ভুজে না হই॥ ধ্রু॥
ক্ষেণেক রহিয়া, মুরুছা পাইয়া,
শরীর লোটায় ক্ষিতি।
সেই সমীরণে, রম্ভার পতনে,
কেশ-বেশ ভিন্ন রীতি॥
দেখি সদানন্দ, প্রিয়া প্রেমে অন্ধ,
অতি সকরুণ মন।
চতুর্ভুজ হয়্যা, পালঙ্ক ছাড়িয়া,
ধরি তুলিল তখন॥
দুই করে ধরি লইয়া পরম সুখে।
দুই করে কেশ বান্ধি মাজিল মুখে॥
লোচন যুগলে, মুছিল সলিলে,
তপত বক্ষজ ভারে।
দৃঢ় আলিঙ্গন, দিয়া স্মেরানন,
শান্তকরে কৃপাসারে॥
প্রণয় বচন, বলি একমন,
গো ভীষ্মকসুতা।
মিছ [illegible] রোষ, নাহি দিহ দোষ,
জানি তুমি আমা গতা॥
তোমার বচন শুনিতে পরম ইচ্ছা।
তেঞি মিছা রসে বলিল এ সব মিছা॥ ধ্রু॥
প্রেমে কোপ মুখ, দেখিতে কৌতুক,
স্ফুরিত বিম্ব অধর।
অরুণ অপাঙ্গ, কটাক্ষ পতঙ্গ,
সুন্দরী ভ্রুকুটি শর॥
ধরি গৃহ ভাব, করি এই লাভ,
যে জন রসিক হয়।
রমণী বসিয়া, নানা রীতে লয়্যা,
রঙ্গে করে কালক্ষয়॥

ভোল না বুঝিয়া দুখ পাইলে অকারণ।
জানিহ তোমারে আমি বড় প্রিয় মন॥ ধ্রু॥
জানিল রুক্মিণী, পরিহাস বাণী,
প্রভু মোরে কৃপাময়।
হরিষ প্রচুর, দুখ করি দূর,
প্রিয়া পরিত্যাগ ভয়॥
যতেক বচন, বৈলা নারায়ণ,
আত্মনিন্দা পুরঃসর।
হাসি আড় মুখী, প্রভু মুখ দেখি,
স্থাপে তাহা দৃঢ় তর॥
দ্বিজ মাধবের বচন অমিয়া রস।
যেই শুনে ভণে তার তিন লোক বশ॥

পয়ার।

শুন শুন প্রাণনাথ কমললোচন।
আমি তোমা সম নহি যে বৈলা বচন॥
সেই সত্য হয় ইহা সবে জানি ভালে।
নিজ মহিমায় তুমি পূর্ণ সর্ব্ব কালে॥
বিষয় সেবিত আমি হই অল্পমতি।
তেকারণে তুমি মোর তুল্য নহ পতি॥
যে বলিলে রাজভয়ে সমুদ্র আশ্রয়।
সেহ বোল মিছা নহে জানি সুনিশ্চয়॥
সত্ত্ব রজ তম তিন গুণে শঙ্কা পাই।
আত্মারূপে আপনি সমুদ্র জলশায়ী॥
বলবান করে দ্বেষ সেহ বোল সায়।
ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে গন্ধ সর্ব্বদায়॥
ত্যক্ত নৃপাসন তুমি সেহ বোল হয়।
আছুক আনের কাজ ভৃত্যে নাহি লয়॥
অলৌকিক বাক্য বল সেহ পথ মানি।
যার পদ মকরন্দ পায়্যা সর্ব্ব মুনি॥
বড়ই নিস্ফুট কর্ম্ম করে অনুক্ষণ।
কেমনে জানিব তাহা নরপশুগণ॥

হেন মহাশয় তুমি কর কোন রীতি।
তিলেক বুঝিতে তাহা কে ধরে শকতি ॥
যেবা হয় বিচক্ষণ করে অনুমান।
তেঞি অলৌকিক রূপ বিচারে প্রমাণ ॥
অকিঞ্চন রূপ তুমি তার অর্থ কহি।
তোমা ব্যতিরেকে আর সার কেহ নাহি ॥
চারি পুরুষার্থ ফল তুমি সে আনন্দ।
না লয় বিষয়ী তোমা ধনমদে অন্ধ ॥
না ভজে চরণ তার জনম বিফল।
যেবা জন হয় ধীর ছাড়িয়া সকল ॥
নিরবধি ধরে আশ ও পদ-পঙ্কজে।
সেই সে উচিত হয় তোমার সহজে ॥
তেঞি অকিঞ্চন ওই সব বোল হৈল।
যতযত কহিলে গোসাঞি কিছু মিছে নৈল ॥
অখিল ঈশ্বর তুমি কৃপার সাগর।
নিজ পদদায়ী তুমি রসিক নাগর ॥
জানিয়া পরম তত্ত্ব বরিলুঁ তোমায়।
তেঞি হর ইন্দ্র ব্রহ্মা আর কেহ নয় ॥
এবে এক বচন বলিলা গুণমণি।
সহিতে নারিয়া তাহা বিদরে পরাণী ॥
ধনুক টঙ্কার মাত্র খেদাড়িয়া যাহে।
সিংহপরাক্রমে জিনি আনিলে আমাএ ॥
তাসভার ভয়ে কৈলা সমুদ্রশরণ।
কেমনে ভাণ্ডিবে আমা নহি অজ্ঞজন ॥
পূরবে আছিল রাজা মান্ধাতা আদি।
নৃপতি-মুকুটমণি ত্রিভুবনবাদী ॥
সেই সব মহাজন ছাড়ি এক কার্য্য।
অরণ্যে প্রবেশ করি সাধে ভবকার্য্য ॥
সভার দুর্লভ তোমা পায়্যা ভাগ্যবশে।
অন্যবর বরিবারে কেবা অভিলাষে ॥
কত কত কাল তপ করিল প্রচুর।
তার ফলে তোমায় পাইল বামউর ॥

ভজিলুঁ চরণ তিন তাপ বিনাশন।
জন্মে জন্মে হই মোর [illegible] সাধন ॥
বেদের বচন যেন নহে আন ভ্রম।
সেই কৃপা কর মোরে পুরুষ-উত্তম ॥
যেই যেই নাহি শুনে তোমার কথন।
বিধি শিব সভা গীত অমৃতের কণ ॥
সেই বর হউ গিয়া আমা সভাকারে।
তার উপদেশ তুমি কহিলে আমারে ॥
খগ-বৃষ-অশ্ব আদি বনপশু হয়্যা।
ভৃত্যরূপে বঞ্চি গৃহে রমণী হইয়া ॥
রক্ত মাংস হাড় চর্ম্ম-রচিত শরীর।
কীট বিষ্ঠায় পূর্ণ বাত পিত্ত নীর ॥
জীবন দশায় মৃত স্বরূপ মানব।
কান্ত-বুদ্ধ্যা নাহি ভজে অবুধিনী সব ॥
না জানে তোমার পদমকরন্দ-গন্ধ।
অবিরত আসিয়া সে পায় ভববন্ধ ॥
এই মোরে প্রসাদ করিবে মহাভাগ।
নিরবধি তব পদে রহুক অনুরাগ ॥
রমণীর নিবেদন শুনিয়া গোপাল।
বলিতে লাগিলা তবে বড়ই রসাল ॥
শুন সতি পতিব্রতা সানন্দিত মন।
তোমার বচনামৃত শ্রবণ কারণ ॥
পরিহাস করিল জানিহ সুনিশ্চিত।
যতবা কামনা তুমি কর মনোনীত ॥
সেই সব তোমারে হইবে নিরন্তর।
একান্ত ভকত তুমি জানিব অন্তর ॥
বিবেশ প্রকারে আজি চালিয়া বুঝিল।
তবু কোনরূপে আজ ঘাটি না পাইল
দম্পতির ভাবে ভজে যেই যেই জন।
যেই বা তপস্যা যেবা ব্রহ্মচর্য্যধন ॥
মায়ায় মোহিত সেই কহি বরাবরে।
জানিয়া আনন্দসিন্ধু কাম্য করি মরে ॥

পাইয়া বিষয় সুখ ভুজে কথোকাল।
অবশেষে চিরদিন নরক বিশাল॥
এড়িয়া সে সব তুমি লৈলা পদমধু।
তোমা হেন ঘরে মোর নাহি আর বধূ॥
আজি কি জানিব জানি পূর্ব্বাপর হৈতে।
যবে দ্বিজদূত পাঠাইলে আমা নিতে॥
সমরেতে দেখিয়া ভাইর অপমান।
মনের সন্তাপ না পাইলা একধান॥
পাশার ক্রীড়ায় যবে খেলে হলী বীর।
সেহ বেলা তিল এক নহিলে অস্থির॥
আজি বা যতেক বৈল বিরূপ বচন।
তাহে না পাইলা দুঃখ বড় দৃঢ় মন॥
তুমি সে বিভার যোগ্য রমণী আমার।
স্বরূপ কহিল নাহি বিকট বেভার॥
এতেক বচনে প্রভু তুষিয়া রুক্মিণী।
করিল সুরতি কেলি দেব শিরোমণি॥
রুক্মিণী-প্রধান আদি মুখ্য অষ্টনারী।
আর ষোল সহস্র আনিল ভৌম মারি॥
তা সভার গর্ভে পুত্র জন্মায় শ্রীহরি।
আপন সমান একোজনে দশ করি॥
তার মধ্যে আগু সে যে প্রধান অষ্টরাণী।
তার মধ্যে রুক্মিণী সভার অগ্রে গণি॥

অষ্টমহিষীর পুত্রগণ।

প্রথমে প্রদ্যুম্নবীর অভিনব কৃষ্ণ।
তাহার কনিষ্ঠ আর জন্মে চারুদেষ্ণ॥
তৃতীয় সুদেষ্ণ দিয়া চারু দেহ বৈল।
পঞ্চমে সুচারু ষষ্ঠে চারুগুপ্ত হৈল॥
ভদ্রচারু সাতে চন্দ্রচারু সে অষ্টমে।
নবমে বিচার চারু কহিল দশমে॥
রুক্মিণীর পুত্র হৈল এই দশজন।
এবে সত্যভামার পুত্র করিব গণন॥
ভানু সুভানু স্বর্ভানু এই তিন হৈল।
চতুর্থে প্রভানু ভানুমান পঞ্চে বৈল॥
চন্দ্রভানু বৃহদ্ভানু অতি ভানু যাহে।
বিভানু নবম প্রতিভানু দশ হএ॥
সত্যভামার পুত্র বৈল এই দশজন।
এবে জাম্ববতীর পুত্র করিব গণন॥
সাম্ব সুমিত্র পুরুজিৎ চতুর্থে শতজিৎ।
পঞ্চমে সহস্রজিৎ ষষ্ঠে বিজয় কথিত॥
সপ্তমেতে চিত্রকেতু অষ্টমে বসুমান।
নবমে দ্রবিণ ক্রতু সর্ব্ব পাছুআন॥
এবে নগ্নজিতার পুত্র করিব গণন।
বীরচন্দ্র অশ্বসেন এই তিন জন॥
চতুর্থে চিত্রগু বেগবান্ বৃষ আম।
শঙ্কু অষ্টমে বসু কুন্তী দশনাম॥
এখন কালিন্দী পুত্র করিব গণন।
শুক কবি বৃষ বীর সুবাহু পঞ্চম॥
ছয় সাত ভদ্র একল শান্তি অষ্টমে।
নবমে ত পূর্ণমাস সোমক দশমে॥
কালিন্দীর পুত্র হয় এই দশজন।
লক্ষ্মণার পুত্র এবে করিব গণন॥
প্রথম প্রঘোষ দুএ হয় গোত্রবান্।
তিনে সিংহ বল চারি প্রবল পঞ্চম॥
ষষ্ঠে ত উর্দ্ধগ সাতে হয় মহাশক্তি।
আটে সহ নএ ওজ দশে অপরাজিতি॥
লক্ষ্মণার দশ পুত্র করিল গণন।
মিত্রবিন্দা পুত্র কথা করহ শ্রবণ॥
প্রথমে জন্মিল বৃক হর্ষ সে দ্বিতীয়ে।
তৃতীয়ে অনিল গৃধ্র চতুর্থে সে হয়ে॥
পঞ্চমে বহ্বান্ন অন্নাদ ষষ্ঠ গণি।
সপ্তমে মহাংশ পবন অষ্টমে বাধানি॥

নবমে জন্মিল বহ্নি ক্ষুধি সে দশম।
মিত্রবিন্দা পুত্রের এই শুন ক্রম॥
ভদ্রার দশ পুত্র কহি বিবরণ।
সংগ্রামজিৎনাম হৈল প্রথম নন্দন॥
দুএ বৃহৎসেন তিনে শূর প্রহরণ।
চারি পাঁচে অরিজিৎ কহিল কথন॥
ষষ্ঠে জয় সপ্তমে সুভদ্র রামাষ্টমে।
নবমেতে আয়ু জান সত্যক দশমে॥
আর যোলসহস্র যে আছয়ে রমণী।
তার মধ্যে প্রধানে রোহিণী আগু গণি॥
দীপ্তিমান তাম্রতপ্ত আদি দশ সুত।
জন্মিল তাহার গর্ভে অতি অদ্ভুত॥
সংক্ষেপে কহিল নাম নৈব কত কত।
দশ করি একে একে হৈল শত শত॥
এখন পৌত্রের কিছু করিব রচন।
প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধ মহাজন॥
রুক্মীর কুমারী রুক্মবতীর উদরে।
লভিল জনম তিহ বাপের সোসরে॥
কত বা বলিতে[illegible]র পারি গুটি গুটি।
জন্মিল অপার পুত্র পৌত্র কোটী কোটী॥
কৃষ্ণে বিপক্ষ রুক্মী জানে সর্ব্বজন।
তবু তার পুত্রে কন্যা দিল যে কারণ॥
তার বিবরণ লোক শুন একমনে।
রুক্মিণী ভগিনী বাক্য না যায় খণ্ডনে॥
কেবল পিরিতি লাগি ভগিনীর তরে।
নিজ পুরে আনি সুতা দিলা স্বয়ম্বরে॥
পরমসুন্দরী কন্যা সেই রুক্মবতী।
অন্য বর এড়ি কৃষ্ণ সুখে বরে পতি॥
তাহা দেখি নৃপচক্র পাইল বড় ক্রোধে।
আনিতে রমণীরত্ন করিল বিরোধে॥
একেলা প্রদ্যুম্ন রথে জিনিয়া সমরে।
হরিয়া আনিল কন্যা আপনার ঘরে॥
এইরূপে কন্যা বিভা হইল তথায়।
আর কিছু বলি এবে আপন ইচ্ছায়॥
রুক্মিণীর কন্যা হৈল নাম চারুমতী।
বিবাহসময় তার জানি যদুপতি॥
রূপমালী মালী নামে কৃতবর্ম্মার কুমার।
তারে কন্যা বিভা দিল আনন্দ অপার॥
তবে আর বিবরণ কহিব হরিষে।
একমনে শুনহ যে ধর রসলেশে॥
রুক্মীর পৌত্রী এক নামে সুবচনা।
অভিনব চন্দ্রমুখী কুরঙ্গনয়না॥
ভগিনী যতনে পৌত্র অনিরুদ্ধে।
প্রদান করিল তাহা জানিয়া বিরোধে॥
নাতির বিভায় অতি হরষিত মন।
রাম কৃষ্ণ রুক্মিণী চলিলা তিনজন॥
তাহার সংহতি জাম্ব প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি।
সাজিয়া চলিল বড় বড় যোধপতি॥
আসিয়া মিলিলা সেই ভোজকট পুরে।
নৃত্যগীত কোলাহল বাজনা প্রচুরে॥
বিভা করাইল অনিরুদ্ধ মহাবলে।
লোচনা সুন্দরী কুলাচার কুতূহলে॥
সেইত উৎসবকালে সে সব নৃপতি।
কৌতুকে রুক্মীরে হেন দিলেন যুগতি॥
প্রবীণ বিপক্ষ রাম না পারিব বলে।
প্রকারে জিনিব পাশা খেলাবার ছলে॥
আছিল গোপের মেলে রাখিত গোধন।
কেমনে জানিব পাশা নৃপতি করণ॥
হারিবেক ঢালে ঢালে পাইবেক লাজ।
দেখিবেক সর্ব্বলোকে এই বড় কাজ॥
এ কথা শুনিয়া রুক্মী পাইলেক রঙ্গে।
পাতিল পাশার ক্রীড়া বলদেব সঙ্গে॥
প্রথমে করিল পাড় শতভোলা সোণা।
সে ঢালে জিনিল রুক্মী হরষমনা॥

তবে সহস্রেক পাড় কৈল হলধর।
সেহ চালে জিনে রুক্মী বড়ই সত্বর ॥
অযুতেক পাড় তবে থুইল মহাশয়।
সেহবার জিনিলেক ভীষ্মক-তনয় ॥
তা দেখিয়া দন্তবক্র মেলিলা দশন।
বলভদ্রে উপহাস করে ঘনেঘন ॥
শুনিয়া না শুনি তাহা রুক্মিণীর সুত।
তবে লক্ষ পাড় বল করিল অযুত ॥
খেলিতে খেলিতে তাহা জিনে হলায়ুধ।
কলা কুচা করে রুক্মী বড়ই অবুধ ॥
মুঞি জিনিয়াছোঁ পাড় বলে দুষ্টমন।
তাহা দেখি রক্তআঁখি রেবতীরমণ ॥
পূর্ণমাসীদিনে যেন উথলে সাগর।
সেইরূপে কাঁপে তার সর্ব্বকলেবর ॥
এক অর্ব্বুদ পাড় করিল বিদ্যমান।
অবশেষে জিনি রাম ধর্ম্মের প্রমাণ ॥
তবু রুক্মী বলে মোর জয় হয় রণে।
হয় নয় বলিবেক এই নৃপগণে ॥
হেনকালে আকাশে হইল দৈববাণী।
এ পাড় জিনিয়াছেন রাম শিরোমণি ॥
রাজা সব বলে শুন ভীষ্মকতনয়।
পাশার সাক্ষী না মানিহ আমা সভাকায় ॥
আপনার মুখে না মানিহ পরাভব।
কন্দল করিয়া জিনিব আমি সব ॥
এ বোল শুনিয়া রুক্ম: বলে ঘনেঘন।
আমি জিনিয়াছি পাড়ি মিছা ও বচন ॥
তুমি সব গোআলা অরণ্য মধ্যে বাস।
কেমনে জিনিবে পাশা রাজার বিলাস ॥
অধিকে নৃপতি সব হাসে চারিভিতে।
কুপিয়া উঠিলা রাম স্থির নহে চিত ॥
আছিল পরিঘ গোটা লইয়া সত্বর।
মারিল একই বাড়ী মাথার উপর ॥
মরিয়া পড়িল রুক্মী সভায় ভিতর।
তবে দন্তবক্র প্রভৃতি রুষিলা সত্বর ॥
বিপক্ষ হইয়া সেই ধায়্যা দিল রড়।
হেলায় ধরিল দশ পদের ভিতর ॥
চড়ায়্যা পাড়িল তার সকল দশন।
যাহা মেলি উপহাস কৈল ঘনে ঘন ॥
আগে যত যথায় আছিল নৃপগণ।
তাহার উপরে করে ক্রোধে প্রহরণ ॥
কারো হাত ভাঙ্গি গেল কার গেল পা।
কারো মুণ্ড খণ্ডখণ্ড রক্তময় গা ॥
পলাইয়া যায় তারা লইয়া পরাণ।
ক্রন্দন উঠিল পুরে নাহি পরিমাণ ॥
শালার নিধন দেখি প্রিয় মুরহর।
ভাল মন্দ কারো কিছু না দিলা উত্তর ॥
বীর বলরাম স্নেহ ভয় ভঙ্গ ধরি।
মনে মনে জানিয়া থাকিল মৌন করি ॥
তবে নববধূ লয়্যা আসি নিজপুরে।
সাধিয়া আপন কাজ নিজপরিকরে ॥
এবে আমি বাণযুদ্ধ রচিব [illegible]।
যে হয় রসিক রসে পূরুক অন্তর ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥

ঊষা-হরণ।

পঠমঞ্জরী রাগ।

বলি নামে মহারাজা, ত্রিভুবনে তার পূজা,
তাহার তনয় একশত।
বাণ নামে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, রূপে গুণে বীরশ্রেষ্ঠ,
সহস্রেক ভুজ পরিমিত ॥
চিরদিন মহাদেবে, পরম যতনে সেবে,
নৃত্যবাদ্য বিবিধ বিধানে ॥

তুষ্ট হয়্যা গৌরীনাথ, বৈল তারে একবাত,
বর মাগ করিব প্রদানে ॥
স্তুতি করে নিরন্তর, নিজ পাশে পায়্যা হর,
শুন মহেশ্বর লোকগুরু।
তুমি গিরিসুতাপতি, তব পদে করোঁ নতি,
অখিল কামদ কল্পতরু ॥
আপনি সহস্র কর, দিলা মোরে খরতর,
বহিতে হইল গুরুভার।
এ ত্রিভুবনে স্থির, না পাঙ সমান বীর,
যুঝিবারে তোমা বিনা আর ॥
লড়িলুঁ ত এক দিনে যুঝিতে দিগ্‌গজসনে,
ডরে পলাইল সেহ সব।
পর্ব্বত করিয়া চূর, আইলুঁ আপনপুর,
কোথাও না পাইলুঁ সুখলব ॥
শুনি তার এত বাণী, ক্রোধে বলেন শূলপাণি
শুন শুন আরে মূঢ়তম।
যবে তোর রথ মাঝে ভাঙ্গিয়া পড়িবে ধ্বজে,
তবে বীর পাইবে আমা সম ॥
দিবে যুদ্ধ পরবীণ, হইবে দরপ হীন,
কহিল তোমারে এই সার।
হরসন্নিধান পায়্যা, গৃহে আইল হৃষ্ট হয়্যা,
বল দর্পে না করে বিচার ॥
মনে মনে সেই ভাবে, সেই বীর পাব কবে,
কে মোর সহিব মহামার।
উষা নামে তার কন্যা, আছয়ে বড়ই ধন্যা,
রূপেগুণে বর লোকসার ॥
স্বপ্নে অনিরুদ্ধ সঙ্গে, শৃঙ্গার ভুঞ্জিল রঙ্গে,
চিয়াইয়া নাহি দেখে তায়।
দ্বিজ মাধবের বাণী, বিরহে আকুল ধনী,
ধরণী পড়িয়া মোহ যায় ॥

—

পয়ার।

মদনের পুত্র সেই অনিরুদ্ধ বীর।
ত্রিভুবনে মনোহর সুন্দর শরীর ॥
স্বপ্নে তার সহিত ভুঞ্জিয়া রতি-সুখ।
চিয়াইয়া নাহি দেখে পাইল বড় দুখ ॥
সহচরীগণ সঙ্গে আছিল শুইয়া।
আচম্বিতে উঠে কন্যা বিহ্বল হইয়া ॥
হাহাকার বিলাপ করয়ে ঘনেঘন।
কোথারে চলিলা কান্ত দিয়া দরশন ॥
সখীগণ লজ্জাহেতু কান্দে ধীরে ধীরে।
নয়নে সলিলধারা তিতে পয়োধরে ॥
তাহা শুনি চিত্রলেখা কুম্ভাণ্ডের ঝি।
জিজ্ঞাসিল তারে কথা কহ সখি কি ॥
হাসিয়া হাসিয়া মন করে পরিহাস।
পতি অন্বেষণ করি বুঝায় প্রকাশ ॥
এ হেন বয়স তবু নাহি বিভা হয়।
কত না মদনজ্বালা সহিবেক গায় ॥
কিবা মনোরথ থাকে কহিবে আমারে।
অচিরাত তাহা আমি করিব তোমারে ॥
না বুঝিয়া পরিহাস করিল নিশ্চয়।
এবোল শুনিয়া সখী কহে সবিনয় ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥

—

শ্রীরাগ।

নবীন জলধর, জিনিয়া সুন্দর,
শ্যাম শুভ কলেবর।
রমণী মনোহর, দেখিলুঁ বীরবর,
জনমে আমি অগোচর ॥
সখি হে এ দুখ কহনে না যায়।
স্বপনে আজু, এক পুরুষ বর,
ছলিয়া পলাইল কোথায় ॥

স্মের চন্দ্রানন, কমল লোচন,
পীতবাস পরিধান।
স্বপনে মেলি মোরে, সঘন সুরতি চোরে,
করিল আলিঙ্গন দান॥
অধরমধু পানে, জুড়াই অবসানে,
মজাই শোকসাগরে।
হল দূরতর, সেই স্বামিবর,
নারিব তনু রাখিবারে॥
যদি মোরে থাকে দয়া, রাখিবে সখি কায়া,
করহে পুন পিউ দেখা।
মাধব কহে তত্ত্ব, জানিয়া ভাগবত,
দুঃখিতা সখি চিত্রলেখা॥

পয়ার।

উষার বচন শুনি বলে চিত্রলেখা।
না কর সন্তাপ আমি করাইব দেখা॥
এ তিনভুবন মাঝে আছে যত জন।
একে একে সেই সকল করিব লিখন॥
যে হয় আপন স্বামী লইবে চিনিয়া।
সত্বরে তোমারে তাহা মিলাব আনিয়া॥
এতেক প্রতিজ্ঞা তারে করিল দোপট্টে।
চিত্রখানি লিখিবারে লাগিল নিকটে॥
প্রথমে লিখন কৈল যত স্বর্গবাসী।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দিনকর শশী॥
তবে ইন্দ্র আদি লেখে অষ্টদিক্‌পাল।
কার্ত্তিক গণেশ লেখে অশ্বিনীকুমার॥
দেব ঋষিগণ যত হৈল সঙ্গে সঙ্গে।
দ্বিতীয়ে গন্ধর্ব্বলোকে লিখে বড় রঙ্গে॥
তৃতীয়ে সিদ্ধলোক লিখে একে একে।
চতুর্থে চারণলোক লিখিল অনেকে॥
পঞ্চমে অপ্সরগণ লিখে জনে জনে।
তবে বিদ্যাধরগণ লিখিল যতনে॥
তপস্বী অবধুতগণ লিখে পরতেক।
লিখিল স্বর্গের লোক আছিল যতেক॥
পশ্চাতে মর্ত্ত্যের লোক লিখে ভাগেভাগ।
দৈত্যদানব যক্ষ রাক্ষস পন্নগ॥
অবশেষে মানুষ লিখিল হরষিত।
বড় বড় রাজা লিখে প্রজার সহিত॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নানাজাতি।
গৃহস্থ সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ভিন্নরীতি॥
এই সব লিখন করিয়া অংশে অংশে।
ভোজ অসুর দিয়া লিখে যদুবংশে॥
তার মধ্যে সার ভাগ লিখিয়া সত্বর।
তার সুত বসুদেব লিখে আগুসার॥
তার পুত্র রামকৃষ্ণ লিখে দুই ভাই।
তার পুত্র প্রদ্যুম্ন লিখিয়া দেখাই॥
স্বামীর সমান দেখি স্বরূপ তাহার।
শ্বশুরগেআনে উষা লজ্জিত অন্তর॥
তার পুত্র অনিরুদ্ধ লিখিল কৌতুকে।
দেখিয়া নৃপতি কন্যা করে হেঁট মুখে॥
লজ্জায় ঈষত হাসি বলে মনে মন।
শুন শুন আলো সখি এই সেইজন॥
অধিক শরীর মোর পোড়ে দরশনে।
চিনি এই জন বটে চল অন্বেষণে॥
পরম যোগিনী সেই সখী চিত্রলেখা।
জানিল কৃষ্ণের নাতি করাইব দেখা॥
পবন গমনে ধনী লভিল আকাশে।
কৃষ্ণের দ্বারকাপুরী আসিয়া প্রবেশে॥
আপন মন্দিরে চারু খট্টার উপরে।
শুইয়াছে অনিরুদ্ধ নিদ্রার নির্ভরে॥
দেখিয়া তথাই তাহা কুষ্মাণ্ডনন্দিনী।
যোগবলে হরি লয়্যা চলিল তখনি॥
আনিয়া শোণিতপুরে উষার বাসরে।
দেখিয়া শৃঙ্গার চোর বড়ই আদরে॥

শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

পঠমঞ্জরী রাগ।

দেখিয়া আপন কান্ত, হরিষে নাহিক অন্ত,
অবিরত হসিতবদনী।
পুরজন গুড়নেহে, সম্ভ্রম অধিক তাহে,
সেবন করয়ে প্রিয়বাণী॥
ঊষা সদা খেলাই পতি সঙ্গে।
চুম্ব আলিঙ্গন রসে, পূরই যৌবনাবেশে,
সুরতি বঞ্চই নানা রঙ্গে॥
আপনি ঘনায়্যা পাশে, পরাই অমূল্য বাসে,
অঙ্গে অঙ্গে মণি আভরণ।
সুগন্ধি চন্দন মালা, সাজাই কামের বালা,
নানা বেশ করাই ভূষণ॥
ঊষাসুন্দরীর কোলে, অনিরুদ্ধ পড়ে ভোলে,
পাসরিল মা-বাপের পাশ।
কিবা রাত্রি কিবা দিন, আনন্দে বিচারহীন,
অহর্নিশ মদন বিলাস॥
হাস্য পরিহাস রহে, অবিরত মুহে মুহে,
শয়ান ভোজন একবাসে।
বাড়িল বড়ই নেহা, এক প্রাণ এক দেহা,
দ্বিজ মাধব রস ভাষে॥

পয়ার।

এইরূপে রাজকন্যা অনিরুদ্ধ সঙ্গে।
নাজানে পুরের লোক বঞ্চে নানা রঙ্গে॥
পুরুষ-পরশে ঊষা অতিহৃষ্টমতি।
সুবলিত কলেবর বিচক্ষণ জ্যুতি॥
পুরের রক্ষক সব দেখি ভিন্ন রীত।
সত্বরে কহিল বাণ নৃপতি বিদিত॥
শুন শুন নৃপবর কহিল নিশ্চলে
তোমার কন্যার চেষ্টা নাহি দেখি ভালে॥
কি আর করিব ভয় কহিল সত্বরে।
পুরুষ বিদুষী ভেল জানিল অন্তরে॥
না জানি কেমন রূপে বঞ্চে কার সনে।
থুইল কলঙ্ক কুলে কৈল বিজ্ঞাপনে॥
শুনিয়া দুহিতাদোষ শোনিত নৃপতি।
অবিলম্বে অভ্যন্তরে ধায় শীঘ্রগতি॥
দেখিল মন্দির মাঝে যদুকুল-শশী।
ঊষার সহিত পাশক্রীড়ায় আছে বসি॥
কামের কুমার সেই অনিরুদ্ধ নাম।
রূপে গুণে অনুরূপ খিতি অনুপাম॥
প্রিয়-আলিঙ্গনে কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত।
মধুর মল্লিকা মালা হৃদয়ে লম্বিত॥
রমণীর সমুখে থাকিয়া সুখাসনে।
দেখিল বিপক্ষ বাণ প্রবিষ্ট ভুবনে॥
পরম বিস্মিত হয়্যা চাহে ঘনেঘন।
অস্ত্রধারী অসুর চারিভিতে জনে জন॥
ক্রোধমুখে পরিঘ লাগিয়া বীরবর।
উঠিয়া দাণ্ডায় যেন যমদণ্ডধর॥
বধিতে বাণের ঠাট ধায় উগ্রমতি।
প্রতিজ্ঞায় ধায় যেন শ্রীধরের প্রতি॥
কারো হাথে কারো মুখে মারি পাঁচ বাণ।
পরিঘের ঘায় কেহ ঠায় তেজে প্রাণ॥
সহিতে না পারি তার বিষম প্রহার।
প্রাণ লয়্যা পলাইয়া যায় অনিবার॥
তাহা দেখি কোপে জ্বলে বলির নন্দন।
নাগপাশে অনিরুদ্ধে বান্ধিল তখন॥
স্বামীর বন্ধনে ঊষা শোকে অচেতনী।
বিলাপ করিয়া কান্দে পড়িয়া ধরণী॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত॥

ঊষার বিলাপ।

মহারাষ্ট্রী রাগ।

সুকুমার কলেবর বিলাস নাগর।
তিল এক নাহি রহ ভূমের উপর॥
কেমনে সহিবে বন্ধন নাগপাশ।
নর্ব্যাস বন্ধনে লাড়িতে নার পাশ॥
প্রাণনাথ হে কি হইল মোরে।
কার পক্ষ লইব কেবা উদ্ধারে তোমারে॥
দুরন্ত হৃদয় বাপ দয়া নাহি মনে।
কোন্ সুখে বান্ধিলেক দেখিয়া নয়নে॥
তার কিবা দোষ মোরে বিধি ভেল বাম।
ভুবনে চাহিয়া স্বামী পাইল অনুপাম॥
কেমনে অভাগী মুঞি দেখিমু এত দুখ।
কহিতে তাম্বুল রাগ সুখাইল মুখ॥
এই ত লিখন মোর আছিল কপালে।
হেন নিধি বিহনে মরিমু হেনকালে॥
যাইত দুখিনীর তনু সেই ভাল হৈত।
দ্বিজ মাধব কহে দুখ না করিহ বার্ত্ত॥

পয়ার।

বিলাপ করিয়া ঊষা কান্দে নিরন্তর।
শ্রভুরে বিনাইয়া কান্দে নয়ন অঝর॥
ওথায় দ্বারকাপুরে অনিরুদ্ধ নাই।
সত্বরে বান্ধবগণ চাহিয়া বেড়াই॥
নগর চত্বরপুর চাহিল সকল।
কোথাহ না পায়্যা শোকে হইল বিকল॥
বসুদেব দৈবকী রোহিণী প্রধান।
রুক্মিণী জননী আদি যত পুরীখান॥
উচ্চস্বরে কান্দে সভে হইয়া হতাশ।
এক দুই গণনে হইল চারি মাস॥
হেনকালে নারদ অসিয়া আচম্বিত।
কহিয়া সকল কথা জন্মাইল প্রীত॥
শুনিল বাণের পুরে আছে অনিরুদ্ধ।
সাজিয়া লড়িল সভে করিবারে যুদ্ধ॥
প্রথমে লড়িলা রাম কৃষ্ণ দুই ভাই।
চতুরঙ্গ দলবল বাদ্যের অন্ত নাই॥
দ্বিতীয়ে প্রদ্যুম্ন তার পাছে সন্নিধান।
তবে গদ সারণ সাত্যকি প্রধান॥
অবশেষে নন্দ উপানন্দ ভদ্র আদি।
লক্ষ লক্ষ সেনাপতি বড়ই বিবাদী॥
যার অক্ষৌহিণী ঠাট যায় এক চাপে।
অতিশয় কোলাহল ত্রিভুবন কাঁপে॥
আসিয়া শোণিতপুরে বেড়ে চারি দিগে।
উদ্যান প্রাচীর ঘর অবিচারে ভাঙ্গে॥
দেখিল বাণের পুরে পড়ল প্রলয়।
ভকত বৎসল শিব হইলা সদয়॥
কৃষ্ণের যতেক সৈন্য তত সৈন্য লৈয়া।
কার্ত্তিক গণেশ দুই সংহতি করিয়া॥
বরপুত্র বাণের করিতে পরিত্রাণ।
বলদে চড়িয়া কোপে করিলা পয়াণ॥
সত্বরে আসিয়া লইল গোবিন্দে লাগ।
রুষি তার সনে যুদ্ধ দিলা মহাভাগ॥
দুই ঠাটে হুড়হুড়ি বাজিল অতুল।
ধর মার নাদ হৈল বড়ই তুমুল॥
গোবিন্দ শঙ্করে রণ বাজে আগুয়ান।
প্রদ্যুম্ন কার্ত্তিকে যুদ্ধ তার পাছুআন॥
কুম্ভাণ্ড সপ্তকর্ণে রণ লাগিল আনঠাই।
গণেশ সংহতি রণে পশিলা বলাই॥
সাম্বের সহিত যুঝে বাণের কুমার।
সাত্যকির সনে বাণ আপনি দুর্ব্বার॥
অন্যান্য সংগ্রাম জয় অভিলাষে।
সভারে অধিক বীর নন্দের শ্রীনিবাসে।
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

পূরবী রাগ।

কটিতটে বেড়ি ধটী, মুণ্ডে পাগ লটপটী,
তাহে উড়ে টসকানা চূড় ।
অঙ্গদ বলয়া করে, গলে মণিহার দোলে,
রুণু ঝুণু চরণে নূপুর ॥
পশুপতি সংহতি, গোপাল ।
রঙ্গে রঙ্গে সমর বিহার ॥
বেরে বেরে কেরে কের, মার মার টঙ্কার,
এই রব ফুকরে অপার ॥ ধ্রু ॥

দিব্য রথে আরোহণ, ব্রহ্ম অস্ত্রে অস্ত্রে রণ,
লক্ষ লক্ষ পড়ে অবিলম্ব ।
অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে, অস্ত্র দেখিতে প্রমাদে,
কৌতুকে জোড়ে বড় দম্ভে ॥
অস্ত্রে অস্ত্রে হানাহানি, কেহ নাহি রণ জিনি,
ত্রিভুবনে লাগিল চমক ।
কেহ নাহি সহে কারে, বিষম প্রহারে,
অস্ত্রে উঠে আগুনি ঝলক ॥
হরি-হরে অস্ত্রবৃষ্টি, যেন সংহারিতে সৃষ্টি,
প্রলয়ের বরিষণ ধার।
মাধব কহয়ে তত্ত্ব, জানিয়া ভাগবত,
দুইজনে ভেল মহামার ॥

বাণরাজার সহস্র হস্ত কর্ত্তন।

ব্রহ্মঅস্ত্রে অস্ত্রেতে হইল মহারণ।
আর নানাবিধ হয় বাণবরিষণ ॥
কোপে মহাদেব কাঁপে চক্ষু হৈল রাঙ্গা।
টলমল করে মাথায় জাহ্নবী গঙ্গা ॥
সমুদ্র সহিতে সপ্তদ্বীপ টলমল ।
প্রলয় হইল দেখে দেবতা সকল ॥
করিয় বীরের দাপ নিজ বাহুবলে।
নানা অস্ত্র প্রহারণ করিয়া গোপালে ॥
মেঘ-অস্ত্র অগ্নি অস্ত্র এড়ে যদুরায়ে ।
সবে শূল আছে শিব তুলি লৈল বাহে ॥
শূলার্পেণ মহাদেব বিন্ধিবার আশে।
ক্ষুর এড়ি নরহরি সেই অস্ত্র নাশে ॥
টুটিল সকল অস্ত্র শূন্য হৈল কর।
তবে হরে মোহন করিল গদাধর ॥
কেহ মরি গেল কেহ পলাইয়া যায়।
হারিল মহেশ হৈল গোবিন্দ-বিজয় ॥
প্রদ্যুম্ন কার্ত্তিকে তবে হৈল মহারণ।
কেহ কারে নাহি জিনে সোসর দুইজন।
কথোক্ষণ যুঝে পরে কামদেব বীর।
কর্ত্তিকেরে বাণে বিন্ধি করিল অস্থির ॥
পলায় কার্ত্তিক বীর ময়ূর উপরে ।
কার্ত্তিক হারিল এথা প্রদ্যুম্ন সমরে ॥
রামের সংগ্রামেতে কুম্ভাণ্ড কূপকর্ণ।
ভয়ে পলাইয়া গেল হইয়া বিবর্ণ ॥
তাহা দেখি কোপে কম্পে বলির নন্দন।
গোবিন্দেরে ধায় এড়ি সাত্যকির রণ ॥
সহস্রেক ভুজ তার বিদিত সংসারে।
পঞ্চশত ধনুক ধরিল একেবারে ॥
দুই দুই বাণ জোড়ে প্রতি ধনুখানে।
একবারে সহস্র বাণ পূরিল সন্ধানে ॥
দেখিয়া গোবিন্দ তবে ধরিয়া শারঙ্গ।
ছাড়িলা বিষম অস্ত্র অতি বড় রঙ্গ ॥
বাণ কাটা গেল আর হাতের ধনুক।
রথের সারথি ঘোড়া দেখিতে কৌতুক ॥
রথ অশ্ব সারথি হাতের অস্ত্র ধনু।
সকল বিহীন হৈল আছে মাত্র তনু ॥
তার মা কোটবী পুত্র-রক্ষার কারণে।
মুক্তকেশী হইয়া প্রবেশ কৈল রণে ॥
কোটবী-উলঙ্গবেশ দেখি গদাধর।
হেট মাথা কৈল তবে সমর ভিতর ॥

এই অবসরে বাণ পলায় সত্বরে।
নাহি অশ্ব নাহি রথ মাত্র একেশ্বরে॥
ব্যস্তে ব্যস্তে প্রাণ লয়্যা পলাইল বাণ।
দেখিয়া কোটবী কৈল স্বস্থানে প্রস্থান॥
তবে মহাদেব অতি কুপিল অন্তরে।
জ্বর সৃষ্টি করিলেন যুদ্ধ করিবারে॥
বিকট বিষম মূর্ত্তি শিব অনুচর।
যুঝিতে কৃষ্ণের সঙ্গে তিন মুণ্ডধর॥
তাহা দেখি গদাধর কৌতুক-অন্তর।
আপনার এক জ্বর সৃজিল সত্বর॥
দুই জ্বরে হইল অত্যন্ত উগ্র রণ।
শিব জ্বরে বিষ্ণু জ্বর করিল ঘাতন॥
উচ্চস্বরে কান্দে জ্বর পায়্যা পরাভব।
তবু নাহি লাগ ছাড়ে সে জ্বর বৈষ্ণব॥
সহিতে না পারি অঙ্গে হইল পীড়ন।
পলাইতে নাহি ঠাঞি সংশয় জীবন॥
অভয় কৃষ্ণের পদে লইব শরণ।
মাধব কহিছে স্তব করয়ে তখন॥

যথা রাগ।

সর্ব্বভূতে আত্মা তুমি, জ্ঞানরূপে একস্বামী,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণ।
পরম আনন্দ ঘন, বেদাগম সনাতন,
যারে ব্রহ্ম ভাবে যোগিগণ॥
শুন প্রভু যদুরায়, রক্ষা কর এই দায়,
করি আমি এক নিবেদন।
এবার সঙ্কটে তার, কর দয়া একবার,
কৃপা করি রাখহ জীবন॥
শুন হে পরমেশ্বর, অনন্তশকতি ধর,
ভকতবৎসল গুণাকর।
কাল দৈব কর্ম্ম জীব, সভার ঈশ্বর শিব,
ক্ষেত্রপাল ভূত অহঙ্কার॥
শরণ লইলুঁ তোর, ক্ষেম অপরাধ মোর,
কৃপা করি করহ অভয়।
অনন্ত কমলাকান্ত তোমার নাহিক অন্ত,
আনন্দ বিগ্রহ ইচ্ছাময়॥
লীলারসে নানা ভাবে, ধরি কলারূপ লাভে,
অসুরের করিতে বিনাশে।
হরিতে ধরণীভার, নানারূপ অবতার,
মাধব কহে প্রেমআশে॥

অনিরুদ্ধ সহ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় আগমন।

এতেক প্রকারে স্তুতি নতে অবশেষে।
পুনরপি বলি আর শুন হৃষীকেশে॥
দেখিতে তোমার জ্বর সাম্যমূর্ত্তি ধর।
গরল আনল উগ্র প্রবল অন্তর॥
বড় তপ্ত প্রহার না পারি সহিবারে।
বেরি একু পরিত্রাণ কর বিধি করে॥
তাবত দেহের দুঃখ থাকে অনুক্ষণ।
যাবত তোমার পদে না লয় শরণ॥
মোহপাশে বদ্ধ হয়্যা ভুঞ্জে নানা দুখ।
যদি তোমা ভজে তবে পায় বড় সুখ॥
শুনিয়া এতেক স্তুতি বলি যদুবীর।
দিলাম অভয় তোরে শুন রে ত্রিশির॥
আমার জ্বরেরে ভয় না করিহ আর।
ঘুচিল সকল তাপ পাইলা নিস্তার॥
সবে এক বোল তুমি করিবে পালন।
তোমা আমা এই কথা যে করে শ্রবণ॥
কভু তার হৃদয়ে না দিবে দুঃখলেশ।
কৃষ্ণের বচনে জ্বর হরিষ বিশেষ॥
প্রভুর পদারবিন্দে করিয়া প্রণাম।
নড়িল আপনস্থানে সাধি মনস্কাম॥

পুনরপি বাণ রাজা হয়্যা ক্রোধমনা।
রথ আরোহণে আসি কৃষ্ণে দিল হানা॥
প্রচণ্ড সহস্র করে নানা অস্ত্র ধরে।
কোপে গাছ উপাড়িয়া বরিষণ করে॥
তাহা দেখি মুরহর কুরুচক্র এড়ে।
বৃক্ষডাল হেন হাথ কাটি কাটি পাড়ে॥
সেবক সংশয় দেখি সদয় শঙ্কর।
চৈতন্য পাইয়া আসি গোবিন্দ গোচর॥
জোড় হাথে স্তুতি করি পরম অভয়।
শুন শুন যদুনাথ তুমি মহাশয়॥
তুমি সে পরম ব্রহ্ম পরম নিগূঢ়।
যাহে ব্রহ্মময় করি দেখে যোগিকুল॥
গগন তোমর নাভি বদন আনল।
পলিত্ত তোমার বীর্য্য শিব স্বর্গস্থল॥
দশদিগ শ্রবণ চরণ ক্ষিতি খণ্ড।
হিমকর রবি দুই নয়নে প্রচণ্ড॥
আমি সে তোমার আর কি জানি অবধি।
ইন্দ্র ভুজদণ্ড লোম হয়ত ওষধি॥
জলদ তোমার কেশ বুদ্ধি পদ্মযোনি।
প্রজাপতি মেঢ্র ধর্ম্ম হৃদয় প্রমাণি॥
হেন ভগবান্ তুমি পরম অব্যয়।
অখিল পরম রূপে জানি সুনিশ্চয়॥
ধর্ম্মের রক্ষণ হৈব জগত পালন।
অবতার কৈলে তুমি তথির কারণ॥
আমি সব লোকপাল তোমার পালিত।
সকল ভুবন রাখি হয়্যা নিয়োজিত॥
তুমি আদিপুরুষ অব্যয় স্বপ্রকাশ।
মায়া প্রকটিয়া কর বিষয়ি-বিনাশ॥
যেন সূর্য্য নিজ ছায়া হইয়া উদিত।
সেই ছায়া সনে রূপ দেখহ বিদিত॥
সেইরূপে কর নিজ গুণের প্রকাশ।
যেন মূঢ় লোক করে স্ত্রীপুত্রের আশ॥
না জানি তোমায় মূলে মিছা অভিলাষে।
সংসার-সাগরে পড়ি ডুবে আর ভাসে॥
আমি মহাদেব আর ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা।
আর যেবা সুর মুনি তুমি তার হর্ত্তা॥
সভার জীবন তুমি অতি প্রিয়জন।
অবগতি হয় যদি করি নিবেদন॥
এই বাণ নৃপতি আমার অনুচর।
পরম সুহৃৎ জন অতি প্রিয়তর॥
তথির কারণে আমি দিয়াছি অভয়।
আপনি বলিবে যেন সেই সত্য হয়॥
যেরূপ প্রসাদ কৈল প্রহ্লাদের প্রতি।
তেনই ইহারে আজি হৈবে হৃষ্টমতি॥
হরের বচনে হরি বলে হরষিত।
তুমি যেই বল তাহা করিব পিরীত॥
রণে বা যতেক দুঃখ পাইয়াছ মনে।
ক্ষমিবে সকল তাহা করিলা সাধনে॥
দৈবে আমার বধ্য নহে এই বাণ।
পূর্ব্বে হেন প্রহ্লাদেরে কৈল বরদান॥
জন্মিব তোমার বংশে যত মহাজন।
আমা হৈতে কভু তার নহিব নিধন॥
ধরিত প্রচণ্ড বড় সহস্রেক হাথ।
করিত অনেক বড় পৃথিবী উৎপাত॥
এইহেতু কাটিল অধিক যত বাহু।
টুটিল সমরদর্প বলে হৈল লহু॥
রাখিল তোমার বোলে চারিখানা কর।
হইল দেবতা সব দেখিতে সুন্দর॥
থাকিল তোমার মুখ্য পরিষদ হয়্যা।
দিলাম অভয় দান-তোমারে দেখিয়া॥
পাইয়া অভয়দান রহিল পরাণ।
হরিষে আসিয়া বীর কৃষ্ণ-সন্নিধান॥
দণ্ডবৎ হয়্যা ক্ষিতি করিয়া প্রণতি।
ঊষা সঙ্গে অনিরুদ্ধ করিয়া সংহতি॥

সুগন্ধি চন্দন মাল্য বস্ত্র অভরণে।
সাজাই অশেষ মতে আপন ভুবনে॥
এক অক্ষৌহিণী ঠাট করিয়া যোগান।
রথেতে করিয়া তাহে আনাইল বাণ॥
গোবিন্দের হাথে হাথে কৈল সমর্পণ।
নাতি-বধূ দেখি প্রভু হরষিত মন॥
শঙ্করের অনুমতি লইয়া সত্বর।
নিজপুরে প্রয়াণ করিলা যদুবর॥
অপূর্ব্বনির্ম্মাণ সেই দ্বারকা নগর।
সুবর্ণ কলস ধ্বজা পতাকা বিস্তর॥
শঙ্খধ্বনি করি কৃষ্ণ প্রবেশিলা তাহে।
আনন্দিত পুরলোক নাচে উর্দ্ধবাহে॥
দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্য বাজে অনুক্ষণ।
হুলাহুলী জয়ধ্বনি পূরিল গগন॥
আসিয়া ব্রাহ্মণ সব নিজ পরিবারে।
করিল মঙ্গল কর্ম্ম অনেক প্রকারে॥
রুক্মিণী দেবীর সুখ নাহি পরিমাণ।
হারাইল নাতি পায়্যা করি চুম্বদান॥
বিশেষ জননী কোল চুম্ব আলিঙ্গনে।
হরিষে নাহিক অন্ত সজল নয়নে॥
দেখিতে উষার রূপ জুড়ায় নয়ন।
ধন্য ধন্য করি তারে বাখানে তখন॥
যেই জন শুণয়ে ভকত সদায়।
শিবের সংগ্রাম এই কৃষ্ণের বিজয়॥
কোন কালে তার আর নাহি পরাজয়।
শ্রীভাগবত কথা কহিল নিশ্চয়॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা এক চিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

কাঁকলাস রূপী নৃগরাজ উদ্ধার।

শ্রীরাগ।

একদিন কৌতুকে যাদব-শিশুগণ।
সাম্ব প্রদ্যুম্ন বল আদি নানাজন॥
উপবন ভ্রমিবারে করিল গমন।
আসিয়া কাননে ক্রীড়া কৈল সর্ব্বজন॥
তৃষ্ণার্থ হইয়া সভে বুলে জল সাই।
সলিল বর্জ্জিত কূপ দেখিল তথাই॥
তার মধ্যে পড়ি আছে বুড়া কাঁকলাস।
তা দেখি বিস্মিত মনে উপজিল হাস॥
ব্যথিত হইয়া তারা করিল মন্ত্রণা।
কূপে হৈতে তুলি ইহার খণ্ডুক যন্ত্রণা॥
এতেক চিন্তিয়া যত্ন করিল বিস্তর।
চর্ম্মদড়া সূত্রদড়া আনে বহুতর॥
সকল বালক মেলি ধরি দেই টান।
হস্ত পদ গলায় বান্ধিয়া স্থানে স্থান॥
পর্ব্বত-প্রমাণ তনু সেই কাঁকলাস।
লাড়িতে চাড়িতে নারি কেবল প্রয়াস॥
না পারি নিশ্বাস শ্রম ঘর্ম্মিত বদন।
মন্দিরে আসিয়া কৃষ্ণে কৈল নিবেদন॥
তাহা শুনি জগদীশ আসিয়া কূপায়ে।
দেখিয়া দুঃখিত জীব তুলি বামবাহে॥
যে করে তুলিলা গুরু গিরি অনায়াসে।
কি বিচিত্র সে করে তুলিব কাঁকলাসে॥
কৃষ্ণের শ্রীহস্ত মাত্র পরশন পায়্যা।
দিব্যদেহ পাইল পাপ শরীর তেজিয়া॥
তপ্ত স্বর্ণ-কান্তি তনু অতি মনোহর।
নানা রত্ন অভরণ শোভে কলেবর॥
সর্ব্বাঙ্গে চন্দন মাল্য অপূর্ব্ব শরীর।
তাহা দেখি ঈষত হাসিলা যদুবীর॥
কে তুমি অদ্ভুতরূপ কহ মহাভাগ।
অতিশয় মনোহর দেখি দেব নাগ॥

কোন বা কারণে পাইয়াছে হেন দশা।
শুনিতে অদ্ভুত কথা বড় করি আশা॥
কহিবে উচিত কথা হয়্যা আমাপ্রতি।
তবে নিজ বিবরণ কহে মহামতি॥
প্রভুর বচন শুনি নৃগ নৃপবর।
হইয়া কিঙ্কর বলে জানিয়া ঈশ্বর॥
কনকমুকুট মুণ্ড লোটাই চরণে।
কহিতে লাগিল কিছু সজল নয়নে॥
শুন শুন মহাশয় করি নিবেদন।
নৃগ নামে রাজা আমি ইক্ষ্বাকু-নন্দন॥
সর্ব্বধর্ম্ম সুহৃৎ সর্ব্ব ধর্ম্মবিৎ।
তবে কিছু বল গোসাঞি তোমার পিরিত॥
আপনি আপন কর্ণে যদি দিব হাথ।
তবে ধর্ম্ম কহিতে উচিত যদুনাথ॥
যতেক পৃথিবীরেণু স্বর্গে যত তারা।
জলদ বরিষে যত বরিষণ ধারা॥
তত গাভী দান আমি কৈল দুগ্ধবতী।
কপিলা সমান হয় রূপগুণবতী॥
হেমশৃঙ্গ রৌপ্য ক্ষুর ন্যায় উপার্জ্জিত।
বস্ত্র অলঙ্কর মাল্য চন্দনে চর্চ্চিত॥
সুবেশ সুন্দর যুবা যত দ্বিজবর।
তপ শ্রুতি ব্রহ্মবৃত্তি দিল পরিকর॥
তা সভারে আরো দান করি নিরন্তর।
ভূমি কাঞ্চন গৃহ অশ্ব করিবর॥
দাসী সঙ্গে নব কন্যা তিলের আচল।
রজত কাঞ্চন বস্ত্র রত্ন বহু মূল্য॥
সারথি সাজায়া রথ দিল হরষিত।
করিল অনেক দান বেদের বিহিত॥
দেউল জাঙ্গাল দান কৈল নানা বিধি।
তারমধ্যে একছিদ্র হৈল গুণনিধি॥
এক ব্রাহ্মণেরে আমি দিলুঁ এক গাই।
পাইয়া নিজপালে পুন আইল তাই॥
নাজানিয়া আর দ্বিজে কৈলুঁ তাঁহা দান।
পূর্ব্বস্বামী গাবী চায়্যা বুলে নানা স্থান॥
লইয়া যাইতে বিপ্রে হৈল দরশন।
পথ মধ্যে চিনি বলে মোর এ গোধন॥
বিপ্র বলে নৃগরাজা দিল মোরে দান।
সেই বলে নৃগ মোরে দিল বিদ্যমান॥
এই রূপে বিবাদ করিয়া দুইজন।
মোর ঠাঞি আনিয়া মিলিল ক্রোধমন॥
পূর্ব্বস্বামী বলে রাজা তুমি দানকর্ত্তা।
পুনরপি আপনি হইলা অপহর্ত্তা॥
এ বোল শুনিয়া মোর হৈল বড় ভ্রম।
মনে মনে চিন্তিলুঁ করিলুঁ কোন কর্ম্ম॥
পায়ে ধরি দোঁহাকারে করিলুঁ বিনয়।
কৃপাকর এক জন যে হয় সদয়॥
পালের বাছিয়া ভাল লহ এক গাই।
ইহার বদলে তাহা লহত গোসাঞি॥
না জানি করিলুঁ কর্ম্ম ক্ষম অপরাধ।
সেবক পাইয়া না করিহ কর্ম্ম বাধ॥
দুরন্ত নরক মোর কর পরিত্রাণ।
এতেক বচনে কেহ নহে সমাধান॥
রাজপ্রতিগ্রহ আমি না করিব গ্রহণ।
এত বলি একজন করিল গমন॥
অন্তকালে দূতে নিল যমদরশনে।
দেখিয়া শমন আমা জিজ্ঞাসে আপনে॥
কোন ইচ্ছা তোমার করিবে নৃপমণি।
শুভ বা অশুভ কি ভুঞ্জিবে আগুআনি॥
তবে আমি মনে মনে কৈল অনুমান।
আপনার যত কথা কৈলুঁ বিদ্যমান॥
লোকমধ্যে আমার দানের নাহি অন্ত।
সবে মাত্র এক পাপ আছয়ে দুরন্ত॥
তেকারণে আগু আমি অশুভ ইচ্ছিল।
তাহা শুনি ধর্ম্মরাজ 'পড়' হেন কৈল॥

সেই শমনের বাক্যে পড়িতে ধরণী।
নিজ দেহ কাঁকলাস দেখিল তখনি ॥
সেই ব্রহ্মণ্য সোঙরণে এ তোমার দাস।
এখন হৃদয়ে স্তুতি নাহি পায় আশ ॥
কোন ভাগ্যে হৈল আজি নয়ন গোচর।
যাহা হৃদে ভাবিয়া না পায় যোগেশ্বর ॥
ব্যসনে তিমির অন্ধবুদ্ধি মুঞি ছার।
তোর পদ দরশনে ভবচ্ছেদ পার ॥
দেখ দেখ জগন্নাথ পুরুষ অব্যয়।
নারায়ণ হৃষীকেশ প্রণাম সদায় ॥
পুণ্যশ্লোক সমভাব নম ব্রহ্মরূপী।
নমস্তে অনন্তশায়ী ব্রহ্মাণ্ডবেয়াপি ॥
নমোনম কৃষ্ণব্রহ্ম দেব যদুপতি।
তোমার প্রসাদে হের যাঙ দেবগতি ॥
যথা তথা থাকোঁ মোর এই নিবেদন।
তব পাদপদ্ম যেন নহে বিস্মরণ ॥
এত বলি প্রদক্ষিণ করিয়া গোপালে।
চরণযুগল বন্দি পড়ে ভূমি তলে ॥
বিদায় করিয়া চড়ি বিমান উপরে।
চলিল সানন্দ মনে দেখে সর্ব্বনরে ॥
তবে কৃষ্ণ নিজগণে কহি বিস্তমান।
লোকশিক্ষা-নিবন্ধন সর্ব্ব ধর্ম্ম জ্ঞান ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥

পঠমঞ্জরী রাগ।

দুর্জ্জন দ্বিজের ধন, পূজে নিত হুতাশন,
কোন উপভোগে নিপাতন।
আছুক মানের দায়, তেজিলে লোকের ভয়,
কি দেখিলে নৃপের কারণ ॥
নহে বিষ হলাহল, ব্রহ্ম মন্ত্রে হরে বল,
ব্রহ্মস্ব বিষম বিষ হয়।
এ তিন ভুবনে তার, নাহি কিছু প্রতিকার,
নরক-দায়ক সুনিশ্চয় ॥
শ্রীযদুনন্দন, বুঝাই আপনগণ,
ধর্ম্মরক্ষণ-অবতার।
যে হয় আমার গণ, না হরিহ দ্বিজ ধন,
সদায় করিব নমস্কার ॥
যে করে গরল পান, তার নাহি পরিত্রাণ,
মনের কুশল অবিবাদে।
আনলে মন্দির দহে, জলে উপশম হএ,
তিলেকেতে পলায় বিষাদ ॥
ব্রহ্মস্ব দাবানল, কিবা তার অন্য জল,
সমূলে পুড়িয়া করে পাঁশ।
তেঞি বহ্নি বিষ জিনি, ব্রহ্মস্ব অধিক গুণি,
কেবল যমের মুখ্য ফাঁস ॥
না জানিয়া দ্বিজ ধন, খায় বা অবুধ জন,
তিন পুরুষ করে নাশ।
যেবা লুঠে এক কাটি, পূর্ব্ব অপর কোটি,
সে পুরুষের নরকে নিবাস।
রাজগর্ব্বে অবিচারে, দ্বিজবৃত্তি অপহরে,
লাভ হেন মানিয়া হরিষে।
দ্বিজ আঁখি জলে ক্ষিতি, যত ধূলা যায় তিতি,
নরকস্থ ততেক পুরুষে ॥
নিজদত্ত পরদত্ত, যেন তেন মতে মাত্র,
যে লয় ব্রাহ্মণ-বৃত্তিকর।
ষাইট সহস্র অব্দ, বিষ্ঠায় বিবসে লুব্ধ,
কৃমি হয়্যা জন্মে সেই নর ॥
সে হেন ব্রাহ্মণবৃত্তি, এই কহি সুনিশ্চিতি,
তিল এক নাহিক আমায়।
যেহেতু নৃপতিগণ, রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে ধন,
অরণ্যে গমন শুভালয় ॥
যে হয় আমার লোক, তরিব সকল শোক,
দ্বিজগণে কারব পুজনে।

যদি শাপ দেয় রোষে, যদি ব ধরিতে আসে,
তবু দ্রোহ না করিব মনে ॥
যেন মত আমি মতি, করি বিপ্র ভকতি,
এমতি করিহ সর্ব্ব জনে।
যেবা করে অন্য রীতি, পাইবে তাহার শাস্তি,
পরম সুদৃঢ় এ বচনে ॥
আছুক জ্ঞানের দায়, অজ্ঞানে যেরূপ হয়,
তার কথা শুনিলে বিদিত।
ব্রাহ্মণেরে ধেনু দিয়া, পড়ে কাঁকলাস হয়্যা,
নৃগ হেন রাজা ধর্ম্মনীত ॥
এত বলি ভগবান, দ্বারকা লোকের স্থান,
প্রয়াণ করিলা শুভালয়।
যে চাহে আপন হিত, সে শুনিব এই গীত,
দ্বিজ মাধব মধু গায় ॥

পয়ার।

বলভদ্র মহাশয় সোঙরি গোকুল।
বন্ধুজন-দরশনে হইয়া আকুল ॥
চিন্তিয়া বিচিত্র রথে চড়িয়া সত্বর।
আসিয়া মিলিলা ব্রজে নন্দঘোষ ঘর ॥
চিরদিন বিরহে সকল গোপ গোপী।
প্রিয়তম পায়্যা কোল দিল চাপি চাপি ॥
সম্ভ্রমে বলাই নতি করি বাপ মায়।
নন্দঘোষ যশোদা প্রশংসা দিল তায় ॥
চিরদিন আমি সব বঞ্চিল হরিষে।
দৈবকীনন্দন সুখে রহিলা বিদেশে ॥
তবেত লইয়া কোলে দিলা আলিঙ্গন।
নয়ন সলিলে তনু করিল সেচন ॥
তবে হৃষ্টমতি হয়্যা রোহিণীনন্দন।
বৃদ্ধ বৃদ্ধ গোয়ালার বন্দিল চরণ ॥
যত বা কনিষ্ঠ তার পায়্যা নমস্কার।
যা সনে যেমত সত্য সম্বন্ধ আচার ॥
পূর্ব্ব অনুরূপ চাস্য কথা হাথাহাথি।
বসিলা একত্র বন্ধুগণের সংহতি ॥
শ্রম বিমোচন করি পুছে জনেজন।
গদগদ বচনে দ্বারকা-বিবরণ ॥
কহ রাম কুশলে কি আছেন সর্ব্ব জন।
যত জ্ঞাতি বন্ধু তোমার নিজ পুরজন ॥
বিশেষ করিয়া তুমি কহনা কথন।
সেখানে কি আমাসভা করিতা স্মরণ ॥
ভাগ্যবশে মৈল কংস রিপু খরতর।
ভাগ্যবশে হৈল বহু বন্ধু পরিকর ॥
ভাগ্যহেতু দুর্গস্থলে করিলা আশ্রয়।
লক্ষ লক্ষ বিপক্ষের কৈলা পরাজয় ॥
এসব জিজ্ঞাসা যবে কৈল ব্রজগণ।
তার পাছে গোপীগণ দিলা দরশন ॥
লাজের মার্জ্জনহেতু হসিতবদনী।
অন্তরে দারুণ দুঃখ সজলনয়নী ॥
জিজ্ঞাসিতে লাগিলা হইয়া প্রণিপাতে।
কপোলে মিলাই কর অল্প হেট মাথে ॥
শুন শুন ওরে ভাই হয়্যে এক চিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত ॥

শ্রীরাগ।

এসব বন্ধুবান্ধব জনক জননী।
যত বা সেবিল আমি সব অভাগিনী।
সোঙরে কি কানু তাহা নির্দ্দয়হৃদয়।
খণ্ডাল্য সন্দেহ চিত্ত নাহি পাতিআয় ॥
রাম কহ কহ গুণধাম হরিবিবরণ।
সে পুরনাগরী সঙ্গে বিহরে কেমন ॥
গুরু পরিজন সব তেজিলুঁ যে লাগি।
তিলেকে ছাড়িয়া গেল সেই দুঃখভাগী ॥
তার কি বচনে রুচি না করে মুরারি।
যে হয় অধীরা কামাতুরা সেহ ত্যেরি ॥

হামু সব ভিন্ন সঙ্গ গোঙাঞে গোপাল।
রহি সে বা লেখু বিম্ব যায় নিজকাল॥
তুহুঁ কি তাহার কথা কি কহিব লাজে।
দ্বিজ মাধব কহে মেরি তনু মাঝে॥

মহারাষ্ট্রী রাগ।

গোপী কহে রামেরে দুঃখের কাহিনী।
প্রেমে পুরিয়া হিয়া বিদরে পরাণী॥
ফুকরি ফুকরি কান্দি লোটাই লোটাই।
সে সব লাবণ্য রূপ ধেআই ধেআই॥
হরি হরি কি শুনি কৈলু, আপনা খাইলু,
গোবিন্দের ভাব বাড়ায়্যা॥ ধ্রু॥

হরি গতি মনোহর মধুর হাসি।
বঙ্কমুখী ঘন বাজায় বাঁশী॥
কেমনে হেরি পাশরিমু তা।
যাহা লাগি তেআগিলুঁ এ বাপ মা॥
হরি, আইস আইস বলি ধরি আঁচল।
বুক ভরি যত দিয়াছ কোল॥
মুখের উপরে মুখ করিত চুম্বন।
ভাবিতে ভাবিতে তাহা না আইসে ঘুম॥
ফুলবনে যত নিভৃত কেলি।
কহোঁ যদি তাহা না আঁটে বেলি॥
যমুনাবিহার কি আর তাপ।
কহে মাধব করিলুঁ কত পাপ॥

আহীরী রাগ।

দ্বারকানাগরী নারী রসিকা আগরি।
তা সনে ভুলল কানু এ প্রেম পাসরি॥
হামু সে বিষম প্রেম পাসরিতে নারি।
না বাসে স্বামীর পাশ যেন দেখোঁ বৈরি॥
রাম, কিবুদ্ধি করিমু আর যাইমু কোথায়।
মনমথ শরে আমা দগধে সদায়॥ ধ্রু॥

কিবা নিরমিল বিধি এ পাপ যৌবন।
এত ভরাভরি তনু নহে পুরাতন॥
না গেল কঠিন জীউ হইল অচল।
দুই ভাবে কৃশ তনু আলিস বিকল॥
দুঃখে বা গরল খাও প্রবেশোঁ বা নীরে।
তবে স্ত্রীবধ ভার রহে কানাইরে॥
লোক ভরি কলঙ্ক রহিব কালে কালে।
দ্বিজ মাধব কহে এ ভব বিশালে॥

বলদেবের রাসলীলা।

পয়ার।

দেখিয়া গোপীর প্রেম রাম মহাশয়।
কৃষ্ণের সংবাদ কহি নানা অনুনয়॥
সান্ত্বাইয়া যতনে সকল বিরহিণী।
মনে মনে চিন্তিল বড়ই ধনী ধনী॥
চৈত্র বৈশাখ ব্রজে বঞ্চি দুইমাস।
বৃন্দাবনে গোপী লয়্যা করিতে বিলাস॥
কৃষ্ণের বিহার কালে বালিকা যে সব।
এবে জন্মিয়াছে আর যত নব নব॥
তাসভার সঙ্গে ক্রীড়া করিলা বলাই।
যে বলে পূর্ব্বের বধূ মূঢ়বুদ্ধি সেই॥
একদিন রজনী যমুনা উপবনে।
পূর্ণচন্দ্র মকরন্দ উজ্জ্বল গগনে॥
ভ্রমর গুঞ্জরে ঘন কোকিল কুজিত।
বিকচ বিবিধ পুষ্পনিচয় পূজিত॥
নারীগণ সঙ্গে ক্রীড়া কৈল হলধর।
কোথাহ শয়ন কোথা ভ্রমণ তৎপর॥
বরুণপিহিতা দেবী বারুণী মদিরা।
বৃক্ষের কোটর হৈতে পড়ে এক ধারা॥
নিজ গন্ধে বিপিন করিছে আমোদিত।
বায়ুবেগে ধাইয়া বেড়ায় চারিভিত॥

তাহার আঘ্রাণ পায়্যা বীর নীলাম্বর।
স্ত্রীগণ লইয়া তথা মিলিলা সত্বর॥
দেখিয়া মদিরা পান কৈলা কুতূহলে।
মত্ত হয়্যা নৃত্য করে গোপিকামণ্ডলে॥
চুম্ব আলিঙ্গনে রতি বঞ্চি জনেজন।
যেন ঐরাবত ক্রীড়ে হস্তিনীর গণ॥
আকাশে ত্রিদশকুল দুন্দুভি বাজনে।
সুগন্ধি কুসুম বৃষ্টি করি অনুক্ষণে॥
মুনিগণে বেদ স্তুতি করে আনন্দিত।
রমণী সমূহে গুণ গায় মনোনীত॥
পুনরপি মত্ত হয়্যা বুলি বনে বনে।
বিহ্বলনয়ন এক কুণ্ডল শ্রবণে॥
বৈজয়ন্তী বনমালা শোভে শুভ্রকায়।
চন্দনচর্চ্চিত সর্ব্ব অঙ্গে অতিশয়॥
ঈষৎ হসিত মুখ জিনিয়া কমল।
শিশির সদৃশ তহি বহে ঘর্ম্ম জল॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল যমুনার তীরে।
জলক্রীড়া হেতু রঙ্গে ডাকে যমুনারে॥
লঙ্ঘিল ঈশ্বরবাক্য সূর্য্যের নন্দিনী।
হেলায় না গেল কাছে মদমত্ত জানি॥
ক্রোধ হয়্যা মহাবীর করে অনুমান।
হাল অগ্রে যমুনায় দিমু এক টান॥
গর্জ্জন করিয়া বলে বিরূপ কাহিনী।
শুন রে পাপিষ্ঠী হের শমনভগিনী॥
অবজ্ঞা করিয়া না আইলা মোর স্থানে।
লাঙ্গলের মুখে এই করোঁ দুইখানে॥
ভয় পায়্যা কালিন্দী সত্বর গমনে।
স্তুতি করে কাকুর্ব্বাদে পড়িয়া চরণে
রাম রাম মহাবাহু প্রণত-অভয়।
তোমার মহিমা নাহি জানি মহাশয়॥
খণ্ডিবে কৃপায় যত কৈলুঁ অবিনয়।
প্রসন্ন হইয়া মোরে দেহ না অভয়॥
এত স্তুতি শুনি রাম মহাকুতূহলে।
লাঙ্গল ঘুচায়্যা ঝাঁপ দিলা সেইজলে॥
নারীগণ লয়্যা কেলি করিলা অপার।
পরম সানন্দে কূলে উঠি পুনর্ব্বার॥
পরিত্রাণ পায়্যা নদী পরম আনন্দে।
বস্ত্র অলঙ্কার মাল্য আনি দিল তাঁরে॥
তুষ্ট হয়্যা লৈল রাম যমুনার ভেটি।
করিলা বিচিত্র বেশ নানা পরিপাটী॥
নীল বস্ত্র যুগখণ্ড পরিধান কৈল।
তবে শ্বেত অঙ্গে শ্বেত চন্দন লেপিল॥
কাঞ্চন কমল মাল তুলি দিলা গলে।
শ্বেত পীত নীল তিন অঙ্গে অঙ্গে জ্বলে॥
পরম মোহনবেশ গোপবধূ মেলে।
মত্ত করিবর যেন করিণীর পালে॥
ক্রীড়াশেষে নন্দবাসে আইলা সঙ্কর্ষণ।
এইরূপে যমুনায় কৈল আকর্ষণ॥
এখানে সেখানে লোক দেখি হল-চিন।
হরিষে বলাই ব্রজে বঞ্চি অনুদিন॥
দুইমাস গোপীসনে বঞ্চে রঙ্গে হাসি।
যেন এক রাত্রি গেল মনে হেন বাসি॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

পৌণ্ড্রকরাজ সহ শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ।

পয়ার।

এইরূপে আছেন রাম নন্দঘোষ ঘরে।
এথায় পৌণ্ড্রক রাজা করুষ নগরে॥
বাসুদেব করিয়া বোলায় আপনারে।
সকল ছাওয়াল মিলি বোলয়ে তাহারে॥
তুমি বসুদেব সুত তুমি ভগবান্।
ক্ষিতেতলে অবতার লোক [illegible]

এই অহঙ্কারে মূঢ় অবিচারী হয়্যা।
দ্বারকা নগরে দূত দিল পাঠাইয়া॥
সভামধ্যে বসিয়াছেন ত্রৈলোক্যের নাথ।
হেনকালে কহে দূত জোড় দুইহাত॥
পৌণ্ড্রক নৃপতি হেন বলিল তোমারে।
বাসুদেব করি কেন বল আপনারে॥
আমা বহি বাসুদেব নাহি অন্যজন।
ক্ষিতি অবতারি লোক হিতের কারণ॥
মিছা নাম তেজ তুমি তেজ সর্ব্বচিহ্ন।
হীন লোক হয়্যা নাম বোলাও প্রবীণ॥
শঙ্খ চক্র আদি তেজ চতুর্ভুজ বেশ।
ঝাঁট আমা ভজসিয়া করিল নিদেশ॥
যদিবা আমার আজ্ঞা করহ হেলন।
কহিল নিশ্চয় কথা দিতে হবে রণ॥
এসব জল্পনা শুনি উগ্রসেন আদি।
সকল সভার লোক হাসে উচ্চনাদী॥
গম্ভীর যাদবানন্দ বলে পরিহাসে।
ঘুচাইব মিছা নাম চিহ্ন মনে বাসে॥
জানিব স্বরূপে আমি তোমারে নৃপতি।
সুখে নিদ্রা যাহ কঙ্কগৃধিনী সংহতি॥
কুকুর শরণ লইবে অবিলম্বে।
পৌণ্ড্রকেরে গিয়া দূত কহ এত দম্ভে॥
তাহার পশ্চাৎ কৃষ্ণ রথ আরোহণে।
বারাণসী আসিয়া চাপিলা নিজগণে॥
তাহা শুনি পৌণ্ড্রক চড়িয়া নিজ রথে।
দুই অক্ষৌহিণী সেনা লয়্যা আথে ব্যথে॥
পুরের বাহির হৈল যুঝিবার কাজে।
হেনই সময় তার মিত্র কাশীরাজে॥
তিন অক্ষৌহিণী সেনা ধায় পাছে পাছে।
দুঁহে মিলি দিল হানা যথা কৃষ্ণ আছে॥
দেখিলা পৌণ্ড্রকে গিয়া চতুর্ভুজ বেশ।
নহে সে স্বরূপ রূপ কৃত্রিম বিশেষ॥
শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম খড়্গ ধনুঃশর।
বিচিত্র গরুড় ধ্বজ শ্যামকলেবর॥
যেন রঙ্গে বেশধারী শোভে নটবর।
শ্রীবৎস কৌস্তভ বনমালা পীতাম্বর॥
মকর কুণ্ডল রত্ন শ্রবণযুগল।
কেয়ূর কঙ্কণ হার অতি মনোহর॥
এই নিজ রূপে তাহা দেখিলা ঈশ্বর।
আনন্দে মজিয়া হাস্য হইল বিস্তর॥
শূল গদা পরিঘ তোমর শক্তি রিষ্টি।
খড়্গ পাশ পট্টিশ শাণিত বাণবৃষ্টি॥
কাটিয়া বিপক্ষঠাট করে খণ্ডখণ্ড।
বড়ই প্রলয় যেন সংহারে ব্রহ্মাণ্ড॥
কুঞ্জর তুরঙ্গ নর খর উট জাল।
ঘন কোলাহল করে গর্জ্জন দন্তাল॥
পালে পালে পড়ে রথ বিগত সারথি।
যূথে যূথে পড়ে ঘোড়া বড়বড় হাথী॥
ঘড়ে ঘড়ে পাইক পড়ে নাই লেখা জোখা।
খর উট গাধা পড়ে যেন অষ্টমীর বোকা॥
শোণিত বহিছে নদী বিষম সমান।
পক্ষগণ বিহরে হরের কেলি স্থান॥
অবশেষে ডাকি বলে যদুর নন্দন।
আরে দুষ্ট পৌণ্ড্রক শুনরে বচন॥
দূতমুখে আমারে যে পাঠাইলে বলিয়া।
মিছা নাম চিহ্ন তেজ আমা ভজসিয়া॥
তার প্রতিফল তোরে দিলাম এখনে।
ঘুচাইব নাম চিহ্ন দেখিবে নয়নে॥
এসব আক্ষেপ করি বীরশিরোমণি।
খর শর জুড়ি রথ পাড়িলা ধরণী॥
চক্র এড়ি ছিঁড়ি মুণ্ড কিরীট কুণ্ডলে।
যেন বজ্রাঘাত ইন্দ্র এড়িলা অচলে॥
তবে কাশীরাজ আসি তাহার নিকটে।
কাটিলা তাহার মুণ্ড চক্রবাণ গোটে॥

যেন পদ্ম ছিঁড়িয়া উড়ায় চণ্ড বায়ে।
দুই মিত্রের মুণ্ড বারাণসী পড়ি রহে॥
এইরূপে বিপক্ষ ধরিয়া নরহরি।
অমর-বন্দিত হয়্যা গেলা নিজপুরী॥
সন্তত কৃষ্ণের রূপ ধরিল নৃপতি।
তেঞি ভবসিন্ধু এড়ি পায় সেই গতি॥
যেন তেন মতে মাত্র প্রভুর ধেআনে।
শুভগতি পায় লোক দেখি বিদ্যমানে॥
হেন প্রভু ছাড়ি যেবা অন্যভাবি মরে।
শুষ্ক কাষ্ঠ অধিক পাষাণ বলি তারে॥
কল্পে কল্পে দুখ তার কভু নহে সুখ।
হীন পশু অধিক সেই সে মহামূর্খ॥
শুনহ ভকত লোক হয়্যা একচিত।
শুনিলে সে প্রেমভক্তি বাড়ে নিত নিত॥
যে হয় পাষণ্ডমাত্র সেই সে বঞ্চিত।
দ্বিজ মাধব কহে পুরাণ-বিহিত॥

করুণ রাগ।

এথা বারাণসীপুরে, দেখিল রাজার দ্বারে,
মুকুট সহিত দুইশির।
ভয়ে লোক শুষ্ক তুণ্ড, বলে এ কাহার মুণ্ড,
অবশেষে জানিয়া অস্থির॥
শুনিয়া রমণীগণ, বন্ধু পুত্র পরিজন,
অবিরত করে হাহাকার।
লোটায়্যা লোটায়্যা ক্ষিতি, কান্দে কাতরমতি,
মুকুত বসন কেশভার॥
সুদক্ষিণ তার সুত, আছে যেন সমুচিত,
দিলেক আনল পিণ্ডদান।
করিয়া বিপক্ষমার, শোধিতে বিপক্ষ-ধার,
বসিল সভার বিদ্যমান॥
লয়্যা নিজ পুরোহিত, ভক্তিভাবে একচিত,
হরিরে পুজিল মহেশ্বর।
তুষ্ট হয়্যা শূলপাণি, বলিলা তারে এইবাণী,
মাগি লহ চাহ কোন বর॥
শিবের আশ্বাস পায়্যা, বলে হরষিত হয়্যা,
মনের বাঞ্ছিত মাগে বর।
যে মোর বাপের বধ, করিল তাহার শধ,
কারণ প্রকারে দেহ বর॥
কহিলা তাহারে হর, অভিচার যজ্ঞ কর,
তাহাতে উঠিবে হুতাশন।
সেই তোমার মনোনীত, সাধিবেক সুনিশ্চিত,
শুন শুন নৃপতিনন্দন॥
এই বাক্যে সুদক্ষিণ, জানিয়া বিহিত দিন,
হরিরে করিল অভিচার।
পূর্ণাহুতি অবসানে, উঠে বহ্নি বিদ্যমানে,
কুণ্ড ছাড়িয়া দীর্ঘাকার॥
অতিবড় ভয়ঙ্কর, তপ্ত তাম্র রূপধর,
অঙ্গার উদার বিলোচন।
দশন ভ্রুকুটী কুণ্ড, নিরুপম প্রচণ্ড,
কঠোর দশন বিবসন॥
পরম চঞ্চল দেহে, দুই শাস সমজিহে,
তাল প্রমাণ দুই পায়।
জলন্ত ত্রিশির ধর, কাঁপাই অবনীতল,
বায়ুবেগে ধায় দ্বারকায়॥
পুড়িয়া সকল দিক, আইসে চাপিয়া ধিক,
দেখিয়া ত্রাসিত সর্ব্বজন।
যেমন অরণ্য দহে, পাইয়া প্রাণের ভয়ে,
ছাড়িয়া পলায় পক্ষগণ॥
পাশার ক্রীড়ায় হরি, বসি ছিল নিজপুরী,
হেনই সময়ে সর্ব্বজন।
ধাইয়া মুকত কেশে, আসিয়া কৃষ্ণের পাশে,
ঊর্দ্ধশ্বাসে কর‍য়ে স্তবন॥
ত্রাহি ত্রাহি ত্রিলোকেশ, অনলে পুড়িল দেশ,
চিন্তহ উপায় অবিলম্বে।

শুনি এই কোলাহল, দেখি লোক উত্তরোল
হাসি কৃষ্ণ ডাকিলা আরম্ভে।
আরে লোক স্থির হও, কিছু না করিহ ভয়,
হের আমি করিব রক্ষণ।
এত বলি সর্ব্বসাক্ষী, কীর্ত্যা আনন দেখি,
সংহারিতে এড়ি সুদর্শন।
বড়ই উজ্জ্বল চক্র যেন দেখি কোটী অর্ক,
প্রলয় সময় বহ্নিসম।
নিজ তেজে গগন, সকল দিক ভুবন.
প্রকাশিত করে অনুপাম॥
আসি কীর্ত্যা বহ্নিপাশে.নিমিষে প্রভাব নাশে
প্রভু পাণি-প্রভাবের বলে।
পাইয়া পীড়ন বড়. ভয়ে বহ্নি দেই রড়.
মিলিল সেই বারাণসী স্থলে॥
বহ্নির সহিত সেই, সুদর্শন পোড়ে তহি,
যেন পাপ কৈল অভিচার।
তার পাছে সুদর্শন, বারাণসী পুরী খান,
পুড়িয়া করিল ছারখার॥
তবে চক্র মহাশয়, বিপক্ষ করিয়া জয়,
আসিয়া মিলিল প্রভু পাশে।
যেই শুনে ভণে এই, কৃষ্ণের বিক্রম সেই
সর্ব্ব পাপে এড়ায় হরিষে॥
দ্বিজ মাধব কহে, পুরাণ-বিহিত হয়ে,
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল এই গীত।
আছুক প্রপন্ন জন, শুনিলে পাবগুগণ,
তাহার নির্ম্মল হয় চিত॥

দ্বিবিধ বানর বধ।

পয়ার।

নরক রাজার সখা দ্বিবিদ বানর।
সুগ্রীবের মহাপাত্র মহেন্দ্র গোদর॥
মনই প্রবল বীর্য্য পরনিবারণ।
সখার সন্তাপ পরিষোধের কারণ॥
কৃষ্ণের সকল কার্য্য করয়ে বিনাশ।
আপনার প্রাণশক্তি অনেক প্রয়াস॥
নগর কানন ক্ষেত্র গোঠ গৃ স্থল।
কোন দেশ পুড়ি পাড়ে সৃজিয়া আনল॥
বড় বড় পর্ব্বত উপাড়ি বাহুবলে।
তাহার প্রহারে চূর্ণ করে কোনস্থলে॥
গ্রাম সহিত মরে পর্ব্বত চাপনে।
অনেক যোজন গিরি ফেলে কোনস্থানে॥
সমুদ্রের মাঝে পড়ি করে আন্দোলন।
তার জল তুলিয়া ডুবায় কোন স্থান॥
এইরূপে অনুক্ষণ করয়ে উৎপাত।
যথায় বিপক্ষনাশী আছেন গোপীনাথ॥
মুনির আশ্রম নষ্ট করিল সকলে।
তরু ফল ভাঙ্গে যজ্ঞ লঙ্ঘি মূত্র মলে॥
রমণী পুরুষ যথা পায় যত যত।
ধরিয়া ধরিয়া তাহা আনে অবিরত॥
পর্ব্বতের গুহা সব ভরিয়া ভরিয়া।
উপাড়ি পর্ব্বত আর এড়ে আচ্ছাদিয়া॥
ভাল ভাল কুলবধূ বাছিয়া দুর্ম্মতি।
বলে ধরি তাহা সঙ্গে বঞ্চয়ে সুরতি॥
এইরূপে দেশে দেশে ভ্রমে সেই খল।
অযুতেক হস্তীর সমান ধরে বল॥
রৈবত পর্ব্বত গেল হৈয়া অলক্ষিত।
শুনিল তথাই নারীগণের সুগীত॥
পাইয়া পরম সুখ গেল সেই লগে।
বিদ্যমানে দেখিল বলাই মহাভাগে॥

যদুবংশে অবতংস সেই মহাবীর।
সুন্দর শরীর সব অঙ্গ নটবর॥
রমণীগণের মাঝে গায় উচ্চস্বর।
বিমল কমলমালা শোভে মনোহর॥
বারুণী মদিরা পানে বিহ্বল লোচন।
দিব্য মাল্য কলেবর অভিন্নবদন॥
দুষ্ট শাখামৃগ তাহা দেখিয়া কুপিত।
বৃক্ষের কোটরে থাকি পরম অভীত॥
চিকি চিকি শব্দ ডাল কাঁপায় ত্বরিত।
আপনার কলেবর করয়ে বিদিত॥
রমণীগণের পানে ঘন দেই উঁকি।
বিরূপ গর্জ্জনে কারো দেইত ভাবুকি॥
দেখিয়া কুপিত সেই বিরূপ গর্জ্জন।
বলদেবে আসিয়া কহিল বধূগণ॥
একেত অবলা জাতি চপল স্বভাবে।
অধিক সগর্ব্বমূর্ত্তি দেখি বলদেবে॥
বিকট মর্কট সেই করিল হেলন।
ভ্রূকুটি আরম্ভে মুখ ঘুরায় সঘন॥
রামের সমুখে সেই যুবতী সভায়।
উলটি পালটী গুদ দেখাইয়া যায়॥
জন্মিল বড়ই ক্রোধ বীর হলধরে।
পাষাণ ফেলিয়া মারি বানর উপরে॥
ডালের আড় হয়্যা এড়াইল সেই ঘায়।
মদিরা কলসী তার কাড়ি লয়্যা যায়॥
মদাকুম্ভ ভাঙ্গি তার ঢালিছে অদূরে।
অধিক জন্মায় ক্রোধ বীর হলধরে॥
এইরূপে কদর্থিয়া রোহিণীকুমারে।
বেড়ায় দ্বিবিদ মত্ত হয়্যা মহিবারে॥
নিকটে বানর দর্প দেখি বারেবার।
নিজ রাজ্যে নিরবধি উৎপাত অপার॥
ক্রোধেত সকল অঙ্গ করে থর থর।
নিনাশিতে উদ্যত হইলা নীলাম্বর॥

এক হাথে মুষল লাঙ্গল আর হাথে।
তাহাত দেখিয়া দ্বিবিধ আথে ব্যথে॥
শাল গাছ উপাড়িয়া লৈয়া করতলে।
ধাইয়া রামের মুণ্ডে মাথে মহাবলে॥
পর্ব্বত সমান সেই মাহতক্ষবর।
পড়িতে মাথায় করে ধরি হলধর॥
দ্বিবিদের মুণ্ডে হলী মারিলা মুষল।
তবুত দুরন্ত নাহি এড়ে নিজ বল॥
অবিরত ধারায় শোণিত কলেবর।
যেন গৈরিকাদ্য গিরি দেখিতে সুন্দর॥
পুনরপি শাল গাছ তোলে উপাড়িয়া।
নাড়া দিয়া পাতা তার ফেলিল ঝাড়িয়া॥
ফেলিয়া মারিল গাছ রাম বিদ্যমানে।
তিহ তাহা শূল অগ্রে কৈল সাত খানে॥
তার পাছে আর গাছ মারিল সন্ধানে।
তাহা রাম সেইরূপে করি শত খানে॥
তিন বারে তিন গাছ ভাঙ্গিল সকল।
না বাজে রিপুর অঙ্গে চিন্তায় বিকল॥
তবে অতি বৃক্ষবৃষ্টি করে দুরাশয়।
কিবা বড় কিবা ছোট যাহা যথা পায়॥
কোটি কোটি মহাবৃক্ষ কৈল বরিষণ।
মুষলের ঘায়ে হলী কৈল নিবারণ॥
তরুহীন হৈল যদি সকল কানন।
তবে দুষ্ট করে শুধু শিলা বরিষণ॥
বাছিয়া বাছিয়া ফেলে যতেক পাথর।
মুষল ঘুরায়্যা হলী এড়াল্য সকল॥
হেলায় বলাই তাহা কৈল সব চূর্ণ।
অধিক বানরপতি কোপে পরিপূর্ণ॥
তাল প্রমাণ দীর্ঘ দুই গোটা করে।
দুই মুষ্টি তুলি মারি বুকের উপরে॥
কুতূহলে হলী তাহা এড়াই সত্বরে।
নিল নিজ মুষল সারিয়া দুই করে॥

তুলিয়া মারিলা শক্র জন্তুর উপরে।
সেই ঘায়ে ভূমে পড়ি হইয়া কাতরে ॥
বদনে শোণিত বহে তেজিল জীবন।
বিদ্যমানে দাণ্ডাইয়া দেখে বধূগণ ॥
সেই মহাভরে কাঁপে রৈবতক গিরি।
জল মধ্যে ধায় যেন স্থির নহে তরি ॥
হরিষে অম্বরে সুর সিদ্ধ মুনিগণ।
সাধু সাধু নমোনম জয় জয় ঘন ॥
সাধু সাধু জয় জয় নম এ বচন ॥ ধ্রু ॥
সুগন্ধি কুসুম বৃষ্টি করে ঘন ঘন।
এথা নিজ পুরে স্তুতি করে সর্ব্বজন ॥
এইরূপে দ্বিবিদ বধিয়া হলধরে।
পরম আনন্দে আসি প্রবেশিলা পুরে ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥

লক্ষ্মণা স্বয়ম্বর।

পাহিড়া রাগ।

দুর্য্যোধন নিজ সুতা, দেখিয়া যৌবনযুতা,
সুন্দরী লক্ষ্মণা যার নামে।
আসিয়া সকল রাজা, করিয়া অনেক পূজা,
স্বয়ম্বর কৈল অনুপামে ॥
বন্ধু বান্ধবগণ, আনন্দিত সর্ব্বক্ষণ,
ধনে জনে নাহি পরিমাণ।
নগর চাতর পুর, শোভার শবদ দূর,
সদাই বিবিধ নৃত্যগান ॥
সাম্ব জাম্ববতী-সুত, রূপে গুণে অদ্ভুত,
লোক মুখে শুনি স্বয়ম্বর।
সকল ভূপাল জিনি, আনিতে রমণী ধনী,
চলিল গোবিন্দ দর্পধর ॥
নানা বেশ বিভূষণ, দিব্য রথে আরোহণ,
মিলিল সেই বীর সভায়।
পরম নির্ভীত গতি, অতিবড় হৃষ্টমতি,
কন্যারত্ন হরি লয়্যা যায় ॥
কুপিল কৌরব সব, দেখি নিজ পরাভব,
বলিতে লাগিল তারা এই।
দুগ্ধের বালক হয়্যা, আমা সভা বিড়ম্বিয়া,
একা সাম্ব আর কেহ নাই ॥
দেখ দুষ্ট কত বাট, বান্ধরে ধরিয়া ঝাট,
কিবা করিবেক বৃষ্ণিবংশে।
প্রসাদ করিয়া যেই, আমি সব দিল তেঞি,
ভুঞ্জে মহী যিনি রিপু কংসে ॥
যদি বা তনয় বন্ধ, শুনি আইসে মদে অন্ধ,
পড়িব হইয়া ভগ্নদর্প।
এত বলি কর্ণ আদি, ধাইল বিষম বাদী,
যেন চন্দ্রে বেড়ে কালসর্প ॥
ধৃতরাষ্ট্র নৃপ বিধি, অধিক উদ্ধত-বুদ্ধি,
ধরিবারে ধায় পাছে পাছে।
দেখিয়া পশ্চাত অরি, সিংহ বিক্রম করি,
ধনুক পাতিয়া সাম্ব আছে ॥
ডাকিল বিপক্ষগণ, থাক থাক দুষ্ট মন,
তবে কৈল বাণ বরিষণ।
একে একে বীরবরে, ফুটে সর্ব্ব কলেবরে,
দ্বিজ মাধব বিরচন ॥

পয়ার।

কর্ণ শাল্ব ভূরি বৃষকেতু দুর্য্যোধন।
সর্ব্বঅগ্রে অবিলম্বে এই পঞ্চজন ॥
সর্ব্বাঙ্গে ফুটিল বীর তনু নাহি গুণি।
ক্ষুদ্র মৃগ সঙ্গে যেন যুঝে মৃগমণি ॥
বিক্রম করিয়া সাম্ব লইল কোদণ্ড।
জনে জনে বিন্ধে বীর বুঝা প্রচণ্ড ॥

কর্ণ আদি ছয় বীরে বিন্ধে ছয় বাণে।
হেনই সময়ে হৈল আগু পাছুআনে॥
চারি চারি বাণে বিন্ধে চারি চারি হয়।
একো বাণে একো সারথির প্রাণ লয়॥
শিশুর প্রহারে হৃষ্ট হয়্যা বীরগণ।
সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসে ঘনে ঘন॥
অবশেষে নিজ বল করায় বিদিত।
চারি বাণে চারি ঘোড়া পাড়িল ত্বরিত॥
সারথি কাটিল তার আর এক যোধে।
ধনুক কাটিল তার আর অবিরোধে॥
বিরথী হইয়া শাম্ব তবু করে দাপ।
অনেক যতনে সবে হয়্যা এক চাপ॥
বন্ধন করিল ধরি অতি দৃঢ় পাশে।
কন্যার সহিত লয়্যা আইল নিজ বাসে॥
আসিয়া নারদ তাহা কহিল সন্ধানে।
দ্বারকা নগরে যদুবংশ বিদ্যমানে॥
সত্বরে সাজিয়া সভে লড় যোধ ঠাটে।
কুরুবংশ উপরে করিয়া মহা কাটে॥
ছোড়ায়্যা আনবে তারে শিশু পরিমাতি।
অতি অবিলম্বে সেই কন্যার সংহতি॥
নৃপতির আজ্ঞায় উদ্ধত অতিরেক।
সাজিয়া লড়িলা সভে নাহিক বিবেক॥
হেন কালে বলভদ্র আসিয়া সেখানে।
সান্ত্বাইয়া বীরভাগে বৈল উগ্রসেনে॥
কুরুবংশে যদুবংশে কলি অনুচিত।
আনিব ছাআল আমি করিয়া পিরীত॥
এত বলি সান্ত্বাইয়া ক্রুদ্ধ বীরগণে।
আপনি হস্তিনাপুরে করিলা গমনে॥
রবির কিরণ রথে করি আরোহণ।
সংহতি লইয়া কুল বৃদ্ধ দ্বিজগণ॥
যেন চন্দ্র লয়ে তারাগণের সংহতি।
সইরূপে গ্রাম উপবনে উপনীতি॥

উদ্ধবে পাঠায়্যা দিলা ধৃতরাষ্ট্র পাশে।
কি করে তাহারা হেন জানিবার আশে॥
ধৃতরাষ্ট্রে উদ্ধব বন্দিল আগুয়ান।
ভীষ্ম কর্ণ দুর্য্যোধন তার পাছুআন॥
বলভদ্র আগমন কহিল বিদিত।
তাহা শুনি বন্ধুজন অতি হরষিত॥
আস্তেব্যস্তে উদ্ধবেরে করিয়া পূজন।
মাঙ্গলিক দ্রব্য করে লয়্যা জনে জন॥
যথাযোগ্য অন্যোন্যে করি সম্ভাষণ।
পাদ্য অর্ঘ্য আদি দিল অতিথি পূজন॥
আর কথোজন তার জানিয়া প্রভাব।
প্রণাম করিয়া পদে মানে বড় লাভ॥
অন্যোন্যে কুশল জিজ্ঞাসি বন্ধুগত।
তবে হলী হাসি বলতে লাগিল অভিমত॥
উগ্রসেন মহাশয় নৃপের নৃপতি।
যে বৈল বলি তাহা কর অবগতি॥
তোমরা বিস্তর বীর একেলা বালকে।
বিধর্ম্মে জিনিয়া বান্ধি এড়িলা ধার্ম্মিকে॥
যাউক সে বোল আর কারো নাহি দায়।
অবিলম্বে ছোড়াইয়া পাঠাহ তাহায়॥
বন্ধুসনে ভিন্ন তাহা করিব কেন মিছা।
কহিল সংবাদ কর যেই লয় ইচ্ছা॥
শুনিয়া শৌর্য্যের কথা বলভদ্র মুখে।
সকল কৌরব ক্রোধে ডাক বলে দুখে॥
অয়ে মহাশয় এই বিচিত্র বচন।
চর্ম্মের পাদুকা শিরে কর আরোপণ॥
দূরে পলাইল তার মুকুট ভূষণ।
কাবে কি বলিব পাপ কালের দূষণ॥
সহজে যাদববংশে আছয়ে ভাইআল।
এক ঠাঞি খাই বসি শুই সর্ব্বকাল॥
তেকারণে সমভাবে করে অভিলাষে।
নৃপাসনে বৈসে আমা রজার আশ্বাসে॥

চামর ব্যজন শঙ্খ শ্বেত ছত্রধর।
কিরীট আসন পায়্যা ভুঞ্জে নিরন্তর॥
হেলায় না লই তেঞি ধরে অহঙ্কারে।
মিছাই রাজত্ব তার বিদিত সংসারে॥
বিনতানন্দন পাশে যেন বিষধর।
অদ্ভুত আহার করে হৈয়া স্তুতিপর॥
আমার প্রসাদে যেই পাইলেক রাজ।
সে আসি নিদেশ করে নাহি বাশে লাজ॥
আছুক আনের কাজ সুরঅধিকারী।
ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ দুর্য্যোধনে মানে বৈরী॥
নিবাসিতে না পারি অমরাবতী পুরী।
সিংহ হস্তী দম্ভে কি সর্পের ভারি ভূরি॥
রাজ্যমদ বীর্য্যহেতু সেই দুষ্টগণ।
এতেক দুর্ব্বাণী বলি চলিল ভবন॥
দেখিয়া দৌর্জ্জন্য শুনি সেই কুবচন।
উঠিল কুপিয়া তবে ভয়দরশন॥
হাসিয়া হাসিয়া কহে বীরশিরোমণি।
জানিল স্বরূপে লোক বলে যতবাণী॥
দুর্জ্জন খলের সাম্য নহে ভালমতে।
উচিত তাহার শাস্তি করিব সাক্ষাতে॥
যেন পশুরক্ষণ লগুড় বিনা নয়।
তাল হৈতে সাজি সভে আসিত্ত হেথায়॥
মিছা সাস্তাইতে হেথা আইলুঁ আপনি।
প্রীতিনিবন্ধ বন্ধু হেন মনে গণি॥
মন্দ বোলগুলা হেলা করিয়া আমারে।
দুর্ব্বচন বলে আরো সভার ভিতরে॥
ভোজবৃষ্ণি অন্ধক বংশের দণ্ডধারী।
উগ্রসেন রাজা সেই নহে অধিকারী॥
ইন্দ্র আদি লোকপাল হয় যার বশ।
দেবতা সমাজে সুগীত যার যশ॥
পারিজাত তরু আনি করে উপভোগ।
— রাজা কেমনে হবে বরাসন যোগ॥
যার পদযুগ নৃপ করে উপাসন।
তারে কি যুআয় আর নৃপতি—
যার পদযুগরেণু তীর্থের পাবন।
সর্ব্বলোকপাল করে শির আভরণ॥
আছুক সেসব কথা লক্ষ্মীহর আমি।
কলা কলা ধরি অঙ্গে ত্রিভুবনস্বামী॥
তারে নাহি জুআয় বসিতে নৃপাসনে।
যদুবংশ ভুঞ্জে রাজ্য কুরুবংশ দানে॥
ইহার অধিক বাক্যে দহেত শরীর।
আমি সব চর্ম্মের পাদুকা তার শির॥
ঐশ্বর্য্যের মত্ততায় বলে দুরক্ষর।
কে সহিতে পারে ইহা হৈয়া দণ্ডধর॥
কুরুবংশজাত যেন না রহে অবনী।
হেলায় নাশিব আজি বলে বীরমণি॥
উগ্রমূর্ত্তি হয়্যা দাণ্ডাইল হাল মুঠে।
ত্রিভুবন পুড়িতে আনল যেন উঠে॥
হাল অগ্রে নগর বিদারি দিল টান।
গঙ্গায় পড়িল গিয়া লোকের হেন জ্ঞান॥
জলমধ্যে নৌকা যেন করে টলমল।
তেনই হস্তিনাপুর নগর সকল॥
স্ত্রীপুত্র পরিবারে হইয়া বিকল।
তা দেখি সম্ভ্রম পাইল কৌরব সকল॥
লক্ষণা সহিত সাম্ব লয়্যা আগুয়ান।
শরণ পসিল রাম কর পরিত্রাণ॥
শুনশুন অরে ভাই হয়্যা এক চিত।
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

পাহিড়া রাগ।

দেখিয়া প্রমাদ বড়, স্ত্রী পুত্রে উত্তরড়,
কান্দিতে কান্দিতে ঘনশ্বাসে।
দুর্য্যোধন আদিকরি, বীরমদ পরিহরি,
প্রণত সকল কুরুবংশে॥

শাম্ব লক্ষণা সঙ্গে, রতন ভূষিয়া অঙ্গে,
আগুয়ান করি জোড়করে।
পড়িয়া রামের পায়, শরণ মাগিয়া লয়,
স্তবন অনেক পরকারে॥
রাম বারেক করহ পরিত্রাণ।
মূঢ়মতি জড় অতি, না জানে তোমার স্তুতি,
সেবকে করহ অভিমান॥
রাম রাম আদীশ্বর, অখিল আধার পর,
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারণ।
তুমি নিরাশ্রয়ে এক, সর্ব্বলোকক্রীড়ক,
মহাবল ধরণীধারণ॥
বিশ্বসংহার শেষ, নাহি তোমার ক্রোধলেশ,
নাহি মদমাৎসর্য্য নাহি দ্বেষ।
লোক শিক্ষার হেতু, নানারূপ ধর বস্তু,
সত্বরূপী হর ক্ষিতিক্লেশ॥
নমস্তে অব্যয় স্বামী, সর্ব্বভূত অন্তর্যামী,
সর্ব্বশক্তি ধর কৃপাময়।
নমস্তে অভয়পদ, কর মোরে প্রসাদ,
কৃপা কর দেহ না অভয়॥
এইরূপে হলধর, সকম্পিত কলেবর,
প্রপন্ন দেখিয়া বীরগণে।
প্রসন্ন হইয়া কয়, আর না করিহ ভয়,
দ্বিজ মাধব বিরচনে॥

পয়ার।

পাইয়া অভয়দান রাজা দুর্য্যোধন।
নানা ধনে বলভদ্রে করিল পূজন॥
ষাটি বৎসরের বুঝি মহা মহা হাথী।
দুই লক্ষ সাজাইয়া দিল হৃষ্টমতি॥
বাছিয়া বাছিয়া অশ্ব অযুতে অযুতে।
লিখিতে না পারি কত হইল বহুতে॥
সুবর্ণ রচিত রথ সূর্য্যের কিরণ।
ছয় হাজার আনি তারে দিল ততক্ষণ॥
কন্যার পালনে দাসী দিল সহস্রেক।
সুন্দরী তরুণী সব রত্ন পরত্যেক॥
তবে হলধর তাহা লইয়া সকলে।
পুত্রবধূ সঙ্গে রঙ্গে লয়্যা কুতূহলে॥
আসিয়া আপন পুরে করিলা প্রবেশ।
দেখিয়া বান্ধবগণ উল্লাস বিশেষ॥
করিল বিস্তর বাদ্য মঙ্গল-বিধানে।
অধিক উল্লাস বৃদ্ধ রাজা উগ্রসেনে॥
পশ্চাৎ সভায় রাম কহি বিবরণ।
যেন পূর্ব্বাপর কুরুবংশের কথন॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত॥

শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দর্শনার্থ নারদের দ্বারকায় আগমন।

মঙ্গল ছন্দ।

নরক বধিয়া হরি, ষোড়শ সহস্র নারী,
লইয়া হরিষে দ্বারকায়।
কেমনে একেক হয়্যা, একেবারে কৈল বিয়া,
রহি রহি পৃথক্ নিলয়॥
বঞ্চে বা কেমন রঙ্গে, ঘরে ঘরে সভাসঙ্গে,
রজনী দিবসে প্রতি জনে।
এ বড় অদ্ভুত মনে, শুনি শীঘ্র দরশনে,
চলিলা নারদ তপোধনে॥
প্রবেশিলা দ্বারাবতী, দেখিলা সুন্দর অতি,
নবলক্ষ গৃহ শোভে যায়।
মহামরকতময়, স্ফটিকে রচিত হয়,
রজত কনক রত্নাশয়॥

অঙ্গন প্রাঙ্গণ পথ, চতুরঙ্গ সুবসত,
নগর সমাজে দেবালয়।
মার্জ্জন লেপন হেন, ধ্বজ চন্দ্রাতপ যেন,
তোরণে তরুণী পাপক্ষয়॥
মাঝে মাঝে সরোবর, সরসিজ কহ্লার,
কুমুদ উৎপল অলি কেলি।
মনোহর অন্তঃপুর, যাহার প্রশংসায় সুর,
নিকর সদত কুতূহলী॥
দেখাইতে নিজ শক্তি, করিয়া অনেক যুক্তি,
যে পুরী সৃজিলা বিশ্বকর্ম্ম।
কিবা মহিমা তার, কহিব কতেক আর,
যাহে কৃষ্ণ বঞ্চে গৃহধর্ম্ম॥
চন্দ্রাতপ ধারে ধারে, লম্বিত মুকুতা ঝারে,
বধূযোলসহস্র মন্দিরে।
তার মধ্যে এক ঘরে, প্রবেশিলা মুনিবরে,
পরিজ্ঞান হরিষ অন্তরে॥
কিবা শোভা প্রাসাদের,স্তম্ভশোভে বিক্রমের
বৈজয়ন্ত ফুল সুগঠিত।
ইন্দ্র নীলময় কোটী, জগতের পরিপাটী.
মণিযুত মুকুতা লম্বিত॥
দাসীগণ শোভে তার, বিচিত্র সুবর্ণ হার,
অমূল্য দুকূল পরিধান।
সে সব নৃপতি নাগ, মাথায় বিচিত্র পাগ,
কাচুলী কুঙ্কুম দীপ্তিমান॥
রতন প্রদীপ সারি, তিমির বিনাশকারী,
গবাক্ষ নির্ম্মিত ধূপ ধূমে।
বড়ভি আরূঢ় শিখি. সমুহ নাচয়ে পেখি,
উর্দ্ধ নাদে ঘন ঘন গমে॥
সেই বৃহকলা মাঝে, বসিয়াছেন যদুরাজে,
রুক্মিণীর রত্নের খট্টায়।
সমরূপ গুণ দাসী, সহস্র ভিতরে পশি,
গৃহিনী চামর দেই বাএ॥

হেন কালে দেব ঋষি, দেখিয়া সত্বরে আসি,
উঠিয়া সত্বরে ধর্ম্মপর।
সকিরীট শিরে মণি, পড়িয়া চরণে পাণি,
ধরি তোলে খট্টার উপর॥
চরণ পাখালি জলে. ধরিয়া মস্তকে ভালে,
যথাবিধি ধরিয়া সত্বরে।
অব-শেষে জোড়পাণি, বলে সুধাময় বাণী,
কি করিব বলহ ঈশ্বরে॥
যাহার পাদোদক, অখিলের পাবক,
সে ধরে নারদ পাদোদক।
তেঞি ব্রহ্মণ্য দেব নাম, সকল গুণের ধাম,
হরে তার সকল সারক॥
কৃষ্ণের বচন শুনি, হৃষ্ট হয়্যা বলে মুনি,
শুন হে অখিল লোকনাথ।
তুমি সর্ব্ব ভূতে মিত্র, কর বড়ই বিচিত্র,
যেবা খল কর তার ঘাত॥
সৃজন পালন রীত, করিতে জীবন হিত,
আপনার সুখে অবতারী।
কত আর পাত মায়া দেহত চরণ ছায়া,
আমি ভালে জানি ও চাতুরি॥
চৈতন্য চরণ ধন, শিরে করি অভরণ,
দ্বিজ মাধব কহে সার।
শুন হে রসিক জন, যে বলিব বচন,
আর কিছু স্তবন তাহার॥

গৌরী রাগ।

মোহি যাচক, ভকত বিমোচক,
যাকু চরণ ধেআই।
বিরিঞ্চি পঞ্চানন, প্রমুখ সুরগণ,
অগাধ বোধে নাহি পাই॥

পহঁরে, মাগোঁ তোহঁরি চরণ কমল যুগলরসাল
যোহি চাহি হামু, প্রসাদ করহ বেমু,
ভাবন রহুক সর্ব্বকাল ॥ ধ্রু ॥
অপার সংসার কূপে, নিপতিত স্বরূপে,
উদ্ধার করহ অবিলম্ব।
যাসু মকরন্দ, পরসিয়া জ্ঞান অন্ধ,
শমন জিনিয়া করে দম্ভ ॥
চৈতন্য জীবন ধন, মাধব বিরচন
গোবিন্দ মুনি সম্বোধনে।
শ্রীভাগবত গীত কথন সুবিদিত,
ভকত জন বিমোহনে ॥

নারদ শ্রীকৃষ্ণ সংবাদ।

এত বলি নারদ ছাড়িয়া সেই ঘর।
তার পাছে প্রবেশ করিলা অন্যতর ॥
দেখিলা তথায় কৃষ্ণ গৃহিণী সহিত।
সিংহাসনে বসি পাশা খেলে হরষিত ॥
সমুখে উদ্ধব সখা মধ্যস্থ প্রধান।
অবিরত করে জলতাম্বুল প্রদান ॥
আচম্বিতে দেখি মুনি ত্রৈলোক্য ঈশ্বর।
সখা রমণীর সঙ্গে উঠিয়া সত্বর ॥
আসনে বসায়্যা কৈলা পাদ প্রক্ষালন।
আর নানা দ্রব্য দিয়া করিলা পূজন ॥
জিজ্ঞাসা করিলা কেন আইলা এই পুর।
তোমা দরশনে সব রিষ্ট গেল দূর ॥
তুমি পরিপূর্ণ গোসাঞি বিদিত সংসারে।
আমি সব অপূর্ণ কিবা বলিব তোমারে ॥
এবোল শুনিয়া মুনি কিছু না বলিল।
সে ঘর ছাড়িয়া আর ঘরে প্রবেশিল ॥
তার মধ্যে জলকেলি করেন যদুমণি।
সহচরীগণ লয়্যা সংহতি গৃহিণী ॥
ইষ্টকা রচিত সরোবর সুবিশাল।
সুবর্ণ-রচিত ঘাট মধ্যে কাচ ঢাল ॥
জলের নিকট তটে গন্ধ পুষ্পবন।
সলিলে কমলকুল মধুপ মিলন ॥
মন্দ গন্ধ বহে লঘু তরঙ্গ লহরী।
সেই জল মাঝে প্রভু বেড়ায় সাতারি ॥
রঙ্গে রমণী অঙ্গে ক্ষণে জল দেই।
ক্ষণে ক্ষণে ডুব দিয়া বস্ত্র হরি লেই ॥
এই সব দেখিয়া হসিত দেব ঋষি।
তবে আর মন্দিরে আসিয় পরবেশি ॥
রত্নের আসনে বসি কনকের থালে।
ভোজন করয়ে প্রভু মহাকুতূহলে ॥
গৃহিণী পরিশে অন্ন ব্যঞ্জন বিলাস।
দাসীগণ চামর ঢুলায় দিবা বেশ ॥
তা দেখিয়া নারদ চলিল হৃষ্টমন।
তবে মুনি গেলা সুখে অপর ভবন ॥
দেখিলা তথায় কৃষ্ণ ধর্ম্ম অধিপতি।
সন্ধ্যা উপাসনে ব্রহ্ম জপি হৃষ্টমতি ॥
আস্তে ব্যস্তে সে ঘর ছাড়িয়া তপোধন।
আর গৃহে প্রবেশ করিলা ততক্ষণ ॥
খড়্গা চর্ম্ম লয়্যা হরি করয়ে সাধন।
উচ্চনাদে নানা ছাঁদে বিচিত্র চলন ॥
ক্ষণে আগু ক্ষণে পাছু ক্ষণে রড়ে ধায়।
ক্ষণে উর্দ্ধ লাঁফে ক্ষণে ভূমি গড় যায় ॥
ক্ষণে ঘুরপাক দিয়া ক্ষণে রহে ঠায়।
চর্ম্ম আচ্ছাদিয়া তনু ভূমে মারে ঘায় ॥
সেইত আখড়াসনে দেখিয়া গোপালে।
তবে আর স্থানে মুনি চলিলা তৎকালে ॥
দেখিলা তথায় অশ্বপৃষ্ঠে গদাধর।
উর্দ্ধপদ গতি ঘোড়া করি নিরন্তর ॥
তবে আর স্থানে দেখি রথের উপরে।
পবন জিনিয়া গতি উড়িছে অম্বরে ॥

আর ঠাঞি দেখিলা চড়িয়া হয়বরে।
এইরূপে নানারঙ্গে দেখি অভ্যন্তরে॥
তবে আর ঘরে কৃষ্ণ পর্য্যঙ্ক-শয়নে।
দেখিলা স্তাবক স্তুতি করে একমনে॥
আর গৃহে দেখি মুনি মন্ত্রণা করিতে।
উদ্ধব প্রধান মন্ত্রিকুলের সহিতে॥
আর ঘরে দেখিলা লোকের ক্রীড়া রত।
রূপ গুণশালী বর বধূকুলযুত॥
আর ঘরে দেখিলা অর্চ্চিয়া দ্বিজগণে।
নানা অলঙ্কারযুত ধেনু প্রদানে॥
আর গৃহে দেখি গীত শুনিতে শ্রীনিবাস।
পৃথিবী মঙ্গল পুরাতন ইতিহাস॥
আর গৃহে দেখিলা হাসিতে বধূপাশে।
পরিহাস কথা রঙ্গের অভিলাষে॥
আর গৃহে দেখিলা ধর্ম্মের উপাসনে।
আর গৃহে দেখিলা ধর্ম্মের সাধনে॥
আর গৃহে দেখিলা কামের উপাসনে।
আর গৃহে দেখিলেন আপন ধেআনে॥
আর গৃহে সেবিতে দেখিলা গুরুজনে।
বস্ত্র অলঙ্কার ভক্ষ্য বিনয় বিধানে॥
আর গৃহে দেখি রিপু সহিতে সংগ্রাম।
আর গৃহে দেখিলা নৃপতি সন্ধি কাম॥
আর গৃহে দেখি বলদেবের সহিত।
লোকের মঙ্গল চিন্তা করে সন্তচিত॥
এইমতে হরিময় দেখে সর্ব্ব গৃহে।
কোন ঘরে দেখে পুত্র কন্যার বিবাহে॥
পরম আনন্দে বন্ধু জ্ঞাতি গণ লয়্যা।
লোক বেদাচারে প্রভু প্রবীণ হইয়া॥
নৃত্য গীত বাজনা মঙ্গল অতিশয়।
কারো অধিবাস কারো ছায়নি করয়॥
কারো বাসিবিভা কারো সম্বন্ধ ঘটন।
এইরূপ দেখে মুনি সকল ভবন॥

কোন ঘরে দেখি কৃষ্ণ বালক লইয়া।
ক্ষণে কোলে করি তার চুম্ব কোল দিয়া॥
ষোড়শ সহস্র নারী আর অষ্ট জন।
সভাকার ঘরে আছে এক নারায়ণ॥
বনের ভিতর দেখি হয় আরোহণ।
যদু ভোজকুল সঙ্গে বিন্ধে পশুগণ॥
এই সব রূপে উপবন অভ্যন্তরে।
সরোবরে রমণীর প্রতি ঘরে ঘরে॥
রূপে গুণে বৈভবে সকল একরূপ।
দেখিয়া গোবিন্দে ত্রাস পাইল ঋষিভূপ॥
যোগমায়া প্রভাবে সম্ভবে এই সব।
কেমনে রচিল ইহা মানুষ যাদব॥
অন্তরে বিস্মিত বড় ধরিয়া নারদ।
নির্জ্জনে পাইয়া সেই অভয় বরদ॥
কহিতে লাগিল কিছু হয়্যা ভক্তিযুত।
শুন শুন যোগেশ্বর বসুদেবসুত॥
জানিলত যোগমায়া তোমার ভালে ভালে।
বড় বড় মায়ী জন মোহে এক তিলে॥
তব পাদপদ্মে মায়া প্রভাব কারণ।
নির্ভয় হইয়া কৈলুঁ আত্মনিবেদন॥
তব যশ ব্যাপিত অখিল এ ভুবনে।
ভ্রমিয়া বেড়াই আমি তব লীলা গানে॥
কিঙ্কর করিয়া তেঞি জানিবে সদায়।
এবোল শুনিয়া তারে বলি যদু রায়॥
শুন দেবঋষি এই কহি সার বার্ত্তা।
যত কিছু দেখ জীব আমি তার কর্ত্তা॥
আমি প্রতিবাদী তার আমি অনুমোদী।
তার শিক্ষা হেতু আমি আছি অবিবাদী॥
আমার মহিমা ত্রিভুবনে কেবা জানে।
ভক্তবিনা জানিতে আমা নাহি পারে আনে॥
যত কিছু দেখ তুমি এতিন ভুবনে।
সব মোর যোগমায়া জান তপোধনে॥

যত যত দেখ জীব সব হই আমি।
এই সব যোগ মায়া কি দেখিলা তুমি ॥
অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড আমার নিজ রূপে।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর এক লোমকূপে ॥
চতুর্দ্দশ ভুবনে এক ব্রহ্মাণ্ড গণন।
অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে আমি একজন ॥
নিজ নিজ কর্ম্মভোগ করি সর্ব্বক্ষণে।
যখন যাহারে কর্ম্ম করাই যেমনে ॥
আমার হিয়ার কেহ নহে কর্ম্মরূপী।
অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডে আমি এক ব্যাপী ॥
এইত ব্রহ্মাণ্ডে তুমি দেখ যতরূপ।
সকল ব্রহ্মাণ্ড মোর এমন স্বরূপ ॥
কারো বা করাই দুখী কারো করাই সুখী।
কারো নিজ প্রেম দিয়া পদতলে রাখি ॥
কারো ভক্ত করাই কাহো করাই অভক্ত।
ভক্ত ভিন্ন জানিতে না পারে মোর তত্ত্ব ॥
যত যত কহি প্রভু আশ্চর্য্য কথন।
শুনিতে শুনিতে মোহ পায় তপোধন ॥
মুনি বলে কর্ম্মরূপী তুমি ভগবান।
সকল শরীরে তুমি কার এত জ্ঞান ॥
মায়ায় মোহিত হয়্যা ভ্রমি নানা দেশ।
তোমারে জানিলে প্রভু কেবা পায় ক্লেশ ॥
না করিহ খেদ তুমি দেখ হরষিত।
এতেক বলিয়া মায়া পাতি আচম্বিত ॥
ক্ষণেক রহিয়া মুনি সকল শরীরে।
দেখিল কৃষ্ণের রূপ একই আকারে ॥
সম্ভ্রম পাইয়া মনে অধিক বিস্মিত।
প্রভু সম্মানিত হয়্যা পরম পিরীত ॥
করিয়া চরণ ধ্যান লড়ে নিজধামে।
এসব প্রকারে কৃষ্ণ বঞ্চি গৃহ কামে ॥
অষ্ট উপাধিক ষোল সহস্র রমণী।
একা হয়্যা সভায় রমেন চক্রপাণি ॥
গৃহধর্ম্মে যত কেলি কৈলা বনমালী।
যেই নর গায় ইহা হয়্যা কুতূহলী ॥
যেবা শুনে অনুমোদে পাই ইষ্ট ভক্তি।
যদি মোক্ষ পদ চাহে সেহ অল্প শক্তি ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥

পঠমঞ্জরী রাগ।

লড়িলা নারদ মুনি, কুতূহলী চক্রপাণি,
রতিরসে গোঙাই রজনী।
দেখিয়া উষক কাল, ডাকিল কোকিল জাল,
আর নানা পক্ষ মৃগ ধ্বনি ॥
শুনিয়া মাধবীগণ, হইল বিরস মন,
আলিঙ্গন বিচ্ছেদ কারণ ॥
পতি বাহুযুগ মাঝে, থাকিতে সঘন বাজে,
নিশ্বাস ছাড়য়ে ঘনে ঘন ॥
পরম সানন্দে হরি, নিবসে দ্বারকা পুরী,
ষোড়শ সহস্র বধূ সঙ্গে।
ঘরে ঘরে অনুক্ষণ, নিজ ধর্ম্ম পরায়ণ,
দান বিলাস ভোগ রঙ্গে ॥ ধ্রু ॥
মন্দার কানন কেলি, মন্দ পবন মেলি,
ভ্রমর সুগীত অতিশয়।
মধুর কোকিলগণ, হেন করি অনুমান,
স্তুতি পাঠে প্রভুর চিন্তায় ॥
অধিক রুক্মিণী ধনি সভার প্রধান মণি,
ভবিষ্যৎ বিরহে দুখিনী।
মুহূর্ত্তেক স্বামীরে, এড়িতে প্রাণ নাহি ধরে,
অবিরত সজল নয়ানী ॥
ব্রহ্ম মুহূর্ত্তকালে, উঠিয়া বাসিত [illegible],
বদন পাখালি ধর্ম্ম সেতু।
আপনি আপন তেজে, খেলাই ব্রহ্ম [illegible],
কেবল লোকের শিক্ষা হেতু।

তবে স্নান তর্পণ, করিয়া সুধানন,
ধৌত বসন যুগ ধরি।
সন্ধ্যা বন্দনা দিয়া, হবনাদি সমাপিয়া,
মৌনে ব্রহ্ম জপ করি॥
সূর্য্যের উদয় ভেল, তবেত প্রস্থান কৈল,
দেব ঋষি পিতরি তর্পণে।
ধেনু অর্চ্চিয়া শেষে, ক্ষৌম ও জিন বাসে,
তিল সঙ্গে দিলা বিপ্রগণে॥
বহু ধেনু দুগ্ধবতী, সবৎসা সুস্থির মতি,
সুন্দর যুবতী স্বর্ণ শৃঙ্গী।
কণ্ঠে কাঞ্চন সার, দোসর মুকুতা হার,
রতন ক্ষুরের গতি ভঙ্গী॥
গো বিপ্র দেবতার, তারে হয়্যা নমস্কার,
গুরু বৃদ্ধ সকল ভূতেরে।
কৌতুকে নিজভূতি, পূজিয়া এসব রীতি,
প্রবেশ করিলা অভ্যন্তরে॥
রমণীর ঘরে ঘরে, বসিয়া আসন পরে,
বেশ রচিল আপনার।
রমণীয় বিভূষণ, মাল্য অঙ্গ লেপন,
যেন আছে লোকের আচার॥
দেখিয়া প্রধান স্থান, তাহে বাস্ত অধিষ্ঠান,
দ্বিজসব দেবতা অশেষ।
তুষিয়া মহিষীগণে, যার যে বাঞ্ছিত মনে,
প্রেম বচনে হৃষীকেশ॥
গন্ধমাল্য তাম্বুল, আর উপহারকুল,
বিপ্রবন্ধু পুত্রগণে দিয়া।
পাইলা অবশেষ কিছু, উপযোগ কৈল পিছু,
সারথি আইল রথ লয়্যা॥
সুগ্রীব প্রধান তাহে, চারি চারি অশ্ব বহে,
প্রণাম করিয়া আশু তাহে।
ধরিয়া সারথি কর, চলিলা শারঙ্গ ধর,
উদ্ধব সাত্যকি ডাহিন বামে॥

পূর্ব্বাচলে অর্ক যেন, উদয় করিলা হেন,
দেখিয়া সে পুর নারীগণে।
সজল সপ্রেম আঁখি, রহে ঘন মনোদুখী,
অন্তরে বিরস চন্দ্রাননে॥
ঈষৎ হাসিয়া হেন, হরিয়া রমণী মন,
প্রয়া করিলা যদুরায়।
অপরে যাদব সঙ্গে, সাজিয়া রাজন রঙ্গে,
উপনীত সুধর্ম্ম সভায়॥
দেব সম সভাখান, কোন রূপ কোন ঠান,
মহিমা বলিতে কেবা জানে।
লোভ মোহ কাম ক্রোধ, মদমাৎসর্য্য বোধ,
পলায় যাহার নিবেশনে॥
বর সিংহাসন তায়, বসিলা অখিল রায়,
বেষ্টিত যাদব বীর বলে।
আপনার তেজে ভাল, করিছে দিগের আলো,
যেন চন্দ্র শোভে তারা মেলে॥
মন্ত্রিগণ ঘনাইয়া, কহে মাথা নোঙাইয়া,
হাস্য রসের যত কথ।
গায়নে সুগীত গায়, বায়নে মৃদঙ্গ বায়,
নাটুয়া নটিনী নাচে তথা॥
বেণী বীণা মুরজ, মন্দিরা করতাল ভূজ,
কেহ কেহ শুনায় সুনাদ।
কেহ কেহ করে স্তুতি, ছন্দ ছপ্পায় রীতি,
গদ্যে পদ্যে পড়ে অবিবাদ॥
তথায় নিবাসে যত, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মরীত,
আসনে বসিয়া সেই সব।
প্রাচীন প্রবীণ পুণ্য, মতি মহীপতি ধন্য,
যশ কহে রচিলা মাধব॥

জরাসন্ধ-কারাবদ্ধ রাজগণের শ্রীকৃষ্ণ সমীপে দূত প্রেরণ।

এইরূপে নৃত্যগীত কথোপকথায়।
বসি আছেন গোপীনাথ সুধর্ম্ম সভায়॥
হেনকালে নৃপ দূত আইল দুআরে।
তাহা দেখি দ্বারী গিয়া জানাল্য ঈশ্বরে॥
আজ্ঞা পায়্য আনিয়া করিল বরাবর।
মাথা নোঙাইয়া দূত কহে জোড়কর॥
শুন শুন মহাপ্রভু কমললোচন।
ত্রিভুবনে তোমা বহি নাহি আর জন॥
যবে জরাসন্ধ গেল দিগের বিজয়।
যে যে রাজা সব তার রৈল সে সময়॥
বল করি তাসভারে আনি দুষ্ট রাজে।
বান্ধিয়া এড়িয়া আছে দুর্গগিরি-মাঝে॥
একুনে করিল লেখা দুই শত অযুত।
কেহ নাহি নষ্ট হয় আছয়ে মজুত॥
তোমার চরণে রৈল করিয়া প্রণতি।
তুমি কৃষ্ণ নাথ হও অখিলের পতি॥
প্রণত জনের কর ভয় বিভঞ্জন।
ভবভয় পায়্যা তব লইল শরণ॥
সভে এক জীব তবু ভিন্ন ভিন্ন রীতি।
কেহ নিরন্তর করে বিকর্ম্মের মতি॥
তব পদ সমর্চ্চন মঙ্গলে বিমুখ।
প্রমত্ত হইয়া সেই ভুজে নানা দুখ॥
যেবা বলবান সেবা পদ অভিলাষে।
অবিলম্বে ছিঁড়ে মিছা জীবনের আশে॥
সেই অমরের পায় রহুক প্রণাম।
আছুক তোমার কাজ শুন গুণধাম॥
পূর্ণ অংশে বিভু তুমি ক্ষিতি অবতীর্ণ।
শিষ্ট রাখিবারে দুষ্ট করিবারে চূর্ণ॥
তোমার নিদেশ লোক পায় তাহা হৈতে।
কিবা পুণ্য আছে আর না জানি এমতে॥
স্বপ্নবৎ নৃপসুখ পরতন্ত্রময়।
কেবল ভয়ের তরে ধরি দুরাশয়॥
সে তোমার পাদপদ্ম অনায়াসে পাই।
সেখন এড়িয়া পাপ ক্লেশে মাত্র ধাই॥
এখন জানিলুঁ সার কহিলুঁ একমনে।
প্রণত জনের কর ভয় বিমোচনে॥
দুষ্ট জরাসন্ধ রাজা এড়েছে বান্ধিয়া।
কৃপাকর সেবকেরে লও ছোড়াইয়া॥
অযুতেক হস্তীর সমান বল ধরে।
তুমি কি না জান সেই কিরূপ সমরে॥
যুঝিয়া আঠার বার হারিল তোমারে।
এখন তোমার পূজা পীড়ে অবিচারে॥
বড়ই প্রবীণ দর্প কহিলুঁ তোমারে।
জানিয়া বিধান কর অনন্য শরণে॥
এতেক বলিতে সেই নৃপতির দূত।
আচম্বিতে তথাই নারদ প্রস্তুত॥
পরম উজ্জ্বল তনু শিরে জটাভার।
যেন আসি উদয় করিল দিনকর॥
গাইতে প্রভুর গান গোবিন্দ-চরিত।
জন্মাই পাপের পীড়া লোকের পিরীত॥
তা দেখিয়া ভগবান সর্ব্ব লোকেশ্বর।
ভৃত্য অনুগত সঙ্গে উঠিয়া সত্বর॥
চরণে লোটাই শির বসাই আসনে।
পাদ্যাদি উপহারে করিয়া পূজনে॥
মধুর বচনে প্রভু তুষি তপোধন।
ত্রৈলোক্য অভয় আজি তোমার চরণ॥
তোমা অবিদিত কিছু নাহিক ভুবনে।
তেঞি জিজ্ঞাসিব কিছু পাণ্ডবকরণে॥
কোনরূপে আছে তারা করে কোন কাজ।
শুনিতে বড়ই সাধ শুন মুনিরাজ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

বেলোআর রাগ।

সব শকতি তুহুঁ দেবা।
লক্ষ্মীর কমল মতি কেবা॥
গুপত বিক্রম রূপ তেরি।
যেন হুতাশন ভূতিধারী॥
পেখিলুঁ অখিল তেরি মায়া।
বিধি যার ওর নাহি পায়া॥
কে বুঝিব তোঁহারি করণ।
যার এই জগত সৃজন॥
বিদিত বিনাশ যার নাম।
সে তেরি চরণে পরণাম॥
লীলা অবতরী জম্বু দ্বীপে।
উদ্ধারসি ভবজীব কূপে॥
হামু তেরি পদ অনুগত।
মাধব রচে ভাগবত॥

পয়ার।

এত স্তুতি করি মুনি বস্তু বিচারে।
তবে কথা কহিতে লাগিলা ব্যবহারে॥
শুন মহাশয় এক কথা জানো মুঞি
যুধিষ্ঠির নৃপতি করিবেন রাজসুই॥
ব্রহ্মলোক কামনা তাহার সুনিশ্চয়।
যাইবেন দেবতা তোমার অংশ হয়॥
সম্বন্ধে তিঁহ তোমার পিসীর নন্দন।
সন্নিধান এই ইথে কর আগমন॥
বিশেষ বিখ্যাত যশ ক্ষিতিপতিগণ।
তারাহ আসিব এথা এ সব কারণ॥
যাহার শ্রবণ ধ্যান পূজন কীর্ত্তন।
চণ্ডাল অবধি যায় ব্রাহ্মণভবন॥
সে তুমি পরম ব্রহ্ম স্বরূপ আপনি।
লোচন গোচরে হবে কি আর কাহিনী॥
যার পাদোদক তিন নামে তিন স্থানে।
খণ্ডায় অশেষ পাপ বারেক শ্রবণে॥
সমরূপে প্রকাশিত মঙ্গল কারিণী।
অমর নগরে মহাতীর্থ মন্দাকিনী॥
রসাতলে ভোগবতী সর্ব্বলোক জানি।
মর্ত্তে ভাগীরথী গঙ্গা মোক্ষ প্রদায়িনী॥
স্নান পানে দরশনে না জানি কি হয়।
মনোভীষ্ট সিদ্ধ যদি একনাম লয়॥
যাইবে অবশ্য তেঞি যজ্ঞের সাধনে।
প্রসন্ন অভয় পদ পূজ্য ত্রিভুবনে॥
এবোল শুনিয়া প্রভু ভাবিলা অন্তরে।
দুই ঠাঞির দুই দূত আইলা একেবারে॥
কোথায় যাইব আগু কেহ নাহি জানি।
উদ্ধবেরে হাসিয়া বলিলা এই বাণী॥
তুমি সে আমার যোগ্য প্রধান সুহৃদ।
তুমি সে প্রধান চক্ষু সর্ব্ব ধর্ম্ম রীত॥
কি করিব কহ যুক্তি উভয় সঙ্কট।
না স্ফুরে আমারে কিছু কি আর কপট॥
সর্ব্বজ্ঞ শেখর হয়্যা অজ্ঞ হেন কহে।
উদ্ধবের পরিক্ষাকারণ অন্য নহে॥
বুঝিয়া সুবুদ্ধি তিঁহ সভার সম্মত।
মস্তকে লইয়া আজ্ঞা কহি অভিমত॥
রাজসূয় করিব নৃপতি যুধিষ্ঠির।
সর্ব্বদিগ বিজয়ী আপনি মহাবীর॥
সহায় ভুজিবে তুমি গিয়া মাত্র তার।
প্রপন্ন নৃপতি ত্রাণ করিবে এথায়॥
দুই কর্ম্ম হইব আমার এই মত।
আপনার লাভ যশ ঘুষিব জগত॥
আগুয়ান যাইবে হস্তিনাপুর স্থান।
সম্ভাবিয়া নৃপতি করিব অনুমান।
তার সন্নিধান লয়্যা তার প্রয়োজন।
মারিতে উদযোগ তবে জরার নন্দন॥

নরক রাজার সখা সেই মহা খল।
অযুতেক মত্তহস্তীর ধরে বল॥
একে একে বীর ভাগ করিল গণন।
ভীম বহি তার সম নাহি আর জন॥
যদি সেই যুঝে একেশ্বর তার সনে।
তবে সে মারিতে পারে তোমা বিদ্যমানে॥
অক্ষৌহিণী হইতে কভু নহে পরাজিত।
তাহার উপায় গোসাঞি দেখো হেন রীত॥
ব্রাহ্মণের বেশ ধরি গিয়া তার পাশে।
মাগিবে যুদ্ধ ভিক্ষা জয় অভিলাষে॥
ব্রহ্মণ্য বড়ই সেহ নহিবে বিমুখে।
দিবেক সমর দান মরিবেক সুখে॥
সহজেই তোমার নিমিত্ত ভীমসেন।
ব্রহ্মা মহেশ্বর সৃষ্টি প্রলয়েতে যেন॥
গৃহে গৃহে ঘুষিব নৃপতি নারীগণ।
জরাসন্ধ বধিলা ঠাকুর নারায়ণ॥
স্বামী দিয়া দুখিনীর রাখিলা জীবন।
যন গোপী গায় শঙ্খচূড়ের নিধন॥
যেন আমি সব আর যত মুনিগণ।
ত্রিভুবন সুবিদিত গজেন্দ্রমোক্ষণ॥
সীতার উদ্ধার রাম নৃসিংহাবতার।
মা বাপের বিমোচন কংসের সংহার॥
জরাসন্ধ নিধনে অনেক কার্য্য হৈব।
দুই অযুত রাজা এক ঠাঞি পাইব॥
পাকের বিপাকে যজ্ঞ হইব পশ্চাৎ।
যে তোমার মনোরথ কে করিব ঘাত॥
উদ্ধবের মুখে শুনি অপূর্ব্ব মন্ত্রণা।
নারদ গোবিন্দ দুঁহে মহাহৃষ্ট মনা॥
যতবা আছিল বৃদ্ধ যদুবংশ জাত।
তাহারা প্রশংসা তাঁরে করিল পশ্চাত॥
প্রদ্যুম্ন প্রধান করি যত শিশুগণ।
তা সভার না ভাইল এসব বচন॥

তবে কৃষ্ণ প্রয়াণে যে করিলা উদ্যম।
প্রসন্ন হৃদয় বলবীর্য্য অনুপম॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা এক চিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত॥

শ্রীরাগ।

উদ্ধবের মন্ত্রণা, শুনিয়া কৌতুক মনা,
অবিলম্বে বন্ধু দরশনে।
নিজ পরিচারকে, বীর ভাগ দলকে,
আদেশিলা করিতে সাজনে॥
পুর মাঝে প্রবেশিয়া, বিনত প্রণত হয়্যা,
মা বাপেরে করিল নমস্কার।
বলদেব উগ্রসেনে, সম্বোধিয়া চারি জনে,
বিজয় মন্দিরে আগুসার॥
শুভযাত্রা শুভক্ষণে, দ্বিজগণে বেদগানে,
রমণী তনয়া গণ সঙ্গে।
জয় জয় হুলাহুলী, পুরজন কুতুহলী,
দামামা দুমসা বাজে রঙ্গে।
দুন্দুভি মুহরী ভেরি, শঙ্খ শিঙ্গা ঝাঁঝুরি,
মুঞ্জরী বাজে কত তাস।
ঢাক ঢোল পড়া কাড়া, বর্গো বহুত সাড়া,
বাজে রাম যন্ত্র কপিনাশ॥
পতাকা চামর ছত্র, গাহন বধুনল চিত্র,
লাখে লাখে যায় আগুয়ান।
সোণামুষ্টি ঘোড়াখাড়া লাখে লাখে পাড়েসাড়া,
পাছে পাছে বিবিধ যোগান॥
রাহুত মাহুতগণ, ঘোড়া হাথী আরোহণ,
টোপর খাপর আচ্ছাদন।
খাণ্ডাকরি টাঙ্গী ছুরি, নেঁজা ভাজন ছুরি,
কামান ধনুক শর তোন॥

আগুদল নরহরি, পশ্চাৎ প্রেমের নারী,
সাত সহচর পরিবারে।
নূতন যৌবন ভার, নানামণি অলঙ্কার,
বস্ত্রমাল্য বিলেপন সারে॥
পালঙ্কী দোলায় চড়ি, পাট ভোট নেতধড়ী,
ঘোড়া হাথী পাইক বেষ্টিত।
হাজরা সিকাই কাহার,মাঝী পাঁজা চোংদার,
সেনাপতি সামন্তসহিত॥
ফৌজে ফৌজে লয়লাগ, দলই ষড়ই ভাগ,
ঘন কাটি বরগাঁ দগড়ে।
কেহ ঢাল খাঁড়া লয়, কেহ ধনু তীর বয়,
ঘন হাঁকি ধায় উভরড়ে॥
অবশেষে দাসীগণ, আরসব বধূজন,
নানাবেশ ধরি মনোহরে।
মহিষ মানুষ ভট্টু, বৃষ ঘুড়ী গাধা উট্ট,
খর শর শগড় উপরে॥
আর কোটি কোটি তায়,পাটে আচ্ছাদিত হয়,
কারো কারো কামান বিচিত্র।
দ্বিজমাধবের বাণী, শ্রীভাগবত জানি,
অবিরত নানা বাদ্য গীত॥

——

হস্তিনাপুরবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে গমন।

পয়ার।

এরূপে আপনি কৃষ্ণ কৈলা আগুসার।
একচাপে যায় ঠাট কি বলিব আর॥
কটকের কোলাহল হইল অতুল।
সমুদ্র সলিল যেন হইল তুমুল॥
চঞ্চল সকল ঠাট জলজন্তু তার।
দেখিতে না পারি তেঞি অগাধ অপার॥
শুসিক পাষাণ রত্ন অভরণ গণ।
কোলাহল হৈল তার গভীর গর্জ্জন॥
পতাকা চামর ছত্র তরঙ্গ লহরী।
যেবা আসি পড়ে সেহ অবিলম্বে মরি॥
চরণ প্রপন্ন জন কুমুদ বান্ধব।
প্রকাশ করিল তাহে ঠাকুর যাদব॥
এত উপমায় সিন্ধু হৈলসবঠাট।
যাইতে আসিতে অন্তে নাহি পায় বাট॥
পরম আনন্দে যাই ত্রৈলোকের নাথ।
কথোদূরে গিয়া মুনি কহি জোড়হাথ।
আগু আমি গিয়া বার্ত্তা জানাই রাজারে।
সন্নিধান সেহ গোসাঞি নিজ বিধি কারে॥
প্রভুর চরণে মুনি করি নমস্কার।
সকল তোমায় ব্যক্ত কি বলিব আর॥
হরষিতে নারদ করিয়া পরণতি।
হৃদয়ে লইয়া কৃষ্ণ যায় পুণ্যগতি॥
যুধিষ্ঠির স্থানে গিয়া কহি বিবরণ।
আনন্দিত ধর্ম্মরাজ করিল বাজন॥
পাদ্যাদি যতেক পূজার উপহার।
ভক্ষ্য পেয় শয্যা আদি যতেক সম্ভার॥
সকল প্রস্তুত করি আছে সাবধানে।
কতক্ষণে ঈশ্বর হইব দরশনে॥
পুরজন সঙ্গে আর অন্য কথা নাই।
চর পাঠাইয়া রহি পথ পানে চাই॥
রাজচক্র দূতে এথা প্রভু সন্নিধান।
পাছু আমি আসি তুমি চল আগুআন॥
জরাসন্ধ বধিয়া তোমার নৃপগণ।
আনিব ছোড়ান করি কহিল বচন॥
কৃষ্ণের আশ্বাস পায়্যা সেই দূতবর।
সকল রাজারে গিয়া কহে পূর্ব্বাপর॥
এ বোল শুনিয়া তারা হরষিত হয়্যা।
থাকিল কেবল প্রভুর আগমন চায়্যা॥

কতদিনে দেখিব তাঁহার চাঁদ মুখ।
কতদিনে এড়াইব বন্ধনের দুখ॥
এরূপ ভাবিয়া নিরবধি রাজাগণ।
এথা লোক শুনিল প্রভুর আগমন॥
ছাড়িয়া অনেক রাজ্য সৌবিরে প্রবেশে।
তাহা এড়াইয়া কৃষ্ণ গেল শূরদেশে॥
নগর কানন ক্ষেত্র দেখি ঠাঞি ঠাঞি।
কুরুক্ষেত্রে আসিয়া মিলিলা গোবিন্দাই॥
তারী নদী তরিয়া পর্ব্বত অনায়াসে।
তার পাছে সরস্বতী লঙ্ঘিয়া হরিষে॥
পাঞ্চাল দেশেতে গতি করিলা হরিষে।
তায় পাছু করিয়া চলিলা শ্রীনিবাসে॥
তাহা এড়ি মৎস্য দেশে গেলা চন্দ্রানন।
ইন্দ্রপ্রস্থ পুরে গিয়া মিলিলা তখন॥
দুর্ল্লভ কৃষ্ণের গতি শুনি লোকমুখে।
মহারাজা যুধিষ্ঠির পাইল বড় সুখে॥
গুরু বন্ধুগণ লয়্যা উঠিয়া সত্বরে।
নৃত্যগীত বাদ্যধ্বনি করি পুরঃসরে॥
ধাইয়া পাইল কৃষ্ণ চিরদরশন।
বাহুযুগ প্রসারিয়া দিল আলিঙ্গন॥
যেন কলেবর সর্ব্ব ইন্দ্রিয়সমাজে।
আলয় প্রধান প্রাণ আনন্দের কাজে॥
প্রেমেতে বিহ্বল দোঁহে মুখে নাহি বোল।
বাহু পসারিয়া দুঁহে ঘন ঘন কোল॥
কৃষ্ণ আলিঙ্গনে রাজা হরে সর্ব্বতাপ।
আপাদ মস্তকে লোম উঠে এক চাপ।
নয়নে সলিলধারা বহে অনিবার।
পরম আনন্দে পাসরিল নরাচার॥
তবে ভীমসেনে কৃষ্ণ দিলা আলিঙ্গন।
হাসিত বদনে প্রেমে সজলনয়ন।
তার পাছে অর্জ্জুন দুর্জ্জন মদহারী।
বন্ধু ভাবে কোল দিলা আপনা পাসরি।
সহদেব নকুলের পায়্যা দণ্ডবত।
দ্বিজগণের চরণ বান্দিলা গোপীনাথ॥
সঞ্জয় আদি করি কুরুবংশজ অপার।
তা সভার সম্মান করিলা গুণাধার।
ঈশ্বরে বেড়িল সর্ব্বলোক চারিভিত।
দরশন দিয়া আছে যার যেন চিত॥
সূত মাগধ স্তুতি করে পদ্যে পদ্যে।
মৃদঙ্গ পনব বীণা বেণী শঙ্খবাদ্যে॥
গন্ধর্ব্বে সুগীত গায় নাচে বিদ্যাধর।
বিপ্র উপমন্ত্রে স্তুতি করি নিরন্তর॥
এসব প্রকারে তুষ্ট হয়্যা মুরহর।
প্রবেশিতে যাই বন্ধু পুরীর ভিতর॥
শুন শুন ওরে ভাই হয়্যা এক চিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত॥

বেলোআর রাগ।

অবিরত রথধ্বজ পতাকা রচিত।
কনক রতন পূর্ণ ঘট মনোনীত॥
সুন্দর পরমানন্দময় পুরী পরবেশে।
রমণী তনয়া বন্ধুগণ চারিপাশে॥
যুবতী সুবেশ সুরতি গতিশালী।
কুঞ্জর সুগন্ধিমদ জলে হতধুলী॥
রুচির মন্দির শালী ঘৃতদীপধারী।
রতন রচিত শৃঙ্গে হেম কুম্ভ বারি॥
চূড়ে বিরচিত উড়ে পতাকা সঘন।
দ্বিজ মাধব কহে অপূর্ব্ব সাজন॥

পয়ার।

এইরূপে পুরীমধ্যে যায় পদগতি।
তা শুনি দেখিতে ধায় যতেক যুবতী॥

পরম উৎসবমতি না করি বিচার।
কবরী দুকূল শ্লথ হৈল সভাকার॥
কেঁহ ছাড়ি যায় গৃহ রাঁধন বাড়ন।
কেঁহ ছাড়ি যায় দ্রব্য তোলন পাড়ন॥
কেহ কেহ এড়ি যায় বেশের ঘটন।
কেহ স্নান কেহ পান কেহবা ভোজন॥
কেহ শীঘ্র এড়ি লড়ে পতির শয়ন।
কেহ স্তনপানের শিশু ফেলায়্যা গমন॥
যার যেইরূপেতে আছিল নিজ ঘরে।
এইরূপে চলিল ভেটিতে মনোহরে॥
কুল-বধূ হয়্যা সব রাজপথে ধায়।
নাহি লাজ নাহি ভয় নাহি অন্য দায়॥
হস্তী ঘোড়া রথ পথে কটকেবষ্টিত।
চলিল গোপাল পথে রমণী সহিত॥
তাহা দেখি চাঁদমুখ সে কামিনীগণ।
মন্দির উপরে সুখে কৈল আরোহণ॥
পাইয়া সকল লোক লোচন পানপাত্রে।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে দরশন মাত্রে॥
যতনে চেতন পায়্যা করে পুষ্পবৃষ্টি।
ধরিতে না পারে বুক চাহে এক দৃষ্টি॥
ধেআনে হৃদয়ে আনি দেই আলিঙ্গন।
মনে মনে তাঁর সহ কহিছে কথন॥
ভালই এপুরী তুমি আইলে গোপীনাথ।
পাইল দুর্ল্লভ সিদ্ধ হৈল মনোরথ॥
তবে তার পশ্চাৎ দেখিল পত্নীগণ।।
কুতূহলে তাঁ সভারে বলি জনেজন॥
এই ভাগ্যবতী সব কি বা তপ কৈল।
ত্রৈলোক্য পুরুষের শিরোমণি স্বামী পাইল॥
কেহ প্রিয়পতি সঙ্গে ভ্রমি কুতূহলী।
যেন চন্দ্র সহিত উদয় তারাবলী॥
ধীরে ধীরে যান কৃষ্ণপুরদরশনে।
স্থানে স্থানে সর্ব্ব লোক আইলে গমনে॥

মাঙ্গলিক উপহার লয়্যা দুইকরে।
যার যত শক্তি পূজা করি মুরহরে॥
হরিল সকল পাপ আনন্দ অতুল।
বাহির থাকিয়া প্রভু গেলা অন্তঃপুর॥
তথাকার বরনারী প্রফুল্ল নয়নে।
সম্ভ্রমে আইল ষোলসহস্র বধূস্থানে॥
নানা রত্নঅভরণ ভূষিত তখনি।
দেখিয়া পরম রূপ যতেক রমণী॥
অবশেষে ধর্ম্মরাজ স্থির করি মন।
আনন্দে যাদবানন্দে যোগাই আসন॥
সুগন্ধি শীতলজলে পাখালি দু-পা।
সুগন্ধি চন্দন পঙ্কে লেপি সর্ব্ব গা॥
অর্ঘ্য আচমনি পুষ্প মধুপর্ক দানে।
করিলা অতিথি পূজা যথা যে বিধানে॥
বধূগণ পূজিল প্রভুর আগুয়ান।
আমত্য সেবক সৈন্যে করিল সম্মান॥
দিনে দিনে নব নব হয় অনুরাগ।
হরষিতে সেইপুরী বঞ্চে মহাভাগ॥
মাস কথো রহি তথা নৃপতি যতনে।
পরম আনন্দ জন্মাইলা বধূগণে॥
রথ আরোহণ করি অর্জ্জুনের সনে।
খাণ্ডব দহিয়া তুষ্ট কৈলা হুতাসনে॥
ময় নামে দানবের করিলা মোচন।
যে দিল রাজারে সভা করিয়া সৃজন॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত্ত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

যমক ছন্দ।

একদিন বসি নৃপতি যুধিষ্ঠির।
সভা করিয়া নিজ কাজে।
দ্বিজ মুনিগণ, ক্ষত্রি বৈশ্য জন,
জাতি বন্ধু বৃন্দমাঝে॥

বলিতে লাগিল, কৃষ্ণ সম্বোধিয়া,
তোমারে নিবেদি মুঞি।
করিব সম্প্রতি, যজ্ঞ রাজ সুই॥ ধ্রু॥

নারে হারে হরি, যজিব তোমায়,
সকল বিভূতি করে পরম প্রসাদ।
যেন এই কর্ম্ম, হয়ত সম্পূর্ণ,
লোক ধর্ম্মে অবিবাদ॥
যে তোমার চরণ, ভজে অনুক্ষণ,
ধ্যায় গায় গুণগাথা।
সংসার মোহন, পায়না সেজন,
পরিহরে পাপব্যথা।
যদি কামনা করে যাহা পায় আরো সোই।
আন দুখে মরে চরণে, বিমুখ হই॥ ধ্রু॥

দেব দেব তব, সেবার প্রভাব,
দেখুক সকল লোক।
ভক্ত অভক্ত, কুরুসৃঞ্জয়,
বিদর্ভ শোক অশোক।
তুমি ব্রহ্মাহর, সর্ব্ব সৃষ্টিধর,
সর্ব্বভূত অন্তর্য্যামী।
নাহি আত্মপর, তবু সে কেবল,
প্রসাদ করহ স্বামী॥
কর উরু সম, ইথে বিপর্য্যয় নহে,।
সেবা অনুরূপ লোকের উদয় হএ॥ ধ্রু॥
নৃপ নিবেদন, শুনি চন্দ্রানন,
বলিতে লাগিলা তায়।
এই যজ্ঞ কর, ইষ্টসভাকার,
করিবে জানি সময়॥
যে রাজা গণ, জগত করিয়া বশ।
আহরিয়া সভার যজ্ঞ রস॥ ধ্রু॥
যতেক তোমার আছে ভাই সব,
তারাহ দিকপাল অংশ।
বিশেষ আমি আছি, দুর্জ্জয় যাদব বংশ॥
অখিল ভুবনে আমার লোকেরে
কেবা কোনরূপ পারে।
বলবীর্য্য যশ, বৈভব সদৃশ,
নহে সুরে কিবা নরে॥
শুনি যুধিষ্ঠির, প্রভুর এতেক বাণী,
হৃদয়ে সন্তোষ হাস্যমুখ নৃপমণি॥ ধ্রু॥
আনি বিদ্যমানে, বীর ভ্রাতৃগণে,
করিতে দিগ্‌বিজয়।
শীঘ্র চারিভিতে, কৈল নিয়োজিতে,
জনে জনে মহাশয়॥
আশু সহদেবে, পাঠাল্য দক্ষিণে,
সৃঞ্জয় বংশের সঙ্গে।
পশ্চিমে নকুল, মৎস্য সমুদ্ভব,
কটক সংহতি রঙ্গে॥
উত্তরে অর্জ্জুন অনেক ঠাটের পতি।
পুর্ব্বে ভীমসেন, ভূপতি সহগতি॥
এই চারি বীর, গিয়া চারি সঙ্গে,
সংগ্রাম করিয়া হেলে।
জিনি রিপুকুল, আনিল অতুল,
রত্নধন কুতুহলে॥
ভাই যুধিষ্ঠিরকে, দিলা পরতেখে,
করিতে যজ্ঞ উৎসব।
একা যদুপতি, পদ অনুগতি,
প্রসাদ কহে মাধব॥

ভীম ও কৃষ্ণাদির জরাসন্ধ-ভবনে গমন।

পয়ার।

সবে পরাজয় নাহি মানে জরাসন্ধ।
তাহা বধিবারে কৃষ্ণ করে অনুবন্ধ॥
একে একে চৌদিগ জিনিল নৃপগণ।
সবে অবশেষ আছে জরার নন্দন॥

তাহার উপায় কৃষ্ণ কহিল ভীমেরে।
উদ্ধবে যে যুক্তি দিল দ্বারকানগরে॥
সেই বাক্য নিশ্চয় করিয়া নরহরি।
ভীম অর্জ্জুনসঙ্গে ব্রাহ্মণ বেশধরি॥
গিরিব্রজে আসিয়া মিলিলা অদ্‌ভুত।
যথায় নিবসে সেই বৃহদ্রথ সুত॥
অতিথি বেলায় গিয়া বিপ্র তিনজন।
জরাসন্ধ সন্নিধানে বলিলা বচন॥
দূরে হৈতে আমরা অতিথি তিনজন।
আইল তোমার স্থানে ভিক্ষা নিবন্ধন॥
যে চাই করিবে দান পাইবে বিমোচন।
বড় ধর্ম্মমতি তুমি জানে সর্ব্বজন॥
যে হয় ভিক্ষার্থী তার কিসের বিচার।
যেবা দুষ্টমতি কিবা অকার্য্য তাহার॥
যে হয় বদান্য সে না দেই কিবা দান।
যেবা সমদৃষ্টি তার কেন পরিজ্ঞান॥
অনিত্য শরীর পায়্যা যেবা মহাজন।
না করে বঞ্চিত ভবসাগর সাধন॥
সকল প্রকারে লোক সেব্য বলে তারে।
যেবা কীর্ত্তিবন্ত সেই বিদিত সংসারে॥
হরিশ্চন্দ্র রাজা ছিল অতিমহাজন।
আপনারে দিয়া তুষ্ট করিল ব্রাহ্মণ॥
রন্তি নামে রাজা আর ছিল মহাশয়।
তাহার মহিমা যত কহনে না যায়॥
উঞ্ছ বৃত্তি দ্বিজবর শিঠা কুড়াইয়া।
অতিথিরে দিল অন্ন উপবাসী হয়্যা॥
শিবি নামে রাজ-মাস দিয়া সাঁচানেরে।
ঘু ঘু পরিত্রাণ কৈল বিদিত সংসারে॥
বলি রাজা ত্রিভুবন দিয়া নারায়ণে।
ইন্দ্র রাজপদ পায় অতিথির কারণে॥
কপোত করিল বন্দী ব্যাধদুরাশয়ে।
কপোতিনী ছাড়িল প্রাণ পতির বিরহে॥
রমণীর সন্তাপে কপোত ছাড়ে প্রাণ।
তাহা দেখি ব্যাধের হৈল রাগ পাছুআন॥
দুঃখিত হইয়া সেহ তেজিলেক দে।
প্রসিদ্ধ এসব কথা না জানে বা কে॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

দাতাদিগের ইতিহাস।

পটমঞ্জরী রাগ।

হরিশ্চন্দ্র মহাশয়, স্ত্রীপুত্র বিক্রয়,
চণ্ডাল হইয়া ধর্ম্মভয়।
বিশ্বামিত্র ঋণদানে, অযোধ্যা নিবাসিসনে,
স্বর্গ পুরী গেল সুনিশ্চয়॥
রন্তিদেব নামে আর, লয়্যা নিজ পরিবার,
চল্লিশ দিবস উপবাসে।
যে কিছু পাইল অন্ন, তাহে ভিক্ষা উপাসন্ন,
তার দানে ব্রহ্ম লোকে বৈসে॥
রাজা হে অবগতি কর কিছু কহি।
যজ্ঞ বা উৎসব বাণ, যেন মতে করি দান,
পাইল যে রূপ গতি যেই॥ ধ্রু।
আর এক দ্বিজ বর, অতিশয় ধর্ম্মপর,
শিঠা কুড়াইয়া সমুচিত।
তাহা অতিথিরে দিয়া, সকল কুটুম্ব লয়্যা,
স্বর্গেরে লড়িল আনন্দিত॥
শিবি নামে মহামতি, স্বর্গে তার হৈল স্থিতি,
কহি শুন তার বিবরণ।
আপনার মাংস দিয়া, সাঁচানেরে প্রবোধিয়া,
কপোতের রাখিল জীবন॥
বলি নামে মহাভূপে, ছলিতে বামনরূপে,
গেলা বিষ্ণু তাহার নিলয়।

আপন সহিত ধন, জন এই ত্রিভুবন,
দিয়া তারে স্বর্গ বাসী হয় ॥
ব্যাধে কপোত ধরে,তা দেখি কপোতী মরে.
কপোতের হৈল সেই গতি।
দেখিয়া পক্ষের সত্ব ব্যাধ হৈল নির্ম্মমত্ব,
অগ্নি খায়্যা পাইল সেই গতি ॥
এই মতে পুরাতন, আর যত মহাজন,
করিয়া বিস্তর মহাদান।
অনিত্য শরীর ধরি সর্ব্বপাপ পরিহরি,
ধ্রুবলোকে পাইলেক স্থান ॥
তুমি রাজা সত্যবান, শুন এই বিদ্যমান,
যাচকের পূর মনোরথ।
দ্বিজ মাধব কহে, কৃষ্ণ যত কথা কহে,
অবশেষে হইব বেকত ॥

পয়ার।

আর বা যতেক মহামতি ছিল মহী।
অনিত্য শরীর পায়্যা নিজ পরস্থায়ী ॥
কৃষ্ণ ভীম অর্জ্জুন কহিল এবচন।
মায়া নাহি ব্যক্ত হৈল এই তিনজন ॥
প্রথমে জানিল তবে কহিতে কথন।
আকারে জানিল তবে পদ দরশন ॥
ধনুক গুণের ঘাত চিহ্ন বামবাহে।
চিনিল চতুর রাজা চিন্তিত হৃদয়ে ॥
ক্ষত্রি হয়্যা ধূর্ত্তসব বিপ্রবেশ ধরে।
স্তুতি পুরঃসর ভিক্ষা মাগে আসি পুরে ॥
যে হোকু সে হোকু নাহি করিব বঞ্চিত।
যদি মোর দেহ চাহে দিব সুনিশ্চিত ॥
যেন বলি নৃপতির কীর্ত্তি ব্যাপিনী।
দশদিগে নিরন্তর লোকমুখে শুনি ॥
অব্যাহত বৈভব আছয়ে ত্রিজগতে।
পৃথিবী প্রদান কৈরি দিল বিষ্ণু হাতে ॥
কপট ব্রাহ্মণ বিষ্ণু জানি সুনিশ্চয়।
শুক্রে মানা কৈল তবু দিল ধর্ম্মভয় ॥
ক্ষত্রিয় জাতীয় হয়্যা জীবন দশায়।
না দেই ব্রাহ্মণে ভিক্ষা যশের ইচ্ছায় ॥
এতেক ভাবিয়া মনে উদার চরিত্র।
জিজ্ঞাসিল তা সভায় দিব হরষিত ॥
শুন হে ব্রাহ্মণ সব লও কোনকাম্য।
যদি মুণ্ড চাহ ত'হা দিব নাহি বাম্য ॥
রাজার প্রতিজ্ঞা শুনি বলে চক্রপাণি।
যুদ্ধ ভিক্ষা দেহ মাত্র শুন নৃপমণি ॥
তুমি মাত্র একাকী আমরা একজন।
না লইবে দোসর করিবে এই পণ ॥
যদি মন লয় তবে করিবে সুসাজ।
আমি সব ক্ষত্রিয় না চাহি আর কাজ ॥
এই বীর ভীমসেন বলে অনুপাম।
ইঁহার দোসর এই অর্জ্জুন ইঁহার নাম ॥
এঁহ দোসর আমি বসুর তনয়।
তোমার শক্র হই আমি দিল পরিচয়।
তেইশ অক্ষৌহিণী করিয়া নিজ সেনা ॥
বারে বারে যুঝিল যে আমি সেই জনা।
কৃষ্ণের বচনে জরাসন্ধে পাইল হাস।
ডাক দিয়া বলে হের শুন শ্রীনিবাস ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি দিব আমি রণ।
তুমি যুদ্ধ যোগ্য বীর নহত কারণ ॥
পরিহরি আপনার পুরী মধুপুর।
সমুদ্র শরণ লয়্যা অতি ভয়াতুর ॥
জল মধ্যে নিবাস করিলে মোর ডরে।
তেকারণে যুদ্ধযোগ্য নহ তুমি মোরে ॥
এই ত অর্জ্জুন সব ধরে বা কতেক।
সমবল নহে আর কেবা যুঝিবেক ॥

সবে আছে ভীমসেন মোর সমবল।
ইহার সহিত যুদ্ধ করিব নিশ্চল॥
এত বলি এক গদা দিলেক ভীমেরে।
আর এক গদা লয়্যা আপনি ক্রোধ করে॥
পুরের বাহির হৈল দুই বীরবর।
সংগ্রাম দেখিতে লোক ধাইল বিস্তর॥
বড়ই অপূর্ব্ব স্থান ময়দান প্রসর।
তথাই হইল দুহে যুদ্ধ ভয়ঙ্কর॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত।

পুরবী রাগ।

রণমদে দুইবীর, কটিতে আটিয়া চীর,
অশনি সমান গদাপাণি।
দুঁহে মুখামুখী ডাকে, কুণ্ডলী আকার পাকে
অবিরত করে হানাহানি॥
ভীমসেন সহিত অসীম বীর যুঝে জরাসন্ধ।
যেন দুই নটবর, অখিল মনোহর।
নাচাই বহুবিধ ছন্দ॥ ধ্রু
ক্ষণে দক্ষিণে গতি, ক্ষণে বামা গতি অতি,
অঙ্গে অঙ্গে ভেদ মহামার।
মুণ্ডে মুণ্ডে ঢুসাঢুসি, যেন দুই মেষে রুষি,
তুণ্ডে তুণ্ডে রাক্ষসী প্রহার॥
করে করে জড়াজড়ি, যেন গজেগজে ভিড়ি
পায় পায় প্রক্ষেপ সংগ্রাম।
গদায় গদায় পুন, সমর বাজিল দুন,
চটচট্ শব্দ অনুপাম।
যেন দুই মত্তকরী, দন্তেদন্তে মারামারি,
বজ্রপাত সম শব্দ শুনি।
স্কন্ধ কটি পদ ভুজে, দৃঢ় অঙ্গে অঙ্গে বাজে
গুঁড়া হয়্যা গেল খানিখানি॥
বিষম সংগ্রামে যেন, আ[illegible]বাধা হেন
গুঁড়া হয়্যা গেল দুই গদা।
ক্রোধে অন্ধ দুই বীর, তবু কেহ নহে স্থির,
মাধব রচিলা রসদা॥

জরাসন্ধ কারাবদ্ধ রাজগণের স্তুতি।

পয়ার।

দুহাকার দুই গদা ভাঙ্গিল প্রহারে।
মুঠকা মুঠকি তবে লাগে দুই বীরে॥
লোহার মুদগর হেন বাজে ঠুস ঠাস।
হস্তি-সম শব্দ শুনি জয় অভিলাষ॥
ক্ষণে ক্ষণে মারি বড় দারুণ চাপড়।
কারো হারি জিন নাহি সমরে অপড়॥
সমশিক্ষা বলবীর্য্য দুই যোদ্ধাপতি।
সমান প্রহার করে চলে সমগতি॥
অক্ষীণ যৌবন দোঁহে নাহি শ্রমলেশ।
তাহা দেখি মনে মনে ভাবে হৃষীকেশ॥
বিপক্ষের জন্মমৃত্যু জানি মহাশয়।
যেন জরারাক্ষসী জুড়িল দুইকায়॥
সেই সন্ধি ভীমসেনে দেখাই প্রকারে।
তবে সে বিষম রিপু পারে বধিবারে॥
এতেক উপায় চিন্তি চাহি ভীমপানে।
নিজ তেজে তনু তার পুষ্টি বিদ্যমানে।
কৃষ্ণ তেজে ভীমসেন দুহু বল ধরে।
যুঝিতে যুঝিতে জরাসন্ধ টুটো বলে॥
সন্ধান পাইয়া তবে ভীম মহাবলে।
আস্তেব্যস্তে জরাসন্ধে পাড়ে ভূমিতলে॥
এক পদ পদযুগে চাপিয়া সন্তারে।
আর পদ ধরিয়া প্রচণ্ড দুই করে॥
উভে গেল দুইচির হৈল দুইখান।
গুদে হৈতে সন্ধি সন্ধি এড়িল সমান॥

এক পদ উরু মুণ্ড কটি পৃষ্ঠ স্থল।
এক আঁখি এক বাহু শ্রবণ কপোল॥
এইরূপে ভিন্ন হৈল দেহ দুই গোটা।
যেন বৃক্ষশাখা চিরিল হস্তীগোটা॥
মইল মগধ রাজা দেখে সর্ব্ব লোকে।
কেহ হাহাকার করে কেহ ভ বে শোকে॥
অর্জ্জুন গোবিন্দ কোলদিয়া ভীমসেনে।
প্রশংসা করিল আর বীরের সম্মনে॥
তবে জরাসন্ধ সুত সহদেব নাম।
রাজ্য অভিষেক তারে কৈল গুণধাম॥
ছত্র দণ্ড দিয়া পাত্র মিত্রের সহিত।
প্রজাগণ আগে রাজা করিল ত্বরিত॥
হরিষে নৃপতি গণে আনি ছোড়াইয়া।
যারে জরাসন্ধ ছিল বন্ধন করিয়া॥
দুই অযুত পরিমিত সেই রাজগণ।
চিরকালের করাইলা বন্ধনমোচন॥
অন্ন দুঃখে অতি ক্ষুব্ধ কৃশ অতিশয়।
মলিনবসন মলা পড়িয়াছে গায়॥
শুষ্কমুখ দাড়িচুল নখ পরিমিত।
ভল্লূকের প্রায় দেখি মনে লাগে ভীত॥
আনন্দে মজিয়া তারা দেখিল মুরারি।
অনন্ত জন্মের দুঃখ শোক পরিহরি॥
শ্যামতনু পীতবাস দেব বনমালী।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ চতুর্ভুজ বেশশালী॥
অরুণ কমল নেত্র প্রসন্ন বদন।
মকরকুণ্ডল হার মুকুটভূষণ॥
কেয়ুর কঙ্কণ কটিসূত্র সুশোভিত।
যেরূপে লাবণ্য সভার হরিল কচিৎ॥
যেন আঁখিযুগে রূপ পিএ নিরবধি।
যেন বাহুযুগে কোল দিলে মনশুদ্ধি॥
যেন অবিলম্ব আশু রহিলা কণেক।
তবে পদে পড়ি স্তুতি করিল অনেক॥

বন্ধনের সন্তাপ হইল পাসরণ।
পুটাঞ্জলি হয়্যা স্তুতি করে জনেজন॥
নমস্তে দেবের দেব অক্ষয় শরীর।
প্রসন্ন জনের আর্ত্তিহর মহাবীর॥
তোমার পদারবিন্দে লইনু শরণ।
এঘোর সংসারে প্রভু করহ তারণ॥
জরাসন্ধ নৃপতি করিয়াছিল বন্দি।
তাহা লাগি তাহারে আমরা নাহি নিন্দি॥
জানিল নিশ্চয় ইহা তব অনুগ্রহ।
যাহার কারণে রাজ্য ভোগের নিগ্রহ॥
রাজ্যের ঐশ্বর্য্যমদে যে হয় সম্মুখ।
সেই জন না পায় পরমানন্দ সুখ॥
মায়া বিমোহিত নর পায় রাজপদ।
অক্ষয় করিয়া মানে বিষম সম্পদ॥
যেন সূর্য্য মরীচিকা দেখিয়া ছাওয়াল।
সরোবর জ্ঞানে ধায় খাইবারে জল॥
পূর্ব্বে আমি সব যেন মায়ামতি হয়্যা।
হিংসিল অনেক প্রজা মৃত্যু না গণিয়া॥
এখন কালের গতি জানিল সদয়।
হতদর্প হয়্যা সেবা করিব তোমায়॥
এই নিবেদন কৈল শুন মহাশয়।
মিছা রাজ্য অভিলাষ মনে নাহি লয়॥
হেন উপদেশ দেহ তোমার চরণে।
সর্ব্বদাই শ্রুতি যেন থাকে মোর মনে॥
সংসারে জন্মিয়া মাত্র তোমার সেবনে।
তুমি কৃষ্ণ বাসুদেব হরি সনাতনে॥
পরমাত্মা স্বরূপ প্রণত ক্লেশনাশ।
নমো নম মহাপ্রভু গোপীর প্রেমবাস॥
এত স্তুতি কৈল যদি মহীপতি সব।
সুকরুণ হয়্যা তবে বলেন মাধব॥
শুন নৃপচক্র আমি অখিল ঈশ্বর।
বিদ্যমানে দিল এই অভিমত বর॥

আজি হৈতে ভকতি হইবে দৃঢ়তর।
অতি শুদ্ধমতি তোরা জানিহ কিঙ্কর॥
রাজ্য ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত যেই জন।
সেই জন নাহি পায় আমার চরণ॥
তুমি সব জ্ঞানবান দেহে নাহি আশ।
ভজিলে আমার পদ প্রেম অভিলাষ॥
এত জানি তুমি সব দেহ কর মিছা।
ভজিবে আমায় যজ্ঞে নিজ ধর্ম্মে ইচ্ছা॥
পালিবে সকল প্রজা উচিত বিচারে।
জন্মায়্যা সন্ততিকুল সংসার-ভিতরে॥
দুঃখ সুখ সম হয়্যা আমাগত চিত্ত।
উদাসীন ধৃতব্রত বিচলিত নিত্য॥
অন্তকালে আমায় পাইবে ব্রহ্মরূপে।
শুন নরপতি সব কহিল স্বরূপে॥
এতেক বলিয়া কৃষ্ণ স্নান উদ্বর্ত্তনে।
দাস দাসী বিস্তর জুড়িল ততক্ষণে॥
রাজযোগ্য বস্ত্র অঙ্গে দিল আভরণে।
ভূষিয়া তুষিল সব মিষ্ট আলাপনে॥
নানা উপহার দিল কর্পূর তাম্বুল।
প্রভুর প্রসাদে দীপ্যমান নৃপকুল॥
দিব্য রথে চড়ায়্যা অভয় প্রিয়বাক্যে।
ছত্র পতাকা বাদ্য নৃপতি প্রত্যক্ষে॥
যার যেই নিজ দেশে পাঠাইলা সুখে।
এইরূপে নৃপকুল এড়াইল দুঃখে॥
ঘরে আসি নৃপগণ হরষিত মন।
স্ত্রী পুত্র আগে কহে কৃষ্ণের কথন॥
সদাই তাঁহার পায় মজাইয়া মন।
করিল অনেক যজ্ঞ কৃষ্ণের পূজন॥
নিজ ধর্ম্মে প্রজাগণ পালে শুদ্ধমতি।
[illegible]তে বৈল কৃষ্ণ তাহা কৈল সেই রীতি॥
[illegible]ন শুন অরে ভাই হয়্যা এক চিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

গৌরী রাগ।

ভীমহস্তে জরাসন্ধ, বধি মনে আনন্দ,
পূরিল বিষম শঙ্খনাদ।
শুনিয়া সকল লোক, হরিয়া মনের শোক,
মানিল মগধ শূরবধ॥
যুধিষ্ঠির নৃপবর, অসীম উল্লাস পর,
পাইয়া আপন মনোরথ।
সর্ব্বজ্ঞাতি বন্ধু যত, দেখিতে দৈবকীসুত,
সত্বা সঙ্গে ধায় রাজপথ॥
ভীম অর্জ্জুন হরি, অপর আর অনুসরি,
রথ পরিহরি তিন জন।
এক বলে এক মেলে, এক ভক্তি কুতূহলে,
প্রণমিলা নৃপতিচরণ॥
সত্বরে কহিলা কথা, যেরূপ করিলা তথা,
একে একে বিনয় বিহিত।
তা শুনিয়া ধর্ম্মরাজ, পাসরে সকল কাজ,
পরম আনন্দে মুরুছিত॥
নয়ন সলিল ধারে, বহে নীর অনিবারে,
প্রেমে বদনে নাহি বাণী।
না বলিয়া এক বোল, হরিযে না দিল কোল,
কি করিব একই না জানি॥
চৈতন্য-চরণ-ধূলি, শিরে ধরি কুতূহলী,
দ্বিজ মাধব রস ভাষে।
নৃত্য গীত বাদ্য যত, তাহা বা কহিব কত,
আনন্দে যাদবানন্দ হাসে॥

শিশুপালের শ্রীকৃষ্ণ নিন্দা।

অবশেষে যুধিষ্ঠির পায়্যা পরিত্রাণ।
বলিতে লাগিলা কিছু প্রভু বিদ্যমান॥
ত্রৈলোক্যের গুরু তুমি সকল প্রধান।
আর সর্ব্ব লোকের হও তুমি প্রাণ॥

যার আজ্ঞা বিধিভব ধরয়ে মস্তকে।
সেই ভগবান তুমি জানে সর্ব্বলোকে॥
তথাপি ঈশ্বরে মানে যজ্ঞবান জন।
পরম যতনে পূজে যাহার চরণ॥
ইহার অধিক আর নাহি বিড়ম্বন।
শুন শুন মহাপ্রভু কমললোচন॥
এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম পরম যে হয়।
তার তেজ হ্রাস বৃদ্ধি কর্ম্ম হৈতে নয়॥
যার যত অনুকল্প তোমার কিঙ্কর।
মুঞি মোর হেন জ্ঞান নাহিক অন্তর॥
কৃষ্ণভক্ত যুধিষ্ঠির জানিয়া তখনি।
সকলপ্রকারে শ্রেষ্ঠ দেখে যদুমণি॥
হেনকালে সহদেব বলে বিদ্যমান।
সদস্য হইব কৃষ্ণ সভার প্রধান॥
যাঁর অংশ রূপে এই সকল ভুবন।
আপনি আপন সৃষ্টি পালন নাশন॥
যাঁহার নিমিত্ত লোক করে নানা কর্ম্ম।
ধর্ম্ম অর্থ কাম আদি সাধি নিজ ধর্ম্ম॥
তেকারণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই ভগবান।
ইহাঁরে সদস্যে পূজা কর আগুয়ান॥
ইহাঁর পূজনে পূজা হয় সর্ব্বভূত।
শুন সর্ব্ব সভাসদ শুন ধর্ম্মসুত॥
যে চাহে দানের ফল পাইতে অনন্ত।
সেই জন পূজুক একান্ত গোপীকান্ত॥
এতেক শুনিয়া সহদেবের বচন।
শুনিয়াত সাধু সব না করিল গৌণ॥
ভাল ভাল বলি সভে কৈল তারে স্তুতি।
শুনি হৃষ্ট হৈল যুধিষ্ঠির মহামতি॥
সভার সম্মত কর্ম্ম জানিয়া নিশ্চল।
বরণ করিল তাঁহে প্রণতি বিহ্বল॥
সুবাসিত সুশীতল সুপবিত্র জলে।
রত্নপীঠে পাখালিল চরণযুগলে॥
সর্ব্ব পরিকর সঙ্গে পাতিয়া মস্তকে।
সম্ভ্রমে ধরিল সেই কৃষ্ণপাদোদকে॥
পীতবাস পরিধান যেন সমুচিত।
রত্ন-অলঙ্কারে তনু করিয়া ভূষিত॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপিল গন্ধ চন্দন বিশেষ।
শিরে তবে শোভে মাল্য কুসুম অশেষ॥
আনিয়া ব্রাহ্মণ সব করিল বরণ।
একে একে বলি তাহা সভার গণন॥
প্রথমে বরিল ব্যাস মুনির প্রধান।
তার পরে ভরদ্বাজ তপের প্রধান॥
ত্রিত বিশ্বামিত্র বামদেব মুনিবর।
বিশ্বমতি সতিম্ন পুলহ পরাশর॥
কশ্যপ ধৌম্য রাম মুনি আদি করি।
এই সব মহা মহাশয় কৃষ্ণে বরি॥
বীতহোত্র দ্রোণ ভীষ্ম আর নানা জন।
ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধন বিদুর গণন॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নানা জন।
আর যত রাজা সব রাজপত্নীগণ॥
দেখিতে আইলা সভে যজ্ঞ মহোৎসব।
যার যে উচিত কর্ম্ম করে সেই সব॥
তবে সেই মুনিগণ সেই যজ্ঞস্থলে।
প্রথমে কর্ষণ করে সুবর্ণ লাঙ্গলে॥
যথা বলি নৃপবর করিল দীক্ষিত।
আরম্ভিল রাজসূয় কৃষ্ণের পিরীত॥
ইন্দ্র আদি লোকপাল ব্রহ্মা মহেশ্বর।
কৌতুকে আইলা যজ্ঞে লয়্যা পরিকর॥
সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর মহোরগ।
যক্ষ রক্ষ কিন্নর চারণ পন্নগ॥
মুনিগণ নৃপগণ আপন সাজনে।
আইল সত্বর সভে নৃপতি- আহ্বানে॥
কৃষ্ণভক্ত যুধিষ্ঠিরে দেখিয়া তখনি।
সম্পূর্ণ হইব যজ্ঞ সভে অনুমানি॥

তবে সব সভাসদ সভা বিদ্যমানে।
আগে কার পূজা করি করে অনুমানে॥
হেনকালে সহদেব বলিল বিধান।
আগে পূজাযোগ্য হরি সভার প্রধান॥
যতেক দেবতা করে আপনার কামে।
অগ্নির আহুতি মন্ত্র হয় যার নামে॥
যাহার কারণে লোক করে নানা ধর্ম্ম।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সাধে নিজ কর্ম্ম॥
সেকারণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয় নারায়ণ।
ইহাঁর অগ্রেতে পূজা করহ রাজন॥
ইহাঁরে করিলে পূজা পায় সর্ব্ব ভূতে।
অতএব অগ্রে পূজা কর নন্দসুতে॥
যে চাহে কর্ম্মের ফল পাইবে অনন্ত।
সেই জন পূজা কর এই গোপীকান্ত॥
এতেক শুনিয়া সহদেবের বচন।
সাধু সাধু বলিয়া বাখানে শিষ্ট জন॥
ভাল ভাল বলি সভে তারে করে স্তুতি।
শুনিয়া নৃপতি বড় হৈল হৃষ্ট মতি॥
সভার সম্মতি কর্ম্ম জানিয়া নিশ্চল।
পূজিলা কৃষ্ণেরে হয়্যা প্রণয়-বিহ্বল॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপিল গন্ধ চন্দন বিশেষে।
সুগন্ধি কুসুমমালা মস্তকে প্রকাশে॥
নানা দ্রব্য দিয়া পূজা করিয়া গোবিন্দে।
প্রেমে আঁখি ঝোরে রাজা মজিল আনন্দে॥
নৃপতি-পূজিত কৃষ্ণ হইলা কৌতুকে।
জয় জয় নমোনম কহে সর্ব্ব লোকে॥
প্রণতি করয়ে সব কৃষ্ণের চরণে।
তাহা দেখি শিশুপাল রুষিল তখনে॥
আপনার আসন ছাড়িয়া অবিলম্বে।
ঊর্দ্ধ বাহু করি বলে অতিশয় দম্ভে॥
সভামধ্যে তিরস্কার শুনয়ে গোবিন্দে।
আপনার মনে ভাই গোবিন্দেরে নিন্দে॥
শুন সব সভাজন আছ সভাসদ।
না জানিয়া নীচে কেন করহ মহত॥
ঋষি মহাঋষি সব আছে বিদ্যমান।
তাহা সভা তেজি কৃষ্ণে কে করে প্রধান॥
কুলহীন গোপজাতি নাহি জানে কে।
এতলোক থাকিতে পূজিত হৈল সে॥
এবে বসুদেব সুত বলয়ে সংসারে।
কোন কুলোদ্ভব কৃষ্ণ বলহ আমারে॥
যদি বল যদুকুলে কৃষ্ণের উৎপত্তি।
সে কুলে যযাতি শাপে ছত্র বিবর্জ্জিতি॥
তবে কৃষ্ণ কিসে শ্রেষ্ঠ কে দিল সম্মতি।
নীচের পূজন কৈলে এই কোন্ রীতি॥
সর্ব্বধর্ম্ম বহির্ভূত সর্ব্বগুণ হীন।
সে কেন পাইল পূজা থাকিতে প্রবীণ॥
যুদ্ধে ভীত হইয়া পলায় দূরদেশ।
সমুদ্রের চরে গিয়া করিল প্রবেশ॥
দস্যুবৃত্তি করি প্রজা পীড়ে নিরন্তর।
কোন্ গুণে সেই পূজ্য হয় সভাকার॥
এতেক করিয়া নিন্দা রহে বিদ্যমান।
তবু কিছু না বলিল হাসে ভগবান॥
শৃগালের শব্দ শুনি যেমন কেশরী।
কিছু নাহি কহে নাহি দেখে তুচ্ছ করি॥
গোবিন্দের নিন্দা শুনি সভাসদগণ।
কর্ণে হস্ত দিয়া সভা তেজিল তখন॥
ক্রোধ করি গালি দেই শিশুপাল প্রতি।
সত্বরে শমনগৃহে যাউক দুর্ম্মতি॥
কৃষ্ণে বা কৃষ্ণের জনে যে করে নিন্দন।
শুনিয়া যদ্যপি নাহি লড়ে সেই জন॥
সেই পাপ অধঃস্থানে তাহার পতন।
দ্বিজ মাধব কহে শুন ভক্তগণ॥

—

ত্রিপদী।

কৃষ্ণ-নিন্দা শুনি, চক্ষে ঝরে পানী,
যত সুপণ্ডিত যোদ্ধা।
মৎস্য দেশাশ্রয়, সহিত সঞ্জয়,
ক্রোধেতে ঊর্দ্ধ আয়ুধা॥
উপস্থিত কাল, বুঝি শিশুপাল,
অসি চর্ম্ম করে লয়্যা।
করয়ে ভৎ´সন, তথা ঘনেঘন,
কৃষ্ণ-পক্ষ নৃপচয়ে॥
দৈবকী-নন্দন, জগত বন্দন,
পুনঃ পুন নিন্দা শুনি।
রুষিল তখন, শমন দমন,
কুলান্তক যম জিনি॥
প্রভাত অরুণ, আঁখির বরণ,
থর থর কাঁপে অঙ্গ।
সভাজন যত, জ্ঞান হৈল হত
দেখিয়া রাগত রঙ্গ॥
তবে চক্রপাণি, নিজ চক্র হানি,
বধিলেন চেদীশ্বরে।
দুষ্ট রাজাগণ, দেখিয়া বিষম,
ভয়ে পলাইল ডরে॥
হত শিশুপাল, শরীর বিশাল,
মহান্ মরম যায়।
অসুর মরণ, দেখে সব জন,
মাধব এ রস গায়॥ (১)

যুধিষ্ঠিরাদির অবভৃত স্নান।

পয়ার।

তিন জন্ম রিপু ভাব ভাবিল গোপালে।
তথির কারণে মুক্ত হৈল এতকালে॥
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু প্রথমে।
রাবণ কুম্ভকর্ণ দ্বিতীয় জনমে॥
তৃতীয় জনমে দন্তবক্র শিশুপাল।
তিন জন্ম রিপু হয়্যা পাইল গোপাল॥
যুধিষ্ঠির নৃপবর আনন্দ বিস্তর।
আনন্দে করই রাজসূই যজ্ঞবর॥
ভীমসেনে কৈল রন্ধনের অধিকারী।
ধনের রক্ষণ কৈল দুর্য্যোধন বৈরী॥

---

(১) একখানি হস্তলিখিত পুথির পাঠান্তর এইরূপ,—

সুহই রাগ।

কৃষ্ণ নিন্দা দেখি, ক্রোধে অরুণাক্ষি,
যত পাণ্ডব যোধা।
মৎস্য দেশাশ্রয়, সহিত সঞ্জয়,
তথি ঊর্দ্ধ আয়ুধা॥
লখিয়া আপন বধ, শিশুপাল দুর্ম্মদ,
খড়্গ চর্ম্ম করে সারে।
বহু গুরু রাজন, তর্জ্জি অনুক্ষণ,
রিপু যাদব পরিবারে॥
দৈবকী নন্দন, সুর-মুনি-বন্দন,
ত্রিভুবন বিজয়ী বিবাদী।
করিয়া বিবিধ কর, চক্র আয়ুধ বর,
চেদীশ্বর শির ছেদী॥
খল নির্জ্জিত ভেল, রহল কোলাহল,
পুর গহ্বর তরদেশে।
পাইয়া সঙ্কট, আর অবগত দুষ্ট,
দূরে পলায় প্রাণ আশে॥
শিশুপাল হত, শরীর বিদীরণ,
তেজ লুকায় হরি কায়।
অসুর মারি যেন, ভিক্ষা নির্বাহিল,
মোহিত মাধব গায়॥

সহদেব হৈল সব লোকের পূজায়।
দ্রব্য উপস্করিতে নকুল মহাশয়॥
শিষ্ট জন সেবনে অর্জ্জুন নিয়োজিত।
পাদ্য অর্ঘ্য দিতে কৃষ্ণে কৈল নিয়োজিত॥
অন্ন পরোসিতে দ্রৌপদী নিয়োজিতা।
দান করিতে কর্ণ হৈল অধিষ্ঠিতা॥
স্বজনে বিদুর আর বিরাট নৃপতি।
বাহ্লীকতনয় ভূরিশ্রবা মহামতি॥
সন্তর্দ্দন প্রভৃতি অপর নানাজন।
নানা কার্য্যে নিয়োজিলা ধর্ম্মের নন্দন॥
বিধি অনুসারে যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া।
পুনরপি পাদ্য অর্ঘ্যে ব্রাহ্মণ অর্চ্চিয়া॥
বিপুল দক্ষিণা দিল হরষিত মনে।
পুরোহিত সদস্য যাজ্ঞিক জনে জনে॥
তবে অবভৃথ স্নানে চলিলা গঙ্গায়।
ভার্য্যা দ্রৌপদী সঙ্গে পরম লীলায়॥
পণব দুন্দুভি শঙ্খ মৃদঙ্গ কাহাল।
বিবিধ শবদে বাদ্য বাজয় বিশাল॥
নাচয়ে নৃত্যকী গীত গায় সুগায়ন।
বীণা বেণী যন্ত্রনাদে পূরিল গগন॥
রথধ্বজ পতাকা যোগান শত শত।
হস্তী অশ্ব রথ পদা চলে অবিরত॥
যদুবংশ সৃঞ্জয় কাম্বোজ কুরুবংশ।
কেকয় প্রভৃতি যত নৃপ অবতংস॥
নিজ সাজে সংহতি তাহারা এই সব।
পৃথিবী কাঁপায়্যা যায় বড়ই উৎসব॥
দ্বিজগণে বেদ গান করে নিরন্তর।
ঋষিগণ পিতৃগণ আনন্দ বিস্তর॥
হরিষে করয়ে স্তুতি পুষ্পবরিষণ।
হরিষে মঙ্গল কেলি করে নারীগণ॥
সুগন্ধি চন্দন মালা রত্ন অভরণে।
সুবেশ হইয়া তারা অমূল্য রতনে॥

হরিদ্রা গন্ধ তৈল দুগ্ধ জল দধি।
অন্যোন্যে লেপন সেচন নিরবধি॥
আনন্দিত পুরলোক দেই সব গায়ে।
রমণী পুরুষে দেয় আপন ইচ্ছায়ে॥
রাজমহিষী সব চলে পাছে পাছে।
যাহে চতুরঙ্গ যোধকুল বেড়িয়াছে॥
যুধিষ্ঠির পুরবাসী যত সখীগণ।
কৌতুকে তাহার সনে খেলে স্মেরানন॥
দেবের দেবতা সঙ্গে খেলে বধূগণ।
ঘটের সলিলে সেচি পরিহাস মন॥
তিতিল বসন সূক্ষ্ম লাগে অঙ্গ সঙ্গে।
নিতম্ব জঘন কুচ সব দেখি অঙ্গে।
আউলাইল কুন্তল পড়িল ফুল দামে॥
তা দেখি কামুক তবে পীড়িলেক কামে॥
সর্ব্বশেষে ধর্ম্মরাজ দ্রৌপদী সহিত।
রথের উপরে শোভে সভার বিদিত॥
যেন রাজসূয় যজ্ঞ হই মূর্ত্তিমান।
আপনি চড়িয়া রথে করিল পয়াণ॥
গঙ্গার নিকটে গেলা পরিহরি যান।
পদবিহরণে গেলা গঙ্গা-সন্নিধান॥
পদ পাখালিয়া কুশহস্ত আচমনে।
প্রণাম করিয়া জলে উলি দুইজনে॥
বেদমন্ত্রে দুইজনে করাইল স্নানে।
সুর-নর দুন্দুভি বাজন জয় গানে॥
দেব-লোক পিতৃ লোক পুষ্পবৃষ্টি করে।
প্রজাগণ অতিশয় ডাকে উচ্চস্বরে॥
তার পাশে উল্লাসিত হয়্যা সর্ব্বজনে।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নানাজনে॥
গৃহস্থ সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী বনবাসী।
একমনে স্নান করি হাস্য পরিহাসি॥
মহাপাতকীর পাপ হরে সেই স্নানে।
গঙ্গা হেন নাম তীর্থ নাহি ত্রিভুবনে॥

স্নান সমাপিয়া রাজা পরি ক্ষৌম বাস।
অঙ্গে অঙ্গে অভরণ মন অভিলাষ ॥
যাজ্ঞিক সদস্য দ্বিজ পূজে পুনর্ব্বার।
গন্ধচন্দন বস্ত্র নানা অলঙ্কার ॥
জ্ঞাতি বন্ধু নৃপতি সুহৃৎ মিত্রগণে।
নট ভট বায়ন গায়ন ভিক্ষায়নে ॥
সভারে আশোচ্য কৈল দিয়া নানা বিত্ত।
পৌর নাগরিকগণ বড় হৃষ্ট চিত্ত ॥
হৃদয়ে কাঁচলি শিরে ধরি উচ্চ পাগ।
অঙ্গদ বলয়া করে সাজে রাজভাগ ॥
পট্টবস্ত্র পরিধান পরম সুন্দর।
বালবৃদ্ধ যুবক যতেক আছে নর ॥
নারীগণ সুবেশ তাহার উপধিক।
কৌতুক দেখিতে সবে আছে চারিদিক ॥
এইরূপে উৎসব দেখিয়া নৃপগণে।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নানাজনে ॥
দেব ঋষি পিতৃ লোক গন্ধর্ব্ব অপ্সর।
যক্ষ রক্ষ মহোরগ চারণ কিন্নর ॥
যেই যেই আসিছিল সেই যজ্ঞ কার্য্যে।
বিদায় করিয়া সভে গেল নিজ রাজ্যে ॥
যাইতে যাইতে সবে পুলকিত অঙ্গে।
যজ্ঞে আর গোবিন্দে প্রশংসে রঙ্গে রঙ্গে ॥
যেন সুধাপানে তুষ্ট হয় মর্ত্ত্যলোক।
তেনমত যজ্ঞ কথা করিয়া অশোক
আসিয়া আপন পুরে করিল প্রবেশ।
নিবড়িল রাজসূয় মঙ্গল বিশেষ ॥
তবে রাজা যুধিষ্ঠির পরম যতনে।
রাখিলা যাদবানন্দে স্নেহের কারণে ॥
আর জ্ঞাতি বন্ধু কৃষ্ণ মিত্র কথোজনে।
না দিলা বিদায় তাহা রাখিলা যতনে।
ভাইর সন্তোষ হেতু রহিলা মুরারি।
সাত্যকি প্রভৃতি বীরে পাঠাইয়া পুরী।
কৃষ্ণের প্রসাদে রাজার মনোরথ সিন্ধু।
তবে ত হরিষে বঞ্চি লয়্যা জ্ঞাতি বন্ধু ॥
যে পুরী সৃজন বিধি অনেক মুরুতি।
মানবেন্দ্র দানবেন্দ্র দেবেন্দ্র প্রভৃতি ॥
সে পুরী ভ্রমণ করি আপন হরিষে।
কৃষ্ণের রমণীগণ লইয়া বিশেষে ॥
সেই পুরী মাঝে রাজা সাজে নানা রঙ্গে।
রূপ গুণ যুত রামা দ্রৌপদীর সঙ্গে ॥
এই যজ্ঞ মহত্ত্বে দুঃখিত দুর্য্যোধন।
আর তাহে দুঃখে পাপ ভাবে অনুক্ষণ ॥
এক দিন অতিশয় নির্ম্মিত সভা থানে।
বসিয়াছে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ সন্নিধানে ॥
ভ্রাতৃগণ দ্বিজগণ সংহতি করিয়া।
কাঞ্চন আসন মাঝে ইন্দ্রসম হয়্যা ॥
হেন কালে মহামানী দুষ্ট দুর্য্যোধন।
সেই সভা মাঝে যায় সঙ্গে ভ্রাতৃগণ ॥
দ্বারি অপেক্ষণে ক্রোধে গেল অভ্যন্তরে।
না শুনিল ভয় কিছু নিজ অহঙ্কারে
অতি বিপরীত সেই সভার নির্ম্মাণ।
জলে স্থল দরশন স্থলে জল জ্ঞান ॥
ভূমি যাইতে স্থলে তোলে বস্ত্র খণ্ড।
জলে তিতিবেক হেন যোগমায়া ভ্রান্ত ॥
স্থল ভাবে জলে যাইতে পড়িল তথায়।
পাইল বড়ই লাজ অধোমুখী রয় ॥
তাহা দেখি ভীমসেন হাসে মনে মন।
বিপক্ষ নৃপতি সব পুরনারীগণ ॥
অনুরোধ ধর্ম্মরাজ নিষেধে বিরস।
তবু না সম্বরে হাস্য কৃষ্ণের সরস ॥
লজ্জিত হইয়া কোপে চলে দুরাশয়।
কারো কিছু না বলিল চলিল নিলয় ॥
হাহা করিয়া উঠে সর্ব্ব সভাসদ।
মৌন যাদবানন্দ বৈরি বিপদ ॥

দুর্য্যোধন মানভঙ্গ করি এই মতে।
বাস কথো রহি তথা বন্ধুর সহিতে ॥
যে শুনে ভকত হয়্যা যজ্ঞের কথন।
শিশুপাল মোক্ষপদ কৃষ্ণের করণ ॥
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সেই মহাশয়।
রাজসূয় যজ্ঞকথা কহিল নিশ্চয় ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥

শাল্বসহ শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ।

পড়িল শিশুপাল, শুনিয়া সখা শাল্ব,
রোষে পাসরি আপনা।
রুক্মিণী বিভার কালে, হরিয়া নৃপমেলে,
পলাইল সেই দুষ্টমনা ॥
প্রতিজ্ঞা করিল সেই, বিচারেতে মূঢ় হই,
সকল নৃপ বিদ্যমানে।
সত্বরে পৃথিবী, করিব অযাদবী,
এ বোল নহে কিছু আনে ॥
শাল্ব নৃপবর, আরাধে শঙ্কর,
প্রতিজ্ঞা পালন কারণ।
স্বস্তি পরিমিত, পূজন নানা রীত,
অশেষ ধেয়ান ধারণ ॥
বরিষ পরিশেষে, ঈশ্বর-উপদেশে,
মাগিল রথ একখান।
অহকাম্পন্মতি, বৃষ্ণি বংশভীতি,
হয়ে যাব সন্নিধান ॥
মোহিয়া তাহে হর, চাহিয়া লহ বর,
জুড়িয়া ময় দৈত্যরাজে।
সত্বরে অপুর, লহ রথ বর,
সৃজিয়া দিল সব সাজে ॥
সৌভ নাম ধর, বজ্রানন বর,
পাইয়া কুতূহল শাল্ব।
চড়িয়া সেই রথে, নড়িল আস্তে ব্যস্তে,
বাজে বিবিধ কাহাল ॥
আসিয়া দ্বারাবতী, নগরে উগ্রমতি,
কটক বেড়ি চারি ধারে।
পাষাণ গড় বড়, উদ্যান উপবন,
ভাঙ্গে সব একাকারে ॥
প্রাচীর বর দ্বার, প্রাসাদ বহুতর,
উড়ই ছিক আদি।
রত্ন নিরমিত, বিমান অবিরত,
ভাঙ্গি পাড়ে মহাবাদী ॥
প্রথমে অস্ত্র বৃষ্টি, করয়ে মহা রিষ্টি,
পশ্চাতে বরিষে পাষাণ।
বৃক্ষ বজ্র শিল, দর্পে ফেলিল,
মাধব রচিল সুগান ॥

শাল্ববধ।

পয়ার।

এইরূপে নানা অস্ত্র বরিষে হরিষে।
চক্রাবর্ত্তে বায়ু তাহে হইল বিশেষে ॥
দশ দিগ আচ্ছাদিল কেবল ধুলায়।
হিমকাল দিনে যেন বেড়ে কুহুড়ায়।
হেন কালে প্রদ্যুম্ন বলে ত অশক্য।
দেখিল আপন প্রজা বিনাশে বিপক্ষ ॥
আরে লোক স্থির হও না করিহ ভয়।
এত বলি মহারথী রথে চড়ি ধায় ॥
তার পাছু সাত্যকি ধাইল আগুয়াল।
চারুদেষ্ণ ধাইল তাহার পাছুআন ॥
তার পাছু সাম্ব ধাইল বড় রঙ্গে।
তার পাছু অক্রূর ধাইল সর্ব্বাঙ্গে ॥

তার পাছু হার্দ্দিক্য ধাইল বায়ুবেগে।
তার পাছু বৃহদ্ভানু অবিলম্বে লাগে ॥
তার পাছু ধায় গদ সমরে অভয়।
তার পাছু ধায় শুক সারণ নিশ্চয় ॥
আর নানাবিধ রথী যূথের ঈশ্বর।
ধাইল আপন সাজে হয়্যা ক্রোধতর ॥
কবচে আচ্ছাদিত অঙ্গ মাথায় টোপর।
খাণ্ডা করি ছুরি শেল কাছি ধনুশর ॥
হস্তী অশ্ব রথ পত্তি কটকে বেষ্টিত।
রথ সাজি সর্ব্ব বীর চলিল শোভিত ॥
দুইদলে সংগ্রাম বাজিল বিপরীত।
যেন দেবাসুর যুদ্ধে সর্ব্ব লোক ভীত ॥
যত মায়া পাত্যাছিল শাম্ব দুরাশয়।
নিমিষে নাশিল তাহা রুক্মিণীতনয় ॥
যেন রজনীতে থাকে ঘোর অন্ধকার।
দিনকর কিরণে সংহার হয় তার ॥
মায়া হরিলেক বীর হৈল দিনপতি।
আশু [illegible] বিন্ধি বাণ পঞ্চবিংশতি ॥
তাহার পশ্চাতে শাম্ব বিন্ধে দশ শরে।
আর এক বাণে এক সেনার প্রাণ হরে ॥
রথের সারথি বিন্ধে দশদশ বাণে।
তিন তিন করি বিন্ধে সকলবাহনে ॥
দেখিয়া অদ্ভুত কর্ম্ম কিবা আত্মপর।
প্রদ্যুম্নে প্রশংসা করে সব বীরবর ॥
জয় মালা বিরচিত রথের উপর।
হাসে শাম্ব নরপতি নহে স্থিরতর ॥
ক্ষণেক ভূমিতে বীর ক্ষণেক আকাশে।
পর্ব্বতশিখরে ক্ষণে ক্ষণে জলে ভাসে ॥
দেখিতে না দেখি দুই অতি বিপরীত।
কুম্ভকার চক্র যেন ভ্রমে চারিভিত ॥
যথা যথা যায় শাম্ব সৈন্যের সংহতি।
তথা তথা বধিলেক সর্ব্বসেনাপতি ॥

অগ্নি অর্ক কমলাদি নয়বাণ খাই।
মহাবীর ভোজপতি হেলে মূর্চ্ছা যাই ॥
শাম্বের সৈন্য করে নানা অস্ত্র বৃষ্টি।
তবু রণ নাহি ছাড়ে মাধবের সৃষ্টি ॥
হেনই সময়ে শাম্ব খায়্যা এক ঘা।
সম্ভ্রমে বেড়ায় বীর শোধাইতে তা ॥
বিষম দারুণ গদা লয়্যা মহাবলী।
প্রদ্যুম্নে মারিতে তাহা ডাকে কুতূহলী ॥
পীড়িত হইয়া বীর পাইল সম্মোহ।
সর্ব্বজ্ঞ সারথি তার দারুকের পো ॥
যুদ্ধ হৈতে লয়্যা তারে আনে কতপথে।
ক্ষণেক সম্বিদ পায়্যা বলে মহারথে ॥
শুনহে সারথি তুমি কৈলে কোন কর্ম্ম।
যুদ্ধ হৈতে পালাইতে নহে ক্ষত্রিধর্ম্ম ॥
নপুংসক হয়্যা তুমি আইলে পলাইয়া।
ঘরে কি বলিব বাপ চাহ সম্বোধিয়া ॥
উপহাস করিবেক ভ্রাতৃবধূগণে।
নপুংসক হয়্যা তুমি পালাইবা রণে ॥
এ বাক্যে সারথিবর বলে ভয় পায়্যা।
ধর্ম্ম বীর্য্য গোসাঞি আইলুঁ তোমা লয়্যা ॥
সারথি রাখিব রথী দেখিয়া পতন।
ধর্ম্ম জন রাখে রথ ধর্ম্মের কারণ ॥
তা শুনিয়া করে বীর পরশিয়া জলে।
আপন বলের কাজ ধরিয়া সকলে ॥
সকাণ্ড কোদণ্ড করে সারথিরে বলে।
ঝাট করি চালাহ রথ প্রদ্যুম্নের স্থলে ॥
রথ চালাইল বহু পবনের বেগে।
আসিয়া হানিল বীর প্রদ্যুম্নের আগে ॥
অষ্ট গোটা গদা কেলিয়া মারে তায়।
আর চারি গোটা মারে বাহনের গায় ॥
আর গোটা মারে তার বাহনের মুণ্ডে।
আর ধনুকের তার রথ ধ্বজ ছিণ্ডে ॥

আর গোটাছয় মারি তাহার মাথায়।
বিষম বেদনা সারথি পাইল তাহায়॥
তবে গদা সাত্যকি প্রধান আর সভে।
শাল্বের সকল সৈন্য কাটিলেক তবে॥
ছিন্ন স্কন্ধ ভুজ উরু পড়ে সিন্ধুমাঝে।
শোণিতে অরুণ রূপ তরঙ্গ বিরাজে॥
এইরূপে যুদ্ধ হৈল সাতাইশ দিন।
সৌরভ যাদব যুদ্ধ বড়ই প্রবীণ॥
এথায় হস্তিনা পুরী থাকি যদুমণি।
এসব উৎপাত যত জানিলা আপনি॥
বিদায় করিয়া মুনি গুরু বৃদ্ধ স্থানে।
যুধিষ্ঠির নৃপবর আর কুন্তী সনে॥
নিজ রথ আরোহণে চড়িলা সত্বরে।
নারী পরিবার সঙ্গে দ্বারকা নাগরে॥
আসিয়া দেখিলা পুরী অতি বিপরীত।
সভাকার মনে দুঃখ অন্তরে চিন্তিত॥
রামেরে কহিলা ভাই দেখ বিদ্যমান।
শত্রু নষ্ট করে মোর হেন প্রিয়স্থান॥
এ বলি থুইলা তারে পুরীর পালনে।
সারথিরে বলি তবে রথ আরোহণে॥
সত্বরে চালাহ রথ শাল্বের নিকটে।
না কর সম্ভ্রম কিছু না ভাব সঙ্কটে॥
মায়াবী সৌরভপতি মায়া মোর আগে।
তাহা শুনি নিল রথ পবনের বেগে॥
কটকের মাঝে কৃষ্ণ আসিয়া প্রবেশে।
গরুড় দেখিয়া তবে চিনে অবশেষে॥
পশ্চাৎ আপনি শাল্ব চিনে গদাধরে।
অল্প মাত্র আছে সৈন্য পড়িল বিস্তরে॥
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে পরিত্রাণ যুক্তি।
প্রভুর সারথি বিন্ধি পাড়ে তিনশক্তি॥
আকাশে থাকিয়া যেন পড়ে উল্কাপাত।
দশ দিগ আলো তবে করিল পশ্চাৎ॥
নিকটে থাকিয়া তবে চিন্তি ভগবান্।
আপনার শরে করি শতশত খান॥
শরে আচ্ছাদিত সৌভ ভ্রমি সৈন্য মাঝে।
যেন বহ্নিজ্বালে সূর্য্য গগনে বিরাজে॥
ক্রুদ্ধ হয়্যা সৌভপতি জোড়ে চোখশর।
ফেলিয়া মারিল গোবিন্দের বরাবর॥
পড়িল শারঙ্গ ধনু বড় অদভুত।
সর্ব্বলোক হাহাকার ভয়ে ত্রাসযুত॥
ওষ্ঠ সারে বলে শাল্ব তর্জ্জিয়া গোবিন্দে।
আরে বেটা মত্ত হয়্যা বেড়াও সানন্দে॥
শিশুপাল সখা মোর মারিলা তাহায়।
শরে হানি পাড়োঁ তোরে এথারে ত আয়॥
তবে প্রত্যুত্তর দিলা যদুর নন্দন।
মিছাই পচাল কেন পাড়সি দুর্জ্জন॥
হের তোর যম আমি দেখ বিদ্যমান।
অরিমুখে বহু বাক্য হয় অপমান॥
এবোল বলিয়া কৃষ্ণ উঠিলা সঙ্কটে।
গদা গোটা মারি তার মাথার নিকটে॥
গদা খায়্যা অবিরত কাঁপে শাল্ব রাজা।
বদনে উগরে রক্ত ভূমি বান্ধে গাজা॥
চেতন পাইয়া খল গেল অন্তরীক্ষে।
ক্ষণে ধরিয়া মায়া গেল অন্তরীক্ষে॥
ধরিয়া মানব তনু সঘন বদনে।
দৈবকীর দূত হয়্যা আইল হরি পানে॥
প্রণাম করিয়া এই কহিল বচন।
শুন শুন মহাশয় কুলের নন্দন॥
বান্ধিয়া তোমার বাপে লৈল শাল্বসেনা।
ব্যাধে যেন পশু বন্দি করে একমনা॥
বাপের বন্ধন শুনিয়া দয়াময়।
আশুতাপ করি সাধারণ লোক প্রায়॥
শুনি পুরীবিজয় দুর্জ্জয় নীলাম্বরে।
কেমনে জিনিয়া তাহে নিল অভ্যন্তরে॥

সময় পাইয়া বীর হৈল বলবান।
এতেক বলিতে সেই মায়ার নিদান॥
বসুদেবের সমান আনিয়া একজন।
নিজরূপ ধরি রহে পুন দরশন॥
হের তোর বাপ আমি দেখ বিদ্যমানে।
কাহার কারণে তুঞি ধরিয়াছ প্রাণে॥
যদি তোর শক্তি থাকে রাখহ আপনি।
এত বলি মুণ্ডগোটা কাটে খড়্গপাণি॥
আচম্বিতে মুণ্ড লয়্যা করে অন্তর্দ্ধান।
গগনে আসিয়া চড়ে সেই রথ খান॥
মুহূর্ত্তে অসুরমায়া জানি সনাতন।
না দেখি বাপের মুণ্ড না দেখি দুর্জ্জন॥
স্বপ্নহেন দেখিয়া কুপিল চক্রধর।
অন্তরীক্ষ গতি রিপু দেখিয়া সত্বর॥
বধিতে উদ্যত হয়্যা জুড়িল কৌতুকে।
জুড়িলা শাণিত শর পূরিয়া ধনুকে॥
অসুরের মায়ায় কৃষ্ণের হৈল মোহ।
সর্ব্বজন মত নহে বলে কেহ কেহ॥
কেন তার শোক মোহ ভয় স্নেহ জন্ম।
কেন বা অজ্ঞান তাঁর শুভাশুভ কর্ম্ম॥
যার পদে প্রজ্ঞা উপার্জ্জিত আত্মবিদ্যা।
অচিরাতে হরে পাপ পূরে মনের সিদ্ধা॥
যতেক জনের করে মনোরথ সিদ্ধি।
কেন তার সংমোহ বলে শুদ্ধবুদ্ধি॥
অন্তরীক্ষে সৌভপতি করে অস্ত্র বৃষ্টি।
সেই লক্ষ্যে যদুসিংহ হয়্যা সূক্ষ্ম দৃষ্টি॥
সর্ব্বাঙ্গ বিন্ধিলা তার খরতর শরে।
বায়ুর কাটারি ধরি বধিলেন তারে॥
শিরের ভূষা মণি হানে চোখ বাণে।
নানা বাণে করি প্রভু রিপু অপমানে॥
গদার প্রহারে হানে সৌভ রথখান।
গুঁড়া হয়্যা জল মধ্যে পড়ে লোহ যান॥
তবে শাম্ব মহাসুর উলি ভূমিতলে।
কৃষ্ণেরে ধাইয়া গদা উছাইল বলে॥
কৌতুকে গোবিন্দ তাহা দেখি বিদ্যমান।
বেলাকে হানিলা সেই গদার হস্তখান॥
অবশেষে চক্র লইয়া করতলে।
যেন সূর্য্য উদিত হয় উদয় অচলে॥
সেই চক্রে কাটি মুণ্ড কিরীট কুণ্ডল।
পড়িল দুর্জ্জয় বীর পৃথিবী মণ্ডল॥
যেন বৃত্রাসুরে ইন্দ্র বধি বজ্রাঘাতে।
সর্ব্বলোকে হাহাকার হৈল যেন তাতে॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত॥

পঠমঞ্জরী রাগ।

শিশুপাল সখা শাম্ব, পড়িল দুই মহামল্ল,
দন্তবক্র শোকে উতরোল।
শুধিতে সখার ধার, কাঁপাই অবনীতল,
গদা সারি ধায় মহাবল॥
দেখিয়া দুরন্ত অরি, মাঝে রহি শ্রীহরি,
রথখান এড়িয়া ধরণী।
আপনার গদা লয়্যা,কৌতুকে আইলা ধায়্যা,
সমুদ্রে ধাইল হেন পানী॥
দেখিয়া অভক্তমতি, বলে নাথ যদুপতি,
শুন শুন অরে দুষ্টমতি।
বড় ভাগ্যে আজি তোর,হৈল দরশন মোর,
অনায়াসে পাইল সদ্গতি॥
হইয়া মাতুলপুত্র, বিবাদে বাধলা মিত্র,
প্রায় পড়িলা মোর পানে।
এই হেতু গদাঘাতে, করি তোমায় নিপাতে,
এখনি দেখিবে রণস্থানে॥
তুঞি বন্ধু দুর্ম্মদ, তেকারণে করোঁ বধ,
লোকমুখে পাব অপযশ।

যেবা হেন হতবুদ্ধি, আপন অঙ্গের ব্যাধি,
না ঘুচায় হইয়া বিরস ॥
এসব নিন্দিত বাক্যে, গর্জ্জিয়া চাতুরি লক্ষে
শিরে গদা মারি গুরু নাদে।
যেন মত্ত মৃগপতি, দেখি ভয়ঙ্কর হাথী,
করে দর্প অন্তরে বিবাদে ॥
খাইয়া গদার ঘা, নাহি লড়ে এক পা,
বীরের বিজয়ী যদুরায়া।
ঘনায়্যা আপন মুখে, পুন গদা মারি বুকে,
চূর্ণ হৈল অসুরের কায়া ॥
বিষম গদার ঘায়ে, বদনে শোণিত বহে,
আলু থালু কেশের বন্ধন।
প্রসারিয়া দুই পদ, ছাড়ি ভয়ঙ্কর নাদ,
দন্তবক্র তেজিল জীবন ॥
সূক্ষ্ম দেহের জ্যোতি, প্রবেশিলা যদুপতি,
মোক্ষ পাইল রিপুজন।
দেখিয়া সকল লোক, হরিল মনের শোক,
যেন শিশুপালের কারণ ॥
চৈতন্য চরণ ধন, শিরে করি অভরণ,
দ্বিজ মাধব কহে যত।
যেই শুনে ভণে ইহা, ক্ষণেক নিবিষ্ট হয়্যা
কে বলিবে তাহার মহত্ব ॥

কল্লোল দৈত্য বধ।

পয়ার।

দন্তবক্র নৃপতি পড়িল আগুয়ান।
তার পাছে বিদুরথ বীরের প্রধান ॥
ভ্রাতৃশোকে বিকল নিকলে রণমাঝে।
খড়্গ চর্ম্ম ধরে বীর বিনাশের কাজে।
সমরে মুরারি তাহা কাটি ক্ষুর চক্রে।
এইরূপে বধি সৌভ শাম্ব দন্তবক্রে ॥
খণ্ডিল পৃথিবীভার হইল মঙ্গল।
সর্ব্বজন পূজি কৃষ্ণচরণযুগল ॥
গন্ধর্ব্ব চারণ যক্ষ সিদ্ধ বিদ্যাধর।
মহোরগ পন্নগ পিশাচ অপ্সর ॥
পিতৃলোক যজ্ঞ লোক চারণ প্রভৃতি।
পুষ্পবৃষ্টি করি নৃত্য গীত বাদ্য স্তুতি ॥
জ্ঞাতি বন্ধু পরিবারে অলঙ্কৃত পুরে।
বিজয় করিলা প্রভু আনন্দ প্রচুরে ॥
এইরূপে দ্বারকায় বঞ্চে গদাধর।
এবে আর কথা কহি শুনি মনোহর ॥
কুরুবংশে পাণ্ডুবংশে বাজিবেক রণ।
হেন বার্ত্তা পায়্যা রাম রোহিণীনন্দন ॥
মধ্যস্থ হইব তাহে তথির কারণ।
তীর্থযাত্রা ছলে তিঁহ করিলা গমন ॥
প্রথমে প্রভাসে স্নান তর্পণ করিল।
তবে সরস্বতী গিয়া তেন আচরিল ॥
পৃথুক তীর্থ দিয়া বিন্দুসর পাইল।
তীর্থকূপ সুদর্শন এই দুই কৈল ॥
বিভীশালায় স্নান শেষে বৃক্ষতীর্থে যাই।
চক্রতীর্থ দিয়া প্রাচী সরস্বতী পাই ॥
যমুনা জাহ্নবী লক্ষে আছে যত তীর্থ।
তাহে গিয়া বলরাম করিলা কৃতার্থ ॥
তবে ত নৈমিষ ক্ষেত্রে হৈলা উপনীত।
ঋষিগণ দেখে তথা যজ্ঞে নিয়োজিত ॥
কৃষ্ণের অগ্রজ দেখি উঠে সর্ব্ব মুনি।
যথাবিধি বন্দনা করিল স্তুতি বাণী ॥
মুনিগণ বন্দিত হইলা হলধর।
আনন্দে বসিয়া আছেন সঙ্গে পরিকর ॥
মহর্ষি বসিষ্ঠ সূত রোম হরিষণ।
সভা মধ্যে বসি আছে অতি উপসম ॥
না ভেটে ঈশ্বর দেখি না করে প্রণাম।
তাহা দেখি অবিলম্বে কোপে জ্বলে রাম ॥

প্রতিলোমে যজ্ঞে এই কেমন কারণ।
ধর্ম্মপাল বিপ্রসব মধ্যে উচ্চাধন ॥
পরম দুর্ম্মদ কর্ম্ম করে অবিহিত।
গুণেরে নহিল কিছু যেন নটনীত ॥
এই হেন লোকে আমি কেন অবতার।
ধর্ম্মহীন পাতকীর করিব সংহার ॥
এত বলি ভগবান রোহিণীনন্দন।
করের কুশের অগ্রে বধিলা জীবন ॥
দুষ্ট বধে নিবর্ত্তিব তীর্থ আগমনে।
তমু সুতে নিবারিল নিবন্ধ কারণে ॥
দেখি হাহাকার করি সর্ব্ব মুনিগণ।
দুঃখিত হৃদয়ে রামে বলিছে বচন ॥
অধর্ম্ম করিলে প্রভু যদুর নন্দন।
ইহারে আমরা দিল ব্রহ্মার আসন ॥
এইমত সমাপ্ত ইহার হয় যত কালে।
তত পরমায়ু সভে দিয়াছি সকলে ॥
না জানিয়া ব্রহ্মবধ করিলা তুমি প্রভু।
ব্যাগত তোমার ধর্ম্ম নহে কভু ॥
নিজ নামে ব্রহ্ম সত্য করি বিমোচন।
তবু লোকে লয়্যা ইথে লোকের পালন ॥
এই বধে প্রায়শ্চিত্ত করিবে আপনি।
নহে লোকে না লইব বৈল দূরবাণী।
বলভদ্র বলেন শুন যত মুনিগণ।
প্রায়শ্চিত্ত করিব লোকের নিবন্ধন ॥
অক্ষপক্ষে যেরূপ নিয়ম আছে তার।
সেই উপদেশ কহ যেন বেদাচার ॥
দীর্ঘ পরমায়ু বল আরোগ্য ইহার।
যেবা গুণ ছিল আর তাহা কহ সার ॥
যোগ বলে আমি ইহা সাধিব সকল।
শুনিয়াত ঋষিকুল বলি সুনিশ্চল ॥
যেরূপে তোমার বজ্র অস্ত্র মিথ্যা নহে।
যেবা রূপে সূতের মরণ সত্য হয়ে ॥
যেন রূপে রহে আমা সভের বচন।
সেইরূপ কর রাম বুঝিয়া কারণ ॥
রাম বলেন চিন্তিয়া ইহার সমাবেশ।
পুত্র রূপে যার দেব বলি সবিশেষ ॥
উচ্চৈঃশ্রবা নামে আছে সূতের কুমার।
পুরাণের বক্তা সেই আমা সভাকার ॥
যেবা কাম্য থাকে আর করহ প্রকাশ
তাহা সিদ্ধ করিব আমি নিজ অভিলাষ ॥
না জানি করিব কিবা বধের প্রতিকার।
তুমি সব সমুচিত করিবে ইহার ॥
ঋষি বলেন রাম তুমি কর এক কাম।
হল্লোলের পুত্র হয় কল্লোল তার নাম ॥
ঘোর দানব সেই আসিয়া ত পূর্ব্বে।
আমা সভাকার যজ্ঞ নাশে মন্দ গর্ব্বে ॥
পূয় শোণিত মলমূত্র মদ্য মাংসে।
অবরিত বরিষণ করে যজ্ঞ ধ্বংসে ॥
তাহার নিধন কর তুমি মহাজন।
এই আমা সভাকার কর সুস্থজন ॥
তবে সমাহিত হয়্যা ভারতবরিষে।
বৎসরেক ভ্রমণ রাম করিয়া হরিষে ॥
কৃচ্ছ্রব্রত আরোপিয়া ধর্ম্ম অবিরুদ্ধ।
সকল তীর্থের স্নানে হৈবে তুমি শুদ্ধ ॥
শুনিয়া মুনির বাক্য বীর হলধর।
অসুর বধিতে আশু গেলা যজ্ঞস্থল ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥

কৌরাগ।

হইল যজ্ঞের বেলা, ঋষগণ যজ্ঞশালা,
বহে ঘন প্রচণ্ড পবন।
অতিশয় ভয়ঙ্কর, ধূলি বরিষণপর,
পূয় গন্ধ বহে অনুক্ষণ ॥

তার পাছে মদ্য চয়, বৃষ্টি করে তুরাশয়,
আইল কল্লোল অসুরে।
শূলহস্ত মহাকায়, যেন নিরঞ্জন ময়,
তপ্ত তাম্র শিখা শ্মশ্রু ধরে॥
দশন যেন উগ্রতর, ভ্রূকুটি বদন পর,
দেখি তাহা গগনমণ্ডলে।
ক্রুদ্ধ হৈলা বলরাম, সাধিতে মনের কাম,
সোঙরিলা লাঙ্গল মুষলে॥
আইল মুষল হল, বিনাশিতে রিপুবল,
প্রভু কর কমলভূষণ।
সেইত লাঙ্গল দিয়া, টানিয়া পাড়িল নিয়া,
মুণ্ডে কৈল মুষল পীড়ন॥
মুষলের ঘায় অরি, ব্রাহ্মণের হোম করি,
ললাটে পড়িল রক্ত ধারা।
উচ্চনাদে পড়ে ক্ষিতি, রুধিরে অরুণজুতি,
যেন গিরি ধাতু রাগে সারা॥
তবে রাম মুনিগণ, স্তুতিবাদে জনে জন,
করিল বিস্তর আশীর্ব্বাদ।
অভিষেক অবশেষে, দিব্য যুগল বাসে,
সভে মিলি করিয়া প্রসাদ॥
নানা রত্ন অলঙ্কার, বৈজয়ন্তী বনমাল,
দিল তাঁরে হয়্যা হৃষ্টমতি।
তবে তা সভার বিধি, চলিলা গুণের নিধি,
দ্বিজগণ করিয়া সংহতি॥
কৌষিকী নদী দিয়া, স্নান দান সমাপিয়া
তার পাছে গেলা সরোবরে।
যাইতে সুন্দর সর, রূপে যেন তীর্থবর,
তাহা দিয়া মিলে প্রয়াগেরে॥
পুন হলী নগে গিয়া, গোমতী পাইল সিয়া,
তাহে কৈল স্নান তর্পণ।
গণ্ডকীর শাসনে, যেন তীর্থ মার্জ্জনে,
তবে গিয়া করিলা গমন॥

গয়া শিরে করি স্নান, একে একে পিণ্ডদান,
করিয়া হরিষে নিজকাম।
তাহার পশ্চাৎ হেলে, অনেক শিষ্যের মেলে,
গঙ্গাসাগরে গেলা রাম॥
মহেন্দ্র পর্ব্বতে গিয়া, শ্রীরাম দেখিলা গিয়া,
তাহারে করিল পরণাম।
সপ্ত গোদাবরী গিয়া, বেড়াই উৎপন্ন হয়্যা,
কার্য্য সাধি আইলা গুণধাম॥
ভীম পুরী প্রবেশিয়া, কার্ত্তিকেরে দেখিয়া,
পরম আনন্দে মহাশয়।
তার পাছু যান আসি, হরিষে বদরী শশী,
শ্রীশৈলে গিরির আলয়॥
ঋষ্য পর্ব্বত চিত্র, দেখিলা হরির ক্ষেত্র,
তবে গেলা দক্ষিণ মথুরা।
সেহ বন্ধু আগমনে, অৰ্চ্চিয়া ব্রাহ্মণগণে,
অযুতেক ধেনু দিলা সারা॥
হৃৎশালা দরশনে, তাম্রপর্ণী আগমনে,
মিলিলা ভুবন কুলাচলে।
অগস্ত্য দেখিলা তথা, বিনয়ে নোঙাইয়া মাথা,
আশীর্ব্বাদ পাইল কুতূহলে॥
মুনির বিদায় হলী, দক্ষিণ সাগরে চলি,
তাহে কন্যা দুর্গার বসতি।
সেই দুর্গা দেবী দেখি, অর্জ্জুনের স্নান ভেটি,
পঞ্চ অপ্সর সে বেকতি॥
দ্বিজগণে সেই ঠাঞি, দিল অযুতেক গাই,
পড়িলা কেবল দেব পথে।
তৃগর্ত্ত এড়ায়্যা চলে, গোকর্ণ শিবের স্থলে,
আম্বান্ন পায়নি দেখিতে॥
তবে সুপারকে যাই, তার পাছে শক্তি দুই,
ছাড়িয়া নির্ব্বিন্ধ্যা অনুসারি।
দণ্ডকারণ্যে বেড়ায়, মিলিলা আসিয়া যায়,
মহেশ প্রভৃতি তীর্থ পুরী॥

মল্লতীর্থ পরশিয়া, বড় হরষিত হয়্যা,
পুনরপি আইলা প্রভাসে।
দ্বিজগণমুখে শুনি, কুরুপাণ্ডবের বাণী,
তাহে ক্ষত্রিকুলের বিনাশে॥
মনে ভাবি হলধর, খণ্ডিব পৃথিবীভার,
দ্বিজ মাধব রস গায়।
শুন শুন নর এই, পরম আনন্দ হই,
তীর্থ কৈলা লোকের শিক্ষায়॥

পয়ার।

ভীম দুর্য্যোধনে যুদ্ধ গদায় গদায়।
তাহা নিবারিতে রাম কুরুক্ষেত্রে যায়॥
রামে দেখি যুধিষ্ঠির হৈলা সকরুণ।
নকুল সহদেব আর দ্রৌপদী অর্জ্জুন॥
প্রণাম করিয়া রামে এই পঞ্চজন।
মৌন করি রহিলা কিছু না বলিলা বচন॥
কিকারণে এথায় আইলা মহাশয়।
বিরসবদন সভে অন্তরে সভয়॥
গদাপাণি দুই বীর জয় অভিলাষ।
মণ্ডলী আকারে ফিরি বুলি চারি পাশ॥
তাহা দেখি বলদেব বলিলেন হেন।
শুন রাজা দুর্য্যোধন শুন ভীমসেন॥
তুমি দুঁহে মহাবীর অতুল মহাবল।
একজন বলাধিক জানিয়ে নিশ্চল॥
তোমা দুঁহার শিক্ষা দেখি হইল বিস্ময়।
তেঞি সমবলে নহে জয়-পরাজয়॥
ইহা জানি ছাড় দুঁহে বিফল সমর।
নিবর্ত্ত হইয়া দুঁহে চল নিজ ঘর॥
না শুনি রামের বোল সেই দুই বীর।
গদায় গদায় যুদ্ধ কেহ নহে স্থির॥
অন্যোন্যে সদয় শুনিতে দুইজন।
ক্রোধে অচেতন দুঁহে নাহি ছাড়ি রণে॥
অতুষ্ট হইয়া রাম গেল দ্বারকায়।
পুনরপি জ্ঞাতিবন্ধু লয়্যা সভাকায়॥
প্রসিদ্ধ নৈমিষক্ষেত্রে করিলা গমন।
তবে তাহে যজ্ঞ করাইলা মুনিগণ॥
যজ্ঞ মূর্ত্তি ধরিয়া করেন সর্ব্ব যজ্ঞ।
লোকশিক্ষা নিবন্ধন ঈশ্বর অভিজ্ঞ॥
মুনিগণে শিখাইলা বিশুদ্ধ বিজ্ঞান।
তার পত্নী সঙ্গে কৈলা অবভৃথ স্নান॥
বস্ত্র অলঙ্কার সাজে নিজ পরিবারে।
যেন বস্ত্র আপন জ্যোৎস্নায় শোভা করে॥
এইরূপ অনন্তের অনন্ত চরিত।
পুনঃ পুন শুনিলে কে নাপায় পিরিত॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

গৌরী রাগ।

যোই বাণী যাত্র, গোবিন্দ গুণ গায়,
সেই করহ কর্ম্মকারী।
সোই মন যোই, গোবিন্দ ধেআই,
স্থাবর জঙ্গম চারি॥
গোবিন্দ গুণধন, গাওয়ে পুনঃপুন,
নিবসে যো ধীর জনা।
এ ভবসাগরে, কাম অনুসারে,
ভোরই ভোরই বিশ্ব না॥
সোই শ্রবণ যোই, গোবিন্দ বর্ণনই,
শুনহি পুণ্য পুণ্যময়।
সেই বীর হরি, চিহ্ন চরাচরি,
প্রণামে ত মোহে উভয়॥
মাধব বিরচন, সোহিক সুজন,
যো হরি হেরই উভয়।
সোই যজ্ঞ সব, বিষ্ণু বৈষ্ণব,
চরণবারি সেবয়॥

সুদাম বিপ্রের উপাখ্যান।

পয়ার।

আর এক দিন সখা দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
বিষম নিবন্ধ শাস্ত ব্রাহ্মণ্যপ্রধান॥
অনায়াসে মিলে যেই সেই উপভোগ।
গৃহস্থ আশ্রমে বৈসে ধর্ম্ম নিয়োগ॥
পতিব্রতা পত্নী তার বিদিত সংসারে।
পতি আমার আশা কুচেল আকারে॥
যেবা কিছু অর্থ হয় অতিথিরে দিয়া।
উপবাসে গোঙান দিন পতিরে সেবিয়া॥
ক্ষুধায় বিকল জীর্ণ পিত্ত কলেবর।
পতিদুঃখে দুঃখ অতি সূক্ষ্ম দেহধর॥
দরিদ্র স্বামীরে কহি ভয়কম্পমনা।
শুন বিপ্র কেন তুমি পাও এ যাতনা॥
আমার বচনে হের কর অবগতি।
সাক্ষাতে তোমার সখা আপনি শ্রীপতি॥
ব্রাহ্মণ শরণ্য বড় সেই ভগবান্।
তার ঠাঞি যাহ তুমি পাবে পরিত্রাণ॥
দরিদ্র কুটুম্ব তোমা দেখিয়া সদয়।
দিবেন বিস্তর ধন জানিয়া নিশ্চয়॥
সুখে দ্বারকায় তিঁহ আছেন সম্প্রতি।
ভোজ বৃষ্ণি অন্ধক বংশের অধিপতি॥
যেজন তাঁহার পদপঙ্কজ ধেয়ায়।
কৃপায় আপনি তাহে দেন শুভালয়॥
অর্থ কাম অভীষ্টের কি আর অভাব।
অবিলম্বে চল তথা হৈবে বড় লাভ॥
এইরূপে ব্রাহ্মণী বলেন পুনঃপুন।
তাহা শুনি ব্রাহ্মণ ভাবে মনেমন॥
এই বড় সুলভে কৃষ্ণের দরশন।
এত ভাবি গমনেরে পাতিলেক মন॥
তবে ব্রাহ্মণীরে হেন বলিলা সত্বরে।
ঘরে কিছু আছে আন লয়্যা যাই তারে॥
চারি মুষ্টি ক্ষুদ মাগি লৈল চারি ঘরে।
নেকড়ায় বাঁধিয়া সতী দিলেন পতিরে॥
সেই ভেট লয়্যা বিপ্র করিল গমন।
অবিরত পথে হেন চিন্তে মনে মন॥
রাজরাজেশ্বর তিঁহ মুঞি দীন জন।
কেমনে হইবে মোর কৃষ্ণদরশন॥
দ্বারকা নগরে আসি প্রবেশ করিল।
তিন গড়ে তিন সৈন্য স্থান এড়াইল॥
দ্বিজগণ সঙ্গে রঙ্গে দরিদ্র সুদাম।
ভুবনমোহন পুরী দেখি অনুপম॥
প্রথমে বিস্তর বৃষ্ণি অন্ধকের মীর।
অন্যের অগম্য সারি সারি উচ্চতর॥
তবে ষোল সহস্র কৃষ্ণের রমণী।
তার ষোল সহস্র মন্দির মুখ্য জানি।
তথিমধ্যে এক গৃহে আসিয়া প্রবেশে॥
ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হৈল হেন মনে বাসে।
প্রিয়া-পর্য্যঙ্কে ছিলা ত্রিজগত নাথ।
দ্বারে দ্বিজ সখা দেখি ধাই অচিরাৎ।
দুই বাহু প্রসারিয়া দিলা আলিঙ্গন।
পাইল পরমসুখ অশ্রুনয়ন॥
বসাইল আনি সেই পর্য্যঙ্ক-উপরে।
আপনি করন্তি পূজা নানা উপহারে॥
দুই পদ পাখালিয়া শিরে ধরি জল।
দিব্য গন্ধ চন্দনে লেপিলা কলেবর॥
ধূপ দীপ তাম্বূলে অর্চ্চিয়া দ্বিজবরে।
বহু দুগ্ধবতী ধেনু দিলেন আদরে॥
কহিলা মধুর বাক্য আইলা ভাল হৈল।
তোমায় দেখিয়া আজু বড় প্রীত পাইল॥
কুচেল মলিন বিপ্র ক্ষীণ কলেবর।
শিথায় পূরিত অঙ্গ আদি ভয়ঙ্কর॥
তাহা দেখি আনন্দিতে মিত্রবন্দা দেবী।
চামর বিধুনী বায়ে দ্বিজবর সেবী॥

অন্তঃপুরবাসী সব দেখি অবধূত।
বিস্মিত হইয়া ভাবে এ বড় অদ্ভুত॥
কোন পুণ্যবতী বলে এই ক্ষুধিত অবধূত।
লোকের অভয় হয়্যা কৃষ্ণের পূজিত॥
ত্রৈলোক্যের গুরু কৃষ্ণ লক্ষ্মীর সদন।
পর্য্যঙ্কের প্রিয়া এড়ি আলিঙ্গে এজন॥
জ্যেষ্ঠ ভাই দেখি যেন করেন ভকতি।
সেইরূপ দেখিল পতি দ্বিজজন প্রতি॥
তবে সখা দুইজন বসি হাথাহাথি।
গুরুকুলের পূর্ব্ব কথা কৌতুকেতে পাতি॥
প্রথমে পুছন্তি কৃষ্ণ শুনি দ্বিজবর।
গুরুরে দক্ষিণা দিয়া আইলা নিজবর॥
বিবাহ করিলা তুমি সর্ব্ব ধর্ম্ম রীত।
পাইলা সদৃশ নারী নহে কিবা মিত॥
বিপ্রের মনেতে বিভা হইল বিদিত।
তবে আর কথা কৃষ্ণ জিজ্ঞাসে হরষিত॥
সহজে তোমার চিত্ত গৃহ কামহীন।
ধনেরে নাহিক ইচ্ছা পাইল তার চিহ্ন॥
কেহ কর্ম্ম করে কামে অবিহিত মন।
দেখিয়া আকৃতি মায়া তেজিয়া সঘন॥
লোক রক্ষা হেতু যেন আমার করণ।
ঈশ্বর হইয়া কর্ম্ম করি অনুক্ষণ॥
অয়ে সখা সোঙর কি গুরু কুলের বাস।
তোমা আমা দুইজনের বিদ্যা অভিলাষ॥
যে গুরু হইতে দ্বিজ জানি পরমার্থ।
সংসারের পারে হয় পরম কৃতার্থ॥
গুরু তিন রূপ হয় সংসারের মধ্যে।
যাহা হৈতে জন্ম সেই পিতা গুরু আদ্যে॥
দ্বিতীয়ে কহিল গুরু বেদ-অধ্যাপক।
আমার সমান পূজ্য পিতার অধিক॥
তৃতীয়ে কহিল গুরু জ্ঞানদাতা জন।
অজ্ঞান-সংসার দুঃখ যাহার কারণ॥
সকল আশ্রমিমধ্যে সেই মহাশয়।
যেন আমি তেন সেহ অভেদ নিশ্চয়॥
মনুষ্যের জন্ম পায়্যা বর্ণাশ্রমাচারে।
গুরু উপদেশে নর ভবার্ণব তরে॥
গুরুসেবা বহি ধর্ম্ম নাহি উপাধিক।
যাহে তুষ্ট হই আমি পরম রসিক॥
অঙ্গ উপনয়ন তপস্যা উপশমে।
গৃহী ব্রহ্মচারী জন প্রশমতি কামে॥
এই চারি ধর্ম্মে আমি যত তুষ্ট নই।
একা গুরুসেবায় ততেক তুষ্ট হই॥
দৈবে সম্পূর্ণ সেই আমা সবাকার।
সেসব বৃত্তান্ত মনে পড়ে কি তোমার॥
গুরুর মন্দিরে বাস করিলা যখন।
গুরুপত্নী-বাক্যে তথা সর্ব্ব শিষ্যগণ॥
কাষ্ঠ আনিবারে যেন গেলাঙ কাননে।
অকালে প্রবেশ কৈল সেই মহাবনে॥
ঝড় বরিষণ হৈল বড় বিপরীত।
মেঘের গর্জ্জন শুনি প্রাণ চমকিত॥
সূর্য্য অস্তাগত যবে আঁধার উদয়।
উচ নীচ না জানি পৃথিবী জলময়॥
শীতার্ত্ত হইয়া ভ্রমি বেড়াইল বনে।
দেখিয়া কহিছেন আর্ত্ত শিষ্যগণে॥
অরে পুত্র সব শুন আমার কারণে।
বড় দুঃখ পাইলা সভে আসি এই বনে॥
সভা হৈতে অধিক প্রাণীর কলেবর।
তাহে কিছু না শুনিলে আমা ভক্তিপর॥
এই উপকার করিবে গুরুজনে।
যে হয় আমার শিষ্য পরম যতনে॥
যেন তুমি সব কৈলা দেহ সমর্পণ।
হইলাম বড়ই তুষ্ট শুন সর্ব্বজন॥
যেই মনোরথ সিদ্ধি হৈব সভাকার।
যত বিদ্যা দিল আমি তাহা জান সার॥

এইলোকে পর লোকে নহে প্রস্মরণ।
এতেক বলিয়া শুক্র চলিলা ভবন॥
এইরূপে নানা কর্ম্ম শুক্র-গৃহ গত।
সোঙর কি সখা এবে কহিও উচিত॥
শুরু হৈতে অর্থ পাই প্রসন্ন হয় প্রাণী।
পরম প্রশান্ত হয়্যা থাকে হেন জানি॥
এসব কৃষ্ণের কথা শুনি দ্বিজবর।
বলিতে লাগিল শেষে ভক্তিযুত পর॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা এক চিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

ধানশী রাগ।

এইরূপে নরহরি দ্বিজবর সঙ্গে।
হাস্যমুখে কথোপকথন বড় রঙ্গে॥
সর্ব্বভূত-অন্তর্য্যামী হয়্যা ভগবান্।
প্রেম নিরীক্ষণে তাহে পুছে বিদ্যমান॥
শুন শুন দ্বিজবর জিজ্ঞাসি তোমারে।
ঘরে হৈতে কোনবস্তু আন্যাছ আমারে॥
যদি অল্প বস্তু মোরে দেই ভক্তজনে।
তবু সে বিস্তর হয় প্রেমের কারণে॥
অভক্ত হইয়া যদি দেই বহুতর।
তবু তাহে তুষ্ট আমি না হই অন্তর॥
পত্র পুষ্প ফল জল ভক্তি পুরঃসরে।
যে দেই আমারে তাহা খাই মনোহরে॥
এতেক কৃষ্ণের বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
নাহি দিলা তবু খুদ লজ্জার কারণে॥
লক্ষ্মীরঈশ্বরে মুঞি দিব কোন ধন।
এতেক চিন্তিয়া হেঁট করিল আনন॥
সকল ভূতের সাক্ষী সেই মহাশয়।
বিপ্র আগমন কার্য্য জানিলা হৃদয়॥
হৃদয় ভাবিয়া আশা পূরব জনমে।
এই দ্বিজ নাহি ভজে সম্পদ কারণে॥

পত্নীর বচনে প্রিয় সখা দরশনে।
আইল এথায় বড় সানন্দিত মনে॥
পত্নীবাক্যে সম্পদ আমি দিব অতিশয়।
দেবতার দুর্লভ আনের কিবা দায়॥
এতেক চিন্তিয়া প্রভু সানন্দিত মনে।
কি এই বলিয়া টান দিলেন বসনে॥
ভাঙ্গা নেকড়ায় আছে খুদের পুটুলী।
কাড়িয়া লইলা তাহা মহাকুতূহলী॥
এই না আমারে আনিয়াছ প্রিয়ধন।
তবে সখা নাহি দেহ কেমন করণ॥
এখুদ তণ্ডুলে মোর আর বিশ্বজন।
পাইবে পরম তৃপ্তি সুদৃঢ় বচন॥
এত বলি এক মুঠি লইলা তাহার।
ভক্ষণ করিলা সুখে কৃপার আধার॥
আর মুঠি লৈতে হাথ ধরিলা কমলা।
একান্ত ভকতি দেবী দুর্লভ অবলা॥
বলিতে লাগিলা হের শুন বিপ্রবাস।
এক মুঠি গ্রহণে পূরিল অভিলাষ॥
এহ লোক পরলোক সম্পদ সাধনে।
হইল তোমার গোষ্ঠী আর অকারণে॥
আর মুষ্টি খাইলে আমি হইব অধীন।
এক মুষ্টি গ্রহণে সম্পদ পরবীণ।
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

ত্রিপদী।

এইরূপে দ্বিজবর, হরিষে প্রভুর ঘর
ভোজন পানের অবশেষে।
বঞ্চিলা রজনী সুখে, দেখিয়া সে চাঁদ মুখে,
স্বর্গলোক পাইল হেন বাসে॥
ঈশ্বরে না দিলা ধন, আপনি প্রশান্তমন,
না মাগিল লজ্জার কারণ।

আসিতে কহেন হেন, যাহা কৃষ্ণ মিলায়েন,
প্রভু দরশনে হৃষ্টমন ॥
দেখিল ব্রহ্মণ্য দেবে, ব্রহ্মণ্য একদা ভাবে,
অতিশয় বিস্মিত কারণ।
যে উড়ে ধরিলা রমা, সে তবে আলিঙ্গে আমা
না গুণে পতিত দীনজন ॥
কোথায় দরিদ্র তাপী, মুঞি ক্ষুদ্র মহাপাপী,
কোথা কৃষ্ণ লক্ষ্মীর নিবাস।
ব্রহ্ম বন্ধু হেন পায়া, বাহুযুগ প্রসারিয়া,
দিলা কোল মধুর সম্ভাষ ॥
প্রিয় পরিযঙ্কে তুলি, বসাইলা কুতূহলী,
শ্রমযুত দেখিয়া আমায়।
হরিষে মহিষী বর, চামর বিনয়ী কর,
জুড়াই চামর ঘন বায়ে ॥
দেবের সমান মানে, পাদ্য আদি দিলা দানে,
দুই পদ জাঁতিলা আপনি।
করুণায় সনাতন, না দিল ঈষত ধন,
তাহে আমি হেন অনুমানি ॥
ভূমি রসাতল গত, সম্পদ শত শত,
স্বর্গ মোক্ষ আদি সিদ্ধিজনে।
অনেক পুরুষকার, এই যত যত তার,
মূল হরিচরণ-অর্চ্চনে ॥
রজনী প্রভাত হৈল, তরণি উদয় কৈল,
নিবেদিয়া সখা যদুবরে।
চলিলা আপন ঘরে, প্রিয় বাণী নমস্কারে,
প্রভু অনুবর্জ্জিলা তাহারে ॥
অধমে পাইয়া ধন, হইয়া প্রমত্ত মন,
না করিবে আমার শ্রবণ।
এই হেতু কৃপা নিধি, নাহি দিলা ধন বিধি,
দীনবন্ধু পতিত পাবন ॥
এতেক চিন্তিতে সেই, মন্দির নিকটে যাই,
অপূর্ব্ব দেখিলা সেই স্থান।
সূর্য্য হুতাসন চাঁদ, উজ্জ্বল সুন্দর ছান্দ,
বেড়িয়াছে বিস্তর বিমান ॥
নানারূপ উপবন, ভ্রমর গুঞ্জরে ঘন,
প্রফুল্ল কমল উতপলে।
কুমুদ কহ্লারকুলে, সুগন্ধি শীতল জলে,
বেড়িয়াছে সেই রম্যস্থলে ॥
নানা অলঙ্কারযুত, নারীগণ শত শত,
সেই পুরের দাস দাসী।
দেখিয়া ব্রাহ্মণ তা, মুখে নাহি সরে রা,
মনে মনে ভাবে মন্দ হাসি ॥
এই কি বিচিত্র জন, করে বা কে সৃজন,
পশ্চাৎ জানিল দূরতর।
সেই আমার স্থল, কেন হেন রূপ ভেল,
এতেক ভাবিতে দ্বিজবর ॥
সেই দিব্যপুরবাসী, নর-নারীগণ হাসি,
নৃত্যগীত বাদ্য মহোৎসবে।
বস্ত্র অভরণে ভূষি, বিনয়ে প্রণয়ে তুষি,
পুর ভাবে প্রবেশিল তবে ॥
পতি আগমন শুনি, পতিব্রতা ব্রাহ্মণী,
অতিশয় আনন্দিত মতি।
সত্বরে ছাড়িয়া ঘর, বাহিরাল্য সম্ভ্রমপর,
যেন নিজালয় পদ্মাবতী ॥
দেখিয়া স্বামীর মুখ, পাইল ত প্রেমসুখ
নয়নে পূরিল অশ্রুবারি।
পরম নিশ্চয় মনে, প্রবেশিয়া আলিঙ্গনে,
বিরহ বেদন পরিহরি ॥
স্বর্ণহার শোভা করে, বহুত রতন আরে,
তথিমধ্যে দেখিয়া ব্রাহ্মণী।
হাসিয়া তাহার সঙ্গে, মন্দিরে প্রবেশি রঙ্গে,
মঙ্গলপূর্ব্বক বিপ্রমণি ॥
মন্দিরের কিবারস্ত মণিময় শত স্তম্ভ,
অভিনব ইন্দ্রের ভবন।

তার মধ্যে খট্বাচয়, হস্তিদন্ত স্বর্ণময়,
শুভশয্যা যার আবরণ॥
চামর বিয়নী কুল, কি তার কহিব মূল,
কাঞ্চন অমূল্য সমন্বিত।
মুক্তা দাম বিলম্বিত, চন্দ্রাতপ শোভিত,
ঝলমল করে চারিভিত॥
আর নানা পরিপাটী, সৌধ স্ফটিক কোটী,
মহামরকতের দোসর।
রত্নের প্রদীপ জ্বলে, তার মধ্যে জান ভালে,
নারীগণ শোভে মনোহর॥
এই সব অপরূপ, দেখি নিজ বৈভব,
স্থিরমতি সেই দ্বিজবর।
অকারণে মোর কেন, হইল সম্পদ হেন,
অবশেষে জানিল অন্তর॥
মুঞি নিত্য দুঃখিত, দুর্ভগ সুবিদিত
এইহেতু জানিলুঁ নিশ্চয়।
বৈভবের ঈশ্বর, হয়েন প্রভু যদুবর,
তাঁহা দরশনের উদয়॥
কহে আন মোর সখা, যাচকে পাইয়া দেখা,
সাক্ষাতে না বলি তাঁরে কিছু।
নিজ ভাগে অনুমানে, আপনি প্রচুর ধনে,
বরিষে জলদ হেন পিছু॥
আপনার বরদান, তারে করি অল্প জ্ঞান,
পরের ঈষৎ বহুমানে।
তাঁঞি মোর খুদমুষ্টি, লইয়া পরমতুষ্টি,
খাইলা আপন চন্দ্রাননে॥
এই মোর অভিলাষ, জনমে জনমে দাস,
সখা মিত্র সুহৃদ তাঁহার।
হইয়া পরম রঙ্গে, ভকত জনের সঙ্গে,
থাকিব তাহার অনিবার॥
ভকত জনেরে সেই, না দেই সম্পদ এই,
[illegible]
ধনমদে অচিরাত, দেখিয়া করিব পাত,
আপনি সদয় সনাতন॥
এতেক চিন্তিয়া মনে, ভক্ত হয়্যা জনার্দ্দনে,
পত্নীর সহিত দ্বিজবর।
ত্যাগের অভ্যাস যোগে, লম্পট নহিও ভোগে
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ তৎপর॥
প্রভু কৃষ্ণ যজ্ঞেশ্বর, বাসুদেব যজ্ঞেশ্বর,
ব্রতের কারণ সেই সীমা।
ব্রাহ্মণ ছাড়িয়া যাঁর, নাহিক দেবতা আর,
শুন মোর বিপ্রের মহিমা॥
ত্রিভুবনে সে অজিত, ভক্তজন, পরাজিত,
এতেক দেখিয়া সুদাম।
চরণ ধেআন তার, পরিহরি অলঙ্কার,
পাইয়া তাহার নিজধাম॥
কৃষ্ণের চরিত্র এই এক চিত্তে শুনে যেই,
ভকতি লভয়ে ভগবানে।
কর্ম্মবন্ধ বিমোচনে, বিহরে আপন মনে,
দ্বিজ মাধব রস গানে॥

গোকুলবাসিগণের প্রশংসা কীর্ত্তন।

পয়ার।

এইরূপে দ্বারকায় বৈসেন মহাভাগ।
হেনকালে তথায় সূর্য্যের উপরাগ॥
পূর্ণগ্রাস হইবে পরম পুণ্যদায়ী।
আগুআন জানি তাহা গণকের ঠাঞি॥
কুরুক্ষেত্রনামে তীর্থ পুণ্যের নিলয়।
স্নানের কারণে লোক চলিল তথায়॥
যথায় পরশুরাম ক্ষত্রিয় নিপাতে।
রুধির সলিলে হ্রদ কৈল শতে শতে॥
তথায় করিলা যজ্ঞ পাপক্ষয়হেতু।
লোকশিক্ষা নিরন্তর রাম ধর্ম্মসেতু॥

বড়তীর্থ যাত্রা সেই যায় সর্ব্বজন।
বৃষ্ণি বংশ আদি যত নরনারীগণ॥
চড়িলা ঈশ্বর বসুদেব উগ্রসেন।
নিজপাপ বিমোচন আর নানাজন॥
গদ সাম্ব প্রদ্যুম্ন সুচন্দ্র প্রভৃতি।
শুক সারণ আদি যোধের সংহতি॥
অনিরুদ্ধ মহাবীর আদি নানাকায়।
ক্ষত্রি-নিবারণে কৃতবর্ম্মা সহায়॥
আর যত বীরভাগ আপন সাজনে।
চলিল আনন্দে রাম কৃষ্ণের যোগানে॥
বিমান সমান রথে মহাযোধগণে।
তরঙ্গ তরণ তুরঙ্গমে বহুযানে॥
জলধর কান্তি ঐরাবত মত্তদন্তী।
তার পিছে যোধগণ যায় পাঁতি পাঁতি॥
মনোহর নরগণ বিদ্যাধর-কান্তি।
নানা অস্ত্র-শস্ত্রধরি করি নানা ভাঁতি॥
এসব বৈভবমাঝে নানাবাদ্য বাজে।
বসন ভূষণ পরি তারা হেন সাজে॥
পত্নীর সহিত সভে গিয়া কুরুক্ষেত্রে।
গ্রহণ দেখিলা তথা উল্লাসিতনেত্রে॥
স্নান তর্পণ শেষে থাকি উপবাসে।
ব্রাহ্মণেরে ধেনু দিলা নিজ পুণ্যঘোষে॥
পুনরপি আরক্ত দেখি আসিয়া প্রভাতে।
যথাবিধি মুক্তিস্নান কৈলা সভে তাতে॥
কৃষ্ণভক্তি কামে অনুদিন দ্বিজগণে।
আপনি ভুঞ্জিল পাছে তাহার বিধানে॥
তবে সর্ব্ব যদুবংশ সানন্দিত হয়্যা।
বৃক্ষতলে বসিলা শীতল গাছু পায়্যা॥
তথাই দেখিলা নিজ বন্ধু নৃপগণ।
কেহ বা সম্বন্ধী কেহ হয় প্রিয়জন॥
মৎস্য-উদ্ভব আর কোশলের পতি।
বিদর্ভ ঈশ্বর কুরু সৃঞ্জয় প্রভৃতি॥
কাম্বোজ কেকয় মদ্রআদি আনর্ত্ত।
কেবল প্রধান কৈল যেন নিজভৃত্য॥
আর নানাদেশের নৃপতি শত শত।
তার পাছে দেখিল গোকুলবাসী যত॥
নন্দ আদি গোপগণ আপন সুহৃতে।
গোপীসব দেখিলা বড়ই উৎকণ্ঠিতে॥
শুন শুন ওরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

ধানশী রাগ।

দেখি বৃষ্ণিগণ গোপবধূজন,
অন্যোন্যে হরষিত।
হৃদয় প্রকাশ, মুখে মন্দ হাস,
নেত্রে বারি বিপরীত॥
প্রেমে উতরোল, চাপি দিল কোল,
গায় উঠে লোমকূল।
আপনা সব জানি, কণ্ঠে বদ্ধ বাণী,
পাইল প্রীতি অতুল॥
অবলা অবলা, মিলিলা হেন বেলা,
স্নেহে হাসি মন্দ মন্দ।
নির্ম্মল কটাক্ষ, আর বক্ষে বক্ষ,
প্রীতিপ্রেম-জলে অন্ধ॥
সভে ভুঞ্জিয়া মনের সাধ।
জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সব, যে আছে বৈভব,
সবে কৈল আশীর্ব্বাদ॥
আগত কুশল, দুই জিজ্ঞাসিল,
প্রেমানন্দে বুক বিদার।
বসি জনে জনে, কৃষ্ণের কথনে,
কহিতে লাগিল সার॥
সেই কালে তথা, দেখি দেবীপূজা,
যতেক ভাই ভগিনী।

ভ্রাতৃ-ভ্রাতৃসুত, পিতৃ-মাতৃ যুত,
সপত্নী সচক্রপাণি ॥
এই পাইয়া প্রেমের লোক।
হৃষ্ট হইয়্যা এথা, কহ না গো কথা,
এড়িয়া মনের শোক ॥
কুন্তী বলে ভাই, বসুদেব মুঞি,
অভাগী মানো আপনা।
আপদ সময়, লাগি না হি লয়,
তুমি সব একজনা ॥
দৈব যারে বাম, কিবা লয় নাম,
দূরে রহু আর জন।
জ্ঞাতি বন্ধু মাতা, পিতা পুত্র ভ্রাতা,
সেহ না করে স্মরণ ॥
এত শুনি ভগিনীর বাণী।
বসুদেব কয়, করুণ হৃদয়,
মনে তত্ত্ব পরমাণি ॥
শুন গো ভগিনি, দোষ দেহ জানি,
কেহ নহে স্বতন্তর।
দৈবের ক্রীড়ন, করেন সঘন,
আমি সব মূঢ়নর ॥
ঈশ্বর অধীন, হয়্যা সর্ব্বজন,
করে বা করায়ে কার্য্য।
কংসের হিংসন, হেতু এতদিন,
ভ্রমি বুলি নানারাজ্য ॥
এই দ্বিজমাধব গায়ন।
সেই দৈবগতি, আসিয়া সম্প্রতি,
পাইব আপনার স্থান ॥

পয়ার।

কুন্তী বসুদেবে ত হইল এত কথা।
তবে বলদেব উগ্রসেন আদি তথা ॥
সকল রাজার পূজা করিলা বিধানে।
আনন্দিত নৃপগণ কৃষ্ণ দরশনে ॥
অবশেষে ভীষ্ম দ্রোণ অম্বিকার সুত।
গান্ধারীর নিজসুতে হইয়া সংযুত ॥
পত্নীর সহিত যত পাণ্ডবের গণে।
কুন্তী সঞ্জয় কৃত বিদুর সুজনে ॥
কুন্তি ভোজ বিরাট ভীষ্মক নগ্নজিত।
শৈব দ্রুপদ ধৃষ্টকেতু পুরোহিত ॥
কাশীরাজ দমঘোষ আর বিশালাক্ষ।
মেথি রসভ্রক আদি মহামহা মুখ্য ॥
সুধামন্যু সুধাচন্দ্র বাহ্লিক আদি যত।
পুত্র পরিবার সঙ্গে ভূপ শতে শত ॥
যুধিষ্ঠির অনুগত হয় যেই যেই।
আসিয়া কৃষ্ণের পাশে ধন্য সেই সেই ॥
বধূগণ মেলে তারা মধুর আকার।
দেখিয়া বিস্মিত হৈলা লক্ষ্মীর আধার ॥
তবে রামকৃষ্ণ দুহার পাইয়া পূজনে।
যদুবংশের প্রশংসা করন্তি ঘনে ঘনে ॥
শুন ভোজপতি তুমি সর্ব্ব মহামতি।
সংসারের মাঝে যত আছে নরপতি ॥
তার মধ্যে সব কুল জিনিলে তুমি সব।
নিরন্তর দেখ কৃষ্ণরূপ অনুভব ॥
যারে দরশন নাহি পায় মুনিগণ।
হেন প্রভু নারায়ণ আপনি প্রসন্ন ॥
যার কীর্ত্তি শ্রুতিগণ স্তবে অনুক্ষণ।
যার পাদোদক গঙ্গা নিগম বচন ॥
একত্র তিন তীর্থ অখিল ভুবনে।
পরম পাতক হরে স্নানে সর্ব্বজনে।
যার বলে বলহীন হয়্যাছিল মহি।
যার পদ দর্শনে পবিত্র মুক্তি পাই ॥
আমা সভাকার এবে সর্ব্ব প্রভুজন।
আপন হরিষে কৃপা বরিষে সঘন ॥

যার বংশ পরশে সুকৃত হয় যতি।
সভা শয্যাসন বসন নানা রীতি॥
বিবাহ সম্বন্ধে কৃষ্ণ সতীর্থ রক্ষণ।
যার ঘরে আইল আপনি নারায়ণ॥
সংসারে থাকিয়া যার প্রেমরস-প্রসাদে।
বিমুখ হইবে স্বর্গ অপবর্গ পদে॥
তোমা সভাকার বড় জন্ম সফল অতি।
ইহার অধিক জন্ম না জানি হইতে॥
হেন কথা নন্দঘোষ লোকমুখে শুনি।
সর্ব্ব পরিকরে কৃষ্ণ শ্লাঘ্য আপনি॥
দেখিবারে চলিলা পরম উল্লাসিত।
শকটে চড়িয়া গোপগণের সহিত॥
দেখিয়া গোকুলপতি যত ঋষিগণ।
মহাকৃষ্ণ হেন দোঁহে জানিলা তখন॥
আনন্দে প্রিয় কোল দিল জনে জন।
চির দিনের দুঃখ হইল শোধন॥
তবে বসুদেব আনি দিলা নিদর্শন।
দড়ুই বিহ্বল মনে প্রফুল্ল নয়ন॥
কংসের সন্তাপ মনে করিয়া স্মরণ।
যেন রূপে গোকুলে পুত্রের বিসর্জ্জন॥
তবে রাম দামোদর আসিয়া সম্ভ্রমে।
বাপ মায়ে কোল দিয়া চরণ প্রণামে॥
প্রেমে আকুল মুখে নাহি সরে বাণী।
দুই গণ্ড বাহি পড়ে নয়নের পানী॥
নন্দঘোষ যশোদা ভিড়িয়া দুই করে।
দুই পুত্র কোলে করি ঘন চাপি ধরে॥
লোচন যুগলে নীর মুছিলা বিস্তর।
অন্যোন্যে চিন্তিল সভার কলেবর॥
রোহিণী দৈবকী যাই যশোদার স্থানে।
কোলাকুলী করি পূর্ব্ব স্নেহ সোঙরণে॥
অবশেষে কহি কিছু করপুট হয়্যা।
সে সব বচন নর শুন মন দিয়া॥
শুন শুন অরে হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

বরাড়ী রাগ।

রোহিণী দৈবকী দুহে কহি যশোদারে।
তোমার স্নেহের কথা কহিব কাহারে॥
ইন্দ্রের সম্পদ যদি হয় বিমোহন।
তবু নাহি পাসরিতে নহে পাসরণ॥
শুন আগো রাণী কেবা পর সেবিব আর।
যার নাম শুনে সংসার পায় ত নিস্তার॥
জন্মমাত্র থুইল তোমা সভার নিলয়।
এ সব কারণে নাহি চিনে বাপ-মায়॥
পৃথিবী-ভূষণ ধর গোধন পালনে।
আছিল অভয় পায়্যা এ তিন ভুবনে॥
যেন রূপ হয় চক্ষু চক্ষুর পালক।
এই ভাই দুইজন অখিল বালক॥
দ্বিজ মাধব কহে এই বোল সার।
যে হয় সুজন আত্ম-পর নাহি তার॥

ব্রজবাসীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন।

পয়ার।

তবে গোপগণ আসি পাইল গোপালে।
চিরকাল গোঙাইল সোঙরিয়া যারে॥
যার পরশনে কালে নয়ন উপরে।
ক্ষণে ক্ষণে পদ্মফুল ব্যবধান করে॥
সহিতে না পারি তারা মনের সন্তাপে।
তাহার সৃজনকারী বিধাতারে শাপে॥
হেন বন্ধু পুনরপি নয়নগোচর।
মনোরথ পরিপূর্ণ গুরু প্রেমতর॥

নয়নে হৃদয়ে আনি দৃঢ় আলিঙ্গনে।
পাইল যাহার ভাব আপনা না জানে॥
যে পদ ভাবিয়া যোগিগণ নাহি পায়।
প্রেমরসে গোপী তাহা পাইল হেলায়॥
সেই গোপীগণ তবে লয়্যা বনমালী।
নির্জ্জনে আনিয়া লেক দিলা কুতূহলী॥
পশ্চাৎ কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসিল হাসি।
বলিতে লাগিল হেন বৃন্দাবনবাসী॥
শুন শুন ওরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত॥

নটরাগ।

চির ব্যাজ হেতু সখি না নিন্দিহ এথা।
বন্ধুজন প্রিয়কাজে বিফল হয় যথা॥
বিশেষ জানিহ অরিকুল চারিপাশে।
অবসর নাহি পাই তাহার বিনাশে॥
চৈতন্য-চরণ শিরে করিয়া আনন্দে।
দ্বিজ মাধব কহে একথা গোবিন্দে॥
শুন সখি চাঁদমুখি বুঝাই তোমায়।
অবহেলা না করিহ অজ্ঞান সন্ধ্যায়॥
সর্ব্বভূতে নিয়োজে বিয়োজে ভগবান।
সেই ভগবান বহি কেহ নহে আন॥
যেন ঘনাঘনী তৃণ ধূলাধূলীগণে।
একত্র করিয়া ভিন্ন করে সমীরণে॥
তেন ভূতকারী করে ভূতের নিয়োগ।
কার সহিতে যোগ কার সহিতে বিয়োগ॥
আমা সভাকার হৈল বড় ভাগ্যোদয়।
এইত তুঁহার স্নেহ জন্মিল আমায়॥
আমার জনম মাত্রে এতেক ভববন্ধু।
হস্থিবে আমার লোক পায় সুখসিন্ধু॥
সকল ভূতের আমি আদি বিশেষ।
অন্তর বাহির এই শুন উপদেশ॥
যেন কালে হয় মহী পবন আকাশ।
তেন জুতি এইপক্ষ ভূতের প্রকাশ॥
ভোক্তারূপ হই আমি আপন ভোজনে।
সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত হই আপনা আপনে॥
ভূত ভৌতিক দুই নিবসে আমায়।
পরিপূর্ণ আমি ইহা দেখ সর্ব্বদায়॥
অধ্যাত্ম শিখাইতে এই তত্ত্ব গোপীগণে।
জন্মাইলা যাদবানন্দ আপনি আপনে॥
এই ভাবনায় গোপী তেজিব এ রোষ।
পাইলে তাহার তত্ত্ব নাহি অসন্তোষ॥
গৃহ ধর্ম্মের ভজনে ভজিয়া প্রেমসুখ।
চতুর্জ্ঞান মায়া জানি হইয়া বিমুখ॥
পুনরপি মাগে সেই চরণে ভকতি।
করিয়া অনেক স্তুতি বিনয় প্রণতি॥
শুন শুরে মূঢ় লোক কহিল বিদিত।
যে বহে চরণ তারে জ্ঞান অনুচিত॥
দৃঢ় হয়্যা প্রভুপদ না ছাড়ে কখন।
শ্রীভাগবতে আছে ইহার বচন॥
প্রেমভক্তি মহাসুখ পুনর্জ্জীবন।
নারদ প্রভৃতি যাহে মগ্ন অনুক্ষণ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু সন্ন্যাসী বিহরে।
যাহার প্রসাদে লোক তরয়ে সংসারে॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

মহারাষ্ট্রি রাগ।

যোপদ যোগের পতি।
অগাধ বোধের গতি॥
চিন্তে ভব দিন রাতি।
তবু না দেখে কোন আকৃতি॥
বন্ধু দয়া নাছাড়িহ রে।
গোপীজন বলে গুণধাম।

তেরি পদ অনুপাম।
মেরি সনে রহু অবিরাম ॥
সংসার কূপে অসার।
প্রাণী পড়িয়া মরে বারে বার ॥
তাহার উদ্ধার কাজে।
অবলা শুনহ পদ সমাজে ॥
হাম গৃহবাসী বধূ।
পাওল যো পদমধু ॥
তাহা পাসরিতে নারি।
মাধব কহে প্রেমভিখারি ॥

দ্রৌপদীসহ শ্রীকৃষ্ণ-পত্নীগণের কথোপকথন।

তবে গোপিকার পতি সেই গতি মতি।
ভক্ত অনুগ্রহে বলি তাহা সভার প্রতি ॥
তার পাছে যদুনাথ যুধিষ্ঠির স্থানে।
কুশল জিজ্ঞাসা কৈলা আর বন্ধুগণে ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি হয়্যা সম্মানিত।
তবে তাহে কহিতে লাগিলা হরষিত ॥
শুন শুন মহাপ্রভু করি নিবেদন।
তব পাদপদ্ম-মধুমত্ত মহাজন ॥
হৃদয় থাকিয়া মুখে উগারে সঘন।
শ্রবণে কথনে তাহা পিয়ে যেইজন ॥
নিরবধি তোমার চরণে যার মন।
তাহা সভার অকুশল নহিব কখন ॥
বেদমগ্ন লুপ্ত হয়্যা ছিল পাপ কালে।
তাহা রাখিবারে তুমি বেদমায়া বলে ॥
লীলায় আনন্দ তনু করিলা প্রকাশিত।
আপনার তেজে তিন অবস্থার হিত ॥
পরম অখণ্ড বোধ অখণ্ড শকতি।
পরিপূর্ণ মহিম পরমহংসগতি ॥
তোমার পদারবিন্দ বন্দি সর্ব্বজনে।
এতেক বলিয়া তারা রহিলা তখনে ॥
তবে কুরুবংশের যতেক নারীগণ।
কৃষ্ণপদ দেখিবারে আইল হৃষ্টমন ॥
কৃষ্ণের রমণী সঙ্গে মিলিলা কৌতুকে।
অপূর্ব্ব প্রভুর কথা কহি একে একে ॥
দ্রৌপদী কহেন দেবী শুন গো রুক্মিণী।
শুন ভদ্রা জাম্ববতী কৃষ্ণের রমণী ॥
লোক ব্যবহারে আনিয়া চক্রপাণি।
কেমনে করিলা বিভা আমরা নাহি শুনি ॥
বিবাহ করিলা তোমাসভা যেন মতে।
সেই সব কথা কহ জিজ্ঞাসি তোমাতে ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা এক চিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥

পয়ার।

রুক্মিণী বলেন হের শুন গো দ্রৌপদি।
শিশুপালে দিতে আমা হইয়া বিবাদী ॥
ধনুকে পূরিয়া শর আছে নৃপগণ।
তাহা সভার মাঝে প্রবেশিয়া চন্দ্রানন ॥
হরিয়া আনিল ভেট কুটুম্ব ভূষণ।
যেন অজমেষ মুখে আপনার ধন ॥
হেলায় কাড়িয়া লয়্যা যায় মৃগরায়।
সেই পদ্মাবতী আমি সেবি সর্ব্বদায় ॥
সত্যভামা বলেন শুন কহি নিজ কথা।
সহোদরবধে বাপ পায়্যা বড় ব্যথা ॥
কৃষ্ণেরে দিলেন দোষ শুনে সর্ব্বজনে।
মিছা অপযশে তিঁহ প্রবেশিল বনে ॥
জাম্ববানে জিনিয়া আনিল স্যমন্তকে।
আমার বাপেরে দিলা দেখাইলা লোকে ॥
সেই নিজ আপরাধ মার্জ্জিবার তরে।
তবে আমা দিল দান বঞ্চিয়া আনেরে ॥

জাম্ববতী বলে শুন আমার করণ।
না জানিয়া মোর বাপ রামচন্দ্র হেন॥
সাতাশ দিবস যুদ্ধ করি তার স ন।
পশ্চাৎ জানিয়া প্রভুর পড়িল চরণে॥
স্তবন করিয়া আমা দিলা ম'ণর সঙ্গে।
আপনার কথা এই কহিলাম রঙ্গে॥
কালিন্দী কহেন তবে নিজ বিবরণ।
তপ করিবারে আ ছিলাম কানন॥
তাঁহার পদারবিন্দ পরশন আশে।
হৃদয় জানিয়া তাঁর মুখ উপদেশে॥
হাথে ধরি রথে তুলি লইয়া আপনি।
এই আমি তার গৃহমার্জ্জন-কারিণী॥
ভদ্রা বলেন আমার কাম্য জন্মে জন্মে।
থাকিব তাঁহার পাদ প্রক্ষালন কর্ম্মে॥
সত্যা বলেন তবে রহি নিজ ক র্য্যে।
আমার জনক পরীক্ষিতে মহাবীর্য্যে॥
সাত গোটা বলদ করিয়া নিজপুরে।
মহাবল বীর্য্য খরতর শৃঙ্গধরে॥
এই সাত গোটা বৃষ বান্ধিবেক যেই।
আমার কন্যারে বিভা করিবেক সেই॥
পুরেতে আসিয়া যেই জিনে সাত বৃষে।
ছাগলের ছা হেন বান্ধি অনায়াসে॥
বীর্য্যপণে আর চতুরঙ্গ দলযুত।
হেনমতে সুত দাসী আইলা অদ্ভুত॥
পথ মধ্যে রিপুকুলে করি পরাভব।
আনিলেন নিজ পুরে ঠাকুর যাদব॥
এই মোর কামনা হইনু তাঁর দাসী।
তাঁর কথা কহিতে অপূর্ব্ব হেন বাসী॥
তবে মিত্রবিন্দা দেবী কহেন হাসি হাসি।
আমার কথা কহি শুন ভাগ্য হেন বাসি॥
আমার জনক কৃষ্ণে আনিয়া আপনি।
তাহার চরণগত চিত্ত আমা জানি॥

অক্ষৌহিণী দিলা আর রথ রথিগণে।
সাত ভাই মিলি বিভা দিলা হৃষ্টমনে॥
কর্ম্মবশে জন্মে জন্মে ভ্রমি যথা যথা।
তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি হউক তথা তথা॥
তবে নগ্নজিতা বলেন শুন গো দ্রৌপদি।
যেমন করিল বিভা প্রভু গুণনিধি॥
ব্রহ্মা আদি মহাজন জানিয়া নিশ্চয়।
এইমত জানি া জনক দয়াময়॥
তোমার জনক যেন অর্জ্জুন কারণে।
আকাশে করিল মৎস্য র জ আচ্ছাদনে॥
কেবল জলের ছায় হয় দরশন।
তারে উপাধিক আর অন্তরাচ্ছাদন॥
শুনিয়া তাহার কথা নানা দেশ হৈতে।
আইল নৃপতিকুল উপ ধ্যা সহিতে॥
নৃপ তি সহিত হয় আসুরী বিবাহ।
আমা লয়্যা যাইবেন বিন্ধিয়া হৃদয়॥
এই অভিলাষে বীর্য্য রণ শতজিত।
শরধনু লয়্যা সভে হৈলা উপনীত॥
দ্বিজমাধবে কহে হয়্যা আনন্দিত।
এই বচনের মাঝে রচি এক গীত॥

পঠমঞ্জরী রাগ।

কেহ কেহ ধনুক ধরি, কেহ গুণ দিতে শরি,
কেহ গুণ দিতে ধনুক হুলে।
মারিতে মারল তা, পাইয়া বিষম ঘা,
উথাড়িয়া পড়ে ভূমিতলে॥
জরাসন্ধ শিশুপাল, ভীম দুর্য্যোধন ভাল,
কর্ণ আদি বীর আর পাশে।
ধনুকে জড়ায়্যা গুণ, শর দিতে চাহি ঘন,
না জানি কোথায় মৎস্য আছে॥
শুন শুন নৃপরাণী, তুহু যে পুছসি বাণী,
কহিলে সকল অদভুত।

যেন রূপে চক্রপাণি, সকল ভূপালে জিনি,
আনিলা আমায় দর্পযুত ॥
অর্জ্জুন মহাবোধ না পাই অধিক যোধ,
জলে দেখি মৎস্যের আভাস।
সন্ধানে মারিল শর, প্রবেশিল কলেবর,
বিন্ধিয়া পাড়িল শ্রীনিবাস ॥
এইরূপে বীরগণ, মানী হইয়া তখন,
লজ্জায় হইয়া পাছু যান।
তাহা দেখি ভগবান, হেনে পূরি সন্ধান,
জল নিরীক্ষণে বিন্ধি বাণ ॥
ছিঁড়িয়া পড়িল মাচ, দর্প হইল পাছ,
জয় জয় বলে সর্ব্বজন।
স্বর্গে দুন্দুভি বাজে, হরিষে অমর রাজে
পুষ্পবৃষ্টি করে নিজগণ ॥
দ্বিজ মাধব গায়, চিন্তিয়া চৈতন্যরায়,
শুন রে সকল সাধুজন।
শ্রীভাগবত, পুরাণ বিদিত,
লক্ষ্মী দেবীর বচন ॥

ঋষিগণ সমীপে বসুদেবের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা।

পয়ার।

বাপের প্রতিজ্ঞা সভে কৈল ভগবান।
তবে আমি রঙ্গমাঝে করিলা পয়াণ ॥
সুন্দর নূপুর পদে রুণু ঝুনু বাজে।
কখন অমূল্য রত্ন মালাকারে সাজে ॥
ধীরে ধীরে সকল ভূপালে নিরীক্ষণে।
কৃষ্ণের গলায় মালা দিলা একমনে ॥
তবে শঙ্খমৃদঙ্গ অনেক বাদ্য হয়।
নট ভট নৃত্যক তারা সভে গায় ॥
পরম হরিষে আনি ধরিল মাধবে।
না সহিল নৃপকুল কাম পরাভবে ॥
রথ আরোহণে আমা চতুর্ভুজ হয়্যা।
রহিলা পরমানন্দে শারঙ্গ পূরিয়া ॥
দারুক চালায় রথ দেখি নৃপগণ।
মৃগ পালেরে যেন সিংহের নিরীক্ষণ ॥
রুষিয়া পশ্চাৎ তারা বিরোধিল বাটে।
যেন সিংহ দেখি রোষে কুঞ্জরের ঠাটে ॥
তাহা দেখি রঙ্গে প্রভু জুড়ি বহুশর।
কবজ সহিত কাটি পারিল বিস্তর ॥
কেহ কেহ প্রাণ লয়্যা পলাইল ডরে।
তবে আসি প্রবেশিলা আপনার পুরে ॥
বিবিধ প্রকারে সেই পুরের নির্ম্মাণ।
রবিকর হেন ধ্বজপতাকা সমান ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রশংসিত নামে কুশস্থলী।
নিরবধি তাহে কেলি করেন বনমালী ॥
আপন বাপেরে কিবা করিব বাখান।
ইষ্ট মিত্র সভাকারে করিল সম্মান ॥
বস্ত্র অলঙ্কার আদি সকল অতুল।
দাস দাসী হস্তী অশ্ব নানা অস্ত্রকুল ॥
এ সব যৌতুক মনে করি নিজ ভক্তি।
পরিপূর্ণ প্রভুরে দিলেন নানা শক্তি ॥
এই সে হেতু আমরা তাহার গৃহদাসী।
সর্ব্বসঙ্গ পরিহরি নিজ ধর্ম্মে বসি ॥
ভীষ্মকনন্দিনী আদি মুখ্যা অষ্ট রাণী।
প্রেমে কহিলা তারা এই সব বাণী ॥
রোহিণী প্রমুখ আদি যতেক বনিতা।
পশ্চাৎ হইয়া তারা কহি হরষিতা ॥
পৃথিবীতে ছিল বড় নরক ভূপাল।
আমা সভার বাপে জিনে বিক্রমে বিশাল ॥
কাড়িয়া আনিল আমাসভা সেই জন।
একে একে ষোল সহস্র করিল গণন ॥
মন্দিরে রাখিয়া দিল বিভার কারণে।
তবে তাহে গদাধর বধিলা আপনে ॥

আপন চরণ প্রতি জানিয়া সদয়।
ছোড়াইয়া আনি বিভা কৈলা মহাশয়॥
শুন গো ভূপতিবধূ তাহার প্রসাদে।
না ধরি কামনা আর সার্ব্বভৌম পদে॥
না চাই ইন্দ্রের পদ কহিল তোমারে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য ভোগ আশা নাহিক আনেরে॥
অবিবাদী ইষ্টসিদ্ধি তাহে নাহি মন।
যেবা মোক্ষ ব্রহ্মপদ ধেআয় কোন জন॥
আছুক আনের কথা মুক্তি নাহি বাসে।
সবে বুঝেন প্রাণ এই অভিলাষে॥
লক্ষ্মী কুচকুঙ্কুম আমোদ মনোহারী।
কৃষ্ণপাদপদ্মরেণু ধরেন শিরোপরি॥
যেন ধেনু চরাইত ব্রজে বনমালী।
হরিষে তাঁহার পদ পরশে গোআলী॥
যেন বা পুলিনে নারী তৃণ লতাগণ।
যেন বা গোআলাগণ পায় সেই ধন॥
শুনিয়া কৃষ্ণের এই সব অনুরাগ।
কুন্তী আর গান্ধারী দ্রৌপদী গোপীভাগ॥
সভে সবিস্মিতমতি সজল নয়ন।
এইরূপে সম্ভাষণ করেন বধূগণ॥
হেনকালে আইলা রামকৃষ্ণ দরশনে।
যত যত মুনি তাহা করিব গণনে॥
বৈশম্পায়ন নারদ চ্যবন পরাশর।
বিশ্বামিত্র শতানন্দ সুনীত অপর॥
ভরদ্বাজ গৌতম বামন অবসানে।
শিষ্যগণ সঙ্গে আর বসিষ্ঠ প্রধানে॥
পৌলস্ত্য গালব ভৃগু মন্ত্রী বৃহস্পতি।
মার্কণ্ডেয় অক্রুর কশ্যপ মহামতি॥
দত্তাত্রেয় অঙ্গিরা অথর্ব্ব বামদেব।
যাজ্ঞিক সুপ্রকৃতি ব্রহ্মার পুত্র সব॥
মুনিগণে দেখিয়া যতেক নৃপগণ।
যতেক পাণ্ডব রামকৃষ্ণ দুইজন॥
চরণ বন্দিয়া পূজা কৈল পদ্মাসনে।
বলিতে লাগিলা কৃষ্ণ শুনে সভাথানে॥
পৃথিবী সকল জন্ম পাইল আমি সব।
যোগেশ্বর দরশনে দেবের দুর্লভ॥
যে জন কল্প তপস্যা করিয়া নাহি পায়।
দেবাদিদেব দৃষ্টি কেবল প্রতিমায়॥
সে আমার হইল দৈবের কারণ।
যার দৃষ্টি দরশনে পাপ বিমোচন॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
এই কৃষ্ণস্তবনে ভণিব এক গীত॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একমন।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচন॥

—

ধানশী রাগ।

নহে তীর্থ জলময়, দরশনে পাপক্ষয়,
বহে দেবশিলা মূর্ত্তিময়ী।
এই সব দিনে দিনে, বেদবিধি নিষেবণে,
তুমিত বিলাসকারী হই॥
শুন শুন যেবা হয়, ভুবনে সাধুজন,
দরশনে পতিত পাবন॥ ধ্রু
আঁখি ভরি সব তারা, মুরলীর শূন্য ধারা,
বাণী শুনে সব ভেদকারী।
না করি সেবন জ্ঞান, যেন বিধি দরশন,
ক্ষেণেকে ক্ষেণেকে জ্ঞানহারী॥
যাহার এধাতু কায়, শ্রবণে বন্দিত হয়,
সুত দারে হয় সমবন্দী।
তীর্থবুদ্ধি হয় জলে, মিথ্যা বুদ্ধি ধীরকুলে,
সেই গোক্ষুরে হয় শুদ্ধি॥
দ্বিজ মাধবের বাণী, শ্রীভাগবত জানি,
গোওরণে অক্ষত বিনাশিনী।
শ্রীচৈতন্য গুণ, পাপ বিনাশন,
ক্ষেমব সে প্রকাশ অবনী॥

পয়ার।

শুনিয়া কৃষ্ণের এত বেভার বচন।
মৌন করি রহিলা সকল মুনিগণ॥
পশ্চাৎ হৃদয়ে করি অনেক বিচার।
অনিশ্রম হইয়া জগত-আধার॥
লোক প্রবর্ত্তক হেতু কহি এই সব।
এতেক চিন্তিয়া বলে শুন হে মাধব॥
তোমার চরিত্র বড় বিদিত সংসারে।
প্রভু হয়্যা অল্পবুদ্ধি কর আপনারে॥
যার মায়ায় মোহিত হই আমি সব।
মহাতত্ত্ব চিত প্রজাপতির দুর্লভ॥
এক অচেষ্ট হয়্যা অনেক প্রকার।
সৃজন পালন বিনাশ আপনার॥
তত্ত্ব বন্ধন হেতু যেই এই মহী।
নানা রূপ নানা বেশ না আদি হই॥
মুঞি কি বুঝিব আর তোমার ব্যবহার।
পরিপূর্ণ হয়্যা অন্ধ করয়ে সংসার॥
শিষ্টরক্ষণ দুষ্ট জনের বিনাশে।
সর্ব্ব তত্ত্ব ধর্ম্ম কাল নিজ লীলাবশে॥
বহু নাম হইবার ধরহ বেদ পথ।
পরম পুরুষ তুমি পূর্ণমনোরথ॥
তপ আদি যত বেদ তোমার হৃদয়।
তাহে স্থূল সূক্ষ্ম পরবেদের উদয়॥
এই শাস্ত্রপ্রবর্ত্তক তুমি সনাতন।
ব্রাহ্মণ প্রধান রূপ হয় সেকারণ॥
তাহার পূজন প্রভু কর হরষিত।
ব্রাহ্মণের গৃহ শূন্য হয় সমুচিত॥
আজি আমা সভাকার সফল হৈল জন্ম।
সফল লোচন বিদ্যা তপ আদি কর্ম্ম॥
তোমায় আসিয়া দেখিল শিশুগতি।
ইহা রহি পুরুষের নাহি ক্ষেম মতি॥

সেই ভগবান সভে করিল প্রণাম।
নিজ যোগমায়ায় অমৃত গুণগ্রাম॥
অনন্ত অচিন্ত্য রূপ কৃষ্ণকলেবর।
না চিনে আমায় সেইসব নৃপবর॥
কাল স্বরূপ আত্মা গুণ মায়াপুটে।
না জানে যাদবকুল থাকিয়া নিকটে॥
যেন স্বপ্নে দেখে নর আপনার তনু।
দেহরূপে নানা ছন্দে অনুরূপ যেন॥
তেঞি মত সুন্দর ইন্দ্রিয় চেষ্টায়।
মায়া বিমোহিত ব্রহ্মা না জানে তোমায়॥
তোমার পদারবিন্দ সর্ব্বতীর্থময়।
দেখিল যোগীন্দ্র তাহা আপন হৃদয়॥
কর্ম্মরস ছাড়ি ভক্তি রসে মজে যেই।
নিশ্চয় জানিল প্রভু পায় তোমা সেই॥
তেঞি ভক্ত হেন জানি কর অনুগ্রহ।
এতেক বলিতে সেই মুনির সমূহ॥
কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠির বিজ্ঞাপনে।
যাইতে করিল মন আপন ভুবনে॥
তাহা দেখি বসুদেব আসিয়া পশ্চাতে।
বলিতে লাগিলা হেন করি দণ্ডপাতে॥
শুন ঋষিগণ হের করি নমস্কার।
দেবরূপী তুমি পরসংসারের সার॥
যে কর্ম্ম যেমতে করিলে হয় কর্ম্ম নাশে।
কহিবে আমারে তাহা বড় অভিলাষে॥
আপন কুশল পুছে আমা সভাকারে।
যার সনে একত্র স্থিতি তারে অনাদরে॥
লোকের উভয় এই আছে নিরন্তরে।

* * * *

যেন গঙ্গাজল এড়ি গঙ্গাতীরবাসী।
অন্য জলে যায় ধায়্যা শুদ্ধ অভিলাষী॥
যার জ্ঞান নাহ তার সৃষ্টি অভিলাষে।
তারে অবুধিয় লোক বর হন বাহসে॥

যেন পূর্ব্ব মেঘ হিম বাস্থু আচ্ছাদিত।
হেন মত নিজকর্ম্ম কৃষ্ণ অবিদিত।
তবে বসুদেবেরে বলেন ঋষিগণ।
রামকৃষ্ণ গুণ নাম সেবহ চরণ॥
কর্ম্ম হৈতে কর্ম্ম নাশ শিষ্ট নিরূপণ।
তাহার প্রকার কহি শুন একমন॥
নিষ্কাম হইয়া যদি যজ্ঞের বিধানে।
তার কথা কহি আমি তোমার বিদ্যমানে॥
নিত্য উপবাসী সব মোহিত শুদ্ধমন।
আত্ম সুখ পরধর্ম্ম মোক্ষের সাধন॥
কহিব সুগম পথ দ্বিজ গৃহ পর।
ত্রৈবিদ্য যজ্ঞে যজে প্রভু প্রধান সেই নর।
চিত্তের বাসনা সেই করে যজ্ঞদান।
গৃহ ভোগ এড়ে আশা স্ত্রীপুত্রগণ॥
আদ্যার বাসনা যে স্বর্গ আদি লোকে।
তাহা কালে পরিহরে দেহের বিপাকে॥
প্রাণের নিবাসে ধীর যায় তপোবনে।
তিন গুণে বর্গ জন্মে দ্বিজনিজগণে॥
দেবঋণ ঋষিঋণ পিতৃলোক ঋণ।
যজ্ঞ অধ্যয়ন পুত্রে যে না শুধে তিন॥
অবিচারী হয়্যা গৃহ এড়ে অবিবেকে।
নিশ্চয় জানিহ সেই নিবসে নরকে॥
এই তিনের মধ্যে শুধিয়াছ দুই।
পিতৃ ঋণ ঋষিঋণ তার দায় নাই॥
যজ্ঞে যজিয়া এবে শোধ দেবঋণ।
তবে ঘরে যাহ তুমি কর্ম্মে হয়্যা হীন॥
শুন শুন বসুদেব তুমি মহাশয়।
পূর্ব্বজন্মে হরিসেবা করিলে নিশ্চয়॥
যে হেতু তোমার পুত্র সেই ভগবান্।
মুনিমুখে বসুদেব শুনিয়া বিধান।
সেই সব ঋষিগণে করিয়া বরণ।
তবে তারে যজ্ঞ করাইল মুনিগণ॥
সেই কুরুক্ষেত্রে আসি আরম্ভে সময়।
স্নান করিল সব যদুর তনয়।
যতেক নৃপতি কিবা নৃপরাণীগণ।
বস্ত্র অলঙ্কার ধরে মাল্য চন্দন॥
দীক্ষামান উপনীত হয়্যা সর্ব্বজন।
নৃত্যগীত বাজনার না যায় কথন॥
বসুদেবে অভিষেক করি ঋষিগণ।
সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লেপি নয়নে অঞ্জন॥
স্নান শেষে ধরি দিব্য বসনভূষণ।
অধিক সুবেশ হৈল যত নারীগণ॥
সপ্তদশ নারীসঙ্গে সাজে অদভুত।
যেন চন্দ্র শোভা করে তারাগণযুত॥
দীক্ষিত হইয়া চর্ম্ম অম্বরে ভূষিত।
যতেক সদস্য তার যত পুরোহিত॥
পীতবাস পরিধান সাজে সেই সব।
যেন দেবরাজ সঙ্গে হইল উৎসব॥
রামকৃষ্ণ দুই ভাই যত বন্ধুগণে।
সুবেশ হইয়া গেল স্ত্রীপুত্রসনে॥
অগ্নিমন্ত্রে আদি যজ্ঞ করি একে একে।
প্রকৃতি বিকৃতি রূপে সম্বরে যতেকে॥
যজ্ঞ অবশেষে করি অবভৃত স্নান।
পুরোহিত গণেরে অর্চ্চিয়া বিদ্যমান॥
স্বর্ণ বস্ত্রে অর্চ্চি ধেনু ভূমি নানা ধনে।
তাসভারে দিলা বসু হরষিত মনে॥
এইরূপে ঋষিকুলে যজ্ঞ সমাপিয়া।
রামহ্রদে স্নান করি বসুদেব লয়্যা॥
কৌতুকে দৈবকী আদি সপ্তদশ রাণী।
নানা অলঙ্কার বাসে তুষে সব মুনি॥
চণ্ডাল প্রভৃতি লোকে করি অন্নদান।
বন্ধুগণে নানা ধনে করিল সম্মান॥
তবে তারে বিজ্ঞা পিয়া লড়ে নৃপগণ।
ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধন প্রভৃতি ভীষ্ম দ্রোণ॥

কুন্তী আদি স্ত্রীগণ বন্ধু নানা জন।
যার যেই সমুচিত করিলা আলিঙ্গন ॥
যজ্ঞের প্রশংসা পথে করিয়া সঘন।
নিজ দেশে গেলা সভে স্নেহ-দুঃখ মন ॥
ঋষিগণ চলিলা নারদ ব্যাস মুখ্য।
আর নানাজাতি লোক গেল লক্ষ লক্ষ ॥
এই রূপে বসুদেব করেন মহোৎসব।
চৈতন্যচরণ ধ্যানে রচিল মাধব ॥

বরাড়ী রাগ।

শ্রীরাম দামোদর, উগ্রসেন আর,
বসুদেব মহামতি।
পায়্যা ব্রজপতি, সঙ্গে দিন রাতি,
করে নানা অনুগতি ॥
লড়ে সর্ব্বলোক, পাই বড় লোক,
কৃষ্ণ দরশন হীন।
লই গোপগণ, হই হৃষ্টমন,
রহে নন্দ বহুদিন ॥
সুখে বসুদেব, করে মহোৎসব,
ভাবি মনোরথ-সিন্ধু।
ধরি নন্দ হাথ, কহি প্রিয় বাত,
লইয়া সকল বন্ধু ॥
শুন শুন ভাই, আমি জানি এই,
প্রভু-কৃত স্নেহ-পাশ।
কিবা সুরগণ, কিবা যোগিজন,
কি হয় তাহার বিনাশ ॥
উপকার যজ্ঞ, আমি সব বিজ্ঞ,
করিল নিশ্চয় নেহা।
তবু এ বন্ধন, তোমার কথন,
না যায় ধরণ দেহা ॥

যেই অনুমতি, চাহে ভগবতী,
গোলোক সূর্য্য সোঙরি।
দ্বিজমাধব কয়, যাহ নিজালয়,
প্রণত বন্ধু বিসরি ॥

নন্দঘোষের ব্রজে আগমন।

পয়ার।

এতেক বলিয়া বসুদেব মহাশয়।
সোঙরিতে মিত্র-দুঃখ বাড়য়ে হৃদয় ॥
নন্দঘোষ মহামতি বহু পরিকর।
বিশেষে গোবিন্দ রাম প্রেম তৎপর ॥
কথোপকথন হাস্যরসে রাত্রি দিন।
আজি কালি করিতে গোঙাইল মাস তিন ॥
গোকুলে চলিল নন্দ কান্দে সর্ব্বজন।
উগ্রসেন বসুদেব রোহিণীনন্দন ॥
গোবিন্দ উদ্ধব আদি যত নরগণ।
যতেক পুরের লোক কান্দে ঘনে ঘন ॥
তবে কৃষ্ণ আদি তাঁর করিলা সম্মান।
পরার্দ্ধি বিহিত বহু আভরণ দান ॥
পট্টবস্ত্র দিব্য শয্যা বিচিত্র আসন।
সুগন্ধি পুষ্পের মালা সুগন্ধি চন্দন ॥
আর নানা ধন দিয়া সুপ্রীত করিয়া।
যদুসেনাগণ সঙ্গে দিলা নিয়োজিয়া ॥
গোপ-গোপীগণ মেলি পাঠাইলা দেশে।
প্রণতি বচনে আলিঙ্গন অবশেষে ॥
নন্দ প্রভৃতি করি যত গোপ জন।
যশোদা প্রভৃতি করি যত গোপীগণ ॥
কৃষ্ণের পদারবিন্দে মজাইয়া মতি।
পুনরপি আসিবারে না ধরে শকতি ॥
পুনরপি ব্রজভূমে করিলা গমন।
আসিয়া আপন পুরে দেখি প্রজাগণ ॥

কহিলা যজ্ঞের কথা বন্ধু দরশন।
একে একে কহিলা সকল বিবরণ॥
তবে বসুদেব গেলা আপনার ঘরে।
চরণে প্রণত দেখি রাম দামোদরে॥
মুনিগণ বাক্য শুনি করিলা বিশ্বাস।
বলিতে লাগিলা কিছু নিজ অভিলাষ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগী রাম সনাতন।
জানিল বিশেষ আমি তুমি দুই জন
বিশ্বের কারণ সেই পুরাণ পুরুষ।
তার প্রভু হও দুঁহে তুমি অকল্মষ॥
যার যেবা কারণ হইতে যার যার।
যেবা রূপ বিশ্ব এই অনেক প্রকার॥
সে তুমি সাক্ষাৎ প্রভু আপন সৃজনে
প্রবিষ্ট হইয়া আগু পালহ আপনে।
বিশ্বকারী সভাকার প্রাণ আদি যত।
তার সেবা শক্তি সেহ এই তব কৃত।
তুমি ত সকল ভূত তেজ হুতাশন।
রবি তারা প্রভাস আর হরিক্ষেত্রগণ।
পর্ব্বতের সূর্য্য তুমি ভূমির বর্ণন।
দেবতা গন্ধর্ব্ব সেহ তুমি সে কারণ॥
তর্পণ পিণ্ডন জলে তুমি জলময়।
দেবতার বশ হয়্যা তুমি সর্ব্বাশ্রয়।
নিজ নিজ সব চেষ্টা হয় সমীরণ?।
অবলাম্বরূপে তুমি হও দিকগণ॥
শূন্য আশ্রমে তুমি হও সর্ব্বময়।
নানা বর্ণ রূপ তনু কারণ ভিন্ন হয়॥
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব তুমি দেবের দেবতা।
আরো অধিষ্ঠান তুমি অখিল রক্ষিতা॥
বোধ অবোধ তুমি জীব দুর্ম্মতি।
তোমা বহি আর কেহ নাহি মহামতি।
তুমি সর্ব্বভূতের সম অহঙ্কার।
ইন্দ্রের রাজত্ব সাধক দেবতার।
জীবের সংহার তুমি প্রকৃতি-স্বরূপ।
বিনাশ এ সব তার তুমি সত্য রূপ॥
যেন ঘট কুণ্ডল আদিক কার্য্য হয়।
মৃত্তিকা সুবর্ণ আকার সত্য নয়॥
সত্ত্ব রজ তমোগুণে যেবা বৃত্তি তার।
তোমার কল্পিত যোগ মায়ার তোমার॥
তেঞি ব্রহ্ম নাহিক তোমার সেই সব।
অবিকল্প তুমি এক পরম দুর্ল্লভ॥
ত্রিগুণের প্রভাবে সংসারে ভগবতী?।
না বুঝিয়া ভ্রমে লোক কর্ম্মে জড়মতি॥
অবহেলে পাইয়া দুর্ল্লভ নরকায়।
আপনার কর্ম্মে মত্ত হইয়া সদায়॥
মুঞি মোর করিয়া তোমার মায়াবশে।
বয়স গোঙায় নর মিছা অভিলাষে॥
এই মোহপাশে বদ্ধ হইয়া জগত।
তেকারণে তুমি আর নহ মোর পুত্র॥
প্রধান পুরুষ তুমি প্রধান ঈশ্বর।
ভূতবন্ধু কারণে করিলে অবতার॥
জানিয়া এখন তোর ভজিনু চরণে।
কহ উপদেশ যেন সংসার তরণে॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত॥

ধানশ্রী রাগ।

ইন্দ্রিয় না লয় প্রভু তোমা পুত্র জ্ঞান।
বিফল আমার এই দেহ আত্মভ্রম॥
তরি ভবসিন্ধু তোর চরণকমল।
শরণ লইল আজি পরম নিশ্চল॥
ভুবন ভূষণ এই তোমার চরণ।
ভকত জনের ভবভয় বিমোচন॥
দ্বিজ মাধব কহে শুন হে দয়াল।
অনন্তশক্তির প্রতি না করিহ হেলা॥

দেবকীর ছয় পুত্র আনয়ন।

পয়ার।

কি আর চরণে সাক্ষী বোলাই তোমারে।
স্তুতি ধরে যে বলিলে আমা দুঁহাকারে॥
তিন যুগে জন্ম আমি ধর্ম্ম রাখিবারে।
তোমার কুমার আমি বিদিত সংসারে॥
গগনের সম তুমি কেবল অনঙ্গ।
নানা রূপ ধর তুমি পরিহরি সঙ্গ॥
এ সব কারণে গোসাঞি অখিল ভুবনে।
তোমার বিহিত মায়া জানে কোন্ জনে॥
বসুদেব-বচন শুনিয়া গদাধর।
কহিতে লাগিলা তবে প্রেমপুরঃসর॥
শুন অহে জনক বলিলে ভাল বাণী।
পুত্র সম্বোধিয়া তমু কিরূপ আপনি॥
আমি আর সব যেবা আছে নানা জন।
ব্রহ্মভাবে দেখ সব চরাচরগণ॥
আত্মা এক নিত্য বিস্তর গুণ পর।
অনুরূত ভূতভেদে দেখি বহুতর॥
যেন জল মহী তেজ পবন আকাশ।
বীজ কুম্ভ ঘট আদি হয় নানা ভাস॥
তেন ব্রহ্ম আত্মগুণ সৃষ্ট নানা কায়।
বহুরূপে ভাসে বস্তু এক সুনিশ্চয়॥
কৃষ্ণের এতেক বাণী শুনিয়া তখন।
একভাবে বসুদেব কহে হৃষ্টমন॥
পশ্চাৎ দেবকী মাতা আসি সেই স্থলে।
ব্রহ্মরূপ হেন কৃষ্ণে জানিয়া নিশ্চলে॥
দুই পুত্র সম্বোধিয়া বলে অশ্রুমুখী।
কংসহেতু ছয় পুত্র স্মরণেতে দুখী॥
রাম মহাবাহু কৃষ্ণ যোগের ঈশ্বর।
আমি তোমা দোঁহাকার জানিল অন্তর॥
ব্রহ্মা আদি দেবতার তোমরা ঈশ্বর।
মম গৃহে অবতীর্ণ নরকলেবর॥
চিরকাল মরেছিল গুরুর নন্দন।
গুরুর বচনে গিয়া শমনসদন॥
আনিয়া গুরুর পুত্র করিলে প্রদান।
সেইরূপ মৃতপুত্র দেহ ভগবান॥
পূর্ব্বে ছয় পুত্র মারে কংস দুরাশয়।
তারে আনি দেহ মোরে দেখিব সদায়॥
শুনিয়া মায়ের বাক্য দুই সহোদর।
যোগবলে দোঁহে গেল পাতাল ভিতর॥
দেখিয়া পাতালপতি জগত ঈশ্বরে।
আস্ত ব্যস্ত হৈয়া উঠে যোড় করি করে॥
প্রণাম করিয়া শীঘ্র যোগায় আসন।
সব পরিবারে সেবা করে একমন॥
চরণ পাখালি জল ধরিলেক শিরে।
আব্রহ্ম জগৎ তৃপ্ত হয় যেই নীরে॥
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কারে পূজে দুইজনে।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ সুধা ভক্ষ্য দানে॥
ধন জন দেহ মন করে সমর্পণ।
অবিশেষে চরণ ধরিয়া ভক্তজন॥
প্রেমেতে আনন্দবারি পূরিল নয়ন।
পুলকে আকুল তমু প্রফুল্ল বদন॥
বলিতে লাগিল কিছু পরম হরিষে।
নমস্তে অনন্ত নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে॥
ব্রহ্মণে পরমাত্মনে করোঁ নমস্কার।
যাহা হৈতে হৈল সাংখ্য যোগের প্রচার॥
তোমা দোঁহা দরশনে পরম দুর্ল্লভ।
আমা সভাকার হৈল জনম সফল॥
দৈত্য দানব সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব চারণ।
যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর ভূত আদি গণ॥
নানা রূপে দেবগণ সাক্ষি হইয়া।
না পায় তোমারে প্র নিকটে রহিয়া॥

কেমনে জানিব তোমা আমি সব মূঢ়।
তেকারণে আপনি প্রকাশ কর গূঢ় ॥
গৃহ অন্ধকূপ হৈতে উদ্ধার পাইয়া ॥
মিথ্যা উপায়ে তারে নিষ্পাপ করিয়া ॥
যত দুঃখ পায়্যা থাকে জীব সুস্থমতি।
পুন আর আরাধনে নাহি ধরে রতি ॥
বহুবিধ স্তব স্তুতি করিয়া তখন।
জিজ্ঞাসে কি হেতু প্রভু এথা আগমন।
বলির স্তবনে তুষ্ট হয়্যা যদুপতি।
কহিতে লাগিলা তবে বলিরাজ প্রতি ॥
মরীচির ছয় পুত্র ঊর্ণার উদরে।
জনমিল দেবরূপে আদি মন্বন্তরে ॥
ব্রহ্মা স্বকন্যার কামে মুগ্ধ হয়্যাছিল।
দেখি সেই ছয় দেব উপহাস কৈল ॥
ধৈর্য্য হয়্যা পদ্মযোনি শাপিল পরেতে।
পতন হইয়া জন্ম আসুরী যোনিতে ॥
হিরণ্যকাশপু ঘরে জন্মে সেই কালে।
তাহা সভা নিল আমি যোগমায়া বলে ॥
দেবকীর গর্ভেতে জন্মিল পুনরপি।
তাহে মারিলেক কংস দৈত্য মহাপাপী ॥
সেই শোকে আকুল জননী সর্ব্বদায়।
তাহা লয়্যা যাব আমি সান্ত্বাইব মায় ॥
শাপে মুক্ত হয়্যা পুন যাবে দেবলোকে।
শুন শুন নাম তার কহিব প্রত্যেকে ॥
প্রথমেতে স্মর নাম দ্বিতীয়ে উদ্‌গীত।
তৃতীয়ে সে পরিষঙ্গ আছিল বিদিত ॥
চতুর্থে পতঙ্গ আর ক্ষুদ্রভুক্ পঞ্চমে।
সভার কনিষ্ঠ ষষ্ঠ ছিল ঘৃণি নামে ॥
তাহাদের শাপ হবে অবসান।
আমার প্রসাদে পাইবেক দিব্যতনু ॥
এমত প্রকারে তাহা লয়্যা রাম হরি।
ছয় ভাই লয়্যা আইলা দ্বারকা নগরী ॥
জননীর বিদ্যমানে দিলা ছয় সুত।
দেখিয়া দেবকী দেবী হরিষ বহুত ॥
ছয় পুত্রে কোলে করি মস্তক আঘ্রাণে।
স্তন পান করাইল প্রভুর মোহনে ॥
রাম-কৃষ্ণ বসুদেব দেবকী বন্দিয়া।
চলিলা অমর লোকে হরষিত হয়্যা ॥
বিদ্যমানে সভাজন দেখিল নয়ানে।
বিস্মিতা দেবকী দেবী ভাবে মনে মনে ॥
জানিলা কৃষ্ণের মায়া পরম নিশ্চল।
ভাবিতে ভাবিতে দেবী হইলা বিকল ॥
এইরূপে নানা কর্ম্ম করে মহাশয়।
এই হরি-চরিত্র ব্যাসের সূত্র হয় ॥
পরীক্ষিত নৃপস্থানে শুক মহাশয়।
কৃষ্ণকথা কহেন দুঁহে আনন্দ হৃদয় ॥
শ্রীভাগবত নাম বিদিত সংসারে।
ভক্ত হয়্যা শুনে যেবা শুনায় জনেরে ॥
কৃষ্ণগত চিত্ত হৈয়া তাঁর পদে যায়।
চৈতন্য পদারবিন্দে মাধব গায় ॥

শ্রুতদেব ও বহুলাশ্ব উপাখ্যান।

ধৃত প্রিয় সুতে রাম, ভগ্নী দিবে অনুপাম,
আনে বিভা না দিবে সুন্দরী।
তাহার গ্রহণ আশে, অর্জ্জুন সন্ন্যাসি বেশে,
দ্বারকা নগরে দণ্ডধারী ॥
তথাই বরিষা ঋতু, আছি নিজ কার্য্যহেতু,
পুরজনে হইয়া পূজিত।
না জানি বলাই তারে, নিমন্ত্রিয়া আনি ঘরে,
ভোজন করাই সমুচিত ॥
দেখিলা তথাই কন্যা, রূপে যৌবনে ধন্যা,
বিরহিণী-কুরঙ্গ লোচনা।

দরশনে প্রীতি পাই. প্রফুল্ল নয়ন হই,
মদন দহনে মগ্নমনা॥
সেই ধনি দেখি বর, নারীগণ-মনোহর,
বরিল কটাক্ষ হাস্য মনে।
মদনে পীড়িত মন, আন নাহি অনুক্ষণ,
অন্যোন্যে রহিল ভূষণে॥
নিরবধি বীরবর, রমণী ধেয়ানপর,
হৃদয়ে পূরিল মনোভব।
হরণের অবসরে, রহিয়াছে সেই পুরে,
না পায় সন্তোষ এক লব॥
দেবযাত্রা একদিন, হৈল তথা পরবীণ,
রথে কন্যা যায় দুর্গপথে।
মা-বাপের আজ্ঞা লয়্যা, কৃষ্ণের সম্মত হয়্যা,
তথাই রহিল মনোরথে॥
কন্যা হরি অর্জ্জুন, খেদাড়াইয়া দুর্জ্জন,
রথ আরোহণে ধনুপাণি।
ডাকিল কুকুরগণ, সভা মাঝে নিজ ধন,
যেন লয়্যা গেল মৃগমণি॥
তাহা দেখি বলভদ্র, উথলে যেন সমুদ্র,
কোপেতে কম্পিত অতিশয়।
আপনি গোবিন্দ, আর সুহৃৎ বন্ধু,
শান্ত করিলা সভে তায়॥
সান্ত্বাইয়া বলবন্ধু, আপনি প্রেমের সিন্ধু,
বর বধূ পিরীত কারণ।
বড় বড় মত্ত করী, বর অশ্ব নর নারী,
পাঠাইলা আর নানা ধন॥
এইরূপে সুভদ্রায়, হরি আনি নিজালয়,
বীর অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর।
এবে কহি আর কথা, শ্রুতদেব নামে তথা,
মিথিলায় আছে দ্বিজবর॥
কৃষ্ণের পরম ভক্ত, সংসারেতে অনুরক্ত,
নিরীহ নির্লোভ গৃহাশ্রমী।

অযাচিত ভিক্ষাশন, পরম প্রশান্ত মন,
আপনার নিজ ধর্ম্মগামী॥
সে রাজ্যের অধিপতি, আছয়ে তেনই রীতি,
বহুলাশ্ব নামে সে রাজন।
এই দেশ দেখিবারে, নিজ নিজ রথে চড়ে
পুরী শূন্য করিয়া তখন॥
নারদাদি মুনি সঙ্গে, করি নারায়ণ রঙ্গে,
যাদব-কুলের দিবাকর।
আনর্ত্ত প্রভৃতির, দেশের যত নারীনর,
দেখি মোহে মুখ মনোহর॥
নিজ সজ্জ দিগে দিগে, শুন শুন একে একে,
বিদেহে মিলিলা মহাভাগ।
শুনিয়া পুরের লোক, হরিয়া মনের শোক,
ধাইয়া লইলা প্রভুর লাগ॥
শ্রুতদেব বহুলাশ্ব, জানিয়া এ দুই দাস,
আসিয়া পড়িল প্রভুপদে।
মুনিসঙ্গে সনাতনে, বন্দিয়া ত দুইজনে,
একই সময়ে অবিবাদে॥
একেবারে দুইজন, করিলেন নিমন্ত্রণ,
অতিথি করিতে সমুচিত।
দুই জন একেবারে, গেলা দুঁহাকার ঘরে,
দুই রূপ হয়্যা অলক্ষিত॥
বহুলাশ্ব মনে করে, আগু হরি মোর ঘরে,
এই হেতু যোগাইল আসনে।
চরণ পাখালি বারি, সকুটুম্বে শিরে ধরি,
তবে করি বিবিধ সেবনে॥
গন্ধমাল্য ধূপ দীপ, গো ঘৃত দিয়া নৃপ,
পূজিল গোবিন্দ মুনিগণে।
পদযুগ ধরি কোলে, জিজ্ঞাসি মধুর বোলে,
স্তুতি উল্লাসিত বড়মনে॥
শুন হে পরমেশ্বর, তুমি সর্ব্ব জীবেশ্বর,
আত্মা সাক্ষীর সুপ্রকাশ।

আপন চরণ পদ্ম, করিতে জীবন সত্য,
আপনি আইলা তার পাশ ॥
একান্ত ভকত বহি, তব আর প্রিয় কহি,
অনন্ত কমলাশ্রয় নহে।
এহেন পরম বাণী, কেমনে জানিব প্রাণী,
তোমার চরণযুগাশ্রয়ে ॥
যেবা অকিঞ্চন হয়, তার দেহ আপনায়,
যদুবংশে করি অবতার।
প্রকাশিলে নিজ রস, যাহে ঘুষি অহর্নিশ,
তবে নর তেজয়ে সংসার ॥
তুমি কৃষ্ণ ভগবান্, অনন্ত অখণ্ড জ্ঞান,
প্রণাম তোমার পদাম্বুজে।
দিন কতক মোর ঘরে, থাকি মুনি পরিকরে,
পবিত্র করিবা পদরজে ॥
সেবক বচন শুনি, তথায় ত চক্রপাণি,
হরিষে রহিলা কথোদিন।
মিথিলার নরনারী, সকল সন্তাপ হরি,
আনন্দ জন্মাই পরবীণ ॥
শ্রুতদেব নৃপ ঘরে, পায়্যা প্রভু গদাধরে,
সেবা করে সকল সমান।
তবে মুনিগণ লয়্যা, সেই বস্ত্র ফিরাইয়া,
গমন করিল সেই স্থান ॥
কুশ পৃষ্ঠে নিজাসনে, বসাইয়া বন্ধুগণে,
জিজ্ঞাসিলা কুশল বচন।
সাদরে পাখালি পা, মস্তকে ধরিল তা,
স্নান করাইল হৃষ্টমন ॥
আমলকী আদি ফল, তুলসীর নিরমল,
শীতল অমৃত সুধা বারি।
কস্তূরী কমল কুশ, করি কত সন্তোষ,
নানা উপহারে সেবা করি ॥
তবে সেই দ্বিজবর, হেন ভাবে নিরন্তর,
মুনি পাইঁ গৃহ অন্ধ কুপে।
যেই মুনির সঙ্গ, করে হরি শ্রীরঙ্গ,
সভার হইল এইরূপে ॥
এতেক করিয়া মনে, স্ত্রীপুত্র পরিজনে,
বসাই ঈশ্বর সন্নিধানে।
পদযুগ জাঁতি জাঁতি, বলিছে সুন্দর ভাঁতি,
শুন প্রভু কহি বিদ্যমানে ॥
আজু মোর বিদ্যমান, করিলেন নারায়ণ,
আসিয়া মন্দিরে হেন মোহে।
জলেতে এড়িয়া বিশ্ব, প্রবেশ করিলে তস্য,
এমতি দেখিলা মহাশয়ে ॥
যে শুনে তোমার কথা, যেবা গায় গুণ-গাথা,
যেবা করে অর্চ্চন বন্দন।
বলিভূপ মহাশয়, তারে যেন কৃপাময়,
অখিলের একই কারণ ॥
যে থাকে বিষম ধর্ম্মে, মন দিয়া নানা কর্ম্মে,
হৃদয় থাকিতে সভাকার।
অতিশয় দূরতর, হও তুমি নিরন্তর,
নিজ মায়া গুণের বিহার ॥
যে জানে তোমার ধ্যান, তারে তুমি আত্মজ্ঞান
ভেদ দরশিয়া নিত্যরূপ।
সকারণের কারণে, দুই অঙ্গে বিচরণে,
অখিল মদন মহাভূপ ॥
কি করিব ভগবান, দেহ ভৃত্য সম্বিধান,
কহিলুঁ চরণ সন্নিধানে।
এই অবধি হ্রাস, হয় লোকের শোষ,
সে তুমি লোচন বিদ্যমানে ॥
শুনিয়া কিঙ্কর বাণী ধরিয়া তাহার পাণি,
হাসি হাসি বলেন যদুবর।
এই মহামুনিগণ, অনুগ্রহ কারণ,
আইলা হেথায় দ্বিজবর ॥
হৃদয়ে আমারে ধরি, নানা লোক সঞ্চারি,
পবিত্র করিয়া পদরজে।

দেবতা তীর্থ ক্ষেত্র, কালে কালে পবিত্র,
সাধু না করে কালব্যাজে ॥
সকল বর্ণের জ্যেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ বর্ণের শ্রেষ্ঠ,
তপোবিদ্যা আদি উপাধিক ।
বিপ্র হৈতে প্রিয়তর, চতুর্ভুজ রূপ ধর,
সেহ নহে শুনহ রসিক ॥
তেঞ্জয়ে ব্রাহ্মণ কায়, সেই সর্ব্বদেবময়,
সর্ব্বময় আমিত শ্রীহরি ।
না জানিয়া মূঢ় বুঞ্চে, দ্বিজগুরু আমা নিন্দে,
কেবল প্রতিমা পূজাকরি ॥
এই বিশ্ব চরাচর, মোক্ষে আদি হেতুভার,
দেখ বিপ্র আমার আকার ।
তেঞি এই ঋষিগণ, পূজ তুমি মহাজন,
সেই পূজা হইবে আমার ॥
যেবা নাহি করে ইহা, বিস্তর দক্ষিণা দিয়া,
না পায় আমার পরিতোষ ।
কৃষ্ণের এতেক বাণী, শুনি সেই দ্বিজমণি,
হরিয়া দেহের সর্ব্বদোষ ॥
প্রভুসঙ্গে আরাধিয়া, একভাবে ভক্ত হয়্যা,
সেই রাজা দ্বিজ দুইজন ।
পাইল তাহার গতি, এইরূপে যদুপতি,
ভক্ত ভকতি হৃষ্টমন ॥
দিনকথো রহি তথা বেদ-প্রবর্ত্তন-কথা,
কহিয়া কৃপায় গুণালয় ।
পুনরপি দ্বারকায়, আসিয়া আনন্দময়,
দ্বিজ মাধব রস গায় ॥

শ্রুতি স্তুতি ।

পয়ার ।

এবে শ্রুতি স্তুতি আমি রচিব উচিত ।
শুন রে ভকত লোক হৈয়া সাবহিত ॥
পরীক্ষিত জিজ্ঞাসিলা শুক দব স্থানে ।
কেমতে সাক্ষাতে ব্রহ্মে চয়ে শ্রুতিগণে ॥
স্থূল সূক্ষ্ম পর বাক্য প্রতিপদ্য নহে ।
নির্গুণ স্বরূপ যেই অতি গুণাশ্রয়ে ॥
রাজার বচন শুনি বলেন মুনিবর ।
শুন পরীক্ষিত বলি ইহার উত্তর ॥
জীবের ইন্দ্রিয় বুদ্ধি প্রাণ আর মন ।
করিল সকল সৃষ্টি প্রভু নারায়ণ ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এ চারি কারণ ।
জীবের লাগিয়া মাত্র সৃষ্টাদি করণ ॥
এই উপনিষদ প্রসিদ্ধ পুরাতন ।
কেবল সগুণ ব্রহ্ম করেন নিরূপণ ॥
সেই উপনিষদ যে করয়ে শ্রবণ ।
পরম মঙ্গল পায় হয়্যা অকিঞ্চন ॥
এবে এক ইতিহাস শুনহ রাজন ।
নারদের ঠাঞি যেন কহিলা নারায়ণ ॥
একদা নারদঋষি করিয়া ভ্রমণ ।
বদরিকাশ্রমে গেলা যথা নারায়ণ ॥
কলাপ গ্রামের ঋষিগণ চারিদিগে ।
বসিয়া আছেন নারায়ণ মধ্যভাগে ॥
তথা গিয়া প্রণমিয়া ব্রহ্মার তনয় ।
এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিলা করিয়া বিনয় ॥
সকল সাক্ষাতে নারায়ণ ঋষিবর ।
কহিয়াছিলেন এই প্রশ্নের উত্তর ॥
শুন রে নারদ জনলোকেতে বিচিত্র ।
ঋষিগণ কর্যাছিল পূর্ব্বে ব্রহ্মসূত্র ॥
তুমি কিন্তু সেই কালে ছিলেনা সেখানে ।
শ্বেতদ্বীপে গিয়াছিলা বিষ্ণুদরশনে ॥

জনলোকবাসী সেই সব ঋষিগণ।
তুল্য বিদ্যা তপঃশীল সভে মহাজন ॥
একেরে করিয়া বক্তা শুশ্রূষু সকলে।
এই প্রশ্ন হৈল যাহা তুমি জিজ্ঞাসিলে ॥
সেই ব্রহ্ম মীমাংসায় বক্তা সনন্দন।
শ্রোতা হয়্যা বসিলেন সব ঋষিগণ ॥
সনন্দ কহেন আমি কহিয়ে বিবরি।
নিজ বিরচিত বিশ্ব সংহারিয়া হরি ॥

* * * *

পুনরপি ভাবে আর বিরচিত করি।
যখন সগুণ সব ব্রহ্ম নিরঞ্জন।
গুণে আবির্ভূত নহে পরম কারণ ॥
সর্ব্বজ্ঞ সভার শ্রেষ্ঠ সর্ব্বশক্তি-ধর।
সর্ব্ব নিয়মের কর্ত্তা সেই সর্ব্বেশ্বর ॥
সর্ব্বকাম ফল-প্রদ সর্ব্ব গুণাশ্রয়।
সর্ব্বদায় পূর্ণ সত্য নিত্যানন্দময় ॥
প্রথমে জন্মিল বেদ তাহার নিশ্বাসে।
তাহার স্তবন করে গুণের প্রকাশে ॥
দ্বিজ মাধব কয় নিজ মনোনীত।
প্রথম আরম্ভে এই স্তবে এক গীত ॥

———

যথা রাগ।

নিজ সৃষ্টি নাশ করি, প্রলয় সময়ে হরি,
নিদ্রা যায় শক্তিগণ লয়্যা।
প্রলয়ের অবসানে, নিদ্রা ভাঙ্গে শ্রুতিগণে,
তাহার নিশ্বাস রূপ হয়্যা ॥
যেমত প্রভাত কালে, বন্দিগণ স্তব করে,
ভূপতিরে প্রবোধ করায়।
তেমতি সৃষ্টির কালে, সব শ্রুতিগণ মিলে,
স্তব করি হরিরে জাগায় ॥
কলি ভয় ভঞ্জন, আনন্দময় হরিগুণ,
চৈতন্য চাঁদ পরকাশে।
তচ্চুপদ পঙ্কজ, বিরাজ মাধুরী রজ,
মাধব বেদ স্তুতি ভাসে ॥

———

পয়ার।

শ্রুতিগণ স্তব করে যার যথা সাধ্য।
সকলে হরিরে করে নিজ প্রতিপাদ্য ॥
ঈশ্বরের নিদ্রাভঙ্গ লাগিয়া তখন।
প্রথমতঃ স্তব করে এক শ্রুতিগণ ॥
জয় জয় অজিত হে জীবের অবিদ্যা।
বিনাশ করহ তুমি নহে অন্য সাধ্যা ॥
স্বৈরিণী সদৃশী মায়া পর প্রতাপিতে।
ধরয়ে বিবিধ গুণ জীব মুগ্ধ যাতে ॥
তুমি স্বরূপত প্রাপ্ত পরিপুর্ণৈশ্বর্য্য।
তোমাতে করিতে নারে মায়া কোন কার্য্য ॥
তব বশীভূত মায়া জীব মায়া তন্ত্র।
অতএব জ্ঞান আদি ধর্ম্মে অস্বতন্ত্র ॥
জীবের অখিল শক্তি প্রকাশক তুমি।
এই হেতু জীব সব পরাধীন জানি ॥
সৃষ্ট্যাদি সময়ে সেই মায়ার সহিত।
ক্রীড়া কর তবু তুমি অবিলুপ্ত চিত্ত ॥
তুমি নিত্য জ্ঞান আদি রূপে বর্ত্তমান।
সেই রূপে প্রতিপাদ্য করে দেবগণ ॥
যদি এই শ্রুতিগণ স্তবন করিল।
আর এক শ্রুতিগণ তবে আরম্ভিল ॥
দৃষ্ট সব ইন্দ্রাদিকে ব্রহ্ম তুমি জানে।
ব্রহ্মের কেবল অবশেষ তেকারণে ॥
ব্রহ্ম হৈতে জগতের হয় উদয় অস্ত।
সকলের উপাদান ব্রহ্ম অবিকৃত ॥
ঘটাদিক বিকারের যেন মৃত্তিকাতে।
উৎপত্তি প্রলয় হয় তেমতি তোমাতে ॥
বাচারম্ভ নাম মাত্র বিকার অতথ্য।
ঘটাদির অবশেষ মৃত্তিকাই সত্য ॥

অতএব মন্ত্র কিবা মন্ত্রদ্রষ্টা যত।
তোমাতে ধরয়ে বামনের আচরিত ॥
নাম আর তাৎপর্য্য তোমাতে ধরয়।
পৃথক বিকার অন্য দেবে না স্পর্শয় ॥
যেখানে সেখানে যদি পদক্ষেপ হয়।
ভূমিতে কি ভূচরের দত্ত পদ নয় ॥
ইষ্টকা পাষাণ আর মৃত্তিকাদি স্থলে।
দত্তপদ পৃথিবীতে নাহি ব্যভিচারে ॥
তেমতি যে কিছু আছে বিকার সংঘাত।
সে সকল বস্তু তুমি পরমার্থভূত ॥
যদি এই শ্রুতিগণ স্তবন করিল।
আর এক শ্রুতিগণ তবে আরম্ভিল ॥

বিশ্বের কারণ তুমি তুমি পরমার্থ।
বিবেকী সকল ইহা বুঝিয়া যথার্থ ॥
তব কীর্ত্তি সুধাসিন্ধু সর্ব্বপাপ-হারী।
তাহাতে বিবেকী সব অবগাহ করি ॥
পাপরাশি করে ত্যাগ তব কৃপামাত্রে।
যে পুন ভজয়ে তব পদ এক চিত্তে ॥
তাহারা যে পাপরাশি পরিত্যাগ করে।
কৈমুতিক ন্যায়ে তারা অবশ্য সে পারে ॥
যদি এই শ্রুতিগণ স্তবন করিল।
আর এক শ্রুতিগণ তবে আরম্ভিল ॥
ভাগ্যবশে তব ভক্ত হয় কোন জন।
সকল তাহার শ্বাস সফল জীবন ॥
তোমা বহির্ম্মুখ যদি হয় দৈবদোষে।
ভস্ত্রার সমান তার বিফল নিশ্বাসে ॥
কার্য্য কারণেতে হয়্যা অনুগ্রহকারী।
জীবনের হেতু হও এত উপকারী ॥
তোমা না ভজিলে হয় কৃতঘ্নতা দোষ।
তাহার উপরে সব দেবতার রোষ ॥
সেই পাপী যদি কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম করে।
তাহা নাহি সিদ্ধ হয় সদা দুঃখে মরে ॥

তব অনুগ্রহ হেতু মহদাদি তত্ত্ব।
ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণে তারা পায় ত শক্তিত্ব ॥
তবেত সৃজয়ে ব্যষ্টি সমষ্টি শরীর।
তবে অধিষ্ঠান হেতু দেহ হয় স্থির ॥
দেহমধ্যে পঞ্চকোষে আবেশ করিয়া।
চেতনা করাহ তুমি ব্রহ্মপুচ্ছ হৈয়া ॥
দেহ মধ্যে থাক কিন্তু নহ দেহ-সঙ্গী।
স্থূল সূক্ষ্ম পর তুমি তুমি অতি রঙ্গী ॥
শাখা চন্দ্রবৎ শুদ্ধ স্বরূপ লক্ষণার্থ।
দেহাদিতে তবান্বয় কহিলুঁ যথার্থ ॥
যদি এই শ্রুতিগণ স্তবন করিল।
আর এক শ্রুতিগণ তবে আরম্ভিল ॥

ঋষি সম্প্রদায় মধ্যে শর্করাক্ষ যারা।
মণিপুর চক্রে ব্রহ্ম ধ্যান করে তারা ॥
আরুণি নামক সম্প্রদায়ে মুনিগণ।
হৃদয়স্থ সূক্ষ্মরূপ করে উপাসন ॥
হৃদয় হইতে উঠে ব্রহ্মরন্ধ্র স্থানে ॥
জ্যোতির্ম্ময় তব ধাম সব বেদে জানে ?
যে ধাম পাইয়া পুন কৃতান্তের মুখে।
কভু নাহি পড়ে সদা থাকে মহাসুখে ॥
যদি এই শ্রুতিগণ স্তবন করিল।
পুন আর এক শ্রুতিগণে আরম্ভিল ॥

স্বকৃত বিচিত্র যত দেহাদি কার্য্যেতে।
হেতুরূপে কর যেন প্রবেশ তাহাতে ॥
প্রবেশ করহ তাহে হয়্যা উপাদান।
সকল কার্য্যের কিন্তু পূর্ব্বে বিদ্যমান ॥
তেকারণে তব মুখ্য প্রবেশ অসম্ভবে।
অতএব বিশন্নিব, কহিলাম সভে ॥
ন্যূনাধিক ভাবে তব হয় অবভাস।
স্বকৃত কার্য্য স্বরূপ তোমার প্রকাশ ॥
শতভার ভস্মহীন অমল যেমন।
কাষ্ঠ অনুসারে তার প্রকাশ তেমন ॥

মিছা ভূত সেই সব হয় কার্য্যরূপ।
অবিশেষে এক রস তোমার স্বরূপ॥
তাহা জানে সুনির্ম্মল বুদ্ধিমন্ত যারা।
ঐহিক আদিক ফল কর্ম্ম তেজে তারা॥
তোমার উপাধিকৃত নাহি তার জন্ম।
অপ্রচ্যুতৈশ্বর্য্য তুমি উপাস্য প্রণম্য॥
যদি এই শ্রুতিগণ স্তবন করিল।
আর এক শ্রুতিগণ তবে আরম্ভিল॥
স্বধর্ম্মোপার্জ্জিত এই নরাদি দেহেতে।
ভোক্তৃরূপে আছে যেই পুরুষ নামেতে॥
সে তোমার অংশকৃত সকলে কহয়।
তুমি সদা পরিপূর্ণ সর্ব্ব সত্বাশ্রয়॥
বিতত পুরুষ কিন্তু আবরণ শূন্য।
যেই হেতু অন্তর্ব্বাহ্য নহে সত্ব মান্য॥
এইরূপে জীবতত্ব করি বিবেচনা।
সুদৃঢ় বিশ্বাস করি যত কবিজনা॥
কর্ম্মার্পণ ক্ষেত্রে আর ভব নিবর্ত্তন।
তোমার চরণপদ্ম করয়ে সেবন॥
যদি এই শ্রুতিগণ স্তবন করিল।
আর এক শ্রুতিগণে তবে আরম্ভিল॥
দুর্ব্বোধ যে আত্মতত্ব তাহা জানাইতে।
আবিষ্কৃত মূর্ত্তি হও অহে বিশ্বপতে॥
তোমার চরিত্র মহা সুধা রত্নাকরে।
অবগাহ করিয়াছে শ্রম গ্যাছে দূরে॥
এমন মহান্ত সব ভক্তি রস দক্ষ।
অন্য বাঞ্ছা দূরে থাকু নাহি বাঞ্ছে মোক্ষ॥
তোমার চরণপদ্মে হংস সম ভক্ত।
তাহাদের সঙ্গ হেতু নহে গৃহাসক্ত॥
যদি এই শ্রুতিগণ স্তবন করিল।
আর এক শ্রুতিগণ তবে আরম্ভিল॥
তোমার সেবার যোগ্য এই নরকায়।
আত্মবন্ধু প্রিয় তুল্য স্বাধীন আছয়॥
সুহৃৎ প্রিয় আত্মা তুমি সুসেব্য এমন।
তথাপি তোমাতে মতি নাহি করে জন॥
অসদুপাসনা করি আত্মঘাতী হয়।
সেই উপাসনা বাঞ্ছা সর্ব্বদা করয়॥
সেই হেতু কুশরীর করিয়া ধারণ।
উরু ভয়ে সংসারেতে করয়ে ভ্রমণ॥
আত্মাকে নরকে সেই করে নিক্ষেপণ।
তেকারণে নাম তার কহি আত্মহন॥
যদি এই শ্রুতিগণ স্তবন করিল।
আর এক শ্রুতিগণ তবে আরম্ভিল॥
প্রাণ মন ইন্দ্রিয়কে করিয়া দমন।
একচিত্তে দৃঢ় যোগকরে যোগিগণ॥
তাহারা হৃদয়ে তোমা করে-উপাসন।
শত্রুগণ পায় তাহা করিয়া স্মরণ॥
ফণীন্দ্র বিগ্রহ তুল্য ভুজাসক্ত মতি।
পরিচ্ছিন্ন দৃঢ় হয় গোপিকা সংহতি॥
তথাপি পায়্যাছে তারা তোমারে কামত।
যেমতে পায়্যাছে মোরা কহি তবাগ্রত॥
শ্রুত্যভিমানিনী মোরা দেবতা সকল।
তোমারে অপরিচ্ছিন্ন ভাবি নিরন্তর॥
আমরাও পাইয়াছি তোমার চরণ।
করুণা বিষয়ে তব সভে হয় সম॥
স্মরণ মহিমা তব কে কহিতে পারে।
যেরূপে করুক চিন্তা পায় সে তোমারে॥
এই মতে আর আর যত শ্রুতিগণ।
করিল হরিরে সবে বিবিধ স্তবন॥
আত্মানুশাসন এই সনন্দের মুখে।
শুনিল সকল মুনি পরম কৌতুকে॥
আত্মগতি জানি তবে সর্ব্ব ঋষিগণ।
সনন্দেরে সাধুবাদ করিল তখন॥
এইমত বেদ উপনিষদ পুরাণ।
সকলের রস উদ্ধারিল মুনিগণ॥

তুমিও নারদ মুনি হয়্যা শ্রদ্ধাযুক্ত।
এই আত্মগতি জানি ভ্রমহ সর্ব্বত্র॥
শুকদেব বলে শুন রাজা পরীক্ষিত।
ঋষির আদেশ পায়্যা হয়্যা শ্রদ্ধান্বিত॥
তবেত নারদ স্তুতি প্রণাম করিয়া।
আমার পিতার স্থানে উত্তরিল গিয়া॥
নারদে দেখিয়া ব্যাস প্রণাম করিল।
সেই আত্মগতি ব্যাসে নারদ কহিল॥
আমিও তোমারে তাহা কহিলুঁ সমস্ত।
পূর্ব্বেতে আমারে তুমি করিলে যে প্রস্ত॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত্ত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

বৃকাসুর বধ।

শীঘ্র অনুগ্রহকর্ত্তা শীঘ্র ফলদাতা।
ব্রহ্মা আর মহাদেব এ দুই দেবতা॥
ইথে এক ইতিহাস আছয়ে প্রকট।
বৃকাসুরে বর দিয়া শিবের সঙ্কট॥
শকুনির সুত সেই বৃকাসুর নাম।
নারদে জিজ্ঞাসে পথে করিয়া প্রণাম॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবমধ্যে কেবা আশুতোষ।
অল্প সাধনেতে হয় কাহার সন্তোষ॥
শুনিয়া নারদ মুনি কহিল তখনে।
অতি শীঘ্র সিদ্ধ হয় শিবের সাধনে॥
গুণদোষে শীঘ্র তুষ্ট রুষ্ট হয়।
শিবের সমান গুণ আর কারো নয়॥
রাবণের স্তবে তুষ্ট হয়্যা ত্রিনয়ন।
অতুল ঐশ্বর্য্য তারে করিল প্রদান॥
তথাপি রাবণ কৈল কৈলাস উৎপাটন।
বর দিয়া সঙ্কটাপন্ন পঞ্চানন॥
বর দিয়া সদাশিব বাণ নৃপ-ঘরে।
পুরের পালক হয়্যা রহিলেন পরে॥
নারদের কথা শুনি শকুনিনন্দন।
কেদারে করিতে যায় শিবের সাধন॥
নিজমাংস দিয়া করে শিবের হবন।
ছয়দিন এইরূপে করে আরাধন॥
শিব না দেখিয়া বৃক সপ্তম বাসরে।
মস্তক ছেদন হেতু তীক্ষ্ণ অস্ত্র ধরে॥
তাহা জানি অগ্নি হৈতে উঠিয়া শঙ্কর।
ধরিলেন অসুরের অসিযুক্ত কর॥
শিবাঙ্গ পরশে বৃক হৈল পূর্ণদেহ।
কহিল মহেশ তারে কি বর মাগহ॥
অসুর কহিছে আমি চাহি এই বর।
সে জন মরিবে যার শিরে দিব কর॥
সে কথা শুনিয়া শিব তথাস্তু বলিয়া।
দিলেন তাহারে বর উন্মনা হইয়া॥
বরের পরীক্ষা হেতু শিবের শিরেতে।
নিজকর দিতে যায় অকুতো ভয়েতে॥
ভয়ে ভব তথা হৈতে করিল প্রস্থান।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল করয়ে ভ্রমণ॥
পশ্চাতে অসুর যায় শিব যথা যায়।
দাণ্ডাও দাণ্ডাও বলে মহেশ পলায়॥
শঙ্কর সঙ্কটাপন্ন দেখি দেব সব।
উপায় করিতে নারে রহে মৌনভাব॥
তবে শ্বেতদ্বীপে শিব চলিলেন ভয়ে।
কৃপাময় নারায়ণ যথা বিরাজয়ে॥
শঙ্কর নিকটে গিয়া ভয়েতে বিহ্বল।
কহিলেন নারায়ণে বৃত্তান্ত সকল॥
শুনিয়া শিবেরে স্থির করিয়া শ্রীহরি।
ধরিল ব্রাহ্মণ রূপ যোগমায়া করি॥
মেখলা অজিন দণ্ড আর অক্ষমালে।
ইহাতে শোভিত তেজে যেন অগ্নি জ্বলে॥

কুশ হাথে ধীরে ধীরে চলে নারায়ণ।
বৃকের সমুখে গিয়া দিল দরশন॥
বেগেতে আসিতে ছিল শকুনিনন্দন।
প্রণাম করিল দেখি সম্মুখে ব্রাহ্মণ॥
তবে তারে সবিনয় মধুর বচনে।
মোহিত করিলা হরি অসুর নন্দনে॥
শুনহ শকুনিসুত কেন এত ভ্রান্ত।
বিস্তার করিয়া কহ আপন বৃত্তান্ত॥
শুনিয়া হরির কথা অসুর দুর্দ্দান্ত।
কহিল বিস্তার করি সব আদ্য প্রান্ত॥
তাহা শুনি শ্রীহরি করিল উচ্চহাস।
শিবের কথায় মোরা না করি বিশ্বাস॥
দক্ষশাপে মহেশ পিশাচ সমকৃত।
ভূত প্রেত সঙ্গী তার কথা কিবা সত্য॥
শিবের কথায় যদি তব শ্রদ্ধা হয়।
নিজ শিরে হাথ দিয়া করহ প্রত্যয়॥
ইথে যদি মিথ্যা হয় তাহার বচন।
তবে মিথ্যাবাদী শিবে করিহ দমন॥
এ কথা শুনিয়া বৃক ভাবে মনে মনে।
আমার মস্তক হাথ আছে মোর সনে॥
তবে কেন শিব সহ বেড়াই ভ্রমিয়া।
দেখি দেখি হয় কি মাথায় হাথ দিয়া॥
এতেক ভাবিয়া নিজ শিরে হাথ দিল।
ভিন্নশিরা হয়্যা বৃক জীবন তেজিল॥
আকাশে দুন্দুভি শব্দ জয় ধ্বনি হয়।
দেবগণ আনন্দেতে পুষ্প বরিষয়॥
শিবের নিকটে আসি কহে ভগবান।
নিজপাপে এই পাপী তেজিল পরাণ।
সাধুর নিকটে যেই অপরাধ করে।
আপনার পাপে সেই অবিলম্বে মরে॥
জগতের গুরু তুমি তুমি বিশ্বনাথ।
তোমাতে যে অপরাধ যায় অধঃপাত॥

এরূপে কহিয়া শিবে করিলা বিদায়।
একথা শুনিলে লোক ভক্তি মুক্তি পায়॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত॥

শ্রীকৃষ্ণের ভৃগুপদচিহ্ন ধারণ।

সরস্বতী তীরে যাগ করে ঋষিচয়।
একদিন সভাকার হইল সংশয়॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব সভে অধীশ্বরে।
তিন মধ্যে কে মহৎ জানিব কাহারে॥
এত বলি পাঠাইল ভৃগু ব্রহ্মসুতে।
প্রথমে চলিল ভৃগু ব্রহ্মার সভাতে॥
বিরিঞ্চিকে দেখি ভৃগু প্রণাম স্তবন।
কিছু না করিল সত্য পরীক্ষা কারণ॥
দেখিয়া ব্রহ্মার অতি কোপ উপজিল।
পুত্রস্নেহে পুন বিধি ক্রোধ সম্বরিল॥
তবেত চলিলা ভৃগু কৈলাস ভবন।
ভৃগুরে দেখিয়া শিব আনন্দিত মন॥
ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গিতে মহেশ উঠিল।
শঙ্করের আলিঙ্গন ভৃগু তুচ্ছ কৈল॥
কহিলা আমারে তুমি নাহি কর স্পর্শ।
তুমি যে অপথগামী সদাই অস্পর্শ॥
এ কথা শুনিয়া শিব জ্বলে কোপানলে।
ধরিল অব্যর্থ শূল তারে মারিবারে॥
পায়ে ধরি ভগবতী করিল সান্ত্বন।
তথা হৈতে যায় ভৃগু বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
কমলা সহিত হরি শয়নে আছিল।
দেখি ভৃগু বক্ষস্থলে পদাঘাত কৈল॥
তবেত উঠিয়া লক্ষ্মী সহ নারায়ণ।
দণ্ডবৎ প্রণমিল ঋষির চরণ॥

কৃতাঞ্জলি হইয়া কহেন শ্রীহরি।
অপরাধ ক্ষমহ আমার কৃপা করি॥
তব আগমন এথা হয়্যাছে কখন।
নাহি জানি শয়নে ছিলাম তপোধন॥
এই সিংহাসনে বৈস তব শ্রীচরণ।
কমলা সহিত আমি করি প্রক্ষালন॥
তীর্থের যে তীর্থ রূপ তব পদবারি।
তাহাতে পবিত্র কর আমার এপুরী॥
আমার কঠিন বক্ষ তব মৃদু পদ।
বেদনা হয়্যাছে কত ক্ষম অপরাধ॥
আজি হৈতে তব পদচিহ্ন বক্ষস্থলে।
ধরিলুঁ ভূষণ করি দেখিবে সকলে॥
হরির শুনিয়া কথা ভৃগু মহাশয়।
আনন্দে হইয়া মগ্ন মৌনভাবে রয়॥
পুনঃ ভৃগু সরস্বতীতীরে যাগ স্থানে।
আসিয়া কহিল সব সেই ঋষিগণে॥
শুনিয়া বৃত্তান্ত সব বিস্ময় হইল।
তিনমধ্যে মহত্তম বিষ্ণুকে জানিল॥
এত অপরাধ ভৃগু যদ্যপি করিল।
তবু নির্ব্বিকার হরি তাহারে তুষিল॥
যাহা হৈতে শান্তি আর হয় যে অভয়।
যিনি ধর্ম্মরূপ যাহা হৈতে জ্ঞান হয়॥
চারি প্রকার বৈরাগ্য যাহা হৈতে হয়।
অষ্টবা ঐশ্বর্য্য যাহা হৈতে যোগী পায়॥
সাধু শান্ত সমচিত্ত অকিঞ্চনগণ।
ইহাদের গতি যারে কহে সভাজন॥
প্রিয়মূর্ত্তি সত্য যার যার প্রিয়গণ।
অভীষ্ট দেবতা তারে ভজে শান্তজন॥
এইরূপে সারস্বত সেই বিপ্রগণ।
সর্ব্বলোকের সংশয় খণ্ডনকারণ॥
হরির চরণপদ্ম সেবিয়া মানসে।
পাইল পরম গতি তারা অনায়াসে॥

শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

বজ্রনাভের উপাখ্যান।

পূরুবে সুমেরুপৃষ্ঠে বজ্রনাভ পুরী॥
সংসারে দুর্ল্লভ বড় জানিতে না পারি।
সুবর্ণ নির্ম্মিত ঘর দুয়ার প্রাচীর।
নানা জাতি বৈসে তথা নর্ম্মদার তীর॥
তথা বৈসে দৈত্যরাজ বজ্রনাভ নাম।
বজ্রপুরী অধিপতি অতি অনুপাম॥
ত্রিভুবন জিনিলেক বড়ই দুর্ম্মতি।
সমুদ্র আশ্রমে গিয়া তপস্যা করন্তি॥
নানাবিধ তপোব্রতে শরীর শুধিল।
দেবমানে সহস্র বৎসর তপ কৈল॥
তপে তুষ্ট হয়্যা তারে দেব প্রজাপতি।
বর দিতে সেইখানে আইলা শীঘ্রগতি॥
দেবের অবধ্য হৈব এবর মাগিল।
তুষ্ট হয়্যা প্রজাপতি সেই বর দিল॥
বর পায়্যা হরিষ হৈল দৈত্যরাজ।
ত্রৈলোক্য জিনিয়া থাকে বজ্রপুরী মাঝ॥
শঙ্করে সেবিয়া পাইল কন্যা মনোরমা।
নানা রঙ্গে ভোগ ভুজে মনে নাহি ক্ষমা॥
তাহার বর্ণনা কেহ বলিতে না পারে।
ত্রৈলোক্যে উপমা দিতে নাহিক তাহারে॥
নানারঙ্গে দৈত্যরাজ তারসঙ্গে থাকি।
সুরপুরী লইবারে হইল কৌতুকী॥
দূত পাঠাইয়া দিল ইন্দ্রের ভুবনে।
সুরপুরী রাজ্য তুমি ভুঞ্জ অকারণে॥
শুনিয়া ত পুরন্দর দূতের বচন।
দেবের অবধ্য দৈত্যবরের কারণ॥

বৃহস্পতি আনাইয়া করিল যুকতি।
হরিবিনে দেবতার আর নাহি গতি॥
দূত পাঠাইয়া দিব দ্বারকা নগরে।
কৃষ্ণ স্থানে নিবেদিব মারিতে অসুরে॥
এতেক চিন্তিয়া দূত পাঠায় পুরন্দরে।
সুদূরে পাইল দুত দ্বারকা নগরে॥
কৃষ্ণকে সকল কথা দূতেতে কহিল।
বজ্রনাভ তরে কৃষ্ণে বলি পাঠাইল॥
দূতের বচন শুনি দেব গদাধর।
হৃদয়ে ভাবিয়া তবে দিলেন উত্তর॥
ভাল সময় বলিয়া পাঠাল্য সুরপতি।
দৈত্য বধিবার তরে বলিব যুকতি॥
দেবের অবধ্য দৈত্য প্রজাপতিবরে।
বজ্রপুরী প্রবেশিতে কেহ নাহি পারে॥
প্রদ্যুম্ন কুমারে মোর তথা পাঠাইব।
যুদ্ধ করি বজ্রনাভ অসুর মারিব॥
বজ্রপুরী প্রবেশিতে করিলা উপায়।
রাজহংসীগণ আনি করিল সহায়॥
কামদেব প্রভাবতী সঙ্গম করাইতে।
রাজহংসীগণ আনি পাঠাল্য তথাতে॥
প্রভাবতী নামে আছে দৈত্যের দুহিতা।
পরম সুন্দরী কন্যা রূপে সুচরিতা॥
শঙ্করের বরে সেই প্রভাবতী কন্যা।
রূপে গুণে অনুপম তিন লোকে ধন্যা॥
প্রভাবতী স্থানে গিয়া রাজহংসীগণ।
প্রদ্যুম্নের কথা কহে প্রভাবতী স্থান॥
কন্যা আজ্ঞা দিব হংসী আনহ কুমার।
বধিবে অসুর সব যুগতি আমার॥
না করিহ চিন্তা তুমি মারিহ অসুরে।
ঝাট করি রাজহংসী পাঠাহ তথারে॥
কৃষ্ণের আশ্বাস পায়্যা হৃষ্ট পুরন্দর।
বিদায় করিয়া গেল আপনার ঘর॥

তবে রাজহংসীগণে ডাকিয়া আনিল
বজ্রপুরী যাইবার সন্বিধান কৈল॥
ব্রহ্মার বাহন হংসী কামাচার গতি।
সুবর্ণরচিত পাখা ধবল মুরতি॥
প্রবাল রচিত দুই চরণের তুল।
মনুষ্যের বাণী কহে শুনিতে মধুর॥
ইন্দ্রের আদেশ পায়্যা গেল বজ্রপুরে।
পুরের নিকটে রহে এক সরোবরে॥
বিকচ কমলগণ অতি মনোহর।
নানা পক্ষ চরে তাহে সুবাসিত জল॥
তার মধ্যে পড়ে গিয়া রাজহংসী-মালা।
ভাঙ্গিয়া-মৃণাল সুখে করে নানাখেলা॥
দেখিয়া বিচিত্র রূপ লীলা মনোহর।
সকল লোকের চিত্ত কৌতুক অন্তর॥
তাহা দেখি সখী সব মহা হৃষ্টমনে।
সত্বরে জানাইল গিয়া প্রভাবতী স্থানে॥
শুনিয়া হংসীর কথা প্রভাবতী বালা।
দেখিয়া হংসীর রূপ কামে হৈল ভোলা॥
কথোজন সখী সঙ্গে চলিলা সত্বরে।
সেই হংসীগণ আছে যেই সরোবরে॥
সরোবর-জলে হংসী করে ত বিহার।
তীরে উঠি ধীরে ধীরে গমন তাহার॥
হংসীর বচন শুনি প্রভাবতী নারী।
প্রভাবতী দেখি হংসী করেন চাতুরী॥
ধীরে ধীরে যায় হংসী কন্যার সম্মুখে।
উপবন মাঝে ফিরে করিয়া কৌতুকে॥
তাহা দেখি প্রভাবতী হইল চপলা।
তা সভা ধরিতে ফিরে মনোহর লীলা॥
বুঝিয়া তাহার মন রাজহংসীগণ।
কন্যারে ভুলায়্যা লইল আর উপবন॥
বুঝায় কন্যারে হংসী মানুষের বাণী।
পীযুষের ধারা যেন তাহার কাহিনী॥

অন্তরীক্ষে ভ্রমি আমি কামচার গতি।
আমারে ধরিতে পারে কাহার শকতি॥
শিশুকাল গেল তোমার যৌবন প্রবেশ।
তথাপি নহিল তোমার কোন বুদ্ধিলেশ॥
তোমারে বুঝাতে এথা আইল নির্জ্জনে।
ধরা দিব তোমায় আমি রাখিহ যতনে॥
কহিতে বলিতে কন্যা ধরে এক হংসী।
গায় হস্ত বুলাইয়া তাহারে প্রশংসি॥
হেন অপরূপ পাখী কভু না দেখিল।
কোন বিধি হেন রত্নখানি মিলাইল॥
ক্ষণে হাতে ক্ষণে কোলে ক্ষণেক গলায়।
আর ঠাঞি থুইতে হংসী মনে নাহি ভায়॥
সূচীমুখী নামে হংসী তথাই রহিল।
আর যত রাজহংসী স্বর্গেরে চলিল॥
এথা সূচীমুখী হংসী প্রভাবতী সঙ্গে।
চিরদিন আছে এথা নানা লীলারঙ্গে॥
নানাবিধ প্রকারে কন্যার মনমোহি।
সূচীমুখী হংসী যেন হৈল তার সহি॥
ত্রৈলোক্য ভিতরে যতেক আছে কথা।
সেই সব কথা কহে প্রভাবতী যথা॥
নাগর নাগরী যত আছে গুণিজন।
সেই কথা শুনায়্যা কন্যার হরে মন॥
একদিন প্রসঙ্গেতে কুমারী মোহিয়া।
কুমারীরে কহে কথা প্রবন্ধ করিয়া॥
ব্রহ্মার বাহন আমি অন্তরীক্ষ গতি।
ব্রহ্মার বরেতে আমার স্বর্গেরে উৎপত্তি॥
ইন্দ্র বায়ু বরুণ কুবের পশুপতি।
নৈর্ঋত হুতাশন আছে দিগপতি॥
ব্রহ্মা রুদ্র আদিকরি যত দেবগণ।
একে একে ভ্রমি আমি সভার ভুবন॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল যতেক আছে পুরী।
সকল দেখিয়া বুলি আমি কামচারী॥

সমুদ্রের মাঝে এক পুরী মনোহর।
ত্রৈলোক্য নাহিক স্থান তাহার সোসর॥
সংসারে দুর্ল্লভ বড় দ্বারকা নগর।
দ্বিতীয় অমরাবতী হেনই সুন্দর॥
তাহাতে আছেন হরি ত্রৈলোক্যের নাথ।
তাঁহার প্রসাদে দেবগণের সোআথ॥
তাঁর ভুজ অসুরের এক কাল দণ্ড।
ত্রৈলোক্য উজ্জ্বল সেই বড়ই প্রচণ্ড॥
সেই পুরীমাঝে আমি থাকি চিরকাল।
ভিতর বাহির পুরী প্রাচীর বিশাল॥
এ পুরীর কথা শুন অপূর্ব্ব কথন।
মহাবীর কামদেব কৃষ্ণের নন্দন॥
কি কহিব তার কথা পরম সুন্দর।
তার সম রূপ নাহি সংসার ভিতর॥
প্রদ্যুম্ন নাম তাঁর রুক্মিণীতনয়।
সভার প্রধান সেই গুণের নিলয়॥
মহাদেবের শাঁপে কাম তেজিল জীবন।
কৃষ্ণের ভুবনে গিয়া লভিল জনম॥
এই রূপ নানা কথা কহিয়া তাহারে।
নিঃশব্দে রহিল তার মন বুঝিবারে।
কন্যারে মোহিয়া হংসী আছে হরষিত।
দ্বিজ মাধব কহে পুরাণ-বিহিত॥

---

* বরাড়ী রাগ।

হংসীর বচন শুনি, প্রভাবতী মনে গণি
যৌবন প্রবেশে কামহতা।
কুমার কৃষ্ণের সুত, রূপে গুণে অদ্ভুত,
যদি মোরে মিলান বিধাতা॥
অনেক পুণ্যের ফলে, দুর্ল্লভ আসিয়া মেলে,
ঘটন ঘটায় ভালজনে।
কন্যার বাড়িল মনে, ভেদিল কুসুমবাণে,
বিরহী জীবন অকারণে॥

অনে শুনি প্রভাবতী, হংসীরে করেন স্তুতি,
কহো কথা কৃষ্ণের নন্দনে।
শুনিয়া তাহার বাণী, হংসী মনে হৃষ্ট মানি,
হানিল কন্যারে কাম বাণে॥
তার কিছু নাহি দোষ, দেবতার অভিরোষ,
শরীরে বাড়িল কামজ্বালা।
অধিক দক্ষিণ বায়, অত্যন্ত বিফল হয়,
অসোয়াস্ত করে সেই বালা॥
বসন্তে কুসুম গন্ধ, তার বড় অনুবন্ধ,
চিত্তে দুঃখ সহে কত আর।
সখি হে তোমারে বলি, কামদেব আনি কেলি
খণ্ডাহ মনের দুঃখভার॥
কাতর বচন শুনি, হংসী হাসে মনে গুণি,
বুঝাই তারে বচন রচিয়া।
বিদগধ যেবা হয়, কতেক বচন সয়,
থাক সখি মন স্থির হৈয়া॥
কুমার আনিয়া এথা, খণ্ডাহ মনের ব্যথা,
ক্ষিতিতলে রাখহ মহিমা।
তো হেন সুন্দরী আমি কিবলিতেপারিআমি
তুঁহার ভাগ্যের নাহি সীমা॥
এত বলি হংসী যায়, এক দৃষ্টে কন্যা চায়,
যত দূর তার গতি দেখি।
রাত্রিদিন আর তথা, নাহি আর কোন কথা,
যাবত না আইসে সুচীমুখী॥
হংসী গিয়া সুরপুরে সব কহি পুরন্দরে,
প্রসাদ পাইল তার স্থানে।
ইন্দ্রের আদেশ পায়্যা, দ্বারাবতী গেল ধায়্যা,
জানাইল কমললোচনে॥
হংসীর বচন শুনি, কার্য্যসিদ্ধ হেন জানি,
প্রদ্যুম্নে আনি তারে বৈল।
বজ্রনাভ মহাসুরে, ইন্দ্রপদ লভিবারে,
দুষ্টমতি আয়াস বাড়িল॥

স্বর্গ সম বজ্র পুরী দুর্জ্জয় দৈত্যকেশরী,
প্রজাপতিবরে বলবন্ত।
সে তোমার বধ্য হয়, তারে না করিহ ভয়,
তবে যশ বাড়িবে অনন্ত॥
প্রদ্যুম্নে বুঝাইয়া, হংসীরে বলেন ডাকিয়া,
ভদ্রনট আনহ সত্বরে।
চৈতন্য চরণ ধূলি, শিরে করি কুতূহলী,
পাঁচালি প্রবন্ধ মনোহরে॥

পয়ার।

কশ্যপ মুনি যজ্ঞে প্রজাপতি স্থিতে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যত আইল তাহাতে॥
দেবাসুর নর নাগ যেই যথা বৈসে।
যত মুনিগণ সব আইল তার পাশে॥
হেনকালে ভদ্রনট নামে একজন।
কশ্যপের যজ্ঞস্থানে আইলা তখন॥
নানামত নৃত্য গীত বাদ্য তাল যোগে।
নৃত্য অনুবন্ধ করে তা সভার আগে॥
বিবিধ সঙ্গীত যত রস অনুবন্ধ।
দেখিয়া সভার মনে বাড়িল আনন্দ॥
তুষ্ট হৈল কশ্যপমুনি দেখিয়া মহত্বে।
যত ইচ্ছা তত বর দিলা হরষিতে॥
যত নৃত্য কলা বিদ্যা সকল জানিবে।
যাহা বাঞ্ছা কর তাহা সিদ্ধ হইবে॥
অব্যাহত গতি তোর হৈব মহীতলে।
যার স্থানে যাবে তারে মোহিবে তৎকালে॥
এত বর দিলেন কশ্যপ তপোধন।
বর পায়্যা আছে তথা নট মহাজন॥
তথাকারে চল তুমি সত্বর গমনে।
মোর নাম কহি তারে আনহ এখানে॥

তার সনে নৃত্য কর দিয়া পাঠাইব।
বজ্রপুরী গিয়া তবে তাহারে বধিব ॥
সূচীমুখী হংসী গেল কৃষ্ণের বচনে।
ভদ্রনামে নটরাজ আনিল তখনে ॥
গোবিন্দের স্থানে গিয়া ভদ্রনটবর।
নানা নৃত্য লীলায় তুষিল গদাধর ॥
তুষ্ট হয়্যা কৃষ্ণদেব বলিলা বচন।
প্রসাদ করিয়ে তোরে শুনহ কারণ ॥
বজ্রনাভ ইন্দ্রপদ লভিবার তরে।
দেবের অবধ্য হৈল প্রজাপতি বরে ॥
প্রদ্যুম্ন কুমার মোর মারিব তাহারে।
ব্রহ্মবরে দুর্গপুরী যাইতে কেহ নারে ॥
তব সঙ্গে নটবেশ ধরিয়া কুমার।
প্রবেশ করিব গিয়া নগর তাহার ॥
গদ সাম্ব দুই বীর সংহতি করিয়া।
মারিব অসুর সেই পুরী প্রবেশিয়া ॥
তবে সেই ইন্দ্রদুঃখ হইব খণ্ডন।
তোমার প্রতাপ হৈব জগতে ঘোষণ ॥
এত বলি আনি তবে সে তিন কুমারে।
গদ সাম্ব প্রদ্যুম্ন আনি তিন বীরে ॥
ক্ষত্ররাজধর্ম্ম কুল সকল লক্ষণে।
আত্মজন পরিত্রাণ প্রজার পালনে ॥
কাতর হইয়া ইন্দ্র লইল শরণ।
তাহার রক্ষণ হেতু করহ গমন ॥
আপন স্বধর্ম্ম রক্ষা বুঝাই দেবরাজ।
মঙ্গল করিব সব দেবের সমাজ ॥
দুষ্টের বিনাশ হৈব সুজনের হিত।
ইহা বহি নাহি মোর আর মনোনীত ॥
ভদ্রনট সঙ্গে থাকি নৃত্য কলা শিখি।
বজ্রপুরী প্রবেশহ সঙ্গে সূচীমুখী ॥
তবে তথা নটসঙ্গে কথোদিন থাকি।
উপায় সৃজিও যেন দৈত্য নাহি দেখি ॥

সূচীমুখী বুদ্ধিযোগে কন্যা প্রভাবতী।
প্রদ্যুম্নে মিলাবে আনি অনেক শকতি ॥
পরম সুন্দরী কন্যা ত্রিভুবন-সার।
প্রবন্ধে তাহার পুরী যাইহ কুমার ॥
গন্ধর্ব্ব বিবাহ করি থাকিহ কৌতুকে।
সূচীমুখী হংসী দিয়া জানাইও আমাকে ॥
বজ্রনাভের কনিষ্ঠ অনাভ মহামতি।
তার দুই কন্যা চন্দ্রপ্রভা গুণবতী ॥
গদ সাম্ব দুই তথা আছে দুই বালা।
উপায় সৃজিও তথা মনোরম কলা ॥
চলহ সত্বরে তিনে ভদ্রনট সনে।
অবিলম্বে তথা ঝাট করহ গমনে ॥
প্রভুর আজ্ঞায় তবে প্রদ্যুম্নকুমার।
প্রণাম করিয়া বলে যে আজ্ঞা তোমার ॥
দিনকত নটসঙ্গে আলাপ করিল।
ভালমতে নৃত্যকলা সকল শিখিল ॥
কৃষ্ণের চরণ বন্দি তিন মহাবীরে।
শুভক্ষণ পায়্যা যাত্রা কৈল বজ্রপুরে ॥
নাটয়ে বলিল প্রভু প্রসাদ করিয়া।
মন্ত্রণা করিহ সভে এক যুক্তি হয়্যা ॥
এতবলি হাথে হাথে তিনে সমর্পিল।
বিবিধ মঙ্গল করি আশীর্ব্বাদ কৈল ॥
নটসঙ্গে কৃষ্ণ নিয়োজিলা তিনজনে।
হংসীরে পাঠাল ঝাট প্রভাবতী স্থানে ॥
ভদ্রনটসঙ্গে তিন কুমার চলিয়া।
বজ্রনাভ দেশে সভে উত্তরিল গিয়া ॥
বজ্রনাভের আজ্ঞা বিনা প্রবেশিতে নারি।
রহিল বাহির সূচীমুখী আগুসরি ॥
এথা সূচীমুখী গিয়া পুরন্দর স্থানে।
কৃষ্ণের যতেক কথা বহিল তখনে ॥
তবে তারে পুরন্দর ঝাট পাঠাইল।
তুরিত গমনে হংসী বজ্রপুরী গেল ॥

রহিলা উদ্যান মধ্যে রম্য সরোবরে।
রহিয়া দেখিল তথা প্রভাবতী পুরে॥
হংসী দেখি জানাইল সখী প্রভাবতী।
শুনিয়া চলিল হংসী করিতে পিরীতি॥
সত্বরে কহিল গিয়া সুচীমুখী দেখি।
কোলে করি জিজ্ঞাসে কুশলে আইলা সখি॥
সুচীমুখীর বদন প্রসন্ন দেখিয়া।
নিজ মনোরথ সিদ্ধ তখনে লখিয়া॥
সুগন্ধি মৃণাল দণ্ড সুবাসিত জলে।
সেবি অবসাদ তার খণ্ডিল সকলে॥
সুস্থ হয়্যা প্রভাবতী সুচীমুখী দেখি।
অতিশয় কৃশ তনু সুচীমুখী লখি॥
সুচীমুখীর অবসাদে বিরস বদন।
সিংহাসন এড়ি রামা ভূমিতে শয়ন॥
চারু চন্দন পদ্ম সুস্মিত নয়নে।
সদাই বিরসমুখী বচন নাহি শুনে॥
রমণ ইচ্ছিল বালা কন্যা প্রভাবতি।
তোমা দরশনে মোর হইল পিরীতি॥
প্রভাবতী দেখি হংসী মনে পাইল ব্যথা।
কহিল সকল যত কুমারের কথা॥
যত দুর আইসে কুমার চাহে ঊর্দ্ধমুখী।
হাসিতে লাগিল কুমারী তার মুখ দেখি॥
পুনরপি কহে হংসী শুন প্রভাবতী।
তোমা লাগি কুমারেরে করিল মিনতি॥
বিবিধ প্রকারে তোমার গুণ প্রকাশিল।
অশেষ প্রকারে তার মন মজাইল॥
আইল কুমার তবে শুনহ কামিনি।
কেমনে আসিব পুরী কহ চন্দ্রাননি॥
তোমার বাপের আজ্ঞা বিনে গতি নাই।
ইহার উপায় মোরে বল প্রাণ সই॥
তোমার বাপেরে মোর করাহ দর্শন।
প্রকার বিশেষে তারে কহিও বচন॥
তার মন বুঝিলে কুমার পারিব আনিতে।
করিব উপায় তুমি থাকহ বসিতে॥
সখীগণ সঙ্গে সুচীমুখী হংসী লয়্যা।
বাপের সমুখে কন্যা দাণ্ডাইল গিয়া॥
প্রণাম করিয়া কন্যা রহে এক পাশে।
অপরূপ হংসী দেখি দৈত্যরাজ জিজ্ঞাসে॥
হেন অপরূপ আমি কভু না দেখিল।
সুবর্ণের বিহঙ্গম কেবা আনি দিল॥
প্রভাবতী বলে শুন দৈত্য মহাশূর।
তোমা সম ভাগ্যবান্ নাহি তিন পুর॥
ব্রহ্মার বাহন হংসী বুদ্ধে বিশারদ।
ত্রৈলোক্য বিজয়ী রূপ অম্বুদ শারদ॥
তোমারে সেবিতে আসিয়াছে মোর স্থানে।
চিরকাল আছে আমি নিবেদি এখনে
তবে দৈত্যরাজ দেখি বলিল হংসীরে।
চিরকাল আছ তুমি না সম্ভাষ মোরে॥
তোর রূপ ঠাম দেখি বাড়িল কৌতুক।
কি দিব তোমারে কিসে বাড়ে তোমার সুখ
বজ্রনাভ বচন শুনিয়া সুচীমুখী।
নিকট হইয়া বলে বচন কৌতুকী॥
ব্রহ্মার সদনে থাকি সংসার ভ্রমিয়া।
সকল লোকের কথা হৃদয় জানিয়া॥
যথা তথা যাই আমি শুনি তোমার নাম।
ত্রিভুবনে বিখ্যাত তোমার যশোধাম॥
তোমা দেখিবারে মোর মন নিতি নিতি।
এথায় আসিতে মোর কেমন শকতি॥
দেবগণ আমার বচন অনুসারে।
নানা যত্ন করি সভে বলেন ব্রহ্মারে॥
তোমা হেন মহারাজা নাহি দেখি কোথা।
দরশনে আমার ঘুচিল সব ব্যথা॥
তোমা দেখিবারে যুক্তি সেবো প্রভাবতী।
দুঃখ অন্ত হৈল মোর শুন মহামতি॥

হংসীর বচন শুনি দৈত্য হৈল বশ।
পক্ষ হয়্যা কহে যত বচন রভস ॥
পক্ষ জাতি হয়্যা তোমার এতেক উত্তর।
তোমার বিচ্ছেদে দুঃখ না সহে অন্তর ॥
এথা থাক তোমার করিয়া দিব বাসা।
বাঞ্ছা সিদ্ধি করাইব না পাবে ক্ষুধা তৃষা ॥
নানা দেশের কথা কহে যত গুণিজন।
সকল কথা কহে শুনি অপূর্ব্ব বচন ॥
শুনিয়া দৈত্যের কথা বলে রাজহংসী।
যথা যত গুণিজন তাহার প্রশংসি ॥
এক দিন কহে ভদ্রনটের বৃত্তান্ত।
আর যত গুণী আছে তার নাহি অন্ত ॥
ব্রহ্মার সদনে নাহি হেন নৃত্য কলা।
ত্রৈলোক্যে নাহিক দেখি হেন নৃত্যকলা ॥
এই সব কথা কহে দৈত্যরাজ শুনে।
সকল কথা কহে হংসী হৃদয় অনুমানে ॥
ভদ্রনটে আনিবারে দৈত্যরাজ বৈল॥
শুনিয়া নৃপের কথা কৌতুক বাড়িল ॥
নট আনিবারে হংসী পাঠায় সত্বর।
চল ঝাঁটে আন গিয়া যত নটবর ॥
অনেক প্রসাদ দিয়া পাঠায় হংসীরে।
সত্বরে আনিয়া নট দেখাহ আমারে ॥
দৈত্যের বচনে হৃষ্ট হয়্যা স্বচীমুখী।
প্রভাবতী তরে বলে শুন প্রাণসখি ॥
তোমার ভাগ্যের সীমা বলিতে না পারি।
নানা মত প্রকারে আমি দৈত্য বশ করি ॥
ভদ্রনট সঙ্গে এথা আনিব কুমার।
কহিল যেমন সিদ্ধি হইল তোমার ॥
দৈত্যরাজ স্থানে নট প্রসঙ্গ করিয়া।
তাহা আনিবারে যাই দৈত্য আজ্ঞা পাইয়া ॥
এত বলি রাজহংসী গেল নটস্থানে।
বজ্রপুরী চল তুমি রাজ-সন্নিধানে ॥
প্রদ্যুম্নে নিভৃতে কহিল তত্ত্ব কথা।
তোমার বিলম্বহেতু দুঃখী রাজসুতা ॥
সংসার দুর্লভ বড় প্রভাবতী নামা।
যেন তুমি তেন সেই সদৃশ মহিমা ॥
স্বচীমুখীর বচন শুনিয়া নটগণে।
দেবকার্য্য সাধনে চলিল ততক্ষণে ॥
কৌতুক করিয়া মনে চলে নটগণে।
দ্বিজ মাধব কহে কৃষ্ণের চরণে ॥

পটমঞ্জরী রাগ।

স্বচীমুখী হংসী সঙ্গে, চলিলেন লীলারঙ্গে,
সকল নৃত্যকে করি মেলা।
রহি রহি স্থানে স্থানে, নগরে জনে জনে,
ঠাঁই ঠাঁই করে নৃত্য কলা ॥
ব্রহ্মপুরী ঘরে ঘরে, অবনীমণ্ডলে,
যথাতথা লোক বৈসে।
সভাকার বিদ্যমানে, নিজগুণগণ গানে,
নৃত্য গীতে সভাকারে তোষে ॥
কৌতুকে দৈত্যগণ, দিল তারে নানাধন,
বিবিধ রতন যত ছিল।
ধায়্যা সভে বাজস্থানে, যতেক আছিল মনে,
সবকথা রাজারে কহিল ॥
লোকমুখে এত শুনি, দৈত্যরাজ মনে গুণি,
সমুখে দেখিল রাজহংসী।
আনিবারে ভদ্রনট, তোরে পাঠাইল ঝাঁট,
কথা কহেন দৈত্য তুষি ॥
দৈত্যের আর্ত্তি দেখি, বলে হংসী স্বচীমুখী,
পীযুষের ধারাসম বাণী।
তোমার আদেশ পায়্য,নানাদেশ বুলি চায়্যা,
আনিলাম শুন দৈত্যমণি ॥
কশ্যপের যজ্ঞ স্থানে, দেব দৈত্য মুনিগণে,
যজ্ঞস্থানে ছিল যত লোক।

সবাকার তুষি মন, হরি লয় নানাধন,
নৃত্য দেখি সভার কৌতুক ॥
তোমার মহিমা যত, বলি তারে নিতে নিত,
আনিল যতনে এথাকারে।
আপনিত আজ্ঞা করি আনতারে নিজপুরী
বিবিধ রভস দেখিবারে ॥
শুনিয়া হংসীর মুখে, দৈত্যরাজ কৌতুকে,
বিশেষ হরিষ সূচীমুখী।
পুরী প্রবেশ করিবারে, আদেশ করিল তারে
সর্ব্বজন দেখিয়া কৌতুকে ॥
আইল যত সব নটে, রহি রাজ নিকটে,
নৃত্যক শালায় প্রবেশি।
নট সঙ্গে তিন ভাই, আইল দৈত্যের ঠাঞি,
সখীরে বলিল রাজহংসী ॥
শুনিয়া সখীর কথা, অন্তরে পাইল ব্যথা,
অস্থির হইল প্রভাবতী।
কুমার মলিন হেতু, বাড়িল মকরকেতু,
আর নাহিক দিবা রাতি ॥
এথা সব নটগণে, দৈত্যরাজ সন্নিধানে,
চরিয়া করেন নৃত্য কলা।
প্রদ্যুম্ন নটবর, গদ শাম্ব সহোদর,
প্রবেশ করিল নাট শালা ॥
যত সব নটগণ, করি নানা যতন,
সুবেশ ধরিল বিত্ত পণে।
ধরি রূপ অনুপাম, যেন অভিনব কাম,
বেশ কন্দর্প বরদানে ॥
বেশ দেখি নট জনে, মন মোহে দৈত্যগণে,
আর না ভায় কার মনে।
সদত নৃত্যের কথা, কহে সভে যথাতথা,
স্বপনেহ দেখে নটগণে ॥
নাচিবারে রামায়ণ, করিলেন সম্বিধান,
সকল দৈত্যের সমাজে।
দ্বিজ মাধব কয়, শুন প্রভু দয়াময়,
মন্ত্রণা বিশেষে দৈত্য মজে ॥

পয়ার।

দশরথ রাজারূপে করিল প্রবেশ।
কৌশল্যা কেকয়ী আর সুমিত্রার বেশ ॥
সূর্য্যবংশ সার্ব্বভৌম যেন দিবাকর।
সমরে জিনিয়া মিত্র কৈল পুরন্দর ॥
অনাবৃষ্টি শুনি গেলা শনিশ্চরে মেলা।
উপদ্রব ঘুচাইল রোহিণী নিজ তারা ॥
কথোদিনে অপুত্রক রাজা যজ্ঞ কৈল।
বিষ্ণু অংশে দুই চরু তথাই পাইল ॥
চারি ভাগ করিয়া খাইল তিন রাণী।
চারি ভাগে অবতার কৈল চক্রপাণি ॥
কৌশল্যার তনয় লইলা শ্রীরাম।
সর্ব্বগুণে সম্পূর্ণ অতি অনুপাম ॥
কেকয়ীর পুত্র হৈল ভরত সুমতি।
লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন হৈলা সুমিত্রা যুবতী ॥
চারি ভাই এক ভাব বিষ্ণু অবতার।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন আর ॥
বিশ্বামিত্র সঙ্গে রাম গিয়া যজ্ঞস্থানে।
যজ্ঞরক্ষা রণে মারি নিশাচরগণে ॥
বকাসুর বধি রাম যজ্ঞ রাখিল।
জনক ঘরে হর-ধনুক ভাঙ্গিল ॥
উর্ম্মিলা সীতা আর কন্যা শ্রুতকীর্ত্তি।
চারি ভাই বিবাহিল চারি যুবতী ॥
দেশের যাইতে পথে পরশুরাম দেখি।
একুশ বার ক্ষত্রি যেই মারিল একাকী ॥
তাহারে জিনিয়া গেল অযোধ্যা নগরী।
রামে রাজ্য দিতে রাম অভিষেক করি ॥
অভিষেক করি রামে রাজা দশরথে।
তাহা দেখি কেকয়ী পড়িল আথে ব্যথে ॥

কেকয়ী বচনে রাজ্য না দিল রামেরে।
লক্ষ্মণ-জানকী সঙ্গে চলিলা বনেরে ॥
বল্ক পরিধান রাম শিরে জটাভার।
ধনুক বাণ হাতে রাম তপস্বী আকার ॥
গুহক চণ্ডালের পূর্ব্ব মিতালি স্মরিয়া।
দণ্ডক অরণ্যে তিনে রহিলেন গিয়া ॥
এথা দশরথ বনে পুত্র পাঠাইল।
কেকয়ী বচনে রাজা শরীর তেজিল ॥
রামেরে পাঠাল্য বনে রাজার মরণ।
ভরত বলিল মায়ে বিরূপ বচন ॥
বণে গিয়া রামেরে দেখিল সকরুণে।
ক্রন্দন করিল রামের ধরিয়া চরণে ॥
বাপের মরণ-কথা রামেরে কহিল।
শুনিয়া বিষাদে দুঁহে ভূমেতে পড়িল ॥
সুস্থ হয়্যা রামচন্দ্র ক্ষত্রিয় বিধানে।
নদীর তীরেতে করিলা পিণ্ডদানে ॥
ভরতে বলিলা তুমি যাহ নিজ ঘরে।
রাজা হয়্যা পালন তুমি করহ প্রজারে ॥
রামের বচন শুনি ভরত সুমতি।
দেশেরে যাইতে রামে করিল মিনতি ॥
না গেলা দেশেরে রাম ভরত চলিলা।
রামের পাদুকা শিরে ধরি পুষ্পমালা
এথা রাম লক্ষ্মণ আর সীতা ত রূপসী।
দণ্ডক অরণ্যে ভ্রমে হইয়া তপস্বী ॥
সূর্পণখার নাক কাণ লক্ষ্মণ কাটিল।
খরদূষণ চৌদ্দহাজার রাক্ষসে মারিল ॥
মারীচ রাক্ষস আসি বুলে মৃগবেশে।
সীতারে হরিয়া রাবণ লয়্যা গেল দেশে ॥
তপস্বীর বেশে রাবণ দণ্ডকে আসিয়া।
চলিল রাবণ দেশে সীতারে লইয়া ॥
মারিচ মারিয়া রাম লক্ষ্মণ সংহতি।
আশ্রমে না দেখে আসি সীতা ত যুবতী ॥
বিরহে আকুল দুঁহে করিলা করুণা।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে হইয়া উন্মনা ॥
লতা ক্রুম নানা স্থান নানা গিরি ঠাঞি।
কোথাও সুন্দরী সীতা দেখিতে না পাই ॥
আকাশে পুছেন রাম হয়্যা অচেতন।
চলিতে না দেখে পথ সদাই ক্রন্দন ॥
কোথা গেলে পাব সীতা কোথায় মিলিব।
সীতা সীতা বলে রাম কিবুদ্ধি করিব ॥
যথা তথা সীতা চাহি তথাই বিলাপ।
লক্ষ্মণ না পারে রামে ঘুচাইতে সন্তাপ ॥
হেন মতে দুই ভাই দণ্ডক ভ্রমণে।
দেখিলা জটাই পক্ষরাজ সেই বনে ॥
সীতারে লইয়া রাবণ যাইতে পথ-মাঝে।
সীতা রহাইবারে পক্ষ তার সনে যুঝে ॥
রাবণের সনে পক্ষ কৈল মহারণ।
বৃদ্ধ পক্ষ হেন নাহি মারিল রাবণ ॥
পক্ষরাজ জিনিয়া রাবণ মহারাজে।
সীতাকে থুইল লয়্যা অশোকের মাঝে ॥
শ্বাস মাত্র আছে পক্ষ পড়ি রহে তথা।
বিরহে আকুল রাম ভ্রমি বুলি তথা ॥
সীতার উদ্দেশ কথা রামেরে কহিয়া।
স্বর্গেরে চলিল পক্ষ শরীর তেজিয়া ॥
জটাইর প্রেত কর্ম্ম করি রঘুপতি।
সীতার উদ্দেশ পায়্যা হৈল সুস্থমতি ॥
বনে বনে চলিল লঙ্কায় ঊর্দ্ধমুখী।
কথোদূরে ঋষ্যমূক গিরি উচ্চ দেখি ॥
পর্ব্বতে উঠিলা রাম লক্ষ্মণ ধীরে ধীরে।
তথাই দেখিলা হনুমান মহাবীরে ॥
শ্রীরাম দেখিয়া বীর আনিল নিলয়।
সুগ্রীবেরে জানাইল রামের পরিচয় ॥
বালি সুগ্রীব দুই বানরের রাজা।
কিষ্কিন্ধ্যায় বৈসেন পালন করে প্রজা ॥

সুগ্রীবের নারী রূপে পরম রূপসী।
ভাই খেদারিয়া বালী আপনি পরশি॥
বালিভয়ে সুগ্রীব পঞ্চ বানর সঙ্গে।
পলাইয়া থাকে সেই ঋষ্যমুক-শৃঙ্গে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ তথা সীতা হারাইয়া।
মনোদুঃখে রহে দুঁহে মিতালি করিয়া॥
সুগ্রীবেরে আজ্ঞা করিলা রঘুবীর।
বালি মারি রাজ্যে তোমা করাইমু স্থির॥
সুগ্রীব প্রতিজ্ঞা করে সীতার উদ্ধার।
তথাই রহিলা রাম সীতা অনুসার॥
সপ্ততাল ভেদি রাম মারিলা বালীরে।
সুগ্রীব স্থাপিয়া যশ রাখিলা সংসারে॥
বরিষা প্রভাতে রাম সীতার কারণ।
চতুর্দ্দিগে সুগ্রীব পাঠায় কপিগণ॥
সমুদ্রের কূলে গেলা অঙ্গদ যুবরাজ।
লঙ্কাদিগে পাঠাইল সিদ্ধ হেতু কাজ॥
হনুমানে আজ্ঞা কৈলা সিন্ধু লঙ্ঘিবারে।
হনূমান উঠে গিয়া পর্ব্বত শিখরে॥
মহাবল পরাক্রম পবননন্দন।
লাফে ডিঙ্গাইল সিন্ধু শতেক যোজন॥
লঙ্কাপুরী প্রবেশিয়া সীতা সম্ভাষিল।
অশোক কানন বীর সকলি ভাঙ্গিল॥
রাবণ পাঠায় দূত তাহা ত মারিল।
ক্রোধেতে রাবণ তার লেজে অগ্নি দিল॥
লাফে লাফে লঙ্কাপুরী সব পোড়াইয়া।
হনুমান আইল পুন সমুদ্র তরিয়া॥
সকল কহিল গিয়া রামের গোচর।
যেমতে দেখিল সীতা লঙ্কার ভিতর॥
মারিল রাক্ষস যত অক্ষয় মহাবল।
লঙ্কা পোড়াইয়া রাক্ষস মারিল বিস্তর॥
তর্জ্জন গর্জ্জনে যত রাবণ বলিল।
সকল কহিয়া সীতার মণি রামে দিল॥

মণি পায়্যা রঘুনাথ হইলা হুতাশ।
অঙ্গে বুলাইয়া মণি ছাড়িলা নিশ্বাস॥
সীতার বর্ত্তা পায়্যা রাম হৈলা হরষিত।
হনুর বিক্রম দেখি বানর বিস্মিত॥
নানা ফল মূলে হনূমানের পূজা কৈল।
হরিষ বার্ত্তা পাইয়া সুগ্রীব নাচিতে লাগিল॥
হেন কালে বিভীষণ রাবণ-সহোদর।
ভাইরে বুঝায় ধর্ম্ম সদৃশ উত্তর॥
না শুনিয়া তার বোল কৈল অপমান।
বিভীষণ আইল তবে শ্রীরামের স্থান॥
রামভক্ত বিভীষণ ধর্ম্মশীল মন।
রামের চরণে গিয়া পশিল শরণ॥
নানা দেশের বানর করিয়া একত্তরে।
লঙ্কা জিনিতে জান সমুদ্রের তীরে॥
নল নীল অঙ্গদ সুষেণ জাম্বুবান।
মহেন্দ্র দ্বিবিদ আর বীর হনূমান্॥
কুমুদ প্রমাথী দধিমুখ সেনাপতি।
অসংখ্য বানর আইল সুগ্রীব সংহতি॥
হরিষে জয় জয় করে সর্ব্ব বানরগণ।
বানরের কোলাহলে কাঁপিল রাবণ॥
দেখিয়া বানরগণে উচাটন মন।
আপনি আইল রাজা করিবারে রণ॥
সন্ধান পাইয়া গিয়া বানর কটক হানে।
কুপিলেন রামচন্দ্র দেখিয়া রাবণে॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে রাবণের দশমুণ্ড কাটি।
ত্রাস পায়্যা পলায় রাবণ নাহি দেখে বাটী॥
নিদ্রা হৈতে চিয়াইয়া পাঠায় কুম্ভকর্ণে।
কুম্ভকর্ণে চলে যেন গজেন্দ্র গমনে॥
রণস্থলে আসি কুম্ভকর্ণ মহাবল।
গরাসে গরাসে গিলে বানর সকল॥
নখে বিদারিয়া কেহো হেলায় মারিল।
কেহ মুটুকির ঘায়ে প্রাণ হারাইল॥

সকল বানরগণ ভয়ে পলাইল।
সুগ্রীব বানররাজ তবে যুদ্ধ কৈল॥
কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবের গলা চাপি ধরে।
সংগ্রাম জিনিয়া বীর অভ্যন্তরে লড়ে॥
কুম্ভকর্ণের কোলে সুগ্রীব চৈতন্য পাইয়া।
কুম্ভকর্ণের নাককাণ কামড়ে ছিঁড়িয়া॥
মহাবেগে আইল সুগ্রীব আপন কটকে।
কুম্ভকর্ণের রক্ত বয়ে পড়ে নাকে মুখে॥
লেউটিয়া কুম্ভকর্ণ আইল আরবার।
দন্তে 'চবাইয়া বানর করে ত সংহার॥
পলাইল বানর সব এড়িয়া শ্রীরাম।
ধনুক সহায় রাম করিলা সংগ্রাম॥
দুই হাথ দুই পা কাটিল একে একে।
ব্রহ্ম অস্ত্রে কুম্ভকর্ণের কাটিলা মস্তকে॥
তবেত রাবণ আইল হয়্যা ক্রোধমন।
শক্তিশেলে লক্ষ্মণের সংশয় জীবন॥
লক্ষ্মণ রাখি দিয়া রাম বিন্ধিলা রাবণ।
রামের বাণে ঢাকিলেক রবির কিরণ॥
লক্ষ্মণ নির্জ্জীব দেখি রাম মহাবীর।
বিষাদে লোটান ভূমি হইয়া অস্থির॥
সুষেণ-বচন শুনি বীর হনুমান্।
গন্ধমাদনেরে বীর করিল পয়াণ॥
গন্ধকালী কুম্ভিরিণী তথাই মারিয়া।
তিন কোটি গন্ধর্ব্ব মারে যুদ্ধ করিয়া॥
পর্ব্বত সমেতে আনি দিলেন সুষেণে।
বিশল্যকরণী দিয়া জীআইলা লক্ষ্মণে॥
জয় জয় শব্দ কৈল বানর কটকে।
দেবগণ আশীর্ব্বাদ করেন কৌতুকে॥
যজ্ঞ করে ইন্দ্রজিত লঙ্কার ভিতর।
ইন্দ্রজিত মারিয়া তুষ্ট কৈল পুরন্দর॥
পড়িল সকল সেনা সকল কোঙর।
পলাইয়া ঘরে আইল রাজা লঙ্কেশ্বর॥

ক্রোধেতে রাবণ যুদ্ধ করিল বিস্তর।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল রাম ধনুর্দ্ধর॥
ব্রহ্ম অস্ত্র এড়ি রাম বধিল রাবণ।
পরম সানন্দে জয় জয় ত্রিভুবন॥
রাবণ বধিয়া বিভীষণে রাজ্য দিল।
অশোককানন হৈতে সীতারে আনিল॥
অগিনি পরীক্ষা করি সীতা শুদ্ধ হৈলা।
দেবগণ আসি রামে স্তবন করিলা॥
রামের বচনে তবে দেব পুরন্দর।
অমৃতবৃষ্টো জীআইলা সকল বানর॥
রাবণ মারিয়া রাম সীতা উদ্ধারিলা।
পুষ্পক রথে চড়ি রাম নিজ রাজ্যে আইলা॥
অযোধ্যা আইসে রাম ভরত শুনিয়া।
পাদুকা মাথায় করি প্রজাগণ লয়্যা॥
শ্রীরামে করেন ভরত পিতৃ ব্যবহার।
দেশেরে আনিয়া দিল রাজ্য অধিকার॥
রামচন্দ্র রাজা হৈল অযোধ্যা নগরে।
জরা-মৃত্যু রোগ শোক নাহিক প্রজারে॥
লব কুশ দুই পুত্র সীতা প্রসবিল।
লোক-অপবাদে রাম সীতা নির্ব্বাসিল॥
শত্রুঘ্ন মারিল লবণ মহাসুরে।
পুনরপি পরীক্ষা দিতে আনিল সীতারে॥
তবে সীতা প্রবেশিলা পাতাল ভিতর।
সীতাশোকে রঘুনাথ হইলা জর্জ্জর॥
কথোদিনে যজ্ঞদান বিস্তর করিয়া।
স্বর্গেরে চলিলা লব-কুশে রাজ্য দিয়া॥
শ্রীরাম চরিত্র এই বিদিত সভায়।
যাহার শ্রবণে সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয়॥
হেন রামায়ণ গীত নাচিল তথাতে।
আর কিছু উদ্ভট শুন প্রবন্ধ রচিতে॥
সাত কাণ্ড রামায়ণ নাচিল নাটকে।
নানারূপ নৃত্য দেখি রাজার কৌতুকে॥

অজ ইন্দুমতী কথা গঙ্গা সুরধার।
নটজন নাচে তথা প্রবন্ধ আকার॥
অসুর মোহিয়া তথা নাচে নটগণ।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব রচন॥

পয়ার।

এই মতে তিন ভাই নটবর সঙ্গে।
হংসী মিলিল তথা প্রভাবতী সঙ্গে॥
প্রদ্যুম্ন কুমার আনিল যেন রঙ্গে।
অনেক প্রকারে আনিলাম শুনহ প্রসঙ্গে॥
সুচীমুখী তাহে আনিল নটবেশে।
শুনিয়া রাজার কন্যা পরম হরিষে॥
হংসীরে কহিল কন্যা মিনতি বিস্তর।
আমার হেথা আন ঝাট কৃষ্ণের কোঙর॥
ঘরেতে আছিল যবে শুনিলাম নাম।
বিরহিণীর চিত্তে আর না সহে বিশ্রাম॥
নিকটে আনিলে যদি শুন প্রাণসখি।
কেমনে রহিবে প্রাণ তাঁরে নাহি দেখি॥
ঝাট করি সখি তারে আন এথাকারে।
তোমার প্রসাদে প্রাণ রহুক শরীরে॥
এতেক মিনতি তার শুনি রাজহংসী।
প্রদ্যুম্ন কহিল গিয়া নটস্থানে আসি॥
প্রভাবতী আরতি শুনিয়া কৃষ্ণসুত।
মনোভব বৈভব মানিল অদভুত॥
এতেক ভাবিয়া বীর হংসী ঠাঞি কহে।
কেমনে যাইব তথা বলহ উপায়ে॥
দেবের অগম্য পুরী ধরে তার বাপ।
অবনী প্রকট বড় দৈত্যের প্রতাপ॥
শুনিয়া তাহার কথা রাজহংসী বৈল।
আমার নিদান তুমি মায়া পাতি চল॥
ভ্রমরের রূপ ধরি কুসুমে চড়িয়া।
তার সঙ্গে চল তুমি যোগান ধরিয়া॥
হেনকালে সন্ধ্যার সম্ভোগ দিবাকর।
নিজ তেজ ছাড়িয়া চলিলা অভ্যন্তর॥
ক্রমে ক্রমে তিমির ব্যাপিত চউদিগে।
অবকাশে ফুটিল তারাগণ লগে॥
হেনকালে প্রভাবতী সখীগণ লয়্যা।
অন্তঃপুরে আইল সভে পূজার সজ্জ লয়্যা॥
পুষ্প গন্ধে অলিকুল পাছু পাছু ধায়।
ভৃঙ্গরূপে প্রদ্যুম্ন তার পাছু রয়॥
প্রভাবতীস্থানে গিয়া রাজহংসী বলে।
আজু হেথা কুমার আসিবে মায়াছলে॥
সুসাজ হইয়া তুমি থাক একচিত।
প্রকারে রহাব যেন না হয় বিদিত॥
তবে প্রভাবতী সব সখীগণ আনি।
গুপতে কহিল তারে সকরুণ বাণী॥
আজি এথা আসিবেন দেবের কুমার।
অন্তঃপুরে রাখ যেন না হয় প্রচার॥
গন্ধর্ব্ব বিবাহ যোগ্য যে হয় উচিত।
দেবীপূজা-ছলে তাহা কর উপনীত॥
এতেক বচন তার শুনি সখীগণ।
গন্ধ চন্দন যোগ্য আনে ততক্ষণ॥
ফুলমধ্যে ভ্রমর আইল তথাকারে।
সন্ধ্যাকালে সভে গেল আপনার ঘরে॥
সভে ঘরাঘরী গেলা একেলা কুমারে।
নির্ব্বন্ধ কন্যার কর্ম্ম পুরীর ভিতরে॥
কখন আসিব এথা কখন দেখিব।
কেমনে কুমারবর-চরণ সেবিব॥
এত শুনি কুমারীর হৃদয়ের কথা।
নিজরূপে কৃষ্ণসুত দাণ্ডাইল তথা॥
কন্যার মনের দুঃখ বুঝিয়া অপার।
রুক্মিণী-তনয় কৃষ্ণ জনক তাহার॥
যদুকুলে উপনীত বলে মহাবীর।
যহার দর্শনে দেবগণ নহে স্থির॥

পুরুষ-রতন এই আইল পুণ্য ভাগ্যে।
সাবধানে রাখিও তুমি আপনার যোগ্যে ॥
গন্ধর্ব্ব বিবাহ কর স্থির হয়্যা মন।
দুইজন বসিলা কাঞ্চন সিংহাসন ।
সুগন্ধি শীতল জলে স্নান আচরিত।
বিচিত্র বসন পরি আনন্দিত চিত ॥
তবে রত্নসিংহাসনে দুহে ত বসিল।
প্রদ্যুম্ন-গলায় মাল্য প্রভাবতী দিল ॥
আজি হৈতে তুমি মোর প্রাণের ঈশ্বর।
তোমার পায়ে সমর্পিল নিজ কলেবর ॥
এত বলি দুঁহাকার হৈল একযোগ।
নানারসের প্রসঙ্গে ভুজিল রতিভোগ ॥
দিবসে নটের সনে থাকি নটবেশে।
রজনীতে নিজরূপে কুমারীর পাশে ॥
নানা রঙ্গ রতিকলা দুঁহে বিদগধ।
মন বুঝি মদনের বাড়িল সম্পদ ॥
এইরূপে কথোদিন তথাই বঞ্চিল।
প্রভাবতী সম্ভোগ লক্ষণ ব্যক্ত হৈল ॥
এক দিন দুই ভগিনী মিলি গেল তথা।
গুণবতী চন্দ্রপ্রভা অনাভের সুতা ॥
শুন শুন প্রভাবতী কি তোর চরিত্র।
সদাই অলস তোর লোচন মুদিত ॥
নখরেখ কুচমাঝে সর্ব্বাঙ্গ ঘূর্ণিত।
বিভা না হইতে গর্ভ হৈল অনুচিত ॥
যথা যথা শয়ন আলস অবিদিত।
কহিবে অবশ্য মোরে না করিহ ভীত ॥
শুনিয়া এসব কথা প্রভাবতী নারী।
দুই ভগিনীরে বলে করিয়া চাতুরী ॥
এক দিন পুরুষ আইল আচম্বিত।
দেবতা জানিয়া তায় সেবোঁ নিত নিত ॥
তুষ্ট হয়্যা এক মন্ত্র কহিল আমারে।
যে দেব স্মরণ কর আসিবে সত্বরে ॥
শুদ্ধ মন্ত্র দিয়া মোরে গেলা মুনিজন।
পরীক্ষা করিতে লইলুঁ মন্ত্রের স্মরণ ॥
তবে এক দেবতা আইল মোর ঘরে।
বলেতে করিল মোরে মদন বিকারে ॥
তাঁহার যৌবন রূপ কাম অনুপাম।
তাহা দেখি দিনে দিনে বাড়ে মোর কাম ॥
দেবের সম্ভোগ পাইলুঁ বড় ভাগ্য পুণ্যে।
যেজন তাহার নারী সেই বড় ধন্যে ॥
তোমরা করহ যত্ন তাহারে পাইতে।
গণনা গণিয়া গণক নিরূপিতে ॥
নিত্য কর দেব যজ্ঞ সুজন হিংসন।
হেন বুঝি দৈত্যরাজের নিকট মরণ ॥
এত বলি সেই দুই ভগ্নী বুঝাইল।
দেব পুত্র বরিবারে এক যুক্তি হৈল ॥
আমা দুঁহাকারে তুমি মন্ত্র বল বিধি।
যেই মন্ত্র হৈতে হয় মনোরথ-সিদ্ধি ॥
কালি কহিব তোমায় মন্ত্রের কাহিনী।
এত বলি পাঠাইল দুইত ভগিনী ॥
নিশিযোগে কামদেব আইলা তথায়।
ভগিনীর যত কথা কহিল ত ...
শুনিয়া প্রদ্যুম্ন বলে ভাল বলিয়াছ
মন্ত্রছলে ভগিনীর মন বুঝিয়াছ ॥
আমি আনিব দুই কুমার রতন।
তবে সম্বাদিব সত্য তোমার বচন ॥
প্রভাতে প্রদ্যুম্ন তবে গেল নটস্থানে।
দুই ভগ্নী আইল প্রভাবতীর ভবনে ॥
মন্ত্র উপদেশ করিতে ভগিনী রাখিল।
নিশিযোগে তিন ভগ্নী একত্র শুইল ॥
প্রদ্যুম্ন তবে গদ সাম্বেরে কহিল।
বজ্রনাভ সুতা মোরে বলি পাঠাইল ॥
হংসীর সহিত গেল ভৃঙ্গরূপ ধরি।
অন্তঃপুরে কন্যার সহিত নানা কেলি করি ॥

তবে সেই দুইভগ্নী ভাবি মনে মনে।
সুগন্ধি প্রকাশ পাইল প্রভাবতী স্থানে॥
তাহা দেখি প্রভাবতী পাতিল চাতুরী।
পূজাবিধি উপনীতে মন্ত্র সোঙরি॥
তাহা সভার মূর্ত্তি দেখি তিন কুমার।
তিন ভাই সমুখে গিয়া রহিলা তাহার॥
প্রদ্যুম্ন দাণ্ডাইলা প্রভাবতী-পাশে।
আর দুইভাই দুই কন্যার উপদেশে॥
তিন ভাই পাইলেন তিন কন্যা যোগে।
নিতি নিতি ভুজে তিনে আনন্দ সম্ভোগে॥
ওথা সুচীমুখী গেল ইন্দ্র কৃষ্ণ স্থানে।
কহিল সকল কথা মিলিল যেমনে॥
হেন কালে কশ্যপের যজ্ঞ সাঙ্গ হৈল।
ইন্দ্র আদি দেবগণ তথাকারে গেল॥
বজ্রনাভ দৈত্যরাজ আইল তথাকারে।
মুনি নমস্কার করি বলিল ইন্দ্রেরে॥
রাজ্য দিতে আমারে ত তখন বলিলে।
সেসব কশ্যপ যজ্ঞে দেবতা সকলে॥
শুনি আগে বলে দৈত্যরাজ্য দেহ মোরে।
আর স্থানে চল তুমি বলিল তোমারে॥
ধর্ম্ম তেজ পুরন্দর প্রজার পালক।
কোন্ বলে ইন্দ্র তুমি দেবের চালক॥
এতেক বচন শুনি বলেন মহামুনি।
স্বর্গরাজ্য-যুক্ত দৈত্য তোমা নাহি মানি॥
যার যোগ্য যেই স্থান সেই তথা থাকে।
দেব বহি কেহ নাহি থাকে দেবলোকে॥
ধর্ম্ম-রাজ্য পুরন্দর দেবের পালক।
যজ্ঞধর্ম্মে ঋষি-রক্ষা কৃষ্ণের ভাবক॥
সুখে রাজ্য ভুঞ্জ গিয়া আপন নগরে।
এতেক বলিয়া মুনি পাঠাইল অসুরে॥
মুনি নমস্করি স্বর্গে গেলা পুরন্দর।
ওথা তিন ভাই রহিল পুরের ভিতর॥

ভদ্র নট সঙ্গে তিন কুমার রহিল।
মোহিল নাটকরূপে দইত্য সকল॥
বরিষা শরৎ দুই কালে গোঙাইল।
কন্যা ঘরে সুখ ভুজে কেহ না জানিল॥
তিন কন্যা গর্ভ ধরে থাকি নিজ ঘরে।
সেহ কথা হংসী গিয়া কহিল কৃষ্ণেরে॥
মুনি স্থানে অপমান পায়্যা দৈত্যপতি।
ঘরে আসি ইন্দ্রসনে যুঝিতে করে মতি॥
যুদ্ধ সজ্জা সুনিয়া চিন্তিত পুরন্দর।
কৃষ্ণ-স্থানে গেলা ইন্দ্র দ্বারকা নগর॥
মুনিকথা দৈত্যকথা কহিল কৃষ্ণেরে।
উপায় মাগিল নিজ রাজ্য রাখিবারে॥
ইন্দ্র কৃষ্ণ যুক্তি করি বলিলা হংসীরে।
আদেশিলা কৃষ্ণ বজ্রপুরী যাইবারে॥
সত্বরে চলহ তুমি বজ্রনাভ পুরে।
প্রদ্যুম্নে কহ গিয়া মারিতে অসুরে॥
তা সভার তিন স্ত্রী গর্ভ ধরিয়াছে।
এখনি প্রসব হৈব দেব অবতারে॥
জন্মিবে যৌবন তেজ সর্ব্ববিদ্যাযুত।
দেবতুল্য হইবেক সেই তিন সুত॥
আমি আর ইন্দ্র যাব যুদ্ধ দেখিবারে।
ঝাট গিয়া কহ আমার সে তিন কুমারে॥
কৃষ্ণের বচনে তথা গেল সুচীমুখী।
তিন কন্যা সঙ্গে তিন কুমারেরে দেখি॥
কহিল তাহারে গিয়া যুদ্ধ করিবারে।
তিন জনে বেড়ি মার দুরন্ত অসুরে॥
ইন্দ্র কৃষ্ণ বরে তবে সে তিন কুমারী।
তিন পুত্র প্রসবিল মাসেক গর্ভ ধরি॥
জন্মিলে ষোড়শ হৈল সেই তিন বীর।
সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ অক্ষয় শরীর॥
চন্দ্রপ্রভা গুণবন্ত হংসকেতু নাম।
কন্দর্প সমান তনু রূপ অনুপাম॥

ইন্দ্র জিনিবারে সাজে দৈত্যের ঈশ্বর।
চতুরঙ্গ দল সাজে সইন্য সাগর॥
হস্তী ঘোড়া রথ রথী পদাতিকগণ।
বৎসর শতেকে তাহা কে করে গণন॥
হেনকালে কন্যার রক্ষক দ্বারিগণ।
প্রভাবতীর দেখিলেক বিচলিত মন॥
ধায়্যা গিয়া কহে ব্রজনাভ বরাবরি।
শুনিলুঁ যে প্রভাবতী দুষ্ট কর্ম্ম করি॥
মহালজ্জা পাইল দৈত্য বলে মার মার।
অস্ত্র লয়্যা সর্ব্বসেনা বেড়ে চারিধার॥
তালজঙ্ঘ নামে দৈত্য বলে ডাক দিয়া।
সত্বরে আনহ তিন কুমার ধরিয়া॥
ধরিতে না পার যদি মারিহ পরাণে।
সর্ব্বসেনা সান্ধাইল কন্যার ভবনে॥
তালজঙ্ঘ বীর সর্ব্বসেনা সঙ্গে করি।
সত্বরে বেড়িল গিয়া কন্যার নিজপুরী॥
তাহা দেখি কন্যাসব কাঁপে থরথরি।
ধনুকে টঙ্কার শুনি সেই তিন নারী॥

মূর্চ্ছা হয়্যা তিন জন যায় গড়াগড়ি।
ক্ষণেকে চৈতন্য পাইল সেই তিন নারী॥
মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়্যা কন্যা পাইল সম্বিত।
হংসীরে পাঠায় তিন কুমারের ভিত॥
তবে নট-মাঝে হংসী আসিয়া সত্বরে।
আনিল প্রদ্যুম্ন গদ সাম্ব তিন বীরে॥
অন্তঃপুরে আইল তবে সেই তিন বীর।
আশ্বাসিয়া তিন কন্যা করাইল স্থির॥
ঘরে বাহির না হইও কোন জনা।
হাথে অস্ত্রে কাটিমু দৈত্যের যত সেনা॥
হাথে খড়্গ তিন বীর যুঝে নানা ছন্দ।
কেহ পড়ে কেহ রড়ে কেহ করে দ্বন্দ॥
ছয় জনের বিক্রম দেখি সেনা দিল ভঙ্গ।
যুঝিবারে আইল আপনি লোহজঙ্ঘ॥

রথে চড়ি ছয়জনে বাণে আচ্ছাদিল।
অস্ত্র লয়্যা কামদেব সকল কাটিল॥
যত অস্ত্র ফেলে দৈত্য কামের উপরে।
বাণে কাটি কামদেব খণ্ড খণ্ড করে॥
অনেক সংগ্রাম হৈল অতি ভয়ঙ্কর।
রথ রথী ঘোড়া হাথী পড়িল বিস্তর॥
হাথাহাথি মুখামুখি চরণে চরণ।
মুকুটামুকটি বুকে মারামারি রণ॥
ছন্দে বিছন্দে যুঝে অসুর মহাবলী।
কেহ কাহ জিতে নারে পাড়ে গালাগালি॥
কোপেতে প্রদ্যুম্ন তারে মারিল চাপড়।
সেই ঘাএ লোহজঙ্ঘ হইল কাতর॥
রক্তবৃষ্টি ভূমিকম্প কাঁপিল ধরণী।
দৈত্যের মাথায় পড়ে গৃধিনী শকুনি॥
অমঙ্গল দেখি দৈত্য কিছু না শুনিল।
মহাকোপে কন্যার পুরে প্রবেশিল॥
ওথা সূচীমুখী বলে কৃষ্ণ বিদ্যমানে।

লোহজঙ্ঘে প্রদ্যুম্ন মারিল যেমনে॥
তবে বজ্রনাভ যুদ্ধে আপনি কৈল মন॥
তথাকারে ঝাট তুমি করহ গমন॥
শুনিয়া গরুড়পিঠে চড়িয়া শ্রীহরি।
দেবগণ সঙ্গে করি গেলা বজ্রপুরী॥
বজ্রপুরী গেল সভে রথে ভরকরি।
যুদ্ধ দেখিবারে দেব রহে সারিসারি॥
জয়ন্ত ইন্দ্রের সুত পরম ব্রহ্মণে।
তিন জনের সহায় করি পাঠাল্য তথনে॥
দেব দ্বিজ সুজনের তপো হিংসা কৈল।
তেকারণে দৈত্যরাজের তেজঃক্ষীণ হৈল॥
তেঞি বজ্রপুরী যাইতে সাহস সভাকার।
জয়ন্ত প্রবল রথে গেল তথাকার॥
যত যত বাণ এড়ে দৈত্য-সেনাগণ।
তাহার দ্বিগুণ বাণ এড়ে তিনজন॥

রক্তে নদী বহে তথা নাহি স্থল কূল।
দেখিয়া পাইল ত্রাস দৈত্য-সেনাকুল॥
তাহা দেখি দৈত্যসেনা রণে নহে স্থির।
সর্ব্বসেনা মারি বাহির হৈল তিন বীর॥
তাহা দেখি দৈত্যের যত যুদ্ধ সেনাপতি।
যুঝিবারে যায় সভে করিয়া যুগতি॥
এক চাপে যায় সভে ধরিতে তিনজন।
রথ রথী তুরঙ্গের নাহিক গণন॥
অস্ত্র বৃষ্টি করে তিনে দৃঢ় শরচয়।
অতি উষাকালে যেন রবির উদয়॥
বাণ জুড়ি কাটিল সকল সেনাপতি।
রথ সব এড়ি যত পলায় সারথি॥
ঘোড়া এড়ি রাহুত পলায় পায় পায়।
মাতঙ্গ পড়িল ভূমি মাহুত লোটায়॥
পাছু নাহি চাহে কেহ পলায় রড়ারড়ি।
কেহ কান্দে কেহ ভূমি যায় গড়াগড়ি॥
অসুরের স্কন্ধ-রক্তে পৃথিবী ভাসিল।
সেইত দুর্গমে কেহ ডুবিয়া মরিল॥
বাপ মায়ে ডাকে কেহ বলে আই-ভাই।
তিনবীর দেখি আর দেখিতে না পাই॥
হেন মতে রণে ভঙ্গ দিল সেনাপতি।
বজ্রনাভ অনাভ দুঁহার পলায় সারথি॥
অনাভের সঙ্গে যুদ্ধ কৈল সাম্ববীরে।
বজ্র সঙ্গে গদবীর যুঝেত সমরে॥
দুষে গুণবন্ত সঙ্গে দুর্ম্মুখ বসন্ত।
দীর্ঘদন্ত সঙ্গে যুঝে বীর জয়ন্ত॥
যত অস্ত্র এড়ে অনাভ মহাবীর।
সকল বাণ কাটি সাম্ব করিল অস্থির॥
অনাভের ধনুক সাম্ব কাটে একবাণে।
আর বাণে বাণ কাটি পাড়িল সন্ধানে॥
কোপিয়া অনাভ বীর আর ধনু নিল।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ সাম্বেরে মারিল॥
বাণ খায়্যা সাম্ববীর আপনা পাসরে।
স্থির হয়্যা মহাবীর মহাযুদ্ধ করে॥
এক বাণে ধনু কাটি আর বাণ এড়ি।
সারথি পড়িল রথ যায় গড়াগড়ি॥
আর বাণে অনাভের মস্তক কাটিল।
হরিষে দেবতাগণ জয়শব্দ কৈল॥
পড়িল অনাভ বীর দেবতা আনন্দ।
দীর্ঘদন্তে ধরিল করিয়া প্রবন্ধ॥
দীর্ঘদন্তে জয়ন্ত মারিল যুদ্ধ স্থানে।
দুর্ম্মুখের বাণ কাটে অব্যর্থ সন্ধানে॥
পড়িল যে আর বীর দেবের দুর্জ্জয়।
নানা অস্ত্রে অসুরের করে বংশ ক্ষয়॥
ভাই মৈল অমাত্য মৈল পড়িল সেনাপতি।
যুঝিবারে আইল বীর হইয়া বিরথী॥
অন্তরে বাড়িল দুঃখ শোক নিরন্তর।
কোপে দৈত্যরাজ যুঝে বড়ই তৎপর॥
শত শত বাণ এড়ে কামের উপরে।
কথো বাণ ব্যর্থ যায় কথো কাটে বীরে॥
দশ বাণ কাটে বীর আকর্ণ পূরিয়া।
দশ গোটা সর্প যেন আইসে ধাইয়া॥
কুড়ি বাণে কাম তাহা করে খান খান।
তাহা দেখি দৈত্য এড়ে আর কুড়ি বাণ॥
অবিলম্বে প্রদ্যুম্ন দৈত্যের কাটে ধনু।
কোপে জ্বলি দৈত্যরাজ আঁখি করে দুনু॥
যত ধনু লয় দৈত্য সকল কাটিল।
কোপে শেলপাট তুলি কামেরে এড়িল॥
লাফ দিয়া শেল পাট ধরিল মদন।
তাহা দেখি সাধু সাধু বলে দেবগণ॥
তবে দৈত্য দিব্য অস্ত্রে পূরিল সন্ধান।
সেই সব অস্ত্র কাম করে খান খান॥
অগ্নি অস্ত্র বরুণ অস্ত্র বায়ু মাতঙ্গ।
ব্রহ্ম অস্ত্র এড়ে যত ধরে নানা রঙ্গ॥

সর্ব্ব অস্ত্র ক্ষয় হৈল চিন্তিত অসুর।
টোন শূন্য দেখি ভয় পাইল প্রচুর॥
মায়ার প্রবন্ধে দৈত্য মায়াত পাতিল।
রথ খান এড়ি তবে আকাশে উঠিল॥
মায়াতে লুকায়্যা বীর করে শরবৃষ্টি।
চন্দ্র সূর্য্য লুকাইল নাহি চলে দৃষ্টি॥
প্রদ্যুম্নের রথ ঘোড়া করে খান খান।
ভূমি দাণ্ডাইয়া বীর মদন প্রধান॥
দৈত্য-মায়া রণ দেখি নিজ মায়া ধরে।
প্রসন্ন করিল দিগ কৃষ্ণের কুমারে॥
আকাশ নেহালে বীর উভ মাথা করি॥
আশ্বাস করেন ওথা পুরন্দর হরি।
সেই ত আশ্বাসে বল বাড়িল বিস্তর
সম্ভ্রমে উঠিয়া লৈল দুই হাথে শর।
ঊর্দ্ধমুখে দেবতার চরণ বন্দিয়া॥
দিব্য মন্ত্র উপদেশে অর্দ্ধচন্দ্র পায়্যা॥
হুহুঙ্কার দিয়া বাণ এড়িল অসুরে।
কাটিয়া ফেলিল মাথা পড়িল সমরে॥
বজ্রনাভ পড়িল দেখিয়া দৈত্যগণে।
পাতালে প্রবেশে কেহ প্রবেশিল বনে॥
দুন্দুভি-শবদে বাদ্য পুষ্পবৃষ্টি হৈল।
বজ্রনাভের নারীগণ রণস্থলে আইল॥
সর্ব্বলোক আনন্দিত হৃষ্ট পুরন্দর।
দ্বিজ মাধব কহে কৃষ্ণের কিঙ্কর॥

সুহই রাগ।

সেই দৈত্য-নারীগণ, ভূমি পড়ি ঘনে ঘন,
লোটাইয়া করেন ক্রন্দন।
আলুআইয়া কেশপাশ, কেহ না সম্বরে বাস,
মুণ্ডে মারি ভাঙ্গিল কঙ্কণ॥
সিন্দুরের শোভন, যেন রবির কিরণ,
মলিন বদন সরোরুহে।
করাঘাত অতিশয়, হৃদয় জর্জ্জর হয়,
নয়ন-কাজল ভাসে লোহে॥
অধরের ঘুচিল রাগ, কমলিনী নারীভাগ,
অতিশয় মনে পাইল ব্যথা।
শীঘ্রপদ গমনে, আইল পতি-দরশনে,
রণভূমি পাইল গিয়া মাথা॥
করি বহু বিলাপ, হৃদয়ে বাড়িল তাপ,
সংহতি ধাইল পুরনারী।
ঘন ঘন ছাড়ে শ্বাস, না সম্বরে কেশ বাস,
ধায়্যা রণভূমি অনুসারি॥
করাঘাত শিরে হানি, কান্দিতে কান্দিতে রাণী
সত্বরে পাইল রণস্থান।
নিরখিয়া প্রাণনাথ. শোকে হয় অশ্রুপাত,
কাতর হইয়া হরে জ্ঞান॥
কোথা দেখে কবন্ধ, কোথা নাচে মহানন্দ,
ভবানী শিবানী যোগিনী।
জীবনের এড়ি আশ. তাহা দেখি পড়ে হাস,
শোকাতুর রাজার রমণী॥
কহনে না যায় কথা, যতেক পড়িল মাথা,
গড়াগড়ি যায় ভূমিতলে।
মাথা ধরি মুখ চাহে, পড়িল অসুর কায়ে
রক্তে কাদা দেখি রণস্থলে॥
কোথাহ রুধির পায়্যা, শৃগালী বেড়ায় ধায়্যা,
দশনে ধরিয়া টানে মুণ্ড।
কেহ টানে করে দ্বন্দ্ব, ধরিয়া দীঘল স্কন্ধ,
কেহ লয়্যা যায় হস্তীশুণ্ড॥
করে দন্ত কড়মড়ি, চৌদিগে ঘুরিয়া বেড়ি
মৃত-মাংস ভক্ষণের আশে।
মৃত দৈত্যগণ-কাছে, শকুনি বেড়িয়া আছে
বন্ধু যেন আছে দৈত্য-পাশে॥
করিয়া কিঙ্কিনী নাদ, শৃগালী শকুনি বাদ
ছুঁছে বুলে নরমাংস খায়্যা।

মাংস খণ্ড করি মুখে, চিল বুলে মহাসুখে,
অন্তরীক্ষে ফিরে পাক দিয়া॥
কোথা থাকি কাক পাখী, মড়ার নিকটে থাকি
দুই চক্ষু করয়ে বাহির।
কা কা শব্দ করি, রুধিরে উদর ভরি,
পরম সন্তোষে খায় নীর॥
বেড়ে চণ্ডী শশিমুখী, ভ্রমন্তি রুধির ভক্ষ,
ডাকিনী যোগিনী সব রঙ্গে।
মুণ্ডমালা গলে পরি, হইয়া যে দিগম্বরী,
রণচণ্ডী নাচে নানা সঙ্গে॥
খণ্ড খণ্ড মাংস লয়্যা, বসিল পসার দিয়া,
কিকিকিনি করে হাস্যরসে।
হুড়াহুড়ি করি খায়, রাক্ষসী কাড়িয়া খায়,
প্রেত পিশাচগণ হাসে॥
পড়িল অসুর যত, গৃধিনী পড়িল তত,
রক্ত মাংস খায় সত্তাকার।
চিহ্ন নাহি কোনো দেহে, কেবল অস্থি রহে,
পরিচয় না পাই তাহার॥
নাহি দেখি প্রাণনাথ, কান্দে শিরে দিয়ে হাথ
তবে সভে করেন কোলাহল।
করি বড় উচ্চস্বরে, পতি দেখিবার তরে,
নারীগণ হইয়া ব্যাকুল॥
লোটাইয়া পতিপায়, কাঁদে রাণী উভরায়,
ঘন ঘন নিরখে বদন।
শোকেতে ব্যাকুল হয়্যা, দৃঢ় আলিঙ্গন দিয়া,
মুখে মুখে করিয়া মিলন॥
হাহাকার দৈবগতি, ভূমিতলে নরপতি,
পরিহরি এ সুখ শয্যায়।
কস্তুরী কুঙ্কুম গন্ধ, অভিনব পূর্ণচন্দ্র,
মুনি যার মুখ চায়।
মুখ শশধর, খণ্ড খণ্ড কলেবর,
শৃগাল গৃধাদি ভক্ষ্য যায়॥

পুন তার মুখ চাই, হৃদয় ব্যাকুল হই,
কান্দে রাণী করুণা করিয়া।
স্বামী দেখি বলে ধনি, কোথায় চলিলে তুমি,
আমাসভে নির্দ্দয় হইয়া॥
প্রভু হে তোমার প্রতাপে, দেবতা অসুর কাঁপে
সেই আমি আইলুঁ এত দূর।
আপন বিক্রম বলে, না কর তাঁহার ফলে,
বিধি বড় হইল নিষ্ঠুর॥
উত্তর না দেহ কেনি, দেখিয়া নিজরমণী,
এ তোমার নহে ব্যবহার।
অনাভ তোমার ভাই, সেই মৈল এই ঠাঁই,
দেখ হের বিষম সংসার॥
এত বলি সন্তাপে, করে নারী অনুতাপে,
লোহে তিতিল সর্ব্ব দেহে।
শব্দ করি বহুতর, ঘন কান্দে উচ্চস্বর,
অন্তরীক্ষে কৃষ্ণ ইন্দ্র চাহে॥
মৈল বজ্রনাভাসুর, তুষ্ট হৈল দেবপুর,
কৃষ্ণ ইন্দ্র করেন অনুমান।
দেখিবারে বজ্রপুরী, এক যানে দুঁহে ফিরি,
সকল দেবতা পাছু জান॥
নারী সব সন্নিধানে, আসি বলে সকরুণে,
মধুর বচনে পরবোধি।
শুন গো রাজার রাণী, না কহ করুণ বাণী,
যেন মতে কৈল দেববিধি॥
না শুনে সুজন বোল, তোর স্বামী বিভোল,
কৈল কত লোকের লঙ্ঘন।
তাহার কর্ম্মের ফলে, স্বর্গে গেল কুতূহলে,
ইথে কিছু না কর করুণ॥
যেন মত আছে ধর্ম্ম, কর তার প্রেত কর্ম্ম,
বুঝিয়া সংসার ব্যবহার।
চিতায় তুলিয়া তার, কান্দে রাণী উভরায়,
প্রেতকর্ম্ম কৈল সত্তাকার॥

তবে আসি বজ্রপুরে, রাজধর্ম্ম পরকারে,
দ্বারকায় পূরিয়া শকটে।
হরষিত হয়্যা হরি, রাজ্য চারিভাগ করি,
কুমারে বসাইল মুখ্য পাটে॥
হংসকেতু গুণবন্ত, চন্দ্রকেতু জয়ন্ত,
রাজ্য যোগ্য এ চারি কুমার।
ভুঞ্জিতে বিবিধ ভোগ, আপনার একযোগ,
পালিবারে দেই রাজ্যভার॥
দ্বারকায় নারায়ণ, হরিষে করিলা গমন,
নিজপুরে গেল সুরপতি।
দ্বিজ মাধব ভণে, সুজন জন রঞ্জনে,
কমলনয়ন-পদ-গতি॥

পারিজাত প্রসঙ্গ।

পয়ার।

হেনমতে নানারঙ্গে বৈসে বনমালী।
রুক্মিণী সহিত গেলা রত্নাবত গিরি॥
নানা চিত্র ধাতু দেখি পরম সুন্দর।
রুক্মিণী সহিত তথা বৈসে গদাধর॥
হেনকালে নারদ আইল সেই ঠাঞি।
গৌরব করি বসাইলা দেব গোবিন্দাই॥
রুক্মিণী সহিত পূজা কৈলা নারায়ণ।
জিজ্ঞাসিলা মুনি কেন এথা আগমন॥
কৃষ্ণের বচন শুনি হাসি মুনিবর।
ইন্দ্রপুরী হৈতে আসি শুন গদাধর॥
পারিজাত মালা পাইলাম ইন্দ্রের ঠাঞি।
তোমার এ যোগ্য মালা লহত গোসাঞি॥
সত্বরে উঠিয়া মালা লৈলা গদাধর।
তুলি দিলা রুক্মিণীর মস্তক উপর॥
লক্ষ্মী-অংশ হৈলা দেবী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী।
ত্রৈলোক্য-মোহিনী হৈলা পারিজাত পরি॥
নাহি রোগ নাহি শোক পুষ্পের পরশে।
কৃষ্ণ সঙ্গে ক্রীড়া করে রজনী-দিবসে॥
হেনমতে নানারঙ্গে আছেন শ্রীহরি।
নারদ মুনি আইলা তবে দ্বারকানগরী॥
সত্যভামা-ঘরে গিয়া বলিলা মুনিবর।
রুক্মিণীরে পারিজাত দিলা গদাধর॥
তোমার শরীরে দেবী নাহি কোন দোষ।
তবে কেন নারায়ণ তোমায় অসন্তোষ॥
পৃথিবী দুর্ল্লভ বড় পুষ্প পারিজাত।
তোমা এড়ি রুক্মিণীরে দিলা জগন্নাথ॥
কুলে শীলে বড় সত্রাজিত নরপতি।
তাহার তনয়া তুমি রূপেতে পার্ব্বতী॥
তোমা এড়ি তারে কেন দিলা গদাধর।
কহ ত আমারে দেখি ইহার উত্তর॥
শুনিয়া নারদবাণী কুপিল অন্তরে।
প্রণতি করিয়া কিছু বলে ধীরে ধীরে॥
চরণে পড়হঁ মুনি স্বরূপ কহঁ বাত।
রুক্মিণীরে পারিজাত দিলা যদুনাথ॥
স্বরূপে পাইলা পুষ্প দেবী ত রুক্মিণী।
আমারে নির্দ্দয় হৈলা দেব চক্রপাণি॥
শুনিয়া মূর্চ্ছিত দেবী পড়িল ধরণী।
সখী সব আসি তার মুখে দেই পানী॥
চেতন পাইয়া দেবী করেন ক্রন্দন।
রক্ত-বাস পরিধান রকত চন্দন॥
রত্ন সিংহাসন এড়ি পড়িল ধরণী।
আছেন শুইয়া দেবী ছাড়ি অন্ন পানী॥
সত্বরে কৃষ্ণের ঠাঞি গেলা মুনিবর।
সত্যভামার অনুরাগ করিলা গোচর॥
তোমার বিহনে দেবী তেজি অন্ন পানী।
দেখিবারে চল তথা দেব চক্রপাণি॥
নারদ-বচন শুনি দেব গদাধর।
রুক্মিণী সহিত গেলা দ্বারকা নগর॥

সম্মতি করিয়া তবে পাঠাইলা রুক্মিণী।
সত্যভামার ঘরে তবে গেলা চক্রপাণি॥
দেখিলা ত সত্যভামা ভূমির উপরে।
সঘনে নিশ্বাস পড়ে কান্দে ধীরে ধীরে॥
চারি দিগে সখীগণ বিরসবদন।
দাণ্ডাইয়া প্রভুমুখ চাহে ঘনে ঘন॥
ধীরে ধীরে গোবিন্দাই সখী-পাশে গিয়া।
নিষেধিল সখীগণ হাথ সান দিয়া॥
আমার গমন যেন সতী নাহি জানে।
বিরহ-সন্তাপে প্রিয়া আছে অভিমানে॥
সখীর হাথের বিঅনি লইয়া কাড়িয়া।
সত্যভামায় বাতাস দেই অলক্ষিত হয়্যা॥
গোবিন্দের গায়ের গন্ধে ঘর আমোদিত।
পাইয়া আমোদ গন্ধ সভে চমকিত॥
উঠিয়া বসিয়া সখী চারিদিগে চাই।
আজি কেন সখি হে গোবিন্দগন্ধ পাই॥
অনেক পোড়য়ে মন শুন সব সখি।
রুক্মিণীর স্বামী এথা আইলা হেন লখি॥
উঠিয়া বসিল দেবী ক্রোধ করি মনে।
গোবিন্দেরে দেখে সখী আড় নয়নে॥
লজ্জায় বিরসমুখী দেখি গদাধর।
সখী লক্ষ্য করি বলে সক্রোধ উত্তর॥
রুক্মিণীর স্বামী কৃষ্ণ বিদিত ভুবনে।
কপট করিয়া এথা আইল কিকারণে॥
রূপে গুণে সৌভাগ্যে মুখ্যতি রুক্মিণী।
তাহা লয়্যা থাক গিয়া চল চক্রপাণি॥
পোড়য়ে শরীর মোর তোমা দরশনে।
সদাহ আনল-কুণ্ড তেজিব জীবনে॥
বলিতে বলিতে সতী হৈল অচেতন॥
পুনরপি ভূমি পড়ি করয়ে ক্রন্দন।
হার ছিণ্ডি বস্ত্র চিরি লোটায় ভূমিতলে।
সম্ভ্রমে আসিয়া কৃষ্ণ সতী কৈল কোলে

লয়্যা মুছিয়া মুখ দেব চক্রপাণি।
শান্ত করি ধীরে ধীরে বলে প্রিয়বাণী॥
কিকারণে কোপ প্রিয়ে করহ আমারে।
প্রাণের ঈশ্বরী তুমি জানে ত সংসারে॥
সত্যভামা-দাস কৃষ্ণ সর্ব্বলোকে জানি।
সেবকেরে কোপ কেন কর ঠাকুরাণী॥
এতেক বিনয় যদি করে গদাধর।
মনেতে চিন্তিয়া দেবী দিলেন উত্তর॥
অনেক সাধনে পাইলাম তোমার চরণ।
কত ভাগ্যে স্বামী হৈলা কমললোচন॥
বিভাকালে হৈতে দয়া করিলা আমারে।
তোমার ভকত আমি জানে ত সংসারে॥
সত্যভামার প্রিয়সী বলি সর্ব্বলোকে জানে।
দয়া করি নির্দ্দয় কেন হইলে আপনে॥
পুড়িয়া মরিব আমি তোমা বিদ্যমানে।
এ সব বচন যেন ঘোষে সর্ব্বজনে॥
পৃথিবী-দুর্ল্লভ বড় পুষ্প পারিজাত।
আমা এড়ি রুক্মিণীরে দিলে জগন্নাথ॥
ছাড়িলা আমারে দয়া নারদ মুখে শুনি।
ছাড়িব জীবন আজি তেজিব পরাণী॥
বলিতে বলিতে সতী করয়ে ক্রন্দন।
কোলে করি শান্ত কৈল কমললোচন॥
সত্য সত্য বলি আমি শুন সত্যভামা।
প্রাণের ঈশ্বরী তুমি কেহ নহে সমা॥
তোমার ক্রন্দনে দেবি পোড়য়ে শরীর।
বিষাদ ছাড়িয়া দেবি মন কর স্থির॥
এক গোটা পুষ্পমাত্র পাইলা রুক্মিণী।
বৃক্ষসহ পারিজাত তোমায় দিব আনি॥
হইবে মহিমা বড় শুন সত্যভামা।
ত্রিভুবনে দিতে নাহি তোমার মহিমা
কৃষ্ণের বচন শুনি হৃষ্ট হৈল মন।
পুনরপি সত্য করে কমললোচন॥

সত্যভামা পাইল যদি আশ্বাস বচন।
সত্যভঙ্গ না করিহ কমললোচন॥
হাথে ধরি গদাধরে বসাই আসনে।
সখীরে আদেশ কৈল জল আনিবারে॥
গোবিন্দের দুই পদ পাথালিল নীরে।
গন্ধ নারায়ণ তৈল উদ্বর্ত্তন করে॥
সুশীতলে সত্যভামা স্নান করাইল।
পরিতে উত্তম বাস আনি যোগাইল॥
কুঙ্কুম চন্দন আনি দিল গদাধরে।
সুগন্ধি চন্দন আনি লেপিলা শরীরে॥
উত্তম আসন আনি কৃষ্ণে বসাইল।
মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন সতী আপনি রান্ধিল।
নানা উপহারে কৃষ্ণ ভোজন করিল॥
সুবর্ণ ডাবরে করি আচমন কৈল।
বিচিত্র পালঙ্কী শেজে শয়ন করাইল॥
পদতলে গিয়া সখী আপনি বসিল॥
দুইপদ জাঁতি তুষ্ট কৈল চক্রপাণি।
হেনমতে নানাসুখে বঞ্চিলা রজনী॥
প্রভাতে উঠিয়া কৃষ্ণ নারদ আনাইল।
প্রণাম করিয়া তাঁরে আসনে বসাইল॥
দূত হয়্যা যাহ তুমি ইন্দ্রের ভুবনে।
ইন্দ্রেরে জানাহ গিয়া আমার বচনে॥
তোমার অনুজ কৃষ্ণ শুন সুরেশ্বরে।
বিস্তর মিনতি করি পাঠাল্য আমারে॥
দেহ তাঁরে পারিজাতপুষ্প-তরুবরে।
দৃঢ় করি বলিহ তাঁরে আমার উত্তরে॥
এতেক শুনিয়া ইন্দ্র জলে কোপানলে।
দ্বিজ মাধব কহে শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গলে॥

পয়ার।

মোর বোলে যদি নাহি দেহ তরুবর।
আপনি আসিয়া পুষ্প লৈব গদাধর॥
আমার বচনে নাহি দেহ পারিজাত।
তোমার বসতি নাহি শুন সুরনাথ॥
যদি বা না দিবা পারিজাত-তরুবর।
যুঝিতে সত্বর হও দেব পুরন্দর॥
শচী আলিঙ্গন স্থান হৃদয় উপরে।
গদা মারি অবশ্য লইব তরুবরে॥
এতেক কৃষ্ণের বোল শুনি সাবধানে।
কহিল সকল কথা ইন্দ্র বিদ্যমানে॥
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা যত করিল গোচর।
আজ্ঞা কর দেবরাজ যুঝিব সত্বর॥
নারদ বচন শুনি রুষি পুরন্দর।
তোমার কারণে আজি গেহোঁ মুনিবর॥
আপনা না জানে কৃষ্ণ মনুষ্য শরীরে।
পারিজাত লাগি চাহে যুদ্ধ করিবারে॥
কোথাহ না দেখি দেব-মনুষ্যে বিবাদ।
আমার সনে যুদ্ধ চাহে মরিবার সাধ॥
চল চল মুনিবর করোঁ নমস্কার।
যুঝিবারে আসিবেক গোবিন্দ তোমার॥
বিরস হইয়া তবে গেলা মুনিবর।
কহিলা সকল কথা গোবিন্দ-গোচর॥
তোমার বচনে মুঞি গেলাম সুরপুরী।
কহিল সকল কথা ইন্দ্র বরাবরি॥
না শুনিল মোর বোল শুন জগন্নাথ।
বিনাযুদ্ধে তোমারে না দিবে পারিজাত॥
বিস্তর বড়াই করিল পুরন্দর।
মানুষ হৈয়া পারিজাত চাহে গদাধর॥
তুমি ত নারদ মুনি তেকারণে সই।
আর জন হৈলে যম ঘরেরে পাঠাই॥
সত্যভামার সঙ্গে বসি শুনি হেন বাণী।
হাসিতে হাসিতে বলে দেব চক্রপাণি॥
আগে চল মুনিবর যুদ্ধ দেখিবারে।
ইন্দ্র জিনি পারিজাত আনিব সত্বরে॥

এতেক বলিয়া কৃষ্ণ সত্যভামা লৈয়া।
চলিলা ইন্দ্রের পুরী গরুড়ে চড়িয়া ॥
আছে পারিজাত তথা নন্দন কাননে।
অনেক দূর রাখে তথা গন্ধর্ব্বগণে ॥
তার সন্নিধানে পুরী বিচিত্র কানন।
শচী লয়্যা ইন্দ্র তথা থাকে সর্ব্বক্ষণ ॥
দূত সব রাখে তথা পুষ্প পারিজাত।
গরুড়ে চড়িয়া তথা গেলা জগন্নাথ ॥
চিন্তিয়া চৈতন্যচন্দ্র-চরণ-কমল।
দ্বিজ মাধব কহে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥

পয়ার।

রক্ষকেরে ডাকিয়া বলিলা গদাধর।
ইন্দ্রেরে বলহ কৃষ্ণ নিল তরুবর ॥
এতেক বলিয়া পুষ্প উপাড়িল হাথে।
গরুড়ে চড়িয়া তবে লড়িলা যদুনাথে ॥
রক্ষকের মুখে তবে শুনি পুরন্দর।
সহস্র চক্ষু রাঙ্গা করি লড়িলা সত্বর ॥
ঐরাবতে চড়ি ইন্দ্র বজ্র লয়্যা হাথে।
যুদ্ধ দেখিবারে শচী চলে তার সাথে ॥
হাথে অস্ত্র ধায় ইন্দ্র কৃষ্ণ দেখা পায়্যা।
ডাক দিয়া বলে কৃষ্ণে না যাবে পলায়্যা ॥
হাসিয়া ত উলটি চাহিলা গদাধরে।
নানাঅস্ত্র বরিষণ কৈল পুরন্দরে ॥
যত অস্ত্র এড়ে তাহা কৃষ্ণ নাহি গুণি।
চক্রে কাটি গদাধর কৈল খানি খানি ॥
নানাঅস্ত্র বরিষণ কৈল পুরন্দর।
অস্ত্র কাটি সতী সঙ্গে হাসেন চক্রধর ॥
অধিক বাড়িল কোপ ইন্দ্রের শরীরে।
হাথে তুলি বজ্র লৈল কৃষ্ণ মারিবারে ॥
বজ্র দেখি চক্র লৈলা শ্রীমধুসূদন।
মনের গর্জিতে বজ্র হৈল সুপ্রসন্ন ॥
বজ্র ব্যর্থ গেলে হয় মুনির লঙ্ঘন।
এক পাখা এড়িলেন বিনতা নন্দন ॥
সেই পাখে ঠেকি ইন্দ্রবজ্র ব্যর্থ গেল।
চক্র লয়্যা কৃষ্ণ তবে পাছে খেদাড়িল ॥
দেখিয়া শচীর পতি রণে স্থির নহে।
না পারি সহিতে রণ পলাইয়া যায়ে ॥
তাহা দেখি সত্যভামা হাসিতে লাগিল।
শচীর স্বামী হয়্যা কেন রণে ভঙ্গ দিল ॥
এত বলি সত্যভামা উপহাস করি।
পারিজাত লয়্যা ঘরে আইলা শ্রীহরি ॥
হাসিতে হাসিতে পথে গোবিন্দের সঙ্গে।
পারিজাত তরু পায়্যা হৈল বড় রঙ্গে ॥
আনিয়া রুপিল পুষ্প দুআর সমীপে।
একে ত সুন্দরী সতী দ্বিগুণ হৈল রূপে ॥
নাহি মৃত্যু জরা শোক পুষ্পের পরশে।
কৃষ্ণ সঙ্গে ক্রীড়া করে রজনী দিবসে ॥
পারিজাত-হরণ-কথা অদ্ভুত সংসারে।
এক চিত্তে শুনিলে যায় বৈকুণ্ঠনগরে ॥
মাধব বিরচিল কৃষ্ণের চরণে।
সংসারে তরিবে যদি ভজ নারায়ণে ॥

শ্রীকৃষ্ণের মৃত দ্বিজপুত্র আনয়ন।

দ্বারকায় নানারঙ্গে বৈসেন বনমালী।
পুত্র পৌত্র লয়্যা সুখে করেন নানা কেলি
নগর নিকটে বিপ্র সুদাম নাম ধরি।
যুবতী বনিতা সঙ্গে বৈসে সেই পুরী ॥
ব্রাহ্মণী প্রথম গর্ভ হরষিত মনে।
পুত্র প্রসবিল দেবী স্বামি-বিদ্যমানে ॥
ভূমিষ্ঠ হইতে মৈল দেখি সর্ব্বজন।
দম্পতি সহিত বিপ্র করেন ক্রন্দন ॥

তবে ক্রোধ করিয়া বলিল সেই নারী।
তোমার পাপে অকালে তোমার পুত্র মরি॥
কান্দিয়াত বলে নারী স্বামিবিদ্যমানে।
এক এক পাপ মোর নাহিক স্বপনে॥
তবে দ্বিজবর -মনে আপনা গুণিল।
ক্ষণ এক পাপ মোর শরীরে রহিল॥
হেনকালে কেন মরে আমার কুমার।
পুত্র কোলে করি গেল কৃষ্ণের দুয়ার॥
শুন শুন মহাপ্রভু জগত-ঈশ্বর।
তোমার পাপে অকালে মরে আমার কোঙর॥
ফেলিয়া ত শিশু ঘরে আইল দ্বিজবর।
মোর পাপে নাহি মরে তোমার কুমার॥
আর গর্ভ ধরে যবে তোমার রমণী।
রাখিব তোমার গর্ভ প্রদ্যুম্ন আপনি॥
শান্ত করি দ্বিজবরে পাঠাইলা ঘরে।
কথোকালে সেই নারী আর গর্ভ ধরে॥
প্রসবিলে মৈল সেই কাম বিদ্যমানে।
কান্দিয়াত দ্বিজবর গেল ক্রোধ মনে॥
ধিক্ ধিক্ প্রদ্যুম্ন ধিক্ বলি তোরে।
তোর বিদ্যমানে তবে মোর পুত্র মরে॥
লাজ ছাড়িলে তুমি কিসের বড়াই।
মৃত পুত্র কোলে করি গেল হরি ঠাঞি॥
মরিল দ্বিতীয় পুত্র শুন গদাধর।
দুই ব্রহ্ম বধ হৈল তোমার উপর॥
হাথে ধরি গদাধর বলিলা তাহারে।
আর কিছু যোগ কথা শুনাব তোমারে॥
না মরিব এই বার রাখিব কুমার।
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা চলিলা দ্বিজবর॥
তৃতীয় গর্ভ তবে ব্রাহ্মণী ধরিল।
প্রসবিতে মাত্র পুত্র তখনি মরিল॥
হায় হায় বলিয়া উঠিল দ্বিজবর।
কেন বা জন্মিল পাপ সংসার ভিতর।
এত বলি পুত্র লয়্যা গেল আর বার।
ফেলিলেক লয়্যা পুত্র কৃষ্ণের দুয়ার॥
দেখিয়াত শ্রীহরি বিস্ময় করি মনে।
ডাক দিয়া সাত্যকিরে আনিল তখনে।
শান্ত করি পুনরপি বলে গদাধর।
আর পুত্র তোমার রাখিব এইবার॥
আর কথো দিনে গর্ভ ধরিল ব্রাহ্মণী।
প্রসবিতে মৈল পুত্র জানিল তখনি॥
ব্রাহ্মণ মরণ হরি মনেতে চিন্তিয়া।
বলিলা তাহারে কিছু বিনয় করিয়া।
না বলিহ দ্বিজ কিছু পড়হুঁ চরণে।
আর পুত্র অনিরুদ্ধ রাখিব আপনে॥
আর এক গর্ভ তবে ধরিল দ্বিজনারী।
ভূমিষ্ঠে মইল পুত্র কেবা নিল হরি॥
বিস্তর বিলাপ করে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ।
মড়া লয়্যা গেল যথা দেব নারায়ণ॥
বিনয় করিয়া হরি বলিলা পরিহার।
গদ বীরে এইবার রাখিবে কুমার॥
গদ লয়্যা গেল দ্বিজ আপনার বাসে।
ধরিল ব্রাহ্মণী গর্ভ হৈল দশ মাসে॥
প্রসবিতে মরে পুত্র দেখে দ্বিজবর।
ব্রহ্ম বধিয়া বংশ তোমার বুঝিব সংসার॥
মড়া লয়্যা কৃষ্ণ ঠাঞি লড়িল সত্বর।
এই বার যাহ দ্বিজ বলিল গদাধর॥
উদ্ধব রাখিবে গিয়া তোমার কুমার।
চল নিজ ঘরে দ্বিজ বলিল পরিহার॥
তবে ত ব্রাহ্মণী গর্ভ ধরে আরবার।
প্রসবিয়া মৈল পুত্র উদ্ধবে নমস্কার॥
গেল দ্বিজবর তবে কৃষ্ণের দুয়ারে।
পুত্র এড়ি বলে দ্বিজ যাই দেশান্তরে॥
মোর পুত্র বধ হৈল তোমার উপর।
এতেক বলিয়া দ্বিজে যায় নিজ ঘর॥

যত্ন করি কৃষ্ণ দ্বিজে বলিলা তুষিয়া।
এবার রাখিবে পুত্র উগ্রসেন গিয়া॥
রাজা হইয়া নিত্য থাকিব তোমার ঘরে।
প্রসবিতে মৈল সেই ব্রাহ্মণ কুমারে॥
ধিক ধিক রাজা তোর দ্বারকা নগরী।
অকারণে মরে লোক রাখিতে না পারি॥
না থাকিব তোর রাজ্য শুন পাপমতি।
তোর পাপে নষ্ট হৈল সকল দ্বারাবতী॥
এত শুনি গোবিন্দ আইল নিজ ঠাঁই।
হেন কালে অর্জ্জুন আসি মিলিল তথাই॥
প্রণতি করিল দ্বিজচরণ ধরিয়া।
রাখিব তোমার পুত্র আপনিত গিয়া॥
তবেত অর্জ্জুন বলে শুন দ্বিজবর।
ইহাকে রাখিতে দেশে নাহি ধনুর্দ্ধর॥
অকালেতে মরে তোমার ব্রাহ্মণ কুমারে।
না রাখিল ইহা কেহ দ্বারকা নগরে॥
আর এক পুত্র যবে তোমার হইব।
শরজাল করি আমি তাহাত রাখিব॥
শুনিয়া ত ক্রোধে দ্বিজ হাসিতে লাগিল।
এতেক বড়াই করি বিআর্থ করিল॥
কুমার রাখিতে তার নারিল কোন জন।
প্রতিজ্ঞা করিয়া কেন চিনাও আপন॥
শুন শুন অরে দ্বিজ না চিন আমারে।
আমার প্রতিজ্ঞা ত্রিভুবনের ভিতরে॥
আমি শিশুমতি শাম্ব নহি অল্পমতি।
পৌত্র অনিরুদ্ধ নহি উগ্রসেন ভূপতি॥
গাণ্ডীব সন্ধান মোর বিদিত সংসারে।
যম জিনিয়া কুমার আনি দিব তোরে॥
উপহাস করি দ্বিজ বলে আর বার।
তোমার শকতি নহে ব্রাহ্মণ-উদ্ধার॥
তবেত অর্জ্জুন বলে শুন দ্বিজবর।
প্রতিজ্ঞা করিল আমি সভার ভিতর॥
তোমার কুমার যদি না রাখিতে পারি।
অস্ত্র এড়ি মরিব তবে অগ্নিকুণ্ড করি॥
কথোদিনে ব্রাহ্মণী তবে গর্ভ ধরিল।
নানা অস্ত্র লয়্যা তথা অর্জ্জুন রহিল॥
দশমাস গর্ভ হৈল প্রসব সময়।
দ্বিজ আসি বলে শুন অর্জ্জুন মহাশয়॥
অস্ত্র লয়্যা অর্জ্জুন আইল রাখিবারে।
শরজালে ঢাকিল বায়ু নাহিক সঞ্চারে॥
হেনকালে প্রসবিল সেই দ্বিজ নারী।
অর্জ্জুনের বিদ্যমানে তাহা লৈল হরি।
মৃত শরীর দেখি ব্রাহ্মণ কুমার।
প্রাণ মাত্র গেল সেই রহিল শরীর॥
শরীর লইয়া যায় দেখিল অর্জ্জুন।
অতি বড় ক্রোধে করে রাগ বরিষণ॥
না দেখিল কেবা আসি লইল হরিয়া।
চারিদিগে চাহে বীর অস্ত্র জুড়িয়া॥
কেবা নিল কোথা গেল কেহ না দেখিল।
সেই পথে যমপুরী অর্জ্জুন চলিল॥
দেখিল তথায় নাহি ব্রাহ্মণকুমার।
বরুণের পুরী গিয়া করিল বিচার॥
কুবেরের পুরী গেলা ব্রহ্মার সদনে।
ইন্দ্রপুরী গিয়া দেখে নাহিক ব্রাহ্মণে॥
যতদূর গতি ছিল প্রত্যক্ষ দেখিল।
কোথাহ ব্রাহ্মণপুত্র উদ্দেশ না পাইল॥
পুনরপি ব্রাহ্মণ দ্বারে গেলাত সত্বরে।
সাজাইল অগ্নিকুণ্ড প্রবেশিবার তরে॥
শুনিয়া গোবিন্দ তবে আইল হাসিয়া।
আমিত উদ্দেশে যাই বলিলা আসিয়া॥
এত বলি আশ্বাসিয়া অর্জ্জুন হাতে ধরি।
রথে চড়ি অর্জ্জুন সঙ্গে চলিলা শ্রীহরি॥
রথে ভর করিয়া চলিল কৃষ্ণোত্তর।
সপ্তদ্বীপ এড়াইয়া সপ্তসাগর॥

লোক দৃষ্ট এড়ি গেল পর্ব্বত ভিতরে।
প্রবেশ করিল দুঁহে গহন গম্ভীরে ॥
নাহিক তথায় জ্যোতি কেবল অন্ধকার।
রথ এড়ি চক্র লয়্যা করিল আগুসার ॥
চক্রে অন্ধকার কাটি যায় দুইজনে।
ব্রহ্মকুণ্ড সমুখে দেখি উত্তম ভুবনে ॥
তাহার ভিতরে তবে গেলা দুইজন।
দেখিলা পুরুষ এক কমললোচন ॥
শঙ্খচক্র গদা পদ্ম কৌস্তুভ ভূষণে।
সহস্র শিরে শোভা করে মুকুট অভরণে ॥
দুহারে দেখিয়া সেই সম্ভ্রমে আসিয়া।
কোলে করি বসাইলা আসন জোগাইয়া ॥
বসিয়া ত দুইজন চারি দিগে চায়।
ব্রাহ্মণের পুত্র সব দেখিল তথায় ॥
বলিলা ত শ্রীহরি শুন মহাশয়।
হরিয়া ব্রাহ্মণে কেন আনিলে এথায় ॥
তবে সেই জন কহে জোড় হস্ত করি।
দেখিল চরণ তোমার বলিল শ্রীহরি ॥
তোমা দেখিবারে আমি দ্বিজ পুত্র হরি।
এই সে কামনা মোর শুনহ মুরারি ॥
অবতরণে আসিয়াছে নারায়ণ।
দেখিতে চরণ তব কৌতুক কৈল মন ॥
আর কোন প্রকারে নাহি আসিব শ্রীহরি।
তোমা দেখিবারে আনি দ্বিজ পুত্র হরি ॥
দেখিল তোমার পদ সফল জীবন।
দ্বিজ পুত্র লয়্যা সুখে করহ গমন ॥
কোলে করি লইল সেই দ্বিজ দুইজনে।
ধীরে ধীরে সেই পথে করিলা গমনে ॥
রথে চড়ি আইলা দুঁহে দ্বারকা নগরে।
ব্রাহ্মণে বলিলা লহ যতেক কোঙরে ॥
কৃষ্ণের মহিমা যত দেখিয়া অর্জ্জুনে।
কহিল সভার মধ্যে হরষিত মনে ॥
হরির চরিত্র শুন অদ্ভুত সংসারে।
দ্বাদশস্কন্ধের কথা কহিয়ে তোমারে ॥
চিন্তিয়া চৈতন্যচন্দ্র চরণ কমল।
দ্বিজ মাধব কহে শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল ॥

অজামিল উপাখ্যান।

জোড় হাত করি বলি শুন একচিতে।
নারায়ণ নামে মুক্ত হইল যেমতে ॥
কান্যকুব্জ দেশে দ্বিজ নাম অজামিল।
ব্রহ্মচর্য্য পিতৃভক্তি করেত সুশীল ॥
প্রতি দিন গ্রামান্তরে পুষ্পের উদ্যানে।
পুষ্প আনিবারে দ্বিজ করয়ে গমনে ॥
আনিয়া বাপেরে দেন করিয়া ভকতি।
পিতৃ মাতৃসেবা বিনে আর নাহি গতি।
কথো কালে বিভা কৈল পরম রূপসী ॥
ভুঞ্জিলা অনেক ভোগ হইয়া তপস্বী ॥
দৈবযোগে এক দিন সেইত কাননে।
পুষ্প আনিবারে দ্বিজ করিল গমনে ॥
পুষ্প তুলি তুলি দ্বিজ বুলে ধীরে ধীরে।
দেখিল কুলটা নারী বনের ভিতরে ॥
সঙ্গম করিয়া ঘরে পুরুষ লড়িল।
সেইত কুলটা নারী তথাই থাকিল ॥
দেখিয়া ত নারী দ্বিজ কামে অচেতন।
তাহাতে মজিল মন না যায় ধরণ ॥
এড়িয়া বাপের কর্ম্ম তার হাতে ধরি।
আমারে ভজিয়া প্রাণ রাখহ সুন্দরী।
তবে সেই নারী বলে করি পরিহার ॥
আমি দুষ্টমতি তুমি ব্রাহ্মণ কুমার।
কেন হেন বল দ্বিজ বচন কদাচার ॥
ব্রাহ্মণ হইয়া কেন অন্য ব্যবহার।

পুষ্পশয্যা যাহ তুমি আপন মন্দিরে।
পরম সুন্দরী স্ত্রী আছে তোমার ঘরে॥
তাহা লয়্যা ক্রীড়া কর আমি দুষ্ট নারী।
স্বতন্ত্র হইয়া আমি বুলি কামাচারী॥
না বলিহ দ্বিজবর হেন কুবচন।
না শুনিল কিছু দ্বিজ কামে অচেতন॥
ভুজিল শৃঙ্গার লয়্যা সেই দুষ্ট নারী।
পিতৃ মাতৃ স্তিরি ঘর সকল পাসরি॥
সেই দেশ ছাড়ি দ্বিজ লয়্যা সেই নারী।
ঘর করি রহে গিয়া আর এক পুরী॥
তাহে উপজিল পুত্র হৈল চিরকাল।
অতি বড় স্নেহ তারে বাড়িল বিশাল॥
দশ পুত্র তার গর্ভে জন্মাল্য ব্রাহ্মণ।
কনিষ্ঠ পুত্রের নাম থুইল নারায়ণ॥
অধর্ম্ম ঘুচিল তার আয়ু শেষ হয়্যা।
মরণ নিকট তার পুত্রকে ডাকিয়া॥
ছোট পুত্র দেখিবারে ডাকিল কৌতুকে।
আইল সকল পুত্র দেখে একে একে॥
কোথা গেল আরে পুত্র নামে নারায়ণ।
ঝাটে আইস তোমা দেখি হউক মরণ।
হেন কালে যম দূত অতি ঘোর তরে॥
মোহ পাশেতে নিয়া বান্ধিল তাহারে।
তবে সেই দ্বিজবর মরণ সময়॥
নারায়ণ বলি পুত্রে ডাকিল তাহাঁয়।
সেই নাম লৈতে প্রাণ করিল গমন।
চারি বিষ্ণু দূত তবে আইল তখন॥
চতুর্ভুজ গদা-পদ্ম-শঙ্খ-চক্রধর।
যমদূতসঙ্গে যুদ্ধ করিল বিস্তর॥
মারিয়া ত যমদূতে কাড়িয়া লইল।
বন্ধন ঘুচায়্যা তারে সুস্থ করিল॥
মরণ সময়ে দ্বিজ প্রভুর নাম লৈল।
কোটিকোটিজন্মের পাপ সকল খণ্ডিল॥
চতুর্ভুজ হয়্যা দ্বিজ করিল গমন।
কান্দিয়া যমের দূত কৈল নিবেদন॥
শুন শুন ধর্ম্মরাজ অদভুত কথা।
কভু নাহি পাই মোরা এতেক অবস্থা॥
জন্ম গোঙাইল দ্বিজ পাপ নারী লয়্যা।
তাহা আনিবারে গেলাম তব আজ্ঞা পায়্যা॥
জন্মঅবধি তার অধর্ম্ম বিশাল।
আনিয়া নরক তারে ভুজাই চিরকাল॥
মোহপাশ লৈয়া গিয়া বান্ধিল তাহারে।
কাড়ি লৈল বিষ্ণুদুত মারিয়া আমারে॥
মারণের চিহ্ন দেখ আমার শরীরে।
বুঝিলাম অধিকার নাহিক তোমারে॥
এতেক বলিয়া দূত করয়ে ক্রন্দন।
কোপে উঠি যম তবে বলিলা বচন॥
কহ কহ আরে দূত স্বরূপ উত্তর।
বিষ্ণুদূতে কেন লৈল হেন দ্বিজবর॥
শুন শুন যমরায় বলিব চরণে।
বিষ্ণুদূত যত আজি কৈল অপমানে॥
অনেক অধর্ম্ম দ্বিজ কৈল মহীতলে।
নারায়ণ-নাম মাত্র লৈল অন্তকালে॥
চতুর্ভুজ চারি দূত আসিয়া তখন।
আমারে মারিয়া লৈল পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ॥
বুঝিল তোমার কিছু নাহি অধিকার।
সাধুজন হেন রাজা করহ বিচার॥
শুনিয়া দূতের বোল বলিল তাহারে।
সেইজন আনিবারে নাহি অধিকারে॥
প্রভুর স্মরণে দ্বিজ করিল গমন।
কোটিকোটিজন্মের তার খণ্ডিল বন্ধন॥
তাহার অধর্ম্ম যদি থাকিত শরীরে।
তবে সেই দ্বিজবর হইত অধিকারে॥
না কর বিষাদ তোমরা স্থির কর মন।
হেনজন আনিতে কভু না কর যতন॥

শুনিয়া যমের বোল সম্ভ্রমে উঠিয়া।
পুনরপি বলে দূত চরণে ধরিয়া॥
শুন শুন আরে লোক ধর্ম্মের কারণ।
দ্বিজ মাধব কহে ব্রাহ্মণ-মোচন॥

বসন্ত।

কোন্‌রূপ কোন্‌গুণ কোন্ ধর্ম্ম করে।
তার নাম লৈলে হয় নরক-উদ্ধারে॥
কহ কহ অরে রাজা করি অবধানে।
তাহে জানিবারে শক্তি নাহিক ভুবনে॥
নাহি জন্ম নাহি মৃত্যু জগত-ঈশ্বর।
তথায় আছেন তিনি নহে ত গোচর॥
আমিহ যতেক জানি তাঁহার প্রসাদে।
তার নাম লৈলে দুষ্ট খণ্ডে অবসাদে॥
ব্রহ্মা মহেশ্বর আর নারদ মুনিবর।
সনক-সনাতন-আদি যোগেশ্বর॥
তথাই আছেন তিনি নহে ত গোচর।
* * * ॥
প্রহ্লাদ জনক ভীষ্ম বলি মহাশয়।
শুকদেব জানেন ইহা কহিল নিশ্চয়॥
আর কেহ নাহি জানে সংসার ভিতরে।
তুমি সব কোন্‌গুণে জানিবে তাহারে॥
ক্রন্দন সকলি তবে হরিষবদনে।
হেনজন আনিতে কভু না করিহ মনে॥
যমের বচনে দূত বিষাদ এড়িয়া।
নিজ ঘরে যায় দূত হরিষ হইয়া॥
এথা বিষ্ণুদূত তবে ব্রাহ্মণে লইয়া।
গেলা ত বৈকুণ্ঠপুরী বিমানে চড়িয়া॥
চতুর্ভুজরূপ হয়্যা তথাই থাকিল।
নাম ফলে অধর্ম্ম সকল ক্ষয় হৈল॥
বুঝিয়া সংসারমাঝে কৃষ্ণে দেহ মন।
অবিশ্রান্ত চিত্তে যেই সেই মহাজন॥
কৃষ্ণ চিন্তি কেহ গাই আর নাহি মনে।
* * * ॥
দ্বাদশস্কন্ধের মত করিব রচন।
যে হয় সুহৃদ চিন্তিব অনুক্ষণ॥
যে হয় কৃষ্ণেতে রত সেই ইহা ভাবে।
ভাগবতসার কথা রচিল মাধবে॥

যদুবংশে ব্রহ্মশাপ।

তুড়ী রাগ।

হেনমতে মহাসুখে শ্রীমধুসূদন।
পৃথিবীর ভার খণ্ডি মারি দৈত্যগণ॥
সৃষ্টির পালন করি এ মহীমণ্ডলে।
পুত্র-পৌত্র লয়্যা কেলি করেন কুতূহলে॥
নানা যজ্ঞ নানা দান করিলা শ্রীহরি।
একশতপঁচিশবর্ষ নানা সুখ করি॥
ওথা স্বর্গে ব্রহ্মা তবে মনেতে চিন্তিল।
ভারাবতরণে হরি পৃথিবীতে গেল॥
মারিয়া ত দুষ্ট দৈত্য দেবকার্য্য করি।
আপনা পাসরি ক্ষিতি রহিলা শ্রীহরি॥
অনুমান করি ব্রহ্মা সর্ব্ব দেব লৈয়া।
গেলা ত দ্বারকাপুরী রথেতে চড়িয়া॥
দ্বারকায় গিয়া তবে দেখিলা শ্রীহরি।
পুত্র-পৌত্র লয়্যা সুখে নানা কেলি করি॥
করজোড় করি ব্রহ্মা বলিলা বচন।
মোর বাক্যে অবগতি কর নারায়ণ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
সুখ-মোক্ষ-আদি তুমি দেব পুরন্দর॥
পৃথিবী আকাশ বায়ু তুমি তেজোময়।
তুমি সৃষ্টি-স্থিতি তুমি উৎপত্তি-প্রলয়॥

হর্ত্তা কর্ত্তা নিগুর্ণ নির্লেপ নারায়ণ।
মায়া পাতি ক্রীড়া কর জানে কোন্ জন ॥
সুখ-মোক্ষ দুঃখ সুখ তুমি দেব হরি।
কর্ম্ম লক্ষ্য করি ভুঞ্জাও বুঝিতে না পারি ॥
পৃথিবীবচনে আমি ক্ষীরোদেতে গিয়া।
দুঃখ নিবেদিলুঁ গোসাঞি একচিত্ত হয়্যা ॥
তথির কারণে আসি আঁত পাতিয়া।
হরিলে পৃথিবীভার অসুর মারিয়া ॥
না বুঝিতে গোসাঞি কিছু মনে শঙ্কা করি।
না ভাণ্ডিহ প্রবোধ মোরে দেহ ত শ্রীহরি ॥
হাসিয়া সম্মুখ হয়্যা বলেন নারায়ণ।
বসিতে আসন দিলা কমললোচন ॥
যত সব কহিলে আমি করিয়াছি মনে।
নিকট বৈকুণ্ঠপুরী করিব গমনে ॥
দর্পেতে মারিয়া দৈত্য যত কিছু কৈল।
সেহ কিছু নহে অধিক ভূমিভার হৈল ॥
আমার এ বংশেতে জন্মিল যত বীর।
তেঞি কম্পমান ক্ষিতি কেমনে হবে স্থির ॥
ব্রহ্মশাপ লক্ষ্য করি তাহা নিপাতিয়া।
সর্ব্ব দেবগণ গেলা প্রদক্ষিণ হয়্যা ॥
পাঠাইয়া দেবগণে চিন্তে নারায়ণ।
ব্রহ্মশাপ-লক্ষ্যে করি বংশের নিধন ॥
হেনকালে মুনিগণ স্বচ্ছন্দ গমনে।
দ্বারকা আছেন কৃষ্ণ করি দরশনে ॥
অন্তর্য্যামী ভগবান্ সকল জানিল।
বাহির হইতে নিজ অভ্যন্তরে গেল ॥
সর্ব্ব মুনিগণ আইলা কৃষ্ণের দুআরে।
হেনকালে প্রদ্যুম্ন-আদি যত যদুবীরে ॥
দ্বারে দেখিল যত মহাতপোধন।
জিজ্ঞাসা করিল এথা কেন আগমন ॥
বসিতে আসন দিল মিনতি করিয়া।
তুষ্ট হৈল মুনিগণ যাদবে দেখিয়া ॥
কৃষ্ণ দেখিবারে সভে করিল গমন।
জানাহ ত গিয়া যথা শ্রীমধুসূদন ॥
অভ্যন্তরে গিয়া না দেখিল গোবিন্দাই।
মায়া-স্ত্রী বেশ ধরি আইলা তথাই ॥
শাম্ব নামে কুমারের স্ত্রী-বেশ করি।
লহুপাত্র উদরে দিয়া গর্ভ হেন ধরি ॥
মিনতিবচন বলি মুনিপাশে গিয়া।
বড় দুঃখ পায় নারী গর্ভ ধরিয়া ॥
কি বালক প্রসব হৈব বল সত্য করি।
মধুর ভাষায় বলে শঙ্কা পরিহরি ॥
শুনিয়া এতেক বাণী মুনি ধ্যান কৈল।
তত্ত্ব জানিয়া মুনি ক্রোধ বাড়াইল ॥
জানিল সকল তত্ত্ব শুনিল পুত্রগণ।
এথনে প্রসব হৈল অরিষ্টলক্ষণ ॥
জন্মিবে উত্তম বংশ সভাই দেখিবে।
সেই বংশ হৈতে তোমায় বংশক্ষয় হবে ॥
এতেক বলিতে খসি পড়িল মুষল।
দেখিয়া কম্পিত হৈল কুমার সকল ॥
ক্রোধ করি মুনিগণ চলিলা সভাই।
মুষল লইয়া গেল যথা গোবিন্দাই ॥
জানিলা সকল তত্ত্ব শ্রীমধুসূদন।
ব্রহ্মশাপে ভ্রষ্ট হৈল যত বংশগণ ॥
কপট করিয়া হরি বলে সভাকারে।
ব্রাহ্মণের শাপ আমি নারি খণ্ডাবারে ॥
অকারণে ব্রহ্মমন্যু কৈলে পুত্রগণ।
এতেক বলিয়া মৌন কৈল নারায়ণ ॥
ক্ষণেক রহিয়া কৃষ্ণ বলে সর্ব্বজনে।
মুষল-হাথে প্রভাসেরে যাহ পুত্রগণে ॥
ঘষিয়া ত ক্ষয় কর পাষাণ-উপরে।
শেষ হইলে ফেলিহ প্রভাসের জলে ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি যত যদুগণ।
মুষল লয়্যা প্রভাসেরে গেল সর্ব্বজন ॥

ঘষিয়া ত ক্ষয় করে পাষাণ-উপরে।
অল্পমাত্র শেষ ফেলে সমুদ্রভিতরে॥
গোসাঞির মায়া কিছু বুঝান না যায়॥
লহুস্কন্ধে খাগড়বিন জন্মিল তথায়॥
সেই শেষ লহু মাত্র সমুদ্রে ফেলিল।
বিষম বোদালি তাহা পাইয়া ভক্ষিল॥
মারিয়া ত মৎস্যজীবী বেচিতে লাগিল।
মৎস্য কিনি ব্যাধপত্নী ঘরেরে আনিল॥
কুটিতে পাইল লহু মৎস্যের উদরে।
ফলি গড়াইয়া দিল কাণ্ডের উপরে॥
ঘরে নিয়া থুইল তাহা মৃগ মারিবারে।
নিত্য মৃগ মারি বুলে অরণ্যভিতরে॥

উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণে সংবাদ।

হেনমনে মায়া পাতিয়া গোবিন্দাই।
দেখিয়া উদ্ধব মনে চিন্তিলা তথাই॥
ত্রিদশের নাথ প্রভু সংসারের সার।
ভারাবতরণে কৃষ্ণ পৃথিবীউদ্ধার॥
ব্রহ্মশাপ মনে চিন্তি মায়া ত পাতিয়া।
পৃথিবী ছাড়িব হেন মনেতে চিন্তিয়া।
নিজ দাস করি মোরে বলে সর্ব্বজনে।
কপট করিয়া মোরে বল নারায়ণে॥
এত বলি উদ্ধব কৃষ্ণের পাশে গিয়া।
কান্দিতে কান্দিতে বলেন চরণে ধরিয়া॥
উদ্ধবক্রন্দন শুনি শ্রীমধুসূদন।
হাসিতে হাসিতে বলে মধুর বচন॥
চিন্তিয়া চৈতন্যচন্দ্র-চরণকমল।
দ্বিজ মাধব কহে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥

দুঃখী রাগ।

আমার ত ভক্ত তুমি জানে এ সংসারে।
শুন সর্ব্ববিবরণ বলিব তোমারে॥
ভারাবতরণে মোর পৃথিবী-গমন।
করিল দেবের কার্য্য মারি দুষ্ট জন॥
কথোদিন থাকিতাঙ আছিল মোর মনে।
যাইতে বলিল ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠভুবনে॥
পাঠাইয়া ব্রহ্মা মুঞি ভাবি মনেমনে।
করি না করিলুঁ ভুবি-ভারের হরণে॥
যতেক মারিল বীর পৃথিবীভিতরে।
তাহারে দ্বিগুণ হৈল দ্বারকানগরে॥
আমার বংশেতে যত উপজিল বীর।
কেমনে থাকিব ক্ষিতি হইয়া সুস্থির॥
ব্রহ্মশাপ লক্ষ্য করি হরিব সকল।
বুঝিয়া চিন্তহ তুমি আপন কুশল॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বোল করয়ে ক্রন্দন।
কেমতে উদ্ধার মোর হয় নারায়ণ॥
সদয় হইয়া কৃষ্ণ নিভৃতে বসিয়া।
কহন্তি পরম তত্ত্ব উদ্ধবে আনিয়া॥
শুন প্রিয় সখা মোর ধরিহ বচন।
খণ্ডিয়া সকল মোহ তত্ত্বে দেহ মন॥
যত যত দেখ উদ্ধব সব অকারণ।
ধন জন বন্ধু পুত্র নিগড়বন্ধন॥
সংসারে তোমার আর নাহি কোন জন।
জগতে কেবল সার নির্লেপ নিরঞ্জন॥
হর্ত্তা কর্ত্তা ভোক্তা হৈয়া জগতে প্রবেশে।
সভায় আছেন সেই কেহ না পরশে॥
এড়িয়া সংসার-চিন্তা স্থির কর মন।
একভাবে চিন্তহ সেই প্রভু নারায়ণ॥
এত শুনি পুনরপি বলে যুগহাথে।
কেমনে পাইব তত্ত্ব বল জগন্নাথে॥

কোন্‌রূপে কোন্ গুণ কথোদিন সই।
কেমনে চিন্তিব তোমা শুন জলশাই॥
তোমার মায়ায় গোসাঞি স্থির নহে মন।
আমারে ত কহ গোসাঞি মায়ার খণ্ডন॥
তোমার চরণ বিনু না জানিলুঁ আন।
কহিয়া পরম তত্ত্ব কর পরি[illegible]॥
এতেক বলিয়া যদি কান্দিতে কান্দিতে।
দয়া করি বলে জ্ঞান হয় যেন মতে॥
কেমনে চিন্তিব হরি করিয়া প্রণতি।
মধ্যভাগবতকথা শুন মহামতি॥
হরিগতচিত্ত আর দেব নাহি পূজে।
সংসার অসার জানি তাহে নাহি মজে॥
শিশুচারে ক্রীড়া করে উন্মত্তের বেশ।
লোভ মোহ কাম ক্রোধ না করে প্রবেশ॥
এতেক চিন্তিয়া তুমি তত্ত্বে দেহ মন।
এতেক বলিয়া মৌন করিলা নারায়ণ॥
পুনরপি উদ্ধব তাঁর ধরিল চরণে।
কাহারে কহিব গুরু বল নারায়ণে॥
পূরুবে মৈথিল রাজা যোগী মহাশয়।
নির্ব্বিকার করিয়া আপনি জ্ঞান কয়॥
আচম্বিতে লোমশঋষি-আদি করি।
কৌতুকে ভ্রমিতে আইল মিথিলানগরী॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া রাজা সর্ব্বজনসঙ্গে।
পূজিয়া রহাল্য রাজা হৈয়া বড় রঙ্গে॥
প্রণতি মিনতি করি জুড়ি দুইহাথ।
কি কারণে আগমন মোরে বল বাত॥
মহাভাগবত সব জানিল কারণে।
কেমনে সেবিব নরদেব নিরঞ্জনে॥
শুনিয়া রাজার বোল ঈষত হাসিয়া।
আনন্দে প্রফুল্লচিত্ত লোমাঞ্চিত হয়্যা॥
তোমার বচনে বড় হরিষ হইল মনে।
প্রভুর কারণে বড় হরিষ শ্রবণে॥

বড় ভাগ্যবান্ তুমি শুন নরপতি।
প্রেম পাই যেনমতে শুন একমতি॥
উত্তম অধম ধীর ত্রিবিধ প্রকার।
যেই যেনমতে তাঁরে দেন গদাধর॥
সর্ব্বভূতে স্নেহ করে আত্মভূতে দয়া।
পুরীষ-চন্দন একচিত্ত আমোদিয়া॥
শিশুসব ক্রীড়া যেন করে মত্তবেশে।
লোভ মোহ কাম ক্রোধ না করে পরশে॥
যত দুঃখ করি বুলি ভ্রমিয়া নগরে।
হরিষে মজিব দেখ সকল সংসারে॥
অপমানে দুঃখ নহে সম্মানে সুখ নয়।
উত্তম ভাগবত সেই এইরূপে হয়॥
সর্ব্বত্তায় হৃদয় করি আসক্ত যে নহে।
তপ জপ যজ্ঞ দান সকল করয়ে॥
কাম্য ভোগ না করিয়া হরিয়া আপএ।
সেই মহাজন বড় তোমারে কহয়ে॥
সুখ মোক্ষ দুই যার সমান ভজন।
ভুঞ্জিয়া বিষম যত ভজে নারায়ণ॥
হেনমতে চিন্তি হরি করয়ে প্রণতি।
মধ্যভাগবত সেই পরম যুগতি॥
হরি-অনুগতচিত্ত আর নাহি পূজে।
সংসার অসার জানি মোহে নাহি তেজে॥
আপনি মরিব হরি জানিয়া না জানে।
প্রতিমা অপ্রতিমা করি করয়ে সেবনে॥
সকল সূক্ষ্ম ব্যাপক বিভাগ নাহি করে।
বৈষ্ণবজন পাই যদি হরিষ অন্তরে॥
হরি চিন্তে হরি গায় হরিনাম লয়।
তৃতীয়ভাগবত দেখ সেইজন হয়॥
বুঝিয়া সকল তুমি তত্ত্বে দেহ মন।
এতেক বলিয়া সিদ্ধা করিল গমন॥
এই কথা নারদ মুনি দ্বারকায় গিয়া।
আমার বাপ বসুদেবে কহিল আসিয়া॥

কে গুরু হইব উদ্ধব বলিল বচন।
তাহার কথা কহি শুন স্থির কর মন॥
পূরুবে যদুরাজা যোগী মহাশয়।
রবি নামে মগারাজা আইল নিলয়॥
মহাযোগী দেখি রাজা সম্ভ্রমে উঠিয়া।
বসাইল আসনে তাঁরে ষড়ঙ্গে পূজিয়া॥
মিষ্ট অন্ন পান দিয়া করাইল ভোজন।
জিজ্ঞাসিল গোসাঞি কেন করিলাগমন॥
যথা তথা বুলি আমি সকল ভুবনে।
ভাগবতপ্রিয় দেখি করিব ভ্রমণে॥
অবধূত বলে রাজা হরিষঅন্তরে।
গুরুই উদ্ধারে মোরে এ ভব-সাগরে॥
শুনিয়া রাজার বোল হাসিতে হাসিতে।
কেহ কারো গুরু নহে শুন একচিতে॥
ব্রহ্মচারী হৈয়া বুলি সকল সংসারে।
কোন্ গুরু সেবিলে তরি এ ভব-সাগরে॥
হেনমতে নারায়ণ-চরণ সেবিতে।
চব্বিশ গুরু আমি কৈল বুদ্ধিমতে॥
প্রথমে পৃথিবী মোর এক গুরু হয়।
সর্ব্বআশ্রয় কিছু দুঃখ নাহি পায়॥
দেখিয়া তাহার গুণ ক্রোধকে জিনিল।
সর্ব্বভূতে সমভাব সকলি কহিল॥
দ্বিতীয় পবন মোর আর গুরু হৈল।
সর্ব্বশূন্য রহিল কেহ পরশ না পাইল॥
তেঞি সে ভ্রমিয়া বুলি সকল সংসারে।
সর্ব্বজনগুণ ধরি হয়্যা নির্ব্বিকারে॥
তৃতীয়ে গুরু কৈল দেখিয়া আকাশ।
সর্ব্বত্র আছয়ে কেহ না পায় পরশ॥
হরি চিত্তে আছে মুঞি সর্ব্বগুণ ধরি।
ভ্রমিয়া সংসারে কেহ পরশে না হরি॥
চতুর্থে আর গুরু জল দেখি কৈল।
আছয়ে হৃদয়ে সর্ব্বজনে ত ব্যাপিল॥

তার গুণ দেখি মোর হৃদয় নির্ম্মল।
হরি চিন্তি কৈল আমি জনম সফল॥
পঞ্চমে ত আর গুরু কৈল হুতাশন।
ভাল-মন্দ পোড়ায়্যা কৈল আপনার সম॥
তাহা ত দেখিয়া গুণ ভেদ নাহি করি।
পুরীষ-চন্দন সম করি ব্যবহারি॥
ষষ্ঠে আর [illegible] হয় চন্দ্র মহাশয়।
আপনি না মরে পুন কলাক্ষয় হয়॥
সপ্তমে ত গুরু সূর্য্য একেলা সংসারে।
জলে স্থলে দর্পণে সবে দেখি তারে॥
তেঞি সে জানিমুঁ গুরু এক নিরঞ্জন।
নানা ভাব সংসারে তাহার কারণ॥
অষ্টমে ত গুরু মোর কপোত যেনমতে।
কহিব সকল কথা শুন একচিত্তে॥
দাম্পত্যে নানা সুখে বৈসয়ে কাননে।
ধরিল কপোতী গর্ভ স্বামী-বিদ্যমানে॥
চারিগুটি ডিম্ব করি চারি পুত্র কৈল।
আহার আনিতে দুঁহে পর্ব্বতে চলিল॥
হেনকালে অক্ষটি সেই বনে আইল।
গাছের উপরে আসি পক্ষেরে দেখিল॥
ভক্ষ্য-সাট দিয়া তারে জাল পাতিল।
মায়া-লোভ দিয়া চারিশিশু বন্দী কৈল॥
দম্পতি আইল দুঁহে আহার লইয়া।
না দেখিয়া পুত্র বনে বুলেন চাহিয়া॥
দেখিলা ত শিশু বন্দী অক্ষটির স্থানে।
মূর্চ্ছিতা কপোতী হৈল হরিয়া চেতনে।
শোকেতে মরয়ে লোক সকলসংসারে।
এমতি জানিহ ভাই সংসার অসারে॥
ধর্ম্মশীল প্রিয়া তোমা না দেখিব আর।
ছাড়িব শরীর আর না করি বিচার॥
আশ্বাসবচনে প্রিয়া সম্মোহ দিল মোরে
সেই বাক্য গাছে থাকি কপোতসন্তান[illegible]

অনুতাপ করে কপোত মহাদুঃখমনে।
সাঙরিয়া তনু আমি ছাড়িব এখনে॥
প্রাণের ঈশ্বরী প্রিয়া পঞ্জরভিতরে।
পুত্র গেলে প্রাণ কেন আছয়ে শরীরে॥
ভাবিতে ভাবিতে শোকে হৈল অচেতন।
অক্ষটির পাশে গিয়া করয়ে ক্রন্দন॥
নিকটেতে মৃত্যু হৈল তাহা নাহি দেখি।
শোকেতে ব্যাকুল হৈয়া তাহা নাহি লখি॥
শোকেতে মরয়ে যবে সংসারভিতরে।
বান্ধিয়া পাড়িল ব্যাধ জালের উপরে॥
সেই পক্ষ বান্ধি ব্যাধ হরষিতমনে।
কৃতার্থ হইয়া কৈল ঘরেরে গমনে॥
শোকেতে মরণ হৈল সকল জানিল।
তার পাপ দেখি আমি শোক পাসরিল॥
নবমে ত গুরু অজাগর ত কাননে।
সুখে শুয়্যা মুখ মেলি থাকে সর্ব্বক্ষণে॥
দৈবে ত তাহারে আনি আহার মিলায়।
মুখ অভ্যন্তরে গেলে ধরিয়াত খায়।
আহারে যতন ভাই কভু না করিবে।
যে জন সৃজিল সে অবশ্য আনি দিবে॥
দশমে সমুদ্র আমার প্রধান গুরু হৈল।
তীরে বসি বসি টুটি বন্ধ না হইল॥
বরিষায় নদ-নদী যায় ত তাহারে।
তথাচ আকুল মাত্র বৃদ্ধি নাহি ধরে॥
সূর্য্যের তাতে তার যত জল হরে।
ঈষৎ মাত্র টুটি কভু নাহিক তাহারে॥
তার গুণ দেখি মনে হরিষ করিল।
সুখে দুঃখে যত কিছু তাহা না গণিল॥
একাদশে পতঙ্গ মোর আর গুরু হৈল।
আগুণ তাহারে বলি পুড়িয়া মরিল॥
তেঞি সে জানিল আমি সংসারে বিষয়।
যেই ত হয় সেই অবশ্য মরয়॥

দ্বাদশে ত আর গুরু মধুকর হৈল।
পুষ্পের মধু লয়্যা পুষ্প এড়ি দিল॥
তা দেখি জানিল তবে সংসার অসার।
সবে মাত্র নারায়ণ প্রভু কর তার॥
ত্রয়োদশে আর গুরু মধুমাছি কৈল।
নানা পুষ্পের মধু আনি সঞ্চয় করিল॥
নাহি খায়্যা নাহি দিয়া সঞ্চয় করয়।
পরাণ বধিয়া তার সব মধু লয়॥
তাহা দেখি জানিল সঞ্চয় বড় কাল।
সঞ্চয়েতে বৈরী হয় যুবাবৃদ্ধকাল॥
চতুর্দ্দশে আর গুরু করিবর হৈল।
মায়া-স্ত্রী-লাগিয়া অরণ্যে বন্দী হৈল॥
কাষ্ঠেরে হস্তিনী পাড়ি দুর্গতি করিয়া।
কামে মত্ত হয়্যা তথি মরয়ে পড়িয়া॥
তেঞি সে জানিল আমি নারী মায়াময়ে।
নিকটে রহিলে বড় যোগীর মন মোহে॥
মাংসপিণ্ড-লোভে মূত্র-পুরীষ-ভক্ষণে।
এড়িলুঁ ত মুঞি স্ত্রীর জানিয়া কারণে॥
পঞ্চদশে হরিণী মোর আশু গুরু হৈল।
পতিতে মোহিত হয়্যা পরাণ ছাড়িল॥
ভ্রমে স্ত্রীর লোভে মরে সকল সংসার।
নারায়ণ-গাথা ছাড়ি গতি নাহি আর॥
ষড়দশে আর গুরু মৎস্যরাজ হৈল।
বড়শী-আহারে দেখ পরাণ ছাড়িল॥
লোভেতে মরণ হয় সংসারভিতরে।
তেঞি ফল-পত্র খায়্যা পূরয়ে উদরে॥
সপ্তদশে আর গুরু পিঙ্গলা নামে নারী।
তার কথা শুন রাজা মনস্থির করি॥
দ্বারী হয়্যা নগরে আছিল চিরকাল।
সেই কর্ম্মে ধনবৃত্তি বাড়িল বিশাল॥
সেই বৃত্তে দিনেদিনে আদর বাড়ায়।
একদিন সদাগর বলিল তাহায়॥

না আনিয়া আর জন না করিহ ভঙ্গে।
বহুধন দিব আমি থাক মোর সঙ্গে ॥
সেই লোভে পরিহরিলেক আর জন।
অবসর পাইয়াছে করিয়া মন্থন ॥
দৈববশে সাধুর তথা নহিল গমন।
আসিব আসিব বলি চাহে ঘনেঘন ॥
দুআর বাহির ঘর আত যাত করি।
আসিব দৃঢ় চিত্তে বহু আশা ধরি ॥
প্রহরেক রাত্রি গেল দ্বিতীয় প্রহর।
তবু ত না আইল চিত্তে হইল ফাঁকর ॥
তৃতীয় প্রহরে না করিল আগমন।
ধরণী পড়িয়া উঠি চিন্তে মনেমন ॥
হেন পাপ আশা মুঞি বাড়াইলুঁ চিতে।
এখন শরীর গেল কি করিবে বৃত্তে ॥
জন্মিয়া অনেক পাপ করিলুঁ সংসারে।
আপনা বলিয়া কেহ না বলিল মোরে ॥
মিথ্যা ধন-জন আর মিথ্যা সংসার।
মরিব নরকে মোর নাহি প্রতিকার ॥
এত করি মরি মুঞি মিথ্যার কারণে।
তেজিল সে সব কার্য্য নাহি প্রয়োজনে ॥
নৈরাশ হইয়া সেই থাকি নিজ সুখে।
আশা এড়ি হরি চিন্তি এড়াইল দুঃখে ॥
তার কারণে মুঞি ছাড়িলুঁ সংসারে।
নৈরাশ পরম সুখ বলিল তোমারে ॥
অষ্টাদশ আর গুরু কুররপক্ষে হৈল।
এড়িয়া ত মাংস খাএ মরণ এড়াইল ॥
তার সেই মাংস দেখি আর পক্ষগণ।
মাংসলোভে তাহারে মারিতে আগমন ॥
চতুর হইয়া পক্ষ মাংস এড়ি গেল।
কেহ নাহি লাগ পায় বড় সুখ পাইল ॥
নিষ্কিঞ্চন হৈল ভয় নাহিক সংসারে।
সেই গুরু কৈল আমি শুন নৃপবরে ॥
ঊনবিংশে শিশুক্রীড়া গুরু ত মানিল।
শরীরেতে ভয় তার কিছু না জানিল ॥
নানা ক্রীড়া করে সুখে দুঃখ নাহি জানি।
কালরূপে চিন্তি রাজা সেই চক্রপাণি ॥
বিংশেতে গুরু মোর কুমারী হইল।
যাহার প্রসাদে মোর সঙ্গ খণ্ডাইল ॥
দাম্পত্যের বর দ্বিজ অবিবাহিতা কন্যাখানি।
বিবাহ ত দিব বর পিতা ঘরেরে ত আনি ॥
অতিথি করিতে পিতা গেল ভিক্ষাটনে।
জল আনিবারে মাতা করিল গমনে ॥
ছেয়া লক্ষ করি ধান্য কুটি শূন্য ঘরে।
দুইহাথে শঙ্খ বাজে লজ্জা হেন করে ॥
দুইগাছি শঙ্খ মাত্র দুই হাথে থুইল।
না বাজে হাথের শঙ্খ বড় প্রীতি পাইল ॥
তা দেখি সংহতি মোর আছিল যত জন।
তাহা দূর করি হরিপদে দিল মন ॥
দ্বৈপায়ন দুলুবন তৃতীয় সংহতি।
একেলা পরম সুখে নিভজনমতি ॥
একবিংশে আর গুরু কাণ্ডকর্ত্তা হৈল।
এক দৃষ্টে কাণ্ডগতি আর দৃষ্টে কৈল ॥
সর্ব্বসৈন্যে যায় রাজা তার পাছু দিয়া।
না করিল দৃষ্টিপাত কাণ্ডে মন দিয়া ॥
একদৃষ্ট মনে সেই করিয়া ধেআনে।
তাহাতে মজিল চিত নাহি দেখি আনে ॥
দ্বাবিংশে আর গুরু সর্প মোর হৈল।
পর ঘরে সুখে রহে ঘর না বান্ধিল ॥
ঘর-দ্বার বান্ধিয়া নর মরে কি কারণে।
যথা তথা বঞ্চে রক্ষা হয় ত কাননে ॥
ত্রয়োবিংশে মর্কট আর গুরু হৈল।
সগুণ উদরে সূত্র কেমনে হইল ॥
মারিয়া চাহিল সূত্র পেটে কিছু নাই।
জানিল সকল সৃষ্টি সৃজিল গোসাঞি ॥

জানিল সকল সৃষ্টি কারো বশ নয় ।
চিন্তিয়া নারায়ণ সুখে নিবসয় ॥
চতুর্বিংশে আর গুরু কুম্ভিরিকা হৈল ।
তাহা সব হৈতে যত পতঙ্গ উপজিল ॥
একগোটা পতঙ্গ যখন মাত্র ধরে ।
চিত করি কুম্ভিরিকা তাহা দৃষ্টি করে ॥
তার রূপ দেখি সেই ছাড়য়ে জীবন ।
মৃত্তিকা বেষ্টিত করি থাকে অনুক্ষণ ॥
যেই রূপ দেখি মৈল সেই রূপ হৈল ।
কুম্ভিরিকা হৈয়া সেই পতঙ্গ উড়ি গেল ॥
ইহা ত জানিয়া ভাবে শ্রীমধুসূদন ।
ভাবিতে ভাবিতে সেই হয় নিরঞ্জন ॥
এতেক কহিয়া সেই অবধূত নড়ে ।
শুনিয়া সকল তত্ত্ব মোহপাশ ছাড়ে ॥
শুন হে উদ্ধব তত্ত্ব কেহ কারো নয় ।
আপনি আপন গুরু জানিহ নিশ্চয় ॥
শুনিয়া সকল লোক হরষিত মতি ।
দ্বিজমাধব কহে নারায়ণ গতি ॥

মহারাষ্ট্রী রাগ ।

দ্বাদশস্কন্ধের যোগ শুনিয়া শ্রবণে ।
আর কিছু বলি শুন পরম যতনে ॥
পুনরপি উদ্ধব বলেন নারায়ণে ।
কহিলে পরম তত্ত্ব শুন সাবধানে ॥
আপনি আপন গুরু আপনি ত শিষ্য ।
একভাব করি দেখ সকল মনুষ্য ॥
আপনি আপন বন্ধু আপনি ত বৈরী ।
আপনি সে আপনার ভাল-মন্দ করি ॥
কর্ম্মপাশে বদ্ধ লোক করয়ে ভ্রমণ ।
পরবশ হয়্যা সুখে নাশের ভাজন ॥
গৃহ পুত্র পরিবার সংসার-বিলাস ।
[illegible] অবসাদে আত্মার প্রকাশ ॥

নবদ্বার ঘরে আশ্রা বান্ধিয়া মায়ার ।
মনসঙ্গে ইন্দ্রিয়গণ সংসার ভুলায় ॥
উদ্ধব পুছিল তবে করিয়া ভকতি ।
সভার ভিতর আত্মা মায়ার বিভূতি ॥
সভাকার আদ্যন্তে থাকে ত তার চিহ্ন ।
সর্ব্বত্র আছয়ে বায়ু সভা হৈতে ভিন্ন ॥
সংক্ষেপে কহিল আমি বিভূতিবিচার ।
বৈষ্ণব জানিহ প্রধান অংশ আমার ॥
প্রধান পুরুষ আমি সংসার কারণ ।
ভূতগণ অহঙ্কারে ইন্দ্রিয় মন ॥
আদ্যে বিষ্ণু হই আমি দেব পুরন্দর ।
ব্রহ্মজ্ঞানে পারকআমি রুদ্রেতে শঙ্কর ॥
দেবঋষি নারদ আমি প্রহ্লাদ দৈত্যগণে ।
মুনিগণে ব্যাস আমি নন্দ গোপজনে ॥
যাদর্গণে বরুণ আমি কপিল সিদ্ধমাঝে ।
ঋদ্ধি সিদ্ধিগণে সুমেরু গিরিরাজে ॥
বেদমধ্যে সাম বেদ ছন্দেত হুঙ্কার ।
তেজ হৈতে তেজ আমি আমার আকার ॥
জ্যোতিমধ্যে সূর্য্য আমি মরুতে পবন ।
পিতৃমধ্যে অজপাদ বিদ্যা মধ্যে জ্ঞান ॥
যক্ষমধ্যে কুবের আমি ধনের ঈশ্বর ।
মুনিতে অগস্ত্য আমি হই মুনিবর ॥
গঙ্গামধ্যে সাগর আমি গন্ধর্ব্বে-চিত্ররথ ।
স্থাবরে হিমালয় আমি বৃক্ষে অশ্বথ ॥
অশ্বে উচ্চৈঃশ্রবা আমি গজে ঐরাবত ।
পক্ষেতে গরুড় আমি নাগেতে অনন্ত ॥
নদীমধ্যে গঙ্গা আমি মৎস্যে ত মকর ।
নরে নরেশ্বর হই সর্ব্বশক্তিধর ॥
তারাগণে চন্দ্র আমি সর্পে ত অনন্ত ।
উৎপত্তি প্রলয় আমি আদ্য মধ্য অন্ত ॥
মোর অংশ যেইজন সেই সে জীবন্ত ।

* * * *

আমি সে সংসার-স্থিতি-উতপত্তি প্রলয়।
সমুদ্রের ঢেউ যেন সমুদ্রে মিলয়॥
আমা বহি কিছু নহে বলি তত্ত্ববাণী।
আমারে জানিলে সেই সংসারেতে জানি॥
একই আকাশ যেন হয় ভিন্ন ভিন্ন।
তেমতি আমার এই সংসারের চিহ্ন॥
জলমধ্যে মহোদধি নানা সূর্য্যছায়া।
আকৃতি-প্রকৃতি যত সব মোর কায়া॥
এত শুনি উদ্ধবের সন্দেহ ঘুচিল।
ভক্তি করি পুনরপি গোবিন্দে পুছিল
দয়া করি মোরে যত কৈলা গদাধর।
এতেকে তরিব ভবসংসারসাগর॥
সেবকেরে দয়া যদি কৈলা নারায়ণ।
দেখাও আমারে মূর্ত্তি সংসারকারণ॥
শুনিয়া তাহার বাণী শ্রীমধুসূদন।
উদ্ধবেরে নিজমূর্ত্তি দেখাইলা তখন॥
কোটিকোটি-সূর্য্য প্রকাশ তেজোময়।
প্রকাণ্ড শরীর অতি দেখিয়া বিস্ময়॥
মধ্যলোক ভেদিয়া ত কিরীট মুকুট।
মহর্লোক তপোলোক ব্যাপিত উভ ঝুঁট॥
চন্দ্রসূর্য্য দুই চক্ষু শ্রবণ আকাশ।
স্বর্গনদনদী জিহ্বা পবন নিশ্বাস॥
সমুদ্র উদর যত নদনদী নাড়ী।
নাভিপদ্মে চতুর্ভুজ করে নানা কেলি॥
দশদিগ দীপ্ত কৈল লোমকূপজ্যোতি।
নাভিপদ্মে চতুর্ম্মুখে ব্রহ্মা করে স্তুতি॥
চারিবেদ-সহিতে বদনে সরস্বতী।
হৃদে বিষ্ণু কণ্ঠে রুদ্র মধ্যে প্রজাপতি॥
কটি উরু জানু জঙ্ঘ গুরু পদতলে।
জানু অধোভাগে গিয়া নাম্বিল পাতালে॥
অসংখ্য ত পাণিপদ্ম শতসংখ্য শির।
ব্রহ্মসরস্বতী দেখি সকল শরীর॥
ঊর্দ্ধভাগে থাকি যত ঋষি দেবগণ।
মধ্যে নর পশু-পক্ষ স্থাবর-জঙ্গম॥
অসুর রাক্ষস নাগগণ শেষভাগে।
থাকিল সকল লোক কেহ নাহি লাগে॥
কেহ উঠে কেহ পড়ে কেহ জীয়ে মরে।
কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ লোক গতাগতি করে।
দেখিয়া অপূর্ব্বরূপ উদ্ধবে হৈল ভ্রম।

* * * *

দেখিয়া তোমার রূপ সংসারকারণ।
তোমা হৈতে ভিন্ন কিছু না দেখি এখন॥
সভার অভ্যন্তরে থাক পাতি মায়াজালে।
বান্ধিয়া পুত্তলি যেন কর্ম্মসূত্রে করে॥
তুমি সব ভূত হয়্যা অবার্থশরীর।
তোমার মায়ায় কোন্ জন হয় স্থির॥
সূর্য্যকোটীসম তেজ দেখিয়া তোমার।
এ সব দেখিতে চক্ষু না সহে আমার॥
প্রসন্ন হইয়া এই মূর্ত্তি সংহারি।
সাম্যরূপ দেখাহ কিরীটকুণ্ডলধারী॥
তবে বিশ্বরূপ দেখাইয়া নারায়ণ।
বাসুদেবমূর্ত্তি ধরি ভুবনমোহন॥
ঈষত হাসিয়া তবে উদ্ধবে বলিল।
হেন বিশ্বরূপ মোর কেহ না দেখিল॥
ব্রহ্মা-আদি দেবগণ অভিলাষ কৈল।
তবু মোর এইরূপ কেহ না দেখিল॥
যজ্ঞ দান তপে আমা না পায় দেখিতে।
কেবল পায় আমা দৃঢ় ভক্তি হৈতে॥
তুমি ত আমার ভক্ত জানি সর্ব্বকাল।
তোমারে দেখাইল তেঞি শরীর বিশাল॥
আমাতে কেবল ভক্ত হয় যেই জন।
গৃহ-পুত্র-কলত্রাদি যেই বিসর্জ্জন॥
জলের বিম্বক যেন কেহ স্থির নহে।
পথিকে পথিকে যেন পথ-পরিচয়ে॥

বিষয়বাসনা এড়ি কর নিজ কর্ম্ম।
ফলিবে অসংখ্য বিষ্ণু বাড়িবেক কর্ম্ম॥
সর্ব্বভূতে সম কর ছাড় সব সঙ্গ।
সঙ্গ হৈতে দৃঢ়বন্ধ সদা মনভঙ্গ॥
সঙ্গ ছাড়িবারে যদি উদ্ধব না পার।
সাধুজনসঙ্গ করি মন স্থির কর॥
পবন হৈতে সংসারীর মন অনিবার।
মন বশ হৈলে বশ সকল সংসার॥
ততো ছায়া গতায়াত ভয় নাই গণে॥
বিষয়ের লোভে মন ভ্রমে নানা স্থানে॥
বিষয়বিলাসী সব মনে না গুনিল।
এত বশ হইয়া সব পাসরিল॥
অনুক্ষণ নষ্ট হয় সংসারের সুখে।
আনন্দসাগর ব্রহ্ম তাহাতে বিমুখে॥
কহিয়ে পরম তত্ত্ব শুন একমনে।
মনের নিরোধ কর পরম যতনে॥
মোর কর্ম্মে রত হয়্যা সর্ব্বভূতে দয়া।
আমার ভকত হৈলে জিনিবে সর্ব্বমায়া॥
ভূতহিংসা করে যেই হিংসয়ে আমারে।
সর্ব্বভূতে হয়্যা আমি দেখাব তোমারে॥
মোহে চিত্ত নিবারিয়া সভাই আমা দেখে।
আমারে পাইবে তবে সেই ব্রহ্মলোকে॥
গোসাঞিবচনে উদ্ধব মনেতে হরিষ।
দ্বিজ মাধব বলে যোগবিমরিষ॥

পয়ার।

পুন উদ্ধব যোগ জিজ্ঞাসিল তবে।
অসার সংসারসিন্ধু পার হবে কবে॥
পুনরপি উদ্ধব তবে কৃষ্ণেরে পুছিল।
তোমার বচনে মোর অজ্ঞান ঘুচিল॥
যত যত শুনি প্রভু তত বাঢ়ে সুখ।
অমৃতপানে কোন্‌জন হয় ত বিমুখ॥
মোর কর্ম্ম কর তবে আমাকে পাইবে।
হেন উপদেশ গোসাঞি আমারে কহিবে॥
কোন্ কর্ম্ম তোমার কেমতে তোমা পাই।
বিস্তার করিয়া কহ পুছি তুআ ঠাঞি॥
তুষ্ট হয়্যা তাহারে বলিলা গদাধর।
শুন হে উদ্ধব কহি একমন কর॥
আমায় নিবেশি চিত্ত আমায় ভকতি।
করিবা সকল কর্ম্ম কামেতে বিরতি॥
যার যেই কর্ম্ম ধর্ম্ম বিধাতাসৃজিত।
তাহা ছাড়ি অন্য কর্ম্ম না করিহ চিত॥
যার সেই আচারে ত চিত্ত মজাইয়া।
পাইবে আমার পদ সংসার তেজিয়া॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জাতি।
মুখ বাহু উরু পদে ক্রমে উতপতি॥
যজন যাজন বেদঅধ্যয়ন অধ্যাপন।
দান প্রতিগ্রহ ষট্‌পদেতে ব্রাহ্মণ॥
সাধুজন পড়াইব উত্তম দান দিব।
অল্পে তুষ্ট হয়্যা দ্বিজ জীবিকা করিব॥
যজন পঠন দান এই তিন কর্ম্ম।
বশ্য রাখিব প্রজা করিব এই ধর্ম্ম॥
যুদ্ধে ভঙ্গ নাহি দিব ত্রাস তেজিব।
ভয়ানকে ত্রাণ করি যুদ্ধে রাখিব॥
যজন পঠন দান তিন কর্ম্মে বৈশ্য।
কৃষি ত বাণিজ্য করি পুষিব মনুষ্য॥
শূদ্রের ধর্ম্ম তিনজাতির সেবন।
চাষ চষি ধনার্জ্জন কুটুম্বভরণ॥
সংক্ষেপে কহিল চারিজাতির আচার।
এই কর্ম্মে যেই থাকে সেই ত আমার॥
ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ সন্ন্যাস আশ্রম।
ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণ করিবে নিজধর্ম্ম॥
উপবীতিদিনে দ্বিজ যার স্থানে।
সংযম করিয়া বেদ করিবে পঠনে॥

গুরুপত্নী-সেবা করিবে একমনে।
গুরু যে বলিব তাহা পালন যতনে॥
গুরুআজ্ঞা লয়্যা ভিক্ষা করিয়া ভুঞ্জিবে।
ত্রিসন্ধ্যা স্নান সন্ধ্যা ত করিবে॥
যেনমতে বেদপাঠ করিবে ব্রাহ্মণ।
তাহার করণ এবে শুন দিয়া মন॥
গুরুরে দক্ষিণা দিয়া সমাযুক্ত করি।
যুবাকালে বিভাইব কুলের কুমারী॥
গৃহস্থআশ্রমমত করিবে আচার।
পঞ্চযজ্ঞ করিয়া পাতকে হয় পার॥
যথাকালে জ্ঞানদান যথাকালে বিধি।
করিয়া মনুষ্য পিতৃঋণে হয় সিদ্ধি॥
নানা যজ্ঞ দান করি দেব আরাধনে।
দৈবঋণে পার হৈব করি বহুদানে॥
অতিথি করিয়া তার ভক্ষ্য-ভোজ্যদানে।
সন্তুষ্ট হই আমি অতিথিপূজনে॥
যার ঘরে অতিথি করয়ে উপবাস।
লক্ষ লক্ষ জন্ম তার নরকে নিবাস॥
অতিথি যাহার যায় বিমুখ হইয়া।
তার যত পুণ্য লয় নিজ পাপ দিয়া॥
এত জানি অতিথি পূজিহ শুদ্ধমতি।
অতিথির মুখে আমি খাই ত পিরীতি॥
বিধিরীতে আচার করিবে তার মতে।
সুখে পার হৈবে সেই ব্রহ্মঋণ হৈতে॥
ঋতুকালে নিজপত্নী-উপভোগ হয়্যা।
প্রজাপতিরূপে তার পুত্র জন্মাইয়া॥
আর তিন আশ্রম যাহার যেই মনে।
প্রাণরক্ষা করিবেন গৃহস্থ আশ্রমে॥
ইহাতে থাকিলে হয় সভার সেবায়।
সভারে বিশেষ হয় গৃহস্থ আশ্রয়॥
শ্রদ্ধাশীল সত্যবাদী সজ্জনসহিত।
মুক্তিপদ পায় সেই গৃহস্থ চরিত॥

গাছের পাকিলে পত্র কুড়াইয়া লৈব।
দেবপিতৃকর্ম্ম করি শেষে যে থাকিব॥
তাহা খায়্যা শেষে সদা আমারে ভাবিয়া।
আমার চরণে মন-নিবিষ্ট হইয়া॥
গাছের পাকলপত্র সেই জলপান।
হেনমতে বানপ্রস্থ-আশ্রমবিধান॥
তার শেষে সন্ন্যাসী ত সর্ব্বযোগ তেজি।
দণ্ড-কমণ্ডলু লয়্যা ভিক্ষা করি ভুঞ্জি॥
এক ঠাঁই না থাকিব ভ্রমিব দেশেদেশে।
কোথাও আসক্ত নৈব ব্রহ্ম-উপদেশে॥
মনে না করিহ গৃহ-পুত্রাদি বাসনা।
একাকী ভাবিব মনে ব্রহ্মের ভাবনা॥
পুরাণের কহিল তোহে এই চারি কর্ম্ম।
আচার রাখিলে পাই পরতেখ ধর্ম্ম॥
আচার রাখিলে পাই চির পরমাই।
আচার রাখিলে সুখসম্পদ বহু পাই॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ এচারি জিনে তবে।
যথা যথা হরিকথা তথা মন দিতে॥
সম্পদ ক্ষণ মানি বিপদ বিস্তর।
ধন-উপার্জ্জনহেতু দুঃখ নিরন্তর॥
যার ধনডরে চিত্ত কোথাহ স্থির নহে।
নিরন্তর মনে গুণে রাজ-চোরভয়ে॥
যথা তথা থাকে সেই ধনের চিন্তায়।
ধন-পাশে সুখ-দুঃখ আপনা হারায়॥
ধন তেজি থাকে যেই সেই বড় ধীর।
নাহি চিন্তা ভয় শোক নির্ভয় শরীর॥
বটমাত্র করিতে অংশ ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে।
কোটিকোটি জন্মে আশ কভু নাহি ছাড়ে॥
কারে কেবা করে জয় কেহ কারো নহে।
যার যেই কর্ম্ম থাকে সেই তা ভুঞ্জয়ে॥
এত বুঝি লোভ ছাড়ি ব্রহ্মে দেহ মন।
অবশ্য করায় গোসাঞি উদ্ধরণ॥

মোহ তেজিবারে উদ্ধব শুনহ উপায় ।
সংসার অসার দেখ কেহ কারো নয় ॥
যার যার বাপ মা পুত্রস্নেহ কৈল ।
সেই মৈলে তার পাছে কেহ না গোড়াইল ॥
যত যত মোহ কর তত শোক বাড়ে ।
বস্তুনাশে শোক বাড়ে নিজ আত্মা পোড়ে ॥
মোহ হৈতে আপনার বুদ্ধি-বলক্ষয় ।
আপনা হইতে কেহ কারো মিত্র নয় ॥
গৃহ-পুত্র-কলত্রাদি বিষম মোহ-জালে ।
ইহাতে বঞ্চিলে শোক বিষয়বিকলে ॥
মনে মনে গুণিয়া তেজহ মায়া-বন্ধ ।
পাইবে পরম ব্রহ্ম অক্ষয় আনন্দ ॥
কাম জিনিবারে শুন উপায় আমার ।
বিবেক করিয়া বুদ্ধি বস্তুর বিস্তার ॥
মহাদেব-ভস্ম কাম পুনর্জ্জন্ম পায় ।
চিত্তের বিকার করি আপনা বাড়ায় ॥
মাংস রক্ত মেদ পূয় একত্র করিয়া ।
কামে ঢাকিল সৃজিল স্ত্রীরূপ হয্যা ॥
অমৃতসদৃশ স্ত্রী মনে মনে গুণি ।
স্ত্রী সে কামের মূল তাহা তবে জিনি ॥
দরশনে সুখ পাই দেখিলে পাপ নারী ।
সঙ্গমে সকল হরে দুঃখ মাত্র ধরি ॥
পরিণামে দুঃখভার স্ত্রী ইহা জান ।
কাম এড়ি অব্যয় সুখ হেন নাহি মান ॥
ক্রোধ হৈতে হয় লোকের যশের বিনাশ ।
ক্ষমা করি চিত্তে ভাব নাহিক প্রকাশ ॥
ক্রোধ হইলে মনুষ্য কেহ কাহো নাহি মানে ।
ব্রহ্মবধ গোবধ পিতৃ-মাতৃ হানে ॥
গুরুসর্ব্বিত ভাল মন্দ না করি বিচার ।
ক্রোধ হৈতে সর্ব্বলোক হয় ছারখার ॥
সভাকার এক আত্মা ভিন্ন না ভাবিহ ।
আত্মার দুঃখ দিলে মহানরকে গুণিহ ॥
ক্ষমা করি ক্রোধ-গর্ব্ব চিত্তেতে তেজিয়া ।
সুখে থাকে উদ্ধব সংসার পাসরিয়া ॥
সত্ব রজ তম তিন গুণেতে সংসার ।
তিন গুণে মায়াবদ্ধ পদ্ধতি সভার ॥
সভায় এমতি আমি যেন কাষ্ঠ জন্তু ।
নির্লেপ নির্গুণ আমি যেন মূলমন্ত্র ॥
এক আত্মা সভাকার কেহ ভিন্ন নহে ।
নিজ কর্ম্মে বদ্ধ হয় ভিন্ন প্রতিভায়ে ॥
উদ্ধবেরে গোসাঞি কহিলা যোগবাণী ।
যেন মতে মুক্তি পাই কহি সে কাহিনী ॥
অষ্টাঙ্গ যোগের তত্ত্ব বলি সিদ্ধিগণে ।
তাহা বলি তোহে আমি শুন এক মনে ॥
যম নিয়ম তাহা আসন প্রাণায়াম ।
প্রত্যাহার ধ্যান ধারণ সমাধি অষ্টনাম ॥
প্রথমে বলিল যম-নিয়মব্যবস্থা ।
তথি মন দিয়া হর ভবভয়ব্যথা ॥
সন্তোষ তিতিক্ষা শোক ক্ষমা দয়া দান ।
সর্ব্বভূতে সমভাব শুন বুদ্ধিমান্ ॥
সর্ব্বভূতে সমভাব বলি যোগ্যবাণী ।
আমারে সুদৃঢ় ভক্তি করিবা আপনি ॥
মন্দ মন অহঙ্কার তেজহ মাৎসর্য্য ।
পরদার পরহিংসা পরধনচৌর্য্য
অপর্য্যায় শূন্য দৈন্য কঠোরবচন ।
মিথ্যাবাক্য পরনিন্দা অপ্রিয়বচন ॥
অনাচার না করিহ বলিল নির্ণয় ।
ভাল-মন্দ না করিহ করিহ বিষয় ॥
অধনের সঙ্গ করি মন কর স্থির ।
নানা তীর্থ ভ্রমণ করি শোধহ শরীর ॥
সকলে একলে চান্দ্রায়ণব্রত করি ।
অপূর্ণ সজলাহার ফলাহার করি ॥
নানাবিধ তপস্যায় মন কর বশ ।
আমার ভাবনা করি গোঞাইবে দিবস ॥

অত্যাচার না করিহ অতি অনাচার।
নির্জ্জন পবিত্র স্থলে করিহ আহার॥
পদ্মাসন আসন মুষ্টিকবিধিরত।
আসন করিহ তবে যার যেন মত॥
সুদৃঢ় আসনে বসি মন কর স্থির।
কায়কাঠিন্য করি সমানশরীর॥
প্রাণায়াম করিয়া শরীর কর শুদ্ধি।
প্রথমে পঞ্চম এই প্রাণায়ামবিধি॥
প্রাণায়ামে দোষ হরি মন কর শুদ্ধি।
আকাশে গমন হয় অষ্ট মহা ঋদ্ধি॥
চির পরমায়ু হয় সর্ব্ব পাপে হরে।
জরা-মৃত্যু হরে তার প্রাণায়াম করে॥
শরীরের মধ্যে আছে শতসংখ্য নাড়ী।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা তাহে দুই আছে বেড়ী॥
ইঙ্গলা দক্ষিণে পিঙ্গলা আছে বামে।
সেই দুইপথে বায়ুগতাগতি সমে॥
সুষুম্নাভিতরে আর নাড়ী চিত্রা বামে।
অতি সূক্ষ্ম হয় মৃণালতন্তুসমে॥
ত্রিবেণীতে সেই নাড়ী ব্রহ্মরন্ধ্র পায়
মুদিত হইয়া আছে যত চন্দ্র তায়॥
তাদৃশ অসুখিক পবনের চায়।
দেও তিমিসার তায় অভ্যাস অপর তিনময়॥
পূরক কুম্ভক আর রেচক প্রকার।
তিনরূপে অভ্যাস করিবে বারে বার॥
পূরকে পূরিবে বায়ু নাসিকার পথে।
দক্ষিণেতে নিরোধিয়া দুআর তাহাতে॥
অল্পে অল্পে তাহাতে বায়ু নিঃসারিবে।
হেনমতে প্রাণায়াম নিত্য অভ্যাসিবে॥
অভ্যাসের যোগে বশ করিহ পবন।
ষট্‌চক্র ভেদিবারে করিহ যতন॥
সুষুম্নার দুআর জিনিয়া ত্রিবেণী।
পবন আহারে নিদ্রা যায় কুণ্ডলিনী॥

দুয়ার রুধিয়া আছে কুণ্ডলআকার।
মুখানি বাহির করি পরশআকার॥
দুই নাক দুই চক্ষু শ্রবণযুগল।
বদন উপস্থ গুহ্য নব দ্বার-স্থল॥
রুধিবে উপস্থ-গুহ্য আসনপ্রবন্ধে।
দুইহাথযোগে ঊর্দ্ধ ষড়্‌দ্বার বান্ধে॥
সভদ্বার নিবসিয়া অভ্যাসের যোগে।
আকুঞ্চন পূরে বায়ু ত্রিবেণীর ভাগে॥
পবনে পবনে বায়ু হুঙ্কারে যোগীর।
তবে সে সাপিনী মুখ করিবে বাহির॥
ক্রমে ক্রমে সাপিনী রক্ষ রক্ষ দেব নিব।
তথা হৈতে অমৃত সব শরীর সিঞ্চিব॥
হেনমতে অভ্যাস পবন করিব সে।
ষট্‌চক্র ভেদ করি ব্রহ্ম পরকাশে॥
প্রথমে আধার নামে চক্র চতুর্দ্দল।
অধিষ্ঠান নাম বর্ণ মাণিকপটল॥
তাহাকে ভেদিলে সব দুর্গতি বিনাশে।
দশদল চক্র তার নাভিঊর্দ্ধদেশে॥
তরুণআদিত্যবর্ণ নাম মণিপূরে।
তাহারে ভেদিলে জানি সকল সংসারে॥
তার ঊর্দ্ধ হৃদয়ে দ্বাদশ চক্র বৈসে।
অনাহত নাম চক্র রবির প্রকাশে॥
তাহার প্রকাশে ব্রহ্মজ্ঞান উপজিব।
তার ঊর্দ্ধে তালুদেশে চক্র প্রকাশিব॥
ষোলদল পদ্ম সেই সূর্য্য অধিপতি।
তাহা ত ভেদিলে পায় ব্রহ্মমূরতি॥
তার ঊর্দ্ধে ভ্রূমধ্যে চক্র দুইদল।
আজ্ঞা নামে বস্তু তার মস্তকনিকর॥
তাহাতে দেখিলে হয় ব্রহ্মময় নর।
ব্রহ্মদেব পায় তবে সহস্রেক দল॥
অধোমুখী থাকে ক্ষণে ঊর্দ্ধমুখ করি।
তাহার প্রসাদে সুধাময় দৃষ্টি করি॥

তবে ত আনন্দময় সাগরে মজিব।
জরা মৃত্যু রোগ শোক সকলি হরিব॥
হেনমতে প্রাণায়ামে শরীর শোধিয়া।
চিরকাল থাকে জ্যোতি শমন জিনিয়া॥
দিব্য-জ্ঞান-দিব্য দৃষ্টি ধরে দিব্য মূর্ত্তি।
প্রাণায়ামে বায়ু সব হয়ে দিব্যাকৃতি॥
প্রাণায়ামে বনবাস উদ্ধব কহিয়া।
প্রত্যাহার দৃষ্টি দিয়া ইন্দ্র জিনিয়া॥
ইন্দ্রের খণ্ডাইবে বিষয়ের গতি।
নিশ্চয় করিব মন ইন্দ্রের কি রীতি॥
শুনিতে না শুনে কাণে নয়নে না দেখে।
নাসায় না লয় গন্ধ জিহ্বায় না চাখে॥
পরশ না লয় চর্ম্ম সর্ব্বত্রই থাকে।
বিষয়ের প্রত্যাহার বদনের পাকে॥
নাসিকার আগে দৃষ্টি দিবে ত আসিয়া।
নানা পরকারে মন সুস্থির করিয়া॥
এক ভাবে মন যদি নিশ্চল হইবে।
হৃদয়ের মাঝে তবে আমারে ধেআবে॥
অধোমুখে মুদিত হৃদয়ে পদ্ম থাকে।
প্রাণায়ামে তাহাকে উঠাবে ঊর্দ্ধমুখে॥
হুঙ্কারে কর্ণিকা পদ্ম প্রকাশ করিব।
তার মধ্যে কর্ণিকায় আপনি ধেআব॥
চারিদিগে অগ্নিমধ্যে রত্নসিংহাসন।
তাহাতে চিন্তিব রূপ কমললোচন॥
উদ্দেশে পরম তত্ত্ব ধেআইতে পারি।
চতুর্ভুজরূপে আমা চিন্তিহ শ্রীহরি॥
নির্গুণ নির্লেপ আমি আনন্দস্বরূপ।
কৃপা করি ভক্ত জানি ধরি আমি রূপ॥
সূর্য্যকোটিপ্রকাশ বিমল শ্যামকান্তি।
নূতন-সজলমেঘ-নীলোৎপল ভাঁতি॥
বদনকমল চন্দ্রমণ্ডলবিচিত্রে।
পদ্মদল জিনিয়া শোভিত দুই নেত্রে॥

নানারত্নে রচিত বিচিত্র শোভে শিরে।
মকরকুণ্ডল দুই কর্ণে শোভা করে॥
চন্দ্রের কিরণসম বদনপ্রকাশ।
ক্ষীরোদের ফেনা যেন মন্দমন্দ ভাস॥
কণ্ঠে শোভে মণিবর কৌস্তভ দীপতি।
হৃদয়ে শ্রীবৎস লোম ঊর্দ্ধরেখা ভাঁতি॥
অংস-বক্ষ-জানুদেশে জ্যোতি বনমালা।
যার গন্ধে ভ্রময়ে বিচিত্র ভৃঙ্গজালা॥
চারিভুজ কমলমৃণাল করতল।
অঙ্গদ বলয়া রত্ন অঙ্গুলি সিকল॥
মুকুতার হার পীতবসনভূষিত।
মেঘেতে বলগাপাঁতি উজ্জ্বল যোজিত॥
শঙ্খচক্র গদাপদ্ম চারিহাতে শোভি।
ব্রহ্মার উৎপত্তিস্থান মানি সেই নাভি॥
কটীসূত্রে মেখলা কটিয়ে কটীদেশে।
পীতবস্ত্র পরিধান মনোহর বেশে॥
চরণকমলোপর নখমণিগণ।
ব্রহ্মা আদি দেবতার মস্তকভূষণ॥
কনকচম্পককান্তি বামে লক্ষ্মীদেবী।
দূর্ব্বাদলশ্যামতনু দক্ষিণে পৃথিবী॥
ধ্যানদৃষ্টে মুনিগণ সনকাদি পৃষ্ঠে।
সম্মুখে গরুড় স্তুতি করে একদৃষ্টে॥
চতুর্ভুজ সব যত পারিষদগণ।
গন্ধর্ব্বে গোসাঞির পদ করে নিরীক্ষণ॥
হেনরূপে জীব যদি ধ্যান করি লয়।
সর্ব্বাঙ্গ দেখিব মোর অনঙ্গহৃদয়॥
আরেরে না যাব মন রহিব দৃষ্টি পদে।
ধারণা করিব মন নিশ্চল তাহাতে॥
অবয়বমাত্র গোসাঞির দেখিব একে একে
যা দেখি তা দেখি মন অঙ্গ নাহি দেখে॥
পদতল হৈতে অঙ্গ একে একে তেজি।
গোসাঞির হাস্যমুখ মনেমনে ভজি॥

সুধাকর জিনিয়া কেবল তাঁর হাস।
ভাবিতে ভাবিতে তাহে আনন্দপ্রকাশ॥
ক্ষীরোদ মথিয়া যেন অমৃত তুলিল।
হাস্যমুখ হৈতে মহাজ্ঞান উপজিল॥
আনন্দসাগরে যোগী করে জলখেলা।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ব্রহ্মসনে মেলা॥
ভাবিতে ভাবিতে হয় লোমাঞ্চশরী।
ক্ষণে ক্ষণে নয়নে গলিত ধর্ম্মনীর॥
ঢাক ঢোল মহাশব্দ বাজে তার কাণে।
ব্রহ্মেতে মজায়্যা চিত কিছুই না শুনে॥
মুগ্ধবেশ্যা আলিঙ্গন যদি দেই তারে।
তৃণেতে নারীতে সম ভাব অধিকারে॥
নানা বাদ্য-নৃত্য কর তাহার সম্মুখে।
একদৃষ্টে ব্রহ্মতত্ত্বে তাহাকে না দেখে॥
নানা রস ভক্ষ্য লয়্যা দেহ মুখপর।
না বুঝয়ে ভোগ কিছু তিকত মধুর॥
পারিজাতগন্ধ আনি ঘষ তার নাকে।
ভাল-মন্দ জ্ঞান নাই এক পথে থাকে॥
হেনমতে ইন্দ্রিয়সকল করে বশ।
পরম সমাধি থাকে পায়্যা ব্রহ্মরস॥
উন্মত্ত বধির তার স্বরূপ হইয়া।
নানা স্থানে থাকে যোগী ব্রহ্মে মন দিয়া॥
উদ্ধব কহিব তোরে এই যোগ কথা।
এইপদে মন দিয়া ছাড় ভব-ব্যথা॥
এ সব পরম তত্ত্ব ধরিহ দৃঢ়মতে।
কহিও সুজনে ইহা ভক্ত অনুগতে॥
না কহিও পাষণ্ডীরে বেদহিংসা করে।
অভক্ত দুর্জ্জন সেই আমা পরিহরে॥
বলিহ সতত যেই আমার ভকত।
কহিবে শুনাবে তারে আমার চরিত্র॥
তবে মোর পদ পাবে না কর বিস্ময়।
চলহ উদ্ধব তুমি আপন নিলয়॥
এ বলি বিদায় দিলা উদ্ধবের তরে।
চলিলা গোসাঞি তবে নিজ অভ্যন্তরে॥
এতেক প্রভুর বাক্য শুনিয়া উদ্ধব।
গৃহ পুত্র পরিবার ছাড়িল বৈভব॥
থাকিব যাদবগোসাঞির দ্বারকাতে।
এত বুঝি উদ্ধব রহিলা তথাতে॥
নানা সুখে বাড়ায় যাদববংশ তথা।
স্বর্গ ছাড়ি পারিজাত পুষ্প আছে যথা॥
দেবগণের যত যত রতন আছিল।
দ্বারকায় আসি সব একত্র হইল॥
না ভেল মরণ কারো চিন্তা ভয় শোক।
কাগে হৈতে পরাভব নাহি পায় লোক॥
দ্বারকার মহিমা বলিব কোন্ জন।
অবতার কৈলা যথা দেব নারায়ণ॥
গোসাঞির পুত্র-পৌত্র যতেক কুমারে।
কোন্ জন গণনা করিতে তাহা পারে॥
কুমার পড়াইতে আইল যত দ্বিজগণ।
তিনকোটি-আশীলক্ষ তাহার গণন॥
নিত্য নিত্য যথাসুখে বাড়য়ে কুমারে।
আছে দয়া ভেদ গুণ বিক্রমে বিশালে॥
অক্ষয় অব্যয় হৈল দ্বারকার লোক।
না জানিল জরামৃত্যু না জানিল শোক॥
এইরূপে বঞ্চয়ে গোসাঞি সেই পুরে।
পঞ্চবিংশতি-অধিক শত বৎসরে॥
শুন শুন আরে লোক কৃষ্ণের অবতার।
হেলায় তরিবে সভে এ ভবসংসার॥
ভক্তজনে অনুকুল হয় নারায়ণ।
ধরিলা মানুষতনু ব্রহ্ম সনাতন॥
সর্ব্বব্যাপী রূপ যার নির্গম নিরাকার।
লোকশিক্ষাহেতু গোসাঞি কৈলা অবতার॥

যদুবংশ-ধ্বংস।

এইরূপে কৃষ্ণ-রাম দ্বারকায় থাকে।
অক্ষয় অনন্ত যদুকুল তাহে দেখে॥
পৃথিবীর ভার হরি হরিতে কৈল জন্ম।
মারিয়া যতেক দৈত্য কৈল দেবকর্ম্ম॥
তবু কিছু না ঘুচিল পৃথিবীর ভার।
এই যদুবংশে কারো নাহিক নিস্তার॥
দেবগণ আসি যত কৈল নিবেদন।
সে সব তখন মনে হইল স্মরণ॥
আমার প্রতাপে কেহ না পারে মারিতে।
অনিবার যত বংশ বাড়ে নিতেনিতে॥
এত ভাবি ব্রহ্মশাপ পর্ব্ব-লক্ষ্য করি।
যদুবংশক্ষয়হেতু চিন্তিলা শ্রীহরি॥
ব্রহ্মশাপ ঘুচাইতে গোসাঞি সবে পারে।
তবু নাহি ঘুচাইল লোক বুঝিবারে॥
শরীর সুস্থির নহে অবশ্য বিনাশ।
ব্রহ্মশাপ না ঘুচায়্যা করিলা বিকাশ॥
হেনকালে মহোৎপাত দেখে সর্ব্বনরে।
হৃদয়ে বাড়িল চিন্তা-ভয় নিরন্তরে॥
আকাশে গ্রাসিত রাহু চন্দ্র-দিবাকর।
ভূমিকম্প হৈল ধ্বজ ভাঙ্গে ঘরেঘর॥
উল্কাপাত আকাশে শতশত হইল।
নির্ঘাত শবদে কাণে তালাক লাগিল॥
ধূমকেতুউদয় হৈল গ্রহ পরবল।
সর্ব্বক্ষণ ঘূর্ণা হৈল দ্বারকার জল॥
কাষ্ঠ-শিলা-নির্ম্মিত প্রতিমা বিদরে।
কোন কোন প্রতিমা ঘরে অট্টহাস্ত করে॥
বিনা বায় পড়ি যায় দেবের মন্দির।
কপোত পেচক ডাকে প্রতিঘরেঘর॥
কুকুরক্রন্দন শিবা উর্দ্ধমুখে ধায়।
চতুষ্পথে দেবগণ কান্দে উভরায়॥
সঘনে অশ্বের নেত্রে হয় অশ্রুপাতে।
বিভূতিভূষণ নারী বুলে পথেপথে॥
এতেক উৎপাত যদি তথায় হইল।
দ্বারকানগর জলে টলমল কৈল॥
তাহা দেখি উদ্ধব সোঙরি নারায়ণে।
গৃহ-পুত্র এড়িয়া চলিল তপোবনে॥
যতযত ছিল আর গোসাঞির ভকত।
গোসাঞি চিন্তিয়া সভে গেল দুইপথ॥
একদিন গোসাঞি ত কপটে বলিল।
অকস্মাৎ উৎপাত কেন অরিষ্ট হইল॥
সভে চল যাইবে প্রভাসতীর্থবরে।
স্নান-দান করিয়া করিব প্রতিকারে॥
বৃদ্ধ মা-বাপ আর উগ্রসেন রাজা।
দ্বারকায় রাখিয়া আর যত প্রজা॥
অনিরুদ্ধপুত্র অনুরক্ত আমারে।
তিন বৃদ্ধ সঙ্গে এথা থাকুক কুমারে॥
স্ত্রী মাত্র এড়িয়া সকল যদুগণে।
সত্বরে করহ সভে প্রভাসে গমনে॥
এত আজ্ঞা সভাকারে করিলা নারায়ণ।
গেলা বসুদেব আর দৈবকীসদন॥
দুহাঁকারে নিভৃতে কহিলা তত্ত্ববাণী।
নারদ বলিলা যেই পূর্ব্বের কাহিনী॥
সেসব বচন দুঁহে মনেতে চিন্তিয়া।
এড়হ সংসারসুখ ব্রহ্মে মন দিয়া॥
আমি নহি পুত্র তোমার তুমি নহ পিতা।
যার যেই কর্ম্মভোগ ভুঞ্জায় বিধাতা॥
কারো কেহ নহে এই সংসার অস্থির।
ব্রহ্মমাত্র আছে এক অক্ষয় শরীর॥
দেখাতে শুনাতে তারে পারে কোন্ জনা।
আপনি প্রকাশ পায় করিতে ভাবনা॥
যাবত দুর্ম্মতি হয়্যা তাঁরে নাহি ভজে।
তাহা বিনু আর ঠাঞি কেহ নাহি মজে॥

আমরা প্রভাসে যাই কর সন্নিধান।
সময়ে থাকিও সভে ব্রহ্মে সাবধান॥
বাপ-মায়ে প্রণাম করিয়া গদাধর।
দারুকে কহিলা রথ আনহ সত্বর॥
উগ্রসেন রাজারে তবে রাজ্য সমর্পিল।
প্রভাসেরে রথে গোসাঞি গমন করিল॥
বলভদ্রস্থানে গিয়া করি অনুমান।
পৃথিবীর ভার হরিতে আইলা দুইজন॥
পৃথিবীর ভার হরি দুষ্টজন মারি।
যদুবংশে ততোধিক পৃথ্বী কৈল ভারি॥
আমা দুঁহার প্রতাপে অবধ্য যদুগণ।
দিনেদিনে বাড়ি ভার হৈল দ্বিগুণ॥
জন্মিয়া ত পৃথিবীর না করিল কাজ।
উপায় করিয়া মারি যদুর সমাজ॥
দুই ভাই নিভৃতে করিয়া অনুমান।
রথে চড়ি প্রভাসেরে করিলা পয়াণ॥
তার পাছে লড়িলা সকল যদুগণ।
দ্বারকায় রহিল যতেক নারীজন॥
সত্বরে যাইল গিয়া প্রভাসতীর্থবরে।
যার যে বিধান সভে স্নান-দান করে॥
মধুপান করিয়া সভাই তথা রহি।
হেনকালে গোসাঞির মায়াতে সভে মোহি॥
অন্যোন্যে সব বংশভেদ উপজিল।
মধুপানে মত্ত হয়্যা বচাবচ কৈল॥
কেহ কাহো নাহি মানে সভে বলে মন্দ।
ঠেলাঠেলি মারামারি যুদ্ধ-অনুবন্ধ॥
কুমারে কুমারে যুদ্ধ হৈল অতিশয়।
যুঝিতে যুঝিতে সভার অস্ত্র গেল ক্ষয়॥
ব্রহ্মশাপে মুষল ঘষিল যেই ঠাঞি।
তাহার চূর্ণেতে এড়কাবন হৈল যেই॥
একে একে তাহা স্পর্শে যদুক্ষয় হৈল।
প্রদ্যুম্নকুমার-আদি দেশেরে রহিল॥
প্রদ্যুম্ন অক্রূর গদ অনিরুদ্ধ বীর।
কৃতবর্ম্মা বসুদেব সুচারু হয় স্থির॥
তবে তারা জনকথো কুবুদ্ধি হইয়া।
গোসাঞিরে মারিতে তারা লড়িল ধাইয়া॥
কৃষ্ণের মায়ায় কোন্ জন হৈবে স্থির।
নানা অস্ত্র ফেলি মারে গোসাঞির শরীর॥
তাহা সভা বিনাশিতে গোসাঞি দিলা মন।
কেবা কার অস্ত্রে নিল সভার জীবন॥

বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণের স্বধামে গমন।

সভে যদি মৈল দেখি কেহ কোথা নাই।
দারুকসংহতি তবে ভ্রমেণ গোসাঞি॥
দেখিলা সমুদ্রকূলে একবৃক্ষমূলে।
যোগে বসি বলরাম শরীর ছাড়িলে॥
তাঁর মুখ হৈতে এক নাগ বারি হৈল।
মহাকায় শুক্লরূপ তাহার দেখিল॥
সহস্রমস্তক নাগ অনন্তসমকায়।
নানা সিদ্ধগণে স্তুতি করন্তি তথায়॥
বাসুকিসদৃশ সর্প গলেতে বেড়িল।
দিব্যজ্যোতি বস্ত্রে সব শরীর ভূষিল॥
সূর্য্যকোটিপ্রতাপ করিয়া মহীতলে।
দেখিতে দেখিতে গেল সমুদ্রের জলে॥
সে সব দেখিয়া গোসাঞি দারুকসংহতি।
ভ্রমিয়াত এক তরুমূলে কৈলা স্থিতি॥
হেনকালে চারি অশ্ব হৈয়া একরথে।
বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল আকাশের পথে॥
তবেত দারুকে প্রভু বলিলা উত্তর।
সত্বরে চলহ তুমি দ্বারকানগর॥
হের দেখ যত যদুকুলের বিনাশ।
বলভদ্র নিধন-আদি করিহ প্রকাশ॥
আমিত ছাড়িব দেহ যাও নিজপুরে।
কহিও সকল বসুদেব-দৈবকীরে॥

আর যত দ্বারকায় আছে বন্ধুজন।
সভাকরে বলিহ করিয়া সচেতন ॥
বসুদেব-দৈবকীরে বিশেষ বলিহ।
সংসারের এই দশা কিছু না শুনিহ ॥
উৎপত্তি হইলে লোকের মরণ নিশ্চয়।
নাহি বুঝে লোকসব আমার মায়ায় ॥
নারদ বচন ছুঁহে মনেতে ভাবিয়া।
তেজহ সংসারসুখ ব্রহ্মে মন দিয়া ॥
এসব বচনে তুমি তা-সভা বুঝায়্যা।
সত্বরে অর্জ্জুনস্থানে জানাইও গিয়া ॥
পৃথিবী ছাড়িব আর সপ্তমবাসরে।
ব্যাপিবে সমুদ্র জল দ্বারকানগরে ॥
পারিজাত-সুধর্ম্মে যাইবে সুরপুরে।
কলিকাল প্রবেশ করিব মহীতলে ॥
একথা সত্বরে তুমি কহিয়া অর্জ্জুনে।
যারে যেই বিধি হয় করাইও তখনে ॥
মথুরায় রাজা করাইবে বজ্রবীরে।
স্ত্রীগণে লইয়া যাইও হস্তিনানগরে ॥
ইহা ত করিয়া তুমি আমারে ভাবিয়া।
ছাড়িহ শরীর তবে যোগে মন দিয়া ॥
এত বলি দ্বারকায় দারুক পাঠাইলা।
শরীর ত্যজিতে তরুশাখায় বসিলা ॥
এক শাখায় আরোপিয়া আর শাখায় বৈসে
এক পা বাহিরে আর পা উরুদেশে ॥
আত্মাতে আপনা মিশি থাকিল তখনে।
ঈষৎ চালাই তথা বাহির চরণে ॥
হেনকালে আইল তথা ব্যাধ জরা নামে।
মুষলের শেষ লহু আছে যার স্থানে ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা দেখে আচম্বিত।
হরিণের কর্ণ হেন চরণ লোহিত ॥
হরিণের কর্ণ বুঝি বাণ ত এড়িল।
ব্রহ্মশাপে বাণ গিয়া চরণে ভেদিল ॥
হরিণের আশে ব্যাধ সত্বরে আইল।
মৃগ নহে চতুর্ভুজ শরীর দেখিল ॥
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখি সেই কলেবর।
সূর্য্যশততেজ দেখি পীতবস্ত্রধর ॥
কিরীট-কুণ্ডল-হার-কৌস্তুভভূষণ।
শ্রীবৎসলাঞ্ছনবক্ষ কমললোচন ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি হাথে।
বনমালাভূষিত দেখিল জগন্নাথে ॥
দেখিয়া সম্ভ্রমে ব্যাধ প্রণাম করিল।
জোড়হাথে আস্তেব্যস্তে অপরাধ মাগিল ॥
পাপিষ্ঠ অধম মুঞি হরিণের আশে।
তোমারে না জানি আমি বড় কৈল দোষে ॥
সংসারের নাথ তুমি সকল বিদিত।
জানিয়া করহ ফল যে হয় উচিত ॥
এতেক বচন শুনি বলে কৃপাময়।
সুস্থ হও ব্যাধ তুমি না করিহ ভয় ॥
মোর হেন মূর্ত্তি তুমি যখন দেখিলা।
পাইবে উত্তম স্থান শুন ব্যাধবালা ॥
হেনকালে পুষ্পবৃষ্টি ব্যাধের উপরে।
রথ আসি তাবে লয়্যা গেলা সুরপুরে ॥
গোসাঞির নিজ দেহ তেজিয়া তখনে।
প্রবেশ করিলা গিয়া জ্যোতির্ম্ময় স্থানে ॥
বুঝহ বিষয়ী লোক শরীর অস্থির।
না করয়ে মোহ যেই জন হয় ধীর ॥
শুনহ সকল লোক বুঝহ ভাবিয়া।
হরি বিনা কিছু নহে সব তার মায়া ॥
সদয়হৃদয় গোসাঞি বুঝাবার তরে।
জন্মমৃত্যু পাইল হরি ধরিয়া শরীরে ॥
এত বুঝি সর্ব্বলোক যোগে দেহ মন।
দ্বিজ মাধব বলে ভাবি নারায়ণ ॥

বসুদেবাদির দেহত্যাগ।

দারুক দেখিল যদি যদুকুলক্ষয়।
বিষাদিত হয়্যা তবে মনেতে ভাবয়॥
যাহার কটাক্ষে হয় সংসার-উদয়।
ব্রহ্মশাপে কেন তার নিজ কুলক্ষয়॥
যাহার নামে হরে ব্রহ্মহত্যা-আদি পাপ॥
তার বংশ বিনাশিতে হৈল ব্রহ্মশাপ॥
এতেক বুঝিয়া তবে গোসাঞি কহিলা।
সংসার অসার যেন জলবিম্ব-খেলা॥
যত যত সংসারে করি মোহজাল।
সকল অজ্ঞানহেতু বিষাদ বিশাল॥
এত চিন্তি গোসাঞির আজ্ঞা মনে করি।
দারুক সত্বর গেল দ্বারকানগরী॥
গোসাঞির পাছে প্রাণ ছাড়ে যেই দেহে।
তার আজ্ঞা প্রকাশিতে প্রাণিমাত্র রহে॥
দ্বারকা দেখিল গিয়া অতি বিপরীত।
খর্ব্বরূপ চিহ্ন নাই অলক্ষ্যচরিত॥
কান্দিতে কান্দিতে গিয়া উগ্রসেন-স্থানে।
কহিল সকল তত্ত্ব যদুর নিধনে॥
বুঝাইল বসুদেব-দৈবকী রোহিণী।
কহিল কৃষ্ণের যত উপদেশ বাণী॥
বজ্রাঘাতসম শুনি দারুকবচন।
পটের পুতলি যেন হৈল সর্ব্বজন॥
সভার জীবন হরি হরিয়া লইল।
পৃথিবীতে পড়ি সভার চৈতন্য হরিল॥
আঁখি বুজি কেহ কেহ হাহাকার ছাড়ে।
দারুকের স্থানে গিয়া দৃষ্টি দিয়া পড়ে॥
কেহ পা আছাড়ে কেহ কর্ণপূর পেলে কাড়ি
কেহ গা আবসিয়া ভূমিতলে পড়ি॥
হরিয়া চৈতন্য কেহ গড়াগড়ি যায়।
শ্বাসমাত্রে জানি প্রাণ শরীরে আছয়॥
সত্বরে দারুক চিন্তি গোসাঞিচরণ।
ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া তবে জানাইল অর্জ্জুন॥
গোসাঞির আজ্ঞা শুনি অর্জ্জুন মহাবীর।
জরায় বেড়িল যেন সকল শরীর॥
যেই যেই আদেশ করিলা নারায়ণ।
তাহা ত পালিতে বীর স্থির কৈল মন॥
একে একে সভাকায় ধরি বসাইল।
শাস্ত্রদৃষ্টে বুঝাইয়া সভারে দেখাল॥
সভায় লইয়া গেল শবতীর্থস্থানে।
সভার দাহন কৈল শাস্ত্রের বিধানে॥
বলভদ্রদেহে দেবী রেবতী সুন্দরী।
অগ্নি প্রবেশিয়া গেলা রসাতল পুরী॥
রুক্মিণী-আদি করি অষ্ট মহিষী।
গোসাঞির তনূদ্দেশে আগুণি প্রবেশি॥
হেনমতে সভাকার যায় যেই নারী।
সভে অগ্নি প্রবেশিল স্বামী অনুসারী॥
বসুদেব দৈবকী রোহিণী তিনজনে।
অগ্নি প্রবেশিয়া তারা ছাড়িল জীবনে॥
সভাকার সৎকার করিয়া অর্জ্জুনে।
জলক্রীড়া শ্রাদ্ধ করিয়া ততক্ষণে॥
এইরূপ সভাকার কর্ম্ম সমর্পিয়া।
বজ্রকে করিল রাজা মথুরা আসিয়া॥
গোসাঞির আদেশ তবে দারুক শুনিয়া।
তপস্যারে চলিলা উত্তরমুখ হয়্যা॥
গোসাঞির আছে আর যত নারীগণ।
দ্বারকা হইতে লয়্যা করিল গমন॥
গোসাঞির আদেশ পরিবার লড়িল।
সমুদ্রের জল আসি দ্বারকা পূরিল॥
গোসাঞির মন্দিরমাত্র জলে না ডুবিল।
সকল নগর বাসি সমুদ্র পূরিল॥
কৃত্তিকানক্ষত্র কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী।
তথিতে গোসাঞির মন্দির জলেতে প্রকাশি॥

তাহা দেখি নর পায় গোসাঞিির স্থান।
লক্ষ্মীসঙ্গে নারায়ণ তথায় অধিষ্ঠান॥

গোপসৈন্যকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-রমণী-হরণ

আগে আগে লড়িল গোসাঞিির নারীগণ।
হাথেতে ধনুক পাছে পড়িলা অর্জ্জুন॥
হেনকালে সেই পথে গোপসৈন্যগণে।
তাহে দেখি সভে মিলি কৈল অনুমানে॥
হের দেখ নানা রত্নভূষিতা নারীগণে।
কৃষ্ণ মৈল একা লয়্যা যায় ত অর্জ্জুনে॥
সভে মিলি লই গিয়া একেক সুন্দরী।
একেলা অর্জ্জুনমাত্র কি করিতে পারি॥
়ত অনুমান করি সর্ব্ব দস্যুগণে।
়ভ লভি করি ধায় দেখিয়া অর্জ্জুনে॥
়ারীগণমধ্যে যত দস্যুগণ লোড়ে।
কারো হাথে কারো মাথে কারো বা কাপড়ে॥
পাঁচ সাত নারীরে ধরিল একেক জনে।
নারীগণ ধরি লয় অর্জ্জুন-বিদ্যমানে॥
দেখিয়া অর্জ্জুন বীর-কোপমন হৈল।
দস্যুগণ মারিবারে সত্বরে লড়িল॥
গাণ্ডীব ধনুক নিল করিবারে রণ।
ধনুকে ত গুণ দিতে করিল যতন॥
হেলায় বিন্ধিল যাহে কোটী কোটী বাণে।
নানা শক্তি করি তবে তথি দিলে গুণে॥
ধনুকেতে গুণ দিয়া দিল এক টান।
সন্ধানে পূরিতে নারি পাইল অপমান॥
নানা শক্তি বাণ জুড়ি এড়িলা অর্জ্জুনে।
বাণ ব্যর্থ গেল দেখি হাসে দস্যুগণে॥
বজ্রসার হেন বাণ অর্জ্জুন এড়িল।
দস্যুগণের গায় ঠেকি ভূমেতে পড়িল॥
যত যত বাণ এড়ে অর্জ্জুন মহাবীর।
লড়ির চালনে দস্যু করিল অস্থির॥
যেবা কথো বাণ বাজে গায় নাহি ফুটে।
তাহা দেখি অর্জ্জুনের অহঙ্কার টুটে॥
মহাদেবে তুষিল যে বাণে ধনঞ্জয়।
নিবাতকবচে মারি ইন্দ্রে কৈল জয়॥
ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ শল্য-আদি কুরুসেনা।
যে বাণে জিনিয়া হৈল জগতঘোষণা॥
দেবাসুর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব সকল।
যাহাকে বাজিলে বাণ হয়ত বিকল॥
অগ্নিসম অক্ষয় টোন আছিল অর্জ্জুনে।
শূন্য হৈল সব টোন দস্যুগণ রণে॥
দিব্য অস্ত্র পড়িল যতেক নানাস্থানে।
যাহারে প্রতাপ কৈল এ তিন ভুবনে॥
যাহা দেখি অর্জ্জুন তবে করিল বিস্ময়।
ভাবিতে-চিন্তিতে তিহ পাইল পরাজয়॥
ধনুকের বাড়ি মারি সব দস্যুগণে।
না বাজে কাহারো অঙ্গে যায় স্থানে স্থানে॥
দৈত্যগণপরশে গোসাঞিির যত নারী।
পাষাণশরীর হয়্যা সভে প্রাণ হরি॥

ব্যাসার্জ্জুন সংবাদ।

দস্যুগণ হৈতে ভঙ্গ পাইল অর্জ্জুন।
বিস্ময় পাইয়া বীর ভাবে মনেমন॥
সব রাজচক্র জিনি দ্রৌপদী আনিল।
খাণ্ডব দহিয়া হুতাশন তুষ্ট কৈল॥
মল্লযুদ্ধে মহাদেবে সন্তোষ করাল্য।
দৈব কার্য্য নিরন্তর দুষ্টগণ আইল॥
একাকী জিনিল আমি গন্ধর্ব্বসমাজে।
মুকত করিল দুর্য্যোধন-কুরুরাজে॥

বিরাটের গরু নিল একাকী হইয়া।
ভিন্ন সেনা-আদি কুরু সকল জিনিয়া॥
কুরু-আদি সব সেনা আইল সাগরে।
করিয়া বিবিধ ধর্ম্ম তথি পাইল পারে॥
কোথাহ না পাই আমি হেন পরাভব।
বুঝিলুঁ সকল সেই গোসাঞির প্রভাব॥
যত যত ছিল মোর তেজ পরাক্রম।
সকল হরিয়া গেল কৃষ্ণ নিজধাম॥
সেই ধনু সেই আমি সেই মোর বাণ।
সেইসব অশ্ব মোর পবনসমান॥
সেইসব বেগ সেই সব মহাবল।
কৃষ্ণ বিনে মোর সব হইল বিফল॥
অব্রাহ্মণে দান দিলে নাহি পাই ফল।
তিহ সে আমার প্রাণ তেজ বুদ্ধিবল॥
তাহা বিনে হীনলোকে করয়ে বিফল।
সেসকল বুদ্ধি বল হইল তরল॥
এসব প্রমাণ মোর নাহিক অন্যথা।
তিহ বিনে ক্ষণেক জীবন মোর বৃথা॥
এতেক ভাবিয়া মনে চলিলা অর্জ্জুন।
ব্যাসের আগমন পথে হইল তখন॥
সম্ভ্রম করিল পথে তাহারে দেখিয়া।
দণ্ডবৎ প্রণাম করে বিনয় করিয়া॥
আশীর্ব্বাদ দিয়া ব্যাস অর্জ্জুনে তুষিল।
বিনয় বিরূপ তেজহীনতা দেখিল॥
বিস্ময় হইয়া তবে জিজ্ঞাসা করিল।
কুশল পুছিয়া তারে আসনে বসাইল॥
কেনি আজি তোমারে দেখিয়ে বিপরীত।
বিস্মিত বিমনা চিন্তা-শোকেতে বেষ্টিত॥
আজি কিবা কৈলে দেব-গুরুর হেলন।
দুর্জ্জন-সেবন কিবা সুজন-নিন্দন॥
কিম্বা সে শরণাগত না করিলা রক্ষা।
অতিথিয়ে আজি কিবা নাহি দিলে ভিক্ষা॥
অনর্থ করিলা কিবা পরদারসেবা।
প্রতিগ্রহ করি দ্বিজে নাহি দিলে কিবা॥
গুরুসেবা না করিলা কিবা অপকর্ম্ম।
পরনিন্দা কৈলা কিবা তেজি নিজ ধর্ম্ম॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া কিবা সাধিতে নারিলে।
পরধনলোভে কিবা মিথ্যা সাক্ষি দিলে॥
পাষণ্ডআলাপে কিবা গোসাঞি পাসরিলা।
আর কোন পাপ কিবা অর্জ্জুন করিলা
হীন লোক হৈতে কিবা পাইলে পরাভব।
বিমন বিস্ময় কেন দেখি হে পাণ্ডব॥
এ সব উত্তর যদি ব্যাস বলিল।
কান্দিতে কান্দিতে তবে অর্জ্জুন কহিল॥
যত কিছু বল মুনি কিছু মিথ্যা নৈল।
ত্রিদশের নাথ হরি আমা এড়ি গেল॥
যাহার অগ্রজ সব ত্রৈলোক্যের লোক।
নারিল আমারে রণে করিতে বিমুখ॥
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব মানুষে যত বীর।
যাহার অগ্রজ হৈতে কেহ নহে স্থির॥
পুত্র-মিত্র-বান্ধবসমান মোরে দেখি।
যত যত যুদ্ধেতে কৃষ্ণ মান্য রাখি॥
সে জন আমারে এড়ি গেল নিজস্থান।
হরিহরি কেন দৈবে ধরয়ে পরাণ॥
লীলায় গাণ্ডীব যে ডাহিনে-বামে টানি।
যাহার সন্ধান বাণে ত্রিভুবন জিনি॥
তাহারে জিনিতে মোর না হইল ব্যথা।
হীনজন যুদ্ধে কেন জিনে মোরে এথা॥
মোর বল পরাক্রম তোমার গোচর।
এক রথে যেনমতে জিনিলুঁ সমর॥
হেনজন জীয়ে আর অগ্রজ হরি বিনে।
সেই রথ ধনু মোর জিনে হীনজনে॥
আমারে জিনিল ক্ষুদ্র সৈন্য দস্যুগণে।
হরিয়া লইতে আইল কৃষ্ণনারীগণে॥

ইহার কারণ মুনি না পারি বুঝিতে।
গোসাঞির নারী দস্যু নারে পরশিতে॥
সংসারে আমার বিঘ্ন নাহি মুনিবর।
কেন মোর ঘুচিল বিক্রম তেজ বল॥
অর্জ্জুন বিক্রম শুনি বলে মুনিবর।
না কর বিষাদ বীর মন স্থির কর॥
সর্ব্বভূত-সুহৃদয় সর্ব্ব-ধর্ম্মময়।
সভাকার আত্মা হরি উৎপত্তি প্রলয়॥
তিহ তেজ তিহ বল পরাক্রম রণে।
সবাকার প্রাণ তিহ দেব নারায়ণে॥
নির্গুণ নির্লেপ হরি অক্ষয় অনন্ত।
[illegible]ল সূক্ষ্ম বিভু তিহ সভাকার অন্ত॥
[illegible]ালচক্ররূপে গোসাঞি সংসার সৃজয়।
[illegible]াহে মারে কাহে জীয়ে কাহে বা বাড়ায়॥
[illegible]াহোকেহো জিনে রণে কাহোকেহ মারে।
কালরূপে হরি সভাকার মন্দ করে॥
তাহার মায়ায় বদ্ধ সকল ভুবন।
তাহা তেজি কর্ম্মে ভ্রময়ে জগজন॥
পৃথিবীর ভার হরি ব্রহ্মার কারণে।
কৃষ্ণ-অবতার কৈল দেব নারায়ণে॥
তুমি তাঁর এক অংশ নাম নররূপ।
তোমার সাচিব্য করি কৃষ্ণে করিল বিরূপ॥
পৃথিবীর ভার হরি করে দেবকাজ।
আপনার স্থানে গেলা সেই দেবরাজ
ত্রৈলোক্যের সত্ব তিনি তেজ বুদ্ধি বল।
সকল তেজিয়া গেলা দেব গদাধর॥
কারে না জিনিলা তুমি কারে না হারাইলা।
যেনমতে নাচাইলা তেন সে নাচিলা॥
না কর বিষাদ তুমি চিন্তা পরিহর।
তাঁহাকে মজায়্যা চিত্ত আপনা উদ্ধার॥
গোসাঞির স্ত্রীগণ ঠেকিল দস্যুহাথে॥
পড়িল যেমতে তাহা শুন একচিত্তে॥

পূর্ব্বে যত স্বর্গেতে অপ্সরা বিদ্যাধরী।
পৃথিবী যাইতে ব্রহ্মা সভে আজ্ঞা করি॥
দেবকার্য্য করিতে গোসাঞির অবতার।
স্বর্গ ছাড়ি সভে জন্ম করহ সংসার॥
ব্রহ্মার বচনে তবে সর্ব্ব নারীগণ।
পৃথিবী জন্মিতে সভে করিল গমন॥
হেনকালে আইসে তথা অষ্টাবক্র ঋষি।
স্নান করি স্বর্গ-গঙ্গাজলেতে প্রবেশি॥
তাহা দেখি নারীগণ করিল ভকতি।
নানাপরকারে তারে করিল মিনতি॥
তুষ্ট হয়্যা মুনিবর বলে সভাকারে।
পৃথিবী জন্মিয়া বর পাবে গদাধরে॥
বর পায়্যা হৃষ্ট হয়্যা সর্ব্ব নারীগণ।
জলে হৈতে তখন উঠিলা তপোধন॥
তথায় দেখিল তার বিপরীত বেশ।
অষ্টস্থানে বঙ্ক দেখে জানু-জঙ্ঘদেশ॥
পৃষ্ঠ স্কন্ধ মস্তক চরণ পাদমূলে।
সব অঙ্গ বঙ্ক দেখি জন্মে কুতূহলে॥
স্ত্রীজাতি স্বভাবে চঞ্চল নারীগণে।
হাস্য করি উপহাস কৈল তপোধনে॥
তাহা ত দেখিয়া মুনি পাইল বড় কোপে।
নারীগণপ্রতি দিলা নিদারুণ শাপে॥
পৃথিবী জন্মিয়া হবে গোবিন্দের নারী।
এই অপরাধে তোমা দৈত্য নিব হরি॥
শাপ-বাণী ত তবে মুনির শুনিয়া।
বলে নারীগণ পুন প্রণতি করিয়া
স্বভাবে অবলা ইহ অবুধ নারীজাতি।
ভাল মন্দ বিচার নাহি দিল অনুমতি॥
এ শাপ দারুণ আমাসভা অনুচিত।
ক্ষমা কর মুনি তোমার শাপ বিপরীত॥
এতেক কাকুতি বোল স্ত্রীগণের শুনি।
দয়ার সাগর মুনি কৈলা প্রিয় বাণী॥

আমার বচন ব্যর্থ নহে স্ত্রীগণ।
অবশ্য হরিবে তোমাসব দৈত্যগণ ॥
পরশে পাষাণ তবে হৈবে ততক্ষণে।
পুনরপি আসিবে সভে সেই নিজস্থানে ॥
তা-সভারে প্রসাদ করিয়া মুনিবরে।
নিজ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিল গঙ্গানীরে ॥
মুনি প্রদক্ষিণ করি সব নারীগণে।
সেইকালে পৃথিবী জন্মে রাজার ভুবনে ॥
কলিকাল প্রবেশিল পাপ সময়।
বল বুদ্ধি আয়ু তেজ সভার হৈল ক্ষয় ॥
অল্পে মত্ত হৈব নর অল্প বুদ্ধিবল।
একপদ ধর্ম্ম হৈব অধর্ম্ম প্রবল ॥
সত্যযুগে তপ-জপ চারিপোআ ধর্ম্ম।
একে একে ঘুচিবে থাকিবে অধর্ম্ম ॥
ব্রাহ্মণ না পড়ে বেদ নহে সদাচার।
নিজ ধর্ম্ম তেজি করে শূদ্রব্যবহার ॥
পৃথ্বী হরিবে শস্য মেঘে হরিবে নীর।
ঘৃত-দুগ্ধ হরিবেক হরিবেক ক্ষীর ॥
অস্ত্রে তেজ না থাকিবে মন্ত্র হরিবে।
কলির প্রভাবে লোক ক্রূর হইবে ॥
বাপ মায় লঙ্ঘিবে লঙ্ঘিবে জ্যেষ্ঠ ভাই।
ব্রাহ্মণে না পূজিবে দেব করিয়া বড়াই ॥
ভার্য্যা-পুত্র না পুষিব মনুষ্য জুগুপিত।
পতিকে নিন্দিয়া নারীর হৈব অনুচিত ॥
তপজপ না করিবে দ্বিজ সত্য না বলিবে।
যজ্ঞ না করিবে দ্বিজ মাগিয়া বুলিবে ॥
পঞ্চবংশ ত হৈব লোকের পরমাই।
বার-তের বৎসরেতে যৌবন গোঙাই ॥
সাত-আট বর্ষে গর্ভ ধরিবেক নারী।
এক গর্ভে জন্মিবে অপত্য তিন চারি ॥
এক বট বৃক্ষকে হইবে মহাদানী।
একবট দান কৈল তাহারে বাখানি ॥

শুক্রবিক্রয় লোক করিবে নানা স্থলে।
কপটব্যবসায় লোক ছলিবে সকলে ॥
ম্লেচ্ছজাতি রাজা হৈবে প্রজা না পালিবে।
যার যত ধন থাকে সকলি হরিবে ॥
প্রজায় লঙ্ঘিবে রাজা ধনলোভ করি।
দস্যুরূপ হইয়া করিবে ডাকুচুরি ॥
পাত্র মিত্র অমাত্য বলবন্ত হৈবে যেই।
রাজারে বধিয়া দণ্ড ধরিবেক সেই ॥
এইসব দুর্নীত হইবে অনাচারে।
সব জাতি কলিযুগে হৈবে একাকারে ॥
কলিকালে বৌদ্ধরূপ ধরি গদাধরে।
বেদনিন্দা দেখাইয়া করিবে একাকারে ॥
শুন হে অর্জ্জুন কলিকাল উপসন্ন।
পৃথিবী ছাড়িয়া গেলা দেব নারায়ণ ॥
এক ধেনু দান দিলে সভে প্রশংসয়।
অল্প দানে অল্প তপে ঋদ্ধি-সিদ্ধি হয় ॥
সত্যে দশসহস্রবৎসর তপে যেই।
কলিকালে তত ফল হরিনামে পাই ॥
সত্যে দান ত্রেতায় যজ্ঞ দ্বাপরে অর্চ্চিয়ে।
তত পুণ্য কলিকালে হরিনামে হয়ে ॥
কলিকালে মহাদোষ মহাজনে বৈল।
হরিনামে মহাপুণ্য প্রশংসা পাইল ॥
হরিনামে গঙ্গাস্নানে বিরূপয়ে ধর্ম্ম।
কহিল সকল তত্ত্ব এই সব কর্ম্ম ॥
কহিল অর্জ্জুন এই অক্ষয় কলিজ্ঞান।
তাহাকে কঠিন হয় পরম নির্ব্বাণ ॥
বস্তুবুদ্ধি নহে তথা নহে মনবুদ্ধি।
বেদ-ধর্ম্ম তপ-জপ হরিনাম শুদ্ধি ॥
কলিকালে অল্পধন অল্প অর্জ্জন।
তপ যজ্ঞ দান নহে এই সে কারণ ॥
ব্রাহ্ম সংখ্যা দেখি লোকে অপর অপর।
বল বুদ্ধি আয়ু কীর্ত্তি বিনাশ সকল ॥

করুণা করিয়া হরি কল্কী অবতার।
কলিকালে হরিনাম জগতনিস্তার॥
কলিকালে হরিনামপ্রচার ভুবনে।
অবতার করি হরি ম্লেচ্ছকারণে॥
দিব্য অস্ত্র দিব্য খড়্গ ধরিয়া গোসাঞি।
ম্লেচ্ছগণ নিধন করিবে ঠাঞিঠাঞি॥
প্রকাশিবে সিদ্ধিপথ ধর্ম্ম সদাচারে।
সর্ব্বজন হৈবে দুঃখী সেই অবতারে॥
চন্দ্র-সূর্য্যবংশেতে নৃপতি দুইজনে:
অন্নজ্ঞানে থাকে যোগ-করি একমনে॥
সেই দুইজন হৈবে পৃথিবীর রাজা।
ধর্ম্ম স্থাপিবে সব পালিবেক প্রজা॥
হেনমতে গোসাঞিসংসার রক্ষা করি।
যথা যজ্ঞ যথা দান তথা অবতরি॥
সত্য সত্য বলিয়ে শুনহ সাবধানে।
কলিতে খণ্ডিবে পাপ হরির শ্রবণে॥
তপ জপ দান ধর্ম্ম তেজি সব ঘরে।
হরিনামে বন্দী কর ব্রহ্মপরিবারে॥
হরি দু-আখর হয় ব্রহ্ম-গেআন।
তাহা ত চিন্তিলে হয় পরম নির্ব্বাণ॥
হইল বিষম কাল পাণ্ডবনন্দন।
চলহ সত্বরে তুমি আপন ভুবন॥
গোসাঞির স্বর্গআরোহণ যত কথা।
যুধিষ্ঠির রাজারে বলহ গিয়া তথা॥
পরীক্ষিতে রাজ্য দিয়া ছাড়িয়া সমস্ত।
যোগে মন দিবে সবে হইয়া সিদ্ধান্ত॥

—

যুধিষ্ঠিরাদির মহাপ্রস্থান।

গোসাঞির সম্বিধান যত কহিলা অর্জ্জুনে
প্রণাম করিয়া গেলা বিষাদিত মনে॥
হস্তিনানগরে গিয়া যুধিষ্ঠিরস্থানে।
প্রণাম করিয়া কহে বিষাদিত মনে॥
যতেক বৃত্তান্ত কথা কহিলা রাজারে।
পৃথিবী ছাড়িয়া হরি গেলা নিজ পুরে॥
শুনিয়া সে সব কথা সভে বিষাদিত।
শরীর নির্ম্মোহ করি শাস্ত কৈল চিত॥
হেনকালে বিদুর আগ্য সর্ব্বতীর্থ করি॥
ধৃতরাষ্ট্র বুঝাবারে আইল সেই পুরী।
পুত্রবধ-আদি কথা সকল কহিয়া॥
জন্মাইল নিজভেদ ধৃতরাষ্ট্রে পায়্যা॥
বুঝাইল যুধিষ্ঠির রাজার গোচরে।
ধৃতরাষ্ট্র লয়্যা গেল অরণ্যভিতরে॥
তার পাছু চলিলা গান্ধারী কুন্তীদেবী।
গোসাঞির বচনে ত যোগ পায় তবি॥
অরণ্যে থাকিয়া ধৃতরাষ্ট্র নৃপবর।
অগ্নিতে দাহন কৈল নিজ কলেবর॥
সেই অগ্নি প্রবেশিয়া চলিলা গান্ধারী।
কুন্তীদেবী সেই অগ্নি প্রবেশিয়া মরি।
ওথা যুধিষ্ঠির গিয়া ধৃতরাষ্ট্র ঘরে।
না দেখিল বৃদ্ধ রাজা গান্ধারী মায়েরে॥
বিষাদিত হয়্যা সব বৃদ্ধ জন লয়্যা।
অন্ন জল তেজি রাজা রহিল শুইয়া॥
হেনকালে ব্যাস মুনি আইল তথায়।
ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী-কুন্তীর কথা কয়॥
যোগাগ্নিতে দেহ ছাড়িলা তিন জন।
হেনক সংসার ধর্ম্ম অসার জীবন॥
বিষম সময়-হৈল এ পাপসংসারে।
এতেক বুঝায়্যা গেলা ব্যাস মুনিবরে॥

পরীক্ষিতে অভিষেক করি ততক্ষণে।
যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই দ্রৌপদীর সনে॥
চলিলা উত্তর মুখে ছয় মহাশয়।
স্বর্গ লক্ষ্য করি চলে আনন্দহৃদয়॥

শ্রীকৃষ্ণকথা-মাহাত্ম্য ও গ্রন্থসমাপ্তি।

এইরূপে যুগে যুগে ধর্ম্ম রাখিবারে।
অবতার করে হরি পৃথিবীর ভিতরে॥
তিহ-ত সংসারের সার তিহ ধর্ম্মময়।
তাহাকে না জানে লোক তাহার মায়ায়॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনরূপধারী।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে ত সেই ত সংহারী॥
ইন্দ্র হইয়া পালন ত্রৈলোক্য তিহ করি।
তার আজ্ঞায় চন্দ্র সূর্য্য কিরণবিস্তারী॥
রাত্র দিবা মাস পক্ষ যোগ তিথি বার।
সংসারপালনহেতু অজ্ঞাত তাহার॥
ব্যাপিয়া সকল দেহে সভাকায় থাকে।
হেন নারায়ণ প্রভু কেহ নাহি দেখে॥
শূন্যরূপে ব্রহ্ম অবধারিতে না পারি।
হৃদয়ে গোসাঞির তনু বলিবারে নারি॥
গোসাঞির মূর্ত্তি চিন্তি পাই ব্রহ্মজ্ঞান।
কলিযুগে হরিনাম হৈবে অধিষ্ঠান॥
এতেক বুঝিয়া লোকে স্থির কর মন।
একভাবে চিন্তি হরি কমললোচন॥
অনেক আছয়ে শাস্ত্র পুরাণ ভারতে।
বিস্তার করিল তাথ শ্রীকৃষ্ণচরিতে॥
ইতস্তত মনুষ্য তাহা বুঝিতে না পারে।
শ্রীভাগবতে কহিল কৃষ্ণ-অবতারে॥
যেন তেন মতে হরি গাইলে মুক্তি হয়।
তাহাত ভাবিতে কৈল এতেক উপায়॥
তাহা ত ভাবিলে হয় হরিপদে মতি।
শুনিতে শুনিতে হয় পরম পীরিতি॥
শ্রীভাগবত-কথা হয় যেন মতে।
কৃষ্ণ-অবতার নর শুন একচিতে॥
সুখ মোক্ষ দুই হয় ইহা ত শুনিলে।
আর কেহ সার নাহি এই কলিকালে॥
গাইয় কবিত্ব লোক শুনহ সাবধানে।
জনমে জনমে যেন ভজ নারায়ণে॥
শ্রীভাগবতের কথা সংক্ষেপে কহিল।
দ্বিজ মাধব লুঠি ভূমেতে পড়িল॥ *
সভাতে আছয়ে হরি এমতি জানিহ।
আপনা হইতে প্রাণী অধিক মানিহ॥

---

* ইহার পরে আদর্শ হস্তলিখিত পুথিতে এইরূপ আছে।—

এত দূরে সমাপ্ত হৈল শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।

শ্রীরস্তু ময়ি লেখকে। শ্রীহরিদেবশর্ম্মণঃ স্বাক্ষরমিতি। শ্রীরাজারামদাসস্য পুস্তকমেতৎ শুভমস্তু শক ১৬৩২ সন ১১১৮। যথা দৃষ্টং তথা লিখিতমিতি পরিহারঃ। ১২ কার্ত্তিক। রোজ শনিবার।

পরিশিষ্ট।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বিজপুত্র-উদ্ধার।

একদিন দ্বারকায় ব্রাহ্মণনন্দন।
জাতমাত্র ভূমিস্পর্শে তেজিল জীবন॥
মৃত পুত্র লয়্যা গিয়া রাজদ্বারে রাখি।
বিলাপ করয়ে বিপ্র পুত্রশোকে দুঃখী॥
বিপ্রদ্বেষী শঠ লুব্ধ রাজ্যের পালক।
তাহার পাপেতে মোর মরিল বালক॥
রাজার পাপেতে রাজ্যনাশ সভে বলে।
অতএব মম পুত্র মরিল অকালে॥
সর্ব্বদা বিহার-হিংসা-রত যে নৃপতি।
তাহারে ভজিলে হয় প্রজার দুর্গতি॥
দুঃশীল অজিতেন্দ্রিয় হয় যদি রাজা।
তবে দুঃখশোকে মগ্ন হয় তার প্রজা॥
আমি পাপ নাহি করি ভজিয়ে দেবতা।
গৃহেতে গৃহিনী মোর সেহ পতিব্রতা॥
কেবল রাজার পাপে আমার তনয়।
মরিল জন্মিয়া পুত্র এই সে সংশয়॥
এইরূপে আট পুত্র ব্রাহ্মণের মরে।
মৃত যে নবম পুত্র আনে রাজদ্বারে॥
রাখি নিজ মৃত পুত্র কহে কটুবাণী।
শুনিল অর্জ্জুন আর কৃষ্ণ গুণমণি॥
তবে ত অর্জ্জুন অতি অহঙ্কার মনে।
বিপ্রে সম্বোধিয়া কহে কৃষ্ণবিদ্যমানে॥
শুন অহে দ্বিজবর তোমার নিবাসে।
ধনুর্দ্ধর নাহি হেথা কেন কর বাসে॥
রাজাও নাহিক এই দ্বারকানগরে।
বৃথা কেন কর শোক ফিরে যাহ ঘরে॥
রাজার সাক্ষাতে যদি বিপ্র দুঃখ পায়।
নটসম রাজবেশ কভু রাজা নয়॥
শুন শুন দ্বিজবর ঘরে যাহ তুমি।
তোমার কুমারে রক্ষা করিব যে আমি॥
এ প্রতিজ্ঞা যদি মোর সিদ্ধ নাহি হয়।
অগ্নিমধ্যে প্রবেশিব কহিলুঁ নিশ্চয়॥
ব্রাহ্মণ কহেন শুন পাণ্ডুর নন্দন।
কভু না করিহ তুমি প্রতিজ্ঞা এমন॥
রাম-কৃষ্ণ প্রদ্যুম্ন আর অনিরুদ্ধ।
বালক-রক্ষণ হৈল ইহাদের অসাধ্য॥
জগতঈশ্বর হয়্যা অশক্ত হইল।
তুমি যে করিবে রক্ষা কি সাহসে বল॥
তোমার কথায় আমি না করি বিশ্বাস।
শুনিয়া অর্জ্জুন কয় করি উচ্চহাস॥
আমি বলদেব নহি নহিয়ে গোবিন্দ।
নহি আমি প্রদ্যুম্ন নহি অনিরুদ্ধ॥

---

* একখানি প্রাচীন পুঁথিতে—শ্রীকৃষ্ণের দ্বিজপুত্র উদ্ধার, যদুবংশে ব্রহ্মশাপ, উদ্ধব-শ্রীকৃষ্ণ-সংবাদ, যদুবংশধ্বংস এবং বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণের স্বধামে গমন শীর্ষক পদ্যগুলি নিম্নলিখিতরূপ পরিবর্ত্তিত আকারে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। পদ্য অল্প নহে বলিয়া যথাস্থানে পাঠান্তররূপে প্রদত্ত হয় নাই।

অর্জ্জুন আমার নাম গাণ্ডী নামেতে।
ধনু যার সেই আমি বিদিত জগতে ॥
আমারে অবজ্ঞা নাহি করিহ ব্রাহ্মণ।
পরাক্রমে করিয়াছি শিবিরে তোষণ ॥
মৃত্যু পরাজয় করি আনিব তনয়।
গমন করহ ঘরে না করিহ ভয় ॥
প্রসবের কালে কিন্তু জানাইও আমারে।
রক্ষণ করিব গিয়া তোমার কুমারে ॥
অর্জ্জুনের কথা শুনি অতি হৃষ্টমন।
নিজালয়ে দ্বিজবর করিল গমন ॥
কালেতে হইল দ্বিজপত্নী গর্ভবতী।
ক্রমে প্রসবের কাল হয় উপনীতি ॥
নিকট প্রসবকাল দ্বিজ তা শুনিয়া।
কহে আসি অর্জ্জুনেরে ব্যাকুল হইয়া ॥
আছহ অর্জ্জুন কোথা বীর মহাশয়।
শীঘ্র আসি রক্ষা কর আমার তনয় ॥
শুনিয়া অর্জ্জুন শীঘ্র যায় দ্বিজালয়ে।
আচমন করিলা শিবে প্রণাম করয়ে ॥
স্মরণ করিয়া নিজ দ্রব্য অস্ত্রচয়।
গুণ দিয়া গাণ্ডীব ধনুক হাথে লয় ॥
ঊর্দ্ধ অধ শরজালে করি আচ্ছাদন।
শরের পঞ্জর কৈল সূতিকাভবন ॥
জন্মিল বালক তবে সূতিকাভবনে।
রোদন করিয়া সদ্য হৈল অদর্শনে ॥
পূর্ব্বমৃত শিশুদের বরং দেহ ছিল।
এ বালক সশরীরে অদর্শন হৈল ॥
শিশু না দেখিয়া গৃহে কান্দয়ে ব্রাহ্মণী।
তাহা শুনি বিপ্র করে হাহাকার ধ্বনি ॥
কৃষ্ণের নিকটে তবে অর্জ্জুনে ডাকিয়া।
নিন্দা করি কহে বিপ্র আক্ষেপ করিয়া ॥
আমার মূঢ়তা দেখ অহে সর্ব্বজন।
বিশ্বাস করিনু আমি ক্লীবের কথন ॥
রাম কৃষ্ণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ আর।
যার রক্ষা-অপারক কে রক্ষিতা তার ॥
ধিক্ থাকু অর্জ্জুনের গাণ্ডীব কোদণ্ড।
আত্মশ্লাঘাকারী অতি মিথ্যাবাদী ভণ্ড ॥
এইরূপ কটুকথা ব্রাহ্মণের শুনি।
বিদ্যাবলে গেল পার্থ পুরী সংযমনী ॥
ধনুর্ব্বাণ হস্তে লয়্যা গিয়া যমালয়।
স্থানে স্থানে দ্বিজশিশু তথা অন্বেষয় ॥
সেখানে না দেখি তবে যায় ইন্দ্রপুরী।
আগ্নেয়ী নৈঋ‍তী পুরী কুবেরনগরী ॥
বায়বী বারুণী যায় যায় রসাতলে।
তবে দেব লোকে যায় হইয়া ব্যাকুলে ॥
আর আর স্থানে স্থানে অন্বেষণ করি।
না পাইয়া যায় পুন দ্বারকানগরী ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ-মাধব রচিত।

ত্রিপদী।

না পাইল দ্বিজসুত, মিথ্যা হৈল প্রতিশ্রুত,
অরণ্যপ্রবেশ বাঞ্ছা করি।
জ্বালিয়া কাষ্ঠের রাশি, অগ্নির সম্মুখে আসি,
দাণ্ডাইল হয়্যা কৃতাঞ্জলি ॥
তবে আসি নারায়ণ, করিলেন নিবারণ,
করে ধরি কহেন অর্জ্জুনে।
চলহ আমার সাথে, দেখাইব দ্বিজসুতে,
বৃথা কেন ত্যজিবে জীবনে ॥
এ কথা কহিয়া হরি, অর্জ্জুনেরে সঙ্গে করি,
উঠিলেন নিজ রথোপরি।
পশ্চিম দিগেতে যায়, সপ্তসিন্ধু পার হয়,
সপ্তদ্বীপ সপ্ত সপ্ত গিরি ॥

লোকালোক মহীধরে, উল্লঙ্ঘিল তার পরে,
অন্ধকার ভূমি প্রবেশিল।
অশ্বগণ নাহি চলে, ভ্রষ্টগতি অন্ধকারে,
অন্ধসম দাণ্ডায়া রহিল॥
তাহা দেখি নারায়ণ, নিজ অস্ত্র সুদর্শন,
করিলেন সম্মুখে ক্ষেপণ।
সহস্র সূর্য্যের সম, ব্যাপি যায় সুদর্শন
পাছে পাছে ধায় অশ্বগণ॥
পার হৈল অন্ধকার অতি।
সেই অন্ধকার পরে, অর্জ্জুন দেখয়ে দূরে,
উত্তম কেবল মহাজ্যোতি॥
সেই জ্যোতি দৃষ্টিমাত্র, তাহাতে তাড়িত নেত্র
দুই চক্ষু আচ্ছাদন করে।
পরে দেখে জলময়, প্রচণ্ড পবন বয়,
ভয়ঙ্কর তরঙ্গ নির্ভরে॥
দেখে সেই জলমাঝে, বিচিত্র ভবন আছে,
মণিময়থাম-বিরাজিত।
অর্জ্জুনেরে সঙ্গে করি, সেই নিকেতনে হরি,
প্রবেশিলা হইয়া বিনীত॥
দেখিল পর্ব্বতাকার সহস্র মস্তক তার,
অনন্ত নামেতে মহাকালী।
তার বক্ষঃস্থল মাঝে, পুরুষ বসিয়া আছে,
প্রসন্নবদন অষ্টপাণি॥
নবজলধর-আভা, শ্রবণে কুণ্ডলশোভা,
রতনমুকুট শোভে শিরে।
কৌস্তুভে শোভিত বক্ষ তাহাতে শ্রীবৎসলক্ষ,
কটিদেশে পীতাম্বর ধরে॥
সনন্দাদি পারিষদ, মূর্ত্তিমান্ নিজায়ুধ,
পুষ্টি-আদি আর শক্তিগণ।
তাহার করুণা-লোভে, সকলে তাহারে সেবে,
চতুর্দ্দিগে করিয়া বেষ্টন॥

আপনার সেই মূর্ত্তি, করিয়া তাহারে ভক্তি,
প্রণমিলা আপনি শ্রীহরি।
অর্জ্জুন দেখিয়া তারে, ভয়ে কাঁপে থরথরে,
প্রণাম করিল ভক্তি করি॥
কৃষ্ণ আর পাণ্ডুসুত, সম্মুখে অঞ্জলিযুত,
দেখি সেই মহাকাল কয়।
ব্রাহ্মণ বালকগণে, আনিয়াছি এই খানে,
তোমাদোঁহে দেখিতে বাঞ্ছয়॥
দোঁহে অবতীর্ণ হয়্যা দৈত্যগণ সংহারিয়া,
করিলেন ধর্ম্মের স্থাপন।
আমা-কলা-অবতার, তোমদোঁহে পুনর্ব্বার,
শীঘ্র আইস মম সন্নিধান॥
সেই পুরুষের বাণী, শুনি তবে যদুমণি,
অঙ্গীকার করি প্রণমিল।
লয়্যা দ্বিজপুত্রগণ, রথে করি আরোহণ,
সেইরূপ তুরিত চলিল॥
অর্জ্জুনেরে সঙ্গে করি, আসি দ্বারকায় হরি,
যথারূপ বালকসংহতি।
বিপ্রেরে দিলেন হরি, বিস্তর বিনয় করি,
দেখি চমৎকার হৈল অতি॥
হরির মহিমা এত, দেখিয়া পাণ্ডুর সুত,
বিস্ময় হইয়া মনে ভাবে।
লোকের পৌরুষ যত, সকলি হরির কৃত,
নিজ শক্তি কিছু নাহি জীবে॥
এই যে অনন্ত লীলা, ক্ষিতিতলে প্রকাশিলা,
অবতরি প্রভু গদাধর।
ইহা যে শ্রবণ করে, কালভয় যায় দূরে,
হরিকৃপা পায় সেই নর॥

পয়ার।

হেনমতে নানা সুখে শ্রীমধুসূদন।
পৃথিবীর ভার হরি মারে দুষ্টগণ॥
সৃষ্টির পালন ধর্ম্ম স্থাপি মহীতলে।
পুত্র-পৌত্র লইয়া আছেন কুতূহলে॥
নানা দান নানা যজ্ঞ করিলা শ্রীহরি।
বেদের বিহিত দেবপ্রীত কার্য্য করি॥
এইরূপ একশত পঁচিশ বৎসর।
নানা সুখে বঞ্চিলেন পরম ঈশ্বর॥
দ্বিজ শ্রীমাধব কহে শুন ভক্তগণ।
হরি-লীলামৃত সুধাপেক্ষা-আস্বাদন॥

যদুবংশে ব্রহ্মশাপ।

স্বধামে যেরূপে হরি করিলা গমন।
সংক্ষেপে রচিব তাহা শুন ভক্তগণ॥
একদিন নির্জ্জনে বসিয়া নারায়ণ।
অনুমান করিয়া ভাবেন মনেমন॥
বিনাশ করিলুঁ আমি দুষ্ট রাজগণ।
তথাপি হইল নাহি ভূভারহরণ॥
হইল যাদবকুল অতি অনিবার।
ইহাদের জয় করে সাধ্য আছে কার॥
পরস্পর ইহাদের দ্বন্দ্ব যদি হয়।
তবেত হইবে এই যদুকুলক্ষয়॥
নিজ বংশ বধ করা স্বয়ং অনুচিত।
ছলক্রমে মায়া করি করিব বিহিত॥
এইরূপে ভগবান্ ভাবিয়া নিশ্চয়।
ব্রহ্মশাপ ছলে কৈল যদুকুলক্ষয়॥
একদিন মুনিগণ কৃষ্ণের আহ্বানে।
দ্বারকা আইল কোন যজ্ঞের কারণে॥
বিশ্বামিত্র সিত কর্ণ দুর্ব্বাসা তখন।
অঙ্গিরা কশ্যপ ভৃগু হরষিতমন॥
বামদেব বশিষ্ঠ নারদ-আদি করি।
মহানন্দে মগ্ন সভে দেখিয়া শ্রীহরি॥
কর্ম্ম সারি ঋষিগণ পরম কৌতুকে।
বিদায় হইয়া যায় তীর্থ পিণ্ডারকে॥
উপহাস করি যত যাদবনন্দনে।
প্রণাম করিয়া কহে সেই মুনিগণে॥
স্ত্রীবেশ করায়্যা শাম্বে জাম্বুবতী-সুতে।
অবিলম্বে বালকেরা জিজ্ঞাসে বিনীতে॥
গর্ভবতী এই নারী শুন মুনিগণ।
জিজ্ঞাসিতে নাহি পারে লাজের কারণ॥
কি সন্ততি প্রসবিবে বল কৃপা করি।
কপটবিনয়ে কহে ভয় পরিহরি॥
শুনিয়া এতেক বাক্য মুনি ধ্যান কৈল।
তত্ত্ব জানি মুনিগণে কোপ উপজিল॥
ক্রুদ্ধ হয়্যা বলে সভে শুনহ বচন।
এখনি প্রসব হবে অরিষ্ট লক্ষণ॥
জন্মিব মুষল এক সকলে দেখিব।
সে মুষল হৈতে যদুকুলধ্বংস হব॥
এতেক বলিতে খসি পড়িল মুষল।
দেখিয়া কম্পিত হৈল কুমার সকল॥
ভয়েতে বিকল সভে মনেমনে ভাবে।
কি কুকর্ম্ম করিলাম লোকে কি বলিবে॥
তবে সেই মুষল লইয়া সবজন।
ঘরেতে গমন কৈল মলিনবদন॥
সভামধ্যে গিয়া যদুগণ-বিদ্যমানে।
উগ্রসেনে কহিল সকল বিবরণে॥
দেখিয়া মুষল আর ব্রহ্মশাপ শুনি।
সকলে বিস্ময়াপন্ন মনে ভয় মানি॥
মহাভয়ে উগ্রসেন বলে সভাকারে।
মুষল করিয়া হাতে যাহ প্রভাসেরে॥

বসিয়া করহ ক্ষয় পাষাণ-উপরে।
শেষ হৈলে তাহা ফেল সমুদ্রভিতরে॥
রাজার বচন শুনি যত শিশুগণ।
মুষল লইয়া তথা করিল গমন॥
ক্ষয় কৈল মুষলেরে পাষাণ-উ রে॥
অল্পমাত্র শেষ ফেলে সমুদ্রভিতরে॥
মুষলঘর্ষণ-চূর্ণ পড়িল যথায়।
নলখাগড়ার বন জন্মিল তথায়॥
সমুদ্রের জলে যাহা করিল ক্ষেপণ।
সেই লোহা এক মৎস করিল ভক্ষণ॥
মৎস্যবর ধরি জেল্যা নগরে আনিল।
মৎসেরে কাটিতে লৌহ উদরে পাইল॥
দেখিয়া লুব্ধক লৌহ মাগিয়া লইল।
শরের আগেতে তাহা ফলা করি দিল॥
জরা ব্যাধ সেই বাণ করিয়া যতন।
তূণের ভিতরে রাখে মৃগের কারণ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ-মাধব-রচিত॥

একদিন ব্রহ্মা দেবগণ সংমভারে।
প্রজাপতিগণ সনকাদি ঋষিবরে॥
ভূতগণ সঙ্গে করি দেব পঞ্চানন।
মরুদ্গণের সহ সহস্রলোচন॥
আদিত্যসকল আর যত বুধগণ।
ঋতুগণ অশ্বিনী কুমার দুইজন॥
অঙ্গিরা সকল আর রুদ্র বিশ্বগণ।
গন্ধর্ব্ব অপ্সর নাগ সকল চারণ॥
সাধ্য সিদ্ধ পিতৃগণ আর বিদ্যাধর।
যত ঋষিগণ আর গুহ্যক কিন্নর॥
আনন্দে আসিয়া সভে দ্বারকানগরে।
কৃষ্ণকে দর্শন করি পুষ্পবৃষ্টি করে॥
নানামত স্তব কৃষ্ণে করে সর্ব্বজন।
প্রণমিয়া প্রজাপতি কহেন বচন॥
পূর্ব্বে পৃথিবীর ভার হরণকারণ।
করিয়াছিলাম আমি তোমারে জ্ঞাপন॥
কৃপা করি তেকারণে অবতীর্ণ হয়্যা।
পৃথিবীর সব ভার হরণ করিয়া॥
সজ্জন জনেতে ধর্ম্ম স্থাপন করিলে।
সবদিগে আপনার কীর্ত্তি প্রকাশিলে॥
যে কীর্ত্তিশ্রবণে সব পাপ ধ্বংস হয়।
যদুবংশে অবতীর্ণ হয়্যা মহাশয়॥
জগতের হিতার্থ করিলে নানাকর্ম্ম।
অধর্ম্ম খণ্ডায়্যা সব স্থাপিয়াছ ধর্ম্ম॥
একশত-পঁচিশ বৎসর হৈল পূর্ণ।
কৃপা করি দেবকার্য্য করিলে সম্পূর্ণ॥
দ্বিজের শাপেতে প্রায় কুল নষ্ট হৈল।
অতএব নিজ ধামে এবে শীঘ্র চল॥
ব্রহ্মার বচন শুনি কন কৃপাময়।
শুন ব্রহ্মা তুমি যাহা কর্য্যাছ নিশ্চয়॥
বীর্য্য-শৌর্য্য-সম্পদে উদ্ধত যদুকুল।
ইহারা থাকিলে বিশ্ব হইবে নির্ম্মূল॥
প্রকারে করিয়া ধ্বংস করিব গমন।
নিশ্চিন্ত হইয়া যাহ আপন ভবন॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা হরষিত মনে।
প্রণমিয়া গেলা ব্রহ্মা সহ দেবগণে॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল দ্বিজ-মাধব-রচিত॥

উদ্ধব-শ্রীকৃষ্ণসংবাদ।

বিবিধ উৎপাত তবে দ্বারকাভুবনে।
আরম্ভ হইল বংশ-ধ্বংসের কারণে॥
উল্কাপাত কতশত আকাশে হইল।
নির্ঘাত-শব্দেতে তালি কর্ণেতে লাগিল॥
ধূমকেতু উদয় প্রচণ্ড সমীরণ।
সর্ব্বদা ঘূর্ণায়মান দ্বারকার জন॥
কাষ্ঠ শিলা-নির্ম্মিত যে পাষাণ বিদরে।
কোন কোন প্রতিমাতে অট্টহাস করে
বিনা বহ্নিযোগে আচম্বিতে ঘর পোড়ে।
গৃধিনী পেচক প্রতিঘরেঘরে পড়ে॥
কুক্কুর কান্দায় শিবা উর্দ্ধমুখে ধায়।
এই মত অমঙ্গল হয় দ্বারকায়।
দেখিয়া গোবিন্দ কন যত যদুগণে॥
এই সব অমঙ্গল দেখ জনে জনে॥
বিবিধ উৎপাতে লোকে পায় মনস্তাপ।
আমাদের কুলেতে হইল ব্রহ্মশাপ॥
অতএব এইখানে থাকা অনুচিত।
প্রভাস-তীর্থেতে সভে চলহ তুরিত॥
দক্ষশাপে যক্ষাগ্রস্ত চন্দ্র যে তীর্থেতে।
স্নান করি হৈলা মুক্ত সেই ত পাপেতে॥
পুনর্ব্বার নিজকলা-বৃদ্ধিকে পাইল।
অতএব সেই মহাতীর্থে সভে চল॥
স্নান-দান তর্পণাদি করিয়া সেখানে।
সর্ব্বপাপ হৈতে মুক্ত হব সভাজনে॥
এত শুনি বাঞ্ছিত হইয়া যদুগণে।
যোজনা করিল রথ প্রভাসগমনে॥
তাহা দেখি উদ্ধব গোবিন্দসন্নিধানে।
প্রণমিয়া যোড়করে বলিল নির্জ্জনে॥
ব্রহ্মশাপ অন্যথা করিতে ক্ষম হয়্যা।
না করিলে অন্যথা বুঝিলুঁ বিচারিয়া॥
স্বধামে যাইবে নিজবংশ ধ্বংস করি।
নিবেদন ক'র প্রভু শুন হে শ্রীহরি॥
তোমার উচ্ছিষ্টভোজী দাস হই আমি।
কৃপা করি নিজ ধামে লহ মোরে তুমি॥
এইরূপে নানামতে করিলা বিনয়।
দেখিয়া একান্ত ভক্ত কহে কৃপাময়॥
ব্রহ্মার প্রার্থনা-হেতু হয়্যা অবতীর্ণ।
দেবকার্য্য নাহি শেষ করিলুঁ নিষ্পন্ন॥
ব্রহ্মশাপে দগ্ধ হয়্যা এই যদুকুল।
পরস্পর রণ করি হইবে নির্ম্মূল॥
শুন হে উদ্ধব সাত দিবসভিতরে।
সমুদ্র করিবে মগ্ন দ্বারকানগরে॥
ভূতল তেজিলে আমি কলি প্রবর্ত্তিবে।
তাহার প্রভাবে নষ্ট মঙ্গল হইবে॥
অতএব আমাতে আবিষ্ট করি মন।
সংসার তেজিয়া ক্ষিতি করহ ভ্রমণ॥
সাধুসঙ্গ ক'র তুমি মন কর স্থির।
নানাতীর্থে গিয়া শুদ্ধ করিবে শরীর॥
পরেতে বিবিধ যোগ কহি উদ্ধবেরে।
বদরিকাশ্রমে যাইতে কহিলা তাহারে॥
শুনিয়া কৃষ্ণের আজ্ঞা উদ্ধব তখন।
বদরিকাশ্রমে তবে করিল গমন॥
কথোপকথন হয় মুনির সহিত।
প্রণাম করিল পরে হয়্যা পুলকিত॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত॥

যদুবংশ ধ্বংস।

তবে হরি কহিলা সকল যদুগণে।
সভে অমঙ্গল হয় দেখ এইখানে॥
এখানে মুহূর্ত্তকাল থাকা অনুচিত।
স্ত্রীগণ বালক বৃদ্ধ চলুক ত্বরিত॥
প্রভাসেতে স্নান করি দেবতা-অর্চ্চনে।
স্বর্ণ ধেনু বস্ত্র দান দিয়া দ্বিজগণে॥
তাহাতে সকল অমঙ্গল নষ্ট হব।
এত শুনি প্রভাস তীর্থেতে চলে সব॥
তথা গিয়া শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা অনুসারে
করিল সকল কার্য্য যাদব সকলে॥
তবে সেই স্থানে মৈরেয়ক-মধু পানে।
মতিভ্রষ্ট হইল সকল যদুগণে॥
কৃষ্ণের মায়াতে মগ্ন মত্ত পরস্পরে।
কলহ আরম্ভ হৈল সেই সিন্ধুতীরে॥
ক্রোধে পরিপূর্ণ সভে ঘোর যুদ্ধ হয়।
অক্রূর-ভোজেতে যুদ্ধ হইল প্রলয়॥
অনিরুদ্ধ-সাত্যকিতে হইল সংগ্রাম।
সুভদ্র সংগ্রামজিতে রণ অনুপাম॥
সৌমিত্রেতে অসুরথে যুদ্ধ ঘোরতর।
মাতামহ দৌহিত্রেতে হইল সমর॥
পিতৃগণ-সহ রণ করে পুত্রগণ।
ভাইতাই আরম্ভিল ঘোরতর রণ॥
এরূপে হইল তথা বিষম সংগ্রাম।
আপনা আপনি যুদ্ধ কত লব নাম॥
হইল ধনুকভঙ্গ আর বাণক্ষয়।
তবে সভে সেই অস্ত্র হস্তে করি লয়॥
যাহা জন্মিয়াছে সেই মুষল-ঘর্ষণে।
গ্রহণে হইল তাহা বজ্রের সমান॥
তাহা লয়্যা যুদ্ধ করে যত যদুগণ।
দেখি রাম-কৃষ্ণ দোঁহে করে নিবারণ॥
বারণ না শুনি সভে প্রতিপক্ষজ্ঞানে।
রাম-কৃষ্ণপ্রতি ধায় প্রহারকারণে॥
তাহা দেখি রাম-কৃষ্ণ অতি ক্রোধমনে।
গ্রহণ করিয়া সেই এরকা তৃজনে॥
সকল যাদবগণে করিয়া নিধন।
নিঃশেষে করিলা হরি ভূভারহরণ॥
এরূপ সকল দেখ মিছা এ সংসার।
দ্বিজ মাধব কহে কৃষ্ণকথা সার॥

শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের দেহত্যাগ।

তবে বলরাম সেই সমুদ্রতীরেতে।
নরদেহ পরিত্যাগ করিলা যোগেতে॥
রামের নির্য্যাণ দেখি প্রভু নারায়ণ।
ভূতলে অশ্বত্থমূলে বসিলা তখন॥
কে বুঝিতে পারে সেই চক্রীর চাতুরী।
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি হয়্যা পীতাম্বরধারী॥
কিরীট কুণ্ডল আর কৌস্তভ ভূষণ।
শ্রীবৎসলাঞ্ছন শোভে কমললোচন॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারিহাথে।
বনমালাবিভূষণ প্রভু জগন্নাথে॥
আপনার অস্ত্রগণ মূর্ত্তিমান্ হয়্যা।
দক্ষিণ-বামেতে তাঁর রহে দাণ্ডাইয়া॥
দক্ষিণ উরুতে বাম চরণ রাখিয়া।
নিজানন্দে পরিপূর্ণ আছেন বসিয়া॥
পৃষ্ঠে অবলম্ব করি নবীন অশ্বত্থ।
বসিয়া আছেন হরি নির্ব্বিষয়চিত্ত॥
একাকী আছেন হরি নবঘনশ্যাম।
দূর হৈতে সেই ব্যাধ জরা যার নাম।
মৃগ মুখ জ্ঞান করি কৃষ্ণের চরণ।
বিদ্ধ করে সেই বাণ করিয়া ক্ষেপণ॥

নিকটে আসিয়া চতুর্ভুজ হরি।
চরণে পড়িয়া কহে ব্যাকুলতা করি॥
না জানিয়া এ কুকর্ম্ম করিলাম আমি।
উচিত আমার দণ্ড কর প্রভু তুমি॥
যাহা স্মরণমাত্র অজ্ঞান-তিমির।
দূরে যায় অনায়াসে কহে সর্ব্ব ধীর॥
সেই বিষ্ণু তুমি তব স্থানে অপরাধ।
করিলাম এক মোর দুর্দ্দৈবপ্রমাদ॥
অতএব দণ্ড কর উচিত আমার।
এমত কুকর্ম্ম যেন নাহি করি আর॥
শুনিয়া কহেন হরি জরার নিকট।
যে কর্ম্ম করিলে তুমি মম বাঞ্ছা বটে॥
দেবলোকে যাহ তুমি কৈলুঁ অনুমতি।
হইলে পাপেতে মুক্ত পরিহর ভীতি॥
তখনি বিমান এক আইল সম্মুখে।
আরোহণ করি ব্যাধ যায় দেবলোকে॥
দারুক আসিয়া তথা করে অন্বেষণ।
রথে আরোহণ করি করিছে ভ্রমণ॥
না দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি নিরানন্দ।
বায়ুর দ্বারায় পায় তুলসীর গন্ধ॥
সেইদিগে যায় তবে দারুক সারথি।
দূরে হৈতে দেখে বৃক্ষমূলে যদুপতি॥
রথের উপর হৈতে নামি ভূমিতলে।
প্রণাম করিয়া কৃষ্ণে ভাসে প্রেমজলে॥
তোমার চরণপদ্ম-দেখা নাহি পাই।
হইয়াছে নষ্ট চক্ষু দিব্যজ্ঞান নাই॥
দারুক কহিছে কথা কৃষ্ণের সম্মুখে।
হেনকালে বেগে রথ গেল বিষ্ণুলোকে॥
অশ্বগণ-সহিত সেই রথ যদি গেল।
পশ্চাৎ হরির অস্ত্রসকলে চলিল॥
দেখিয়া বিস্ময় হৈলা দারুক সারথি।
তবে তারে কন কৃষ্ণ যাহ দ্বারাবতী॥
যাদবগণের মৃত্যু রায়ের নির্য্যাণ।
এই ত আমার দশা দেখ বিদ্যমান॥
জ্ঞাতিগণে এইসব শীঘ্র গিয়া কহ।
দ্বারকাতে তাহারা না রহে যেন কেহ॥
পরিত্যাগ করিয়াছি দ্বারকা ভুবন।
সপ্তম দিবসে সিন্ধু করিবে প্লাবন॥
পিতা-মাতা-জ্ঞাতি আদি যত বন্ধুগণ।
নিজ নিজ পরিগ্রহ করিয়া গ্রহণ॥
অর্জ্জুনের সঙ্গে যেন সকলেতে যায়।
এই কথা শীঘ্র গিয়া কহিও সভায়॥
ভাগবত ধর্ম্ম সেতু আশ্রয় করিয়া।
মায়াতে রচিত মম বিশ্বকে জানিয়া॥
জ্ঞাননিষ্ঠ উপেক্ষক সর্ব্বদা হইবে।
মুক্তিমূল তবে সেই শান্তিকে পাইবে॥
শুনিয়া হরির কথা মস্তকেতে ধরি।
দারুক চলিল শীঘ্র দ্বারকানগরী॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-দ্বিজ মাধব রচিত॥

ব্রহ্মা-আদি দেবগণ আকাশমণ্ডলে।
নিজ নিজ বিমানেতে উদয় সকলে॥
কৃষ্ণের নির্য্যাণ-লীলা-দর্শনবাঞ্ছায়।
পরম উৎসুক হয়্যা হরিগুণ গায়॥
কৃষ্ণজন্ম-কর্ম্ম সভে করয়ে কীর্ত্তন।
কৃষ্ণের উপরে করে পুষ্প বরিষণ॥
সেই সব দেবগণে দেখিয়া গগনে।
আত্মাকে আত্মায় যোগ করিয়া তখনে॥
মুদিত করিয়া চক্ষু প্রভু নারায়ণ।
সশরীরে নিজধামে করিলা গমন॥
আকাশে দুন্দুভিধ্বনি পুষ্পবৃষ্টি হয়।
নিজ পারিষদগণ করে জয় জয়॥

